তৃতীয় সংস্করণের উৎসর্গ-পত্র।

পরম পূজনীয় শ্রীলশ্রীযুক্ত

ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি

মহর্ষিপ্রবর পূর্ব্বপিতামহবর্গ শ্রীচরণাম্বুজেষু—

হে ব্রহ্মর্ষিকল্প পূর্ব্বপিতামহগণ!

বঙ্গভূমির পাপ-বিনাশ-জন্য এবং দিব্য-ব্রাহ্মণ্য-সংস্থাপন-জন্যই কি তোমাদিগের ঔরসে প্রজাপতিবর্গ পুনর্ব্বার ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড়, গৌতম, পরাশর, দামোদর, সুসেনাদি ঋষিপ্রবররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? নতুবা কলিযুগে শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্যদেব ব্যতীত আর কোন স্থলে তেমন অসামান্য অলৌকিক ব্যাপার ত দেখিতে পাই না। আমার নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ও দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভট্টনারায়ণাদি এ কালের সাক্ষাৎ প্রজাপতি বা প্রত্যক্ষ দেবতা।

হে পূর্ব্বপিতামহগণ! আমার এই গ্রন্থের অধিষ্ঠাতৃ-দেবই তোমরা; তোমাদিগকে কায়মনোবাক্যে আহ্বান করিয়া যখন সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়াছি, তখন তোমাদিগকে সুপ্রণালীক্রমে যথারীতি পূজা করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু শোকতাপে নিতান্ত আক্রান্ত হওয়ায় সজল গন্ধ-পুষ্প মাত্র দ্বারা আরাধনা সাঙ্গ করিতে হইল। সকলের শ্রীচরণসমীপে গন্ধ-পুষ্পও দিতে সমর্থ হইলাম না, সপ্রণাম বিন্দুমাত্র বারি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তোমাদিগকে পুনর্ব্বার হৃদয়ে সংস্থাপিত করিলাম। সুক্ষেত্রে পতিত

অণুমাত্র বীজকণা হইতে যেমন মহামহীরুহ উৎপন্ন হয়, তেমনি মদীয় ভক্তিরস-সিক্ত হৃৎপদ্ম ও করস্বরূপ পত্র অণুমাত্র হইলেও যুষ্মৎ-শ্রীচরণে পতিত হইবামাত্র উহা আমার পক্ষে কল্পতরু হইবে, এই বিশ্বাসে এবং অভিলাষে এই গ্রন্থ তোমাদিগের শ্রীচরণসমীপে একখানি কুচো নৈবেদ্য-স্বরূপে উৎসর্গ করিলাম। তোমরা প্রসন্ন হইয়া পূজা গ্রহণপুরঃসর আশীর্ব্বাদ কর, যেন আর কোন রূপ শোক, তাপ না পাই, এবং ভবিষ্যতে তোমাদিগের যথোচিত পূজা করিতে পারি। প্রার্থনা সাঙ্গ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণানন্তর স্নেহের পাত্র এবং বঙ্গীয় ভবিষ্য পুরুষদিগকে আশীর্ব্বাদলাভার্থ ও শান্তিকামনায় তোমাদিগের শ্রীচরণের নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ ও শ্রীচরণের সুধা সেবন করিতে অনুরোধ করি। অলমতিপল্লবিতেন। ইতি

শান্তিপুর, জিলা নদিয়া
২১শে মাঘ ১৩১৫

প্রণত শ্রীচরণ-সেবক
শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

শ্রীশ্রীগুরুদেব পাদ পদ্ম ভরসা

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণে কেবল মাত্র আভিজাত্যরূপ বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ সকলের নাম ও গুণবত্তাদি জানিয়াছিলাম এবং কতকগুলির মূল, পত্র, পুষ্প ও ফল চয়ন করিয়া সামাজিক ব্যক্তি বর্গের দৃষ্টিতে সংস্থাপন করি। অধুনা সম্বন্ধনির্ণয়ের তৃতীয় সংস্করণে অতি উৎকৃষ্ট মূল, পত্র, কুসুম ও ফল সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্য পুরুষদিগের জন্য সঞ্চিত রাখিব মানস করিয়াছিলাম। নানাবিধ বিঘ্ন ও বিপত্তি হেতু আশানুরূপ পত্র, পুষ্প ও ফলাদি সংগৃহীত হইলেও পুস্তকের কলেবর নিতান্ত বৰ্দ্ধিত হওয়ায় সে সমুদায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ অনেক দিন অবধি মূল পুস্তকের অভাব বশতঃ সামাজিক ব্যক্তিবর্গের অসুবিধা ঘটিয়াছে। সুতরাং গ্রন্থ সংম্পূর্ণ করিতে হইল। যদি কিছু দিন জীবিত থাকি, অবশ্যই চির সংকলিত পদার্থ পাঠকগণকে উপহার দিব। সভা মহোদয়গণ নিজ নিজ গুণে গ্রন্থকারের ত্রুটি মার্জ্জনা পূর্ব্বক ইঙ্গিতে জানাইলে দোষ সংশোধিত ও গ্রন্থকার চরিতার্থ হইবে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণের মুদ্রাকারদিগের অনভিজ্ঞতা এবং অসাবধানতা হেতু স্থানে স্থানে অক্ষর সংযোজনার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে, সংশোধন করিতে পারি নাই। পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলেই সে দোষ সংশোধন করিতে পারিবেন ; আশা করি গ্রন্থকারেরা সে দোষও পাঠকবর্গ অনুকম্পা পুরঃসর মার্জ্জনা করিবেন। অলমতি বিস্তরেণ ইতি—২১শে মাঘ ১৩১৫।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা, শান্তিপুর।

ON THE WORKS OF

PANDIT LALMOHAN VIDYANIDHI.

OPINIONS OF THE PRESS,

(FROM EMINENT LEARNED MEN, AND GOVERNMENT.)

KAVYANIRNAYA— The book being widely known and held in good repute &c &c. &c. No. 3200 Of the D. P. I. To the Junior Secretary to the Govt. of Bengal. Price Re 1/8.

H. Woodrow

Director of Public Instruction.

The following little work is an attempt to give in Bengali a succint account of Hindu Rhetoric with appropriate illustrations. It is high time that the intelligent study of Rhetoric should revive in the renascent Bengal of our own time.

E. B. Cowell

12. 11, 92. Principal, Sanskrit College,

Calcutta.

Cambridge, Dec. 29, 1880.

My dear friend,

I was extremely pleased to receive by Post this morning 2 copies of the sixth edition of your Kavyanirnaya. I congratulate you heartily on the success which your work has attained. It reminded me very vividly of the old time in 1863 when you and I used to read over the proof sheets and I used to think over suitable English words to express the Sanskrit names I am pleased to find that the Bengali public has confirmed my opinion of your book. I remember being interested in it from the very first. The Bengali examples of the figures pleased me when you first showed them to me. Thanking you for the copies.

Believe me,
Yours Sincerely
E. B. Cowell.

MEGHDUT : (Sanscrit)—Extracts from the letter of the Director of Public Insruction, Bengal, No $\frac{Y}{141}$ dated Darjeeling, the 25th April, 1897. The best Edition, explained ı clearness and conciseness." with English translation. Re. 1/8.

AVIKALPADRUMA—This is the most correct and edition of this kind. Price Re. 0/8.

ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা—অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বিদ্যানিধি মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত উহার গোড়াসম্পাদন করিয়াছেন।

হিতবাদী—১৫ কার্ত্তিক ১৩৯৮।

The work is an attempt to depict the condition of the ancient Aryans in India entirely from indigenous Sanskrit sources, and as such it deserves encouragement.

A. W. Croft K. C. I. E., M. A., D. L.

সম্বন্ধনির্ণয়—বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থ খানি অদ্বিতীয়। বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট এমন আদরের গ্রন্থ আর আছে কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহস্থল। (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য ৩, টাকা। ঐ পরিশিষ্ট ২, টাকা।

বঙ্গবাসী—৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৩।

এই পুস্তক কিরূপ সুন্দর কিরূপ গবেষণাপূর্ণ। কত পাণ্ডিত্য কত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিচায়ক তাহা আমরা নূতন করিয়া কি বলিব। বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে কয়েকটী কথায় ইহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

হিতবাদী—২৪ এ শ্রাবণ ১৩০৩।

বঙ্কিম বাবুর সমালোচন—এই গ্রন্থ খানি ইউরোপে প্রচারিত হইলে একটী কোলাহল বাধিয়া উঠিত। বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় প্রশংসা পড়িয়া যাইত। বাঙ্গালা ভাষায় এমন পুস্তক আর নাই।

বঙ্গদর্শন—অগ্রহায়ণ ১২৮২।

অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক। এডুকেশন গেজেট—১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩।

বঙ্গবাসীর হিতজনক এমন পুস্তক আর দ্বিতীয় দেখা যায় না সম্বন্ধনির্ণয় পরিশিষ্ট মূল্য ২, । দৈনিক সমাচার চন্দ্রিকা—১৪ই শ্রাবন ১৩০৩

অতি শ্রদ্ধার গ্রন্থ ও বস্তু মূল্য ২, ।

AMRITABAZAR—No gentleman of rank in the country should be without a copy of the book. No Bengali library in this country would be complete without a copy of this work. April 28, 1898.

The Pandit whose spirit of research and regard for truth is well known has thrown much light on the Social History of the Hindu Castes. The work deserves the public encouragement.

BENGALEE. 15 Oct. 98.

Messrs. H. Woodrow M. A., E. B. Cowell M. A, Dr. C. A. Martin L. L D., Professors Rev. K. M. Banerji, Krishna Kamal Bhattacharya B A., Raja Rajendra Lal Mitra L.L.D., Scholar Bhudeb Mukherjee C I. E, Hon. Gurudas Banerji L. L. D., Mahamahopadhyaya, M. C. Nyayaratna,

Babu Nilambar Mukherjee M. A., poet Hem Chandra Banerjee and other Professors entertained the same high opinion of the work.

The Honourable H. H. Risley writes thus :—

MY DEAR SIR, Very many thanks for sending me a copy of the second edition of your very interesting book on Castes I have made much use of the Ist. edition a few years ago and I hope some day to find time to study the second.

You have since asked me for permission to print this. I have much pleasure in saying that I have no objection if you think my opinion of any value on the subject you know much more about that than I do. 21, 7, 93.

H. H. RISLEY

Now Secretary to the Government of India.

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা।

সম্বন্ধনির্ণয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত। এই গ্রন্থখানি ইউরোপে প্রচারিত হইলে একটী কোলাহল বাধিয়া উঠিত; বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় প্রশংসা পড়িয়া যাইত, এবং অন্ততঃ কিছুকাল সকলের মুখে ইহার প্রশংসা শুনা যাইত। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের দুরদৃষ্টক্রমে তিনি বাঙ্গালা দেশে বসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় এই পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালা সমালোচকের হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রশংসা দূরে থাকুক, কিছু সুসভ্য গালি গালাজ খান নাই ইহাই তাঁহার সৌভাগ্য; বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্লভ; বাঙ্গালা লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না।

বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮১।

ঐ বৎসরের সোমপ্রকাশ, সহচর, এডুকেশন গেজেট, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, হিন্দু পেট্রিয়ট, বাঙ্গালী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সংবাদ পত্রসমূহ পুস্তকের বিশেষ প্রশংসা করিতে ত্রুটি করেন নাই। হেমচন্দ্র।

কাব্যনির্ণয়-সম্বন্ধে মত

[No. 3800.]

FROM

THE OFFICIATING DIRECTOR OF
PUBLIC INSTRUCTION,
BENGAL.

TO

THE JUNIOR SECRETARY TO THE
GOVERNMENT OF BENGAL.

Fort William, the 29th July, 1865.

SIR,

With reference to your endorsement No. 4644 dated 24th July, 1865, to a letter from Pundit Lalmohan Bhattacharyya, forwarding for report his book on Bengali Rhetoric, I have the honor to inform you that the book has already achieved for itself a high reputation. It is recommended by the Revd. Professor Banerjea, is spoken well of by the Press, is used in the Bengali Normal Schools and is selected as the text book for the Bengali course in the B.A. Examination of 1868 and 1869.

The book being now widely known and held in good repute &c. &c. &c.

I have &c.

(*Sd.*) H. WOODROW

Offg. Director of Public Instruction.

ADVERTISEMENT.

The ancient Hindus have investigated with considerable diligence and success the three kindred sciences of Grammar, Logic and Rhetoric. Europe has derived most of her knowledge of the *trivium* from the Greeks through the Romans, and it is not uninteresting to compare the *trivium* of another nation, which follows out its own track under different auspices. The Hindu Grammar and Logic have been studied, in England and Germany, and their merits duly appreciate

Professor Lassen has said that without a deep study of *Panini*, no one can pretend to a thorough knowledge of Sanskrit ; and Dr. Ballantyne has shewn that not even Sir William Hamilton himself had analysed the Syllogism more profoundly than *Gotama*. Similarly the Hindu Rhetoric has much that is interesting and new, and its analysis of the figures is fully equal to any thing in Western Literature.

The following little work (কাব্যনির্ণয়) is an attempt to give in Bengali a succinct account of Hindu Rhetoric with appropriate illustrations. The earliest extant work on this subject by Sri Dandin was written nearly 1200 years ago, and the peculiar style patronised in Bengal had even then given its name to one of the *ritis* therein discussed, and surely if the *Gauri Riti* (গৌড়ী রীতি) was current so long ago, it is high time that the intelligent study of Rhetoric should revive in the renascent Bengal of our own time.

E. B. COWELL.
Principal, Sanskrit College.

Calcutta,
November 12, 1862.

ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা-সম্বন্ধে মত।

হিতবাদী।

১৫ই কার্ত্তিক, ১২৯৮।

ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা। শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি চার্য্য প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। বিদ্যানিধি মহাশয় যে ভারতীয় তত্ত্বে পারদর্শী, তৎপ্রণীত “সম্বন্ধনির্ণয়” গ্রন্থে তাহার কতক পরিচয় গিয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থ তাঁহার সেই পারদর্শিতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক

সম্বন্ধনির্ণয়-সম্বন্ধে মত।

হিতবাদী।

১৪শে শ্রাবণ, ১৩০৩।

সম্বন্ধনির্ণয়। শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত। এ পুস্তক কিরূপ সুন্দর, কিরূপ গবেষণাপূর্ণ, কত পাণ্ডিত্য, কত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিচায়ক, তাহা আমরা নূতন করিয়া কি বলিব? বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে কয়েকটী কথাতেই ইঁহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকখানি আরও সুন্দর, আরও বিস্তৃত, আরও প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে। সময়ান্তরে এ বিষয়ে ভাল করিয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

বঙ্গবাসী।

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩০৩।

সম্বন্ধনির্ণয়। বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রণীত। ২য় সংস্করণ। মূল্য ২৲ টাকা। বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থখানি অদ্বিতীয়। বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট এমন আদরের গ্রন্থ আর আছে কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হয়। পিতৃকুলের সূত্র ধরিয়া, হিন্দুসন্তান আপনার উদ্ধার-পথের অনুসন্ধান করে। বিশুদ্ধচরিত্র সর্ব্বগুণসম্পন্ন পিতৃকুলের পরিচয় পাইলে, পুণ্য-প্রাণ সন্তানের প্রায়ই তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। এ পুস্তক বাঙ্গালী হিন্দুর ঐ পথের প্রধান সহায়। সম্বন্ধনির্ণয়ের আরও মহত্ত্ব আছে। সম্বন্ধ-পরিচয়েই মানব আপনার পূর্ব্ব অধিকৃত পথের পরিচয় পাইয়া থাকে। এ পুস্তকে বাঙ্গলার হিন্দুকুলের এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিচয় আছে। এ পুস্তক পড়িলে, কে আত্মীয় কে অনাত্মীয়, কাহার সহিত কত পুরুষের সম্বন্ধ, কোথা হইতে কাহার সহিত আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, এ সকলেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধতত্ত্বের মূল ব্যাপার কি, কেন তাহার নিত্যত্ব, যিনি মনোযোগ দিয়া এ পুস্তক পড়িবেন, ইহাতে তাঁহার সে লক্ষ্যও নির্ণীত হইবে। আজ কালিকার বহুজননিন্দিত বল্লাল সেনের প্রকৃত রাজমর্য্যাদার পরিচয় এ পুস্তকে পাওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দু রাজা কিরূপে প্রজা শাসন করেন; সমাজ-শৃঙ্খলায় কিরূপে তাঁহার খরদৃষ্টি থাকে; রাজা হইলে, কিরূপে দৈববলে বলীয়ান্ হওয়া যায়, এ পুস্তকের অনেক স্থানে এ সব উপদেশের পরিচয় আছে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রথম সংস্করণের খুবই আদর হইয়াছিল; ইহাতে এবার নূতন বিষয় বহুল পরিমাণে সংযোজিত হইয়াছে। এবারেও এ পুস্তকের বিশেষ আদর হওয়া উচিত; কিন্তু বাঙ্গালার এখন বড়ই দুর্ভাগ্য, তাই সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না।

সম্বন্ধনির্ণয়।

উপক্রমণিকা।

অধুনা অনেকের মুখেই শুনা যায় যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতির ইতিহাস নাই। যাঁহারা কহেন ইতিহাস নাই, তাঁহাদিগকে বুঝান ভার। কারণ, একটা সামান্ত কথা আছে, 'যে বলে আমি বুঝাইলেও বুঝিব না", তাহাকে পৃথিবীর সর্ব্বস্ব দিলেও সে বুঝিবে না।

যাঁহারা ইতিহাস ছিল বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে কহিতে পারি, আমাদিগের অনাস্থাতেই ইতিহাস লোপ হইয়াছে। অথবা সর্ব্বতোভাবে দেখিতে পাই না। নতুবা লোপ হইবার কথা নয়। পাঠক, তুমি বেদের মধ্যে ইতিহাসের লক্ষণ দেখিতে পাইবে। পুরাণ দেখ, তন্ত্র পাঠ কর, অনেক ইতিবৃত্ত-ঘটিত বিষয় বুঝিতে পারিবে। তবে অনেক স্থানে অনেক রূপক বা অত্যুক্তি আছে, ইহা স্বীকার করি। সেগুলির মধ্য হইতে সারভাগ গ্রহণ করা যাইতে পারে। সারগ্রাহী হইলেই ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়।

অদ্য যে প্রসঙ্গক্রমে এই কথা উত্থিত হইতেছে, তাহার সম্বন্ধনির্ণয়। এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের পূর্ণ সংস্রব আছে। উহা ক্রমে দেখান যাইতেছে।

পাঠক, তুমি সে দিন কহিয়াছিলে, বৃদ্ধেরা রাত্রি

শিশুদিগকে সাত পুরুষের নাম শিক্ষা দিতেন, এক্ষণে উহা উঠিয়া গিয়াছে। উঠিয়া যাওয়াতে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই।

সৎকুলসম্ভব সহৃদয় ব্যক্তি আভিজাত্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন। শ্রোতৃবর্গকে বলি, যাবৎ আমাদিগের অন্তঃকরণে আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে স্মরণ হইবে, তাঁহাদিগের কার্য্য-কলাপের সারবত্তা, তাঁহাদিগের মহত্ত্ব, ঔদার্য্য, গাম্ভীর্য্য, সাহস, দয়া, দাক্ষিণ্য, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণের সমালোচনা ত থাকিব, তাবৎকালই আমাদিগের অন্তঃকরণে নিজে শ্রেষ্ঠ হইবার আশা থাকিবে। স্বীয় বংশাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে আত্মাভিমান ও আত্মগৌরব নষ্ট হয়। আত্মাভিমান আছে বলিয়াই আমরা এখনও ভস্মীভূত হই নাই। ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ টুকু নির্ব্বাণ হইলেই আমরা অসার ও অপদার্থ মধ্যে গণ্য হইব।

পাঠক, তুমি বুঝিতে পার নাই যে, বৃদ্ধেরা ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে সন্ধুক্ষিত করিবার জন্য প্রতিদিন রাত্রিকালে নিজ বাটীর সমস্ত সন্তানগণকে একত্র করিয়া কাহার সঙ্গে কি পরিচয়, তাহা প্রত্যেককে শিক্ষা দিতেন। বান্ধবগণের পরিচয় জানায় কি উপকার, তাহা পরে বলিব। তুমি অগ্রে দেখ, পরিচয় জিজ্ঞাসা না করায় কি দোষ। পাঠক, তুমি সভ্য; আধুনিক সভ্যতা অনুসারে অন্যের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য, সুতরাং তোমার সঙ্গে যে ব্যক্তি অনেক দিন বা করিয়াছে, হয় ত তুমি তাহার কেবল নামটী মাত্র জান, অ কিছুই জান না। মনে কর, এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এ

ব্যক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু সে তাহার নামধামাদি কিছুই জানে না, দেখিলে মিত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিতে পারে। দৈবাৎ প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়ের বাসভবনের নিকটেই একটা বিপদে পতিত হইলেন। সে বিপদটী দ্বিতীয় পরিচিতের নামাদির পরিচয় প্রদান করিতে পারিলেই বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু সভ্যতার অনুরোধে প্রথম-পরিচয়-সময়ে দ্বিতীয়ের নামাদি জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। সুতরাং তাঁহাকে সে দিন অসহ্য ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল। পরদিন অথবা অসহ্য ক্লেশ সহনের পরক্ষণেই সেই পূর্ব্বপরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল, ও তৎ-ক্ষণাৎ সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন তিনি পূর্ব্বানু-ভূত ক্লেশের বিষয় স্মরণ করিয়া কিপর্য্যন্ত দুঃখিত, অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন, তাহা অন্যের বুঝা ভার, তবে যিনি এরূপ বিপদে কখনও পড়িয়াছেন, তিনিই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। অহ-রহঃ যে এরূপ ব্যাপার কত ঘটিতেছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। আমাদিগকে ঐরূপ অনুতাপ করিতে না হয়, এই-জন্যই বৃদ্ধেরা আপন বাটীর সন্তানদিগকে কুলশীলের পরিচয় শিক্ষা দিতেন।

বৃদ্ধদিগের অন্তর্বাহে দ্বৈধভাব ছিল না। তাঁহারা যাহাকে মিত্র বলিতেন, তদীয় বংশাবলীর সহিত তাঁহা-দের নিজের বংশপরম্পরার চিরন্তন কুলমিত্র সম্বন্ধ থাকিত। এবং যাহাকে অন্তরে শত্রু বলিয়া প্রতীতি জন্মিত, তাহাকে তাঁহারা কদাচ মিত্ররূপে মৌখিক সম্ভাষণ করিয়া স্বকীয় ঔদার্য্য ও মহত্ত্বের ভান করিতেননা। তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ গর-ময় হইলে রসনাকে সুধাপূর্ণ করিয়া সুরস বাক্য দ্বারা আপ্যায়

বন্ধুতা দেখাইতে জানিতেন না। ঐরূপ ব্যবহারকে পাপজনক বলিয়া ঘৃণা করিতেন, এবং ঐ প্রকার সভ্যতা কপটতা বলিয়াই তাঁহাদিগের নিকট গণ্য ছিল।

বৃদ্ধেরা অজ্ঞাতকুলশীলকে বন্ধু কহিতেন না; আমরা অজ্ঞাতকুলশীলকে বন্ধু কহি। তাঁহাদিগের সঙ্গে যাহার পরিচয় থাকিত, তাহার আগুন্ত জানিতেন; আমরা কেবল নাম মাত্র জানি, অনেক স্থলে নামও জানি না। সুতরাং আমাদিগের অনেক সময় বৃথা ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কেবল এইমাত্র দোষ এরূপ নহে, অনেক সময় আপনার নিতান্ত আত্মীয়, কুটুম্ব ও স্বজনকেও একান্ত নিঃসম্পর্কীয় বলিয়া বোধ হয়। এবং কখন কখন নিজের বংশাবলীর পরিচয় না জানা থাকায় পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধুর সঙ্গেও সংশ্রব থাকে না, তজ্জন্য সময়ে সময়ে অনেক প্রকার উপকার-প্রত্যাশয় ও বঞ্চিত হইতে হয়। কিন্তু যদি ত্রিকুলের পরিচয় জানা থাকে, তবে অবশ্য অনিবার্য্য বিপদ্ ব্যতীত অন্য স্থলে অনেক বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া সহজ হইয়া উঠে। এই সমস্ত হিতকর বিষয় সম্বন্ধপরিচয়ের মধ্যে গ্রথিত থাকাতেই আর্য্যজাতির বৃদ্ধেরা পরিচয় শিক্ষা দিতেন। পরিচয়শিক্ষা না দেওয়াতে বিস্তর দোষ। তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

অধুনা প্রায় অনেকেই আপন আপন সন্তানদিগের সহিত কাহার কি সম্বন্ধ, তাহা শিক্ষা দেন না। তাহাতে একটী বিষম অনিষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। যদি কোন শিশুকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যায়, সে কেবল আপন নাম ও পিতার নাম মাত্র ব্যতীত অন্য কিছু বলিতে সমর্থ হয় না। ইতিপূর্ব্বে কোন

শিশুকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে স্বীয় বংশাবলী, জাতি ও মর্য্যাদা প্রভৃতি সমস্ত বলিতে পারগ হইত।

যদি বল, ঐগুলির সঙ্গে সমাজের কোন সম্পর্ক নাই, সুতরাং শিক্ষা করা অথবা লোকের নিকট পরিচয় দিবার আবশ্যকতা কি? বস্তুতঃ ঐগুলির সহিত আমাদিগের সমাজ ও ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির ইতিহাসের সম্পূর্ণ সংস্রব আছে। নাম, গোত্র ও জাতিমর্য্যাদার পরিচয় প্রদান দ্বারা পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি-কলাপ স্মরণ করিতে পারিলেও আমাদিগের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল থাকে, সুতরাং তদ্দ্বারা নিজের উন্নতি করিবার উপায় হইতে পারে। যদি আমরা পূর্ব্ব পুরুষগণকে বিস্মৃত হই, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগের উন্নতির দ্বারে কণ্টক পড়িবে, আমরা ক্রমে নিস্তেজ, নির্বীর্য্য, সাহসহীন এবং আধুনিক অসভ্য ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইব। যতক্ষণ আমরা আমাদিগের বংশাবলীর পরিচয় দিতে পারিব, ততক্ষণ আমাদিগকে কেহ অসভ্য ও আধুনিক কহিতে সাহসী হইবে না। বিশেষতঃ আত্মাভিমান না থাকিলে লোকের অসৎকার্য্যে মনোনিবেশ হয়। কিন্তু আত্মগৌরব, বংশমর্য্যাদা ও সমাজের মধ্যে সম্মানাদি থাকিলে নীচপ্রবৃত্তি জন্মে না, প্রত্যুত উদারপ্রকৃতির কার্য্য সদা অভিলাষ হইয়া থাকে। আভিজাত্য অনুসারে যখন অধিকাংশ সদ্গুণ জন্মে, তখন তাহার মূলস্বরূপ বংশাবলীর শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। পূর্ব্বে যে যে উপায় ছিল, এক্ষণে সে সকল উপায় অনুসরণ করিবার পথ নাই, তৎকালে বৃদ্ধেরা সন্ধ্যার পরে শিশুদিগকে বংশমর্য্যাদা প্রভৃতির শিক্ষা দিতে; এক শিশুর সঙ্গে অন্যের কি সম্বন্ধ, তাহাও বুঝাইয়া দি

সময়ে সময়ে পিতৃমাতৃগণের সখা বা সখীগণ আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন। পাঠশালাতেও পরস্পর বংশাবলীর পরিচয় জিজ্ঞাসা হইত। শিক্ষকও কখন কখন প্রশ্ন বা উত্তরে অনেক শিক্ষা দিতেন। এক্ষণে সে উপায় অবলম্বন করিবারও সুবিধা নাই। শিক্ষক স্বয়ং অসিদ্ধ, তিনি কি শিক্ষা দিবেন? সুতরাং সে পদ্ধতি একেবারে রুদ্ধ হইযা গিয়াছে।

পূর্ব্বে গ্রামমধ্যে কোন সমারোহের কার্য্য অথবা নিমন্ত্রণ উপস্থিত হইলে বালকগণ একত্র হইত, তখন বৃদ্ধেরা ইহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন। যে বালক পরিচয় দিতে না পারিত, তাহাকে ও তদীয় আত্মীয়স্বজনকে নিন্দা করা হইত। এক্ষণে সে পাঠ উঠিয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই অধিকাংশ লোকে ও বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত।

পাঠক! তোমরা কহিতে পার, বংশাবলীর পরিচয়-জিজ্ঞাসার প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু উপরে যে সকল কথা বলা গেল, তাহার মীমাংসা করিলে তোমাদিগকে মৌনী হইয়া থাকিতে হইবে। বিশেষতঃ আর্য্যজাতির বৈবাহিক প্রথা অনুসারে সকলেরই বংশাবলী ও নাম গোত্রাদি জানা নিতান্ত আবশ্যক। ইহাঁরা পিতৃগোত্র, পিতৃবন্ধু, মাতুলবংশ ও মাতৃবন্ধু প্রভৃতির কন্যা গ্রহণ করেন না। সগোত্র, সপ্রবর ও রক্তসম্বন্ধে যে বংশের সঙ্গে কোন সংস্রব নাই, সেই বংশের কন্যাই পাণিগ্রহণকার্যে বিধিসিদ্ধ। আর সময়ে সময়ে এমনও ঘটে যে, একজন দায়াদ অন্য একজন প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চনা করিল। বস্তুতঃ যদি ঐ ব্যক্তি স্বীয় বংশাবলীর পরিচয় জানিত, তাহা হইলে কদাচ তাহাকে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নিকট

প্রবঞ্চিত হইতে হইত না। অতএব এরূপ ভাবিয়াও আত্ম-বংশাবলীর পরিচয় শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, এবং লিখিয়া রাখা অবশ্য উচিত বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

পাঠক! তুমি কহিতে পার, বংশাবলীর পরিচয়-জিজ্ঞাসা-কালে আর্য্যেরা কি কি শিক্ষা দিতেন? তাঁহারা যাহার পরিচয় লইতেন, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে প্রথমে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমি কোন্ জাতি? তোমার নাম কি? কাহার পুত্র? তোমার পিতামহ কে? তুমি কাহার দৌহিত্র? (অপরিচিত হইলে) তোমার মাতুলালয় কোথায়? তাঁহারা কোন্ গোত্র? অপেক্ষাকৃত বয়োঽধিক শিশুকে এতদপেক্ষা অধিক বিষয় জিজ্ঞাসা হইত। তাহাকে পূর্ব্বোক্ত সমুদায় জিজ্ঞাসার পর নিম্নলিখিত প্রশ্ন হইত, তোমরা কাহার সন্তান? কোন্ গাঁই? কোন্ গোত্র? কয় প্রবর? কোন্ শ্রেণী? কোন্ বেদী ও কোন্ শাখী? কুলীন হইলে মেল বা পটী জিজ্ঞাসা করা রীতি। তৎপরে কহিতেন, কৈ তুমি তোমার মাতামহাদি তিন পুরুষের নাম কহিলে না, ইত্যাদি বিষয়ের প্রকৃত উত্তর পাইলে জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমি যদি ব্রাহ্মণ, তবে অবশ্য কহিতে পারিবে, তোমরা কতকালের ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি? *

---

* কত কালের ব্রাহ্মণ—

যাবন্মেরৌ স্থিতা দেবা যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে।
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ তাবদ্বিপ্রকুলে বয়ং॥

নরগণের মানসিক ভাব কে বুঝিতে পারে—

আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ দ্যৌ ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে চ জানাতি নরস্য বৃত্তং॥

ভৃগুভাস্করম্

কেহ কেহ কহিবেন, এগুলির লোপ হওয়ায় কোন ক্ষতি হয় নাই। তাঁহাদিগের ভ্রমপ্রমাদ নিরাস জন্য অগ্রে বাধ্য হইতে হইল।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং কোন কোন স্থলে বৈদ্যজাতি ও যোগীরাও (যুগী) যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, সুতরাং যজ্ঞ-সূত্রধারী মাত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভ্রম না জন্মে, এজন্য ব্রাহ্মণের লক্ষণাদি জিজ্ঞাসা করা হইত। যে ব্যক্তি ষট্‌কর্ম্মশালী ছিলেন, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ কহা হইত, কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীতধারীকে ব্রাহ্মণ কহা যাইত না। সুতরাং ব্রাহ্মণের লক্ষণ জিজ্ঞাসা অত্যাবশ্যক ছিল। এক্ষণে ব্রাহ্মণসন্তানের স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র থাকি-লেই ব্রাহ্মণ, কাজে কাজেই ও বিষয়ের জিজ্ঞাসা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে।

কত কালের ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিবারও তাৎপর্য্য আছে। যোগবলে, তপস্যাদিপ্রভাবে, বা কদাচিৎ কোন নৈমিত্তিক কারণবশতঃ অনেক ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য জাতিও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে, সে ব্যক্তি আদিম-ব্রাহ্মণ-সন্তান, অথবা পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুমত অথবা কৃত্রিম ব্রাহ্মণ সন্তান, তাহার নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ জিজ্ঞাসা হইত।

গোত্র—গোত্র জানিতে পারিলে সে ব্যক্তি কোন ঋষির বংশে জন্মিয়াছে, অথবা ঐ ঋষির শিষ্য বা ধারাবাহিক সন্তান-পরম্পরার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অনায়াসে পরি-জ্ঞাত হওয়া যায়।

প্রবর—প্রবর বলিবারও তাৎপর্য্য ঠিক ঐপ্রকার; অর্থাৎ

গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির উর্দ্ধতন অথবা অধস্তন পুরুষের মধ্যে অন্য গোত্রের সঙ্গে কোন সংস্রব আছে কি না, তাহা পরিস্ফুটরূপে প্রতীতি হয়। তদ্দ্বারা ইহাও যানা যায় যে, উত্তরকালে ঐ সকল প্রবর হইতে আবার ভিন্ন ভিন্ন বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা নির্ণয় করা সাধ্যায়ত্ত হইলে আপাততঃ প্রতীয়মান ভিন্ন গোত্রের ও ভিন্ন ভিন্ন প্রবরের সন্তানকে স্বীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষির আদিম বা অন্তিম পুরুষের সন্তান বা শিষ্য বলিয়া পরিগৃহীত করিতে আর অরুচি জন্মে না। এই বিষয়টী জানিতে পারিলে মনে মনে যে কত আনন্দ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যে ব্যক্তি এরূপ অপরিচিতকে স্বীয় আত্মীয় বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন, তিনিই তাহার মর্ম্ম অবগত আছেন।

বেদ—বেদ জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায় কি? *পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যদি কেহ বেদাধ্যয়ন না করিতেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণমধ্যেই গণ্য করা যাইত না। এক্ষণে যদিও সেপ্রকার বেদাধ্যয়ন নাই, তথাপি আর্য্যজাতীর কর্ম্মকাণ্ড ও [illegible]পলক্ষে যে সকল মন্ত্র পাঠ হয়, উহা যজমানের পূর্ব্বপুরুষগণের অবলম্বিত বেদ, অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষগণ কোন্ বেদ অধ্যয়ন করিতেন এবং তাঁহাদিগকে কোন্ বেদী কহা যাইত, তাঁহারা ঐ বেদের কোন্ মণ্ডলের কোন্ শাখা অনুসারে গৃহ্যকর্ম্ম করিতেন, তাহা নির্দ্ধারণপূর্ব্বক তদীয় কুলাচার অনুসারে সেই বেদোক্ত ও শাখান্তর্গত মন্ত্র পাঠ হয়। কুলক্রমাগত অবলম্বিত বেদ বা শাখা পরিত্যাগপুরঃসর অন্য বেদের শাখার মন্ত্রাদি পাঠ হয় না, এবং পূর্ব্বপুরুষগণের অনুষ্ঠিত ক্রিয়া-

কলাপ অনুসারে অন্য বেদাদির নিয়মানুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না।

পাঠক, তুমি এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার, কৈ, এখন ত প্রকৃত রীতিতে কোন স্থানে বেদপাঠ হয় না। আমি তাহার উত্তরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, বঙ্গবাসী-দিগের সমাজ হইতে গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া, উপনয়ন, সাবিত্রীগ্রহণ, সমাবর্ত্তন, বিবাহ, কুশণ্ডিকা, উত্তর কুশণ্ডিকা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ, অন্যপ্রকার যজ্ঞ, তর্পণ, অতিথি-সেবা, পার্ব্বণ ও দেব দেবীর পূজা প্রভৃতি বৈদিক কার্য্যের এক কালেই কি লোপ হইয়াছে, অথবা আছে? আমি নিশ্চয় কহিতে পারি, এখনও সম্পূর্ণরূপে লোপ হয় নাই।

কুলীন—সৎকুলসম্ভূত সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিকে কুলীন কহে।*

মেল—মেল জিজ্ঞাসা করিবার তাৎপর্য্য, কুল জিজ্ঞাসা করিবার ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি কালক্রমে কি দোষে কোন্ দলভুক্ত হইয়াছেন, তাহারা অল্পদোষসংস্পৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে অথবা অপেক্ষাকৃত ভূয়িষ্ঠ দোষ-সসংর্গাক্রান্ত জনগণের সহিত মিলিত, তাহাই সুস্পষ্ট অনুমিত হয়।

শ্রোত্রিয়—শ্রোত্রিয় শব্দ বেদপারগ ব্রাহ্মণ বুঝায়।†

---

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিঃ (শান্তিঃ) তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্।
এতল্লক্ষণসংযুক্তঃ কুলীন ইতি কথ্যতে॥ ইতি মিশ্রী গ্রন্থঃ।

† একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য চ।
ষট্কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥

শ্রোত্রিয়গণ কেবল শান্তিগুণে বর্জিত হইয়াছেন, নতুবা তাঁহাদিগেরও কুলীনদিগের ন্যায় আর আটটী গুণ বিদ্যমান ছিল। বল্লালের কৌলীন্য-সংস্থাপনের পরে তৎপথপ্রবর্ত্তক ঘটকেরা শান্তিশব্দের স্থানে "আবৃত্তি" এই শব্দটী সন্নিবেশিত করেন। আবৃত্তির অর্থ "পরিবর্ত্ত"। পরিবর্ত্ত চারিপ্রকার, আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা।*

আদান—সমান বা উৎকৃষ্ট বংশ হইতে কন্যা গ্রহণকে আদান কহা যায়।

প্রদান—সমান বা উৎকৃষ্ট বরে কন্যাসম্প্রদানের নাম প্রদান।

কুশত্যাগ—কন্যার অভাব ঘটিলে কুশময়ী কন্যাদানকে কুশ- ত্যাগরূপ পরিবর্ত্ত কহা যায়।

ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা—উভয় পক্ষে কন্যার অভাব হইলে ঘটকের সম্মুখে বাক্যমাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যাদান ও গ্রহণকে ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা বলা যায়।

বল্লালী ঘটকদিগের ব্যবস্থা অনুসারে শ্রোত্রিয়দিগের মধ্যে এইরূপ আবৃত্তিচতুষ্টয়ের বাঁধাবাঁধি ছিল না এবং আস্থাও ছিল না বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকে শ্রোত্রিয়শব্দে নির্দ্দেশ করেন। কুলীনদিগের কুলভ্রংশ ঘটিবে বলিয়া তাঁহারা এই চারিপ্রকার আবৃত্তি বিষয়েই সাবধান ছিলেন।

শ্রোত্রিয়দিগের মধ্যে আবার সিদ্ধ, সাধ্য ও অরি (কষ্ট)

জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরুচ্যতে॥
তি পাদ্মে উত্তরখণ্ডে ১১৬ অধ্যায়ে। মানবে মার্কণ্ডেয়পুরাণে চাপ্যেবং

* আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ত্তশ্চতুর্বিধঃ॥ মিশ্রী গ্রন্থ।

শ্রোত্রিয় আছেন। যাঁহারা আদান-প্রদান-বিষয়ে বিশেষ সাবধান ছিলেন তাঁহারা সিদ্ধ, আর যাঁহারা কেবল প্রদানবিষয়ে সাবধান তাঁহারা সাধ্য, এবং যাঁহারা এই উভয় বিষয়ের কোনটীতেই সাবধান ছিলেন না, তাঁহারা কষ্ট শ্রোত্রিয় আখ্যা পাইলেন।

বংশজ—যাঁহাদিগের কোনরূপে কুলক্ষয় হইয়াছিল, তাঁহারা বংশজ শব্দ পাইলেন। কালক্রমে ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির বিশেষ লক্ষণ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, তাঁহাদিগের কতকগুলি কুলাচার্য্যের ব্যবসায় গ্রহণ করিলেন। প্রকৃত নিকষ কুলীন মধ্যে অনেকে বিশেষ খাতির সহিত কুলজ্ঞতা করিতেন। প্রসিদ্ধ ধ্রুবানন্দ মিশ্র ফুলিয়া মেলের বন্দ্য-ঘটীয় সাগরদিয়া থাকের কুলীন।

যাঁহারা বংশাবলীর সীমা নির্দ্ধারণপূর্ব্বক বিভাগ করেন, এক বংশের কন্যা-পুত্রকে অন্য বংশে বিবাহসূত্রে সংযোজিত করেন, আপনারা ঐ উপলক্ষে দেশ-বিদেশ-পর্য্যটন-কার্য্যে সমর্থ, কুল-সম্বন্ধের দোষ-নিষ্কাশনে তৎপর, এবং নিকষ কুলীন ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াদির স্তুতি-পাঠে রত, তাঁহাদিগকেই ঘটক কহা যায়। অথবা যাঁহারা কুলীনদিগের পুরুষানুক্রমিক বিধি ও কুলমর্য্যাদার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ তারতম্য-করণে পটু, তাঁহাদিগকেই ঘটক কহা যায়। কেবল যোজকাদি-করণে তৎপরকে ঘটক কহা যায় না।

বস্তুতঃ যাঁহারা কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের স্তুতি-পাঠে রত, দোষ ও গুণানুসারে মর্য্যাদা-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহারাই ঘটক সংজ্ঞা পাইলেন।*

---

* ধাবকো স্তাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশকস্তথা।
দূষকঃ স্তাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাঃ স্মৃতাঃ॥

সন্তান—কাহার সন্তান এই কথার উত্তরে ইহা নিশ্চয় জানা যায় যে, অমুক ব্যক্তি দ্বারা অমুক বংশের মর্য্যাদা সংস্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার নাম পাইলে তদীয় গোত্র, প্রবর, গাঁই, বেদ, শাখা, কুল, শীল ও মর্য্যাদা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের পরিচয় এককালে জানা যায়। ইহার সঙ্গে অন্যান্য পরিচয়গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ; সুতরাং সন্তান জিজ্ঞাসা করা নিতান্ত আবশ্যক, না জিজ্ঞাসা করিলে মর্য্যাদার তারতম্য জানা যায় না। কাহার সন্তান জানিতে পারিলেই বংশাবলীর তাবৎ বিষয় স্মৃতিপথে দেদীপ্যমান হয়। পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণাবলী স্মরণের ফল অগ্রেই দেখান গিয়াছে, সুতরাং পুনরুক্তি করা পিষ্ট পেষণ মাত্র।

ইতি উপক্রমণিকা.

কে নো বিদন্তি পুরুষাঃ পুরুষানুপূর্ব্বী-
মুর্ব্বীতলে কুলভৃতাং কুলবর্দ্ধনং বা।
অত্যন্তসূক্ষ্মমপি যে কুলতারতম্যং
জানন্তি তে হি ঘটকা নতু যোজকাদ্যাঃ॥
অংশং বংশং তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ।
ত এব ঘটকা জ্ঞেয়া ন নামগ্রহণাৎ পরম্॥ কুলদীপিকা।

সম্বন্ধনির্ণয়।

সামান্যকাণ্ড ।

পাঠক! এখন এই সকল বিষয়ের সঙ্গে ইতিবৃত্তের কি সংস্রব আছে, তাহা পশ্চাল্লিখিত মহাপুরুষ ও নরপতিগণের আচার ব্যবহার ও তৎকালীন সমাজবন্ধনের রীতিনীতি পাঠ করিলে অনায়াসে বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ত-ঘটিত বিষয় সকল তোমার নয়ন-পথে উদিত হইবে।

এদেশে যে সমস্ত জাতি পূর্ব্বাবধি বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

বঙ্গদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন, তাঁহারা সামান্যতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সাতশতী, মধ্যশ্রেণী ও পশ্চিমা (ঔপনিবেশিক) ব্রাহ্মণ।

মহারাজাধিরাজ অশোক রাজার সময় হইতে আদিশূরের রাজত্বকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবেই এদেশ হইতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান লোপ পায়; এমন কি, এদেশ হইতে এককালে ব্রাহ্মণ্য রহিত

হইবার উপক্রম হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আদিশূরের প্রভাবে যখন পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হয়, তখনও সমস্ত বঙ্গদেশ মধ্যে সাতশত ঘরের অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ ছিল না ; এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণ বৌদ্ধদিগের প্রভাবে এমন নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিলেন যে, মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যাগের প্রশ্ন করিলে তাঁহারা তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ও অক্ষম বলিয়া রাজার নিকট পরিচয় দিলেন। ইহাঁদিগের মূর্খতানিবন্ধন রাজাকে ক্ষুব্ধ হইতে হইল। ক্ষুব্ধ হইলেন বটে, কিন্তু উক্ত যাগসিদ্ধি বিষয়ে একেকালে হতাশ্বাস না হইয়া, তৎক্ষণাৎ (৯৯৯ সংবতে*) কান্যকুব্জাধীশ্বরের নিকট পঞ্চ গোত্রের পঞ্চজন সচ্চরিত্র, সাগ্নিক, বেদজ্ঞ, যজ্ঞনিপুণ ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন।

কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীরসিংহ (জয়াদিত্য) গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনিদিগের মধ্যে যে পঞ্চ গোত্র অগ্রগণ্য দেখিলেন, সেই পঞ্চ গোত্র হইতে বিশিষ্টবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন, সুকবি, সৎক্রিয়াশালী, মুনিবিশেষ ও বাক্‌সিদ্ধ পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে সদ্‌গুণসম্পন্ন ও পরমভক্ত পাঁচজন কায়স্থ ভৃত্যভাবে আসিয়াছিলেন।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরের রাজধানীতে যে বেশে আসিয়াছিলেন, দ্বারবান্‌মুখে সেই বেশ ও চরণে চর্ম্মপাদুকা ধারণপূর্ব্বক তাম্বূল চর্ব্বণ করিবার কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজাধিরাজ আদিশূর অত্যন্ত বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইলেন ; এবং অনুতাপসহকারে মনে মনে কহিতে লাগিলেন "আমি

---

* আদিশূরো নবনবত্যধিকনবশতীশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানয়ামাস। কৃষ্ণচন্দ্রচরিত। বিদ্যাসাগরকৃত বহুবিবাহ। পৃ [illegible]

এ দেশের ব্রাহ্মণগণকে আচারভ্রষ্ট ও বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অপারগ বলিয়া দূরদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইলাম; কিন্তু অনুমান হয়, ইহাঁরা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিতান্ত সদাচারী নন; সুতরাং আমাকে স্বদেশীয়দিগের নিকট লজ্জিত, অপ্রতিভ এবং পুত্রেষ্টিযাগসিদ্ধির ফল বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইতে হইবে।” এইরূপ অনুতাপ করিয়া ক্ষণকালমধ্যে মনের ক্ষোভ মনেই মিটাইলেন। পশ্চাৎ দৌবারিক-নিকটে প্রকাশ করিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়দিগকে কহ, যে মহারাজ এক্ষণে কার্য্যান্তরে নিতান্ত ব্যাপৃত আছেন, আপাততঃ সাক্ষাৎ করিবার অবকাশ নাই; আপনারা ক্ষণেক কাল বিশ্রাম করুন, তিনি অবসর পাইবামাত্র এখানে আসিয়া আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ইহাঁরা বিবেচনা করিলেন, রাজা যখন তাঁহাদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও, অভ্যুদগমন অথবা তৎক্ষণাৎ সংবর্দ্ধনা করিলেন না, বরঞ্চ অবসর পাইলে আসিবেন বলিয়া উপেক্ষার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আর এরূপে প্রতীক্ষা করা উচিত নহে, প্রভাব দেখান কর্ত্তব্য, এই মনে করিয়াই রাজার শুভানুষ্ঠান জন্য গৃহীত অর্ঘ্যবারি সম্মুখস্থ মল্লকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা এমনি বাক্‌সিদ্ধ ও প্রভাবশালী ছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ সরস হইয়া ফল পুষ্পে পরিশোভিত হইল।

এই অসামান্য অদ্ভুত ব্যাপার যখন অন্তঃপুরে ভূপতির কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া গললগ্নী কৃতবাসে ও কৃতাঞ্জলিপুটে বহির্ভবনে উপস্থিত হইয়া, সাষ্টাঙ্গ

পাতপুরঃসর তাঁহাদিগের চরণ ধারণপূর্ব্বক নিজকৃত অপ-ধর ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। উদারপ্রকৃতি বিপ্রগণ ভূপতির এ অনায়াসে পরিতুষ্ট হইয়া "মহারাজের স্বস্তি হউক" বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও নিরুদ্বেগ করিলেন।

যাঁহারা সস্ত্রীক সভৃত্য গোযানে এবং অশ্বারোহণে সর্ব্বাঙ্গ সূচীস্যূত বস্ত্রে আবৃত করিয়া চরণে চর্ম্মপাদুকা ধারণপূর্ব্বক তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই জন্ম রাজা এক্ষণে যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত ও ভক্তিমান্ হইলেন।

পরে রাজা নির্দ্ধারিত শুভ দিবসে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্রেষ্টিযাগ সম্পন্ন করাইলেন। তাঁহাদিগের যাগপ্রভাবে কিছুদিন পরে রাজমহিষী গর্ভবতী ও কালক্রমে পুত্রবতী হই-লেন; ইহা দেখিয়া মহারাজা এক্ষণে পরমশ্রদ্ধাসহকারে উক্ত দ্বিজপঞ্চককে বঙ্গদেশে বাস করাইবার জন্য অধ্যবসায়ারূঢ় হইলেন। তাঁহারাও রাজার ভক্তি ও নির্ব্বন্ধাতিশয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না; সুতরাং তাঁহাদিগকে এ দেশে বাস করিতে হইল। যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পরিচয় ও তদীয় সঙ্গী ভৃত্য-পঞ্চকের নাম গোত্র এবং বাসগ্রামের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহা দেখিলে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ।*

নাম	গোত্র	বঙ্গে রাজদত্ত বাসগ্রাম	
ভট্টনারায়ণ	শাণ্ডিল্য	পঞ্চকোটি। †	ক্রোড়পত্রের ১১ পৃঃ হইতে ১৪পৃঃ পর্য্যন্ত দেখ।
দক্ষ	কাশ্যপ	কামকোটি।	
ছান্দড়	বাৎস্য	হরিকোটি।	
শ্রীহর্ষ	ভরদ্বাজ	কঙ্কগ্রাম।	
বেদগর্ভ	সাবর্ণ	বটগ্রাম।	

প্রামাণিক কুলগ্রন্থের লিখিতবাক্য এই—পঞ্চ গ্রাম মানভূম, বীরভূম, বর্দ্ধমান, সিংহভূম, মল্লভূম (বাঁকুড়া) যথাক্রমে এই পাঁচ প্রদেশের অন্তর্গত। বস্তুতঃ ঐগুলি উন্নত ভূভাগ বটে। এই মতটী সর্ব্ববাদিসম্মত। তাঁহারা যে অনুগঙ্গ প্রদেশের স্থলবিশেষে বাস করিয়াছিলেন, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই।

কায়স্থ কুলতিলকপঞ্চের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন সে পরিচয় লিখিত হইল।

---

* ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোঽথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামা চ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রজশ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽথ ছান্দড়ঃ
ভরদ্বাজকুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথা বেদ ইতি স্মৃতঃ॥
পঞ্চকোটিঃ কামকোটির্হরিকোটিস্তথৈব চ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ॥

† পঞ্চকোট নামে খ্যাত মানভূম জিলার অন্তর্গত পরগণাবিশেষ। অ চারিখানি লুপ্ত অথবা নামান্তরে পরিণত হইয়াছে।

প্রভু	ভৃত্য	গোত্র	কুল
দক্ষ	দশরথ	গৌতম	বসু
ভট্টনারায়ণ	মকরন্দ	সৌকালীন	ঘোষ
শ্রীহর্ষ	বিরাট বা দাশরথি	কাশ্যপ	গুহ
বেদগর্ভ	কালিদাস	বিশ্বামিত্র	মিত্র
ছান্দড়	পুরুষোত্তম	মৌদ্গল্য	দত্ত *

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্নামগোত্রকে।
কাশ্যপে চৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
সৌকালীনশ্চ দাসোঽয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ॥
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ॥
সাবর্ণগোত্রনির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্তরম্।
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ॥
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ।
বাৎস্য গোত্রেষু বিখ্যাতো মুনিশ্ছান্দড়সংজ্ঞিতঃ॥
মৌদ্গল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে॥ কায়স্থকুলদীপি

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র।

সেই মহাপুরুষ দ্বিজপঞ্চক রাজদত্ত গ্রাম পাইয়া পরস্পর পৃথগ্‌ভাবে পরমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের ষট্‌পঞ্চাশৎ সন্তান জন্মিল। সেই সন্তানগণের অধস্তন সন্ততিমধ্যে যখন অন্তর্বিচ্ছেদ ঘটিল, তদবধি কতক-গুলি রাঢ়-দেশে ও কতকগুলি বরেন্দ্র-ভূমে বাস করিতে লাগিলেন। যাঁহারা অনুগঙ্গ প্রদেশ ও রাঢ় দেশে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের সেই বাস নিবন্ধন, তাঁহাদিগকে রাঢ়ী ও যাঁহারা বরেন্দ্র-ভূমে অর্থাৎ পদ্মানদীর নিকটবর্ত্তী দেশে বসতি গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগকে বারেন্দ্র শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়।

সেই পঞ্চ মহামুনির মধ্যে ভট্টনারায়ণের ঔরসে ষোড়শ, দক্ষের ঔরসে ষোড়শ, শ্রীহর্ষের চতুষ্টয়, বেদগর্ভের দ্বাদশ এবং ছান্দড় মহোদয় হইতে আট সন্তান সর্ব্বসমেত ছাপ্পান্ন সন্তান জন্মে।* পুত্র পৌত্র সমেত ৫৯ ক্রোঃ পঃ ২৩।

ইহা দ্বারা এক্ষণে নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, সেই পঞ্চ গোত্রের পঞ্চজন হইতে যে ছাপ্পান্নজন কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ জন্মিলেন, তাঁহারাও কালক্রমে মহারাজের নিকট হইতে নিজ নিজ বাস জন্য স্ব স্ব পিতার ন্যায় প্রত্যেকে এক এক খানি গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন। প্রত্যেকেই পৃথগ্‌ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বাসজন্য মহারাজ যে

---

* ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষজাতা দ্বাদশো বেদগর্ভতঃ।
অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাশ্ছান্দড়াম্মুনেঃ॥
} পরিশিষ্ট ১ম ভাগ ১ পৃঃ হইতে ২৮ পর্য্যন্ত দেখ।

ধ্রুবানন্দকৃত মিশ্র গ্রন্থ।

সকল গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন, ঐগুলিই উত্তরকালে এক এক বংশের পরিচায়ক ও বেদপ্রচারের শাসনগ্রাম হয়। এক্ষণে তদনুসারেই বংশগণনা করা গিয়া থাকে। তদবধি ইহাঁদিগের অধস্তন সন্তানেরা সেই সেই গ্রামীণ বা গাঁই শব্দে অভিহিত হইলেন। এই মূল ধরিয়াই রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা কহেন "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই।" ইহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে, বঙ্গবাসীদিগের নিকট যাঁহারা উক্ত পঞ্চবিধ গোত্র ও ঐ সকল মূল পুরুষের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য এই ছাপ্পান্ন গাঁই মধ্যে পড়িতেই হইবে। যদি "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই" বলা যায়, তাহা হইলে বারেন্দ্রদিগের বেলায় কি মীমাংসা করিবে ? তাহার মীমাংসাস্থলে ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, কালক্রমে যখন ভ্রাতৃগণ মধ্যে অপ্রণয় ও বিদ্বেষ জন্মিল, তখনই রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ পরস্পর পৃথক্ হন। তৎকালে যাঁহারা পৃথক্ হইলেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার রাজার নিকট নিজ নিজ বাসের জন্য আরও কতকগুলি গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন। সেগুলি বরেন্দ্র ভূমের মধ্যে বিনির্দ্দিষ্ট হইল, সুতরাং উহা রাঢ়-দেশের ছাপ্পান্ন গ্রাম নামমালার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এই কথায় যদি কেহ আপত্তি করেন, তাঁহাকে ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, রাঢ়ীশ্রেণীদিগের মধ্যে চোৎখণ্ডী, দীঘল ও পূর্ব্বগ্রামী এই তিন গাঁই ৫৬ গাঁই মধ্যে পরিসংখ্যাত না হইলেও কিপ্রকারে এই তিন গাঁই রাঢ়ীশ্রেণীমধ্যে সংযুক্ত হইল ? যদি পূর্ব্বোক্ত গাথা বলবতী কর, তবে এই তিন গাঁই কোথা হইতে বাহির হই...

সাত পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড।

যদি ইহাঁরা ছাপ্পান্ন গাঁই ব্রাহ্মণের সন্তানগণের শাখা প্রশাখার অন্তর্নিবিষ্ট হন এবং উত্তরকালে রাজদত্ত গ্রাম পাইয়া রাঢ়ীশ্রেণীদিগের জ্ঞাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে বারেন্দ্রগণ যে উত্তরকালে রাজদত্ত পৃথক গ্রাম পাইয়া নূতন গ্রামের নামে আপনাদিগকে পরিচয় দিবেন, তদ্বিষয়ে বিচিত্র কি ? এক্ষণেও ইহা নিতান্ত বিরল নহে যে, স্থল-বিশেষে এবং পিতা পুত্রে ও সহোদর ভ্রাতাদিগের মধ্যে মুখ দেখাদেখি ও আহার ব্যবহার রহিত হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরের কুৎসাও করেন। পূর্ব্বকালেও রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ মধ্যে ঠিক ঐপ্রকার ঘটিয়াছিল। সুতরাং বারেন্দ্রগণের গাঁইগুলি ছাপ্পান্নের অতিরিক্ত হইলেও ইহাঁরা কান্যকুব্জাগত সেই পঞ্চ মহাপুরুষের সন্তান। "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই" এইটী বিদ্বেষ ও ক্রোধের কথা।

প্রথমতঃ কে কোন্ গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন, তদনুসারে গাঁই নির্দ্দেশ করা বিধেয় বিবেচনায় কুলদীপিকার নিয়মানু-সারে যথাক্রমে ঐ পঞ্চ মহাপুরুষের বংশাবলী নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। ক্রোঃ পঃ ২৩। পুত্র পৌত্রে ৫৯ গ্রামী।

শাণ্ডিল্য-গোত্রে ভট্টনারায়ণ-বংশ।

ভট্টনারায়ণের ঔরসে ষোল সন্তান জন্মে। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ গাঁই অনুসারে তাঁহারা ষোলটী বিভিন্ন বংশের মূলপুরুষ হইলেন। যদিও এই ষোলটী বংশের অধস্তন সন্তানগণের মনে আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, তাঁহারা যখন পরস্পর বিভিন্ন গ্রামীণের সন্তান, অর্থাৎ পৃথক

...াই, তখন অবশ্যই তাঁহারা এককুলসম্ভূত নহেন, ...দিগের আদি পুরুষ ও গোত্রাদি এক না হইতেও ...তঃ তাহা নহে, সমুদায়ই এক। সকলেরই মূল- ...নারায়ণ। সকলেরই শাণ্ডিল্য গোত্র, সকলেই সমান- ...আনশাখাধ্যায়ী, সুতরাং পরস্পর জ্ঞাতি।

...নারায়ণ-বংশে যে ষোল সন্তান জন্মপরিগ্রহ করেন, ...দিগের নিবাসগ্রাম, অনুসারে উপাধি যথা*—বন্দ্য, কুসুম, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষলী, বটব্যাল, পারিহা, কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সেয়ক, গড়গড়ি, আকাশ, কেশরী, মাষচটক, বসুয়ারি ও করাল, এই ষোল গাঁই। ইত্যাদি ক্রমে বংশের উপাধি হইয়াছে। সাতপুরুষ পর্য্যন্ত পূর্ণাশৌচ হইয়াছিল।

---

* বন্দ্যঃ কুসুম-দীর্ঘাঙ্গী ঘোষলী বটব্যালকঃ।
পারী কুলী কুশারিশ্চ কুলভিঃ সেয়কো গড়ঃ॥
আকাশঃ কেশরী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ।
ভট্ট বংশোদ্ভবা এতে শাণ্ডিল্যে ষোড়শ স্মৃতাঃ॥ কুলদীপিকা।

আদৌ বন্দ্যো বরাহঃ স্যাৎ রামো গড়গড়িস্তথা।
নীপঃ স্যাৎ কেশরশ্চৈব নানঃ কুসুমকুলিকঃ॥
বটুঃ স্যাৎ পারিহালোহসৌ কুলভিশ্চ ত্রিনামঃ
গণো ঘোষলিতাং প্রাপ্ত সেয়ুঃ শাস্তেশ্বরস্তথা॥
ব্যঢো মাষ্চটকশ্চৈব বটব্যালো বিকর্ত্তনঃ।
বসুয়ারিস্তথা নীলঃ করালো মধুসূদনঃ॥
কুশারিঃ কোয়নামা চ কুলিশশ্চৈব বাসুকঃ।
আকাশো মাধবো দীর্ঘগ্রামী চৈব মহামতিঃ।
এতে ষোড়শ শাণ্ডিল্যাঃ কথিতা রাজপূজিতাঃ॥

আনন্দভট্টকৃত বল্লালচরিত।

কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশ

দক্ষের সন্তান-সংখ্যাও ষোল । ইহাঁরাও ভট্টনারায়ণ বংশের সন্তানগণের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বসতিগ্রামে নামানুসারে তাঁহারাও সেই সেই গ্রামীন বা গাঁই বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত হইলেন । এই ষোল গাঁইকে এক্ষণে কাহারও অথবা ভিন্ন গোত্র-সম্ভূত বলিয়া ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা দেখি না। ইহাঁদের সকলেরই এক বেদ ও এক শাখা ও তদনুসারেই ক্রিয়াকাণ্ড হয় । সকলেরই কাশ্য গোত্র ও তিন প্রবর । এই ১৬ গাঁই পরস্পর জ্ঞাতি ; সকলেরই এক মূলপুরুষ দক্ষ হইতে উৎপত্তি । দক্ষ-সন্তানগণ যে সকল গ্রাম পাইয়াছিলেন, তাহার নাম যথা*—চট্ট, অম্বুলী, তৈলবাটী, পোড়ারি, হড়, গুড়, ভূরি-ষ্টাল, পালধি, পাকড়াশী, পুষলী, মূলগ্রামী, কয়ারী, পলশায়ী, পীতমুণ্ডী, সিমলায়ী ও ভট্ট, এই ষোল গাঁই, বা ষোড়শ উপাধিবিশিষ্ট ষোল সন্তান । ভিন্নগ্রামী হইলেও জ্ঞাতি ।

চট্টোঽম্বুলী তৈলবাটী পোড়ারিহড়গুড়কৌ ।
ভূরিশ্চ পালধিশ্চৈব পাকড়িঃ পুষলী তথা ॥
মূলগ্রামী কয়ারী চ পলশায়ী চ পীতকঃ ।
সিমলায়ী তথা ভট্ট ইমে কাশ্যপসংজ্ঞকাঃ ॥
পীতোঽম্বুলহড়গুড়গ্রামী নাস্তি ভাদামক্লিকঃ ।
ভূরিগ্রামী গুড়শ্চৈব শস্তুঃ স্যাৎ তৈলবাটিকঃ ॥
কৌতুকঃ পীতমুণ্ডী স্যাৎ চট্টগ্রামী সুলোচনঃ ।
পলশায়ী পাখুলামা হংসঃ কাকো মতস্তথা ॥

সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভবংশ।

মূল এই মহাত্মার দ্বাদশ সন্তান। ইহাঁদিগেরও প্রত্যেকের গ- জন্য মহারাজ আদিশূর এক এক খানি গ্রাম দিয়াছিলেন, রে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহাঁদিগের অধস্তন সন্তান- তদ্বংশপরা পৃথক্ পৃথক্ গাঁই ও বংশ হইলেও সকলকেই সেই আদিপুরুষ বেদগর্ভ মহোদয়ের সন্তান বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। কমলেই সাবর্ণ গোত্র ও পঞ্চ প্রবর ও পরস্পর জ্ঞাতি

তাঁহাদিগের গ্রামানুযায়ী উপাধি যথা—গাঙ্গুলি, পুংসিক, নন্দী, ঘণ্টা, কুন্দ, সিয়ারিক, সাটি, দায়ী, নায়ী, পারী, বালী ও সিদ্ধল ক্রোঃ প ৫৯-৬৭ পৃঃ এই দ্বাদশ সন্তান বা দ্বাশ গাঁই। *

পোড়ারিঃ কুকমঃ জোহসৌ পালধী রামনামক।
কোয়ারিরর্জ্জননাম্না চ পর্কটির্বনমালিকঃ॥
শিমলায়ী শ্রীহরিঃ স্যাজ্জটো পুর্ণসিকস্তথা।
ভট্টগ্রামী শশিধরো মূলগ্রামী চ কেশবঃ।
এতে ষোড়শ ভূদেবা জ্ঞেয়াঃ কাশ্যপগোত্রকাঃ॥ বন্দ্যোচরিত।

* গ্রন্থান্তরে কোন কোন নামের কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ দৃষ্ট হয়।
সং নিঃ ক্রোঃ পঃ ১৭ দেখ।

গাঙ্গুলি পুংসিকো নন্দী ঘণ্টা কুন্দঃ সিয়ারিকঃ॥
সাটো দায়ী তথা নায়ী পারী বালঃ চ সিদ্ধলঃ।
বেদগর্ভোদ্ভবা এতে সাবর্ণে দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥
গাঙ্গুলী হলনামা চ কুন্দো রাজ্যধরস্তথা।
বশিষ্ঠঃ সিদ্ধলো জ্ঞেয়ো দায়ী চ মদনোহভবৎ॥
বিশ্বরূপস্তথা নন্দী কুমারো বালিগ্রামকঃ।
যোগী সিয়ারিকো জ্ঞেয়ঃ পুংসিকো বামনামকঃ॥ কুলরাম।

বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়বংশ।

মহর্ষি ছান্দড় বাৎস্যবংশে জাত। ইহাঁর গোত্রের প্রবরের সহিত সাবর্ণগোত্রের প্রবর-সাদৃশ্য আছে। সুতরাং বাৎস্য ও সাবর্ণকে সমানপ্রবর কহা যায়। সমানপ্রবরানুসারে বেদগর্ভ ও ছান্দড এই দুই জনের আদিপুরুষ এক ধরা গিয়া থাকে। বাৎস্য ও সাবর্ণের মূল যখন এক হইল, তখন ছান্দড ও বেদগর্ভ মহোদয়ের সন্তানের সমষ্টি একত্র ধরিলে বিংশতি-জন হয়। এই বিংশতিজনের বংশে যত গাঁই বা সন্তান জন্মিয়াছেন, তাঁহারা পরস্পর কোথাও সমানপ্রবর, কোথা ও বা গোত্র ও প্রবর উভয়েই সমান। ইহাঁদিগের পরস্পরের সহিত বিবাহ নিষেধ। তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল বংশের উর্দ্ধতন পুরুষেরা পরস্পর জ্ঞাতিভাবাপন্ন। বাৎস্য, সাবর্ণ, মৌদ্গল্য ও সৌপায়ন এই চারি গোত্রের প্রবর সাদৃশ্য আছে। ৯০ পৃঃ দেখ।

ছান্দড় বংশে যজ্ঞকালে আট সন্তানের নাম কীর্ত্তিত হয়। গ্রাম অনুযায়ী উপাধি যথা— কাঞ্জিবিল্লী, মহিন্তা, পূতিতুণ্ড, পিপ্লাই (পিপ্পলী), ঘোষাল, বাপুলি, কাঞ্জারী ও শিমলাল, এইআট গাঁই বা আট সন্তান। দীঘল, চোৎখণ্ডী ও পূর্ব্বগ্রামী পরবর্ত্তী। ক্রোঃ পঃ ২৩, পৃঃ।

দক্ষঃ শাকটসংজ্ঞোঽসৌ পারী চ মধুসূদনঃ।
ঘণ্টাগ্রামী মাধবশ্চ নায়ারী চ গুণাকরঃ।
এতে পুত্রা মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাবর্ণাদ্দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥ কুলদীপিকা।

কোন কোন পুস্তকে মতান্তরে নামের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দেখা যায়।

কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তা চ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষালো বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারী চ তথৈব চ।
শিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্যাকসংজ্ঞকাঃ॥ কুলদীপিকা।

ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষবংশ।

মহামহোপাধ্যায় মহাকবি মহর্ষি শ্রীমান্ শ্রীহর্ষের ঔরসে চারি সন্তান জন্মে। তাঁহারাও পৃথগন্ন, পৃথক্‌ক্রিয় হইয়া রাজদত্ত পৃথক্ গ্রামে আবাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগেরও স্বীয় স্বীয় নিবসতি গ্রামের নামানুসারে তদীয় সন্তানগণ সেই সেই গ্রামীণ বলিয়া পরিচিত হইলেন। মহামতি শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ গোত্রী-সম্ভূত। যাঁহারা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাদের ভরদ্বাজ গোত্র, তৎসমস্তই শ্রীহর্ষ সন্তান। সেইরূপ বাৎস্য গোত্র মাত্রে ছান্দড-সন্তান, সাবর্ণ-গোত্র মাত্রের আদিপুরুষ বেদগর্ভ, কাশ্যপ-গোত্র মাত্রের মূল-পুরুষ দক্ষ। শাণ্ডিল্য গোত্র মাত্রের বীজপুরুষ ভট্টনারায়ণ।

রবিশ্চ হর্ষো গুরাশ্চ ঘোষ,
কবি পৃথব্যা খলু শ্বপাল।
মহাত্মনা পাপুলে পিপ্পলী চ
ধীরশ্চ পৃক্তিময় শঙ্করাখ্য ॥
বিশ্বম্ভরোঽভূৎ খলু পুত্রগৌরিকঃ
গাংগ্যাশ্চ তাদথানিবাসাদনঃ।
শ্রীধরোঽভূৎ খলু কাঞ্জিবিল্লী
নারায়ণো নাম চ কাঞ্জারি ॥
চোৎখণ্ডিকা নাম গুণাকর স্যা।
মনো দিঘালো ভুরি কম্বকুশ্যা বল্লালচরিত।
নারায়ণো নামচ কাঞ্জারিশ্চাতুর্থিকশ্চ মনোহিজল স্যাৎ ॥

—দিং।

শ্রীহর্ষের চারি সন্তান। গ্রাম অনুসারে তাহাদিগের নাম যথা*—মুখটী, ডিণ্ডী, সাহরী ও রাইগাঁই।

রাঢ়ীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণের শাণ্ডিল্য গোত্রে—(১) বন্দ্য—বরাহ, (২) গড়গড়ি—রাম, (৩) কেশর—নীপ, (৪) কুসুমকুলি—নান, (৫) পারিহাল—বটু, (৬(কুলভি—গুঁই, (৭) ঘোষলি—গণ, (৮) সেয়ুক—শাস্তেশ্বর, (৯) মাশচটক—বুড়ো, (১০)বটব্যাল—বিকর্ত্তন, (১১) বসুয়ারি—নীল, (১২)করাল—মধুসূদন, (১৩) কুশারি—কোয়, (১৪) কুলিশ—বাসুক, (১৫) আকাশ—মাধব, (১৬) দীর্ঘগ্রাম—মহামতি। সঃ নিঃ ক্রোঃ ১৪—১৭ পৃঃ

কাশ্যপ গোত্রে—(১)গুড়—ধীর, (২) অম্বলী (আমরুলিক)—নীর, (৩) ভূরি—শুভ, (৪) তৈলবাটী—শম্ভু, (৫) পীতমুণ্ডী—কৌতুক, (৬) চট্ট—সুলোচন, (৭) পলশায়ী—পালু, (৮) হর কাক (হড়), (৯) পোড়ারি—কৃষ্ণ, (১০) পালধি রাম, (১১) কোয়ারি—জন, (১২) পকটি—বনমালী, (১৩) শিমলায়ী—শ্রীহরি (১৪) পুষলিক—জটাধর (জট), (১৫) ভট্টশালী (ভট্টগামী)—শশিধর, (১৬) মূলগামী—কেশব। ক্রো ১৭—১৯ পৃঃ

সাবর্ণ গোত্রে—(১) গাঙ্গুলি—হল, (২) কুন্দ—রাজাধর, (৩) সিদ্ধল—বশিষ্ঠ, (৪) দায়ী—মদন, (৫) নন্দী—বিশ্বরূপ, (৬)

---

* আদৌ মুখটী ডিণ্ডী চ সাহরী রাইকস্তথা।
ভ্রাতরশ্চ ইমে জাতাঃ শ্রীহর্ষস্য তনুদ্ভবাঃ॥ কুলদীপিকা।
ধীমন্নাম্না মুখটিঃ স্যাজ্জনঃ স্যাদ্দানসাহিকঃ।
নানঃ সাহরিকো জ্ঞেয়ো রায়ী চ রামনামকঃ॥
শ্রীহর্ষস্য সুতা এতে বর্ণয়ন্তি চতুষ্টয়ম্॥ বাচস্পতি মিশ্র।

বালি—কুমার, (৭) সিয়ারিক—যোগী, (৮) পুংসিক—রাম, (৯) শাটক (সাট)—দক্ষ, (১০) পারী—মধুসূদন, (১১) ঘণ্টা—মাধব, (১২) নায়রী—গুণাকর। সঃ নিঃ ক্রো ১৯—২৭ পৃঃ

বাৎস্যগোত্রে (ছান্দড়বংশে) (১) মহিন্তা—রবি, (২) ঘোষাল—সুরভি, (৩) শিমলাল—কবি, (৪) বাপুলি—মহাযশা, (৫) পিপ্‌লাই (পিপ্পলী)—ধীর, (৬) পূতিতুণ্ড—শঙ্কর, (৭) পূর্ব্বগ্রামী—বিশ্বম্ভর, (৮) কাঞ্জিলাল (কাঞ্জিবিল্লী)—শ্রীধর, (৯) কাঞ্জিয়ারি—নারায়ণ, (১০) চোৎখণ্ডী—গুণাকর, (১১) দীঘাল বা হিজ্জল—মন।

ভরদ্বাজ-গোত্রে (শ্রীহর্ষবংশে) (১) মুখুটী—ধাতু, (২) ডিংসাই—জন, (৩) সাহরিক—নান, (৪) রায়ীগাই—বাম। ক্রোঃ ৯১পৃঃ

মতান্তরে শাণ্ডিল্য-বটুকের পারিহা, সাহেয়—সেয়ুক, মহামতির বটব্যাল (বড়াল), নিহ্রের কুশারি ও বিভুর আকাশ। কাশ্যপীয়গণের মাসশ্চটক, বিকের বসুয়ারি, শুভের কুলকুলী, ও গুহের দীর্ঘাঙ্গী। সাবর্ণ-গোত্রীয়—রাজাধরের পুংসিক, বশিষ্ঠের নন্দী, মদনের কুন্দ, কুমারের সিয়ারিক, যোগীর সাট, মধুসূদনের দায়ী, রামের পারী, দক্ষের বালি, মাধবের শিক্কল ও বিশ্বরূপের ঘণ্টা; —এবং বাৎসাধীরের পূতিতুণ্ড।

রাঢ়ী-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে সামবেদের চর্চ্চা অধিক। ইহাদিগের অধিকাংশই প্রায় সামবেদী ও কুথুমশাখী; সুতরাং ইহাদিগের যাবতীয় বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও গৃহ্যকর্ম্ম সামবেদের কুথুম-শাখানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা ঋগ্বেদী, তাঁহাদিগের যাবতীয় বৈদিক ও গৃহ্য কর্ম্ম আশ্বলায়ন-শাখার নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়। যজুর্ব্বেদীদিগের যাবতীয় বৈদিক ও গৃহ্য-কর্ম্ম কাণ্ব-শাখার মন্ত্রে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

সমস্ত শ্রেণীর মধ্যেই সামবেদীর সংখ্যা কিপ্রকারে এত বৃদ্ধি হইল, তাহার মীমাংসা ঋষিদিগের বংশাবলী প্রকরণে ও উপসংহারে লিখিত হইল।

বারেন্দ্র-শ্রেণী।

ইহাঁরাও সেই আদি পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ মহাপুরুষের সন্তান। বরেন্দ্র-ভূমে বাস নিবন্ধন ইহাঁদিগের নাম বারেন্দ্র হইয়াছে। ইহাঁরাও বল্লালদত্ত মর্য্যাদা অনুসারে কুলীন, শ্রোত্রিয় ও কাপ (বা বংশজ), এই তিন ভাগে বিভক্ত। কুলীন ও শ্রোত্রিয়-দিগের বিশেষ বিবরণ স্থলে কে কোন্ গোত্র ও কাহার সন্তান কে, তাহা লিখিত হইয়াছে। ইহাঁদিগের মধ্যে গাই যথা— মৈত্র, ভীম, রুদ্র, সঙ্গামিনী, লাহিড়ী, ভাদুড়ী, ভাদড়া, করঞ্জ, নন্দনাবাসী, ভট্টশালী, লাউড়েল, চম্পটি, ঝম্পটি, আদিত্য ও কামদেবতা প্রভৃতি এক শত গাই আছে। পরে দেখ।

সেই সমস্ত গাই মধ্যে মৈত্র আদি ভাদুড়ী পর্য্যন্ত ছয় গাই কুলীন। ভাদড়া অবধি অবশিষ্ট সমস্ত গাই শ্রোত্রিয়। ইহাঁরা শ্রোত্রিয় শব্দের পরিবর্ত্তে মৌলিক শব্দ কহিয়া থাকেন, এবং ভঙ্গ কুলীনকে কাপ অর্থাৎ বংশজ শব্দে নির্দ্দেশ করেন। ইহাঁদিগের ঘটকের নাম কুলজ্ঞ। ১ম পরিশিষ্ট ৩১৮ পৃঃ

রাঢ়ী-শ্রেণীর কুলীনেরা একবার বংশজ-রূপে পরিণত হইলে আর তাঁহাদিগের উঠিবার শক্তি থাকে না। কিন্তু

বারেন্দ্রদিগের সেপ্রকার নহে। ইহাঁদিগের আদি কাপেরা উত্তম কার্য্য করিতে পারিলে সর্ব্বদা তাজা (সম্ভাব) থাকেন।

ইহাঁদিগের মধ্যে অন্যপূর্ব্বা বিবাহ প্রচলিত আছে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির সহিত কোন একটী কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় হইলে দৈবাৎ যদি বিবাহের পূর্ব্বেই বরের মৃত্যু ঘটে, তবে এরূপ অবস্থায় ঐ অনূঢ়া কন্যাকে অন্যপূর্ব্বা কহা যায়; সে কন্যাকে যে ব্যক্তি বিবাহ করেন, তাঁহাকে সমাজ-মধ্যে ঘৃণিত হইতে হয়। তদবধি ঐ ব্যক্তির কুলে অন্যপূর্ব্বা-দোষ স্পর্শ করে। ১ম পরিশিষ্ট ৩১৭---৩৭ পৃঃ ক্রোঃ পৃঃ ১৩৬।

বারেন্দ্রশ্রেণীতে সগোত্রের দত্তক পুত্র গ্রহণ দ্বারাও কুল নষ্ট হয় না। এবং কুলীন পাত্রে কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া অর্থাৎ আদান প্রদান বাক্যের দ্বারা স্বীকার মাত্র করিয়াই কুল রক্ষা হইয়া থাকে; তৎপরে ঐ কন্যা শ্রোত্রিয় অথবা কাপের পাত্রে দত্তা হয়। তদ্রূপ পাত্রীকেও করণে মেয়ে অর্থাৎ অন্যপূর্ব্বা বলে। কোন কোন স্থলে প্রকৃতপক্ষে করণ হইয়া থাকে। ইহা উভয় পক্ষের প্রতিজ্ঞা মাত্র। এরূপ বর ও কন্যা নিন্দার পাত্র। অন্যপূর্ব্বার সন্তানগণ সমাজমধ্যে অনাদৃত থাকেন।

বঙ্গে তান্ত্রিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও বৈদিক-শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের আবাস-গ্রহণ।

দাক্ষিণাত্য।

"পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই।" যদি থাকে দুএক ঘর সাতশতী আর পরাশর॥" তবে কি বৈদিকেরা ভাল ব্রাহ্মণ নহেন? ইহারা ব্রাহ্মণ কি না, তাহা পরে দেখান যাইতেছে। অগ্রে শ্রেণীগত বিভাগ দেখান যাউক।

> "সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিল উৎকলাঃ।
> পঞ্চ গৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
> কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।
> অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥" ভৃগুভারত সংহিতা।

সকলেই জানেন যে, বঙ্গদেশে কান্যকুব্জাগত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের সন্তানপরম্পরা যেপ্রকার রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত, বৈদিকেরাও সেইরূপ দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য ভেদে দুইপ্রকার। যাহারা দক্ষিণদেশ হইতে আগত, তাহাদিগকেই দাক্ষিণাত্য বৈদিক কহা যায়; আর যাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী কালে বা পশ্চিম দ্রাবিড়াদিদেশ হইতে বঙ্গে আগমন করেন, তাহাদিগকেই পাশ্চাত্য বৈদিক কহা যায়।

বৈদিকেরা কোন গাঁই বা গ্রামীণ বলিয়া খ্যাত নন, নির্গাঁই বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যদি ইহারা বঙ্গাধিপ-কর্ত্তৃক আনীত হইতেন, তবে অবশ্য ইহাদিগেরও রাজদত্ত সম্মান-সূচক গ্রাম থাকিত। যখন উহা নাই, অথচ সন্তানেরও

লাঘব দেখা যায় না, তখন অবশ্য ইহাঁদিগের বিষয়ে কোন নিগূঢ় কথা আছে। (বেদান্ বেত্তি যঃস বৈদিকঃ)

দেখ রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের সহিত বৈদিকদিগকে তুলনা করিতে গেলে ইহাঁদিগের সংখ্যা অল্প, বংশাবলীর সংখ্যা অল্প, আগমনকালের সীমাও অল্প বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু ইহাঁরা অল্পকাল মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বংশের সন্তান- পরম্পরার আচার্য্য বা তান্ত্রিক গুরুর পদে কি প্রকারে ব্রতী হইলেন? এইরূপ একটী প্রশ্নের উদয় হয়, কিন্তু এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করা সহজ নহে। তবে সামাজিক প্রথা অনুসারে ও বৈদিকদিগের প্রদত্ত প্রমাণ অনুসারে যতদূর বোধগম্য হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইল।

বৈদিকেরা কহেন, কান্যকুব্জদিগের আগমনের পূর্ব্বে যে-প্রকার এদেশীয় ব্রাহ্মণগণমধ্যে অর্থাৎ সাতশতীগণমধ্যে বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের লোপ হইয়াছিল, কালক্রমে কান্যকুব্জ সন্তানগণ-মধ্যেও সেইপ্রকার বেদাদি শাস্ত্র চর্চ্চার হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তখন ইহাঁদিগের অন্য উপদেষ্টার আবশ্যক হয়। তৎকালে দ্রাবিড়াদি দেশে বেদের বহুল আলোচনা ছিল। কান্যকুব্জেরা দ্রাবিড় দেশ হইতে আগত বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের নিকট বেদের যথার্থ উপদেশ পাইয়া তাঁহাদিগকে স্বকীয় আবাসের নিকটেই বাস করাইলেন। তদবধি ইহাঁরা বৈদিক নামে খ্যাত হইলেন। ইহাঁরা কোন্ সময়ে এ দেশে আগমন করেন, তাহা নির্ণয় করা প্রকৃত পক্ষে বড় কঠিন। তবে ইহাঁরা কহেন, মুসল-মানদিগের দৌরাত্ম্যে বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্ববর্ত্তী প্রায় সকল জনপদে বিদ্যাব্রাহ্মণ্য ও বেদাদি শাস্ত্র চর্চ্চা ক্রমশঃ হ্রাস

পড়িয়াছিল। তৎকালে দ্রাবিড়াদি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বেদের বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল; সেই সময়ই দাক্ষিণাত্যদিগের এদেশে আগমনকাল। লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ কৃত দানসাগরের বচনে ইহাই এক প্রকার সপ্রমাণ হয়।* ইহাঁরা এ দেশের খাদ্য-সুখ, বাস-সুখ ও অনুগঙ্গ প্রদেশকে পুণ্যভূমি মনে করিয়া দক্ষিণ হইতে এদেশে আগমন করেন। প্রথমে উড়িয্যায় ও তৎপরে বঙ্গে আসিয়া বাস করেন। বৈদিক কার্য্যে ইহাঁদের বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল এবং এখানে আসিয়া বেদের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তৎকালে অনেক ভদ্রসন্তান ইহাঁদিগের নিকট বেদশিক্ষার্থী হন। এই সূত্রে ইহাঁরা অনেক স্থলে পৌরোহিত্য ও আচার্য্য কার্য্যে ব্রতী হইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাঁরা যে সময়ে এখানে আসিলেন, সে সময়ে এদেশে তান্ত্রিকমত সকল এত প্রবল হইয়াছিল যে, নবাগত দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগকেও অনেক সময়ে বৈদিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিকমতে চলিতে হইয়াছিল। তথাপি ইহাঁদের সময়ে বৈদিক কার্য্যের যথেষ্ট আদর ছিল।

তান্ত্রিক কার্য্যে মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, শবসাধন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্যের বিস্তর প্রসঙ্গ, অনুষ্ঠান ও প্রশংসা এবং

* তত্র কলৌ আয়ুঃ প্রজ্ঞা উৎসাহশ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ উৎকলপাশ্চাত্যাদিভির্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যয়নাদ্বিনা কিয়দেকবেদার্থ এবং মীমাংসা-দ্বারেণ যজ্ঞে ইতিকর্ত্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে।

হলায়ুধকৃত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব।

রসায়ন-বিস্তার অনেক অদ্ভুত ব্যাপারের উপযোগিতা নির্দ্দিষ্ট থাকায়, তৎকালে বঙ্গসমাজে তান্ত্রিক কার্য্যগুলি প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইত। অনেকে তন্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এরূপ নানা অলৌকিক জনশ্রুতিও অপ্রসিদ্ধ নহে।

দাক্ষিণাত্যদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু বিশেষরূপে জানা যায়, তাহা এই। উৎকল পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত। বঙ্গরাজ্যের সহিত সংলগ্ন উৎকলের সীমা সুবর্ণরেখা নদীর পশ্চিম তট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ খোদ্দা-নিবাসি সূর্য্যবংশীয় কতিপয় নৃপতি ত্রিবেণী পর্য্যন্ত স্বীয় স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন তাঁহারা বঙ্গরাজ্যের প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে অমনোযোগী ছিলেন না, বরং তাহাদিগের ধন, মান ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যত্নবান্ ছিলেন। প্রজাদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার জন্য এবং শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের ৺জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যের লুপ্তোদ্ধার, পুনঃপ্রকাশ ও বিস্তার জন্য পাণ্ডাগণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইতেন। এখনও পাণ্ডাগণ আপনারাই যাত্রী সংগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বত্র প্রধাবিত হইয়া থাকেন। এই সূত্রে পরমপবিত্রা বৈতরণী নদীর তীরস্থ যাজিপুরাদি ব্রাহ্মণ-শাসন-সমূহের বিশিষ্ট বেদপারগ সাগ্নিক বৈদিকগণ বঙ্গদেশে সর্ব্বদা আগমন করিতেন। ক্রমে তাঁহারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বঙ্গে আবাস গ্রহণ করেন। মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ স্থলে দাক্ষিণাত্য বৈদিক দেখা যায়। ইঁহাদিগের আচার ব্যবহার যদিও সর্ব্বত্র তাদৃশ পবিশুদ্ধ নাই, তথাপি অধিকাংশই ব্রাহ্মণ্যবর্জ্জিত নহেন। দাক্ষিণাত্যদিগের মধ্যে অনেকের দশাশ্বমেধী, বাজপেয়ী, অগ্নিহোত্রী ও [illegible]

প্রভৃতি উপাধি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই দাক্ষিণাত্যের পরিবর্ত্তে উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে যবনের প্রবেশাবধি পঞ্চগৌড় ভূমির বিপ্রাব্রাহ্মণ কিয়ৎপরিমাণে ন্যূন ও হীনপ্রভ হইয়াছিল। তৎকালে দক্ষিণাঞ্চলে যবনেরা বিশেষরূপে লব্ধপ্রবেশ না হওয়ায় পঞ্চদ্রাবিড়ে বিপ্রাব্রাহ্মণ্যের বিশেষ প্রভাব ছিল। তজ্জন্যই সুপ্রসিদ্ধ দ্রাবিড়ীয় (মহারাষ্ট্রীয়) মাধবাচার্য্য ও সায়নাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ সাঙ্গোপাঙ্গ বেদের টীকা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইহা অমূলক বলিয়া বোধ হয় না যে, দাক্ষিণাত্যগণ বৌদ্ধের প্রভাবে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপে নিষ্প্রভ হইলে, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য বৈদিকগণ বঙ্গে আনীত হন।

কেহ কেহ অনুমান করেন, জগন্নাথদেব (বঙ্গাক্ষরের প্রণব) বুদ্ধাবতার। ইঁহার প্রভাবে উৎকলের বৈদিক-ক্রিয়া লোপ পায়। তদনুসারে মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার উৎকলে বৈদিক-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান-প্রচার জন্য আপনাদিগকে তথায় সংস্থাপন করেন।

ইঁহারা কহেন, মথুরাবাসী চোবে বা মাথুর ব্রাহ্মণ, মাগধ বা গয়ালী ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমস্ত ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বে সামান্যতঃ কান্যকুব্জ বা গৌড় শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইত। ইহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট-বেদপারগ, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ তীর্থে নিযুক্ত থাকিয়া বৈদিক সংজ্ঞা পাইলেন; এবং যাঁহারা চরিত্রের আদর্শ-স্বরূপ ও সদাচার-শিক্ষা-দান বিষয়ে বিশেষ অগ্রগণ্য, তাঁহারা আব্রাহ্মণ্য তীর্থ সকলে চারিত্র-শিক্ষা ও বেদপ্রচারাদি দ্বারা লোকের নিকট ব্রহ্মর্ষি বা পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইলেন।

পঞ্চ দ্রাবিড়ে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহাদের সাধারণ নাম পঞ্চদ্রাবিড়ী বা বৈদিক হইল।

ইহাঁদিগের মতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরবাসী, সারস্বত কান্যকুব্জ, গৌড় মৈথিল ও উৎকল, এই পঞ্চদেশসম্ভূত পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণগণকেই কান্যকুব্জ গৌড়ব্রাহ্মণ শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। *

ইহাঁরা কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, গুর্জ্জরাটী, মহারাষ্ট্রী ও দ্রাবিড়ী, এই পঞ্চদ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণকেই বৈদিক সংজ্ঞা প্রদান করেন।

ইহাঁরা মগধবাসী ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কল্পিত ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানেন। মাথুরদিগের উৎপত্তিবিষয়ে এই প্রমাণ দেন, যে, তাঁহারা বরাহকল্পে ভগবান বরাহাবতারের ঘর্ম্ম বিন্দু হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। † এই কারণে এত দুই প্রকার

* সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥ ১৭ মনু ২ অ।
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥ ১৮ ॥ ঐ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরম্ ॥ ১৯ ॥ ঐ।
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ॥ ২০ ॥ ঐ।
অব্রাহ্মণেষু তীর্থেষু কার্য্যন্ত্যাজান্ নিযোজয়েৎ।
তীর্থেষু চ বিশেষেষু বৈদিকা বেদপারগাঃ ॥ [illegible]।

† সর্ব্বে দ্বিজাঃ কান্যকুব্জা মাথুরং মাগধং বিনা।
মাগধো ব্রাহ্মণাঃ পূর্ব্বং কল্পিতা দ্বিজ এব চ।
বরাহস্য তু ঘর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে তথা ॥ [illegible]।

বিপ্র ব্রাহ্মণ-মধ্যে বিশেষ অগ্রগণ্য নন। তবে তীর্থস্থানে থাকেন বলিয়াই তাঁহাদিগের এত মহিমা। তীর্থস্থান পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ্য বিশেষ আদরণীয় হয় না।

ইহাঁরা আরও কহেন যে, যৎকালে এদেশে দাক্ষিণাত্যেরা বদ্ধমূল হইলেন, তদবধি জন্মভূমির ব্রাহ্মণগণ সঙ্গে তাঁহাদের আদান প্রদান রহিত হয়। তখন রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের ন্যায় ইহাঁদিগের সন্তানপরম্পরা-মধ্যে বেদচর্চ্চা লোপ হইয়া আসিল। এমন কি, ইহাঁরা বঙ্গদেশে নামে মাত্র বৈদিক থাকিলেন, কিন্তু কাজে ঘোর তান্ত্রিক হইয়া পড়িলেন।

দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—কুলীন, বংশজ ও মৌলিক। কুলীনদিগের মধ্যে (গর্ভাবস্থায়) সম্বন্ধপ্রথা প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে অনেক স্থলে বালক বালিকা ভূমিষ্ঠ হইলেই অশৌচান্তে কন্যাপক্ষীয়েরা উভয়ের বাগ্‌দান নির্ব্বাহ করিতেন; অর্থাৎ বরপক্ষের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেন যে, এই কন্যার বিবাহযোগ্য কালে তোমার পুত্রকে সম্প্রদান করিব। এই বাগ্‌দান-প্রথাকেই সম্বন্ধপ্রথা বলে। (এক্ষণে এ প্রথার অনেক হ্রাস হইয়াছে, অর্থাৎ এখন আর অনেকেই কন্যা-পুত্রের এরূপ সদ্যপ্রসূত সম্বন্ধ করেন না। কিন্তু তজ্জন্য কুলীনের কৌলীন্য হানিও হয় না)। এই প্রকার সম্বন্ধ হইবার পর, পাত্র মরিয়া গেলে কুলীনের কন্যা অন্যপূর্ব্বা হইয়া থাকে। তখন সেই অন্যপূর্ব্বা কন্যাকে মৌলিক পাত্রে সমর্পণ করিতে হয়। কোন কারণে বাগ্‌দানীয় বর জীবিতসত্ত্বেও তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান না করিলে, সেই কন্যাকে অন্যথা এবং অন্যপূর্ব্বাও কহা যায়। সেরূপ অন্যপূর্ব্বা কন্যাও মৌলিক

পাত্রেই সমর্পণ করিতে হয়। আর বাগ্‌দত্তা কন্যা মরিয়া গেলে কুলীন পুত্র 'দ্বিতীয় পাত্র' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তখন তাঁহাকে প্রায়ই বংশজ বা মৌলিকের কন্যা বিবাহ করিতে হয়। কোন কোন স্থলে কুলীনের অবাগ্‌দত্তা কন্যাও বিবাহ করিতে পারেন। কুলীনের ভার্য্যাবিয়োগ ঘটিলেও তাঁহার দ্বিতীয়-পাত্রত্ব ঘটে।

বংশজদিগের মধ্যে ঐরূপ সম্বন্ধপ্রথা প্রচলিত নাই। তাঁহারা বিবাহযোগ্য কালে পুত্রদিগকে মৌলিকের কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া থাকেন, এবং কন্যাদিগকে কুলীনের দ্বিতীয় পাত্রে সম্প্রদান করেন। বংশজের ভার্য্যাবিয়োগ ঘটিলেও তাঁহাকে দ্বিতীয়াদি বার বিবাহের সময় মৌলিকের কন্যাই বিবাহ করিতে হয়।

মৌলিকদিগের মধ্যে সম্বন্ধপ্রথা নাই। তাঁহারা স্বশ্রেণীর কন্যা অথবা কুলীনের অন্যপূর্ব্বা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং কুলীন বা বংশজকে কন্যা সম্প্রদান করেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কুলীনের অন্যপূর্ব্বা কন্যা গ্রহণ করেন না, তাঁহাদিগকে "সম্মৌলিক" কহা যায়। আর যাঁহারা কন্যা বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে "পচা মৌলিক" বলিয়া থাকে। পচা মৌলিকেরা সমাজে অভিশয় হেয়।

অধুনা কুলীনদিগের সম্বন্ধপ্রথার শিথিলতা হওয়াতে কুলীন, মৌলিক ও বংশজদিগের বিবাহপ্রথারও অনেক শিথিলতা ঘটিয়াছে। অর্থাৎ এক্ষণে কুলীন, মৌলিক ও বংশজ, যে যাহার ইচ্ছা কন্যা গ্রহণ করিতেছেন এবং যে যাহাকে

ইচ্ছা কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের কুলক্ষয় ঘটে না। কিন্তু কুলীনপুত্র অন্যপূর্ব্বা বিবাহ করিলে সমাজে হেয় হন।

কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের এরূপ শ্রেণীবিভাগ ছিল না। তখন সকলেই কুলীন ছিলেন। সম্বন্ধপ্রথাও ছিল না। সম্বন্ধপ্রথা প্রচলিত হইবার পর কোন কুলীনপুত্র কুলীনের অন্যপূর্ব্বা কন্যা গ্রহণ করাতে মৌলিক হইয়া যান, এবং অন্য কোন কুলীনপুত্র তাঁহার কন্যা গ্রহণ করাতে বংশজ হইয়া পড়েন। তদবধি কোন কুলীনপুত্র মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করিলেই বংশজ হইতেন, এবং কোন বংশজ কুলীনের অন্যপূর্ব্বা কন্যা গ্রহণ করিলেই মৌলিক হইয়া যাইতেন। এইরূপে অনেক বংশজ ও মৌলিকের সৃষ্টি হয়। অধুনা সম্বন্ধপ্রথার শিথিলতা ঘটায়, এরূপ বিবাহ করিলেও কেহ নিম্নশ্রেণীচ্যুত হন না। সুতরাং এক্ষণে নূতন বংশজ ও মৌলিকের আর সৃষ্টি হয় না; কুলীনের পুত্রই কুলীন, বংশজের পুত্রই বংশজ, ও মৌলিকের পুত্রই মৌলিক হইয়া থাকেন।

বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি সামাজিক কার্য্যে কুলীন, বংশজ ও মৌলিক, স্ব স্ব শ্রেণীর অনুরূপ ক্রমনিম্ন মর্য্যাদা বা বিদায় পাইয়া থাকেন।

বৈদিক-শ্রেণী—পাশ্চাত্য।

বঙ্গদেশে বেদ-পারগ ব্রাহ্মণের সংখ্যা হ্রাস হইয়া গিয়াছে, এবং রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক, এই দ্বিজশ্রেণীত্রয়েরই

বৈদিক কার্য্যে আস্থা আছে জানিয়া কতকগুলি বৈদিক পশ্চিম ও দ্রাবিড়াদি দেশ হইতে পূর্ব্ব দেশে আগমন করেন বলিয়াই হউক, অথবা দাক্ষিণাত্যদিগের পশ্চাতে আসিয়াছিলেন বলিয়াই হউক, ইহাঁদিগকে সকলে পাশ্চাত্য কহিত, তদনুসারে ইহাঁরা পাশ্চাত্য বৈদিক সংজ্ঞা পাইলেন। পশ্চিমদেশীয় এবং পশ্চাৎস্থিতি, এই দুই অর্থেই পাশ্চাত্য শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

তন্ত্রের মতানুসারে মন্ত্রদাতা গুরু হইতে হইলে, শিষ্যের সমস্ত পাপ গুরুকে গ্রহণ করিতে হয়। * অতএব রাঢ়ী বারেন্দ্রগণ দেখিলেন, অন্যের পাপ গ্রহণ করিয়া নিজে পাপী হওয়া উচিত নহে, এই বলিয়া অধিকাংশস্থলে পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণ সন্তানগণ তান্ত্রিক মন্ত্রদান-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। মন্ত্রশিষ্য করিতে পারিলে যে এককালে অনায়াসে সমাজ মধ্যে সম্মান লাভ করা যাইতে পারে, সে সুযোগটী পাশ্চাত্য বৈদিকগণই বিশেষ বুঝিয়াছিলেন।

ইহাঁদিগের বেদে বিশেষ আস্থা ছিল, এজন্য তন্ত্রের মত তত প্রবল বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না, এবং এ দেশে প্রাধান্য সংস্থাপন জন্য নিতান্ত ব্যগ্র ছিলেন। তৎকালে আবার মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ কার্য্যে লোকের বিশেষ বিশ্বাস ছিল। সেগুলি তন্ত্র-সাধ্য কার্য্য, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। সচরাচর গৃহস্থ তান্ত্রিকেরা উহা করিতেন না, ওগুলি

* রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্। তন্ত্রসারধৃত বচন।

প্রায় উদাসীনেরাই করিতেন। ইহাঁরা পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন যে, তন্ত্ররূপ অস্ত্র ব্যতীত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের নিকট কেবল বৈদিক কার্য্যকলাপ দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার উপায় নাই। ইহাঁরা বৈদিক কার্য্যগুলির সঙ্গে তান্ত্রিক কার্য্যের যে অংশে সামঞ্জস্য আছে, অগ্রে সেইগুলিরই প্রচার আরম্ভ করিলেন। বঙ্গসমাজের প্রিয় তান্ত্রিক কার্য্যগুলি বেদের সহিত অবিরুদ্ধ জ্ঞান হওয়ায়, পাশ্চাত্য বৈদিকগণ লোকসমাজে সাতিশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহা-দিগকেও লোক রঞ্জনের অনুরোধে ক্রমে ক্রমে বৈদিক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে হইল। তখন তন্ত্রের আলোচনায় মনো-নিবেশ করিলেন। সে সময়ে আগম, নিগম, জামল, ডামর প্রভৃতি ভূরি ভূরি তন্ত্র মন্ত্র কবচাদি চতুর্দ্দিক্ হইতে সমানীত হইতে লাগিল। ইহাঁরা এক একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া লোক-সমাজে খ্যাত হইতে লাগিলেন। যাঁহারা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহারা প্রায় উদাসীনের মত থাকিতেন। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্যগুলি প্রায় উদাসীনেরাই করিতেন, ঐ কার্য্যগুলি করণে গৃহস্থগণের পক্ষে নিষেধ থাকায় গৃহস্থগণ প্রায় অগ্রসর হইতেন না। ইহাঁরা তৎকালে উদাসীনের মধ্যে গণ্য, সুতরাং এ সকল কার্য্য করণে লোকসমাজে অনাদৃত হইতেন না; প্রত্যুত যজমানের নিকট সম্মানিত হইতেন। এইরূপে ইহাঁদিগের এ দেশে বসতির সূত্রপাত হয়। আর গৃহস্থ অপেক্ষা উদাসীনকে গুরু করায় বিশেষ সুবিধা আছে। গুরুর পুত্র ও পৌত্রকে মন্ত্রদাতা গুরুর সদৃশ জ্ঞান করিয়া পূজা করিতে হয়। উদাসীন গুরু হইলে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা

যাইতে পারে। কিন্তু নূতন শিষ্যেরা যাহাই ভাবুন, নূতন গুরুরা প্রকৃত-পক্ষে উদাসীন নহেন।*

কালক্রমে ইহাঁরা সপরিবারে এদেশে বদ্ধমূল হন। উত্তর-কালে ইহাঁদিগের বংশপরম্পরা কতিপয় বংশের কুলগুরু হই-লেন। ঐ সকল লোকে বিবেচনা করিল, গুরুকুলে বিবাহ নিষিদ্ধ †। ইহাঁরা যখন এ দেশের অধিবাসী হইলেন, তখন ইহাঁদিগের নিকটেই মন্ত্রগ্রহণ যুক্তিসিদ্ধ, কারণ ইহাঁরা বিভিন্ন-সম্প্রদায়ী, ইহাঁদিগের সঙ্গে যখন আহার ব্যবহার নাই, তখন বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না, এবং যখন একবার গুরু বলিয়া স্বীকার করা গিয়াছে, তখন ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করা শাস্ত্রে ও যুক্তি অনুসারে উচিত হয় না। তদবধি ইহাঁদের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ইহাঁরা আপনাদিগকে মনে মনে তেজীয়ান্ বলিয়া বড় একটা দোষ গ্রাহ্য করিতেন না। অন্যেরা ভীত ছিলেন। এক্ষণেও অনেককে দেখা যায়, দণ্ডীর নিকট তান্ত্রিক মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, তথাপি গৃহস্থের মন্ত্রশিষ্য হয়েন না।

সে যাহা হউক, পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের সম্মান এইরূপে এদেশে সংস্থাপিত হইলে, অনেক উদাসীন ব্যক্তিও আসিয়া বৈদিক বলিয়া পরিচয় প্রদান পুরঃসর নানা স্থানে আবাস গ্রহণ করিয়া বদ্ধমূল হইয়াছেন।

---

* গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু গুরুবৎ তৎসুতাদিষু।

† মৎস্য সূক্তের প্রমাণ যথা—

সমানপ্রবরা বাপি শিষ্যসন্ততিরেব চ।

ব্রহ্মদাতুর্গুরোশ্চৈব সন্ততিঃ প্রতিষিধ্যতে॥ উদ্বাহতত্ত্বধৃতবচন।

বৈদিক-শ্রেণীর মধ্যে অনেক গোত্র আছে, তন্মধ্যে চতুর্বিংশতি গোত্র আদরণীয়। যথা—শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, সৌকালীন, কল্বিষ; অগ্নিবেশ্ম, কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, মৌদ্গল্য, আলম্যান, পরাশর, সৌপায়ন, অত্রি, বাসুকি, রৌহিত, বৈয়াঘ্রপত্য ও জামদগ্ন্য, এই চতুর্বিংশতি গোত্র। *

কুলদীপিকায় ৪২টী গোত্রের নির্দ্দেশ আছে। ঔপনিবেশিকদিগের নির্ণয়স্থলে সমুদয় গোত্রের নাম ও প্রবর এবং কোন্ কোন্ গোত্রের সঙ্গে কি কি প্রবরের সাদৃশ্য এবং প্রবরের বৈসাদৃশ্য থাকিলেও কি কি গোত্রের সাদৃশ্য আছে, তৎসমস্ত দেখান গিয়াছে।

পাশ্চাত্য বৈদিকেরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত, জোঁয়াড়ী ও কোঁয়াড়ী। জোঁয়াড়ীদিগের মধ্যে শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, শৌনক ও মৌদ্গল্য গোত্রের বংশগুলি বিশেষ মান্য অর্থাৎ কুলীন-স্থানীয়। ইহাঁদিগের মধ্যে যদিও বেদত্রয়েরই নাম

---

* শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা।
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালীনস্তথাপরঃ॥
কল্বিষশ্চাগ্নিবেশ্মশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ।
বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৃষ্ণাত্রেয়বশিষ্ঠকৌ॥
ঘৃতকৌশিকমৌদ্গল্যৌ আলম্যানঃ পরাশরঃ।
সৌপায়নস্তথাত্রিশ্চ বাসুকী রৌহিতস্তথা॥
বৈয়াঘ্রপদ্যকশ্চৈব জামদগ্ন্যস্তথাপরঃ।
চতুর্ব্বিংশতিবৈর্গোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ॥ (ধনঞ্জয় কৃত গোত্রপ্রবর পদ্ধতি)

শুনা যায়, অর্থাৎ কেহ সামবেদী, কেহ ঋক্‌বেদী, কেহ বা যজু-র্ব্বেদী, তথাপি ইহাঁরাও ঐ সকল বেদের এক একটী শাখার একদেশ ব্যতীত সমগ্র শাখা অনুসারে গৃহ্য কর্ম্ম করেন না। সামবেদীরা কুথুম শাখার একদেশ, যজুর্ব্বেদীরা কাণ্ব শাখার একদেশ, ঋগ্বেদীরা আশ্বলায়ন শাখার একদেশ পাঠ করেন। কোঁয়াড়ীরা কহেন, নিমাই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করায় তিনি নিঃসন্তান হেতু সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্র লোপ হইয়াছে। তবে যদি কোন স্থানে কেহ থাকেন, তিনি বড় প্রসিদ্ধ নহেন।

কোঁয়াড়ীদিগের মধ্যে গোত্রানুসারে বংশাবলীর তারতম্য হয় না। ইহাঁদিগের মতে যিনি সদাচার-সম্পন্ন ও গুণশালী, তিনিই মর্য্যাদাপন্ন ও গৌরবান্বিত। যিনি কদাচার ও কুক্রিয়া-শালী, তিনিই অপূজ্য ও অশ্রদ্ধেয়।

পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের প্রদত্ত প্রমাণ অনুসারে সমাজে যাহার যতদূর গৌরব, তাহা এই। পাশ্চাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এই প্রমাণ দেন যে, তাঁহারা ১০০১ শাকে বঙ্গাধিপ শ্যামল-বর্ম্মা কর্ত্তৃক বঙ্গে আনীত হয়েন। রাজাধিরাজ আদিশূরের পরে ও বিজয়সেনের পূর্ব্বে শ্যামলবর্ম্মা বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে, কিন্তু ইহা ইতি-হাসমূলক নহে। এইরূপ জনশ্রুতিও আছে যে, তাঁহার প্রাসাদে শকুনি পক্ষীর নিয়ত অবস্থান হেতু নিতান্ত অমঙ্গল ঘটে; তন্নিবন্ধন তিনি নিজ শ্বশুর কাশীরাজ জয়ন্তচন্দ্রের নিকট হইতে একজন সাগ্নিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহার নাম যশোধর। তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে, রাজার সর্ব্বতো-ভাবে শুভ হয়। তাহাতে রাজা অত্যন্ত অনুগৃহীত হইয়া

তাঁহাকে এদেশে অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, জ্ঞাতি ও কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে এদেশে বাস করিতে পারি? তদনুসারে রাজা কহিলেন, আপনি জ্ঞাতি-কুটুম্বসহ আর চারিজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করুন, আমি তাঁহাদিগের সহিত আপনকার স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিব। রাজার এই প্রার্থনা অনুসারে যশোধর পুনর্ব্বার স্বদেশে যাইয়া আর চারিজন সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সদারাপত্য আনয়ন করেন। তাঁহারা এখানে নানা-বিধ যজ্ঞ করেন, তাহার ফলও ফলে। রাজা পঞ্চ-গোত্রীয় সেই পঞ্চ বৈদিক যাজ্ঞিকের বাস জন্য চৌদ্দখানি গ্রাম দান করেন। তাঁহারা পুত্রকলত্রাদির সহিত সেই চতুর্দ্দশ গ্রামে আবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। পঞ্চ যাজ্ঞিক মহোদয়ের পুত্র-গুলির নাম নির্দ্দিষ্ট নাই। তাঁহারা যে সদারাপত্য এ দেশে আসিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যাজ্ঞিক পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম গোত্রাদি এই—

সামবেদী	বেদগর্ভ	শাণ্ডিল্যগোত্র
ঐ	গোবিন্দদেব	বশিষ্ঠগোত্র
ঐ	পদ্মনাভ	সাবর্ণগোত্র
ঐ	জিতামিত্র মিশ্র	ভরদ্বাজগোত্র
ঋগ্বেদী	যশোধর	শৌনকগোত্র

বেদগর্ভ সপুত্রক তিনখানি গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতেই বোধ হয় তাঁহার তিন পুত্র। তিনি যে তিনখানি গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন তাহার নাম এই—(১) আখড়া, (২) মাধভা, (৩) পান-কুণ্ডা। গোবিন্দদেবও সপুত্রক গ্রামচতুষ্টয় গ্রহণ করিয়াছিলেন,

তদনুসারে তাঁহাকে চারি পুত্রের পিতা ধরা যায়। এই চারি-জনের প্রত্যেকের গ্রাম—(১) জোঁয়াড়ী (২) কোঁয়াড়ী (বা গোয়ালী), (৩) আহ্লাদক, (৪) দধিমস্থ। পদ্মনাভও এই নিয়মানুসারে স্বীয়তনয়সহ তিনখানি গ্রামের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই তিনখানি গ্রামের প্রথমখানির নাম শান্তিকর, দ্বিতীয় ব্রহ্মপুরী, তৃতীয় মরীচিকুণ্ড।

জিতামিত্র মিশ্র স্বীয় সূনুসহ তিনখানি গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন। সেই গ্রামত্রয় বঙ্গদেশের গ্রাম-সমূহ-মধ্যে বিশেষ খ্যাত—(১) কোটালীপাড়া, (২) নবদ্বীপ, ও (৩) চন্দ্রদ্বীপ।* কোটালিপাড়া ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত। চন্দ্রদ্বীপ বরিশাল জিলার অধীন বাকলা সমাজের প্রধান স্থান। নবদ্বীপ স্বনামপ্রসিদ্ধ স্থান। যদিও ইহার পূর্ব্ব গৌরব কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তথাপি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পক্ষে ও বিশেষতঃ দর্শনশাস্ত্রাধ্যায়ীদিগের নিকট পরমোৎকৃষ্ট স্থান। অদ্যাপি বঙ্গদেশীয় আচার ব্যবহার সমুদায়ই নবদ্বীপ সমাজের অবিরুদ্ধ না হইলে সমাজে প্রচলিত হয় না।

স্যাজ্জোঁয়াড়ী কোঁয়াড়ী চ আহ্লাদঃ পানকুণ্ডকঃ।
শান্তিকরো ব্রহ্মপুরী আখড়া মাধবৈব চ॥
মরীচিঃ কুট্টলপল্লী দ্বীপৌ চ নবচন্দ্রয়োঃ।
সামন্তসারেণ সহ ব্রাহ্মগ্রামাশ্চতুর্দ্দশ॥
পাশ্চাত্যে সমিস্তৌ তদ্বৎ পূরকো দধিমস্থকঃ।
এতে সমাজাঃ পাশ্চাত্যাঃ সামন্তকনিবাসিনাম্॥
শ্রীহট্টনিবাসী বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য কৃত-শ্যামল-বর্ম্ম চরিত-কথা॥

যশোধর শাকুনিক-যাগ-সিদ্ধির দক্ষিণাস্বরূপ সামন্তসার গ্রাম নিজস্বরূপে প্রাপ্ত হয়েন। পাশ্চাত্য বৈদিকগণ যে চতুর্দ্দশ গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন, তাহার অধিকাংশই লুপ্ত অথবা নামান্তরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, রাজসাহী জিলার জোঁয়াড়ীগ্রামই গোবিন্দদেবের বসতিস্থান। এই সকল গ্রামের কোনটীতেই ঐ সকল মহাত্মাদিগের অধস্তন পুরুষের কোন ব্যক্তিরই নিষ্কররূপে স্বত্ব নাই। সামন্তসারগ্রাম ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত এবং কোটালিপাড়া সমাজের প্রধান স্থান।* শ্রীচৈতন্যদেবের বিষয় ১ম পরিশিষ্ট ১৬৮ পৃঃ।

---

* দাতা ক্ষমী সর্ব্বগুণগ্রহীতা
পিতেব শাস্তা নিখিলপ্রজানাম্।
ক্ষিতৌ মহেন্দ্রপ্রতিমপ্রতাপো
গৌড়েশ্বরঃ শ্যামলবর্ম্মসংজ্ঞঃ॥
তস্মৈ নৃপেন্দ্রায় নৃপোত্তমায়
কাশীশ্বরঃ শ্রীজয়চন্দ্রসংজ্ঞঃ।
শ্রীনামধেয়াং প্রিয়মেব কেবলাং
দদৌ বিবাহেন সুতাং সুশীলাম্॥
তদা সুশীলাং প্রতিগৃহ্য রাজ্ঞ
নিবেদ্য রাষ্ট্রাভিমুখং প্রতস্থে।
স্বামাত্যবর্গৈঃ সহ ধর্ম্মতৎপরঃ
প্রিয়ং চিকীর্ষুঃ প্রিয়য়া প্রিয়ংবদঃ॥
ততঃ কদাচিন্নিজসৌধভাগে
প্রপাতিগৃধ্রাদ্‌ভিবিগ্নমানসঃ॥
স কারয়ামাস বিধিপ্রকারৈঃ
শান্তিং সুবিপ্রৈরসুগৌড়সংস্থৈঃ।

এক্ষণে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যদিগের আবাসস্থান দেখা যাইতেছে। দাক্ষিণাত্যেরা কামরূপ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ভরদ্বাজগোত্রীয় জিতামিত্র-মিশ্র বংশীয় জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, এবং রথীতর-গোত্র-সম্ভূত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র। ইহাঁর জননীর নাম শচী-দেবী। বৈষ্ণবেরা জগন্নাথ মিশ্রকে শ্রীহট্টবাসী কহেন। অন্যেরা তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা কহেন, তিনি ফরিদপুর জিলায় কোটালীপাড়া-বাসী ছিলেন। নিলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জামাতা জগন্নাথ মিশ্র বাৎস্য গোত্রান্বয় সম্ভূত। সুতরাং তদীয় পুত্র শ্রীচৈতন্য দেব বাৎস্য গোত্র ব্যতীত ভরদ্বাজ গোত্রান্বয়ে জাত এ কথা কোনরূপে সঙ্গত হইতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে সামবেদী বাৎস্য গোত্র সম্ভূত যাবতীয় পাশ্চাত্য বৈদিকগণ চৈতন্য দেবের জ্ঞাতি বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন। বস্তুতঃ জ্ঞাতি না হইলে এরূপ স্পর্দ্ধা করিবার কারণ দেখা যায় না। ১ম পরিশিষ্ট ১৬৮ ১৭৬ পৃঃ মুরারি গুপ্ত বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দেখ। এ কথা বিশ্বাস করা না করার পক্ষে

তদ্বৈধশাস্ত্যা ন হি শান্তিরাসীদুপপ্লবা ঘোরতরা বভূবুঃ।
দৃষ্ট্বা তদাতঙ্কিতহৃৎ প্রিয়ায়ামাচক্ষিবান সর্ব্বমসহ্যকষ্টঃ॥
সোবাচ রাজ্ঞে পিতৃসন্নিধানাৎ ক্ষিপ্রং দ্বিজং সাগ্নিকমানয় ত্বম্।
যতো ন শান্তির্হ্যভবন্নিরগ্নিবিপ্রৈঃ কৃতঃ সৈব ভবেৎ প্রশস্তা॥
ততঃ স রাজা হিতবীক্ষমাণো গত্বা তথা তৎ শ্বশুরে নিবেদ্য।
সংবৎসরং তৎপিতৃতুষ্টিহেতোঃ নিবাসয়ামাস দ্বিজং হি লিপ্সুঃ॥
তস্থা ব্রতবস্ত্যায়নোৎসবায় বিধিং বিধিজ্ঞং পরিযাজনায়।
আদেশয়ামাস সতামভিজ্ঞং সুরবিপ্রপূজ্যং শ্রুতিপাঠশীলম্॥

পাঠকের ইচ্ছাই বলবতী; কারণ বিশ্বাসের প্রতি কোন বিশেষ প্রমাণ বা যুক্তি নাই; বরং শ্রীহট্টই তাঁহার নিবাসস্থান, ইহা বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়া সবডিভিসনের ঝামটপুর-নিবাসী কৃষ্ণ-দাস-কবিরাজ-কৃত প্রসিদ্ধ চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা ১৩শ পরিচ্ছেদে দেখ।* কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক লোক ও শিষ্য। ইহাঁরা চৈতন্যের পিতা নিলাম্বর চক্রবর্তী, চৈতন্যের জননী শচী দেবী ও চৈতন্য দেবের মাতামহ জগন্নাথ মিশ্র প্রমুখাত এবং মহাপ্রভুর নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছেন ও জানিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। সেই জন্যই তাঁহাদিগের গ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

বাগীশকল্পং বদতাং বরেণ্যমধীতবেদান্তমশেষকীর্ত্তিম্।
রত্নাদিদানৈঃ পরিতোষবস্তুং যশোধরং শৌনকগোত্রসম্ভবম্॥
বারাণসীপশ্চিমসন্নিধানে অবস্থিকা নাম-সমাজসংস্থম্।
ঋগ্বেদিনং সাঙ্গত্রিবেদবিদ্যমধীতনিঃশেষিতপাণিনীয়ম্॥
শাকেন্দ্রুখে শূন্যনিধৌ শকাব্দে বৈশাখমাসস্য সিতে দশম্যাম্।
প্রহর্ষিতস্তেঽথ নৃপেণ সার্দ্ধং যশোধরঃ শৌনকগোত্রসম্ভবঃ॥

ইতি সামন্ত চূড়ামণি-মুখ-নির্গত-তাম্র-শাসনস্থ শ্লোকঃ।

* শ্রীহট্টনিবাসী উপেন্দ্র মিশ্র নাম। বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্‌গুণপ্রধান॥
সপ্ত মিশ্র যার পুত্র সপ্ত ঋষিবর। কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥
জনার্দ্দন জগন্নাথ ত্রৈলোক্যনাথ। নদিয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥

বঙ্গের ইতিবৃত্তঘটিত কথা।

সাতশতী ব্রাহ্মণ।

বল দেখি, ৯৯৯ সংবতে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিলেন, তাঁহাদিগের সন্তানপরম্পরায় বঙ্গদেশের সমস্ত প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া গেল ; কিন্তু কি চমৎকার কথা, যাঁহারা সাতশত ঘর ছিলেন, আজি তাঁহাদিগের বংশাবলীর নাম ও গোত্রের অধিকাংশ খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তাঁহাদিগের বংশ এককালে লোপ পাইবার সম্ভব নহে। লোপ হইয়াছে বলিলেই কে বিশ্বাস করে? যদি তাহাই হয়, তবে তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে। স্থূলদৃষ্টিতে ইহা নিশ্চয় জানা যায় যে, তাঁহাদিগের নাম গন্ধ এককালে লোপ পায় নাই। তাঁহারা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের আগমনে একেবারে হেয় ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের অধস্তনবংশ্যেরা সমাজমধ্যে আপনাদিগকে সাতশতীরূপ ঘৃণিত উপাধিতে পরিচয়দানে লজ্জিত হইতে লাগিলেন ; এবং কান্যকুব্জসন্তানগণের কৃপায় তাঁহাদিগের সঙ্গে অন্তর্ভূত হইয়া যাইতে লাগিলেন। যাঁহারা মিশ্রিত হইবার মত সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন না, তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিলেন, ও কালক্রমে নবাগত বৈদিক ও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণ মধ্যে মিশিয়া যাইতে লাগিলেন। কোন কোন স্থলে, অধম বর্ণের পৌরোহিত্য স্বীকারপূর্ব্বক বর্ণ-ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন ; কোথাও বা অগ্রদানী, কোথাও বা গ্রহাচার্য্য, স্থলবিশেষে বিদ্যাবুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যাদির প্রভাবে স্বভাবেই আছেন। বস্তুতঃ উহা যাহাই হউক, কিন্তু তাহার সংখ্যা অধিক নহে। এক্ষণেও যাঁহারা

সাতশতী ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারাও আপনাদিগকে স্পষ্টতঃ সাতশতী বিপ্র বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে চাহেন না; তাহাতে লজ্জিত হন। কি আশ্চর্য্য কি দুঃখ ও কি পরিতাপের বিষয়, কালের কি কুটিলগতি, সমাজগৌরবের কি অত্যাশ্চর্য্য মহিমা ও মোহিনীমায়া। দেখ, সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ পাঁচজনের সন্তান মধ্যে গৌরবান্বিত হইব বলিয়া, তদীয় দলে ক্রমে লীন হইতেছেন, তথাপি আপনাদিগকে সাতশতী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন না। ভাবিয়া দেখ দেখি, যাঁহারা এখানকার অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারা আজি এককালে নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছেন; রাঢ়ী, বারেন্দ্র বা বৈদিক, ইহাঁদেরই একতম বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের গাঁই গোত্র সংখ্যা করা আছে, সুতরাং সহজে মিশিবার সুযোগ নাই। সাতশতীদিগেরও গাঁই গোত্র উভয়ই আছে, বিশেষতঃ বৈদিকদিগের গোত্রের সঙ্গে সাতশতীদিগের গোত্রের সাদৃশ্য ও প্রবরে ঐক্য থাকায় অনেক স্থলে বৈদিককুলে মিলন সহজ হইয়াছিল। এবং তৎকালে সুযোগ বুঝিয়া সাতশতীরা কেবল গাঁইটী ছাড়িয়া দিয়া অনায়াসে সাতশতীরূপ ঘৃণিত দল হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক বৈদিক উপাধি গ্রহণ করিলেন।

সাতশতী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা অদ্যাপি অন্যের সহিত মিশিতে পারেন নাই, অথবা অন্তর্ভূক্ত হইতে চেষ্টা করেন নাই, তাঁহাদিগের পরিমাণ অতি অল্প। ইহাঁদিগের মধ্যে পিথুড়ী, বালথুবি, নানকসাই (নালসী), জগাই, ভাগাই, সাগাই, যব- গ্রামী কাটানী-গাঁই, আরথ ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

সাতশতীগণ পঞ্চগোত্র ও ছাপ্পান্ন-গ্রামীণ হইতে পৃথক্, সুতরাং ইহাঁদিগকে অনায়াসে চিনিতে পারা যায়। যেহেতু পিথুড়ী ও কাঁটানী প্রভৃতি গাঁই পঞ্চগোত্র-মধ্যে দেখা যায় না, সুতরাং ইহাঁরা সাতশতী ব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণ নহেন। মুলুকজুড়ী প্রভৃতি কয়েকটী গাঁই যে মিশিয়াছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি পাওয়া যায়। রাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে মুলুকজুড়ী নামে একটী দোষ আছে। যাঁহারা ঐ দোষে লিপ্ত হন, তাঁহাদিগের কুল প্রথমে যায় যায় হইয়াছিল, পরে দেবীবর ঘটকের প্রসাদাৎ তাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কুল প্রাপ্ত হন।

নদিয়া জিলার চক্রদ্বীপ পরগণার ভট্টাচার্য্য কাগালপুর অঞ্চলে ফরকর-ছত্রিকা-গ্রামী সাতশতী আছেন। শান্তিপুর, ফুলে ও বেলগড়ে গ্রামে কৌণ্ডিন্য-গোত্র সম্ভূত ভট্টাচার্য্য কৌণ্ডিন্য-গোষ্ঠী সাতশতী বলিয়া বিশেষ খ্যাত। বর্দ্ধমান জিলার সিঙেরকোণ, ভৈঞিটে, পালশীট, নবগ্রাম, মাচ্ছর, ময়নাগড় প্রভৃতি স্থানের যবগ্রামী গৌতম-গোত্র গোস্বামিবর্গ; ঐ জিলার লাড়ুগ্রাম (নাড়গাঁ) অঞ্চলের রায়গোষ্ঠী ও যশোহর জিলার হলদহ পরগণার বশিষ্ঠ, গৌতম ও আলম্যান গোত্র-সম্ভূত ভট্টাচার্য্যগণ; খুলনা জিলার বুড়োন পরগণার সাতক্ষীরা গ্রামের চক্রবর্ত্তী (এক্ষণে চৌধুরী) এবং সেনহাটীর চক্রবর্ত্তিগণ কাটানী-গাঁই কাশ্যপ-গোত্র; হুগলী জিলার শিমলাগড়ীর রায় নালসী-গাঁই পরাশর-গোত্র; চুঁচড়া, ফরাসডাঙ্গা ও শ্রীরামপুরের রায় কাশ্যপ কাণ্ডারী কাশ্যপ-গোত্র; কলিকাতার পিথুড়ী, ২৪ পরগণার জয়নগর, পলাবাড়ী, ও ফুটিগোদা অঞ্চলের পিথুড়ী, এবং হুগলীর শিয়াখালা অঞ্চলের পাতুনগ্রামের

পিথুড়ীগণও সাতশতী। পিথুড়ীরা পরাশর-গোত্র-সম্ভূত। এক-গ্রামীণেরা পরস্পর জ্ঞাতিভাবাপন্ন।

যেপ্রকার দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, যে অল্প-সংখ্যক সাতশতী আছেন, তাঁহারাও কিছু দিন পরে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, মধ্যশ্রেণী ও পশ্চিমা অথবা ঔপনিবেশিক বিপ্রদিগের মধ্যে অন্তর্ভূত হইয়া যাইবেন।

মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ।

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও তৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে এক শ্রেণীর কতকগুলি লোক আছেন। তাহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাহারা মধ্য-শ্রেণী,—অর্থাৎ রাঢ়ী, বারেন্দ্র, উৎকল ও সাতশতী প্রভৃতি বিপ্রগণ সঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও পশ্চিমাদিগের এক সময়ে পরস্পর আদান প্রদান হয়। তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বতন ও পৈতৃক শ্রেণীবন্ধন অতিক্রম করিয়া, পরস্পর বিবাহসূত্রে সম্বন্ধ হইলেন, তাঁহাদিগকে তৎপ্রদেশস্থ শুদ্ধবংশের লোকেরা মধ্য-শ্রেণী উপাধি দিলেন। তদবধি তাঁহারা সমাজমধ্যে মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচিত। এক্ষণে ক্রমশঃ ঐ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাই-তেছে। ইহাঁদিগের মধ্যে সামবেদ অধিক প্রচলিত। ঋগ্-বেদী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অল্প। যজুর্বেদী নিতান্ত বিরল-প্রচার নহে।

ইহাঁদিগের গোত্র আছে, কিন্তু সকলের গাঁই নাই। পুরুষের প্রকৃতি ধরিয়া ইহাঁদিগের গাঁই ধরা যায়। ইহাঁদিগের প্রথম-সংমিশ্রণকালে পুরুষের যে গাঁই ছিল, তাঁহার সন্ততিগণ সেই

গাঁই বলিয়া পরিচয় দেন। যে স্থলে পুরুষের গাঁই ছিল না, অর্থাৎ বৈদিক্ পুরুষে অথবা পশ্চিমা ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাঢ়ীয় অথবা বারেন্দ্র কন্যার বিবাহ হইয়াছে, তথায় তাঁহাদিগের সন্ততিবর্গ গাঁই পান নাই। ইহারাও ষড় গোত্রবাদী।

ইহাঁরা আপনাদিগের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক কৌলীন্যপ্রথা রাখেন না। সদাচার ও সৎক্রিয়াসম্পন্ন ব্যক্তিকে মর্য্যাদাপন্ন বিবেচনা করিয়া, তাঁহার প্রতিই কৌলীন্যগৌরব প্রদান করিয়া থাকেন। তথাপি, প্রথম পঞ্চ গোত্রের সন্তানের প্রতি ইহাঁদিগেরও আস্থা ও পূজা অধিক দেখা যায়। সুতরাং শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ, এই পঞ্চগোত্রীয়দিগেরই সম্মান অধিক। ক্রোড়পত্র—পৃঃ ১৩৯।

ইহাঁরা কহেন, মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমানদিগের মধ্যে যৎকালে সংগ্রাম হয়, তৎকালে ঐ প্রদেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রাণের আশঙ্কায় স্বদেশে যাইতে সমর্থ হন নাই, এবং বিদেশীয়েরাও ঐ প্রদেশে আসিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয়দিগের এক প্রকার ইচ্ছা ছিল যে, শ্রেণীবন্ধন-শৃঙ্খল পরিভ্রষ্ট হয়, এবং সর্ব্বত্র বৈদিক অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকে, এবং সকলেই বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। তৎকালে যাঁহারা শ্রেণীবন্ধন অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত বিদ্বান্, তেজস্বী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট পরম-মান্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে এ দেশে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রবল-প্রতাপ-তপন চির-ক্রমশো অস্তমিত হইল। সর্ব্বদ্বারী বিবাহরূপ তদীয় কীর্ত্তিকোকনদ ম্লান হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপ এ দেশে বিকীর্ণ থাকিলে, মধ্যশ্রেণীরই শোভা অধিক

হইত, তখন সকলেই কহিত, আমরা বৈদিক। ইহাঁরাই কি এখনকার মত মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচয় দিতে যাইতেন? কদাচ সম্ভব বোধ হয় না।

ঔপনিবেশিক বা গৌড় ব্রাহ্মণ।

এদেশে যাঁহারা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হইতে পারেন নাই, অথচ স্বদেশের সমান ঘরে, সমান বরে, আদান প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছেন না, এবং এদেশীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরস্পরের ভোজ্যান্নতা পর্যন্ত নাই, তাঁহাদিগকে ঔপ-নিবেশিক অথবা গৌড় বা পশ্চিমা ব্রাহ্মণ কহা যায়। ইহাঁরা প্রায় দোভাষী, এবং বাঙ্গালী পরিচ্ছদ ও হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদের মধ্যবর্ত্তী এক-প্রকার দোরোকা পরিচ্ছদে আপনাদিগকে শোভিত করেন। ইহাঁরা আপনাদিগের জ্ঞাতি, কুটুম্ব, স্ত্রী, পরিজনদিগের সঙ্গে অনেক সময়ে হিন্দী কথা কহেন। ইহাঁরা যথায় বাঙ্গালী পুরোহিত ও গুরু গ্রহণ করিয়াছেন, তথায় এদেশীয়দিগের আচার ব্যবহার অনুসারে চলেন। তথায় ইহাদিগের আচার ব্যবহারের সহিত রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিকাদির আচার ব্যব-হারের বিশেষ অনৈক্য দেখা যায় না। যে স্থলে ইহাঁদিগের পুরোহিত পশ্চিমা, আচার্য্য-গুরু পশ্চিমা, সেই সেই স্থলে ইহাঁ-দিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ-ব্রাহ্মণ-সন্ততির ও বৈদিকদিগের আচার ব্যবহারের বিস্তর অনৈক্য দেখা যায়।

ইহাঁরাও বৈদিক কার্য্যে নিতান্ত অনুরক্ত, তান্ত্রিক কার্য্যে তাদৃশ যত্নবান্ বলিয়া প্রতীত হয়েন না। স্থলবিশেষে, তান্ত্রিক গুরুর কথা দূরে থাকুক, বৈদিকমন্ত্র উপাসনার পর তান্ত্রিকমন্ত্রের

আবশ্যকতাই স্বীকার করেন না। ইহাঁদিগের মতে গায়ত্রী-উপদেষ্টা আচার্য্যই শ্রেষ্ঠ। উহাই ব্রহ্মমন্ত্র ইহাই গৌড় ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণ। যাঁহাদিগের সাবিত্রী গ্রহণে অধিকার নাই, অর্থাৎ স্ত্রীলোক ও শূদ্র জাতির জন্যই তন্ত্রের সৃষ্টি, এই কথা কহেন। তদনুসারে অনেক পুরুষের একমাত্র আচার্য্যই (পুরোহিত ঠাকুর) গুরু বলিয়া গণ্য। তবে স্থল-বিশেষে, কোন আচার্য্য তান্ত্রিক কার্য্যে পটু না হওয়ায়, স্ত্রীলোকদিগের মন্ত্রগ্রহণজন্য কোন কোন পরিবারকে এদেশীয় তান্ত্রিক ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। কালক্রমে গুরু ও শিষ্যের সন্তানে সৌহার্দ্দ্যসূত্রে পুরুষগণ-মধ্যে তান্ত্রিকমন্ত্রের প্রচার হইয়াছে। কিন্তু তথায়ও আচার্য্যের মান খর্ব্ব হয় নাই। ঔপনিবেশিক (পুরোহিতের) (গৌড়ব্রাহ্মণ) মধ্যে সারস্বত, কান্যকুব্জ, পঞ্জাবী, শৌরসেনী, মৈথিলী, সকলদিপী প্রভৃতি অধিক। কোন কোন স্থলে দ্রাবিড়ী, মাগধী, মাথুরী, কামরূপী ও উড়িয়াও দেখা যায়। কিন্তু তাঁহা-দিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ইহাঁদের মধ্যে দোবে, চৌবে, তেওয়ারী, পাঁড়ে, মিশ্র, ত্রিপাঠী, ত্রিবেদী, সৎপথী, পাঁথী, শুক্ল, বাজপেয়ী, অগ্নিহোত্রী এবং দশাশ্বমেধী প্রভৃতি কতিপয় উপাধি আছে।

এদেশে ইহাঁরা কখন আসিয়া উপনিবেশ গ্রহণ করিলেন, কোথায় বাস করিতেছেন, তাহা নির্ণয় করা সাধ্যায়ত্ত নয়। তথাচ এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহাঁরা শাস্ত্রীয় চর্চ্চা বা বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান বা প্রচার জন্য এ দেশে আই-সেন নাই। ইহাঁরা বিষয়-কার্য্য-ব্যপদেশে এদেশে আসিয়া-

ছিলেন। এখানে আসিয়া তদুপলক্ষে অন্ন-সংস্থান হইল, শ্রীমন্ত হইলেন, লোকের সঙ্গে সদ্ভাব হইল, অর্থের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মায়া বাড়িল, বঙ্গীয় সুস্বাদু অন্ন পানীয়ের আস্বাদ বুঝিতে পারিলেন, তখন মায়াজালে বদ্ধ হইলেন। ক্রমে জন্মভূমির প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। কালক্রমে সন্তানাদির বসতি হইয়া গেল। ইহাঁরা সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালী-ভাবাপন্ন হইলেন। তখন ইহাঁদিগকে আর কে তদ্দেশীয় বলিয়া বুঝিতে পারিবে? ইহাঁরা বাঙ্গালামধ্যে পরিগণিত হইলেন। শাস্ত্রের আলোচনার সঙ্গে তাদৃশ সম্বন্ধ ছিল না বলিয়াই, ইহাঁরা সমাজমধ্যে প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই। নতুবা ইহাঁরা দশজনের মধ্যে একজন হইতেন।

এই সকল ব্রাহ্মণগণ মধ্যে দ্বিচত্বারিংশৎ গোত্র আছে। এই বিয়াল্লিশটী গোত্র ব্যতীত অন্য গোত্র প্রচারিত নাই। যে গোত্রের সহিত যাহার সাদৃশ্য আছে, তাহার সম্বন্ধ নিম্নলিখিত গোত্র ও প্রবরের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায়।

শাস্ত্রের নিয়ম দেখিলে ইহা এক প্রকার নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, উত্তরকালে এই বিয়াল্লিটী গোত্রের সন্তান-পরম্পরা দ্বারা অন্যান্য অনেক গোত্র কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু সে গুলি পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রায় তাহার অধিকাংশ দেখা যায় না। পঞ্চদ্রাবিড়ীদিগের মধ্যে বিয়াল্লিশের অতিরিক্ত গোত্র শ্রবণ করা যায়। তাহাও, আবার প্রবর-সংখ্যা-কালে ঐ দ্বিচত্বারিংশৎ আদিম গোত্রের শাখা প্রশাখার মধ্যে অন্তর্ভূত হইয়া যায়। সুতরাং আমরা ঐ সকল আদিম গোত্রের নাম ও প্রবরাদি নির্দ্ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

গোত্রাণি তু চতুর্বিংশতিঃ। তত্র মনুঃ।

শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা।
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালীনস্তথাপরঃ।
কল্বিষশ্চাগ্নিবেশ্মশ্চ কৃষ্ণাত্রেয়বশিষ্ঠকৌ।
বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ॥
ঘৃতকৌশিকমৌদ্গাল্যৌ আলম্যানঃ পরাশরঃ।
সৌপায়নস্তথাত্রিশ্চ বাসুকী রোহিতস্তথা॥
বৈয়াঘ্রপদ্যকশ্চৈব জামদগ্ন্যাস্তথাপরঃ।
চতুর্বিংশতিবৈ গোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ॥

প্রথমতঃ চতুর্বিংশতি গোত্রমাত্র পরিগণিত হয়। পরবর্ত্তী কালে ৪২টী গোত্র প্রচলিত হইয়া আইসে। মহর্ষি মনুই প্রথম অবস্থায় ২৪টী গণনা করেন। সেই মনুরই বৃদ্ধাবস্থায় অন্য আঠার জন ঋষি ঐ চতুর্বিংশতি গোত্র হইতে বহির্গত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বংশাবলীর মূলপুরুষরূপে গণনীয় হয়েন। ঐ সকল ঋষিগণের শিষ্য ও সন্ততিবর্গ ঐ সকল ঋষিগণকে মূল ধরিয়াই তাঁহাদিগের নামে গোত্রের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তদবধি তাঁহারা গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি নামে খ্যাত হন। বৃহন্মনুর সময়ে বিয়াল্লিশটী গোত্র সংখ্যা করা হয়। যথা—

গোত্রসমূহের নামাদি।

১—শাণ্ডিল্য। ২—কাশ্যপ। ৩—বাৎস্য। ৪—সাবর্ণ ৫—ভরদ্বাজ। ৬—গৌতম। ৭—সৌকালীন। ৮—কল্বিষ। ৯—অগ্নিবেশ্ম। ১০—কৃষ্ণাত্রেয়। ১১—বশিষ্ঠ। ১২—বিশ্বামিত্র। ১৩—কুশিক। ১৪—কৌশিক। ১৫—ঘৃতকৌশিক। ১৬—মৌদ্গল্য। ১৭—আলম্যান। ১৮—পরাশর।

১৯—সৌপায়ন। ২০—অত্রি। ২১—বাসুকী। ২২—রোহিত। ২৩—বৈয়াঘ্রপদ্যক। ২৪—জামদগ্ন্য। ২৫—বৃহস্পতি। ২৬—কাঞ্চন। ২৭—বিষ্ণু। ২৮—কাত্যায়ন। ২৯—আত্রেয়। ৩০—কাণ্ব। ৩১—সাংকৃতি। ৩২—কৌণ্ডিন্য। ৩৩—গর্গ। ৩৪—আঙ্গিরস। ৩৫—অনাবৃকাখ্য। ৩৬—অব্য। ৩৭—জৈমিনি। ৩৮—বৃদ্ধ। ৩৯—শক্তি। ৪০—কাণ্বায়ন। ৪১—শুনক। ৪২—জমদগ্নি।*

আর্য্যজাতির শাস্ত্রপর্য্যালোচনা করিতে করিতে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, পূর্ব্বকালের ঋষিগণ দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও

---

* জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগৌতমাঃ।
বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে॥

এতদুপলক্ষণমন্যেষামপি দর্শনাৎ। তথাচ—

সৌকালীনক মৌদ্গল্যৌ পরাশরবৃহস্পতী।
কাঞ্চনো বিষ্ণুকৌশিক্যৌ কাত্যায়নাত্রেয় কাণ্বকাঃ॥
কৃষ্ণাত্রেয়ঃ সাকৃতিশ্চ কৌণ্ডিন্যো গর্গসংজ্ঞকঃ।
আঙ্গিরস ইতি খ্যাত অনাবৃকাখ্যসংজ্ঞিতঃ॥
অব্যজৈমিনিবৃদ্ধাখ্যাঃ শাণ্ডিল্যো বাৎস্য এব চ।
সাবর্ণালম্যানৌ বৈয়াঘ্রপদাশ্চ ঘৃতকৌশিকঃ॥
শক্তিঃ কাণ্বায়নশ্চৈব বাসুকির্গৌতমস্তথা।
শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে॥

ইতি কুলদীপিকাধৃত-ধনঞ্জয়কৃত-ধর্ম্মপ্রদীপে সর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশদ্গোত্রাঃ।

অতিথিসৎকার নিমিত্ত কতকগুলি ধেনু রাখিতেন। সেগুলির নাম যজ্ঞীয় হোমধেনু। ঐ মাতৃবৎ পরমপূজ্যা হোমধেনুর রক্ষণাবেক্ষণাদির ভার শিষ্য ও সন্তানগণের প্রতি অর্পিত হইত। ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি হিংস্র জন্তু হইতে নিজ নিজ (গোধেনুসমূহের) ত্রাণ করিবার অভিপ্রায়ে ঋষিগণ স্বীয় স্বীয় আশ্রমের অনতিদূরে এক একটী ক্ষেত্র (গোচারণ-স্থান) নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেন। উহা যজ্ঞীয় পঞ্চামৃত সংস্থাপনের আধার স্বরূপ। ঐ গোচারণ-স্থান গুলির পার্শ্বে যে সকল কৃষকগণের ক্ষেত্র থাকিত, ঋষিগণের পালিত পশুদ্বারা কোন প্রকারে সেই সকল ক্ষেত্রের শস্যের হানি না হয়, এইজন্য গোচারণ-স্থানের চতুঃপার্শ্বে বৃতি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে গোধন পালন করিতেন; তদনুসারে ঐ সকল গোচারণ-স্থলগুলির নাম গোত্র হয়, অর্থাৎ যাহাদ্বারা গোরু ত্রাণ (রক্ষা) পায়। কালক্রমে এক স্থলে অনেকগুলি ঋষির গোচারণ-স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় প্রত্যেক ঋষির নামানুসারে প্রত্যেক গোচারণ-স্থানের নামকরণ হয়। উত্তরকালে ঐ সকল ঋষি হইতে যত সন্তান বা শিষ্য জন্মিল, তৎসমস্তকে সেই সেই গোত্র ধরা হইল। তদানীন্তন সময়ে যাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ আশ্রম ও গোত্র সংস্থাপন-পূর্ব্বক তপস্যাদি করিতে লাগিলেন, তাঁহারাও গোত্রকারক ঋষি বলিয়া পরিচিত হইলেন; তাঁহাদিগের সন্তান বা শিষ্যগণ তদবধি পৃথক্ পৃথক্ গোত্রসম্ভূত বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। তখন প্রবর-সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দ্বারা কোন্ ব্যক্তি সেই বংশের সন্তান কিংবা বা বিভিন্ন বংশের সন্তান, তাহা অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা যাইত। এইরূপে গোত্র ও প্রবর সংস্থাপিত হয়। এক্ষণে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, যদি তাহাই হয়, তবে প্রবরগুলি কি?

তাহার উত্তর এই—ঋষিগণের মধ্যে অনেকের নাম-সাদৃশ্য আছে, সুতরাং এক জনের প্রতি অন্য ব্যক্তির-আরোপে, ভ্রম জন্মিতে পারে, সেই ভ্রান্তি-নিরাস-মানসেই সেই সকল গোত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ প্রবররূপ বিশেষণ দ্বারা বিভিন্ন করা হইয়াছে। প্রবর শব্দের অর্থদ্বারা এই জানা যায় যে, ঐ সকল গোত্র মধ্যে যে সকল ব্যক্তি প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁহাদিগেরই নামোল্লেখ হয়, অন্য-গুলিকে ধরা যায় না। সুতরাং ক্রমান্বয়ের ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ঋষিগণই গোত্রপ্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাত। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যদি গোত্র শব্দের অর্থ ঐ-প্রকার গোচারণ-স্থানই হয়, তবে প্রবর-সাদৃশ্য দেখিয়া ভিন্ন গোত্রে বিবাহ নিষেধ হয় কেন? তাহার মীমাংসায় এই জানা যায় যে, এক বংশের কতকগুলি সন্তান পরস্পর পৃথগান্ন ও পৃথক্ ক্রিয় হইয়া তপস্যা করেন; কালক্রমে তাঁহারাও কতকগুলি গোত্র প্রণয়ন করেন, কিন্তু ঐ সকল গোত্রের বিশেষ পরিচয় দিবার জন্য ঐ সকল গোত্রে যে সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মুনি বা মূল পুরুষের সংস্রব ছিল, তাঁহাদিগের প্রবররূপ বিশেষণ দ্বারা পরস্পরকে এক-বংশ-সম্ভূত বা পৃথক্-বংশ-সম্ভূত, তাহাই বিভিন্নরূপে নির্ণয় করা যায়। প্রবরশব্দে তত্তদ্বংশের পরিচায়ক সঙ্কেতবিশেষ মাত্র এবং আশ্রমের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞান করিতে হইবে।

সুতরাং স্বীয় স্বীয় বংশসম্ভূত যে সকল প্রসিদ্ধ পুরুষ দ্বারা গোত্র-প্রবর্ত্তক মুনিগণকে অন্য ব্যক্তি হইতে বিভিন্ন জ্ঞান হয়, তাঁহারাই গোত্রের প্রবর। গোত্র শব্দে বংশ ও তদ্বংশ-সংসৃষ্ট ব্যক্তিমাত্রকে বুঝায়। যেমন পত্নী স্বামীর কুলে আসিয়া পতির গোত্র প্রাপ্ত হয়। দত্তক পুত্র জনকের গোত্র হইতে গ্রহীতৃ-পিতৃকুলের গোত্র

ভজনা করে। তদ্রূপে ক্ষত্রিয়জাতি পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র প্রাপ্ত হয়েন। সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে বৈশ্যগণ পুরোহিতের গোত্র গ্রহণ করেন। তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের গোত্রকে অতিদৃষ্ট গোত্র বলে। শূদ্রগণের গোত্রও উঁহাদিগের দৃষ্টান্তানুসারে মন্ত্রদাতা, পুরোহিত ও সেব্য বিপ্রের গোত্রানুসারে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত শূদ্রগণের গোত্র অতিদৃষ্টাতিদৃষ্ট গোত্র শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই হেতুবশতঃ শূদ্রগণের ভিন্নবংশীয়ের সগোত্রে বিবাহ নিষেধ নাই।

পঞ্চব্রাহ্মণসন্তানগণকে অধুনা যেমন গাঁই বলিলেই কে কোন্ বংশের অধস্তন পুরুষ ও কাহার সঙ্গে কাহার কি সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা জানিতে পারা যায়, তৎকালে কে কোন্ গোত্র বলিলে যে ঋষি যে স্থলে বাস করেন, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইত এবং প্রবর জিজ্ঞাসা দ্বারা ঐ গোত্রে কতগুলি আশ্রমের বা বংশের সংস্রব ছিল, উহা অনায়াসে উপলব্ধ হয়। গোত্রগুলিকে এক্ষণকার গাঁই স্থলে পরিগণিত করা যাইতে পারে। যখন দেখা যাইতেছে, বৈদিকগণের গাঁই নাই (নির্গাঁই), অথচ গোত্র দ্বারা আপনাদিগকে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্যাদিরূপে বিভিন্ন দেশীয় বলিয়া অন্যের প্রতীতি জন্মাইতে পারেন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পূর্ব্বকালে ঋষিগণের গোত্র (গোচারণস্থান) অ শ্রম দ্বারাই গ্রাম নির্দ্ধারণ হইত ; অবশেষে ঐ স্থানগুলি

* এই কারণে ক্ষত্রিয়গণের গোত্র পুরোহিতের গোত্রের নামে আদিষ্ট হয়। বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া গোত্র সংস্থাপন করেন। তদনুসারে কতিপয় ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্ন ঋষিকে গোত্রকারী রূপে দেখা যায়। গৰতে 'শব্দায়তে পূর্ব্বপুরুষান্ যৎ। ইতি কোষঃ। "ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাম্ গোত্রঞ্চ প্রবরাদিকং। তথান্তবর্ণসঙ্করাণাং যেষাং বিপ্রাশ্চ যাজকাঃ॥'
অগ্নিপুরাণ।

গ্রাম-মধ্যে পরিগণিত হয়। তৎকালে গোত্রগুলি গ্রামের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত। যেমন এক গাঁই বা গ্রামীণের সন্তানগণ পরস্পর এক মূল পুরুষ হইতে উৎপন্ন, সেই প্রকার একরূপ প্রবরবিশিষ্ট বিভিন্ন গোত্রের বংশীয়েরা পরস্পর এক মূল পুরুষের সন্তান। সুতরাং আর্য্যজাতির শাস্ত্র, যুক্তি ও নিয়মানুসারে প্রবর বা গোত্র সাদৃশ্যে বিবাহ নিষেধ।*

এক্ষণে ইহা এক প্রকার নিশ্চয় কহা যায় যে, প্রবরগুলির ধারাবাহিক উর্দ্ধতন পুরুষ বা ধারাবাহিক অধস্তন পুরুষের নাম-গণনায় গোত্র কল্পিত হয় নাই। যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামে গোত্রগুলি জানা যাইতে পারিবে, তাঁহাদিগেরই, নামোল্লেখ হইয়াছে। কোন স্থলে উর্দ্ধতন পুরুষের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, কোন স্থলে কেবল অধস্তন পুরুষবর্গের পরিচয় দ্বারাই গোত্রটী পরিচিত হইয়াছে, কোথাও বা উর্দ্ধাধঃ উভয় দিকেরই নামোল্লেখ দেখা যায়। ইহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। গোত্র ও প্রবরগুলি দেখিলেই অনায়াসে সমুদায় উপলব্ধ হইতে পারে। তথাপি পাঠকগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে ঐ তিন প্রকার উদাহরণের এক একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। বিবেচকগণ অন্য প্রকার প্রভেদগুলি নিজে বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

* ইতি আচারমাধবীয়-মদনপারিজাতয়োরাপস্তম্বঃ। সমানগোত্রপ্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্য চ। অস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।

সমানপ্রবরত্বং সংজ্ঞাসংখ্যয়োরন্যূনাতিরিক্তত্বেন, ভিন্নগোত্রত্বেঽপি সমানপ্রবরত্বম্। যথা বাৎস্য সাবর্ণিগোত্রয়োরৌর্ব্ব-চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্যাপ্নুবৎ-প্রবরাঃ। একগোত্রেঽপি প্রবরান্তত্বং, তথাচ ঘৃতকৌশিক-গোত্রস্য কুশিক-

১ম। যাঁহারা পরাশর গোত্র ভজনা করেন, তাঁহারা প্রবর-স্থলে তিন পুরুষের নাম কীর্ত্তন করেন। যথা পরাশর, শক্তি, ও বশিষ্ঠ, এই তিন প্রবর।

২য়। যাঁহারা শক্তি গোত্র বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা শক্তির পুত্র পরাশরের নাম এবং শক্তির পিতা বশিষ্ঠের নাম উল্লেখপূর্ব্বক আপনাদিগের প্রবর অর্থাৎ উর্দ্ধাধঃ তিন পুরুষের নাম দ্বারা গোত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যথা শক্তি-গোত্রের প্রবর—শক্তি, পরাশর ও বশিষ্ঠ, এই তিন।

গোত্র বা আশ্রমকারী— { বশিষ্ঠ——পিতা | শক্তি——পুত্র | পরাশর পৌত্র } বংশাবলী। (৯১ পৃঃ দেখ।)

৩য়। কোথাও কেবল অধস্তন পুরুষপরম্পরা দ্বারা প্রবর নির্ণয়পুরঃসর গোত্র কল্পিত হইয়াছে। যথা—গর্গ গোত্র,—প্রবর গর্গ, গার্গ্য, কৌস্তভ ও মাণ্ডব্য, এই চারি।

গোত্র বা আশ্রমকারী— { গর্গ—পিতা | গার্গ্য—পুত্র | কৌস্তভ—পৌত্র | মাণ্ডব্য—প্রপৌত্র } বংশাবলী।

৯১—৯২ পৃঃ দেখ।

কৌশিক-ঘৃতকৌশিক-প্রবরাঃ কৌশিক কুশিক-বন্ধুলাশ্চেতি প্রবরাঃ। অতো গোত্র-প্রবরয়োঃপৃথক্ নির্দ্দেশঃ।

গোত্রাণি তু তত্তন্নামকগোত্রভাগীনি, বংশ-পরম্পরা প্রসিদ্ধ-মাদিপুরুষ-ব্রাহ্মণরূপং গোত্রং, তেন কাশ্যপঃ গোত্রং যস্য স কাশ্যপগোত্রঃ। প্রবরস্তু গোত্র প্রবর্ত্তকস্য মুনের্ব্যাবর্ত্তকো মুনিগণ ইতি মাধবাচার্য্যঃ। উদাহৃতঞ্চ।

কোন কোন স্থলে গোত্র এক, কিন্তু প্রবরের বিভিন্নতা দেখা যায়, যথা—
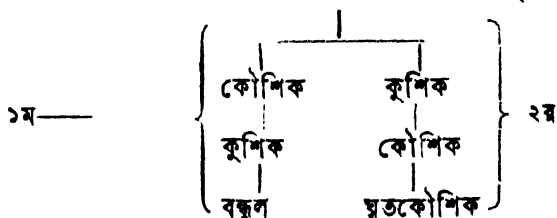
গোত্রেরই সাদৃশ্য থাকুক, আর প্রবরেরই সাদৃশ্য থাকুক, বৈসাদৃশ্য না থাকিলেই তাহাদিগকে এক বংশের বিভিন্ন শাখা বা প্রশাখা মনে করা যায়।

২য়। বিসদৃশ গোত্রে সদৃশ প্রবর যথা—
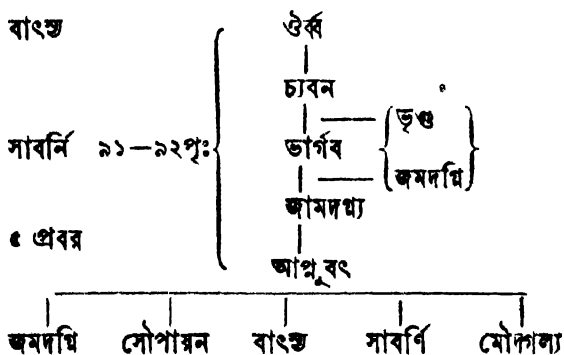
এই পাঁচ গোত্রের চতুর্বর্ণ কোথাও সন্তান, শিষ্য, যজমান বা আশ্রমবাসী।

৩য়। প্রবর-সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সংখ্যায় সমানত্ব নাই, যথা—

আজমীঢ় গোত্রের পাঁচ প্রবর। আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপ্সার, নৈঞ্রুব, আজমীঢ়। ৯২ পৃঃ দেখ।
কাথায়ন গোত্রের ৪ প্রবর কাথায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য আজমীঢ়। ৯২পৃঃ দেখ।

ভরদ্বাজ গোত্রের তিন প্রবর
আঙ্গিরস | বার্হস্পত্য } ভরদ্বাজ গোত্র ও প্রবর
কাশ্যপ গোত্রেরও তিন প্রবর।
অপ্সার | নৈঞ্রুব } গোত্র ও প্রবর কাশ্যপ
| অজমীঢ় পঞ্চপ্রবর
কাথায়য়।

কাথায়ন | সৌকালীন | ভরদ্বাজ | গৌতম | গোতম | আঙ্গিরস

এই ছয় গোত্রে প্রবরের কিয়ৎপরিমাণে সাদৃশ্য আছে। ৯৩পৃঃ দেখ।

৪র্থ। প্রবর-সংখ্যার সমানত্ব আছে, কিন্তু সর্ব্বাবয়বে তুল্যতা নাই, যথা—

এই তিন গোত্রের সাদৃশ্যের ব্যতিক্রম আছে।

এইরূপে গোত্রগত ও প্রবরগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক বিভিন্ন গোত্রে ও বিভিন্ন প্রবরে দ্বিজাতি ত্রয়ের কন্যাপুত্রের পরিণয় কার্য্য সমাধা হয়।

এক্ষণে গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের উৎপত্তিস্থল, তদীয় বংশাবলী ও নিবাস-ভূমির নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে, পাঠকগণ অনায়াসে গোত্রাদির মর্ম্ম ও কোন্ ঋষির সহিত কাহার কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণগণ মধ্যে চারি বেদের সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা চৌবে বলিয়া আপনারিগকে পরিচয় দেন, তাঁহারা চোবে বা চতুর্ব্বেদী। তদনুসারে ইহাঁদিগের গৃহ্যকর্ম্ম কাণ্ড যে কোন বেদের যে কোন শাখা অনুসারে সম্পন্ন হইতে পারে। অথর্ব্ব ও কৃষ্ণযজুঃ ইহাঁদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। ত্রিবেদী (ত্রিপাঠী বা তেয়ারীদিগের মধ্যে ঋক্, সাম, যজুঃ, এই তিনের যে কোন এক বেদ অনুসারে কার্য্য হইতে পারে। দোবে বা দ্বিবেদী—ইহাঁদিগের গৃহ্যকর্ম্মগুলি ঋক্ ও সাম এই দুই বেদ অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অন্যান্য দেশে অন্যান্য শাখা প্রচলিত থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশে যাঁহারা আবাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আশ্বলায়ন, কাম্ব, কুথুম ও আঙ্গিরস ব্যতীত অন্য শাখা বিশেষ প্রচলিত আছে ইহা শ্রবণ করা যায় না। সুতরাং চৌবেরা চতুঃশাখী, ত্রিবেদীরা ত্রিশাখী, এবং দোবেরা দ্বিশাখী দৃষ্ট হইয়া থাকেন। দশ সংস্কার পদ্ধতি ত্রৈবিদ্য।

ঋষিগণের আদিপুরুষ বা উৎপত্তির মূল।

মূল——ব্রহ্মা
পুত্র——বিরাট
পৌত্র—স্বায়ম্ভুব মনু

স্বায়ম্ভুব মনুর পিতা বিরাট এবং পিতামহ ব্রহ্মা; তদনুসারে "ব্রহ্মা" লোকপিতামহ বলিয়া খ্যাত

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মরীচি	অত্রি	অঙ্গিরা	পুলস্ত্য	পুলহ	ক্রতু	প্রচেতা	বিশিষ্ঠ	ভৃগু	নারদ।

ইহাঁদিগের নাম প্রজাপতি বা আদিম ঋষি। (ব্রহ্মার মনসপুত্র)।

প্রজাপতি বা আদিম ঋষিগণ হইতে চতুর্দ্দশ মনুর উৎপত্তি হয়। প্রজাপতিগণ ও মনুবর্গ প্রজা-সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মার মানস অনুসারে স্বায়ম্ভুব মনুর নিকট পুত্রত্ব স্বীকার করেন। স্বায়ম্ভুব মনুর সন্তান হউক বলিয়া ব্রহ্মা মানস করিলে, প্রজাপতিগণ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রত্ব স্বীকার করেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মার মানস-পুত্রও কহিয়া থাকে। ঋষিগণ হইতে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং ঋষিগণ জগতের পিতৃ-পর্য্যায় বা পিতৃলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মা তাঁহাদিগের পিতা, সুতরাং লোকের সঙ্গে ব্রহ্মার পিতামহ সম্বন্ধ; তদনুসারে ব্রহ্মাকে লোকপিতামহ কহা গিয়া থাকে। এক্ষণে যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে, ঋষিগণ স্বায়ম্ভুব মনু হইতে জন্মিলেন অতএব ঋষিগণ ব্রহ্মার প্রপৌত্র, পুত্র বলা বিধেয় নহে। তাহার মীমাংসাস্থলে ঋষিগণ বলিয়াছেন, পুত্রশব্দের অর্থ ধরিলে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, শিষ্য শিষ্যসন্ততি, এবং যে ব্যক্তি কাহারও মানস অনুসারে অন্যত্র জন্মগ্রহণ করে তাহাদিগকেও বুঝায়। এবং লোক-ব্যবহারেও দেখা যায় যে,

পৌত্রের সঙ্গে পিতামহের ভ্রাতৃসম্বন্ধ অর্থাৎ সমকক্ষতা আছে। সেই হেতু লোক-ব্যবহারে প্রপৌত্রকে পুত্রস্থলে গ্রহণ করা রীতি। সুতরাং ঋষিগণ প্রপৌত্র হইলেও পুত্রস্থলে অভিহিত হইয়াছেন। (তৎপরেই যৌনসংস্রবে প্রাণীগণের উৎপত্তি)।

একণে কোন্ ঋষি কাহার পিতৃলোক, অর্থাৎ জগতের কোন্ বস্তু বা প্রাণী কাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই বিষয় লিখিত হইতেছে। এইটী দেখিলে পাঠকগণ বুঝিবেন, আর্য্যজাতি ইতিহাসকে বড় ভাল বাসেন; এমন প্রিয় বস্তু তাঁহাদিগের নিকট আর কিছুই নাই। অহরহঃ যে সন্ধ্যা বন্দন করেন, তাহাও কেবল ইতিহাস-মূলক। তর্পণাদি বৈদিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি যে সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য করেন, তাহাও ঐতিহাসিক বিষয়ের স্মরণ করামাত্র, অন্য কিছুই নহে। আর্য্যেরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত ইতিহাস পাঠ করেন। ইহাঁরা সঙ্কল্প করিয়া ইতিহাস পাঠ করেন। ইতিহাসের প্রতি ইহাঁদিগের এমনি বিশ্বাস আছে যে, সমাহিত চিত্তে সাঙ্গোপাঙ্গ ইতিহাস পাঠ করিলে জগতের সমস্ত কামনাই সিদ্ধ হইতে পারে। এমন বিশ্বাস কি অন্য কোন জাতির আছে? তদনুসারে কতপ্রকার ইতিহাসই স্থির করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক বিষয়ের ইতিহাস-বিষয়ক কার্য্য পরে দেখান যাইবে. সম্প্রতি আদিম বংশের বিশেষ বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে কোন্ প্রবর দ্বারা কোন্ গোত্রটীকে পৃথক্ বা একীভূত করা হইয়াছে তাহা দেখাইতে পারিলে, আদিম বংশের বিবরণটী বিচারকের নিকট পরিস্ফুট হইতে পারিবে জ্ঞান করিয়া, অগ্রেই ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ও ভিন্ন ভিন্ন প্রবরমালা দেখান গেল।

যথা—
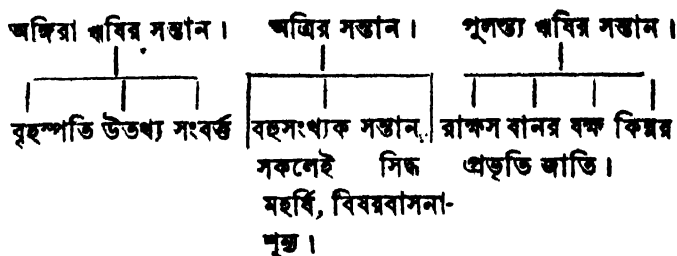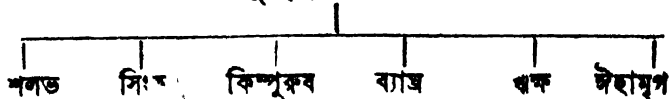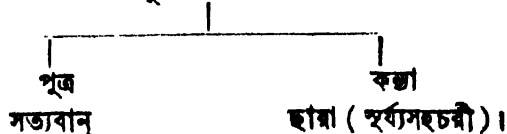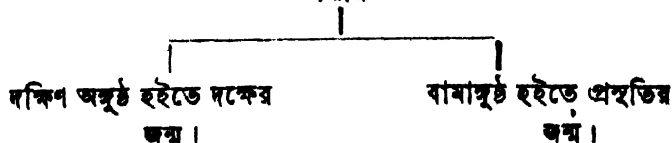
দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভে একপঞ্চাশৎ কন্যা উৎপন্ন হন। এই একপঞ্চাশৎ কন্যা দক্ষ প্রজাপতি প্রসূতির প্রার্থনা অনুসারে পশ্চাল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন মহোদয়কে সম্প্রদান করেন। প্রথম ১০ টী ধর্ম্মের ভার্য্যা। তৎপরবর্ত্তী ২৭টী চন্দ্রের পত্নী।

তদনুজা ১৩টী কশ্যপ মহর্ষির সহধর্ম্মিণী, এবং সর্ব্বকনিষ্ঠাটী আদ্যাশক্তি (সতী) দেবদেব মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গ হয়েন।

ধর্ম্মপত্নীদশকের নাম যথা—

১ কীর্ত্তি। ২ ধৃতি। ৩ মেধা। ৪ পুষ্টি। ৫ শ্রদ্ধা। ৬ ক্রিয়া। ৭ বুদ্ধি। ৮ লজ্জা। ৯ মতি। ১০ লক্ষ্মী।

চন্দ্রপত্নীসপ্তবিংশতির নাম যথা—

(ইহাঁদিগকে নক্ষত্র শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। ২৭ নক্ষত্র যথা—)

১ অশ্বিনী। ২ ভরণী। ৩ কৃত্তিকা। ৪ রোহিণী। ৫ মৃগশিরা। ৬ আর্দ্রা। ৭ পুনর্ব্বসু। ৮ পুষ্যা। ৯ অশ্লেষা। ১০ মঘা। ১১ পূর্ব্বফল্গুনী ১২ উত্তরফল্গুনী। ১৩ হস্তা। ১৪ চিত্রা। ১৫ স্বাতি। ১৬ বিশাখা। ২৭ অনুরাধা। ১৮ জ্যেষ্ঠা। ১৯ মূলা। ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া। ২১ উত্তরাষাঢ়া। ২২ শ্রবণা। ২৩ ধনিষ্ঠা। ২৪ শতভিষা। ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ। ২৬ উত্তরভাদ্রপদ। ২৭ রেবতী।

শিবপত্নী—সতী (আদ্যা শক্তি)।

(মহাভারত দেখ।)

ভাগবত পুরাণ অনুসারে মনুবংশাবলী।

মনুর পত্নী শতরূপা। শতরূপা হইতে, আকূতি, প্রসূতি, ও দেবহূতি এই তিন কন্যা জন্মে। রুচি মুনির সহিত আকূতির বিবাহ হয়। আকূতির গর্ভে দুইটী সন্তান জন্মে, তাঁহা-

দিগের একের নাম বিষ্ণু, অপরের নাম দক্ষিণা। বিষ্ণু পুত্র, দক্ষিণা কন্যা। বিষ্ণু মনুর পুত্রিকা-পুত্র। আকূতি মনুর পুত্রিকা (কন্যা) ছিলেন।

বিষ্ণুর সহিত দক্ষিণার বিবাহ হয়। বিষ্ণুর ঔরসে দক্ষিণার গর্ভে তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইদ্ধ, কবি, বিভু, সাহ্ন, সুদেব ও রোচন জন্মগ্রহণ করেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর পরে স্বারোচিষ মনুর অধিকার-সময়ে ইহাঁরাই দেবতা মধ্যে গণ্য। তৎকালে ইহাঁরা তুষিতগণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। স্বরোচিষের অধিকার-কালে মরীচি প্রভৃতি ঋষি। তৎকালের ইন্দ্রের নাম যজ্ঞ।

মনুকন্যা দেবহূতির সহিত কর্দ্দম মুনির বিবাহ হয়। দেবহূতি হইতে কর্দ্দম মুনির নয়টী কন্যা জন্মে ঐ নয়টী কন্যা নব ব্রহ্মর্ষির করগ্রহণ করেন।
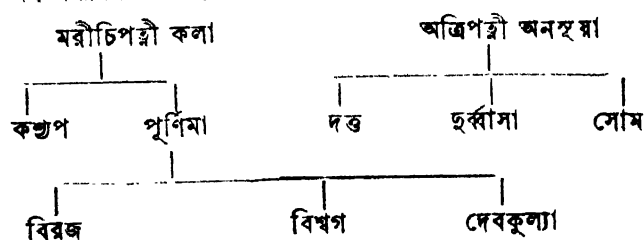
এই দেবকুল্যা মন্দাকিনীরূপে জন্মগ্রহণ করেন।*

মনোস্তু শতরূপায়াং তিস্রঃ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরে।
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি বিশ্রুতাঃ। ২।

আকূতিং রুচয়ে প্রাদাদপি ভ্রাতৃমতীং নৃপঃ।
পুত্রিকাধর্ম্মমাশ্রিত্য শতরূপানুমোদিতঃ ॥ ৩ ॥
প্রজাপতিঃ স ভগবান্ রুচিস্তস্যামজীজনৎ।
মিথুনং ব্রহ্মবর্চ্চস্বী পরমেণ সমাধিনা ॥ ৪ ॥
যস্তয়োঃ পুরুষঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণুর্যজ্ঞস্বরূপধৃক্।
যা স্ত্রী সা দক্ষিণা ভূতেরংশভূতাহনপায়িনী ॥ ৫ ॥
আনিন্যে স্বগৃহং পুত্র্যাঃ পুত্রং বিততরোচিষম্।
স্বায়ম্ভুবো মুদা যুক্তো রুচির্জগ্রাহ দক্ষিণাম্ ॥ ৬ ॥
তাস্ত কাময়মানাং স ভগবান্ যজুষাং পতিঃ।
তুষ্টায়াং তোষমাপন্নোঽজনয়ৎ দ্বাদশাত্মজান্ ॥ ৭ ॥
তোষঃ প্রতোষঃ সন্তোষো ভদ্রঃ শান্তিরিড়স্পতিঃ।
ইধ্মঃ কবির্বিভুঃ স্বহ্নঃ সুদেবো রোচনো দ্বিষট্ ॥ ৮ ॥
তুষিতা নাম তে দেবা আসন স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ো যজ্ঞঃ সুরগণেশ্বরঃ ॥ ৯ ॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ মহৌজসৌ।
তৎপুত্রপৌত্রনপ্তৄণামনুবৃত্তং তদন্তরম্ ॥ ১০ ॥
দেবহূতিমদাত্তাত কর্দ্দমায়াত্মজাং মনুঃ।
তৎসম্বন্ধি শ্রুতপ্রায়ং ভবতা গদতো মম ॥ ১১ ॥
দক্ষায় ব্রহ্মপুত্রায় প্রসূতিং ভগবান্ মনুঃ।
প্রায়চ্ছৎ যৎকৃতঃ সর্গস্ত্রিলোক্যাং বিততো মহান্ ॥ ১২ ॥
যাঃ কর্দ্দমসুতাঃ প্রোক্তা নব ব্রহ্মর্ষিপত্নয়ঃ।
তাসাং প্রসূতিপ্রসবং প্রোচ্যমানং নিবোধ মে ॥ ১৩ ॥
পত্নী মরীচেস্তু কলা সুষুবে কর্দ্দমাত্মজা।
কশ্যপং পূর্ণিমানঞ্চ যয়োরাপূরিতং জগৎ ॥ ১৪ ॥
পূর্ণিমাহসূত বিরজং বিশ্বগঞ্চ পরন্তপ।
দেবকুল্যাং হরেঃ পাদশৌচাৎ যাহভূৎ সরিদ্দিবঃ ॥ ১৫ ॥

দক্ষ প্রজাপতির পুত্রগণকে অষ্টবসুশব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। অষ্টবসুর নাম যথা—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধর	ধ্রুব	সোম	অহ	অনিল	অনল	প্রত্যূষ	প্রভাস

দক্ষ প্রজাপতির পত্নী প্রসূতি ব্যতীত অন্য-পত্নী-সন্তান-গণের নাম যথা—

ধূম্রা	শ্বসা	রতা	শাণ্ডিলী	মনস্বিনী	প্রভাতা
ধর, ব্রহ্মদিব্য, ধ্রুব	অনিল	অহ	অগ্নি	চন্দ্র	প্রত্যূষ, প্রভাস

দক্ষপত্নী-প্রসূতি-দুহিতা কশ্যপপত্নী-ত্রয়োদশকের নাম ও বংশাবলী যথা—

১	২	৩	৪	৫	৬
অদিত	দিতি	দনু	কালা	দনায়ু	সিংহিকা

৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ক্রোধা	প্রধা	বিশ্বা	বিনতা	কপিলা	মুনি	কদ্রু

অদিতিবংশ (বা আদিত্যগণ)।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ধাতা	মিত্র	অর্য্যমা	শক্র	বরুণ	অংশ	ভাগ	বিবস্বান্	পূষা

১০	১১	১২
সবিতা	ত্বষ্টা	বিষ্ণু।

চন্দ্র ও সূর্য্য দেবগণের মধ্যে গণ্য।

অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীন্ জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্।
দত্তং দুর্ব্বাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্॥ ১৬॥
ভাগবত পুরাণ। ৪র্থস্কন্ধ, ১ অ।

দিতির বংশ (বা দৈত্যগণ)।

দৈত্য ও দানব যদিও ভিন্ন-মাতৃজ, তথাপি সামান্যতঃ একের অভিধানে অপরকে বুঝায়। অসুর শব্দে সুর-বিদ্বেষী জীবমাত্রকে বুঝায়।
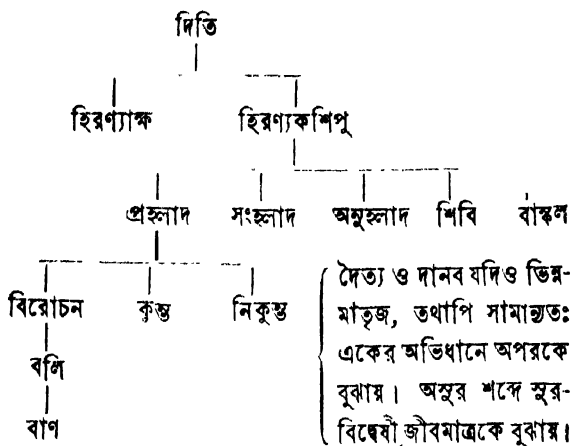
দনুর সন্তান (বা দানবগণ)।

দানবগণের পুত্র পৌত্রাদি অনন্তসংখ্যক, সুতরাং এখানে নামনির্দ্দেশ দ্বারা পুস্তকবাহুল্য করা যায় না। তাঁহাদিগের মধ্যে যেগুলি প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগেরই নামোল্লেখ করা গেল। যথা—নমুচি, পুলোমা, স্বর্ভানু, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্ব, শরভ ও শলভ। দনুর পুত্রগণ মধ্যেও একজনের নাম চন্দ্র ও অপরের নাম সূর্য্য আছে। দনুর গৌত্রগণের মধ্যে বাতাপি অতি প্রসিদ্ধ।

কশ্যপ-জায়া সিংহিকার গর্ভে কশ্যপের চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠের নাম রাহু, মধ্যমের নাম সুচন্দ্র, তৃতীয়ের নাম চন্দ্রহন্তা ও সর্ব্বকনিষ্ঠের নাম চন্দ্রপ্রমর্দ্দন। এই চারিজনের পুত্র পৌত্রাদি অসংখ্য।

কশ্যপ মহোদয়ের পঞ্চম পত্নী (দনায়ুর) চারি সন্তান।

বিক্ষর	বল	বীর	বৃত্র

ইহাঁদিগের নাম অসুর। অসুরকুলের মধ্যে বৃত্রাসুর এক-জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

কশ্যপের চতুর্থ পত্নী কালা বা কাষ্ঠার বহুতর পুত্র জন্মে, কিন্তু তন্মধ্যে কেহই বিশেষ প্রসিদ্ধ নহেন। ইহাঁরাও অসুর-কুলের মধ্যে গণ্য। ইহাঁদিগের মধ্যে বিনশন, ক্রোধ, ক্রোধ-হন্তা ও ক্রোধশত্রু নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহেন।

বিনতাসন্তান।

অরুণ	গরুড়

কদ্রুসন্তান (বা অষ্টনাগ)।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
শেষ	অনন্ত	বাসুকি	তক্ষক	ভুজঙ্গ	কূর্ম্ম	কুলীরক	নাগ

কশ্যপপত্নী মুনির সন্তানগণও সর্পজাতির মধ্যে গণ্য। তন্মধ্যে কালীয় নাগ অতি প্রসিদ্ধ। (মহাভারত।) শঙ্খ, পদ্ম, কম্বল, মহাপদ্ম, কর্কটক, ধনঞ্জয়, কালীয়, ধৃতরাষ্ট্র, পিঙ্গল, মণিভদ্রক ও ঐরাবত প্রভৃতির কোন কোন নাগকে কেহ কেহ অষ্টনাগ মধ্যে সন্নিবেশিত করেন, এবং পূর্ব্বোক্ত নাগের ভুজঙ্গাদিকে পরিত্যাগ করেন। (কৃত্যতত্ত্ব দেখ।)

কশ্যপপত্নী প্রধার সন্তানগণ মধ্যে কতকগুলি সুরকুল, কতকগুলি অসুরকুল, এবং কতকগুলি গন্ধর্ব্বকুলের সঙ্গ গ্রহণ

করিয়া সজদোষ বা গুণে ও তৎশ্রেণীর মধ্যে পৃথক্‌রূপে পরিগণিত হন। দৈত্য দানব ও আদিত্য পৃথক্ গণ হইলেও পরস্পর বৈমাত্রেয় এ মাসতত ভ্রাতা।

প্রধার সন্তানসমূহ মধ্যে বিশ্বাবসু ও ভানু দেবগণের মধ্যে সমধিক খ্যাত্যাপন্ন।

কশ্যপের প্রিয়তমা পত্নী কপিলা হইতে

১	২	৩	৪	৫
অমৃত	বিপ্রজাতি	গো	গন্ধর্ব্ব	অপ্সরাকুল

এই পাঁচ মহানিধি বা সন্তান জন্মে। এই সকল সন্তান হইতেই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়।

অপ্সরাকুলের প্রসিদ্ধ স্ত্রীগণ।

অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, রম্ভা, মনোরমা ও কেশিনী।

গন্ধর্ব্বকুলের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ।

সুবাহু, হাহা, হূহূ, ও তুম্বুরু। এই চারিটাই বিশেষ অগ্রগণ্য।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় কশ্যপের পৌত্র। অশ্বরূপী সবিতা ত্বাষ্ট্রী-নামে এক অশ্বিনীতে উপগত হন। ঐ ত্বাষ্ট্রী একবারে পুত্রযুগল প্রসব করে। ইঁহারা সবিতৃসন্তান, এজন্য সুরগণের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

বৃহস্পতি দেবতাদিগের পুরোহিত। ইঁহাকে সুরগুরু বা সুরাচার্য্যও বলিয়া থাকে। ইনি শ্রদ্ধার গর্ভে অঙ্গিরার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। (৮০ পৃষ্ঠা দেখ)।

ভৃগু বরুণের যজ্ঞে ব্রহ্মার হৃৎপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করেন।

কশ্যপের ভার্য্যা দনায়ুর গর্ভে পুলোমা নামে যে এক কন্যা জন্মে, মহর্ষি ভৃগু ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

ভৃগুকুল।
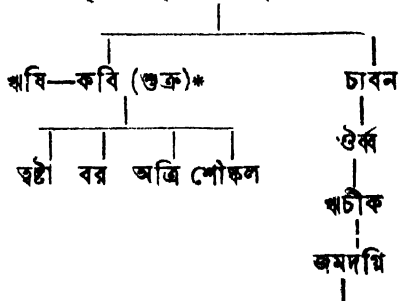
(ঋষিবিশেষ জামদগ্ন্য (পরশুরাম) নহেন।)

চ্যবন মনুকন্যা আরুষীকে বিবাহ করেন। ঔর্ব্ব সুকন্যাকে দাররূপে গ্রহণ করেন, তাঁহার গর্ভে প্রমতি নামে ঔর্ব্বের এক পুত্র জন্মে। প্রমতি ঘৃতাচীকে ভার্য্যারূপে স্বীকার করেন। তাঁহা হইতে প্রমতির এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম রুরু।

রুরু প্রমদ্বরাকে বিবাহ করেন, ইহাঁর গর্ভে রুরুপুত্র শুনক ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। শুনকের পুত্র শৌনক।

বশিষ্ঠ ঋষি অরুন্ধতী ও অক্ষমালাকে বিবাহ করেন। জগতে এই দুই ললনা সাধ্বী স্ত্রীদিগের মধ্যে পুরোভাগে আসন প্রাপ্ত হন। বৈবাহিক কার্য্যে ইহাঁদিগের নাম কীর্ত্তিত হয়।

---

* চত্বারস্তস্য তনয়া জাতা অসুরযাজকাঃ।
ত্বষ্টা বরস্তথাত্রিশ্চ শৌকলশ্চেতি বাগ্মিনঃ॥

কালিকাপুরাণ।

অরুন্ধতীর গর্ভে বশিষ্ঠের ঔরসে শক্তি ঋষির জন্ম হয়। অরুন্ধতী কর্দ্দম ঋষির দুহিতা। ইনি বেদ বিভাগ করিয়া ব্যাসমহর্ষি রূপে প্রসিদ্ধ হয়েন।

অঙ্গিরার বংশ।

অঙ্গিরা—কর্দ্দম ঋষির কন্যা শ্রদ্ধার পাণিপীড়ন করেন। শ্রদ্ধার গর্ভে ইহাঁর দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে। পুত্রদ্বয়ের একের নাম উতথ্য এবং অপরের নাম বৃহস্পতি। কন্যা-চতুষ্টয়ের নাম কুহূ, রাকা, সিনীবালী ও অনুমতি।

কপিল ঋষি—কর্দ্দম মুনির পত্নী দেবহূতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। কপিলের পুত্র কুশনাভ, তৎপুত্র গাধি ও তৎসুত বিশ্বামিত্র।

ভরদ্বাজ ঋষি—উতথ্য মুনির পত্নী মমতার গর্ভে বৃহস্পতির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা, বৃহস্পতি ও উতথ্য প্রভৃতির বর অনুসারে ভরদ্বাজ অত্যন্ত মান্য ও বিদ্বান্ হন; বাক্‌সিদ্ধও ছিলেন। ভরদ্বাজ হইতে ভরদ্বাজ গোত্রের সৃষ্টি। তাঁহার জন্মবিবরণ যথা—মহর্ষি উতথ্য পুত্রবিরহে সোমদেব ও মরুৎদেবের উদ্দেশে যজ্ঞ করেন। তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া পুত্রেষ্টিযাগের ফলস্বরূপ 'তুমি পূর্ণমনোরথ হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ

করিলেন। তাঁহাদিগের সেই আশীর্ব্বাদপ্রভাবে উতথ্যপত্নী মমতা গর্ভবতী হইলেন। মমতা যখন পূর্ণগর্ভা, তৎকালে বৃহস্পতি কামাতুর হইয়া মমতাতে উপগত হন। কিন্তু গর্ভস্থ পুত্র বৃহস্পতি বীর্য্য পাদদ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। কিন্তু বৃহস্পতির অমোঘ বীর্য্য হইতে এক সন্তান জন্মিল, তাঁহাকেই ভরদ্বাজ কহা যায়। তখন গর্ভস্থ শিশুকে বৃহস্পতি এই শাপ দিলেন, যে তুমি অন্ধ হও। সেই পুত্রের নাম দীর্ঘতমা। মমতা ভরদ্বাজকে নিঃক্ষেপ করিয়া স্বামীর নিকট ক্রন্দন করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন, স্বামী পরিত্যাগ করিলে, ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বৃহস্পতিও কহেন, রে মূঢ়! তুই ইহাকে ভরণ কর্; এই শিশু আমাদিগের দুই ভ্রাতার ঔরসজাত, এজন্য ইহাকে দ্বাজ, এবং তুই ভরণ করিবি বলিয়া ইহার নাম ভরদ্বাজ হইল।

ভরদ্বাজের জন্ম-বিবরণ মহাভারতের আদিপর্ব্বে সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে সত্যবতীসমীপে ভীষ্মকর্ত্তৃক কথিত পরশুরাম, উতথ্য ও দীর্ঘতমার উপাখ্যানে দেখ।

অষ্টাবক্র—কহোড় মুনির সন্তান। (ভগীরথবৃত্তান্ত দেখ)

উগ্রশ্রবা—লোমহর্ষণ পুত্র।

কচ—বৃহস্পতির পুত্র। (পুরাণবক্তা)

কণ্ব (ক্ষত্রিয়)—অপ্রীতরথ নামা ক্ষত্রিয়ের পুত্র। (ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত)

কুশিক—ইঁহার অপর নাম বিশ্বামিত্র।

আস্তীক—জরৎকারু-সন্তান।

জরৎকারু—জটাচার্ব্ব-বংশসম্ভূত।

ত্রিশিরা—ত্বষ্টা মুনির সন্তান।

বালখিল্য—ইঁহারা ক্রতুর সন্তান। সংখ্যা ৬০,০০০; পুলস্ত্যকন্যা সন্নতি ইঁহাদিগের গর্ভধারিণী। ইঁহারা অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ, যতি ও ঊর্দ্ধরেতাঃ।

ধাতা, বিধাতা }—ভৃগুসন্তান।

সনৎকুমার, সনন্দ }—ব্রহ্মার মানসপুত্র।

ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া দেখিলে এইমাত্র জানা যায় যে, হিরণ্যগর্ভ পিতামহ ব্রহ্মা হইতে সৃষ্টির পূর্ব্বে বিরাটের জন্ম, বিরাট্‌পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুর নিকট মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি বা ঋষিগণ ব্রহ্মার মানস অনুসারে পুত্রত্ব স্বীকার করেন। ইঁহাদিগকে সেইজন্য ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া থাকে। ইঁহারাই প্রজা সৃষ্টি করেন, এজন্য ইঁহাদিগকে প্রজাপতিও কহা যায়। এই সকল ঋষিগণ যাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন, তাঁহারাই সমস্ত জগতের পিতৃলোক বলিয়া খ্যাত।

ঋষিগণ হইতে পিতৃলোকের জন্ম
পিতৃগণ " দেব ও দানবের জন্ম
দেবগণ " জগতের সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের উৎপত্তি।

মনু, ৩ অ, ১৯৩ হইতে ২০১ শ্লোক দেখ।

কোন্ গণের	কে পিতৃলোক	ঐ পিতৃলোক কাহার সন্তান *
সাধ্যগণের	সোমসদ্‌গণ	বিরাট্‌পুত্র
দেবগণের	অগ্নিম্বাত্তাগণ	মরীচিপুত্র
দৈত্যগণের	বর্হিষদ্‌গণ	অত্রিপুত্র
দানবগণের	ঐ	ঐ
যক্ষগণের	ঐ	ঐ
রক্ষোগণের	ঐ	ঐ
গন্ধর্ব্বগণের	ঐ	ঐ
উরগবর্গের	ঐ	ঐ
সুপর্ণগণের	ঐ	ঐ
কিন্নরগণের	ঐ	ঐ
বিপ্রগণের	সোমপগণ অগ্নিদাত্তগণ সৌম্যগণ	কবি-(ভৃ)-পুত্র গু
ক্ষত্রিয়দিগের	হবির্ভু ক্‌বর্গ	অঙ্গিরার সন্তান
বৈশ্যদিগের	অজ্যপবর্গ	পুলস্ত্য-সন্তান
শূদ্রদিগের	স্কালিন্‌বর্গ	বশিষ্ঠ-সন্তান

* যস্মাদুৎপত্তিরেতেষাং সর্ব্বেষামপ্যশেষতঃ।
যে চ যৈরুপচর্য্যাঃ স্যুর্নিয়মৈস্তান্নিবোধত।

স্কন্দপুরাণের বচনানুসারে ইহাই নির্ণয় করিতে হয়, যে, রবি (সূর্য্য) যে সময়ে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত লোক কর্ত্তৃক প্রথম দৃষ্ট হইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি মনুষ্যরূপে কলিঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্র যে সময়ে অবনীতে অবতীর্ণ হন, তৎকালে তাঁহাকে মনুষ্যরূপে যমুনাতে সূতিকাগৃহ গ্রহণ করিতে হয়। মানবগণের উপকার সাধনার্থ অঙ্গারক (মঙ্গল) নভোমণ্ডল হইতে অবন্তী দেশে অবতীর্ণ হন। তদনুসারে অবন্তী দেশকে তাঁহার জন্মস্থান ধরা যায়। (বুধ মাগধদৃষ্ট) সুতরাং পণ্ডিতেরা মগধ-দেশই বুধের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বুধের পিতা চন্দ্র।

মনোর্হৈরণ্যগর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ।
তেষামৃষীণাং সর্ব্বেষাং পুত্রাঃ পিতৃগণাঃ স্মৃতা॥
বিরাট্সুতাঃ সোমসদঃ সাধ্যানাং পিতরঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ দেবানাং মরীচ্যা লোকবিশ্রুতাঃ॥
দৈত্যদানবযক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
সুপর্ণকিন্নরাণাঞ্চ স্মৃতা বর্হিষদোঽত্রিজাঃ॥
সোমপা নাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যানামাজ্যপা নাম শূদ্রাণান্তু সুকালিনঃ॥
সোমপাস্তু কবেঃ পুত্রা হবিষ্মন্তোঽঙ্গিরাঃসুতাঃ।
পুলস্ত্যস্যাজ্যপাঃ পুত্রা বশিষ্ঠস্য সুকালিনঃ॥
অগ্নিদগ্ধানগ্নিদগ্ধান্ কাব্যান্ বর্হিষদস্তথা।
অগ্নিষ্বাত্তাংশ্চ সৌম্যাংশ্চ বিপ্রাণামেব নির্দ্দিশেৎ॥
য এতে তু গণা মুখ্যাঃ পিতৄণাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তেষামপীহ বিজ্ঞেয়ং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্॥
ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্ব্বং চরং স্থাণ্বনুপূর্ব্বশঃ॥

মগধদেশের নৃপতিগণ বুধের সন্তান। তদনুসারে মগধদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। বর্ত্তমান পাটনা (পাটলীপুত্র) নগরে চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের রাজ-সিংহাসন ছিল। বৃহস্পতি সিন্ধুদেশে অঙ্গিরা ঋষির ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সুরলোকে গমন করেন। তথায় তিনি তাঁহাদিগের পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া চিরসুখে বাস করিতে-ছেন। দৈত্যগুরু শুক্র মহোদয় ভোজকটে (ভোজদেশে) প্রসূত হন। তাঁহাকে বৃহস্পতি অপেক্ষা পণ্ডিত বিবেচনা করিয়া অসুরগণ (শুক্রকেই) আপনাদিগের গুরুর পদে প্রতি-ষ্ঠিত করেন। সৌরাষ্ট্র দেশটী শনৈশ্চর গ্রহের জন্মভূমি বলিয়া পরিগণিত অর্থাৎ তথায় আবিষ্কৃত ও তদ্ধেতুই পবিত্র। অসুর-শ্রেষ্ঠ রাহুগ্রহ প্রথমে নাটিকাপুরে উদিত হন। কেতু গ্রহের প্রথম উদয় স্থান অন্তর্বেদী প্রদেশ।

স্কন্দপুরাণের বচন যথা—

জন্মভূর্গোত্রমেতেষাং বর্ণস্থানমুখানি চ।
যোঽজ্ঞাত্বা কুরুতে শান্তিং গ্রহাস্তেনাবমানিতাঃ॥
উৎপন্নোঽর্কঃ কলিঙ্গেষু যমুনায়াঞ্চ চন্দ্রমাঃ
অঙ্গারকস্ত্ববন্ত্যান্তু মাগধেষু হিমাংশুজঃ॥
সৈন্ধবেষু গুরুর্জাতঃ শুক্রো ভোজকটে তথা।
শনৈশ্চরস্তু সৌরাষ্ট্রে রাহুর্বৈ নাটিকাপুরে।
অন্তর্বেদ্যাং তথা কেতুরিত্যেতা গ্রহভূময়ঃ॥
আদিত্যঃ কাশ্যপো গোত্র আত্রেয়শ্চন্দ্রমা ভবেৎ।
ভরদ্বাজো ভবেদ্ভৌমস্তথাত্রেয়শ্চাপি সোমজঃ॥

গুরুঃ পুত্রোঽঙ্গিরোগোত্রঃ শুক্রোবৈ ভার্গবস্তথা।
শনিঃ কাশ্যপ এবায়ং রাহুঃ পৈঠীনসস্তথা।
কেতবো জৈমিনেয়াশ্চ গ্রহা লোকহিতে রতাঃ॥
তদ্গোত্রজাতীরজ্ঞাত্বা হোমং যঃ কুরুতে নরঃ।
ন তস্য ফলমাপ্নোতি ন চ তুষ্যন্তি দেবতাঃ।
ন হুতংশে চ সংস্কারো ন চ যজ্ঞফলং লভেৎ॥

জ্যোতিস্তত্ত্বে গোভিলকাত্যায়নৌ—

ব্রাহ্মণৌ ভার্গবাচার্যৌ ক্ষত্রিয়াবর্কলোহিতৌ।
বৈশ্যৌ সোমবুধৌ চৈব শেষান্ শূদ্রান্ বিনির্দিশেৎ॥

রবি (সূর্য্য) অদিতির পুত্র—আদিত্য; আদিত্যগণ কশ্যপ-সন্তান সুতরাং তিনি (রবি) কাশ্যপ-গোত্র। সোম (চন্দ্রমা) অত্রি-মুনির নয়ন হইতে উত্থিত হন, সুতরাং তাঁহার গোত্র আত্রেয়। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতদিগের মতে মঙ্গল গ্রহ ভরদ্বাজগোত্রভাগী। বুধ চন্দ্রসন্তান, সুতরাং তিনিও আত্রেয় গোত্র। বৃহস্পতি অঙ্গিরা বংশে প্রসূত হন, এই কারণে তিনি অঙ্গিরার গোত্রভাগী। শুক্রগ্রহ ভার্গব গোত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। শনি কাশ্যপ-গোত্র। রাহু পৈঠীনসি-গোত্র। কেতু জৈমিনি গোত্র।

ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণ এই নবগ্রহকে আবার চারি বর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন। গুরু ও শুক্র ব্রাহ্মণ জাতি। রবি ও মঙ্গল ক্ষত্রিয় জাতি। সোম ও বুধ বৈশ্য জাতি; এবং শনি, রাহু ও কেতু ইহারা শূদ্রবর্ণ। গ্রহগণের জন্মস্থান, জাতি ও গোত্র দর্শন করিলে অবশ্য এই উপদেশটা পাওয়া যায়—ব্রাহ্মণত্বে সত্বগুণের লক্ষণ প্রকাশ পায়, ক্ষত্রিয়ত্ব রজো-গুণের প্রকাশক। বৈশ্যভাবে তামসাচ্ছন্ন রজোগুণ লক্ষিত হয়। শূদ্রত্বে নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞানতা, শোক, তাপ ও দুঃখ অনুভূত

হইয়া থাকে। সুতরাং ত্রিগুণের মধ্যে যে গুণটী অন্য দুই গুণকে অভিভূত করিয়া নিজ আধিপত্য বিস্তার করে, সেই গুণানুসারে সেই ব্যক্তিকে সেই গুণাবলম্বী কহা যায়। সত্ত্বগুণ-প্রাধান্য হেতু ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ, নিরহঙ্কার ও ক্ষমাশীল। রজো-গুণের প্রবলতা হেতু ক্ষত্রিয়—জাতি সাহঙ্কার, ক্রোধপরবশ, অভিমানী এবং জিগীষু। বৈশ্যবর্গ ক্ষত্রিয়লক্ষণোপেত হইয়াও ধনলালসার নিতান্ত দাসত্বনিবন্ধন তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। তমোগুণের একান্ত আধিক্য নিমিত্ত প্রমাদ ও মোহ প্রভাবে শূদ্রগণ অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। সেই কারণে শূদ্রগণকে তমোগুণাবলম্বী কহা যায়। বস্তুতঃ কোন মনুষ্যই ত্রিগুণবিরহিত নহেন। একের আধিক্য হইলে অন্য গুণদ্বয় অভিভূত হইয়া থাকে। বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়দমন, ধর্ম্ম ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও আত্মচিন্তা সত্ত্বগুণের কার্য্য। সকাম ধর্ম্ম কার্য্যানুষ্ঠান, অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি অধীরতা এবং নিরন্তর বিষয়বাসনা রজোগুণের লক্ষণ। অসৎপ্রবৃত্তি ও অসদনুষ্ঠান তমোগুণের পরিচায়ক।*

* সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ। ভগবদ্গীতা।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃসত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃসত্ত্বং রজস্তথা॥ ভগবদ্গীতা।

যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্॥ মনু।

গ্রহের নাম	জন্মভূমি	গোত্র	জাতি
রবি	কলিঙ্গ দেশ	কাশ্যপ	ক্ষত্রিয়
সোম্	যমুনা প্রদেশ	আত্রেয়	বৈশ্য
মঙ্গল	অবন্তী দেশ	ভরদ্বাজ	ক্ষত্রিয়
বুধ	মগধ দেশ	আত্রেয়	বৈশ্য
বৃহস্পতি	সিন্ধু দেশ	আঙ্গিরা	ব্রাহ্মণ
শুক্র	ভোজকট	ভার্গব	ঐ
শনি	সৌরাষ্ট্র	কাশ্যপ	শূদ্র
রাহু	নাটিকাপুর	পৈঠীনসি	ঐ
কেতু	অন্তর্বেদী	জৈমিনি	ঐ

পূর্ব্বকালে লোকে সূর্য্যচন্দ্রাদি গ্রহগণকে পরমেশ্বর জ্ঞানে পূজা করিত। যখন লোক সকল অপেক্ষাকৃত জ্ঞানাপন্ন হইলেন, তখন ঐ সমস্তের প্রতি ঐশিক শক্তি প্রদান করিবার বিষয়ে লোকের রুচির পরিবর্ত্ত ও বিশ্বাসের খর্ব্বতা হইতে লাগিল। তৎকালে ইঁহারা পরমেশ্বরের স্বরূপ হইতে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে যে

বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্॥ মনু।

আরম্ভরুচিতাধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্॥

যৎ কর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণলক্ষণম্॥ মনু।

ঋষি যেদেশে যে ভাবে যেমন অবস্থায় যদ্রূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া আবিষ্কৃত করিলেন, তিনি তদ্গোত্র ও তদ্দেশবাসী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই প্রস্তাব দ্বারা গ্রহদিগের বাসস্থলের স্থিরতা করা যাউক বা না যাউক, কিন্তু এই সকল প্রমাণ দ্বারা উপরিকথিত ঋষিদিগের তাৎকালিক (আশ্রম) বাসস্থলের নির্ণয় হইতে পারে।

এইরূপে গ্রহগণ সেই সেই ঋষির বংশীয়, তদ্দেশ-নিবাসী এবং তিনি যে গ্রহকে তাহার স্বভাব ও শক্তি অনু-সারে মানবমণ্ডলীর যে বর্ণের যে স্বভাব বলিয়া সুস্থির করিয়া-ছেন, তিনি সেই জাতি বলিয়া উল্লিখিত হন। এইরূপ মীমাংসা না করিলে গ্রহগণের জাতি, বাসস্থান ও গোত্রাদির গতি লাগে না; এবং ঋষিদিগের বাসস্থলের সীমা-নির্দ্দেশ ও করা যাইতে পারে না।

ঋষিদিগের বংশাবলী এক প্রকার বলা হইল, এক্ষণে গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের কৃত গোত্রগুলির প্রবর বলা আবশ্যক। তদনুসারে এইখানে প্রত্যেক গোত্রের প্রবরগুলি লিখিত হইল। প্রবরের সাদৃশ্যই থাকুক, আর গোত্রেরই সাদৃশ্য থাকুক, ঐক্য থাকিলেই বিবাহ নিষেধ।*

---

* যথা—অঙ্গিরাঃ প্রথমস্তেষাং দ্বিতীয়শ্চ বৃহস্পতিঃ।
তৃতীয়শ্চ ভরদ্বাজঃ প্রবরাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অপ্সারঃ কাশ্যপশ্চৈব নৈধ্রুবশ্চ মহাতপাঃ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

মৎস্যপুরাণ ১৯৮ অধ্যায়।

গোত্র	প্রবর							সংখ্যা
আঙ্গিরস—	আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য					—	—	৩
অনাবৃকাথ্য—	গর্গ, গৌতম, বশিষ্ঠ					—	—	৩
ঘৃতকৌশিক—	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক					—	—	৩
ঘৃতকৌশিক—	ঐ	ঐ	ঐ	বন্ধুল				৪
ঘৃতকৌশিক—	ঘৃতকৌশিক, বিশ্বামিত্র, দেবরাট্						—	৩
বাৎস্য -	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ							৫
সাবর্ণ—	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		—	৫
মৌদ্গল্য—	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		—	৫
সৌপায়ন—	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		—	৫
জামদগ্ন্য—	জামদগ্ন্য, ঔর্ব্ব, বশিষ্ঠ					—	—	৩
কৌশিক—	কৌশিক, অত্রি, জামদগ্ন্য					—	—	৩
বৃদ্ধি—	কুরু, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য					—	—	৩
বিষ্ণু—	বিষ্ণু, বৃদ্ধি, কৌরব					—	—	৩
কাশ্যপ—	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব					—	—	৩
কুশিক—	কুশিক, কৌশিক, বিশ্বামিত্র					—	—	৩
কৌণ্ডিন্য—	কৌণ্ডিন্য, স্তিমিক, কৌৎস্য					—	—	৩
গর্গ—	গার্গ্য, কৌস্তুভ, মাণ্ডব্য					—	—	৩
অব্য—	অব্য, বলি, সারস্বত					—	—	৩
জৈমিনি—	জৈমিনি, উতথ্য, সাঙ্কৃতি					—	—	৩
আলম্যান—	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন					—	—	৩
বাসুকি—	অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি					—	—	৩
রোহিত—	ভার্গব, নীললোহিত, রোহিত					—	—	৩
শাণ্ডিল্য—	শাণ্ডিল্য, আসিত, দেবল					—	—	৩

গোত্র	প্রবর			সংখ্যা
কাণ্ব—	কাণ্ব, অশ্বথ, দেবল	—	—	৩
কাঞ্চন —	অশ্বথ, দেবল, দেবরাজ	—	—	৩
আত্রেয়—	আত্রেয়, শাতাতপ, সাংখ্য	—	—	৩
অত্রি —	অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ	—	—	৩
কৃষ্ণাত্রেয় —	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, অ:বাস	—	—	৩
কাত্যায়ন —	অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ	—	—	৩
পরাশর —	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ	—	—	৩
বশিষ্ঠ —	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি	—	—	৩
সাঙ্কৃতি —	অব্যাহ, আ'রাত্রি, সাঙ্কৃতি	—	—	৩
বৈয়াঘ্র —	সাঙ্কৃতি — —	—	—	১
বৈয়াঘ্রপদ্য —	সাঙ্কৃতি — —	—	—	১
শক্তি —	শক্তি, পরাশর, বশিষ্ঠ	—	—	৩
শুনক —	শুনক, শৌনক, গৃৎসমদ	—	—	৩
বিশ্বামিত্র —	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক	—	—	৩
অগস্ত্য —	অগস্ত্য, দধীচি, জৈমিনি	—	—	৩
কাণ্বায়ন —	কাণ্বায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অজমীঢ়		—	৪
[illegible]	[illegible]			[illegible]
ভরদ্বাজ —	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য	—	—	৩
গৌতম —	গৌতম, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব		—	৪
গোতম —	গোতম, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য	—	—	৩

যে সকল ক্ষত্রিয় তপস্যাপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত বিশ্বামিত্র, গৃৎসমদ, কাণ্বায়ন, রথীতর, কণ্ব, মেধাতিথি, অগ্নিবেশ্ম, শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণ বিশেষ

বিখ্যাত। কিন্তু ঐ সকল গোত্রগুলি ক্ষত্রোপেত গোত্র বলিয়া পরিগণিত।* ধনঞ্জয়কৃত-ধর্ম্মপ্রদীপে গোত্র প্রবরবিবেক দেখ।

পূর্ব্বে গোত্র শব্দের রূঢ় ও যোগরূঢ় অর্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার সমর্থন করিলে প্রথমতঃ নিশ্চয় বোধ হইবে যে, শূদ্রগণ এক-গোত্র হইলেও পরস্পর একবংশীয় নহেন। তাঁহারা পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র ভজনা করেন। শাস্ত্রকারেরা তাঁহাদিগের সগোত্রে বিবাহ নিষেধ করেন নাই। যদি গোত্র শব্দে গোচারণ-স্থান না হইয়া কেবল বংশের আদিম পুরুষকে বুঝাইত, তাহা হইলে ঋষিগণ শূদ্রগণের পক্ষে কদাচ সগোত্রে বিবাহের ব্যবস্থা দিতেন না।

দ্বিতীয়তঃ প্রবরের বৈসাদৃশ্য বিনির্ণয়পূর্ব্বক একবিধনামধারী অপর ঋষিকে পৃথগ্‌বংশসম্ভূত বলিয়া নির্ণয় করিতে পারা যায়।

তৃতীয়তঃ ঋষিদিগের বংশাবলীর পরিচয় দ্বারা আর একটী উপদেশ পাওয়া যাইতেছে যে, প্রজাপতিদিগের দুহিতৃ-সন্তান

---

* গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণপ্রবর্ত্তয়িতা বভূব।

বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ৮ম অধ্যায়।

অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ তস্যাপি মেধাতিথিঃ।
যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ।

বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ১৯ শ অধ্যায়।

ভাগবতপুরাণের নবম অধ্যায়ে রথীতর ও অগ্নিবেশ্য বংশ বর্ণন আছে, তথায় দেখ।

—দৌহিত্রগুলিই ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইলেন, পৌত্রগুলি ক্ষত্রিয় বা রাজন্য আখ্যা ধারণ করিলেন।

এক্ষণে একটী আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে, পুত্র সন্তান অপেক্ষা দৌহিত্র সন্তান কেন ব্রাহ্মণরূপ মাননীয় সম্মান পাইলেন, পুত্রগুলিই বা কেন তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীতে আসীন হইলেন? এই দুইটী প্রশ্ন শুনিতে যাদৃশ আকাঙ্খৎকর বলিয়া বোধ হয়, মীমাংসা করিতে গেলে তাদৃশ বোধ হইবে না।

মনুবর্গ পুত্রগণকে রাজ্য-ভোগাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং পিতৃ-আজ্ঞা হেতু পুত্রগণ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তাহাতেই একান্ত ব্যাসক্ত হন বলিয়া তাহারা রাজন্য (ক্ষাত্রিয়) আখ্যা পাইলেন। আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে পিতৃমর্য্যাদা অনুসারেই প্রায় সন্তানের জাতিনির্ণয় হয়। তদনুসারে মনুর দুহিতৃসন্তানগণ ব্রাহ্মণ। ভিন্নবংশীয় বলিয়া দৌহিত্রগণ রাজ্যভোগে নিতান্ত অনধিকারী হইলেন, তখন তাঁহারা আপনাদিগকে স্বীয় স্বীয় মাতুল অপেক্ষা মর্য্যাদাপন্ন আসনে প্রতিষ্ঠা করাইবার অভিপ্রায়ে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্বজাতীয় ব্যবসায়ে (ষট্‌কর্ম্মে) মনোহভিনিবেশপূর্ব্বক ব্রহ্মনির্ণয়ে আত্মসমর্পণ করিলেন, তদনুসারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ উপাধি ধারণ করেন। (অর্থাৎ সত্বগুণাবলম্বী।)

প্রজাপতিদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে অদ্যাপিও লৌকিক ব্যবহারে দেখা যাইতেছে যে, সকল ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত মান্য ব্যক্তিদিগকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন, এবং পুত্রদিগকে দারপরিগ্রহ করাইবার সময় অপেক্ষাকৃত ন্যূনকুলশীলবিশিষ্টের কন্যাগ্রহণে অনিচ্ছুক বা আপনাকে অসম্ভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।

এইরূপে দৌহিত্রগণ পুত্রপৌত্রাদি অপেক্ষা মাননীয় হইয়াছে; দৌহিত্রগণ এতদূর সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছেন যে, পিতৃশ্রাদ্ধে দৌহিত্রকে অবশ্য ভোজন করাইতে হইবে। ভোজন করাইলে পিতৃলোকের তৃপ্তি অনন্তস্থায়ী হয়, এই সূত্র ধরিয়াই আর্য্যজাতির সমাজমধ্যে কৌলীন্য-মর্য্যাদা সংস্থাপিত হইয়াছে। পুত্র ও দৌহিত্রের মর্য্যাদার তারতম্য হয়।

চতুর্দ্দশ মনুবৃত্তান্ত ।

স্বায়ম্ভুব মনু—ইনি ব্রহ্মার পৌত্র, প্রজাপতিদিগের পিতা ও মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবক্তা। প্রতিকল্পে এক এক মনুর অধিকার হয়। তদনুসারে চতুর্দ্দশ মনুর অধিকারে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হয়। ব্রহ্মার এক দিবসের চতুর্দ্দশ ভাগের এক ভাগ এক এক মনুর অধিকার; প্রত্যেক মনুর অধিকারে স্বতন্ত্র দেবতা, স্বতন্ত্র ঋষি, স্বতন্ত্র ইন্দ্রাদির কল্পনা হয়। তত্তৎকালের নির্ণীত সেই সেই দেবতা, সেই সেই ঋষি, ও সেই সেই দিক্‌-পালাদি ত্রিভুবন শাসন করেন। ছয় জন মনুর অধিকার গত হইয়াছে, এক্ষণে বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে। ইঁহার অধিকার গত হইলে ব্রহ্মার এক দিবসের পূর্ব্বার্দ্ধ গত হইবে, পরার্দ্ধ থাকিবে। প্রথমার্দ্ধ দিন, পরার্দ্ধ রাত্রি। এক দিন ও এক রাত্রি গত হইলে পুনর্ব্বার ত্রিজগতের লয় ও সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মা রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় থাকেন। রাত্রির শেষ ভাগে সমুদয় সৃষ্টবস্তুর ধ্বংস করেন। প্রভাতে ব্রহ্মা স্বপ্নোত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি করেন। এইরূপে চতুর্দ্দশ মনু গত হইলে

এক এক কল্প হয়। এই প্রকার ব্রহ্মার এক শত বৎসর পরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মহাপ্রলয়ের জলে লীন হইবে।

লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা আপন শরীর দ্বিখণ্ডিত করিলেন, দক্ষিণার্দ্ধ হইতে এক পুরুষ, বামার্দ্ধ হইতে এক স্ত্রী জন্মিল, ঐ দুই জনে দম্পতিভাব হইল। তাঁহাদিগের সংযোগে যে পুরুষ উৎপন্ন হইলেন তাঁহার নাম বিরাট্ বা মহাবিরাট্। ইনি বহুকাল তপস্যা করিয়া যে মহাত্মাকে সৃষ্টি করিলেন, তিনিই স্বায়ম্ভুব মনু। অর্থাৎ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং ঐ পুরুষের নিকট পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। যথা

"মনুমেকে বদন্ত্যগ্নিমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্।"

ইনিই প্রজাপতিদিগের সৃষ্টিকর্তা। স্বায়ম্ভুব মনু পিতামহের নিকট হইতে বেদ শ্রবণ করেন এবং শ্রুতিগুলি স্মরণ করিয়া রাখেন; এবং ব্রহ্মাকে নিজের স্মৃতিবাক্যগুলি শ্রবণ করান। পিতামহ ঐগুলি শ্রুতির অনুরূপ হইয়াছে দেখিয়া ঐগুলির নাম স্মৃতি বা মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র রাখিলেন; তদবধি বেদের নাম শ্রুতি, এবং মনুর বাক্যগুলির নাম স্মৃতি হইল। মনু নিজ সংহিতায় আদ্যোপান্ত যথারীতি মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিদিগকে শিক্ষা দিলেন। তন্মধ্যে মহর্ষি ভৃগুমহোদয় এরূপে শিক্ষিত হইয়াছিলেন যে, অন্যান্য মহর্ষিরা মনুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও মনু মহাশয় তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মহর্ষি ভৃগুর বাক্যই মনুর অনুরূপ বাক্য বলিয়া স্বীকার করেন। তদনুসারে মহর্ষি ভৃগু ঐ মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকে সংহিতারূপে নিবদ্ধ করেন, এবং পর্য্যায়ক্রমে আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত এই তিন কাণ্ডে বিভক্ত করেন। এক্ষণে আমরা যে

শাস্ত্রখানিকে মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতি বলি, উহা মহর্ষি ভৃগু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নীর নাম শতরূপা। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশাবলী ঋষিদিগের নির্ণয়ে দেখ। স্বায়ম্ভুব মনু পরম ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। ইনি নিজের অধিকারকাল গত করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা স্বচ্ছন্দে অগ্নি হইতে আর এক মনুর সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁর নাম স্বারোচিষ বা দ্বিতীয় মনু।

তৃতীয় মনু—ঔত্তমি। ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত রাজার অপত্য উত্তমের সন্তান; তদনুসারে ইহাঁর নাম ঔত্তমি।

চতুর্থ মনু—তামস। ইনিও প্রিয়ব্রত নৃপতি মহোদয়ের পৌত্র। তমঃ ইহাঁর পিতা। উত্তম ইহাঁর খুল্লতাত।

পঞ্চম মনু—রেবতীসন্তান। তাঁহার নাম রৈবত। তদনুসারে ইনি দক্ষের দৌহিত্র ও চন্দ্রের পুত্র।

ষষ্ঠ মনু—চাক্ষুষ। ইনি মহাত্মা ধ্রুবের পৌত্র রিপুঞ্জয়ের পুত্র। ব্রহ্মার দৌহিত্রী বীরিণের দৌহিত্র; চাক্ষুষের জননীর নাম বৈরীণী ছিল।

সপ্তম মনু—বৈবস্বত। ইনি বিবস্বৎ-নামক সূর্য্যের ঔরসে তৎপত্নী ছায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। বৈবস্বত মনুর দশ পুত্র। ইল, ইক্ষ্বাকু, কুশনাভ, অরিষ্ট, রিষ্ট, নরিষ্যন্ত, করূষ, শর্য্যাতি, পৃষধ্র ও নাভাগ। বৈবস্বত মনু হইতেই ক্ষত্রিয়বংশের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। ইহাঁরা সকলেই ক্ষত্রিয়। কেবল নাভগবংশীয় রথীতর এবং নরিষ্যন্ত-বংশ-সম্ভূত অগ্নিবেশ্য যোগবলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

অষ্টম মনু—সাবর্ণিক। ইনি সূর্য্যপুত্র। সমুদ্রকন্যা সবর্ণা ইহাঁর জননী।

নবম মনু—দক্ষসাবর্ণিক। ইনি দক্ষের পুত্র। মতান্তরে রুচিমুনির পুত্র।

দশম মনু—ব্রহ্মসাবর্ণিক। ইনিও ব্রহ্মার পুত্র। মতান্তরে ভূতি-নামক প্রজাপতির পুত্র।

একাদশ মনু—ধর্ম্মসাবর্ণিক। ইনি ধর্ম্মপুত্র। সূর্য্যের পৌত্র

দ্বাদশ মনু—রুদ্রসাবর্ণিক। ইনি রুদ্রের পুত্র।

ত্রয়োদশ মনু—দেবসাবর্ণিক। ইনি ঋতুধাম নামক দেবের পুত্র।

চতুর্দ্দশ মনু—ইন্দ্রসাবর্ণিক। ইনি বিলক্সেন নামক ইন্দ্রের পুত্র।

মন্বন্তর কালের পরিমাণ স্থানান্তরে দেওয়া গেল।

প্রত্যেক মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা ও ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের জন্ম হয়। মন্বন্তর-ভেদে তাঁহাদিগের নাম পরিবর্ত্তিত হয় অথবা পৃথক্ ব্যক্তিরা ঐ সকল পদাভিষিক্ত হন। তৎকালে তাঁহাদিগকে ঐ সকল মর্য্যাদা অনুসারে আখ্যা দেওয়া যায়।

যে মন্বন্তরে যাঁহারা মহর্ষি বলিয়া খ্যাত।

কোন্ মনুর অধিকারসময়ে কোন্ কোন্ ঋষি সপ্তর্ষি বলিয়া খ্যাত।

১ স্বায়ম্ভুব	মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ।
২ স্বারোচিষ	ঊর্জ্জস্তাদি ঋষিগণ।

৩ ঔত্তমি	বশিষ্ঠপুত্র প্রমদাদি ঋষিবর্গ।
৪ তামস	জ্যোতির্ধামাদি ঋষিবর্গ।
৫ রৈবত	হিরণ্যরোম, বেদশিরা ও উৰ্দ্ধবাহু প্রভৃতি ঋষিসমূহ।
৬ চাক্ষুষ	হর্য্যশ্বদ্বীরকাদি মুনিগণ।
৭ বৈবস্বত	কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ।
৮ সাবর্ণিক	গালব, দীপ্তিমান্, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ ও ব্যাস।
৯ দক্ষসাবর্ণিক	দ্যুতিমন্নামক ঋষিগণ।
১০ ব্রহ্মসাবর্ণিক	হবিষ্মান্, সুকৃত, সত্য, জয় ও মূর্ত্ত্যাদি ঋষিসমূহ।
১১ ধর্ম্মসাবর্ণিক	অরুণাদি দেবকল্প ঋষিগণ।
১২ রুদ্রসাবর্ণিক	তপোমূর্ত্ত্যাদি ঋষিবর্গ।
১৩ দেবসাবর্ণিক	নির্ম্মোকতত্ত্বদর্শী প্রভৃতি ঋষি।
১৪ ইন্দ্রসাবর্ণিক	অগ্নিবাহু, শুচি, শুদ্ধ ও মাগধাদি ঋষিগণ।

শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ দেখ।

সমস্ত ঋষিগণকে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, পরমর্ষি, কাণ্ডর্ষি, শ্রুতর্ষি ও রাজর্ষি।*

---

* সপ্ত ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-মহর্ষি-পরমর্ষয়ঃ।
কাণ্ডর্ষিশ্চ শ্রুতর্ষিশ্চ রাজর্ষিশ্চ ক্রমাবরাঃ। শব্দকল্পদ্রুমঃ।

১ম—ব্রহ্মর্ষি—বশিষ্ঠাদি।
২য়—দেবর্ষি—নারদ ও কণ্বাদি।
৩য়—মহর্ষি—ব্যাসাদি।
৪র্থ—পরমর্ষি—ভেল প্রভৃতি।
৫ম—কাণ্ডর্ষি—জৈমিনি প্রভৃতি।
৬ষ্ঠ—শ্রুতর্ষি—সুশ্রুতাদি।
৭ম—রাজর্ষি—ঋতুপর্ণ ও জনকাদি।

রত্নকোষ ও ত্রিকাণ্ডশেষ দেখ।

ভগবদ্গীতার বচনানুসারে অনুমান হয় যে, ঋষি হওয়া অপেক্ষা মুনি হওয়া অতি কঠিন কার্য্য। যাঁহার মন দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, সুখেও স্পৃহা করে না, যাঁহার বিষয়ে অনুরাগ নাই, যাঁহার অন্তঃকরণে ভয় ও ক্রোধ স্থান পায় না, এবং যাঁহার বুদ্ধি অতি সুস্থির, তিনি মুনি। *

কোন্ ঋষি কিজন্য বিখ্যাত তাহা বিশেষ বিশেষ প্রকরণে লেখা আবশ্যক বলিয়া ঋষিগণের বংশাবলীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনানুসারে তত্তৎস্থলে লিখিত হইল।

সামান্যকাণ্ডে সামান্যাকারে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের বিষয় একপ্রকার কথিত হইল। এক্ষণে সামান্যাকারে বঙ্গদেশস্থিত ক্ষত্রিয়াদির বিষয় ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

ব্রাহ্মণ শব্দের বাচ্যার্থ ধরিলে এই বুঝায় যে, যিনি ব্রহ্ম পদার্থ বুঝিয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ। রূঢ় অর্থ ধরিলে, যিনি ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্মিয়াছেন তিনি ব্রাহ্মণ। গুণ ও কর্ম্ম দ্বারাও কতিপয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু

---

* দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধীর্মুনিরুচ্যতে॥ গীতা ২অ। ৫৬ শ্লোক।

তাঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় যাবৎ অলৌকিক ক্ষমাগুণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই তাবৎকালমধ্যে ব্রাহ্মণ্যলাভে বঞ্চিত ছিলেন। ব্রাহ্মণের লক্ষণে যে সকল গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে সেগুলি এই—ব্রাহ্মণ সত্বগুণাবলম্বী, শান্ত, দান্ত, তপস্বী, সন্তুষ্টচিত্ত, অন্তবাহ্যশৌচসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, সরলান্তঃকরণ, ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তিমান্ এবং পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন। তাঁহার এই সকল গুণ স্বাভাবিক হওয়া আবশ্যক। কৃত্রিম গুণে ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় না। অপিচ ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্মশালী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অধীত বিদ্যার অধ্যাপনা, অনধিগত বিদ্যার অধ্যয়ন, যজ্ঞ সম্পাদন জন্য নিজে যজমান হওয়া এবং অন্যের যজ্ঞ সিদ্ধিবিষয়ে যাজকতাকার্য্য স্বীকার, সৎপাত্রে দান ও সৎপ্রতিগ্রহ এই ছয়টী ব্রাহ্মণের কর্ম্ম বা বৃত্তি। আপৎকালে ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন বটে, কিন্তু আপদুদ্ধার হইলে তাঁহাকে স্বকীয় বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে; নচেৎ পতিত হইবেন। ক্ষত্রিয়বৃত্তির অভাবে বৈশ্যবৃত্তিও করিবার বিধি আছে বটে, কিন্তু তাহারও সীমা নির্দ্ধারণ আছে। আপৎকালেও ব্রাহ্মণের শূদ্রবৃত্তি অবলম্বনীয় নহে। *

ইতি সামান্যকাণ্ডে ব্রহ্মণ-বিভাগ-সামান্য নির্ণয়।

---

* শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্। গীতা অ ১৮ ; ২
অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥ ঐ
তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥ মনু।

ক্ষত্রিয় জাতি।

ব্রাহ্মণগণ যেমন পৃথক্ পৃথক্ গোত্রসম্ভূত ও তদনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বংশাবলী বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেন, ইহাঁরাও ব্রাহ্মণাদির ন্যায় গোত্রানুসারে নিজ নিজ পরিচয় দেন। ইহাঁরা ব্রহ্মার বাহু হইতে জন্মপরিগ্রহ করেন বলিয়া শৌর্য্য ও বীর্য্য সম্পন্ন রজোগুণপ্রকৃতিক, তদ্ধেতু বাহ্মণের নিম্নে ও অন্য বর্ণের উপরি ভাগে আসন প্রাপ্ত হন।

ইহাঁদিগেরও বংশমর্য্যাদা অনুসারে সমাজমধ্যে সম্মানের তারতম্য সংস্থাপিত হয়। তন্মধ্যে সূর্য্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয়, যদুবংশীয়, নাগবংশীয়, অগ্নিকুলসম্ভব, কুশিকবংশীয়, কুরুবংশীয়, গর্গবংশীয়, রাণাবংশীয়, মগধবংশীয় ও রাঠোরবংশীয় ক্ষত্রিয়গণই অধিক মান্য অর্থাৎ কুলীনস্থানীয়।

পরাক্রান্ত বীর পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন। তৎপরে বংশরক্ষার্থে অনেক ক্ষত্রিয়পত্নী ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লয়েন। তদনুসারে এক্ষণকার অধিকাংশ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ঔরষে ও ক্ষত্রিয় জাতির ক্ষেত্রে উৎপন্ন; সুতরাং ইহাঁগের আদিপুরুষেরা ব্রাহ্মণসন্তান; তদনুসারে অনেকে পূর্ব্বগোত্রবর্জ্জিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, পরশুরান নিঃক্ষত্রিয়করণকালে গর্ভবতী ক্ষত্রিয়রমণীর গর্ভ নষ্ট করেন নাই। তদনুসারে ক্ষত্রিয়কুল এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। বস্তুতঃ তিনি যে সমূলে ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিতে পারেন নাই, তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ—দশরথাদির বিদ্যমানতা এবং রামচন্দ্র হইতে তাঁহার নিজ পরাভব। লব ও কুশাদির বংশ অদ্যাপি সর্ব্বত্র বিরাজিত আছে।

ক্ষত্রিয়গণও আপন অপেক্ষা সম্মানাস্পদীভূত ঘরে কন্যা বা ভগিনী সম্প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং ইহাকেই কুলক্রিয়া বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়।

কোন্ ক্ষত্রিয়বংশ কোন্ দেশে বাস করিয়া তথায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

মূল সরযূ তীরে	সূর্য্যবংশীয়	অযোধ্যাবাসী
	রাণাকুল	উদয়পুরবাসী
ঐ সরস্বতী তীরে	চন্দ্রবংশীয়	মগধদেশবাসী
	যদুবংশীয়	মথুরা ও দ্বারকাবাসী
ঐ শতদ্রু ও কাবেরী প্রভৃতি পঞ্চনদ তীরে	নাগবংশীয়	সিন্ধুদেশবাসী
	অগ্নিকুলসম্ভব	রাজস্থানবাসী
	রাঠোরবংশীয়	উজ্জয়িনীবাসী
ঐ সরস্বতী, যমুনা ও গঙ্গাতীরে	কুরুবংশীয়	হস্তিনাবাসী
	গর্গবংশীয়	ঝালো[illegible]য়া রী

স্বায়ম্ভুব মনুর বাসস্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত। বৈবস্বতের বাসস্থান সরযূতীরস্থিত অযোধ্যা নগর। বৈবস্বতের কন্যা ইলা বা সুদ্যুম্ন প্রয়াগসমীপবর্ত্তী প্রতিষ্ঠান নগর সংস্থাপন করেন। ইলা বা সুদ্যুম্নের সন্তানগণ চন্দ্রবংশীয় নৃপতি।

ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেন এই পঞ্চ প্রদেশ পবিত্র এবং ব্রাহ্মণগণের আবাসস্থান, সুতরাং এই সমুদায়ই ক্ষত্রিয়গণের প্রকৃত পবিত্র আবাসস্থান। এতদ্দেশপ্রসূত রাজন্যগণই ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে কুলীনস্থানীয়।

যাঁহারা উপরি উল্লিখিত স্থান সকলে বাস করেন না, তাঁহারা যদি প্রকৃতপক্ষে উক্ত সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের কোন এক বংশের

অধস্তন সন্ততিও হন, তথাপি উচ্চস্থানস্থ তজ্জাতীয় ক্ষত্রিয় অপেক্ষা মাননীয় হন না।

অনুরাগাত্মক রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তির, অর্থাৎ কার্য্যকুশল, আত্মাভিমানী ও সৎক্রিয়াশালী মনুষ্যের উপাধি ক্ষত্রিয়। এই লক্ষণানুসারে সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় যে সকল ব্যক্তিকে যশ আকাঙ্ক্ষী, কর্ত্তৃত্বাভিমানী, শোকহর্ষাদির বশীভূত, শৌর্য্যগুণসম্পন্ন, কার্য্য-কারণ নিমিত্ত ধৈর্য্যগুণাবলম্বী, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ, কর্ম্মের ফল-প্রত্যাশী, লুব্ধপ্রকৃতিক, হিংসক, নিত্যশুচিতার অভাববিশিষ্ট, প্রজারক্ষণে তৎপর, দান যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও ভোগাভি-লাষী দেখা গিয়াছিল, তাহাদিগের উপাধি ক্ষত্রিয় বা রাজন্য হয়। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি দিগ্বিজয় বা নির্ব্বাসনাদি কারণবশতঃ অব্রাহ্মণ্য দেশে আবাস গ্রহণ করেন, এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনবশতঃ কালক্রমে বেদবিহিতসৎক্রিয়াহীন ও সদাচারপরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা রজোগুণসম্পন্ন হইয়াও ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হেতু অনাচারনিবন্ধন ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয়েন। সুতরাং ইহারা বৃষল অর্থাৎ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। তন্মধ্যে যবন, চীন, হূন, শক, পারদ, পহ্লব, কিরাত, দরদ, খশ, পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রবিড় ও কাম্বোজ প্রধান। ইহাঁরা আর এখন ক্ষত্রিয়-পদবাচ্য নহেন।*

---

* শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ভগবদ্গীতা ৪৩ শ্লো: ১৮ অ।
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ভগবদ্গীতা।

রাজপুত।

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাহার নাম রাজপুত। রাজপুতেরা ব্রাহ্মণাদির ন্যায় গোত্রানুসারে আপনাদিগের মধ্যে বংশমর্য্যাদার ন্যূনাধিক্য বিবেচনা করিয়া লন। ইহাঁরাও সাধ্যপক্ষে আপন অপেক্ষা উচ্চবংশের সদ্‌গুণশালী ও সুশীল পাত্র না পাইলে কন্যা সম্প্রদান করেন না।

ইহাঁদিগের কতিপয় বংশের মধ্যে এমন একটী প্রথা প্রচলিত আছে যে, কন্যা জন্মিবামাত্র তাহার প্রাণনাশ করা হয়। কন্যাসন্তান কিজন্য বিনষ্ট হয়, তাহার কারণনির্দ্দেশে এই জানা যায় যে, কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কুলের রাজপুতগণ অন্যের শ্যালক হওয়া ঘৃণার বিষয় জ্ঞান করেন। তদনুসারে কন্যাসন্তানগণ ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার ধ্বংস অপরিহার্য্য হয়। সুতরাং অন্যকে ভগিনীপতি (বোনাই) বলিতে হয় না, এবং অন্য কোন রাজপুত ইহাঁদিগকে শ্যালক বা শ্বশুররূপ অবমাননাকর উপাধিতে সম্বোধন করিতে পারেন না। এই অহঙ্কারটী চিরস্থায়ী রাখিবার জন্যই ঐ সকল বৃথাভিমানী রাজপুতগণের ভাগিনেয় বা দৌহিত্র সন্তান সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া দুষ্কর।

অনেক স্থলে কন্যাদিগের প্রাণসংহার না করিয়া তাহাদিগকে অরণ্য বা নদীস্রোতে প্রক্ষেপ করা হয়।

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষু প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥ মনু। ১ম অঃ

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ মনু।

এক্ষণে অনেক স্থলে এ কু প্রথা রহিত হইয়া আসিয়াছে, এবং ঐ সকল রাজপুতগণের ভ্রান্তি ও অহঙ্কার অনেক অংশে তিরোহিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে রাজপুত বা রজপুত বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ, তাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় (ছত্রী) বলিয়া অভিহিত করেন। এই সকল রজপুতের গর্ভাধানাদি দশ সংস্কার-কার্য্য বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের অননুরূপ নহে। সুতরাং এই সকল ছত্রী জাতি বঙ্গে ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য, তদনুসারে রাজন্যসম্মানাস্পদীভূত।

ইতি ক্ষত্রিয় ও রাজপুত প্রকরণে সামান্য নির্ণয়।

বৈশ্যজাতি।

তৃতীয় বর্ণ---ইহাঁরাও দ্বিজাতি মধ্যে গণ্য। বৈশ্যজাতি ব্রহ্মার উরু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার প্রায় ক্ষত্রিয় সদৃশ, তবে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্নতাও আছে। সেগুলি আচার ব্যবহার বর্ণন স্থলে নির্দ্দিষ্ট হইবে। বৈশ্যগণও রজোগুণসম্পন্ন ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিশ ধাতুর অর্থ ধরিলে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদেশে আসার প্রসার জন্য প্রবেশ করিতে পারে সেই বৈশ্য।

বৈশ্যদিগের জাতীয় ব্যবসায়—কৃষি, বাণিজ্য ও কুসীদ ব্যবহার। ইহাঁদিগের সাধারণ নাম শ্রেষ্ঠী বা বণিক্। বঙ্গদেশীয় বৈশ্যগণের অধিকাংশই প্রায় শূদ্রমধ্যে পতিত হইয়াছেন, সুতরাং এস্থলে তাঁহাদিগের পৃথক্ নির্দ্দেশের আবশ্যকতা দেখা যায় না।

শূদ্রপ্রকরণে তাঁহাদিগের নাম-নির্দ্দেশ ও বৈশ্যত্বের অভাব লিখিত হইবে *।

বৈশ্যলক্ষণে যে সকল কার্য্যের উল্লেখ আছে, বঙ্গদেশীয় কোন জাতি মধ্যেই সে কার্য্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান বা তদ্রূপ সদাচার দেখা যায় না। বৈশ্যগণ কৃষিবাণিজ্য ও পশুরক্ষণ হেতু নানা দেশ বিদেশ ভ্রমণ উপলক্ষে সর্ব্বস্থানীয় দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন; কোন্ ক্ষেত্রে কি প্রকার বীজ বপন ও বৃক্ষ রোপণ করিলে কিরূপ ফল জন্মে তাহা নির্ণয় করেন। দেশবিদেশীয় দ্রব্যের আসার প্রসার নিরূপণ পূর্ব্বক তত্তদ্দেশের পশুজাতির পরিবর্দ্ধন, ভৃত্যের ভৃতি-নির্ণয়, নানাভাষাপরিজ্ঞান, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় দ্রব্যের বিনিময় এবং অন্য স্থানের আসার প্রসারে স্বদেশের শুভাশুভবিবেচনা, ব্রাহ্মণ, অতিথি, অনাথ, শরণাগত ও ক্ষুধার্থ প্রাণীমাত্রে অন্নদান, সৎ-পাত্রে দান, যজ্ঞ, বিদ্বজ্জনের সম্মান এবং বার্ত্তাশাস্ত্রের পারদর্শিতা বৈশ্যজাতির পক্ষে স্বাভাবিক বৃত্তি। মনু ৯ অ, ৩২৭—৩৩৩ শ্লো।

---

* ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥ মনু।
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিকপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ।
সত্ত্বং রজস্তমইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহী দেহিনমব্যয়ম্॥
বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরুচিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥ পদ্মপুরাণ।

বিশতি প্রবিশতি সর্ব্বত্র ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বৈশ্যঃ। বিশ্ ধাতোঃ ক্বিপ স্বার্থে ষ্যঃ।

সামান্যকাণ্ডে ব্যক্তি বিশেষের পরিচয় দেওয়া রীতি বিরুদ্ধ হইলেও বাঙ্গালী ভাবাপন্ন বৈশ্য জাতির একমাত্র সত্তা ব্যতীত দ্বিতীয় আর দেখা যায় না। তদ্ধেতু বশতই অগত্যা সামান্য কাণ্ডেই ব্যক্তি বিশেষের পরিচয় সমেত বৈশ্যের জাতি সাধারণ ইতিবৃত্ত লিখিত হইল।

বৈশ্যজাতি।

বঙ্গে পাশ্চাত্য জাতি (আগরওয়ালা বণিক্)

জেলা মুর্শিদাবাদ নসীপুরের রাজবংশ বিবরণ।

এই বংশ সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত। এই স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, সূর্য্যবংশীয় বলিলে ক্ষত্রিয় সন্তান বুঝায়। তদুত্তরে আমরা তাঁহাদিগের ভ্রান্তি নিরাস করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ব্রাহ্মণেরা চারি জাতির কন্যা পত্নীত্বে গ্রহণ কবিতেন। সন্তানগণ স্বীয় স্বীয় মাতৃবর্ণ হইলেও পিতৃপরিচয় স্থলে অমুক ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেন। তদ্রূপ ক্ষত্রিয়গণ ত্রিবর্ণের কন্যা গ্রহণে অধিকারী ছিলেন ; সুতরাং সূর্য্যবংশীয় কোন প্রসিদ্ধ পুরুষ বৈশ্যকন্যা ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বৈশ্যজায়ার সন্তান অবশ্য বৈশ্য বলিয়াই পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হয় না। কিন্তু পিতৃপরিচয়ে কদাচ পিতার নামে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়পুত্র ব্যতীত বৈশ্যপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিবে না। এই হেতু বশতঃ নসীপুরের রাজবংশের আদি পুরুষ কোন এক ইদানীন্তন রাজা সগর আপনাকে সূর্য্যবংশীয় বৈশ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

এ কথাটা নিতান্ত দূষ্য বা অমূলক নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে মহারাজ আদিশূরের নামোল্লেখ করা যায়। তিনি জাতিতে বৈদ্য (অম্বষ্ঠ) হইলেও নিজপরিচয়ে "ওষধিনাথ বংশীয়" অর্থাৎ চন্দ্রবংশীয় "ক্ষত্রাচারচরিত" বলিয়া ঘুণাক্ষরে পরিচয় দিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে। কলিকালে ভূপতিগণ স্বেচ্ছাচার হইয়াছিলেন। তাঁহারা কলিকালের নিষিদ্ধ বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনের নিয়মে আপনাদিগকে বদ্ধ রাখিতেন না। ঐ বিষয়ে তাঁহারা নিরঙ্কুশ ছিলেন। সুতরাং স্বীয় স্বীয় জাতি ব্যতীত অন্য

বর্ণের স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিতেন। তখন কহিতেন, "নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।" সুতরাং অপত্যগণ মাতৃবর্ণ ব্যতীত পিতৃবর্ণ হইতে পারিত না। কিন্তু পিতৃপিতামহাদির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াস্থলে পিতৃগোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক আপনাদিগকে ব্রতী করিতেন এবং নিজ নিজ সঙ্কল্পিত কার্য্যে ও মাতৃজাতির পরিচয় দিতেন, কিন্তু সামাজিকতার বিচার স্থলে সর্ব্ব বিষয়ে স্বকীয় মাতৃবর্ণের নাম সংকীর্ত্তন পূর্ব্বক আত্মজাতির আচার ব্যবহারানুসারে ক্রিয়া কলাপ সমাধা করিয়া আসিতে পারিতেন না। কদাপি পিতৃজাতির গোত্রাদি গোপন করিতেন না এবং পিতৃজাতীয় সমাজের নিকট পিতৃজাতি বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসাও হইতেন না; ক্ষমতাও ছিল না।

নসীপুরের রাজবংশের জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও স্বজাতি বাঙ্গালার অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। ইহারা আপনাদিগকে বৈশ্যশ্রেণীতে অভিহিত করেন। এই জাতির বাঙ্গালাদেশের সমাজ স্থান নিম্নে প্রদত্ত হইল। কলিকাতার বড়বাজার, ভাগলপুর, উলাও, পাটনা, গয়া, ছাপরা ও দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি স্থান।

কৃষি, পশুপালন, কুসীদ প্রভৃতি বৃত্তি থাকিলেও বৈশ্যের প্রধান বৃত্তি বাণিজ্য। সুতরাং বাণিজ্যোপলক্ষে অথবা তদ্ব্যপদেশে বাঙ্গালায় এই জাতির আগমন। এখানে কেবল নসীপুরের রাজবংশের বিবরণ মাত্র প্রদর্শিত হইল। যথা—

বাঙ্গালীভাবাপন্ন বৈশ্যজাতি। যথা—

দাক্ষিণাত্যের কালীকোটের বিজাপুরের রাজা সগর এই বংশের আদিপুরুষ বা মূল (১)। তৎপুত্র মহারাজ রাওত (২)। পৌত্র মহারাজ তারাওত (৩)। প্রপৌত্র কুমার মদন সিংহ (৪)

বৃদ্ধ প্রপৌত্র কুনার সাধুরাম (৫)। অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র রায় লাহারমল (৬)। বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্র:পৌত্র রায় ফুলচাঁদ (৭)। অষ্টম পুরুষ রায় সিংহ (৮)। নবম পুরুষ রায় জাতমল (৯)। দশম পুরুষ রায় তারাচাঁদ ওরফে ঝবলী রায় (১০)। একাদশ অধস্তনে রায় গরীবদাস (১১)। দ্বাদশ অধস্তন রায় অজিত সিংহ (১২)। ত্রয়োদশ অধস্তন পুরুষে রায় অমর সিংহ (১৩,। চতুর্দ্দশ অধস্তন অন্বয়ে রায় দেওয়ালী সিংহ (১৪)। দেওয়ালী সিংহের পুত্র মুর্সিদাবাদের প্রসিদ্ধ দেবী সিংহ বাহাদুর(১৫)। ইহার সহোদরের নাম রাজা বাহাদুর সিংহ বাহাদুর (১৫) ইহারা রাজা সগরের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ।

সগরের অধস্তন সন্ততির এক ব্যক্তি শম্ভুনাথ নামে পরিচিত। তিনি দিল্লীর বাদসাহের নিকট বিশেষ বিশ্বস্ত হইয়াছিলেন, সাহারণপুর হইতে মীরট পর্য্যন্ত নিজরাজ্যাধিকার বিস্তার করেন। ইনি শুভাদৃষ্ট বশতঃ বাং ১২৩৫ সালে সাহলম বাদসার অনুগ্রহে ও আদেশে ফৌজদার নিযুক্ত হয়েন।

শম্ভুনাথের ভ্রাতা বদ্রিদাস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট Commander-in-Chief কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ্ পদে অভিষিক্ত হয়েন। তদীয় অধিকৃত সৈন্য সম্পর্কীয় পদাতিকের বেতন মাসিক ২০০০০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল।

এই বংশের তারাচাঁদ (১০ম) মঙ্গল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট বিশেষ খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভ করেন। তৎকালে ইনি পাণিপথবাসী।

(১৫) রাজা দেবী সিংহ ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে পাণিপথ হইতে মুর্সিদাবাদে বাণিজ্যোপলক্ষে আগমন করেন। দুরদৃষ্ট হেতু

বাণিজ্যকার্য্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। অল্পদিন পরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে অতি সম্মানসূচক করসংগ্রাহক পদে প্রথমে পূর্ণিয়া, পরে রংপুর ক্রমে দিনাজপুর ও এদ্রাকপুরে নিযুক্ত হয়েন। দেবী সিংহের ভাগ্যে ধন ও মান যথেষ্ট হইয়াছিল বটে কিন্তু পুন্নাম নরক নিস্তারের উপায় স্বরূপ পুত্রমুখসন্দর্শন তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় সহোদর রাজা বাহাদুর সিংহ বাহাদুর তদীয় সমুদায় সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। (১৫শ) বাহাদুর সিংহের তিন পুত্র। যথা—হনুমন্ত, উদ্মন্ত ও জানকীরাম (১৬শ)। জানকীরামের পুত্র রামচন্দ্র (১৭) উদ্মন্তের দত্তকপুত্ররূপে পরিগৃহীত হয়েন।

জ্যেষ্ঠ হনুমন্তের পুত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭) পিতার মৃত্যুর এক বৎসর পরেই ১৮৫০ খৃঃ অঃ কালকবলে পতিত হয়েন। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র সিংহ বাহাদুর (১৮। ইহাঁর ভ্রাতা কুমার উদয়চাঁদ (১৮)। বর্ত্তমান সময়ে কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্র **রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর** (১৯শ)।

এই বংশের রাজসম্মান ও প্রশংসার সময় নির্দ্দেশ করিলে লোকের প্রতীতি হইবে যে ইহাঁরা বাদসাহ, নবাব, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ব্রিটীশ সম্রাটের নিকট বিশেষ সম্মানে সম্মানিত।

রাজা দেবীসিংহ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথমাধিকারে অর্থাৎ ১৭৫৬ হইতে দেবীসিংহের অভ্যুদয়। ইনি ১৭৭৩ খৃঃ মুর্শিদাবাদের প্রভিন্সিয়াল্ কোর্টের সেক্রেটারী পদে অভিষিক্ত হয়েন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু। দেবী সিংহের চরিত্র পটে নানাবিধ কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত

হইলেও তিনি স্বীয় ধী শক্তি প্রভাবে অতি অসচ্চরিত্র ওয়ারণ হেষ্টিংস্কে নিজের মুষ্টি মধ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন উৎকোচ গ্রহণ রূপ মহারোগে আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে দেবী-সিংহ মণি, মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতি দ্বারা স্ববশে আনিতেন। রাজা নন্দকুমার গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ও অতি সাধু চরিত্রের আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাহার পরামর্শ ব্যতীত অনর্থক কার্য্যে রাজস্ব ব্যয়িত হইতে পারিত না। তিনি রাজস্ব সংরক্ষণের সাধু ব্যবহারের সপক্ষ ব্যতীত বিরুদ্ধ কথাও শুনিতে ভাল বাসিতেন না। নন্দ কুমারের এই সমস্ত সাধুতা দর্শনে তিনি "নন্দকুমার" ওয়ারণ হেষ্টিস্ সহেবের বিষ দৃষ্টিতে পতিত হয়েন। ওয়ারণ হেষ্টিংস্ আপনাকে নরপিশাচ মনে করিয়াই তদীয় কার্য্যের দোষ প্রদর্শন পুরঃসর তাঁহার (নন্দ কুমারের) বিরুদ্ধে ছিলেন। হেষ্টিংসের কূট নীতাতে অবিচারে সচ্চরিত্র সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীর প্রাণদণ্ড হয়। বিলাতে পারলিয়ামেণ্টের বিচারে রাজা নন্দকুমার নির্দ্দোষী ছিলেন বলিয়া প্রমাণ হয়। অন্যায় রূপে তাঁহার প্রাণ দণ্ড হইয়াছে ইহাও স্থিরীকৃত হয়। এবং মহাবাগ্মী বার্ক (Burke) সাহেবের বক্তৃতায় ওয়ারণ হেষ্টিং মহা বিষধর কালসর্প বলিয়া নিদ্ধারিত হয়েন। এবং এই দেবী সিংহ ঐ মারাত্মক দ্বিজিহ্বের প্রধান বন্ধু বলিয়া লোকের নিকট নিন্দার ভাজন হইয়াছিলেন। নবাব সরকারে ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিচারে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পুত্র শম্ভুচন্দ্রের সহিত বিবাদে ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন। "রাজ দ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ"। "এখন যা করেন দেবী আর গঙ্গা গোবিন্দ" এই টুকুর ভিতর শ্লেষ আছে যথা—একপক্ষে

দেবী = কৃষ্ণচন্দ্রের ইষ্ট দেবতা কালী। গঙ্গা = ভাগীরথী। গোবিন্দ = কৃষ্ণ। অন্য পক্ষে দেবী = এই দেবীসিংহ। গঙ্গা গোবিন্দ = দেওয়ান্ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। শোভাবাজারের মুন্সী নবকৃষ্ণ।

রাজা উদয়ন্ত সিংহ অশেষবিধ সৎকার্য্যে দান, স্বীয় অধিকারের প্রজাবৃন্দের দুর্দ্দশার বিনাশ, অনাথা স্ত্রী, ও অশরণ শিশুগণের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্রাহ্মণ মাত্রের উপজীব্য স্বরূপ ব্রহ্মোত্তর দান দ্বারা সর্ব্বতোভাবে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা, তীর্থস্থলে পান্থনিবাস নির্ম্মাণ—দেবালয় প্রতিষ্ঠা—তীর্থযাত্রার পথ প্রস্তুত করণ এবং অতিথিশালায় অতিথিসেবার সুব্যবস্থা করিয়া লোক সমাজে বিশেষ কীর্ত্তিশালীর মধ্যে পরিগণিত আছেন। কলিকাতায় —উদয়ন্ত সিংহের নিজের একটী রাস্তা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে উহার নাম উদয়ন্ত সিংহের ষ্ট্রীট। ১৮১১ খৃঃ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু। * *

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে (১৮৫২ খৃঃ অব্দের ১২ই অক্টোবরে) (১৮শ) কুমার কীর্ত্তিচন্দ্রের রাজটীকা অর্থাৎ রাজ্যাভিষেক—রাজা উপাধি প্রাপ্তি। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে লর্ড ল্যান্সডাউনের অভিপ্রায়ানুসারে **কুমার রণজিৎ সিংহের** রাজ্যাভিষেক ও রাজোপাধি গ্রহণ।

এই রাজবংশ নিতান্ত আধুনিক নহে। রাজা সগর রায় হইতে **শ্রীযুক্ত রাজা রণজিৎ সিংহের** পুত্র কুমার শ্রীমান্ ভূপেন্দ্র নারায়ণ, তথা নৃপেন্দ্র নারায়ণ, তথা রাজেন্দ্র নারায়ণ তথা বীরেন্দ্র নারায়ণ ও শ্রীমান্ জগদিন্দ্র নারায়ণ পর্য্যন্ত গণনা করিলে ২০শ পুরুষ রায় অথবা রাজোপাধিতে ভূষিত।

রায়—এই শব্দের মূল—রৈ-শব্দ। রায় অর্থ সর্ব্বপ্রকার শ্রী অর্থাৎ ধনবত্তা ও শোভা। যাহাদিগের ঐশ্বর্য্য এবং সর্ব্বপ্রকার লক্ষ্মীর কৃপা নাই তাহাদিগের রায় শব্দ ব্যবহার বিড়ম্বনা মাত্র। এখানে রায় শব্দের সার্থকতা দৃষ্ট হয়।

ইহারা গর্গগোত্রীয় বৈশ্য। ইহাদিগের পুরোহিত শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল মিশ্র প্রদত্ত গর্গগোত্রের প্রবর পাঁচ। যথা—গর্গ, গার্গেয়, ভবিষ্য, গান্ধর্ব্য এবং শিক্ষ্য।

বৈশ্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যাহা দৃষ্ট হয় তদ্দ্বারা এই জানা যায় যে ইহারা দ্বিজাতি। বৈশ্যের উৎপত্তি ব্রহ্মার উরু হইতে। তাৎপর্য্য এই—ব্রাহ্মণগণ মুখ হইতে উৎপন্ন। মুখের কার্য্য জ্ঞান দান করা। ক্ষত্রিয়জাতি প্রাণীবর্গকে ক্ষত অর্থাৎ আর্ত্তি হইতে রক্ষা করিবেন। বৈশ্য শব্দ অর্থাৎ দ্বিজাতির তৃতীয় বর্ণ বিশ ধাতু হইতে সুসম্পন্ন। ইহার অর্থ সর্ব্বত্র প্রবেশ। যে স্থানে যে দ্রব্য নাই তাহার আসার প্রসার—বাণিজ্য, পশুপালন, কুসীদ ব্যবসায় এবং যজ্ঞ করা। এ বিষয়ে মনুর শ্লোক ও ভাগবৎ পুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত হইল। নসীপুরেরর রাজবংশ পাশ্চাত্য আগরওয়ালা বণিক।

বঙ্গদেশীয় স্বর্ণবণিক, গন্ধবণিক, কংসবণিক, শঙ্খবণিক, মণিবণিক তিলী, তাম্বুলী ও বারুই পর্য্যন্ত বৈশ্য শ্রেণীতে উন্নীত হইবার জন্য সমুদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু স্বর্ণবণিক ব্যতীত অন্য জাতিগুলি বৈশ্যশ্রেণীতে স্থান না পাইলেও নবশায়ক শ্রেণীতে সৎশূদ্র বলিয়া গণ্য ও চিরপরিচিত * এবং কায়স্থের সমকক্ষ। স্বর্ণবণিক-

* সৎশূদ্রের অধিকার—যাহাদিগের প্রস্তুত ঘৃতপক্ক, তৈলপক্ক, দুগ্ধপক্ক এবং লোপযোক বিনা কেবল অগ্নিপক্ক দ্রব্য ব্রাহ্মণ ও দেবসেবায় ব্যবহৃত হয়।

গণের সৎশূদ্রের পংক্তিতে প্রবেশাধিকারও পরিদৃষ্ট হয় না। বৈশ্যশ্রেণীতে উন্নীত হওয়া ত সুদূরপরাহত। স্বর্ণবণিকগণ অনাচমনীয় সলিল। অর্থাৎ যাহাদিগের জল অনাচরণীয়। এত সামান্য কথা। ইহাদিগের পুরোহিতের জলও সুব্রাহ্মণে গ্রহণ করেন না। তাহারা পতিত বলিয়াই অভিহিত।

রাজা রণজিৎ সিংহ—শিষ্ট, শান্ত, বিনীত, অনলস, পরিশ্রমী, সদাচার সম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, দয়ালু, বদান্য, স্বদেশহিতৈষী, লোকপ্রিয়। শত্রু মিত্রে সমভাবে দণ্ডনেতা। অধিক কি সর্ব্বগুণান্বিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি বঙ্গীয় ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভায় দূরদর্শী ও নিরপেক্ষ সদস্য ছিলেন। এই গুণ থাকায় ইহাঁর পুনর্নির্ব্বাচন জন্য বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ অনুরোধ করেন।

সদস্য পদের সীমা।

খৃঃ অঃ ১৮৯৯ জানুয়ারী—হইতে দুই বৎসর। এই কালে ১ম—কার্য্যতৎপরতার নিদর্শন। ২য়—মৈমনসিংহের মহিলা নিগ্রহের প্রসঙ্গ। ৩য়—বঙ্গীয় পানীয় জলের অভাব দূরীকরণ প্রস্তাব। ৪র্থ—নবপ্রবর্ত্তিত মিউনিসিপালীটীর ব্যবস্থার বাদানুবাদ ৫ম—মুর্সিদাবাদের লালবাগের মহকুমার পুনঃস্থাপন প্রস্তাব ইত্যাদি দেশহিতকর কার্য্যে প্রশংসা, গবর্ণমেণ্ট হইতে অবিসংবাদে স্বীকৃত হইয়াছে। লালবাগের মহখুমা উঠিয়া গেলে

এবং অসূয়া শূন্য হৃদয়ে যাহারা ব্রাহ্মণের পাদপদ্মসেবা করে, তাহারাই সচ্ছূদ্র। চাসী কৈবর্ত্তের জল ব্যবহারে আইসে কিন্তু ইহাদিগের পুরোহিতের জল অব্যবহার্য্য হইয়া আছে।

যাবৎকাল পুনঃসংস্থাপিত না হইয়াছিল, তাবৎকালের জন্য বিচার ভার ইহাঁর প্রতিই অর্পিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত যাবতীয় গবর্ণমেণ্ট সংসৃষ্ট সভায় ও জাতীয় সমিতিতে প্রশংসিত রূপে সভ্যের কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃঃ অঃ ১লা মার্চ্চ তারিখে ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং পুলিষ-চালানী মকদ্দমায় সরাসরী বিচার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁর কার্য্যকুশলতা দৃষ্টে ১৯০১ খৃঃ অঃ ২৩ জুন দিবসে গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর উপরে সমারী ক্ষমতা সরাসরী বিচারের সংপূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্মে আস্থা দৃষ্টে ইহার প্রতি লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি অবিচলিত আছে। ইহার বয়ঃক্রম এখন ৪২ বৎসর মাত্র কিন্তু কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবা কেহই ইহার সমকক্ষ ভাবে পরিশ্রম করিতে সমর্থ নহেন। রাজকার্য্যের সুনিয়মে অমাত্যবর্গ ও রাজকর্ম্মচারী মাত্র সদ্‌গুণসম্পন্ন, সুশিক্ষিত ও কার্য্যকুশল। ইহাঁর পুত্রগণও পিতার আদর্শে শিক্ষিত হইতেছে। ইহাও কেবল রণজিৎ সিংহের স্বজাতীয় আচার ব্যবহারের প্রতি নিতান্ত আস্থা এবং বহুমূল্য সময় রক্ষার প্রতি একান্ত দৃষ্টি।

সাধারণের হিতার্থে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া নিরন্ন ও দুস্থ ব্যক্তিবর্গের আশীর্ব্বাদের ভাজন হইয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মের সহায়তা করায় সর্ব্বসাধারণের নিকট সর্ব্বাঙ্গীণ শুভাশীর্ব্বাদের ও প্রশংসার পাত্র হইয়া থাকিবেন।

শূদ্রজাতি।

শূদ্রগণ ব্রহ্মার পাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হয়েন। দ্বিজাতিসেবা ইহাঁদিগের জাতীয় বৃত্তি। কেহ কেহ বলেন, এক্ষণে প্রকৃত শূদ্র নাই। যখন বেণ রাজার অধিকার হয়, তদবধি রাজ্য শাসনের সুশৃঙ্খলা না থাকায় নহুষ রাজার সময় পর্য্যন্ত নিতান্ত অরাজক হয়। সেই কালেই অনুলোম প্রতিলোম বর্ণের কতকগুলি কামুক স্ত্রীপুরুষের সংস্রব ঘটে, সেই সকল স্ত্রীপুরুষের সন্তানগণ বর্ণসঙ্কর বলিয়া খ্যাত।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ সৎশূদ্র ও প্রকৃত শূদ্র বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন, বর্ণসঙ্কর নহেন। যাঁহারা আপনাদিগকে প্রকৃত শূদ্র বলিয়া জানেন, তাঁহারা আপনাদিগের নামনির্দ্দেশ-কালে জাতীয় উপাধির পূর্ব্বে 'দাস' শব্দ সংযোগ করিয়া থাকেন।

যে সকল শূদ্রবর্ণ শূদ্রমণির সন্তান নহেন, তাহারা বর্ণ সঙ্কর জাতি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির সম্মিশ্রণে তাঁহাদিগের জন্ম হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা প্রকৃত শূদ্র নহেন; সেইজন্য শূদ্রের পরিচায়ক দাস শব্দকে ঘৃণার বিষয় জ্ঞান করেন। বর্ণসঙ্করের অনেক জাতি ব্রাহ্মণবৎ দশরাত্রি অশৌচ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। তথাপি কি তাহারা সৎশূদ্র অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রাপ্ত হয়? অথবা সৎশূদ্রের নিম্নে আসন গ্রহণ করে? পাঠক কহিবেন, অবশ্য নিম্নে আসন গ্রহণ করা রীতি। কায়স্থজাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শূদ্র।

এক্ষণে শাস্ত্রানুসারে দেখা যাইতেছে যে, অন্যান্য শূদ্রগণ বর্ণসঙ্কর বলিয়া খ্যাত। সে যাহাই হউক, কায়স্থসমেত বঙ্গীয়

শূদ্রগণকে সামান্যতঃ চারি প্রধান শাখায় বিভক্ত করা যায়। ১—সৎশূদ্র, ২—জল আচরণীয়, ৩—যাহাদিগের জল অব্যবহার্য্য মাত্র ও ৪—যাহারা অস্পৃশ্য।

১। সৎশূদ্র।—কায়স্থ ও নবশায়ক (নবশাখ) জাতি দ্বারা সৎশূদ্র সমাজ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। ইহাদিগের পুরোহিত এক। বসু, মিত্র ও গুহ উপাধি ব্যতীত অন্যান্য উপাধিগুলি প্রায় সাধারণ। গোত্রও অনেক স্থলে সমান। আচার ব্যবহার পরস্পর অনুরূপ। ইহাঁরা পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। আধুনিক পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র পরিবর্ত্তনের বা নূতন প্রাপ্তির উপায় নাই।

২। জল আচরণীয় শূদ্র।—যে সকল শূদ্র জাতির জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিরা গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে অশুচি জ্ঞান করেন না, তাহাদিগকেই জল আচরণীয় শূদ্র বলা যায়।

৩। জল অব্যবহার্য্য।—যে সকল শূদ্রকে স্পর্শ করিলে বর্ণচতুষ্টয়ের উচ্চ জাতিরা আপনাদিগকে অশুচি জ্ঞান করেন, এবং তৎস্পৃষ্ট জলও অপবিত্র জ্ঞান করেন, তাহাদিগকেই জল অব্যবহার্য্য (জল অনাচমনীয়) শূদ্র কহা যায়।

৪। অস্পৃশ্য শূদ্র।—যে সকল ব্যক্তির সংস্পর্শাক্রান্ত গঙ্গাজল পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হয় ;এবং যাহাদিগের সংস্পর্শ মাত্রে অপবিত্রতা জন্মে, তাহারাই অস্পৃশ্য শূদ্র মধ্যে পরিগণিত।

———

শূদ্রপ্রকরণ—কায়স্থজাতি।

নানা মুনির নানা মত। তদনুসারে কেহ বলেন যে, শূদ্রগণ ব্রহ্মার পাদদেশ (অধম অঙ্গ) হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অন্য তিন বর্ণ হইতে নিকৃষ্ট জাতি। কেহ বলেন, ব্রাহ্মকল্পে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় অর্থাৎ সকলেরই সাম্যভাব ছিল। উচ্চ নীচ জাতি ছিল না। সকলেই ব্রাহ্মণ। অবলম্বিত কর্ম্মের গৌরব ও লাঘব এবং স্বীয় প্রাকৃতিক গুণের একের আধিক্য হেতু অপর গুণদ্বয়ের অপ্রকাশ নিবন্ধন উচ্চ ও নীচ বৃত্তি জন্মে। তদনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতিচতুষ্টয়ের বিভাগ হয়। ব্রহ্মার অধমাঙ্গ হইতে উৎপত্তি নিবন্ধন জাতিগত নিকৃষ্টতা ঘটে নাই। গুণত্রয়ের একের প্রভাব ও অপরের অভিভব জন্য উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বর্ণ বিভাগ হইয়াছে। কোন কোন ঋষি বলেন, ব্রাহ্মণসন্তান জাতমাত্র ব্রাহ্মণ। অপর ঋষির মতে, ব্রহ্মবংশে জন্মপরিগ্রহ মাত্র ব্রাহ্মণ হয় না, যাবৎ উপনয়নাদি সংস্কার না হয় তাবৎকাল ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ শূদ্রতুল্য; ব্রাহ্মকল্পে সেরূপ ছিল বটে, কিন্তু অধুনাতনকল্পে বর্ণবিভাগ পুরুষানুক্রমিক হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে জাতিভ্রংশ ঘটিতে পারে, অর্থাৎ নীচ হয়। কিন্তু নীচজাতীয় ব্যক্তির আর ব্রাহ্মণ্য জন্মে না। *

---

* লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।

ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥ মনু। ১ম, অঃ ৩১ শ্লোঃ

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।

এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া। মনু। ১ম অঃ ৯১ শ্লোঃ

বঙ্গদেশস্থ যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। উত্তর-রাঢ়ী, দক্ষিণ-রাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র।

উত্তর-রাঢ়ীগণ আপনাদিগকে কান্যকুব্জাগত সেই পঞ্চ ভৃত্যের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন না। তাঁহারা আপনাদিগকে পঞ্চ করণের সন্তান বলিয়া অভিহিত করেন, এবং বল্লালদত্ত কৌলীন্য স্বীকার করেন না। রাঢ়ের উত্তরাংশে বাস ও বল্লাল মর্য্যাদা সংস্থাপনের উত্তরকালে আপনাদিগের মধ্যে মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন বলিয়াই আপনাগিকে উত্তর-রাঢ়ী

শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রে যজ্ঞো অস্তেয়ং সত্যগোবিপ্ররক্ষণম্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত।
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ভাগবত ৭ম স্কন্ধ।
ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় প্রীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ -
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মোযজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে ॥ মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।
জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে ;
বেদপাঠী ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥ বৃহন্মনু।

সংজ্ঞা দেন। বর্দ্ধমান জিলার পূর্ব্বসীমা ভাগীরথী নদী, তত্তীরস্থিত অগ্রদ্বীপ পাটুলী হইতে ক্রমাগত পশ্চিমদিকে রেখাপাত করিলে বর্দ্ধমান বিভাগ দুইভাগে বিভক্ত হয়—উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। উত্তর রাঢ়ে বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের উত্ত- রাংশ; দক্ষিণ রাঢ়ে হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জিলার দক্ষিণাংশ। উত্তর রাঢীদিগের মধ্যে দৃষ্টিভোগ প্রচলিত।

ইহাঁরা আপনাদিগের উপাধির পূর্ব্বে দাস শব্দ ব্যবহার করিতে লজ্জিত হন; কারণ, ইহাঁরা আপনাদিগকে কান্য কুব্জাগত পঞ্চ ভৃত্যের অধস্তন সন্তান স্বীকার না করিয়া, করণ কায়স্থ হইতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে ইহাঁরা আপনাদিগকে বর্ণসঙ্করস্থলে পাতিত করিতেছেন। যেহেতু শূদ্রের সাধারণ উপাধি দাস। বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থগণ আপনাদিগের জাতির আজন্মপরিশুদ্ধি বিধান নিমিত্ত স্বীয় স্বীয় উপাধির অগ্রে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ দাস শব্দ নিকৃষ্ট উপাধি নহে, প্রত্যুত উহা আদিবংশের পরিশুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিচায়ক। অধিকন্তু এই দাস শব্দ যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগের কুলের পরিশুদ্ধি বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকে না। তাঁহাদিগকে ঐ চিহ্ন দ্বারা যথার্থ বিশুদ্ধ শূদ্র বলিয়া পরিগৃহীত করিতে আর কাহারও মনে দ্বৈধ ভাব হয় না।

আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি। এই চারি বর্ণ ব্যতীত অন্য বিশুদ্ধ জাতি (অর্থাৎ পঞ্চম জাতি) নাই। অন্য সকল বর্ণসঙ্কর বলিয়া খ্যাত।

আজন্ম পরিশুদ্ধ	চারি জাতির মধ্যে	ব্রাহ্মণের	উপাধি—শর্ম্মা
ঐ	ঐ	ক্ষত্রিয়ের	ঐ ত্রাতৃ বর্ম্মা
ঐ	ঐ	বৈশ্যের	ঐ ভূতি বণিক
ঐ	ঐ	শূদ্রের	ঐ দাস

শূদ্র* শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ ধরিলে এই বোধ হয়, যে ব্যক্তি শোকতাপের নিতান্ত বশীভূত, তিনিই শূদ্র। এই কারণেই শূদ্রের বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই।

অভিমানী শূদ্রেরা যদিও স্থলবিশেষে দাস শব্দ ব্যবহার না করুন, তথাপি তাঁহাদিগের ঐ দাস শব্দ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায়ান্তর নাই। যিনি আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র মানিবেন ও ভারতীয় আর্য্য সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবেন, তাঁহাকে অবশ্য পূজা, পার্ব্বণ ও বিবাহাদিতে গোত্র উল্লেখ কালে দাস শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে; নতুবা গত্যন্তর নাই। এই দাস শব্দ অন্যের নিকট বলিতে হয় না, কেবল দ্বিজাতির নিকটে স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হয়।

বর্ণসঙ্করগণের মধ্যেও অনেকে দাসশব্দপূর্ব্বক স্বীয় উপাধি কীর্ত্তন করিয়া সৎশূদ্রের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থগণ যে আনুমানিক প্রমাণবলে আপনাদিগকে দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণের পিতৃপুরুষদিগের অধস্তন সন্ততি বলিতে পরাঙ্মুখ, তাহার মূল এই—

* শুচ্ শোকে রক্‌প্রত্যয়ঃ চস্যদ্ তত উকারোদীর্ঘঃ—শূদ্রঃ। শুগস্ত দ্রবনাদরস্রবণাস্তস্যাস্রবণাৎ শূচ্যতে। সূত্রভাষ্যে।

"বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চজন
ত্রিপঞ্চেতে উপস্থিত আদিশূরের ভবন॥" } উদ্ভট।

কিন্তু এই গাথাটী বিবেচকদিগের বিচারমুখে বলবতী বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু, আদিশূরের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞে কান্যকুব্জাগত পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ ভৃত্যের নাম গোত্রাদির এবং আনুষঙ্গিক তদীয় গুণাবলীরও উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ সকল পরিচয়ের কোন স্থলে করণপঞ্চকের পরিচয়াদির কথা দূরে থাকুক, নাম গন্ধও নাই। উহা যখন নাই, তখন ইহাঁদিগকে হয় বঙ্গীয় কায়স্থ বলিতে হইবে, নতুবা উত্তর-কালে বঙ্গদেশে আগত পাশ্চাত্য কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, দক্ষিণ-রাঢ়ী প্রভৃতির সমকালীন বলিতে পারা যাইবে না। অথবা ভৃত্যপঞ্চকেরই অধস্তন সন্তান; কালক্রমে জ্ঞাতিগণের মধ্যে অন্তর্বিচ্ছেদ জন্মিলে, আপনাদিগের মহত্ত্ব ঐশ্বর্য্যাদি প্রভাবে জ্ঞাতিগণকে ন্যূন রাখিবার জন্য একবংশসম্ভূত বলিয়া আর স্বীকার করিলেন না, এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে দাস উপাধিটুকু পরিত্যাগ করিলেন। তদবধি বিভিন্ন-সাম্প্রদায়িক বলিয়া পরিচিত হইলেন।

আদিশূরের যজ্ঞকালে করণ কায়স্থ বলিয়া অপর পঞ্চজন যে আইসেন নাই, তাহার প্রমাণস্থলে কুলদীপিকাধৃত ভৃত্যপঞ্চকের পরিচয় লিখিত হইল।

কে যূয়ং নাম কিংবা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দেশাৎ
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাম্।
ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ব্রূত ভো বিপ্রভক্তাঃ
শ্রুত্বোচুর্বিপ্রবর্য্যাঃ সকলপরিচয়ং ভূপতেরস্তি চৈষাম্॥ ১॥
শুক্লস্তাম্রিকূতাং বর এব কৃতী ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচাররতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রথিতাতি বতি-বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টপতিঃ॥ ২॥

স চ ঘোষকুলাম্বুজভানুররং প্রতিমেন্দুবশঃসুরলোকবশঃ।
সততং সুহৃথী সুমতিশ্চ সুধীঃ শরদিন্দুপয়োহম্বুধিকুন্দযশাঃ॥ ৩॥
বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো বসুতুল্যা বসুবংশসম্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতা গুণার্ণবে-নিয়তং তে জয়িনো ভবন্তু নঃ॥ ৪॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে॥ ৫॥
যশস্বিনাং যশোধরঃ সদা হি সর্ব্বসাদরঃ।
প্রমত্তসত্ত্বমত্তহঃ শরৎসুধাংশুবদ্‌যশঃ।
প্রতাপতাপনোত্তমো দ্বিষালিঘোষিদালিকা
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধুকালিদাসচন্দ্রকঃ॥ ৬॥
দ্বিজালিপালনার্থকোঽপসৌ চ হর্ষসেবকঃ
কুলাম্বুজপ্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ॥ ৭॥
অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো মহান্
কুলাম্বুজমধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ।
নিশম্য গুহভাষিতং সকলসখ্যহানাং বাঙ্ছং
স বঙ্গগমনোদ্যতো বিবিধমানভঙ্গো যতঃ॥ ৮॥
অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী।
সুদত্তকুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো।
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলম্॥ ৯॥

কায়স্থকুলদীপিকা।

ব্রহ্মপাদপদ্ম হইতে শূদ্রমণির উৎপত্তি হয়। শূদ্রমণির বংশাবলী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, অগ্নিপুরাণ ও পদ্মপুরাণে যেরূপ লিখিত আছে, তদনুসারে শূদ্রমণির পৌত্র প্রদীপ হইতে শূদ্রবংশের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়। প্রদীপের এক সন্তানের নাম কায়স্থ। নিম্নে কায়স্থবংশাবলী লেখা গেল। তদনুসারে উত্তর-রাঢ়ী,

দক্ষিণ-রাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থদিগের উৎপত্তি-বিবরণ বিচার করিলে এই চারি শ্রেণীকে একবংশীয় বিভিন্ন শাখামাত্র জ্ঞান হইবে। তদ্ব্যতীত অন্যরূপ নহে। যথা—
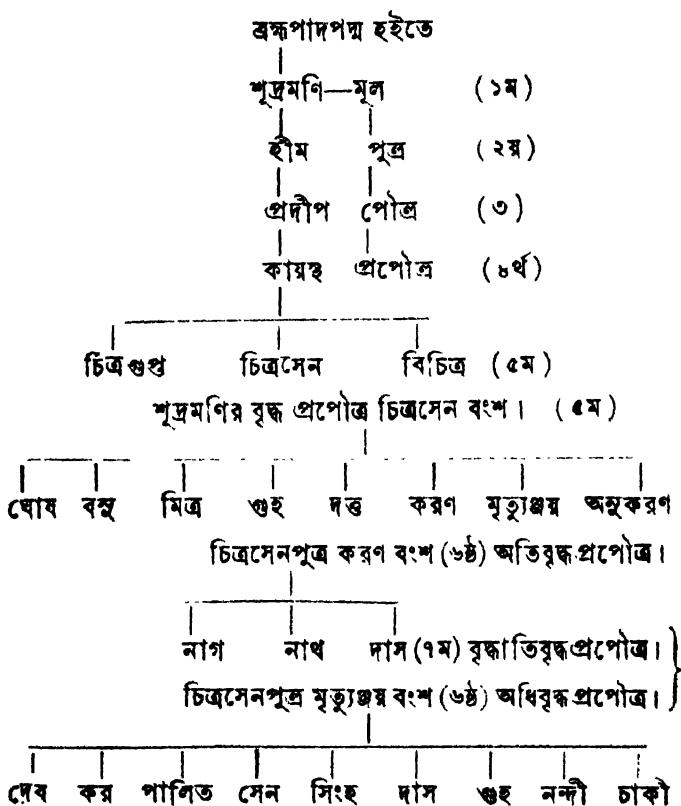
এতন্মধ্যে আটজন হইতে নাগ পাল আদিত্য প্রভৃতি বাহাত্তর ঘর কায়স্থের বংশ বিস্তৃত হয়। শূদ্রমণি হইতে ইহারা অধস্তন ৭ম।

অগ্নিপুরাণোক্ত জাতি-মালায় লিখিত আছে-

আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে।
পাদতশ্চ শূদ্রাঃ সম্ভূতাস্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকাঃ॥ ১॥
ছীমনামা সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ।
কায়স্তস্য পুত্রোঽভূদ্বভূব লিপিকারকঃ॥ ২॥
কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বিখ্যাতা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তথৈব চ॥ ৩॥
চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ।
চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শাস্ত্রং প্রচক্ষতে॥ ৪॥
বসুঘোষৌ গুহো মিত্রো দত্তঃ করণ এব চ।
মৃত্যুঞ্জয়ানুকরণৌ চিত্রসেনসুতা ভুবি॥ ৫॥
করণস্য সুতাজাতা নাগোনাথশ্চ দাসকঃ।
মৃত্যুঞ্জয়াৎ সমুদ্ভূতা দেবঃ সেনশ্চ পালিতঃ।
সিংহশ্চৈব তথা পশ্চাজ্জাতাশ্চ বহুসংখ্যকাঃ॥ ৬॥

চিত্রগুপ্ত স্বর্গবাসী হইয়া ধর্ম্মরাজের সভার লেখক হইয়া আছেন। বিচিত্র নাগলোকে বাস করিতেছেন। চিত্রসেন পৃথিবীতে বংশবিস্তার করিলেন। শূদ্রমণির প্রপৌত্র কায়স্থ হইতে কায়স্থকুলে লেখাপড়ার চর্চ্চা, তদবধি কায়স্থ জাতিরা লিপিকার্য্যের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তদনুসারে ইহাঁদিগের আরও দুইটী সংজ্ঞা বর্দ্ধিত হইল—লিপিকর বা কূটকৃৎ। • তদবধি কায়স্থজাতিরা জ্যোতির্ব্বিদ্যা পর্য্যন্ত শিক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণগণ অন্য ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ রাখিয়া ইহাঁদিগকে শিক্ষা দিতেন; বোধ হইত যেন ইহাঁরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপদেশ পাইতেছেন না, কিন্তু পরম্পরাসম্বন্ধে সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয়ই জানিতেছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকে পত্রিকাকারক ছিলেন। (শব্দকল্পদ্রুম দেখ)।

একণে কায়স্থজাতির কোন্ কুল কোন্ বংশ হইতে কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাহারই বিচার করা যাউক।

উত্তররাঢ়ীয় বিচার।

ঘোষ	সৌকালিন গোত্র		১	ঘোষ	শাণ্ডিল্য গোত্র		১
সিংহ	বাৎস্য	,,	১	দাস	কাশ্যপ	,,	১
মিত্র	বিশ্বামিত্র	,,	১	সিংহ	ভরদ্বাজ	,,	।৹
দাস	মৌদ্গল্য	,,	১	কর	মৌদ্গল্য	,,	।৹
দত্ত	কাশ্যপ	,,	১				
কান্যকুব্জ			৫ +	দেশী			২॥

উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ সর্ব্বসমেত ৭॥ সাড়ে সাত ঘর। এই সাড়ে সাত ঘরে বৈবাহিক সম্বন্ধ ও ভোজ্যান্নতা হয়।

দেশীয় আড়াই ঘরের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্র ঘোষ সম্পূর্ণরূপে উত্তর-রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছেন; এজন্য শাণ্ডিল্য ঘোষ সংপূর্ণ ১ ঘর বলিয়া গণ্য। কাশ্যপ গোত্র দাস ও শাণ্ডিল্য গোত্র ঘোষের ন্যায় উত্তর-রাঢ়ীয় কর্ত্তৃক উহার সমকক্ষ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছেন; এজন্য ইনিও সম্পূর্ণ ১ ঘর বলিয়া খ্যাত। ভরদ্বাজ গোত্রের সিংহ অদ্যাপি এতাদৃশ প্রভাবশালী হইতে পারেন নাই যে, তিনিও বিশুদ্ধভাবে উত্তর-রাঢ়ীয়দিগের নিকট পূর্ণমাত্রায় উত্তররাঢ়ী-স্বরূপে মিলিতে পারেন; তদনুসারে তাঁহাকে পাদমাত্রায় উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ বলা হইয়াছে। মৌদ্গল্য গোত্রের করও এক পোয়া বলিয়া খ্যাত। সুতরাং দেশীয় কায়স্থ ২॥ ঘর।

এই সাড়ে সাত ঘর মধ্যে সৌকালিন গোত্র ঘোষ ও বাৎস্য গোত্র সিংহ কুলীন এবং পাশ্চাত্য কায়স্থ বলিয়া মান্য।

দাস, মিত্র, দত্ত, ও দেশী আড়াই ঘর মৌলিক বলিয়া খ্যাত। তন্মধ্যে কান্যকুব্জ সন্তানগণ সন্মৌলিক বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ তিন পুরুষ মধ্যে সদ্বংশে পুত্রের কুলক্রিয়া না করিলে তাহার কুলের খর্ব্বতা হয়।

ত্রৈপুরুষিক কৌলীন্যমর্য্যাদা রাখিতে পারিলেই আবার কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন; ইহার নাম নষ্টোদ্ধার। যথা,—

উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ কারিকা { ত্রৈপুরুষে নিবারিল ত্রৈপুরুষে ভঙ্গ।
শিবজটা মধ্যে যেন গঙ্গার তরঙ্গ॥

উত্তর-রাঢ়ীয় কুলপদ্ধতি দেখ।

কেহ কেহ বলেন যে, উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র কায়স্থগণ বল্লালদত্ত মর্য্যাদা স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা আপনারাই আপনাদিগের মধ্যে সমাজবন্ধন ও কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপন করেন। বস্তুতঃ ইহা প্রকৃত নহে। কায়স্থশ্রেণীচতুষ্টয়ের মর্য্যাদাও বল্লালকর্ত্তৃক নির্ণীত হয়। যথা—*

উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থদিগের কুলমর্য্যাদানুগত সমাজ ও যে

---

* অথ ব[illegible]লভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলসম্ভবঃ।
চকারাতিপ্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণম্।
আদিশূরানীতান্ বিপ্রান্ শূদ্রাংশ্চৈব তথাপরান্।
এতেষাং সন্ততীঃ সর্ব্বা আনয়ৎ স নিজালয়ে॥
যত্র যত্র স্থিতা বিপাস্তত্র দেশে নিরূপিতাঃ।
[illegible]

মহাপুরুষদিগের দ্বারা সমাজ সংস্থাপিত হয় তাঁহাদিগের নামাদি দেখিলে বল্লালী মর্য্যাদা দানের পরে বলিতে হয়। যথা,—

বংশ	গোত্র	সমাজের নাম	স্থাপন কর্ত্তা বা আদি-পুরুষ।
ঘোষ	সৌকালিন	যজান রাঢ়দেশ মুর্শিদাবাদ	সোমেশ্বর ঘোষ
সিংহ	বাৎস্য	জেমো (কাঁদী) মুর্শিদাবাদ	অনাদি সিংহ
দাস	মৌদ্গল্য	রাঢ়দেশ	হরিহরদাস

শাণ্ডিল্যগোত্র ঘোষ বা এতদ্দেশীয়
কাশ্যপগোত্র দাস ঐ
ভরদ্বাজগোত্র সিংহ ঐ
মৌদ্গল্যগোত্র কর ঐ
} মৌলিক অর্থাৎ বাঙ্গালার আদি কায়স্থ।

এই সকল ঘরে যে সকল কান্যকুব্জাগত উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থের পুত্রগণের বিবাহ হয়, সেই সকল পুত্রগণের কুলে কলঙ্ক ঘটে। সুতরাং কান্যকুব্জ পঞ্চ কায়স্থই প্রধান।

তত্রৈব দ্বিবিধং প্রোক্তং কুলঞ্চ স দ্বিজোত্তমে।
পুত্রস্যাথ চতুর্ণাঞ্চ রূপেণ শ্রেণয়ঃ কৃতাঃ॥
উত্তরদক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ স্যু দত্তাদক্ষিণরাঢ়সমাৎ॥

নন্দকুমারকৃত রাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

ইহাঁদিগেরও পুত্রগত কুল, তদনুসারে কুলীনেরা শাণ্ডিল্য গোত্র ঘোষের কন্যাগ্রহণ করিলে তদীয় পুত্রে দোষ স্পর্শ করে।

কাশ্যপ দাসের কন্যাগ্রহণ করিলে ধনক্ষয় অর্থাৎ সৎকুলীন-সমাজে মাননীয়রূপে কার্য্য করিতে হইলে ধনাদি দ্বারা তাহাকে অগ্রে সম্মান করিতে হয়। (বাটা দিতে হয়)।

ভরদ্বাজ গোত্র সিংহের কন্যাগ্রহণ করিলে কুলের ধ্বংস অর্থাৎ কুলভঙ্গ হয়। তদবধি তিনপুরুষের মধ্যে সৎক্রিয়া না করিতে পারিলে, কৌলিন্যমর্য্যাদা থাকে না।

মৌদ্গাল্য করের কন্যাগ্রহণে মর্য্যাদার হানি পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এই কয়েকটী বাক্যের সমর্থন জন্য উক্ত কায়স্থদিগের কুলপঞ্জিকার বচন উদ্ধৃত হইল। যথা—

শাণ্ডিল্যঃ সুত নাশায়, ধন নাশায় কাশ্যপঃ।
ভরদ্বাজঃ সর্ব্ব নাশায় করঃ শীল নিপাতিতে॥

এই বচনটী দ্বারা একপ্রকার স্থির হইতে পারে যে, আদি-শূরের রাজত্বসময়ে এদেশে কায়স্থগণের বাস ছিল। সাতশতী এদেশীয় ব্রাহ্মণগণের যেরূপ বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য লোপ হওয়ায় তাহারা অপদার্থ মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, সেইরূপ প্রাচীন বঙ্গীয় কায়স্থগণ পাশ্চাত্য কায়স্থগণের নিকট আচার ব্যবহারে ও বিদ্যায় নিতান্ত হীনকল্প থাকায়, বঙ্গীয় কায়স্থগণের উপরে পাশ্চাত্য কায়স্থ-গণেরই আধিপত্য প্রকাশ পায়।

উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থগণের মর্য্যাদাবর্দ্ধক সমাজাদির বিবরণ বলা যাইতেছে। রাজার শাসন ব্যতীত এরূপ সুশৃঙ্খলা হইত না।

কুলীনবিষয়ক মর্য্যাদা যথা।*

সমাজের নাম	বংশের নাম	গোত্র	মূলপুরুষ	মর্য্যাদা	বিবৃতি
পাঁচথুবী (১)	ঘোষ	সৌকালিন	মুনিবর	১মশ্রেণী	সর্ব্বাগ্রগণ্য
ঐ পুরাণবাড়ী (১)	ঐ	ঐ	হাজরা	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	মল্লিক	ঐ	ঐ
বজান (১)	ঐ	ঐ	কপীন্দ্র ঘোষ উচিত খাঁ	পাঁচথুবীর সমকক্ষ	ঐ
রসড়া (১)	ঐ	ঐ	সদানন্দ খাঁ	সমান।	ঐ
কুলাই(৩) বর্দ্ধমান	ঐ	ঐ		২য় শ্রেণী, মধ্যম।	

সিংহ—কুলীনবিষয়ক।

ঘোষ পাঁচকো (৩)	সিংহ	বাৎস্ত	হীরার সন্তান	১ম শ্রেণী	মুনিবর ঘোষের তুল্য ও তাহার সহিত পাল্টীঘর
কাঁদী (১)	ঐ	ঐ	জীবধর প্রভাকর		
জেমো (১)	ঐ	ঐ	মাধব সিংহ		
বিশ্বাসপাড়া (১)	ঐ	ঐ	গোবিন্দ সিংহ	খাঁ	ঐ
বেলে (১)	ঐ	ঐ	মথুরানাথ শ্রীধর		

* বজানের সোমেশ্বর ঘোষের বংশ ; জেমো কাঁদীর অনাদিবর সিংহের বংশ, বহড়ানের হরিহর দাসের বংশ, মিত্রপুরীর মিত্র বংশ, ও বসু বড়ায়

(১) মুর্শিদাবাদ জিলায় অধীন, হরিশাড়া গ্রাম। (২) বীরভূম জিলার অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। (৩) জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী গ্রাম।

যাঁহারা কুলমর্য্যাদায় খ্যাত্যাপন্ন নহেন, তাঁহাদিগেরও কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। যথা—

ঘোষ অষ্ট ভায়ার সন্তান। পাঁচথুবীর নিকট মণ্ডলা প্রভৃতি আটখানি গ্রামে ইহাঁদিগের বসতি।

ভাটরার ঘোষ, নব নারায়ণের সন্তান। ভাটরার নিকটবর্ত্তী নয়খানি গ্রামে ইহাঁদিগের বসতি।

ডিঙ্গীকাঁদির সিংহ, বাৎস্য গোত্র. ইহাঁরা জ্যেষ্ঠ গদাধরের সন্তান। পিতৃপরিত্যক্ত বলিয়া ঘটকেরা ইহাঁদিগকে নিষ্কুল-রূপে ব্যাখ্যা করেন।

দাস' মৌদ্গল্য গোত্র। যদিও ইহাঁরা ঘোষ ও সিংহদিগের মত কুলীন বলিয়া খ্যাত নন, তথাপি যে ইহাঁদিগের কিছু কৌলিন্য নাই তাহা নহে। ইহাঁরা ১ম শ্রেণীর ঘোষ এবং ১ম শ্রেণীর সিংহ দিগের নিম্নে আসন-গ্রহণযোগ্য; তজ্জন্য ইহাঁদিগকে প্রধানভাব গণনা করে।

ঘটকেরা কহেন, বহড়াননিবাসী রামদাস সরস্বতীর সন্তান ব্যতীত অন্য দাসগণের এরূপ মর্য্যাদা নাই।

মুনিয়াডিহি, পাইকপাড়া, কাহলগাঁ ও বামনডিহি প্রভৃতি কয়েক স্থানের দাসগণ পূর্ব্বোক্ত মর্য্যাদা-বিহীন।

দত্তবংশ অতি প্রাচীন। এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে' এই পাঁচ বংশের আদি পুরুষগণ লইয়াই কান্যকুব্জ পঞ্চকরণের গণনা হইয়া থাকে।

উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ সমাজে মিত্রের কৌলীন্য নাই। বসু বংশের নামগন্ধও দেখা যায় না।

উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থদিগের মতে অযোধ্যা, মথুরা, মায় (বৃন্দাবন ও মথুরা), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, হস্তিনা, দ্বারকা ও পুরী কেবল এই আট স্থানই কায়স্থগণের জন্মভূমি বলিয়া খ্যাত।* ইহারা সকলেই কান্যকুব্জ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইহা দেখিয়াই কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে সমুৎসুক, আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয়েন। অনেক ক্ষত্রিয় উপনয়নাদি-সংস্কারহীনতা প্রযুক্ত শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যেমন সগরসন্তান ও যজাতি-সন্তানের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যুগযুগান্তর কাল যবন-ম্লেচ্ছাদিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। তাঁহারও এখন আপনাদিগকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা কি দ্বিজ হইতে সমর্থ হইবেন? কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তাঁহারা আর্য্যকুলসম্ভূত বলিতে সমর্থ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত হইলেও এক্ষণে শূদ্র (একজ) ব্যতীত দ্বিজ শব্দে অভিহিত হইতে পারেন না। কিন্তু আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া অবশ্য পরিচয় দিতে পারেন। এখানে এই কথাটির মীমাংসা করিতে গেলে এই প্রকার তর্ক উদিত হয় যে, কায়স্থগণ আর্য্য কি অনার্য্য। আর্য্য বলিলে, দ্বিজাতিত্রয়ের একতমের অধস্তন সন্ততি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। আর যদি শূদ্র বলা যায়, তাহা হইলেই কি তাহারা অনার্য্যাদারূপে নির্দ্দিষ্ট

---

* "অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
হস্তিনা দ্বারকা পুরী কায়স্থস্থানমষ্টকম্।" কায়স্থপ্রদীপ।

হইবেন। বস্তুতঃ ইহাঁরা আর্য্যবংশসম্ভূত ব্রাত্যক্ষত্রিয়, পদপ্রার্থী আচার ব্যবহার দ্বারা প্রথমতঃ শূদ্র বলিয়াই বোধ হয়। একমাস অশৌচগ্রহণ, উপনয়নাদিসংস্কার-হীনতা এবং স্ববৃত্তি কার্য্যে জাতিসাধারণ আনুরক্তি ইত্যাদি শূদ্রোচিত ব্যবহার দৃষ্টে শূদ্র ব্যতীত দ্বিজ বলিয়া প্রতীতি জন্মে না। কিন্তু এইগুলি স্থূল দৃষ্টির লক্ষ্য। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলে, কায়স্থদিগকে অনার্য্য বলিয়া জ্ঞান হয় না। ইহাঁদিগের অধিকাংশের মানসিক বৃত্তি ও অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মপরায়ণতা দ্বিজাতিত্রয়ের অনুরূপ। তবে কেন ইহাঁরা শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন তাহার প্রমাণে ইহাঁরা বলেন যে পরশুরাম যৎকালে ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন, তৎকালে দালভ্যমুনির আশ্রমে চন্দ্রকেতু রাজার পত্নী আশ্রয় লয়েন। যখন জামদগ্ন্য মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করেন, এখানে ক্ষত্রিয় আছে কি না, মুনির উত্তরে 'কায়স্থ' ইহা শুনিয়া ভার্গব চন্দ্রকেতুর পত্নীকে কহেন, দেখ তোমার এই গর্ভস্থ ভ্রূণ মুনি কর্ত্তৃক কায়স্থ শব্দে অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং এ ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইল। এই প্রকারে যে সকল ক্ষত্রিয়পত্নী ঋষিবর্গের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক নিজ নিজ গর্ভস্থ শিশু রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সকল শিশুগণ গর্ভাবস্থায় কায়স্থ বা শূদ্রসংজ্ঞায় কথিত হইয়াছেন, এবং তদবধি শূদ্রাচার ও শূদ্রব্যবহার গ্রহণপূর্ব্বক পরশুরাম কর্তৃক উপেক্ষিত হয়েন। তদবধি এ পর্য্যন্ত কায়স্থগণ শূদ্রবদাচার-ব্যবহারে চলিয়া আসিতেছেন, ক্ষত্রিয়শোণিতসংস্রব কোন এক পুরুষে থাকিলেও শূদ্রদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আচারভ্রষ্ট হইয়া বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা অনার্য্যশূদ্রবংশসম্ভূত নহেন, কিন্তু শূদ্রসংস্রবে আর্য্য অনার্য্যশুক্রশোণিতে মিশ্রিত হইয়া

গিয়াছেন। যুগযুগান্তরকাল অকৃত প্রায়শ্চিত্ত হেতু দ্বিজাতি-সমুচিত উপয়নাদি সংস্কারবিহীনতা, তন্নিবন্ধন শূদ্ররূপে পরিচিত হইয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, মহানন্দীর পিতৃপর্য্যায় পর্য্যন্ত রাজন্যগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তৎপরে ক্ষত্রিয়গণের শূদ্রত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে। অতএব তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী কালের ব্যক্তিবর্গ আর ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। তাঁহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অর্থাৎ বৃষল, শূদ্রভাবাপন্ন আর্য্যবংশের পুরুষপরম্পরায় অধস্তন সন্তান মাত্র। সে যাহা হউক, কায়স্থগণ যে পূর্ব্বাবধি সমুদায় শূদ্র অপেক্ষা সদাচারসম্পন্ন, সচ্চরিত্র, সুশীল, ধর্ম্মপরায়ণ সুবুদ্ধি, অতিথিসেবক, বৈষ্ণব, এবং স্বজাতি ও আশ্রিত প্রতি-পালকাদি সদ্‌গুণসমূহে ভূষিত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এই সকল গুণ দৃষ্টে ইহাঁদিগকে আর্য্যব্যতীত অনার্য্য বলা যায় না। যে সকল ব্যক্তির সত্বগুণ গুণীভূত, রজোগুণ তমোগুণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন, তাহারাই শূদ্র। শূদ্রের এই প্রকার তমোগুণ কায়স্থে সংক্রমিত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বোক্ত আর্য্যানুষ্ঠান, সদাচার ও সদ্ব্যবহার এই জাতিতে বিদ্যমান থাকায়, ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার অনার্য্য ও আর্য্য সমুচিত ব্যবহারের মধ্যবর্ত্তী হইয়া গিয়াছে। যথা—

দানেজ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ।
সদাচারপরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেবর্ষিপ্রপিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ।

স্কন্দপুরাণে রেণুকামাহাত্ম্য।

কায়স্থগণ যে আর্য্যবংশসম্ভূত তাহার প্রমাণাদি বিশেষ

কাণ্ডে দেখ। ব্রহ্মার পাদপদ্ম হইতে যখন জন্ম তখন কদাচ অনার্য্য নহে।

ইতি সামান্যকাণ্ডে উত্তররাঢ়ীয়-প্রকরণ সমাপ্ত।

বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রেণী।

যে সকল কায়স্থ পূর্ব্বাবধি বঙ্গদেশে বাস করিতেছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য কায়স্থদিগের সহিত সংস্রবাধিকার প্রাপ্ত হন নাই, এবং বারেন্দ্রভূমিই যাঁহাদিগের সূতিকাগৃহ, তাঁহারাই বারেন্দ্র কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত।

ইহাঁদিগের সংখ্যাও সর্ব্বসমেত সাড়ে সাতঘর বা বংশ। দাস, নন্দী, চাকী, শরমা, * নাগ, সিংহ, দেব, ও দত্ত।

দাস, নন্দী ও চাকী এই তিন ঘর কুলীন। শরমাও কালক্রমে কৌলীন্যমর্য্যাদাপন্ন হয়েন; তদবধি শরমা আধঘর বলিয়া পরিগণিত হন এবং দাস, নন্দী ও চাকীর নিম্নে আসন গ্রহণ করেন। নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত মৌলিক বলিয়া পরিগণিত। নাগ সিদ্ধ মৌলিক, সিংহ সাধ্যকুল, দেব ও দত্ত নিম্নকুল বলিয়া খ্যাত।

নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে বারেন্দ্র কায়স্থের পরিচয় পাওয়া যাইবে। যথা—

সাধ্য মেধ্য চারি ঘর ভাব তার—তম।
নাগ ধর সিদ্ধতুল্য জানিহ নিয়ম ॥ ১ ॥

---

* এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শরমা পূর্ব্বে নরসুন্দর জাতি ছিলেন। কালক্রমে কোন অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন দ্বারা দাস, নন্দী প্রভৃতিকে কোন দৈবদুর্ব্বিপাক হইতে মুক্ত করেন। কেহ বলেন, তিনি সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। মূলকথা তিনি অষ্ট ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ছিলেন।

মধ্যবিধ সিংহ ঘর নিম্নঘর দেব।
দত্ত দেবতুল্য এই চারি সদাসেব ॥ ২ ॥
এই চারি ঘরে সপ্ত ঘরের নিয়ম।
সিদ্ধভাবে উত্তমেতে যাহার করম ॥ ৩ ॥
হস্তিদন্তে স্বর্ণ যৈছে রসানে মার্জ্জন।
সিদ্ধতে সিদ্ধতে মিল প্রধানে চলন ॥ ৪ ॥
জাম্বূনদে হীরা যৈছে উজ্জ্বলবরণ।
সিদ্ধপ্রধান সাধ্যে নাগে যদি করণ ॥ ৫ ॥
নিরাবিল সিংহঘরে যদি কার্য্য হয়।
তথাপি উত্তম ভাব জানিহ নিশ্চয় ॥ ৬ ॥
চন্দ্রের মালিন্য যেন রহে নিন্দাস্থান।
সেই অনুভবমাত্র জানিবা বিধান ॥ ৭ ॥
দেব দত্ত ঘরে যদি ক্রমে কার্য্য হয়।
চন্দ্রে যেন মেঘে ঢাকি রাখয়ে নিশ্চয় ॥ ৮ ॥
দৈবে যদি সিদ্ধঘরে এক ত্রুটি হয়।
তাহার সে দোষ কভু গ্রাহ্যযোগ্য নয় ॥ ৯ ॥
সাধ্যঘরে যদি হয় মর্য্যাদার হ্রাস।
সাধ্যের প্রধান ত্রুটি বড় সর্ব্বনাশ ॥ ১০ ॥
এই ত জানিহ ভাব মূলজ করণে।
অমূলজে সর্ব্বনাশ জান সর্ব্বজনে ॥ ১১ ॥

ঢাকুর পঞ্জিকা

বারেন্দ্র কায়স্থগণের কুলমর্য্যাদানুগত স্থানাদি যথা—

বংশ	গোত্র।	সমাজের নাম।
দাস	অত্রি	সাধুখালী

বংশ	গোত্র		সমাজের নাম।
নন্দী	কাশ্যপ		নন্দীগ্রাম
চাকী	গৌতম	১ম শ্রেণী	সরিষা বাজুরস
"	"	২য় শ্রেণী	ময়ূরহট্ট

ইহাঁরা শরমার অনুগ্রহে কোন দুর্ব্বিপাক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনজন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি আমাদিগের যে উপকার করিয়াছেন তাহার প্রত্যুপকারস্বরূপ আমরা আপনার প্রসন্নতা ও প্রীতি বিধান করিতে ইচ্ছা করি। শরমা কহিলেন, আপনাদিগের সহিত আমার ধর্ম্মসম্বন্ধ থাকিলেই আমার যথেষ্ট প্রীতি হইবে। তাঁহার এতাদৃশ গম্ভীর উত্তরে দাস, নন্দী প্রভৃতি মহাজনগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, অদ্যাবধি আমরা আপনাকে আমাদিগের কায়স্থসমাজমধ্যে পরিগণিত করিতে ইচ্ছা করি। সেই কথা শুনিয়া শরমাকহিলেন, মহোদয়গণ! যদিও আপনারা আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন বটে, কিন্তু আমি তাহাতে নিজকে বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া জ্ঞান করিতেছি না। কারণ, আমি নাপিত জাতি মধ্যে অগ্রগণ্য আছি, অর্থাৎ প্রামাণিক বলিয়া খ্যাত। আপনাদিগের দলে উঠিলে আমাকে অত্যন্ত নীচ কুল বলিয়া গণ্য হইতে হইবে। ইহাঁরা উত্তর দিলেন, আমরা অপনাকে আমাদিগের সমাজমর্য্যাদা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। তখন তিনি সম্মত হইলেন। তৎপরে শরমার কয়েকটী কন্যা ও পৌত্রী দাস, নন্দী, চাকীদিগের ঘরে প্রদত্ত হইল। সমাজস্থ সকল কায়স্থগণ যখন ইহাঁর মৃ[illegible]ত্তান্ত জানিতে পাইলেন, তখন

ইহাঁকে পূর্ণমাত্রায় একঘর কায়স্থ ও পূর্ণমাত্রায় কুলীন বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হয়েন। পরে দলাদলিসূত্রে শরমা একপ্রকার চলিত হইলেন। ক্রমে দলাদলির বন্ধন শিথিল হইল তাঁহার বংশপরম্পরা বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থগণমধ্যে প্রকৃত আধঘর কুলীন বলিয়াই প্রসিদ্ধ থাকিলেন। আধঘরের অর্থ—কন্যাদানকালে কুলীন এবং কন্যা গ্রহণ কালে মৌলিক। কেহ ইহার বিপরীতও বলেন।

শরমার বংশের কন্যা গৃহীত হইত, শরমার বংশে পারত পক্ষে সহজে কেহ কন্যাদান করিতেন না। এইরূপে শরমার বংশাবলী একপ্রকার নির্ম্মূল হইয়া আসিয়াছে বলিলেই হয়।

নাগ, সিংহ, দেব ও দত্তদিগের বিষয় দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ-দিগের সমীকরণে দেখ।

ইহাঁদিগেরও কুল পুত্রগত। কুলের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সৎক্রিয়া দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি হয়। অসৎকার্য্য দ্বারা কুলের ধ্বংস হয় না, কিন্তু কিঞ্চিন্ন্যূনতা জন্মে।

অধুনা রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, মুরশিদাবাদের পূর্ব্বভাগ ও নদীয়া জিলার উত্তরাংশে ইহাঁদিগের বাসের আধিক্য দেখা যায়।

বারেন্দ্র কায়স্থকুলে বল্লালী মর্য্যাদা স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহারা কহেন, বল্লাল নীচজাতীয় কন্যাগ্রহণ দ্বারা মহাপাতকী হইয়াছিলেন; মহাপাতকীর প্রদত্ত মর্য্যাদাগ্রহণে পাপ ব্যতীত পুণ্য-সঞ্চয় হয় না। যাহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়, তাহাই পুণ্যের কার্য্য। যাহাতে মন সঙ্কুচিত থাকে, উহা পাপের লক্ষণ। সে যাহা হউক, বল্লালকর্ত্তৃক নিত্যানন্দনামক কোন কুক্রিয়াশালী ভূম্যধিকারীকে এবং কতিপয় অনাচরণীয় [illegible]দ্রকে অ[illegible]চ[illegible]ণীয় কায়স্থ বলিয়া পরি-

গৃহীত করায় বারেন্দ্রগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী অন্য শূদ্রগণকে বারেন্দ্র-কায়স্থশ্রেণীতে প্রবেশ করান হেতুই ইহাঁদিগের ভয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

যে ব্যাক্তি যে স্থানে পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন তাহা এই।—যশোহরজিলার শোলকোপা গ্রাম কর্কট নাগের আশ্রয় স্থান এবং ঐ জিলার শরগ্রাম জটাধর নাগের বসতিস্থল। ভৃগু নন্দী যে গ্রামে আশ্রয় লয়েন তাহার নাম লুপ্ত হইয়া নন্দী গাঁতি বলিয়া গণ্য হয়। এইরূপে মুরারি চাকী ও নরদাস যে দুই গ্রাম গাঁতি জমাসূত্রে গ্রহণ করেন, সে দুই গ্রামের নাম চাকী গাঁতি ও নন্দী গাঁতি বলিয়া পরিচিত হয়। ইহাঁদিগেরই প্রযত্নে বারেন্দ্র কায়স্থকুলে মর্য্যাদাবন্ধন হয়। ইহাঁরা সেই মর্য্যাদা-বন্ধনকে পটী বা মেল শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ভৃগু নন্দী বারেন্দ্র কায়স্থসমাজের নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন। তদীয় নিয়মে কন্যাবিক্রয় প্রথা ছিল না। সকলেরই যথারীতি সৎপাত্রে কন্যা দান করিবার নিয়ম হয়। তদনুসারে অসৎ-ক্রিয়াশালী ব্যক্তির সন্তানবর্গ সমাজে হেয় হইয়া আছেন। রাজসাহী জিলার করজতগ্রামনিবাসী কাশীদাসনামক কোন ব্যক্তি বারেন্দ্র কায়স্থ সম্বন্ধে পয়ারচ্ছন্দে একখানি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখেন। ঐ পুস্তকের নাম ঢাকুরপঞ্জিকা। ঐ গ্রন্থের কিয়দংশ ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বারেন্দ্র কায়স্থদিকের সমাজ-স্থান।—বাকাগ্রাম, বোধপুর ও বগুড়া দাসের সমাজ বলিয়া খ্যাত। নরদাসের তিন পুত্র, সেই তিন জন পৃথগন্ন, পৃথক্‌ক্রিয় হইয়া পৈতৃক বাসস্থান দাসগাঁতি

পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত তিন গ্রামে বাস গ্রহণ করেন। নন্দীরা এক্ষণে পোতাজিয়ার নামে প্রসিদ্ধ। ঐ গ্রাম পাবনা জিলার অন্তর্গত। নন্দীবংশীয় রূপরায় সগোত্রে বিবাহ করেন। তন্নিবন্ধন তিনি সমাজে হেয় হইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া নিশ্চয় করা যায়, বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ উত্তরোত্তর পরিশুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এই বংশের অন্য এক ব্যক্তি ভোজপুরে লালা কায়েতের কন্যা গ্রহণ করেন। তিনিও তন্নিবন্ধন সমাজে প্রথমতঃ অপাঙ্‌ক্তেয় থাকেন, পরে দলাদলিসূত্রে এক পক্ষের আশ্রয়ে অজ্ঞাতকুলশীলের কন্যাগ্রহণরূপ অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। এই কন্যার সন্তানগণ কাকর নন্দী বলিয়া খ্যাত। ঢাকুর-পঞ্জিকায় যাহা লিখিত আছে তাহা এই—

শুনো মেরা বাই (ভাই) হাম পুছে এক বাত।
খবরদার হোকে কহ আও দেও কাত॥ ১২॥
হাম নেহি জানে কোর্মান্ গরমান্।
কাকরপাতমে দেওঙ্গে পরম পরমান্॥ ১৩॥

কাকরনন্দী থাকের মূল এই।

চাকীগণ চাকীগাঁতি পরিত্যাগ করিয়া ময়ূরহট্টে বাস করেন। করজতগ্রাম নাগদিগের আদি বসতিস্থান। তৎপরে শোলকোপা ও শরগ্রামে নিবাস হয়। দাসেরা সাধুখালীতে বহুদিন বাস করেন। চাকীরা সরিষা ও বাজুরসে অধিক কাল আবাস গ্রহণ করায়, ঐ দুই স্থানই তাঁহাদিগের প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া গণ্য। দত্তদিগের আদি বসতিস্থান বটগ্রাম। করতেজাগ্রাম সিংহদিগের আদি নিবাসভূমি। কাণুকোণা গ্রাম দেবের সূতিকাগৃহস্বরূপ। দেবগণের মধ্যে শুকদেব ত[illegible]দার, গুণাকর মণ্ডল ও আর্য্যবর

রায় সদ্‌গুণসম্পন্ন বলিয়া বিশেষ খ্যাত। প্রথমের নিবসতিস্থল চড়িয়া গ্রাম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের বসতিস্থল তারাগুণা। বর্দ্ধন-কুটীর রাজপরিবার আর্য্যবরের সন্তান। তাড়াশের ভূম্যধিকারীরা শুকদেব রায়ের অধস্তন সন্ততি। কাশীদাস নাগদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। নাগের আদিপুরুষ শিবনাথ রায়। তিনি জমাদার ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র; একের নাম জটাধর, অপরের নাম কর্কট। কর্কট, জটাধর ও রূপরায় নাগমধ্যে শ্রেষ্ঠ। এতদ্ব্যতাত অন্য নাগ হীনমর্য্যাদাপন্ন। দেব ও নাগ বিষয়ে ঢাকুর-পঞ্জিকায় যে কারিকা আছে তাহা এই—

এই তিন কহিলাম দেবের বিস্তার।
ইহা বহির্ভূত দেব নাহি ব্যবহার॥ ১৪॥
তবে যদি কোন দেব পটীমধ্যে হয়।
তাহাকে করিবে গণ্য অপদেব প্রায়॥ ১৫॥
নাগমধ্যে রূপরায় আর সব ঢোঁড়া।
শোলকোপা নাগ যেন বিঘতিয়া বোড়া॥ ১৬॥
বিঘতিয়া বোড়ার বিষ নীচ মুখে যায়।
তাহার তুলনা নাহি বুঝি শরগাঁয়॥ ১৭॥

এই সমস্ত তালিকা ব্যতীত নদীয়া জিলার উকীল শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বি, এ, বি, এল, মহোদয় প্রদত্ত বারেন্দ্র কায়স্থের তালিকা সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্ট ৩৭৬ পৃঃ হইতে ৩৭৮ পৃঃ পর্য্যন্ত দেখ।

কায়স্থকুল প্রদীপে বারেন্দ্র প্রকরণ সমাপ্ত।

———

বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ সমাজ।

ইহাঁদিগের আদিম বৃত্তান্ত ও উৰ্দ্ধতন বংশাবলীর পরিচয় উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থগণের লিখনস্থলে দেখ। (১০৯পৃ)

এখানে এই দুই শ্রেণীর সমাজগত কুলীন মৌলিকাদির বিশেষ বিশেষ বিবরণ লিখিত হইল।

মকরন্দ ঘোষের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ নিশাপতি ও প্রভাকর ঘোষ-বংশে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন। দশরথ বসুর অধস্তন ৫ম পুরুষ —শক্তি ও মুক্তি—বসুবংশের কুলতিলকস্বরূপে পরিচিত।

কালিদাস মিত্রের অধস্তন সন্তান ৮ম ধুঁই ও গুঁই (গুহ) মিত্রবংশের বংশধর বলিয়া সর্ব্বত্র মান্য। মহারাজ (লাক্ষণেয়) লক্ষ্মণনারায়ণ সেনের নিকট ইহাঁরাই কুলমর্য্যাদা পাইয়াছিলেন।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের অনুগত ভৃত্যপঞ্চক ও তদীয় সন্তানগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি রাঢ় ও বঙ্গদেশে নিবাস গ্রহণ করেন তাহার বিবরণ যথা,—

ঘোষ—মকরন্দ ঘোষের পুত্র ভবনাথ ও সুভাষিত। ভবনাথ রাঢ় দেশে, সুভাষিত ও তৎপুত্র চতুর্ভুজ বঙ্গে বাসগ্রহণ করেন।

বসু—দশরথ বসুর সন্তান কৃষ্ণ ও পরম। রাঢ দেশে কৃষ্ণের সন্ততিবর্গ বাসস্থান গ্রহণ করেন। পরমের সন্তান লক্ষ্মণ ও পূষণ বঙ্গেই অবস্থান করেন। কালক্রমে কৃষ্ণ বসুর এক প্রপ্রৌত্র অলঙ্কার বসু রাঢ় দেশ হইতে বঙ্গে প্রস্থানপূর্ব্বক তথায় আবাস গ্রহণ করেন; তদবধি তদীয় সন্ততিবর্গ বঙ্গজ বলিয়া খ্যাত। দশরথ বসুর অন্য দুইজন বৃ প্রপ্রৌত্র রাঢ় দেশে বাস করেন;

তন্মধ্যে প্রথমের নাম শক্তি দ্বিতীয়ের মাম মুক্তি। অলঙ্কার বসু ইহাঁদিগের কনিষ্ঠ সহোদর।

মিত্র—কালিদাস মিত্র। ইহাঁর দুই পুত্র, একের নাম অশ্বপতি ও অপরের নাম শ্রীধর। অশ্বপতি জ্যেষ্ঠ। ইনি বঙ্গে অবস্থিতি করেন। ইহাঁর পুত্রের নাম তারাপতি। শ্রীধর রাঢ়দেশে বাস করেন।

গুহ—দশরথ গুহ, ইনি বঙ্গে বাস গ্রহণ করেন। উত্তর কালে ইহাঁর একজন অধস্তন সন্তান রাঢ় দেশে গমন করেন; তাঁহার নাম বিরাজ।

দত্ত—পুরুষোত্তম দত্ত, ইহাঁর পুত্র নারায়ণ, ইনি রাঢ়দেশেই থাকিলেন। বালী, বট ও নওয়াদার দত্ত প্রসিদ্ধ।

দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থগণের সমাজাদির কারিকা দেখিলে জানা যায় যে, পুরন্দর বসু খাঁ কর্তৃক ২২টী সমাজ নির্ণীত হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী কালে যে সকল সমাজ কল্পিত হইয়াছে, সেগুলি উপসমাজ বলিয়া খ্যাত। যথা—

তের পুরুষ উপর, আছিল সবার।
করণেতে সমতুল, না ছিল বিচার॥
তেরোর্ পর্য্যা হতে, পর্য্যা নির্ণয়।
পর্য্যা মিলাইয়া, বিবাহ যে নিশ্চয়।

পয্যা বাঁধিল ঈশান সুত গোষ্ঠীপতি ।
যেখানে যে ছিল তথা, করিলেন স্থিতি ॥
আকনা৷য় প্রভাকর, বালী নিশাপতি ।১।২। সমাজ ।
ঘোষ মকরন্দের, অধস্তন সন্ততি ॥
শক্তি মুক্তি বাঘাণ্ডায়. মুক্তি মাইনগর ।৩।৪। সমাজ ।
দশরথ সন্ততির, এই অবসর ॥
ধুঁইমিত্র বড়িষা গুঁইমিত্র ট্যাকা (টাকী) ।৫।৬ সমাজ ।
তিন কুল ছ সমাজ, কায়স্থের লেখা ॥
সেইমত সপ্তঘর, মৌলিক বিচার।
আর সব কায়স্থের, কৌস্তভে প্রচার ॥
দে দত্ত কর পালিত, সেন সিংহ দাস ।
যথা যার স্থিতি তার, নামে কব বাস ॥
মিত্রপুর. কর্ণপুর. নীলপুরের দে ।৭।৮।৯ সমাজ ।
বালা, বট, নওয়াদা, দত্ত কহে কুল দে ॥১০ ১১।১২ ঐ
পেলুটীতে কর, কোণা. বারাসতে পালিত ।

১৩।১৪।১৫। ঐ

আন্দুর, ময়দে দুই সিংহের বসতি ॥১৬.১৭ ঐ
শাকরুল, জিওড়, লক্ষ্মীপুরের দাস ।

১৮।১৯।২০ ঐ

দিজঙ্গ শাঁকোতে, সেনের হৈল বাস ।২১ ঐ
কুলীন মৌলিক লয়ে বাস নিশ্চয় ।
বঙ্গেতে রহিল বঙ্গ, গুহ মহাশয় ॥২২ সমাজ ।
ইহা বাদে যার যত সমাজ আশ্রয় ।
উপসমাজ বলি তা পুরন্দর কয়। কায়স্থকুলপ্রদীপ ।

কোণা ও শুষুণীর দত্ত প্রসিদ্ধ। কিন্তু উহা উপসমাজ বলিয়া গণ্য। কোণা হাবড়া জিলার অন্তর্গত ও হাবড়ার নিকটবর্ত্তী। শুষুণী বর্দ্ধমান জিলায়। কোণার দত্ত কাশ্যপ গোত্র, বালীর দত্ত ভরদ্বাজ গোত্র। নওয়াদার দত্ত মৌদ্গল্য গোত্র। মহারাজাধিরাজ কোচবিহারাধিপতির মন্ত্রী শ্রীল শ্রীযুক্তকালিকা-দাস দত্ত B. A. B. L. রায়বাহাদুর নওয়াদার দত্ত। ইহাঁর নিবাসস্থান বর্দ্ধমান জিলার রায়না গ্রাম। কোণার দত্তেরা গোগ্রাস কালিদাসের সন্তান। শুষুণীর দত্তেরাও কোণার দত্তদিগের জ্ঞাতি। ছিনি আকনার ঘোষ মধ্যে ভূত প্রেত উপাধি আছে। তাহারা পিতৃবিদ্বেষ্টা বলিয়া ঘটককর্ত্তৃক নিষ্কুল হয়।

দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থগণের সমাজাদির বিবরণ যথা,—

বংশ	সমাজসংস্থাপক	সমাজ	জিলা
ঘোষ	নিশাপতি	বালী	হুগলী
	তারাপতি*	জঙ্গল বাদাল,	যশোহর
		আকনা*	হুগলী
বসু	শক্তি	বাখণ্ডা	হুগলী
	মুক্তি	মাইনগর	(থানাকুল) ঐ

---

* হুগলীজিলার ছিনি আকনা বলিয়া আর একখানি গ্রাম আছে। তথাকার কায়স্থগণ লাঙ্গুলে কায়েত বলিয়া খ্যাত। কায়স্থের সমাজ যে আকনা উহা শ্রীরামপুর ও মাহেশের নিকটবর্ত্তী। যথা—

কায়েতের বড় তারা ভাই, ছিনি আকনায় কায়েত নাই।
যদি আছেন কল্যাণদত্ত, তিনি কিছু লাঙ্গলে ভক্ত।
নষ্ট মেড়ের দুষ্ট খেঁই, ছিনি আক্‌নায় কায়েত নেই।
যদি আছেন কল্যাণ দত্ত, তিনি কি[illegible] লাঙ্গলে ভক্ত। প্রবাদবাক্য।

বংশ	সমাজসংস্থাপক	সমাজ	জিলা
মিত্র	শ্রীধরের সন্তানগণ (টাকী নামে খ্যাত)	বড়িষা ট্যাকা	২৪ পরগণা
গুহ	দশরথ (প্রতাপাদিত্যের	যশোহর)	যশোহর
দত্ত	পুরুষোত্তম	বালী বট নওয়াদা	হুগলী ২৪ পরগণা বর্দ্ধমান

দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষ বসু ও মিত্র কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। দত্ত অহঙ্কারহেতু পঞ্চ ব্রাহ্মণের নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

"দত্ত কারো ভৃত্য নয় সঙ্গে আগমন।
বিপ্রসঙ্গে থাকি করি তীর্থ পর্য্যটন॥"

শূদ্র ও বৈশ্যের সাধারণ উপাধি দত্ত।

সেই অপরাধে ইনি রাজা কর্ত্তৃক কৌলীন্যাধিকার বিষয়ে বঞ্চিত হয়েন। সুশীলতাই কৌলীন্যের নিদানভূত।

রাজা কন নবগুণ কুলীনের মূল।
বিনয় অভাবে দত্ত হইলা নিস্কুল॥ কায়স্থকৌস্তুভ।

গুহ অবিনয় হেতু রাঢ়দেশে কুলমর্য্যাদা প্রাপ্তি বিষয়ে অকৃতার্থ হয়েন। তদনুসারে দক্ষিণ-রাঢী কায়স্থগণের মধ্যে দত্ত এবং গুহ মৌলিক মধ্যে গণ্য, এবং সন্মৌলিক অর্থাৎ সিদ্ধমৌলিক রূপে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন। ঘোষ, বসু ও মিত্র অতিশিষ্ট বলিয়া আদি-শূরের সময়েই গুণের গৌরবে কৌলীন্য প্রাপ্ত হয়েন। ঘোষ, বসু ও মিত্র ইঁহারা নিজ পরিচয় নিজে দেন নাই, প্রভুগণ ইঁহাদের পরিচয় মহারাজের নিকট দিয়াছিলেন। সুতরাং শিষ্টতা লক্ষিত

হইয়াছিল। দত্ত নিজ পরিচয় নিজে দেন এবং ভৃত্যভাব অস্বীকার করায় অভদ্রতা প্রকাশনিবন্ধন আদিশূর কর্ত্তৃক হীনমর্য্যাদ হয়েন।*

"যথা—ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ী॥" কায়স্থকৌস্তুভ।

দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের মধ্যে যেমন গুহের কৌলীন্য নাই, সেই প্রকার বঙ্গজ শ্রেণী মধ্যে কালক্রমে ও কোন হেতুবশতঃ মিত্র-বংশের কৌলীন্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তদনুসারে তথায় মিত্রগণ মৌলিক মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

গুহ প্রগল্‌ভ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু দাসত্ব অস্বীকার করেন নাই। এই হেতু তিনি দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হয়েন। কিন্তু প্রভুগণের আদেশক্রমে পরবর্ত্তী কালে বঙ্গে কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন।

ইহাঁদিগের মধ্যে কুলীনগণ আবার মুখ্য, মধ্যল বা দ্বিতীয়াংশ ও তৃতীয়াংশাদি রূপে গণনীয় হয়েন। উহা আদ্যরসের বিচার-স্থলে দেখ। এখানে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, মিত্রবংশে মুখ্য কুলীন নাই, (১ম শ্রেণীর) ঘোষ ও বসু বংশে আছে।

ঘোষ বংশ—জঙ্গল বাদালে। এই স্থান যশোহর জিলার অন্তর্গত।

খানাকুলের সর্ব্বাধিকারীরা বসুবংশসম্ভূত। খানাকুল হুগলী জিলার অন্তর্গত।

কায়স্থ-কৌস্তুভের মতে আট ঘর শুদ্ধ মৌলিক। যথা—দেব, (দে) দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস ও গুহ। শব্দকল্পদ্রুম

---

* অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভূদগ্রগণ্যঃ কৃতী ইত্যাদি ১২০ পৃষ্ঠ দেখ।

এই আট ঘরকে দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের মৌলিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবং বঙ্গজদিগের শুদ্ধ মৌলিক গণনাস্থলে গুহ এবং করের পরিবর্ত্তে নাগ ও নাথকে সমাবিষ্ট করিয়াছেন। যথা,—

"বসু র্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসো দেবস্তথা সেনঃ পালিতঃ সিংহ এব চ॥
এতে দ্বাদশবিধাঃ প্রসিদ্ধাঃ শুদ্ধাঃ।

শব্দকল্পদ্রুমধৃত কায়স্থকুলপঞ্জিকার বচন।

দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণের মধ্যে কতক গুলি ন্যূনকল্প মর্য্যাদাপন্ন কায়স্থ আছেন, তাঁহাদিগকে ৭২ বাহাত্তুরে কায়স্থ শব্দে নির্দ্দেশ করে। তাঁহাদিগের নাম যথা,—

১ নাগ, ২ পাল, ৩ আদিত্য, ৪ রাণা।
৫ শর, ৬ ধর, ৭ বর্দ্ধন, ৮ শানা।
৯ রাজ, ১০ হোড়, ১১ হুই, ১২ দানা।
১৩ ব্রহ্ম, ১৪ তেজ, ১৫ ভঞ্জ, ১৬ শানা।
১৭ ক্ষুর, ১৮ শর্ম্ম, ১৯ নন্দী, ২০ রাহুত।
২১ বন্দী, ২২ গুপ্ত, ২৩ রাহা, ২৪ মাহুত।
২৫ আইচ, ২৬ রুদ্র, ২৭ সোম, ২৮ শুঁই
২৯ ভূত, ৩০ প্রেত, ৩১ দাঁহা ৩২ গুঁই।
৩৩ চন্দ্র, ৩৪ শীল, ৩৫ তোষ, ৩৬ সাম।
৩৭ কুণ্ড, ৩৮ বিষ্ণু, ৩৯ ভদ্র, ৪০ জাম।
৪১ সুর, ৪২ রক্ষিত, ৪৩ ধরণী, ৪৪ বাণ।
৪৫ বিন্দু, ৪৬ ধর, ৪৭ বল, ৪৮ উপমান।

৪৯ ওম, ৫০ লোধ, ৫১ বর্ম্ম, ৫২ খিল।
৫৩ অঙ্কুর, ৫৪ বন্ধু, ৫৫ শাঁই, ৫৬ পিল।
৫৭ হেশ, ৫৮ মন্নু, ৫৯ ইন্দ্র, ৬০ গণ্ড।
৬১ আঢ্য, ৬২ বীদ, ৬৩ নন্দন, ৬৪ চণ্ড।
৬৫ বইশ, ৬৬ বীজ, ৬৭ অর্ণ, ৬৮ ক্ষেম।
৬৯ আগ, ৭০ শক্তি, ৭১ শনি, ৭২ হেম।
৭৩ বঙ্গ, ৭৪ কীর্ত্তি, ৭৫ যশ, ৭৬ ধন্নু।
৭৭ গণ, ৭৮ ক্ষাম ৭৯ ক্ষোম, ৮০ হন্নু।

৮১ পূঞ্জি, ৮২ ভূঞ্জি, ৮৩ নাদ, ৮৪ হোম, ৮৫ হাতি, ৮৬ ঢোল, ৮৭ দূত। বঙ্গজেতে ৮৮ গুণ, ৮৯ মন্নু, আরো ৯০ রাজপূত।

ইহাদিগকে লইয়া যখন ৭২ গণনা করে, তখন ভূত, প্রেত ও দানাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন নাগ, পাল, নাথ, সোম ও চন্দ্র শুদ্ধ মৌলিক শ্রেণীতে পরিগৃহীত হইয়া থাকেন এবং সন্মৌলিক মধ্যে বিশেষ খ্যাত। রক্ষিত ও রাজপূত এই দুই ঘরকেও ৭২ হইতে বাদ দিতে হয়। ক্ষাম, ক্ষোম, হন্নু ও মন্নু এই চারি ঘর ভূত, প্রেত ও দানার অন্তর্গত। সুতরাং ভূত, প্রেত দানা, নাগ, পাল, নাথ, সোম, চন্দ্র, পূঞ্জি, ভূঞ্জি, নাদ, হোম, হাতি, ঢোল, দূত, গুণ, রক্ষিত ও রাজপূত এই ১৮ ঘরকে বাদ দিলে ৭২ মাত্র থাকে।

কায়স্থদিগের উৎপত্তিস্থলে কয়েকটী বংশের আদিপুরুষের নাম দেওয়া গিয়াছে। তদনুসারে নাগ, নাথ ও দাস করণের সন্তান। দেব, সেন, পালিত ও সিংহ মৃত্যুঞ্জয়ের তনুজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কায়স্থদিগের আদিপুরুষ চিত্রসেন। ইনি চিত্রগুপ্ত ও বিচিত্রের সহোদর। ইহাঁদিগের পিতার নাম কায়স্থ, তদনুসারেই ইহাঁরা

কায়স্থ সংজ্ঞা ভজনা করেন। কায়স্থের পিতার নাম প্রদীপ, ইনি শূদ্রক মুনির পৌত্র ও হীমের পুত্র। শূদ্রকের পুত্র হীম।

দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ মধ্যে আচার ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। তবে যে, কোন কোন বিষয়ে অনৈক্য দেখা যায়, সে কেবল পৃথক্ পৃথক্ দেশে বাস নিবন্ধন সামান্য ইতরবিশেষ ও প্রকারভেদ মাত্র, বস্তুতঃ এক।

বঙ্গজদিগের মধ্যে ৭২ অপেক্ষা অনেক অধিক মৌলিক কায়স্থ আছে। সুতরাং ৯০ অপেক্ষাও অধিক দেখা যায়. কিন্তু একটী অপরটীর শাখা বা প্রশাখামাত্র। তন্মধ্যে ২২ ঘরের অদিপুরুষ-গণের অধস্তন সন্ততিবর্গ বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ী এই উভয়ের মধ্যেই বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন। যথা—

বংশ	বংশের আদিপুরুষ	বংশ	বংশের অদিপুরুষ
১ নাগ	দশরথ	১২ কর	দামোদর
২ নাথ	মহানন্দ	১৩ দাস	উষাপতি
৩ দাস	চন্দ্রশেখর	১৪ পালিত	জন
৪ সেন	গঙ্গাধর	১৫ চন্দ্র	নারায়ণ
৫ পাল	আরব	১৬ সোম	বংশধর
৬ রাহা	কৃষ্ণ	১৭ সিংহ	রত্নাকর
৭ ভদ্র	দিগম্বর	১৮ রক্ষিত	নারায়ণ
৮ ধর	ব্যাস	১৯ অঙ্কুর	বেদগর্ভ
৯ নন্দী	প্রভাকর	২০ বিষ্ণু	দৈত্যারি
১০ দেব	কেশব	২১ আঢ্য	ত্রিলোচন
১১ কুণ্ড	অধিপতি	২২ নন্দন	উষাপতি।

কুলীন।

কুলীন ৯ প্রকার যথা—১ মুখ্য, ২ জন্মমুখ্য, ৩ বাড়ীমুখ্য, ৪ কনিষ্ঠ ছভায়া, ৫ মধ্যাংশ, ৬ তেওজ-কনিষ্ঠ, ৭ দ্বিতীয় পুত্র-ছভায়া, ৮ দ্বিতীয় পুত্র ৭ম মধ্যাংশ ও ৯ দ্বিতীয় পুত্র তেওজ।

দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বঙ্গজ মধ্যে প্রধানতঃ তেরটী দোষ আছে, সে কয়েকটীর নাম যথা—

দেবী, গৌরী, গঙ্গা, ভৈরবী, ভাস্করী, বলায়ী, চণ্ডীদাসী শ্রীনাথী, শ্রীকরী, বিষ্ণুদাসী, হৃদয়দাসী, কন্দর্পী ও সতানন্দী।

এই দোষগুলি ১২ পর্য্যায় পর্য্যন্ত বিশেষ ধরাধরি ছিল না। ১৩ পর্য্যায় অবধি বিশেষ ধরাধরি ও আঁটাআঁটি হয়।

এই সময়ে পুরন্দর (খাঁ) বসু এক নিয়ম করেন যে, কোন ব্যক্তিই আর সমান পর্য্যায়ের বর ও কন্যা ব্যতীত বিবাহ দিতে পারিবেন না। তদবধি সমান সমান পর্য্যায়ে বর ও কন্যায় পাণিপীড়ন হইয়া আসিতেছে। পুরন্দর বসু দেবীবর ঘটকের সমসাময়িক লোক ছিলেন।

দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণ সামান্যতঃ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত; প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় মৌলিক। ঘোষ, বসু, মিত্র—এই তিন ঘর কুলীন কায়স্থ। মৌলিকের বিষয় পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। মৌলিক আবার দ্বিবিধ, সিদ্ধ ও সাধ্য। দে, দত্ত, কর, সিংহ, সেন, দাস, গুহ, পালিত এই আটঘর সিদ্ধ মৌলিক। এবং সোম, রুদ্র, পাল, নাগ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, ভদ্র, রাহা, কুণ্ড, ধর, চন্দ্র, নন্দী, শীল, নাথ, রক্ষিত, আইচ প্রভৃতি যে বাহাত্তর ঘর কায়স্থ আছেন, তাঁহারা সাধ্য মৌলিক। সাধ্য মৌলিকেরা মর্য্যাদা-বিষয়ে সিদ্ধ মৌলিক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সিদ্ধ মৌলিকেরা সন্মৌলিক.

ও সাধ্য মৌলিকেরা বাহাত্তুরিয়া বলিয়া সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণের বিবাহের স্থূল ব্যবস্থা এই;—কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্রকে কুলীনকন্যা বিবাহ করিতে হয়; মৌলিককন্যা বিবাহ করিলে তাঁহার কুলভ্রংশ ঘটে। কিন্তু প্রথমতঃ কুলীনকন্যা বিবাহ করিয়া মৌলিককন্যা বিবাহ করিলে কুলের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কুলীনের অপর পুত্রেরা মৌলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন, এবং সচরাচর তাহাই করিয়া থাকেন। মৌলিকমাত্রের কুলীন পাত্রে কন্যাদান ও কুলীনকন্যাবিবাহ করা আবশ্যক, কিন্তু মৌলিকে মৌলিকে আদান প্রদান হইলে, তাদৃশ আদান প্রদানকারীদিগকে কায়স্থসমাজে কিছু হেয় হইতে হয়। পর্য্যায়বন্ধনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ নিতান্ত বিরল ছিল না, এবং নিতান্ত দোষাবহ বলিয়াও পরিগৃহীত হইত না।*

দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ কুলীনের আদ্যরস।

মৌলিকেরা কুলীনের দ্বিতীয় পুত্র প্রভৃতিকে কন্যাদান করিয়া থাকেন। কিন্তু কতিপয় মৌলিক পরিবারের সঙ্কল্প এই, যে, নের জ্যেষ্ঠপুত্রকে কন্যা দান করিতে হইবেক।

কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রথমে মৌলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন

---

* মিত্রবংশের উপরে যে প্রবাদবাক্য আছে তাহা এই—
মুড়ালে মাথা উঠিবে চুল, মুস্তফীর হবে না কথন কুল।
গোঁড়পাড়ার নন্দকিশোর হেবগ্রামের পাঁচু।
আর যত মিত্র আছেন কচু [illegible]র ঘেঁচু॥

না, কুলীনকন্যাবিবাহ দ্বারা যাঁহার কুল রক্ষা হইয়াছে, মৌলিক কায়স্থগণ তাঁহাকে কন্যাদান করেন। কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্র এইরূপে মৌলিকগৃহে যে দ্বিতীয় সংসার করেন, তাহার নাম আদ্যরস; আর যে সকল মৌলিকের গৃহে এইরূপ বিবাহ হয়, তাঁহাদিগকে আত্মরসের ঘর বা কুলপালক শব্দে নির্দ্দেশ করে। কুলপালকেরাই প্রায় সমাজের অধিপতি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত থাকেন। ইহাঁদিগের সন্তানগণ যে সভায় উপস্থিত থাকেন সে সভায় সর্ব্বাগ্রে তাঁহারাই মাল্যচন্দন প্রাপ্ত হইয়া থাকের। ঐ সকল কার্য্যে তথায় তাঁহারা যজ্ঞেশ্বরস্বরূপ।

দৌহিত্রগণের মুখ্য কুলমর্য্যাদাপ্রাপ্তি হেতু অদ্যরসের মৌলিক ঘরের সম্মান অধিক হয়, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে সভামধ্যে পূজা প্রাপ্ত হন। এই অভিমানটুকু অছে বলিয়াই ইহাঁদিগের সমাজবন্ধনের গ্রন্থি বিশেষ কঠিন হইয়া আছে। এমন কি, অনেক সময়ে ভগিনীপতিকে শ্যালকের বিবাহের জন্য উৎকণ্ঠিত হইতে হয়। শ্যালক যদি কুলীনের কন্যা বিবাহ না করিতে পারেন, তবে ভগিনীপতির কুল পর্য্যন্ত দূষিত হয়।

মুখ্য কুলীন—

কায়স্থের মুখ্য ও গৌণ কুল।

মুখ্যকুলীন চারি প্রকার। ১ জন্মমুখ্য, ২ বাড়ীমুখ্য, ৩ সহজ-মুখ্য ও ৪ কোমলমুখ্য।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রথম সন্তান, জন্মমুখ্য, দ্বিতীয় পুত্রের প্রথম সন্তান বাড়ীমুখ্য। সৎক্রিয়া ব্যতীত বাড়ীমুখ্য উপাধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

১। বংশের মধ্যে যাঁহারা জন্মানুসারে ধারাবাহিক প্রথম সন্তান বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারাই জন্মমুখ্য।

২। বাড়ীমুখ্য—জন্মমুখ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র। ইহাঁরা সংকার্য্য দ্বারা এই সম্মানটী প্রাপ্ত হন। সংকার্য্য না করিলে এইরূপ মর্য্যাদা পাইবার যোগ্য বলিয়া সমাজমধ্যে পরিগণিত হইবার অধিকারী নহেন।

৩। সহজমুখ্য—বাড়ীমুখ্যের প্রথম পুত্র সহজ সংজ্ঞার অধিকারী এবং সংক্রিয়া দ্বারা জন্মমুখ্যের সদৃশ হয়েন।

৪। কোমলমুখ্য—জন্মমুখ্যের চতুর্থ সন্তানকে কোমলমুখ্য কহা যায়। উত্তমরূপে আদান প্রদান না করিতে পারিলে ইহাঁরাও কোমলমুখ্যরূপ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন না।

গৌণকুল বা অপেক্ষাকৃত ন্যূনমর্য্যাপন্ন কুলীন।

মধ্যাংশ—জন্মমুখ্যের পঞ্চমাদি সন্তানগণ মধ্যাংশ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

মধ্যাংশ তেওজ—বাড়ীমুখ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রকে মধ্যাংশ তেওজ কহে।

ছভায়া—কোমলমুখ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তানের নাম ছভায়া। গৌণকুলীন মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায়, এজন্য ঐগুলি পরিত্যাগ করা গেল। যাঁহার এ বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি আবশ্যক, তিনি কায়স্থকৌস্তভ, কায়স্থপ্রদীপ, কায়স্থদীপিকা ও শব্দকল্পদ্রুম দেখিবেন।

এইগুলি লইয়াই দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের আস্তরসের রসগ্রহ হয়। দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের জ্যেষ্ঠ পুত্রে কুলমর্য্যাদা অধিক। বঙ্গজদিগের আস্তরস নাই, এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারা কুলরক্ষা বা

কুলক্ষয় হয় না, এবং শ্যালকের কুলরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইতেও হয় না, সকলেই স্ব স্ব প্রধান। নিজ নিজ দোষ গুণের ভাগী নিজেই। তন্নিবন্ধন অন্যের কুল ক্ষয় বা বৃদ্ধি পায় না। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় সহিত বঙ্গজদিগের এইমাত্র প্রভেদ, নতুবা অন্য কোন বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না।

এক্ষণে দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বঙ্গজে পরস্পর আদান প্রদান চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। দিনাজপুরে দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ আছে।

দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের এক শাখা উড়িষ্যায় বাস করিয়াছেন। বঙ্গদেশের কায়স্থগণ তাঁহাদিগকে কটকী কায়েত শব্দে নির্দ্দেশ করেন। কটকী ও উড়িয়া কায়েত পরস্পর পৃথক্ পদার্থ। উড়িয়া কায়েতদিগের উপাধি মাইতি। কটকী কায়েতদিগের উপাধি ঘোষ, বসু, মিত্র ও দত্তাদি। কটকী কায়েতদিগকে উড়িয়া কায়েতগণ "কেরা বণ্ডাড়ী" স্থলবিশেষে "বণ্ডাড়ী বাবু" শব্দেও নির্দ্দেশ করে। সেটা ভয় বা সম্মান হেতু বলিয়া থাকে। কটকী কায়েতদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের আদান প্রদান হইয়া থাকে। রঙ্গপুর জিলার মাহিগঞ্জের জমীদার-গণ কটকী কায়েত, কিন্তু ইহাঁদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের সহিত পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। সুতরাং ইহাঁরাও দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ। খানাকুলের সর্ব্বাধিকারীরা পূর্ব্বে কটকী কায়েত শব্দে অভিহিত হইতেন। সর্ব্বাধিকারী উপাধিটী নবাবদত্ত। এই উপাধি সামান্য নহে, প্রধান মন্ত্রিপদের পরিচায়ক। খানাকুলের বসু বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ধারা-বাহিক ক্রমে উড়িষ্যার নবাবদিগের প্রধান সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন এবং দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টারী প্রভৃতি

যাবতীয় প্রধান কার্য্যে তাঁহাদিগের সর্ব্বতোমুখী কার্য্যকারিতা থাকিত বলিয়া নবাবের নিকট হইতে সর্ব্বাধিকারী এই শ্রেষ্ঠ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। নবাবদত্ত উপাধি কেবল নিজস্ব নহে। উহা উত্তরাধিকারিত্বে সংক্রমিত হয়। তদনুসারে সকলেই অবাধে পূর্ব্বপুরুষদিগের উপাধি পাইয়া আসিতেছেন।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থগণের মধ্যে যে সকল মহাপুরুষ অতিশয় বিখ্যাত, তাঁহাদিগের নামাদির বিবরণ যথা—

ঘোষবংশে (১) মকরন্দ মূল। (২) ভবনাথ ও সুভাষিত। ভবনাথ বঙ্গজ কায়স্থের আদিপুরুষ। (৩) সুভাষিত দক্ষিণ রাঢ়ীদিগের আদিম ব্যক্তি। কেহ কেহ তৎপুত্র (৪) চতুর্ভুজকেও আদি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মকরন্দের অধস্তন অষ্টম পুরুষ নিশাপতি ও প্রভাকর অতি প্রসিদ্ধ।

বসুবংশে (১) দশরথ মূল। (২) কৃষ্ণ ও পরম—পুত্র। কৃষ্ণ বসুর পুত্র ভব (৩), তৎপুত্র হংস (৪), হংসসন্তান শক্তি, মুক্তি ও অলঙ্কার বসু (৫)। মুক্তি মাইনগরের বসু। (৫) অলঙ্কারপুত্র মধু (৬), তৎপুত্র গুণাকর (৭), পৌত্র অনন্ত (৮)।

(১) দশরথপ্রমুখ (২) পরম-বংশ—পুত্র (৩) লক্ষ্মণ ও পূষণ। (৪) পূষণ পুত্র দিবাকর। পৌত্র (৫) বাহুবট। প্রপৌত্র (৬) মনোপদ্ম। বৃদ্ধপ্রপৌত্র (৭) অহঃপতি। অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র (৮) সুরেন্দ্রনারায়ণ। বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র (৯) শ্রীকণ্ঠ। অধস্তন (১০ম) থাক। অধস্তন (১১শ) চক্রপাণি। (১২শ) মার্কণ্ডেয়। (১৩শ) উমাপতি। (১৪শ) বলভদ্র, ইনি চন্দ্রদ্বীপ-বাসী।

সৌকালীন গোত্র মকরন্দ ঘোষ বংশ—

১ মকরন্দ ঘোষসুত সুভাষিত (বঙ্গজের আদি বল্লালী কৌলীন্য প্রাপ্ত) ও পুরুষোত্তম দক্ষিণ রাঢ়ীর আদি ২। সুভাষিত পুত্র চতুর্ভুজ ৩। তৎসুত গঙ্গাধর ৪। তৎসুত শুভ ৫। তৎসুত রাম, কার্ণ্য, কার্ণ্য বা কালশী ঘোষের আদি, অর্থাৎ কালশী ঘোষের মূল ৬। রাম সুত চাক্রি ৭। তৎসুত অচু ৮। তৎসুত ঈশ্বর ৯। তৎসুত সদাশিব, পদ্মনাভ ও সদানন্দ ১০। পদ্মনাভ সুত শুক্লাম্বর ১১। তৎসুত শঙ্কর, কেহ কেহ শঙ্করকে ঘোষের মূল বলেন বস্তুতঃ রাঘব যশোহর সমাজের প্রধান। কোথাও বা পদ্মনাভ ঘোষের মূল বলিয়া খ্যাত ১২।

পুরুষোত্তম দক্ষিণ রাঢ়ীর মূল। পুত্র ভবনাথ ৩। তৎপুত্র মহাদেব ৪। তৎপুত্র গাভ ৫। তৎপুত্র প্রভাকর ও নিশাপতি জ্যেষ্ঠ আকনা সমাজের নেতা ও নিশাপতি বালী সমাজের নেতা ৬।

গৌতম গোত্র দশরথ বসু বংশ—

১। দশরথ পরম বা অলঙ্কার বঙ্গজ কায়স্থের আদি। ও কৃষ্ণ দক্ষিণ রাঢ়ীর আদি ২। পরম সুত লক্ষ্মণ ও পূষণ বল্লাল কৃত কুলীন ও লক্ষণ ঐ ৩। পূষণ সুত দিবাকর ৪। তৎসুত বাহবট ৫। তৎসুত তমোপহ ৬। তৎসুত অহঃপতি ৭। তৎসুত বনমালী ও পুরেন্দ্র ৮। বনমালী সুত চাক্রি ও মধুসূদন ৯। চাক্রি সুত বিকর্ত্তন ১০। তৎসুত কোক ১১। তৎসুত গোবিন্দ ১২। তৎসুত পৃথ্বীধর, ও বৎসর ১৩। বৎস সুত রাঘব, ও ভাস্কর ১৪। ৯। মধুসূদন সুত মুক্তিরাম ১০। তৎসুত গাভ, গাভ বসুর আদি ১১।

৮। পুরেন্দ্র সুত ভাগ্রি ৯। তৎসুত থাক ১০। তৎসুত কন্দর্প, ও চক্রপানি, চক্রপানি ১১। কন্দর্প সুত মার্কণ্ডেয় ১২। তৎসুত উষাপতি ১৩। তৎসুত বলভদ্র ১৪। ইনি চন্দ্র দ্বীপ বাসী। চন্দ্রদ্বীপ বরিশাল জিলার অন্তর্গত একটী পরগনা রাজধানী ও প্রধান সমাজ। বলভদ্র সুত রাজা পরমানন্দ রায় ১৫। তৎসুত রাজা জগদানন্দ রায় ১৬। তৎসুত রাজা কন্দর্প নারায়ণ রায় ১৭। তৎসুত রাজা রামচন্দ্র রায়, রাঘবেন্দ্র ও রামজীবন ১৮। রাজা রামচন্দ্র যশোহর নগরের বিখ্যাত প্রতাপাদিত্যের কন্যা ইন্দুমতীর পাণিগ্রহীতা তৎপুত্র রাজা কীর্ত্তি নারায়ণ রায় ও রাজা বাসুদেব নারায়ণ রায় ১৯। বাসুদেব সুত রাজা প্রেমনারায়ণ রায় ২০। তৎসুত রাজা উদয় নারায়ণ রায়। ইনি বরিশালের অন্তর্গত মাধবপাশার রাজা ২১।

কৃষ্ণ বসু বংশ—

দক্ষিণ রাঢ়ীর আদি—

কৃষ্ণ সুত ভবনাথ ৩। তৎপুত্র হংস ৪। তৎপুত্র শক্তি বাগাণ্ডার বসু, মুক্তি ও অলঙ্কার বসু মাইনগরের বসু ৫। মুক্তি সুত দামোদর ৬। তৎপুত্র অনন্ত ৭। তৎসুত গুণাকর ৮। তৎপুত্র লক্ষণ ও শ্রীপতি ৯। লক্ষণ সুত মহীপতি ১০। তৎপুত্র মহামতি ১১। তৎপুত্র ঈশান ১২। তৎপুত্র পুরন্দর খাঁ ১৩। ইনিই কায়স্থ কুলের পর্য্যায় বন্ধন করেন।

৯। শ্রীপতি সুত যজ্ঞেশ্বর ১০। তৎপুত্র ভবানী ১১। তৎপুত্র গুণরাজ খাঁ ১২। ইহার সহিত (১৩শ) পুরন্দর খাঁর ভ্রাতৃপুত্র সম্বন্ধ। পর্য্যায় বন্ধনকালে উর্দ্ধতন ১৩ পুরুষ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সৌদ্‌গল্য গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত বংশ—

পুরুষোত্তম সুত নারায়ণ ২। তৎসুত মুরারি ৩। তৎসুত .. ৪। তৎসুত পুরন্দর ৫। তৎসুত গোবিন্দ ৬। তৎসুত মেদিনী ৭। তৎসুত কুশী ৮। তৎসুত মুক্তি ৯। তৎসুত বীর ১০। তৎসুত ঈশ্বর ১১। তৎসুত কার্ত্তিক ১২। তৎসুত গণপতি ১৩। তৎসুত বেদগর্ভ ও আনন্দ ১৪। তৎসুত রাজীব ১৫। তৎসুত প্রসাদ, জালালপুরে বাস ১৬। তৎপুত্র মণিরাম ও রাম ১৭। মণিসুত রাম কিশোর ১৮। তৎসুত কমলাকান্ত ১৯। তৎসুত কৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ ও গোপীনাথ ২০। কৃষ্ণ সুত বঙ্কু ও নবীন ২১। বঙ্কু সুত যোগেন্দ্র ২২। নবীন সুত যতীন্দ্র ২২। তৎসুত ভূলু ২৩। প্রাণকৃষ্ণ সুত মথুরানাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র ২১। মথুরানাথ সুত ললিত ও মোহিত দত্ত স্বদেশ হিতৈষী লোক ২২। ঈশ্বর সুত হরি, রাই ও চারু নেত্র ২২। গোপীনাথ সুত প্রসন্ন ও রাজ ২১। প্রসন্ন সুত অক্ষয় ও সুরেশ ২২।

১৭। রাম সুত বলরাম ১৮। তৎসুত ব্রজ ১৯। তৎপুত্র রাধা মোহন ২০। তৎসুত ফকির ২১। তৎসুত বিরাজ ২২।

১৪। আনন্দ সুত রতিবল্লভ ১৫। তৎসুত রামেশ্বর, বাস পুঁড়া ১৬। তৎপুত্র রামদেব ১৭। নন্দরাম ১৮। সীতারাম ১৯। তৎপুত্র ভৈরবচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও আনন্দচন্দ্র ২০। ভৈরব সুত হরমোহন, হরি মোহন ও ভুবনমোহন ২১। হর সুত পূর্ণ চন্দ্র দত্ত হাইকোর্টের ট্রেনশ্লেটর ২২। হরি সুত চন্দ্রকান্ত ২২। ভুবন সুত ফণিভূষন ও দুর্গাচরণ ২২।

বিশ্বোমিত্র গোত্রীয় কালিদাস মিত্র বংশ—

কালিদাস সুত অশ্বপতি ও শ্রীধর ২। অশ্বপতি সুত তারা-

পতি ৩। শ্রীধরের পুত্র (৩য়), পৌত্র (৪র্থ), প্রপৌত্র (৫ম) বৃদ্ধ প্রপৌত্র (৬ষ্ঠ) ও অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র (৭ম), এই কয় পুরুষ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন না। তন্নিবন্ধন তাহাদিগের নাম কুল প্রদীপে নাই। শ্রীধরের বৃদ্ধাতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র (৮ম) ধুঁই ও গুঁই অতি প্রসিদ্ধ। ঐকয় পুরুষ অপ্রসিদ্ধ হেতু কেহ কেহ বলেন—

দত্ত পুলের নন্দরাম, গোঁড় পাড়ার পাঁচু।
আর সব মিত্র যারা, কচু আর ঘেঁচু॥
মুড়ালে মাতা উঠিবে চুল, কিন্তু মুস্তফীর না হবে কুল।

দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থের বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ সমাজ স্থান।

	সমাজের নাম।	কোন জিলা বা পরগণা।	কৌলীন্য-মর্য্যাদা।
		যশোহর জিলা	ঘোষবংশ মুখ্যী কুলীন
১	জঙ্গলবাদাল	ঐ	বসুবংশ ঐ
১	বেভাগদ্দী	ঐ	বসুবংশ ঐ
১	কুমরিয়া	ঐ	ঘোষবংশ ঐ
	দাঁতিয়া	ঐ	মিত্রবংশ পূর্ব্বে কুলীন ছিলেন পরে গোষ্ঠীপতি বলিয়া অভিমান করেন বস্তুতঃ মৌলিক।
২	হরিতালী	ঐ	বসুবংশ মুখ্যী কুলীন
২	গুণানী	ঐ	ঘোষবংশ ঐ
৩	পোঁজে	ঐ	বসু কুলীন কিন্তু মুখ্যী কুলের সমকক্ষ নহেন।
৩	গুয়াতলী	ঐ	মিত্রবংশ কুলীন।

	গ্রাম	জেলা	বংশ
৪	সিঙীহাড়িঘরা	ঐ	মিত্র, (দত্ত চৌধুরী)
	নপাড়া	ঐ	দেব, (মুড়াগাছা)
	দিঘোড়	ঐ	ঐ
	বিভাগদী	ঐ	দত্ত
	শেখহাটী	ঐ	দত্ত
	সিরিজদিয়া	ঐ	সেন (দিগঙ্গা)
৫	সিদ্ধিপাশা ও কালিয়া	ঐ	দত্ত (বালির দত্ত) বালি হুগলী জিলা
	কাতার, হাটখোলা	কলিকাতা	
	বাড়লী	যশোহর	দেব (মুড়াগাছার নপাড়ার জ্ঞাতি)

বালীর দত্ত কুলের কথা শিবলা মুড়াগাছা,
যার দ্বারেতে হাতী বাঁধা তার সব কাজেতে ঢাকা।

বোধখানার চৌধুরী	ঐ	দেব	ঐ	সমাজে মান্য।
উত্তরপাড়া	খুলনা জিলা	নিয়োগী	ঐ	ঐ
আলতা পোল	যশোহর	মল্লিক	ঐ	ঐ

এই তালিকা শ্রীযোগেন্দ্র লাল রায় চৌধুরী প্রদত্ত;
সাং নওপাড়া জেলা যশোহর।

ঘোষ বংশজ—রাজঘাট গ্রামে বাস, জিলা যশোহর। নপাড়া রেল ষ্টেশনের সন্নিকট। ইহারা আকনার ঘোষ।

মিত্র বংশজ—উক্তগ্রামে ইহাদিগেরও বাস। ইহারা শিঙ্গিয়ার মিত্র বলিয়া কথিত আছে।

দত্ত—ছুটীপুর গ্রামে বাস জেলা যশোহর। ইহারা সম্মানিত।

দত্ত—বেভাগদী গ্রামে বাস (কনকিয) ইহাদের উপাধি রায় চৌধুরী।

দত্ত—নড়াইল গ্রামে বাস ইহারাও রায় চৌধুরী। নড়াইলের বাবুরা এই বংশীয়।

মজুমদার—তেঁতুলিয়া গ্রামে বাস। যশোহর।

বসু—শ্রীরধপুর গ্রামে বাস, ইহারাও কুলীন। ঐ

মিত্র—ঘোলখাদা গ্রামে বাস, ইহারা মধ্যাংশ কুলীন। মাগুরা।

ধর—ঘোলখাদার ধর, অনেক লোক এই বংশীয় এক গ্রামে বাস করেন। ঘোল খাদা মাগুরা মহখুমার অন্তর্গত।

১	অম্বিকাকালনা	বর্দ্ধমান মল্লিক	বসুবংশ।
গোদাগোবিন্দবাটী	ঐ	ঐ	বসুবংশ মুখ্যীকুলীন।
কাইগ্রাম মুন্সী	ঐ	ঐ	ঐ
আকালপৌষ মল্লিক	ঐ	ঐ	ঐ
(দাসপুর	জিলা	হুগলী	ঐ
তেঁতুলে বলাগড়	জিলা	হুগলী	মিত্র।
শুঁড়ো (কলিকাতা)	ঐ	২৪ পরগণা	ঐ
চৌগাছা	যশোহর		ঘোষ।
সভাবাজার (রাজগোষ্ঠী)	কলিকাতা		দেব।
টাকীর মুন্সী	২৪ পরগণা		

(বর্দ্ধমান পূর্ব্বস্থলীর দোগেছের রায়। গোষ্ঠীপতি।

এই তালিকা শ্রীশশধর ঘোষ প্রদত্ত।

গুহবংশ সাং রাজঘাট—জেলা যশোহর।

গুহবংশ বিরাট বা দাশরথি আদিপুরুষ (১ম) তৎপুত্র নারায়ণ (২য়)। পৌত্র দশরথ (৩য়)। প্রপৌত্র লক্ষ্মণ ও ভরত (৪র্থ)। লক্ষ্মণ সুত হাড় ৫। তৎসুত রুদ্র ৬। তৎসুত শ্রীশ্রীচণ্ডেশ্বর ৭। তৎসুত গোবিন্দ ৮। তৎসুত এড়ু, ইনি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ৯। ভরত সুত

নীলাম্বর (৫ম)। তৎপুত্র সাঞ্জি, ও ভাগ্যবান্ (ভাগু) (৬ষ্ঠ)। সাঞ্জি-সুত তপন ৭। তপন-সুত কেশ ও শঙ্কর ৮। কেশসুত বিদ্যাধর গুহ ৯। শঙ্করসুত আশ ও বিনোদ ৯। আশসুত গজপতি (১০ম)। তৎসুত ছকড়ী ও চতুর্ভুজ (১১শ)। ছকড়ী-সুত রামচন্দ্র (১২শ)। রামচন্দ্রের তিন পুত্র—ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ (১৩শ)। ইহাঁরা দাশরথি হইতে ধারাবাহিক অধস্তন-পুরুষ। ইহাঁদিগের উপাধি রায়। ভবানন্দ-সুত বিক্রমাদিত্য (১৪শ)। তৎপুত্র প্রতাপাদিত্য * ও ভূপতি (১৫শ)। প্রতাপসুত মুকুটাদিত্য ও উদয়াদিত্য প্রভৃতি একাদশ ব্যক্তি (১৬শ)। মুকুটাদিত্য সুত রামেশ (১৭শ)। ভূপতিসুত মুকুটমণি ১৬শ।

(১৩শ) গুণানন্দ-সুত জানকীবল্লভ, রাজা বসন্তরায় ও বাসুদেব (১৪শ)। বসন্তপুত্র গোবিন্দ রায়, রাঘব রায়, কচু রায় বা চন্দ্রশেখর বা চাঁদ রায় ও রামকান্ত (১৫শ)।

যশোহরের রাজা চাঁদরায়ের বংশ।

১৫। রাজা চাঁদরায় সুত রাজা রাজারাম ১৬। তৎসুত রাজা নীলকণ্ঠ জ্যেষ্ঠ। তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র মৃত, কনিষ্ঠ শ্যামসুন্দর রায় ১৭। রাজা নীলকণ্ঠ জ্যেষ্ঠ রাজ্যের নয় আনা অংশ এবং কনিষ্ঠ রাজা শ্যামসুন্দর সাত আনা অংশ পাইয়াছিলেন।

---

* প্রতাপাদিত্য ভারত বিখ্যাত। যথা—

যশোহর নগর ধাম প্রতাপাদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাৎশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ। ইত্যাদি ভারতচন্দ্র কৃত মানসিংহ গ্রন্থ দেখ।

যশোহরের রাজবংশের নয় আনী শাখা।

১৭ রাজা নীলকণ্ঠ সুত মুকুন্দদেব বাস ঘোড়গাছী ও ব্রজ মোহন নয় আনীর পনের পাই ভাগী, বাস নূরনগর ও মানিক-পুর ১৮। মুকুন্দসুত কৃষ্ণদেব ১৯। তৎসুত গোবিন্দদেব ২০। তৎসুত নৃসিংহদেব (দত্তক) ও রঘুদেব (দত্তক) ২১। নৃসিংহসুত বৈকুণ্ঠনাথ (দত্তক) ২২। তৎসুত রাজেন্দ্র নাথ (দত্তক) ২৩। তৎসুত গিরীন্দ্র নাথ ২৪।

২১। রঘুদেব সুত শ্রীকণ্ঠ—দত্তক ২২। তৎসুত বরদাকণ্ঠ ২৩। তৎসুত শ্রীযতীন্দ্র মোহন ২৪।

নয় আনীর পনের পাই শাখা।

১৮। রাজা ব্রজমোহন রায় নিবাস মানিক পুর সুত হরিদেব ও যুগলকিশোর ১৯। হরিদেব সুত আনন্দচন্দ্র ২০। তৎসুত ঈশ্বরচন্দ্র; প্রসন্নচন্দ্র ও গিরিশ চন্দ্র ২১। ঈশ্বরসুত যজ্ঞেশ্বর ও ক্ষীরোদ ২২। যজ্ঞেশ্বর সুত নলিনীরঞ্জন ও পুলিনরঞ্জন ২৩।

২১। প্রসন্নচন্দ্র সুত দক্ষিণাপ্রসাদ ২২। সুচারু চন্দ্র ২৩।

২১। গিরিশ চন্দ্র সুত প্রভাত চন্দ্র ও ফণী ভূষণ ২২।

১৯। যুগলকিশোর সুত গৌরচন্দ্র ২০। তৎসুত চন্দ্রকুমার ২১। তৎসুত ললিতকুমার ২২। তৎসুত অনন্তকুমার ও অশ্বিনী কুমার ২৪।

যশোহরের রাজবংশের সাত আনী।

১৭। রাজা শ্যামসুন্দর রায় বাস নূরনগর সুত শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণকিঙ্কর, ও নন্দকিশোর বাস কাটুনে ১৮। শ্রীকৃষ্ণ সুত শুকদেব ১৯। তৎসুত গুরুপ্রসাদ (দত্তক) ২০। তৎসুত প্রাণ

কালী ২১। তৎসুত ভুজঙ্গভূষণ ১২। কৃষ্ণকিঙ্করসুত হরেকৃষ্ণ ও প্রাণকৃষ্ণ বাস নূরনগর ১৯। হরেকৃষ্ণসুত বৈদ্যনাথ ২০। তৎসুত ক্ষিতীনাথ ২১। তৎসুত নগেন্দ্র নাথ B.A., B.L., Munsiff ২২। তৎসুত নৃপেন্দ্র নাথ ২৩। প্রাণকৃষ্ণ ১৯। নূরনগরের রাজা সুত দেবনাথ, কালীকুমার, প্রতাপনাথ ও প্রসন্ননাথ ২০। দেবসুত সুরথ নাথ (উকীল) ২১। কালীসুত যোগীন্দ্র নাথ B.A., ২১। প্রতাপসুত নৃপেন্দ্র নাথ ২১। প্রসন্নসুত মুনীন্দ্র নাথ ও ফণীন্দ্র নাথ।

কাটনের রাজা—নন্দকিশোর রায়ের ধারা।

১৮। নন্দকিশোরসুত রাধানাথ ১৯। তৎসুত রামনারায়ণ ২০। তৎসুত জগদীশনারায়ণ, জয়নারায়ণ, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ২১। জগদীশ সুত সিতাংশুভূষণ ২২। জয়নারায়ণ সুত অন্নদাতনয় ২২। তৎসুত যতীন্দ্র, মতীন্দ্র, শৈলেন্দ্র ২৩। ব্রজেন্দ্রসুত রমেশ চন্দ্র ২২।

১৫। রমাকান্ত রায় বংশ।

(বাস পুঁড়া)

রমাকান্তসুত গোপীনাথ ১৬। তৎসুত রামশঙ্কর ১৭। তৎসুত কীর্ত্তিচন্দ্র ও গৌরাঙ্গ চন্দ্র ১৮। কীর্ত্তিচন্দ্রসুত বৈদ্যনাথ বাস খোড়গাছী ও রামসুন্দর বাস ঐ ১৯। তৎসুত গোপাল ২০। তৎসুত শ্রীনাথ ২১। তৎসুত নবকৃষ্ণ ও যাদবকৃষ্ণ ২২। রামসুন্দরসুত রামচন্দ্র ২০।

১৮। গৌরাঙ্গ চন্দ্র বাস পুঁড়া। সুত শিবনাথ খোড়গাছী, রামকুমার, হরচন্দ্র বাস বহরমপুর ও দ্বারকানাথ বাস ঢাকা শ্রীনগর ১৯। শিবনাথ সুত প্রতাপ, বিপিন ও প্রিয় ২০।

প্রতাপসুত জগদীশ ও অখিল ২১। বিপিনসুত কুঞ্জ ২১। প্রিয়সুত মনোমোহন ও রমণীমোহন ২১। রামকুমার সুত বৈকুণ্ঠনাথ ২০। তৎসুত অশ্বিনীকুমার ২১। হরচন্দ্র সুত কিশোরী ও রাইমোহন ২০। কিশোরীসুত কৃষ্ণকিঙ্কর ও চন্দ্রনাথ Engineer ২১। কৃষ্ণসুত কালিদাস ২২। ২১—চন্দ্রনাথসুত নলিনী ২২। ২০—রাইমোহন সুত কেদারনাথ ও সতীনাথ ২১।

টাকীর জমীদার মুন্সী কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী বঙ্গদেশীয় জমীদারদিগের মধ্যে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ।

চন্দ্রদ্বীপের গুহবংশের ভাগ্যবান্ (বা ভাণ্ড) (৬ষ্ঠ)। তৎপুত্র গুণ্ড (৭ম), পৌত্র উদয় (৮ম), প্রপৌত্র গোবিন্দরাম ও নরপতি (৯), গোবিন্দ সুত মেলক (১০ম), নরপতি সুত শ্রীনাথ (১১শ), শ্রীনাথ সুত জিতামিত্র (১২শ), জিতামিত্র সুত সৃষ্টিধর (১৩শ)। ইনি মগ ও ফিরিঙ্গীদিগকে জয় করিয়া দেশমধ্যে ঠাকুর উপাধি লাভ করেন; তদবধি এই বংশের অধস্তন ব্যক্তিবর্গ ঠাকুরতা উপাধিতে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণের উপাধি হইতে বিশেষ করিবার জন্য 'তা' এই অক্ষরটী সংযোজিত হইয়াছে। গুণবাচকে "ত্ব" ও "তা" হইয়া থাকে।

দত্তবংশে নারায়ণ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন না। ইনি পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র।

দত্ত সমাজের মধ্যে বালীর দত্তই শ্রেষ্ঠ এবং সমুদায় দত্ত সমাজের নেতা ও আদি। বালীর দত্ত উপলক্ষমাত্র, নতুবা সকল দত্তকেই নিষ্কুল করা হয়।

"ঘোষ বসু গুহ মিত্র কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি॥" কায়স্থকৌস্তুভ।

এই কথা দ্বারা নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কান্যকুব্জাগত বিপ্রপঞ্চকের সহিত যে পুরুষোত্তম দত্ত আসিয়াছিলেন, তিনি কদাচ ভৃত্যভাব অস্বীকার করেন নাই। সাত আট পুরুষ পরে যখন কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদত্ত হয় এবং যখন দত্তেরা বালীর দত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তখনই নিম্নলিখিত কথা হয়। যথা—

"দত্ত কারো ভৃত্য নয় সঙ্গে আগমন।
বিপ্র সঙ্গে থাকি করি তীর্থ পর্যাটন॥" কায়স্থকৌস্তুভ

যদি দেশভ্রমণমাত্রই তাঁহার অভীষ্ট ছিল, তাহা হইলে তিনি কেন অবমানিত হইয়া বঙ্গদেশে থাকিবেন? তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেই পারিতেন। কৌলীন্য-মর্য্যাদা-প্রাপ্তি জন্য ব্যগ্রতা দেখাইলেন কেন? বিশেষতঃ কান্যকুব্জাগত ব্যক্তি হুগলী জিলার অন্তর্গত বালীর দত্ত বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে অবশ্য লজ্জিত হইতেন। তাঁহার অধস্তন পুরুষগণ যখন বল্লালের নিকট কৌলীন্য-প্রাপ্তির জন্য লালায়িত ছিলেন, সেই সময়েই এই কথা রচিত হয়। পুরুষোত্তম দত্ত এ কথা বলিলে রাজা তাঁহাকে কদাচ বাসস্থল দিতেন না। বল্লালের সময় পুরুষোত্তমের অনেক বংশাবলী হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদিগের শাস্তিমানসে দত্তমাত্রকে অকুলীন করিলেন। বালীর দত্ত এই শব্দটী উপলক্ষমাত্র। যদি তাহা না হইবে, তবে কেন দত্তমাত্রের নিষ্কুলতা ঘটিল?

বঙ্গজ কায়স্থ।

গুহ, ঘোষ, বসু কুলীন। পূর্ব্বকালে মিত্রবংশেও কৌলীন্য ছিল। মিত্রগণ একণে মৌলিক মধ্যে পরিগণিত। দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস এই চারি ঘর বঙ্গজদিগের মধ্যে মধ্যম বলিয়া খ্যাত।

অর্থাৎ ইহাঁরা কুলীন ও বাহাত্তুরে উভয় শ্রেণীর মধ্যেই আদান প্রদান করিতে পারেন। কুলীনগণ বাহাত্তুরেদিগের ঘরে কন্যাদান করিতে পারেন না।

সেন, সিংহ, দে ও রাহা এই চারি ঘরকে মহাপাত্র সংজ্ঞায় অভিহিত করে। ইহাদিগের সহিত কুলীনগণের আদান-প্রদানে মর্য্যাদার হানি হয়, কিন্তু একেবারে কুলধ্বংস ঘটে না। তিন পুরুষ এরূপ অকার্য্য চলিলে কুলচ্যুতি ঘটে।

বঙ্গজ সমাজে কর, ধর, ভদ্র, নন্দী, দাঁ (দাম), পাল, চন্দ্র, পালিত, নন্দন, কুণ্ড, সোম (সোঁ), রক্ষিত, আদ্য (আঢ্য), কুরু (কর) ও বিষ্ণু এই কয়েক ঘরকে সামান্য মৌলিক কহে।

এই সাতইশ ঘর ব্যতীত অন্য যত কায়স্থ আছে, তাহার অধিকাংশই দক্ষিণ-রাঢ়ীয় বাহাত্তুরে কায়স্থের মধ্যে অন্তর্ভূত হয়, এজন্য তাহাদিগের পৃথক্ নামোল্লেখ করা গেল না। যেগুলি দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের মধ্যে নাই, তাহাদিগের নাম নির্দ্দেশ করা গেল। যথা—

ভূতক, লাহা, কুন্দ, ক্রন্দ, সুবুদ্ধিদ, হীরা, ঈর্ষা, চম্পক, শুক, অনন্ত (আদো), হল, হরি, কুশ, মাঝি, মালী, হাতী ও অজ্ঞ প্রভৃতি চৌষট্টি ঘর কায়স্থকে চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্তর্গত কহিয়া থাকে। ইহাদিগের অধিকাংশই নিকৃষ্ট কায়স্থের মধ্যে গণ্য।

দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থদিগের মধ্যে যে প্রকার এক একটী কুল পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট গোত্র ভজনা করেন, বঙ্গজদিগের মধ্যে সেপ্রকার গোত্রবন্ধন দেখা যায় না। তবে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রের গোত্র কয়েকটী কতক পরিমাণে স্থিরতর আছে। অর্থাৎ যাঁহারা কুলীন, তাঁহারা দক্ষিণ-রাঢ়ীদিগের মত ঠিক আছেন। যথা, ঘোষ সৌকালীন, গুহ কাশ্যপ, মিত্র বিশ্বামিত্র, ও বসু গৌতম গোত্র।

মৌলিকদিগের মধ্যে দত্ত মৌদ্গল্য, দাস কাশ্যপ, সেন বাসুকি, সিংহ বাৎস্য, দে আলম্যান, নাগ সৌপায়ন ও নাথ পরাশর গোত্র, এই কয়েকটী বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাঢ়ীর মধ্যে সমান আছে। অন্য-গুলির সমতা নাই। বাহাত্তুরে ও চতুঃষষ্টি যোগিনীর মধ্যে নিম্নলিখিত গোত্রগুলি দেখা যায়।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
যথা—কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, আলম্যান,
৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
মৌদ্গল্য, আত্রেয়, বাসুকি, অগ্নিবেশ্য, বশিষ্ঠ, গৌতম, জামদগ্ন্য,
১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯
পরাশর, ঘৃতকৌশিক, বৈয়াঘ্রপদ্য, সৌকালীন, কল্মাষ, সাবর্ণি,
২০
কুশিক। দক্ষিণ রাঢ়ার চুঁচুড়ার সোম ও কলিকাতার চন্দ্র, গোষ্ঠীপতি বলিয়া বিখ্যাত।

এই বিংশতি গোত্র ব্যতীত অন্য গোত্রের বঙ্গজ কায়স্থ নাই। নিম্নলিখিত বংশগুলির মধ্যে বিভিন্ন গোত্র দেখা যায়। যথা—

কুল—অঙ্ক-চিহ্নিত গোত্রভাগী	কুল—অঙ্ক চিহ্নিত-গোত্রভাগী
ঘোষ—২।৩।১৭	চন্দ্র—১।৪
গুহ—১।১৮	বিষ্ণু—২।৪।১২।১৬
দত্ত—১।২।৪।৫।৬।৭।১১	সিংহ—৩।১২।১৫
দাস—১।৬।৭।৮।১২	কর—১।৬।১২।১৩
সেন—৬।৯	দাম—২।৪
দে—১।২।৩।৪।৬।১১।১২।১৪	পাল—৪।১২
কুণ্ড—১।১২	রক্ষিত—৩।৭

পূর্ব্বেই ইহাঁদিগের রাঢ় ও বঙ্গে নিবাস বলা গিয়াছে, তথায় দেখ। কায়স্থগণের বিশেষ বিশেষ বিষয় জানিতে

ইচ্ছা হইলে আচার-নির্ণয়-তন্ত্র, কমলাকর-ভট্ট-কৃত শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব, রাজাবলী ও কায়স্থদীপিকা প্রভৃতি পুস্তক দেখা আবশ্যক।

কায়স্থের পুরোহিত ও নবশায়কের পুরোহিত এক। যাঁহারা শূদ্র-যাজন, শূদ্র-শিষ্য ও শূদ্রের দানগ্রহণ করেন, তাঁহারা বিশিষ্টবংশসম্ভূত হইলেও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্যক্তির নিকট বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন নহেন। সামান্য-কুলজ ব্যক্তির কথা সুদূরপরাহত। কায়স্থের জাতীয় বিচার সম্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র ১০৯—১১২ পৃষ্ঠ এবং ১৫০—১৫৬ পৃষ্ঠ দেখ।

রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রদত্ত কায়স্থের জাতীয় বিচার এই পুস্তকের বিশেষ কাণ্ডে দেখ।

ব্যাসসংহিতার বচনে শূদ্রজাতির মধ্যে নাপিত, কুলমিত্র, অৰ্দ্ধভাগী লাঙ্গুলে দাস (কিঙ্কর কায়স্থাদি সচ্ছূদ্র) গোপালকগণের অন্ন (অর্থাৎ আজ্ঞাপকাদি দূষিত হয় না)।

নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধসীরি গো দাস গোপকাঃ।

শূদ্রাণামপ্যমীষান্তু ভুক্তান্নং নৈব দুষ্যতি॥ ৩ অঃ ৫০ শ্লোঃ। মনু।

এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ হয় যে ব্রাহ্মণগণের ভৃত্য কায়স্থ ব্যতীত অন্যের হইবার বিশেষ অধিকার ছিল না। কারণ শূদ্রের দত্ত কাঁচা বস্তু পকান্নরূপে, পকবস্তু উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা—

"আমং শূদ্রস্য পকান্নং পকমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে।" মনু।

ঔষনসধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থের প্রকৃতি বর্ণিত আছে। উহা বোধ হয় কোন নীচপ্রকৃতিক দুষ্ট ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র দর্শনে লিখিত। জাতিসাধারণের নহে। অথবা প্রক্ষিপ্ত।

কায়স্থ ইতিজীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ।

কাকাল্লোল্যাং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতে রথকৃন্তনং।

আদাক্ষরান্ সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥ ৩ অঃ ৩২ শ্লোঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে যে সকল বচন আছে, তন্মধ্যে একটী কোন কায়স্থবিদ্বেষী পণ্ডিত রচিত ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করা যায়।

কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন খাদিতং।
তত্র নাস্তি কৃপা তস্য দন্তস্তৈব কারণং॥

কায়স্থজাতিকে শূদ্রজাতি হইতে পৃথক্ এক জাতি করিবার জন্ম একটী উদ্ভট শ্লোক কায়স্থ সমাজে প্রচলিত হইতেছে। যথা

গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতুঃ তৃণং ন দর্ভঃ পশবো ন গাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায় সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ॥

সম্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্রে কায়স্থের শূদ্রত্ব সপ্রমাণিত আছে। তথায় দেখ। দত্ত ভৃত্য নহে; ঘোষ, বসু, মিত্র ও গুহ ভৃত্য ও কুলীন, ইহাই শূদ্রত্বের প্রমাণ।

ব্যাসসংহিতার বচন।

ইত্যাদি আদ্যোপান্ত ব্যাসসংহিতা ১ম অঃ। অন্ত্যজ শূদ্রের কথা। কায়স্থ শচ্ছুদ্রারজকশ্চর্ম্মকারশ্চেত্যাদি যমসংহিতা ৫৪ শ্লোক দেখ।

এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণং।

ইতি সম্বন্ধনির্ণয়ে শূদ্রপ্রকরণে কায়স্থের সামান্য বিবরণ।

নবশাখ (বা নবশায়ক)।

১ তিলী ২ মালী ৩ তাম্বুলী* ৪ গোপ ৫ নাপিত ৬ গোছালী*।
৭ কামার ৮ কুমার ৯ পুঁটুলী*—এই নবশাখাবলী॥

---

* ৩। পূর্ব্বকালে বারুই ও তাম্বুলী (তাম্বুলী) এক জাতী ছিল। যাহারা বরজে (তাম্বুল) পানবপন ও রোপণ করিত তাহারাই বরজিয়া। যাহারা বা আরে গৃহস্থপল্লীতে তাম্বুল বিক্রয় করিত তাহারাই তাম্বুলি নামে খ্যাত হয়।

নবশাখেরা কায়স্থদিগের ন্যায় সদাচারসম্পন্ন। ইহাদিগের পুরোহিত ও কায়স্থদিগের পুরোহিত এক।

নবশাখদিগের মধ্যে মর্য্যাদার তারতম্য আছে। সদাচার-সম্পন্ন ও সদ্‌গুণশালী হইলেই প্রায় সম্মানিত হইয়া থাকেন; স্থলবিশেষে বংশানুক্রমিক কুলমর্য্যাদাও দেখা যায়।

গোপজাতি (সদ্গোপ)।

ইহাঁরা আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে এই অনুভব করিতে হইবে যে, ইহাঁরা শূদ্র হইতে সম্মত নহেন। আশঙ্কা এই যে, শূদ্র হইলে বিলাতের লোকের নিকট অনার্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচিত হইতে হয়। বস্তুতঃ সংশূদ্রেরা অনার্য্য নহেন। নিকৃষ্ট ও অন্ত্যজ শূদ্রেরাই অনার্য্যবংশ-সদ্ভূত। যদি একমাত্র উপাধির পরিবর্ত্তন দ্বারা উচ্চজাতি হওয়া যায়, তাহা করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু ইহাঁরা যে সকল অনুমান-প্রমাণ-বলে আপনা-দিগকে বৈশ্য বলাইবার চেষ্টা করেন, সেগুলি অতি দুর্ব্বল।

মথুরা বৃন্দাবন ও গোকুলবাসী গোপগণ বৈশ্য ছিলেন। তাঁহাদিগের উপাধি ঘোষ। নন্দ ঘোষাদি গোরক্ষণ এবং দধি-দুগ্ধাদি বিক্রয় করিতেন, অথচ তাঁহারা দশবিধ-সংস্কার-সম্পন্ন ছিলেন। এক্ষণকার গোপগণের দশসংস্কার মধ্যে একমাত্র বিবাহ ভিন্ন অন্য সংস্কার দেখা যায় না। যদিও কেহ কেহ ধনবত্তাহেতু

বালেশ্বরের রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ দে বাহাদুর তাম্বূলী জাতির মধ্যে বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ৮। গোছালীর সংস্কৃত (বরজিয়া)। ৯। শাখারি, কাঁসারি, মোদক ও গন্ধবণিক পুঁটুলী বাঁধিয়া ব্যবসায় কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে এই জন্য ইহাদের সামান্য সংজ্ঞা পুঁটুলী।

জাতকর্ম্মাদি কয়েকটী সংস্কার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেগুলি অমন্ত্রক ও অবৈধ। বিশেষতঃ সদ্গোপ জাতির মধ্যে শস্যবিক্রয় ও চাষ ব্যতীত কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি-সাধারণ বৈশ্যবৃত্তি দেখা যায় না এবং গুণ-লক্ষণেও বৈশ্য-গুণের অভাব ব্যতীত সদ্ভাব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে গুণ নাই বলিয়াই ইহারা চাষা শব্দে অভিহিত হয়েন। বাণিজ্য পাশুপাল্যাদি বৃত্তি এবং সর্ব্বত্র গমনাগমনপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ আত্মত্যাগস্বীকার বৈশ্যলক্ষণের প্রধান বীজ। এবং গুণলক্ষণে অপ্রধানীভূত সত্ত্ব ও তমোগুণাচ্ছন্ন রজোগুণেরই প্রাধান্য থাকা আবশ্যক। যদিও কেহ কেহ বৈশ্যলক্ষণের কিয়দংশে ভূষিত আছেন সত্য বটে, তথাপি তাঁহারা অধুনা প্রকৃত বৈশ্য নহেন, সমাজে শূদ্র বলিয়াই পরিচিত। শূদ্রেরা যে প্রকার মাসাশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাঁদিগেরও তদ্ব্যবহার চিরপ্রচলিত।

আর এক কথা—যে সকল শূদ্র আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ হইতে বর্ত্তমান পুরুষপর্য্যন্ত জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপের প্রায়-শ্চিত্ত করণ সময়ে আপনাদিগের শূদ্রত্ব স্বীকার করিয়াই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা লইয়া থাকেন এবং তদনুসারে দ্বিজাতি অপেক্ষা অনায়াসসাধ্য স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত করণ দ্বারা পরিত্রাণ পাইয়া আসিতেছেন। কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের অধিকারী, সে ব্যক্তির তাহার অকরণে পাপ জন্মে। সুতরাং পূর্ব্বতন ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য বৈশ্য জাতি শূদ্রত্বপ্রাপ্তিমাত্র শূদ্রবৎ আচার ও ব্যবহারকে ধর্ম্ম্য জ্ঞান করিয়াই তদনুসারে আপনাদিগকে শূদ্র শব্দে অভিহিত

করিয়াছেন। যুগযুগান্তর কাল অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তির দ্বিজাতি-সমুচিত কার্য্যে অধিকার নাই, সুতরাং এই নিয়মানুসারে সদ্গোপেরাও শূদ্র।

বিশেষতঃ মহাবীর পরশুরাম পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করণকালে যে নয় জাতির সাহায্যে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করেন, তন্মধ্যে গোপ সর্ব্বাগ্রগণ্য। যদি সদ্গোপজাতি বঙ্গদেশীয় দুগ্ধ-দধি বিক্রয়-কারক গোয়ালাজাতি হয়, তবে কেন (গোয়ালা) গোপদিগের জল সর্ব্বত্র অনাচরণীয় থাকে? অতএব অবশ্যই কহিতে হইবে যে, সদ্গোপেরাই নবশাখ জাতির প্রথম ও সদাচারসম্পন্ন জাতি।

সদ্গোপজাতি দুই ভাগে বিভক্ত, পূর্ব্বকুল ও পশ্চিমকুল। শূর, নিয়োগী ও বিশ্বাস কুলীন। অন্যেরা মৌলিক। পশ্চিম কুলে কোঙার কুলীন, অন্যেরা মৌলিক। সদ্গোপ-প্রকরণের অতিরিক্ত কুলজী সম্বন্ধনির্ণয় পরিশিষ্ট ৩৮০—১ পৃষ্ঠা দেখ। ইহাদিগের আচার ব্যবহার কায়স্থসদৃশ। এই জাতি যদিও নামে চাষা, কিন্তু কার্য্যে অনেক লোক কার্য্যকুশল, বুদ্ধিমান্ কৃতবিদ্য, উচ্চপদস্থ ও বিশেষ বিশ্বস্ত আছেন। তবে সাধারণ প্রবাদবাক্য যাহা প্রচলিত আছে তাহা যে স্থল-বিশেষে না খাটে এমন নহে। যথা—

> অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে দেবলাবাং ব্রজ গচ্ছতি।
> তথাপি জাতিমাহাত্ম্যাৎ ন চাসা সজ্জনায়তে॥

কায়স্থের যাবতীয় উপাধি শূদ্রমাত্রেই দেখা যায়; নবশাখের বারুজী (বারুই) জাতির মধ্যে মিত্র উপাধি আছে। রাঢ়-দেশে নবশাখতুল্য আগুরী (উগ্রক্ষত্রিয়) জাতি আছে। তাহা-দিগের মধ্যে অগ্রদ্বীপে ও হলদীপাড়ায় বসু উপাধি আছে। এই

জাতিদ্বয়ও সগোত্রে বিবাহ করেন না। শূদ্রের সগোত্রে বিবাহের নিষেধ নাই, অথচ যখন ভিন্ন গোত্রে আবহমান কাল পরিণয়-কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, তখন তাঁহারা অবশ্যই বৈশ্য। এই কথাটী শূদ্রদিগের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইবার মূল সূত্র ও ব্রহ্মাস্ত্র। বস্তুত ইদানীন্তন শূদ্রজাতির পুরুষপরম্পরায় গোত্রের ঐক্য দেখা যায় না। সুতরাং অসগোত্রে এবং সগোত্রে বিবাহের দ্বারা দ্বিজত্বের পুনরাগমন বা বিনাশ হইবে না।

সে যাহা হউক, সদ্গোপ জাতির মধ্যে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, M. D.; L. L. D.; C.I.E. শিক্ষিত সম্প্রদায় চিকিৎসক মধ্যে একজন মহামান্য হইলেও সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ছিলেন না। ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় চাসাই ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নাড়াজোলের রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খাঁন্ বাহাদুর সদ্গোপ জাতির মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ও বিনীত এবং নানাবিধ সৎকার্য্যের জন্য সাধারণের আশীর্ব্বাদ পাত্র।

সদ্গোপেরা কহেন যে, যৎকালে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাজপেয় যজ্ঞ করেন, তখন চারি সমাজের অধিনায়কদিগের নিকট অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক চারি সমাজের অধিপতি হইয়াছিলেন। চারি সমাজ হইতে অর্ঘ্য গ্রহণ না করিতে পারিলে তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞ সমাধা হইত না, এবং তিনি সর্ব্বত্র চারি সমাজের অধিপতি বলাইতে কদাচ সাহসী হইতেন না। ইঁহারা কহেন চারি সমাজ শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। বঙ্গদেশে সদ্গোপ ব্যতীত অন্য কোন জাতির বৈশ্যবৃত্তি নাই দেখিয়া মহারাজা শঙ্কর তরঙ্গের পরম বন্ধু

বিজ্ঞানভিক্ষু নামক একজন সদ্গোপকে বৈশ্যত্বে বরণ করেন। তিনি বৈশ্য উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক মহারাজকে বৈশ্যোচিত অর্ঘ্য প্রদান সহ যথাযোগ্য উপহার দেন। মহারাজও তাঁহাকে বৈশ্য বলিয়া অশীর্ব্বাদ করেন ও সনন্দ দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র, পারিষদ্ হরিরাম (খাঁ) বসু, সুবুদ্ধি ঘোষ, রামনারায়ণ মুস্তফী, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, মুন্সী নবকৃষ্ণ দেব ও হরগোবিন্দ দত্ত-প্রমুখ কায়স্থগণ প্রতিবাদী হয়েন। কায়স্থগণ সমবেত হইয়া, অতি বিনীতভাবে কহিলেন, মহারাজ, যদি সদ্গোপদিগকে আপনি বৈশ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করিতে আপনার বাধা কি? ইহাতেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিরস্ত হইলেন। কায়স্থেরা উদ্মন্তসিংহ ও জগৎশেঠকে উপস্থিত করিয়া কহিলেন, মহারাজকে সিংহ ও শ্রেষ্ঠী মহাশয় অর্ঘ্য দিতে আসিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, উদ্মন্তসিংহ ও জগৎশেঠ-প্রদত্ত অর্ঘ্য পাইয়া পরিতোষ লাভপূর্ব্বক বাজপেয় যজ্ঞ সমাপন করেন। তাহাতেই পরম সদ্গোপেরা বৈশ্যত্বের সনন্দ প্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ হইলেন।

যে প্রমাণবলে সদ্গোপেরা বৈশ্য হইতে চাহেন তাহা এই।

চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি,
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে, শশী ঝাঁপ দেয় দুখে,
যাঁর যশে হয়ে অভিমানী॥ অন্নদামঙ্গল।

চারি সমাজ শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সমাজ নহে এরূপ অর্থ করিলে সৎক্রিয়ান্বিত গণ্য মান্য ব্রাহ্মণমাত্রেই চারি সমাজের অধিপতি হইতে পারেন। নবদ্বীপাধিপতির সভ

হইতে কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় ও প্রাগ্‌জ্যোতিষাদি প্রদেশ (কামরূপ) বাসী ছাত্রগণ প্রশংসাপত্র লইয়া না গেলে তত্তদ্দেশে মহামহোপাধ্যায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন না। অদ্যাপিও ন্যায়শাস্ত্রবেত্তৃগণ নবদ্বীপ-সমাজে কিছুকাল থাকিয়া পাঠ সমাপনপূর্ব্বক প্রশংসা না পাইলে স্বদেশে গিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারেন না। নবদ্বীপাধিপতি বিদ্যাদানে ও বিদ্বান্‌বর্গের সম্মানপ্রকাশে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যরূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন। তাহাতেই তিনি চারি সমাজের অধিপতি শব্দে খ্যাতিলাভ করেন। এই কারণে মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর অসঙ্কুচিতচিত্তে ঐ প্রকার বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চাসার বৈশ্যত্বে ঐ কবিতা খাটে না। যথা—

গোপ—সদ্গোপ (কেবল শস্য বিক্রয় ও ক্ষেত্র কর্ষণ করে)। মালী—মালাকর জাতি। গোছালী—বারুই। পুঁটুলী—যাহারা পোটলা বন্ধন করে। পুঁটুলী বলিলে গন্ধবণিক্, শঙ্খবণিক্, তন্তুবায় (কুবিন্দ, তাঁতি), কুরী (মোদক) সচরাচর যাহাদিগকে ময়রা বলা যায়। প্রকৃত পক্ষে মোদক কুরী নহে, ইহাদিগের উপাধি মধুনাপতি। মধুনাপিতের বৃত্তান্ত চৈতন্যচরিতামৃতে ও চৈতন্য-ভাগবতে আছে। সুতরাং এই জাতি চারি শত বৎসর মাত্র নাপিত হইতে পৃথক্ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণজন্য মস্তকমুণ্ডন করেন; যে নাপিতের নিকট প্রথম মুণ্ডিত হয়েন, তাহার নাম মধু নাপিত। মধু নাপিত মহাপ্রভুর মস্তক স্পর্শ করিয়াছে; সুতরাং সে আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিয়া মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিল, যে, সে যখন মহাপ্রভুর উত্তমাঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে

তখন সে আর অপরের পাদস্পর্শ (অর্থাৎ ক্ষৌর) করিতে ইচ্ছা করে না। প্রভুর পাদপদ্মচিন্তা ব্যতীত অন্য অভিলাষ রাখে না মহাপ্রভু তদীয় ঈদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুকে কহিলেন, বৎস, অদ্যাবধি তোমাকে আর ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে হইবে না। তুমি মোদক ও লড্ডুকাদি প্রস্তুত কর, তোমার অধস্তন সন্ততিবর্গও যেন আর ক্ষৌরকর্ম্ম না করে। তদবধি ঐ মধু নাপিতের বংশাবলী ও তৎসংসৃষ্ট নাপিতেরা ক্ষৌরকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ময়রার ব্যবসার আরম্ভ করে; তদবধি ইহাদিগের নাম ময়রা এবং যাহারা পূর্ব্বাবধি মোদকাদি প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগের নাম কুরী—মোদক থাকিল। এক্ষণে নাপিত ও মধুনাপিত (ময়রা) পৃথক্ পৃথক জাতি বলিয়া গণ্য। কুরী—মোদক যথার্থ ময়রা।

কায়স্থের গুহ, বসু ও মিত্র এই তিনটী উপাধি ব্যতীত অন্য যত উপাধি আছে তৎসমস্তই নবশাখদিগের উপাধির মধ্যে দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলে ও ফরিদপুর অঞ্চলে বারুই জাতির উপাধি মধ্যে মিত্র উপাধিও আছে।

এক্ষণে এই কয়েক জাতির নাম কেন নবশাখের পরিবর্ত্তে নবশায়ক* হইল, তাহার মীমাংসা করা উচিত।

যৎকালে মহাবীর পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন, তৎকালে এই কয়েক জাতির সাহায্য লইয়া তিনি ক্ষত্রিয়বংশের ধ্বংস করিতে সমর্থ হন। ইহাদিগেরই সাহায্যে পরশুরামের প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয়, (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ বিষয়ে ইহারাই শায়ক [বাণ] স্বরূপ হয়েন)। ইহারা পূর্ব্বে

* গোপো মালী তথা তৈল তন্ত্রী মোদকবারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ ॥

কায়স্থের তুল্য ছিল না. ঐ সময়াবধি কায়স্থের তুল্য হয়। পরশু-রাম দ্বারা সমাজ মধ্যে এতাদৃশ মর্য্যাদা পাইয়াই ইহারা ক্ষত্রিয়-দিগের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছিল। পরাশরসংহিতা দেখ।

ইহারা সকলেই সচ্ছূদ্র বলিয়া পরিগণিত।

যাঁহারা বলেন নবশাখেরা একেরই সন্তান, পৃথক্ নয়টী শাখামাত্র. তাঁহাদিগের সে সংস্কারটী ভ্রমাত্মক; ইহারা পরস্পর পৃথক্‌বংশসম্ভূত। প্রত্যেকেরই ব্যবসায় বিভিন্ন প্রকার। সুতরাং ইহাদিগকে নবশাখের পরিবর্ত্তে নবশায়ক বলাই যুক্তিযুক্ত।

নবশায়কদিগের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবসায় দেখা যায়। যথা—

	জাতি	ব্যবসায়
১	তিলী বা তৈলীক	প্রধানতঃ শস্য ক্রয় বিক্রয়।
২	মালী	পুষ্পচয়ন ও মালাগ্রন্থন।
৩	তামুলী বা তাম্বুলী	পান ও শসা বিক্রয়।
৪	গোপ (সদ্গোপ)	কৃষিকর্ম্ম ও শস্য বিক্রয়।
৫	নাপিত	ক্ষৌর কর্ম্ম।
	মধুনাপিত	মোদকাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়।
৬	গোছালী (বারুই)	পান বিক্রয় ও পান প্রস্তুত করণ।
৭	কামার	লৌহদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়।
৮	কুমার	ঘটাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়।
৯	পুঁটুলী	পুঁটুলীবন্ধন প্রভৃতি*।

* তাঁতের কার্য্য, বেণে পশারীর দোকান করা, কড়ী ও শঙ্খাদি পরিষ্কার করণ ও বিক্রয় এবং কাংস্যনির্ম্মিত বস্তু প্রস্তুত করিয়া পোঁটলা বাঁধিতে হয়, এজন্য ইহাদিগের সাধারণ নাম পুঁটুলী, কুরী-ময়রাও পুঁটুলীর মধ্যে পরিগণিত।

মালী জাতি (মালাকার)

নবশায়ক জাতির মধ্যে মালী জাতি বা মালাকার চির-কালই স্বীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। এই জাতির সংখ্যা অতি অল্প, সমুদায় বঙ্গদেশ মধ্যে যতগুলি মালাকার জাতি আছে, তাহার গণনা করিলে ইহাদিগকে মুষ্টিমেয় বলিলেও চলে। ইহাদিগের বংশ বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমে লোপ হইতেছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহারা ক্রমাগত এক স্থানে বসিয়া কার্য্য করে, ইহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালন প্রায় হয় না, সেই কারণেই দুর্ব্বল ও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই ইহারা ক্ষীণজীবী ও অল্পায়ুঃ, এবং অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।

অন্যেরা কহেন, তাহারা ধর্ম্ম্য অনুষ্ঠানের সহায়তা করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে পবিত্র ভাব থাকা আবশ্যক। ইহাদিগের অনেকের প্রায় তাহা ঘটে না দেবকার্য্যের পুষ্পাদি চয়ন কালে অন্তর্বাহ্য শৌচ না থাকাতেই তাহাদিগের পাপ জন্মিয়াছে, সেই কারণেই এই বংশ অপেক্ষাকৃত অল্পকালমধ্যে উপিয়া যাইতেছে (ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে)।

আবার শারীরতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিরা কহেন, ইহাদিগের বৈবাহিক কার্য্য অতি অল্প বয়সে নির্ব্বাহ হয় বলিয়াই এই জাতির বংশবৃদ্ধি নাই। তাহাতেই শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় দেখা যাইতেছে।

বিজ্ঞজনেরা কহেন, নির্দ্ধনতা, মূর্খতা, নিতান্ত জড়তা অর্থাৎ নিশ্চলভাব ও আত্মোন্নতি বিষয়ে নিশ্চেষ্টতাই এই জাতির অনুন্নতি, পতন ও ক্ষয়ের মূল।

মালী জাতি অতি নিরীহ, শান্ত, অল্প লাভে সন্তুষ্ট ও সদা প্রসন্নচিত্ত। বস্তুতঃ ইহারাই প্রকৃত পক্ষে দ্বিজাতি-সেবক যথার্থ সংশূদ্র।

বৰ্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও বীরভূম জিলায় উগ্রক্ষত্রিয় আছে, তাহারাও নবশায়কের মত সংশূদ্র বলিয়া পরিগণিত।

তিলি বা তেলি।

এই জাতি নবশায়কের তৃতীয় সঙ্খ্যায় পরিগণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সংখ্যানুসারে নবশায়কের কেহই ন্যূন-মর্য্যাদ বা বহুমর্য্যাদ নহেন, সকলেই স্বস্বপ্রধান, এবং অন্যের নিকট তুল্য-সম্মানাস্পদীভূত। সে যাহা হউক, তিলী জাতি বাণিজ্য-ব্যবসায়ী। এই জাতির আত্মোন্নতি-বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে। ইহারা স্বজাতি-পোষক, সৎক্রিয়াশালী, ব্রাহ্মণভক্ত ও অধিকাংশ বৈষ্ণবধর্ম্মাক্রান্ত, এবং তদনুসারে সদাচারসম্পন্ন। শিক্ষাবিষয়েও ইহাদিগের বিশেষ অনুরাগ আছে। দেশ বিদেশের পণ্যদ্রব্যের আসার-প্রসারে এই জাতিরই বিশেষ প্রয়াস দেখা যায়।

ইহাদিগের এক উপাধি সাধু, তাহার অপভ্রংশে প্রথমে সাহু হয়। এক্ষণে তাহার অপভ্রংশে ক্রমশঃ সাহা ও সা হইয়াছে। সমাজের প্রধান ব্যক্তি প্রামাণিক।

ইহাদিগের মধ্যে বিশিষ্ট ধনী ও বিদ্বান্ লোক পরিদৃষ্ট হয়। ইহাদিগের মধ্যে সম্প্রদায়-ভেদ আছে। যথা—একাদশ তেলী, দ্বাদশ তেলী, তুঁষকোটা, চাকফেরা, সপ্তগ্রামী, সুবর্ণগ্রামী, বেতনাই, মেচো ও নিরামিষ প্রভৃতি।

এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েন না বা তদুপলক্ষেও অন্নগ্রহণ করেন না। কিন্তু সখ্যনিবন্ধন সমাজে পরস্পরের অন্নগ্রহণে দোষ জন্মে না। সুতরাং সামাজিক একতা নাই বলিলেও চলে। কিন্তু বৈষয়িক একতা বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি দেখা যায় না। ইহারা নায়কপ্রিয়, অর্থাৎ একজন কর্তার অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক সামাজিক ও বৈষয়িক ব্যাপার নির্ব্বাহ করে। বাল্যকাল হইতেই এই জাতি অন্যের বশতাপন্ন এবং সাধুতাসম্পন্ন হয়।

ইহাদিগের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই উভয় ধর্ম্মাবলম্বী দেখা যায়। শাক্ত তিলীর বিধবাগণের কেহ কেহ মৎস্য ভোজন করে বটে, কিন্তু একাদশী-ব্রত-পালনে পরাঙ্মুখ নহে। অনেকেই হরিভক্তিপরায়ণ। সুতরাং ইহারা প্রকৃত সৎশূদ্র-পদবাচ্য।

তন্তুবায় জাতি (তাঁতি)।

এই জাতি তন্ত্রী বা তাঁতি নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা প্রাধান শিল্পী। ইহাদিগের নানা সম্প্রদায় ও অনেক অবান্তর-ভেদ আছে, তন্মধ্যে পরস্পর ঐক্য নাই। ইহারা পূর্ব্বে স্বাবলম্বনপ্রিয় ছিল, এক্ষণে ঐ গুণের বিশেষ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। পরস্পর স্পর্দ্ধা হেতু ইহারা বস্ত্রবয়ন সম্বন্ধে চরম উন্নতি দেখাইয়া আসিয়াছিল। বিলাতী কলের বস্ত্র প্রচলন ও সুলভ হওয়ায় ইহাদিগের আশা ভরসা এককালে লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্ সুসভ্য ইউরোপিয় জাতি সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নে অদ্যাপিও ইহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিতে

পারে নাই। ইহা ইহাদিগের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। যদিও ইহাদিগের মধ্যে অনেক গণিত বেত্তা পূর্ত্তকার ও অন্যান্য শিক্ষিত লোক আছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জাতীয় ব্যাবসা উন্নতি করে কাহারও তাদৃশ স্পৃহা দেখা যায় না। এই কারণেই এই জাতি পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। এই জাতির নির্দ্ধনতা ও আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া বঙ্গদেশীয় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই ভীত হইয়াছেন. এবং সাধ্যানুসারে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুখের বিষয় এই, দেশীয় বস্ত্রের গৌরব অদ্যাপি কমে নাই। যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে বস্ত্র শিল্পের উন্নতি সাধন নিমিত্ত কয়েকটী তন্তুবায় যুবক রীতি মত লেখা পড়া শিখিয়া ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশে শিক্ষা করিতে যাইতেছেন। জাতীয় ব্যবসা ত্যাগ বাঙ্গালার অধপতনের মূল কারণ॥ তন্তুবায় দিগের মধ্যে ঢাকা, শান্তিপুর, পাবনা, কলিকাতা ও ফরাস ডেঙ্গার তন্তুবায়ই বিশেষ প্রসিদ্ধ। শান্তিপুরের ৺রাম গোপাল খাঁ চৌধুরী, রাম জীবন খাঁ চৌধুরী রাম ভদ্র খাঁ চৌধুরী প্রভৃতি ভ্রাতাগণ প্রসিদ্ধ ও সৎক্রিয়াশালী লোক ছিলেন। ইঁহারা ১৬৪৬ শকে ৺শ্যাম চাঁদ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ও ১৬৪৮ শকে ইং ১৭২৬ খৃঃ অঃ ৺শ্যাম চাঁদ দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। যথা—

শ্রীমতঃ শ্যাম চন্দ্রস্য
মন্দিরঃ পূর্ত্ত তামি বাতা
বসু বেদর্ত্তু শুভ্রাঃ শু
সংখ্যায়া গণিতে শকে॥ ১৬৪৮

এই মন্দির তন্তুবায় দিগের প্রধান কীর্ত্তি এবং বঙ্গদেশের একটী প্রধান মন্দির। উচ্চ ১১০ ফিট্ দৈর্ঘ্য ৬৮ ফিট ও প্রস্থ ৪৮ ফিট।

তাঁতিজাতি প্রধানতঃ বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণভক্ত ও সৎক্রিয়ান্বিত। পূর্ব্বে ইহাদিগের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যাচর্চ্চা ছিল। এক্ষণে জাতি সাধারণে বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করে না। কিন্তু দুই এক জন অনন্যসাধারণ শিক্ষায় মনোনিবেশ করে। বস্তুতঃ কেহই প্রায় নিরক্ষর নাই। ইহারা লোকপ্রিয়, মিষ্টভাষী, সুশীল ও শান্ত। ইহাদিগের সম্বন্ধে 'থৈয়ে বন্ধন' ও 'হাবা তাঁতি' প্রভৃতি বলিয়া যে গালাগালি বা অপবাদ আছে, ব্যক্তিবিশেষে তাহাও পরিদৃষ্ট না হয় এমন নহে। ব্যক্তিবিশেষে অসামান্য গুণও দেখা যায়। আস্তিকতা ইহাদিগের প্রধান লক্ষণ। ইহাদিগের অনেক সম্প্রদায়-ভেদ আছে। প্রকৃতপক্ষে সকলেই এক মূল হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বকালে তন্তুবায়গণ সংস্কৃত শিক্ষাও করিতেন। জুমরনন্দী সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ-টীকাকার বলিয়া বিখ্যাত।

মোদক (ময়রা)।

ইহাদিগেরও সম্প্রদায়-ভেদ আছে। তদনুসারে পরস্পর পৃথক্ শ্রেণী ও পৃথক্ কুল বলিয়া পরিচিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর সহিত আহার ব্যবহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ নাই। শূদ্রের জাতি-সাধারণ উপাধি ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যমান আছে। এই জাতির উচ্চাশা নাই। সংসার নির্ব্বাহ হওয়া পর্য্যন্তই শেষ সীমা, এই হেতুবশতঃ ইহারা বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করে নাই। স্বজাতীয় ব্যবসায় মোদকাদি প্রস্তুত করণে সন্তান গণকে পটু করিতে পারিলেই পিতা মাতা বা অভিভাবকগণ কৃতকৃতা ও সফল মনোরথ হয়েন। সুতরাং জাতিসাধারণ

উন্নতি দেখা যায় না। এবং নিরন্নভাবেরও বিশেষ লক্ষণ কিছু নাই; সামন্য মূলধনে সামান্য ব্যবসায়ে নিত্য সামান্য আয় হয়। তাহাতেই অনায়াসে সংসার নির্ব্বাহ হইয়া আইসে। এই হেতু-বশতঃ এই জাতি সদানন্দপ্রকৃতিক। ইহারাও শিষ্ট, ভদ্র, নিরহঙ্কার। ইহারা বিশ্বকর্ম্মার দোহাই দিয়া জাতীয় বৃত্তির পরিচয় দেয়।

ইহারা বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সমুদয় শিল্পীই বিশ্বকর্ম্মার ও ঘৃতাচীর পুত্র বলিয়া লোকসমাজে আপনাদিগকে অভিহিত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দ (তাঁতি), কুম্ভকার, কংসকার, এই ছয় জাতি শ্রেষ্ঠ। যথা—

ঘৃতাচী-বিশ্বকর্ম্মণোন ব পুত্রাশ্চ শিল্পিনঃ।
মালাকার-কর্ম্মকার-শঙ্খকার কুবিন্দকাঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ॥ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

বারুজী বা বারুই জাতি।

বারুইগণ নবশাখের ষষ্ঠ সংখ্যায় পরিগণিত হইয়াছে। পরশুরাম যৎকালে ইহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকালাবধি ইহারা অরণ্যেই অবস্থান করিতেছে। গ্রামমধ্যে বাসস্থান থাকে মাত্র। কিন্তু ইহারা সর্ব্বদাই শ্রমসাধ্য বরজ নির্ম্মাণ ও তাম্বূলের বপন, রোপণ, ছেদন, সংস্করণ ও বিক্রয় ব্যাপারে আপনাদিগকে নিত্যকালই ব্যাপৃত রাখে। সেই কারণে ইহাদিগের মধ্যে অলসভাবাপন্ন ও অসৎপ্রকৃতির লোক অতি বিরল। তদ্ধেতু ইহারা শ্রমশীল, সবলশরীর, দীর্ঘজীবী

ও বহুপরিজন-সম্পন্ন। ইহাদিগের আচার ব্যবহার কায়স্থের তুল্য। ইহাদিগের জাতিসাধারণ অনুন্নতিও নাই, উন্নতিও দেখা যায় না। বিদ্যাশিক্ষায় এই জাতির বিশেষ আস্থা দেখা যায় না।

ইহাদিগেরও সম্প্রদায়-ভেদ আছে। তদনুসারে পৃথক্ শ্রেণীতে পরিণয়সূত্রে কুটুম্বিতা হয় না। বন্ধুতা-নিবন্ধন আহারাদি চলে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ব্রাহ্মণবীর্য্যে তাম্বুলীর গর্ভে বারুজীর জন্মের কথা আছে। যথা—

ব্রাহ্মণাৎ তু তাম্বূল্যাং পু আচেসৌ বারুজিঃ স্মৃতঃ।
তাম্বূলব্যবসায়ী চ কলৌ সচ্ছূদ্রঃ স্মৃতঃ॥

বারুই জাতি সামান্যতঃ সরল ও ধর্ম্মভীরু ও সত্যনিষ্ঠ।

কুলাল বা কুম্ভকার।

এই জাতির উৎপত্তি-বিষয়ে নানা পুরাণে নানাবিধ উক্তি আছে। সমুদয় উক্তিতেই সাঙ্কর্য্য দোষ দেখা যায়। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের মতে ইহাদিগের বর্ণসঙ্করত্বের হেয়তা বোধ হয় না। শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়পত্নীর গর্ভজাত বলিয়া জারজত্ব আসিয়া পড়ে মাত্র। সঙ্কর জাতির কোন ব্যক্তিই সে দোষ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। যথা—

কুম্ভকার-তন্তুবায়ৌ ক্ষত্রপত্ন্যাং বভূবতুঃ।
কর্ম্মকারশ্চ দাসশ্চ শূদ্রাৎ তস্যাং বভূবতুঃ॥

কুম্ভকারগণ এপর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করে নাই। শিল্পবিষয়ে ক্রমে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। প্রতিমা-নির্ম্মাণ ও মনুষ্যাদির রূপ-নির্ম্মাণে বিলক্ষণ পটুতা প্রকাশ করিয়া

থাকে। কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ এ বিষয়ে অদ্বিতীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হাঁড়ী কলসী প্রস্তুত ও কূপ খননাদি কার্য্য ইহাদিগের জাতীয় বৃত্তি। এই ব্যবসায় দ্বারা সাধারণে সংসার নির্ব্বাহ করে। ইহারাও এক দণ্ডও নিশ্চেষ্ট নহে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই কার্য্যে আসক্ত থাকে।

এই জাতির অধিকাংশই শৈব। তদনুসারে ইহারা বৈশাখ মাসে মহাদেবের প্রীতি-বিধান-মানসে আপনাদিগের কার্য্য বন্ধ রাখে। যাহারা এককালে কার্য্য বন্ধ রাখিতে সমর্থ নহে, তাহারা সৌর বৈশাখ মাসে চক্রের আবর্ত্তনসাধ্য ঘটাদি নির্ম্মাণে নিতান্ত পরাঙ্মুখ থাকে। পূর্ব্বকালে ইহাদিগের বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ ছিল। মহাকবি কালিদাসের একজন কুম্ভকার বন্ধু অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, কালিদাস কুমারসম্ভবের উত্তর খণ্ডে যে অংশে হরপার্ব্বতীর মিলন আছে, উহা দেখাইতে যান। কুম্ভকার উহা একখানি কাঁচা সরার উপর রাখেন। কালিদাস উহা দেখিয়া ঐ অংশ কাঁচা হইয়াছে মনে করিয়া তাহা প্রকাশ করেন নাই। ইহাতেই কুমারসম্ভবের উত্তর ভাগে লোকের বিশ্বাস নাই।

কর্ম্মকার বা কামার জাতি।

এই জাতি বলিষ্ঠ, দৃঢ়কায়, কার্য্যপ্রিয়, পরিশ্রমী, চতুর ও শিল্পী। ক্রমশঃ ইহারা আত্মোন্নতি পক্ষে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে নিরন্ন বা একেবারেই দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তি নাই বলিলেই চলে। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে ও অনুকরণ

কার্য্যে ইহারা বিশেষ দক্ষ। এদেশস্থিত বিলাতীয় কারখানা-মাত্রে কর্ম্মকারগণ অগ্রগণ্য। ইহারা সদাচারসম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠ এবং স্বজাতির নিতান্ত বশ্য। ইহাদিগেরও একতার অভাব নাই। এই জাতির মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অধিক প্রবল; শৈব ও শাক্ত মতও নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয় না। ইহারা রাঢ়ী, বারেন্দ্র সাতগেঁয়ে ও সোণারগেঁয়ে ভেদে চারিপ্রকার। ইহারা সৎশূদ্রের নবশায়কদলের অষ্টম সংখ্যায় পরিগণিত।

নাপিত বা নরসুন্দর জাতি।

এই জাতি নবশায়কের নবম সংখ্যার পূরক। যদিও ইহারা পূর্ব্বে দুই শ্রেণীতে পরিগণিত ছিল, এক্ষণে বঙ্গদেশে এক হইয়া গিয়াছে সত্য, তথাপি যাহারা কেবল দ্বিজাতি ও সৎশূদ্রের পরিচর্য্যা করিত, তাহারা উচ্চজাতি ও নবশায়ক বলিয়া গণ্য আছে। যাহারা অসৎসেবা করে, তাহারা পতিত ও অনাচরনীয়। বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্যত্র নাপিতগণ জল অনা-চরণীয় শূদ্র বলিয়া নিন্দনীয়। ইহাদিগের জল আচমনীয় নহে।

যথা- নীচসেবী নাপিতো যো নীচজাতিদ্বিজাশ্রয়ঃ

অব্যাজ্য্য পতিতাস্তে চ কেবলং শুদ্ধিন জায়তে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণের মতে নাপিতের ও দধি দুগ্ধ প্রস্তুতকারী গোপ জাতির জাতীয় ব্যবসায়ে দেহাশৌচ জন্মে না।

যথা—সেবায়াং নাপিতঃ শ্রেষ্ঠস্তথা সংস্কারকর্ম্মণি।

গোপনাপিতানাং কার্য্যে দেহাশৌচং ন মজ্জতে।

এই বচনানুসারে বঙ্গদেশীয় নাপিতগণ আপনাদিগকে

পতিত মনে করে না। তদনুসারে ইহারা সৎশূদ্র মধ্যেই পরিগণিত আছে।

ইহারা স্বাভাবিক চতুরতাসম্পন্ন, কিন্তু ইহাদিগের চাতুর্য্য চা ও বঞ্চকতা বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সে যাহাহউক, ইহারা অতি অল্পেই পরিতুষ্ট এবং সেব্য জনের সর্ব্বদা হিতাকাঙ্ক্ষী এবং বিশেষ অনুগত। ইহাদিগের জাতিসাধারণ স্বজাতিপ্রিয়তা বা বৈরভাব নাই। ইহাদিগের অধিকাংশ শাক্ত।

পুঁটুলী।

শাঁখারি, কাঁসারি, তাম্বুলী (তাম্বুলী), গন্ধবণিক্ ও কুরী এই পাঁচ জাতি সাধারণতঃ পুঁটুলীর মধ্যে পরিগণিত, ইহাতেই ইহারা নবশাখের শ্রেণীভুক্ত এবং সৎশূদ্র বলিয়া বিশেষ খ্যাত।

এই কয় জাতির মধ্যে তাম্বুলীরা তিলী জাতির ন্যায় বাণিজ্যকার্য্যে রত। লেখাপড়াতেও ইহাদিগের কিঞ্চিৎ আবেশ আছে।

গন্ধবণিকগণ পূর্ব্বে দেশ বিদেশে বাণিজ্য করিত। ইহাদিগের মধ্যে ধনপতি সদাগর বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার অর্ণবযান সমুদ্রে চলিত। ইহা কেবল জনশ্রুতিমূলক নহে, কবিকঙ্কণ চণ্ডী দেখ। এক্ষণেও ইহারা দোকানদারী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তথাপি পারত পক্ষে খর্বৃত্তি সেবায় প্রবৃত্ত হয় না। ইহারা ভৈষজ্য বস্তুনির্ণয়ে সমর্থ ছিল। নিদান, চরক ও সুশ্রুতাদির লিখিত দ্রব্যগুণ অবগত ছিল। ইহারা বৈদ্যক শাস্ত্রের যাবতীয় গাছড়া ও খনিজ পদার্থ আহরণ করিয়া রাখিত। বেদে ও মাল জাতি ইহাদিগের কর্ম্মকর ভৃত্য ছিল।

জীবমাত্র হইতে যে দ্রব্য ঔষধে আবশ্যক, তাহা মাল ও বেদেগণ গন্ধবণিক্‌দিগকে দিত। গন্ধবণিক্‌গণ বৈদ্যদিগের নিকট দ্রব্য-গুণ শিক্ষা ও দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া বিপণি-সজ্জা করিত। দ্রব্য চাহিবামাত্র ঠিক দ্রব্য দিত। এক্ষণে আর সেরূপ দ্রব্যগুণা-ভিজ্ঞ গন্ধবণিক্ নাই। আবার যদি কোনকালে আর্য্যজাতির চিকিৎসার আদর হয় ও বণিক্‌গণ স্বজাতীয় ব্যবসায় শিক্ষা করে, তবেই প্রকৃত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

কাঁসারিরাও বাণিজ্যকার্য্যে রত। স্ববৃত্তির একান্ত বশীভূত নহে।

কুরী জাতি মোদকদিগেরই একতম সম্প্রদায় মাত্র। এই জাতি ব্যতীত অন্য পুঁটুলীগণ নিতান্ত নিরীহ নহে। ইহাদিগের স্বভাবাদি ও আচার ব্যবহার সাধু বলিয়াই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

ইতি নবশায়ক-প্রকরণ সমাপ্ত।

কৈবর্ত্ত।

কৈবর্ত্তে দাসধীবরৌ অমর।

নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিনম্

কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥ ৩৪॥ মনু। ১০ অ।

এরূপ প্রবাদ আছে যে, বঙ্গদেশীয় কৈবর্ত্তমাত্রেই ধীবর-জাতীয়। তদনুসারে ইহারা জল আচরণীয় শূদ্র মধ্যে পরি-গণিত ছিল না। এক সময়ে মহারাজ বল্লাল সেন নিজ পুত্র লক্ষ্মণ সেনের প্রতি কুপিত হইয়া তাহার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দেন। সেই আজ্ঞা শ্রবণমাত্র যুবরাজ লক্ষ্মণ স্বদেশ পরিত্যাগ

পূর্ব্বক পলায়ন করেন। তৎকালে তদীয়া সহধর্ম্মিণী মহারাজের ইষ্টদেব-মন্দিরের সম্মুখ-ভিত্তিতে এই কবিতাটী লিখিয়া রাখেন। যথা—

পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখশান্তিং করোতু মে॥ বল্লালচরিত।

উহা দৃষ্টি করিয়া মহারাজের মন পুত্রস্নেহে উদ্বেল হয়। এবং তৎক্ষণাৎ নাবিকদিগকে আদেশ করেন, যে ব্যক্তি আমার এই নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে আমার জীবনসর্ব্বস্ব লক্ষ্মণকে আনিয়া দিতে পারিবে, আমি আমার সাধ্যায়ত্ত তাহার প্রার্থনা পরিপূরণ করিব, ইহা ত্রিসত্য করিলাম।

মহারাজের আদেশমাত্র বেগবান্ ও কার্য্যকুশল নাবিকগণ ডিঙ্গা ভাসাইল। এবং নিয়মিত সময়ের মধ্যেই লক্ষ্মণ সেনকে মহারাজের সম্মুখে আনয়ন করিল। তদ্দৃষ্টে মহারাজ পরম পরিতোষ লাভ করিয়া কহিলেন, "তোরা কি চাহিস্?" তাহারা কহিল, "আমরা মহারাজের পাদপদ্মে জল দিতে ইচ্ছা করি"। রাজা কহিলেন, "তথাস্তু, আচ্ছা তাই হইবে। তোদের হস্তে জীবন পাইয়া যখন পরমাহ্লাদে জীবন সর্ব্বস্বকে গ্রহণ করিয়াছি, তখন তোদের হাতের জীবন-গ্রহণে আর দোষ জ্ঞান করি না। অদ্যাবধি আমার অধিকার মধ্যে তোদের জল আচরণীয় বলিয়া পরিগণিত হইল। এবং তোরা দ্বিজাতির দাস্যবৃত্তি করিস্"।

ইহারা তখন পরমাহ্লাদে কহিল, মহারাজ, তবে আমরা অদ্যাবধি নাবিক (জালজীবী) হইতে পৃথক্ হইলাম। অতএব এক্ষণে আমাদিগের পৃথক্ পুরোহিত আবশ্যক। মহারাজ

আদেশ করিলেন, কন্যা দিব। পরদিন যাহাকে দিলেন, সে ব্যক্তির জল আচরণীয় নহে। কৈবর্ত্তের জল ব্যবহার আছে, কিন্তু কৈবর্ত্তের পুরোহিতের জল ব্যবহার নাই।

কৈবর্ত্তগণ দুই ভাগে বিভক্ত, দাস ও নাবিক। "যাহারা কৃষিকর্ম্ম ও দাস্যবৃত্তি করে, তাহারা হেলে কৈবর্ত্ত (দাস) ও যাহারা মৎস্য-সংক্ষয় ও নাবিকের কার্য্য করে, তাহারা জেলে (নাবিক) বলিয়া খ্যাত। জেলেদিগের জল আচরণীয় নহে। এই জেলেরা জেলে শব্দে আখ্যাত নহে, ইহারা আপনাদিগকে মালো শব্দে নির্দ্দেশ করে। জেলে বলিলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। ইহারা কহে জেলে শব্দে চণ্ডালজাতীয় জেলেদিগকে বুঝায়।

রংপুর ও দিনাজপুরাদি উত্তর অঞ্চলে খ্যান নামে এক প্রকার কৈবর্ত্তাভাস আছে। তাহারাও স্থলবিশেষে কৈবর্ত্ত বলিয়া ভান করে, কিন্তু প্রকৃত কৈবর্ত্তের নিকট ধরা পড়ে। সে যাহাই হউক, স্থানে স্থানে ইহাদিগের দাস্যবৃত্তি ও জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির মধ্যেও চলিতে দেখা যায়।

ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলে পরাশর দাস নামে এক প্রকার কৈবর্ত্ত আছে। তাহারাও দাস্যবৃত্তি করিয়া থাকে। ইহারা বলে, সত্যবতী যে কৈবর্ত্তের বাটীতে ছিলেন, সেই কৈবর্ত্তের বংশীয়েরাই পরাশর দাস নামে খ্যাত।

কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণ বলেন, তাঁহারা পূর্ব্ব যজমান জেলে-দিগকে পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়াই পতিত আছেন, অধম শূদ্র নহেন। তাহা হইলে কখনই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে পারিতেন না। কেহ কেহ বলেন যে, পতিত ব্রাহ্মণ হওয়াতেই ইহাদিগের জল অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তু নবা অপেক্ষা-

কৃত নীচজাতির গলে উপবীত (পবিত্র) দান দ্বারা পৌরোহিত্য ও ব্রাহ্মণত্ব দিবার সাধ্য কি ? এরূপ বিসদৃশ ও অসঙ্গত ব্যাপার ও ব্যবহার কোন যুগে কদাপি ঘটে নাই, এবং কোন রাজারই এরূপে ব্রাহ্মণত্ব প্রদানের অধিকার দেখা যায় না। তাহা হইলে বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি জন্য তাদৃশ তপস্যা করিতে হইত না। যুক্তি অনুসারে এটা সঙ্গত বোধ হয়।

ইতি কৈবর্ত্ত-প্রকরণ সমাপ্ত।

গোপ (গোয়ালা বা পল্লব গোপ)।

এই জাতির কৃত দধি, পক্কদুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা নবনীত প্রভৃতি বস্তু সর্ব্বত্র প্রচলিত। জলও প্রায় সর্ব্বত্র চলিত হইয়া আসিয়াছে। উড়িষ্যায় যাহারা গৌড় বলিয়া অভিহিত, পশ্চিমে যাহারা আহীর বা মথুরাবাসী বলিয়া খ্যাত ও বঙ্গে গোয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারাই প্রকৃত গোপশব্দবাচ্য। এই জাতির মধ্যে বহুতর শাখা প্রশাখা আছে। ইহারা অন্যের নিকট যখন পরিচয় দেয়, তখন আপনাদিগকে পল্লব গোপ বলিয়া অভিহিত করে। আধুনিক সদ্গোপেরা বৈশ্যত্বের দাবি করেন।

পল্লবদিগের মধ্যে যাহারা গোরু দাগে, তাহাদিগকে' ভোগা গোয়ালা বলে; তাহাদিগের জল অস্পৃশ্য ও অব্যবহার্য্য।

দধি, দুগ্ধাদি সম্ভূত গব্য বা মাহিষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণ ও গো-রক্ষণ ইহাদিগের জাতীয় ব্যবসায়। কৃষিকার্য্যও ইহাদিগের অবলম্ব-নীয় বৃত্তি বটে। গোয়ালাদিগের জল, সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশে মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় অগ্নিহোতৃ-বাজপেয়ী প্রচলিত

করেন। তদবধি ইহারা স্থলবিশেষে ময়রার ব্যবসায়ও করিয়া থাকে।

ইতি গোপ-প্রকরণ সমাপ্ত।

জল অস্পৃশ্য অথচ উচ্চজাতীয় শূদ্র বলিয়া পরিগণিত।

স্বর্ণবণিক্ ও সেকরা।

বঙ্গদেশবাসী বণিক্‌গণ শূদ্রমধ্যে পরিগণিত। কাংস্যবণিক্, শঙ্খবণিক্, তাম্বুলী ও গন্ধবণিক্ নবশায়ক মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে কালোয়ার যে প্রকার, বঙ্গদেশে স্বর্ণবণিক্ (সোণারবেণে) ও স্বর্ণকার (সেকরা) সেই প্রকার জল-অস্পৃশ্য শূদ্রমধ্যে গণ্য। গোস্বামিদিগের শিষ্যত্বনিবন্ধন তাঁহারা তত্র অনাচমনীয়জল নহেন।

স্বর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকারগণের জল কেন অস্পৃশ্য হইল, তাহার উত্তরস্বরূপ তাঁহারা এই কিংবদন্তী অবতারণা করেন যে, এক সময়ে মহারাজ বল্লাল সেনের পিতৃ অথবা মাতৃ শ্রাদ্ধে সুবর্ণ-নির্ম্মিত কতকগুলি ধেনু দান হয়, ঐ সকল ধেনু যে সকল স্বর্ণবণিক্ দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানিতেন না যে ঐ সকল ধেনু শূন্য-গর্ভ এবং উহাদিগের অন্তরে অলক্তক সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠিগণ স্বর্ণকারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস-বশতঃ রাজার সমীপে প্রদানের পূর্ব্বে আর পরীক্ষা করেন নাই; পরে মহামতি বল্লালের প্রদত্ত গাভীগুলি যে সমস্ত বিপ্রগণ পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একতম স্বর্ণগাভী প্রাপ্তিমাত্র রাজ-ভবনের অনতিদূরেই এক সুবর্ণবণিকের নিকট বিক্রয় করিতে

যান। ঐ বণিকের হস্তে ঐ গাভীটার আকৃতি অপেক্ষা ভার অল্প বোধ হেতু বণিক্ উহাকে ছেদন করিবার অভিলাষ জানাইল। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তাহা কদাচ হইতে পারে না, ব্রাহ্মণ-সাক্ষাতে গোবধ হইতে পারে না"। সুবর্ণবণিক্ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্বর্ণগাভীর পৃষ্ঠে যেমন ছেনীর আঘাত করিল, অমনি দরদরিত ধারে গাভীর গর্ত্ত হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ঐ বিপ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে মহারাজসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! আপনার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যে ধেনুটী পাইয়াছিলাম, উহা অমুক বণিকের নিকট বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম, সে ব্যক্তিকে কহিলাম, ধেনুটী যে অবস্থায় আছে, যদি তদবস্থ লইয়া আমাকে মূল্য দেও, তাহা হইলে আমি বিক্রয় করিতে পারি। কিন্তু প্রস্তরাদিতে ঘর্ষণাদি দ্বারা পরীক্ষা করিতে দিব না, চাক্ষুষ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষ ও পরিমাণাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইতে পার। সে ব্যক্তি অগ্রে তাহাতে সম্মত হইল; পরে আমার বচন অগ্রাহ্যপূর্ব্বক স্বর্ণগাভীটার পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিল; অস্ত্র স্পর্শমাত্র ধেনুটী উচ্চৈঃস্বরে হম্বা হম্বা রবপূর্ব্বক রুধিরধারায় প্লাবিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মহারাজ! সমস্ত নিবেদন করিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

মহারাজ এই বৃত্তান্ত শুনিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। সুবর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকারের ধূর্ত্ততা অবগত হইতে আর ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব হইল না। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পণ্ডিতগণ কহিলেন, "মহারাজ, আপনি

স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিক্‌গণের উপর বিরক্ত হইবেন না; তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম অনুসারে এ কাজ করিয়াছে। আপনার মাতৃ-শ্রাদ্ধের গাভীগুলি মন্ত্রপূত হওয়ায় ও তাহাদিগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করায় তাহাদের জীবনসঞ্চার হইয়াছিল, ঐ ধেনুটীও তাহা-দিগের একতম, সুতরাং তাহাকে ছেদনসময়ে সে যে ঐ প্রকারে হম্বা হম্বা রব করিয়াছে, এবং তদীয় গাত্র হইতে রক্ত নির্গত হইয়াছে, উহা আশ্চর্য্যজনক নহে।

রাজা বলিলেন, সে যাহাই হউক, স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিক্ এ বিষয়ে বিশেষ অপরাধী! অতএব তাহাদিগকে উপ-যুক্ত দণ্ড দেওয়া উচিত। গাভীর জন্য আমাকে যে প্রকার খিদ্যমান হইতে হইল, এবং ঐ ব্রাহ্মণকে যেরূপ মন-স্তাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক, সুবর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকারকে তদনুরূপ ফল ভোগ করা অত্যাবশ্যক। আমার অধিকার-মধ্যে যেখানে যত স্বর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকার আছে, তৎসমস্তকে অদ্যাবধি বিক্রমপুরের রাজসভার আদেশানুসারে অস্পৃশ্য করা গেল। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত ইহারা সেই ভাবেই আছে।*

* সুবর্ণবণিজো রাজ্যে দুঃশীলা ধনগর্ব্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি স্ম দ্বিজাতীনাং রাজ্ঞশ্চ মানলাঘবম্॥
নিস্তেজসঃ কলৌ ক্ষত্রা ছেত্রীনাম্নৈব কীর্ত্তিতাঃ।
অনাচারাত্তু বৈশ্যা যে বণিজঃ শূদ্রবৎ কলৌ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণসম্মত বল্লালচরিতের উত্তর খণ্ড। ৭১

আনন্দভট্ট-বিরচিত জাতিমালার উক্তি যথা—

সুবর্ণবণিজো যে তু বৈশ্যাদ্‌ভ্রষ্ট ইতস্ততঃ।
ভ্রমন্তি জাতিরক্ষার্থং গতাস্তেঽপি নিকৃষ্টতাম্॥

দ্বিতীয় কিংবদন্তী—কেহ কেহ বলেন, ইহারা মাতৃকর্ণের সোণা চুরি করিয়া লইয়াছিল। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া ইহাদিগকে নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক ও ঘৃণিত মনে করিয়া ইহাদিগের জল অব্যবহার্য্য জ্ঞান করেন। তদবধি ইহারা এই প্রকার হেয় হইয়া আছে।*

ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার মন্দ নহে, অনেক স্থলেই উচ্চজাতীয় সৎশূদ্রের ন্যায়। কিন্তু ইহাঁদিগের পুরোহিতকে জাতীয় (একজেতে) পুরোহিত বলে, তাঁহারাও সমাজ-মধ্যে চলিত নহেন। ইহাঁদিগের মন্ত্রদাতা গুরুগণ গোস্বামি-পদ-বাচ্য ব্রাহ্মণ এবং সমাজে চলিত। তথায় স্বর্ণবণিকের জল অস্পৃশ্য নহে।

চন্দ্র, শেঠ, আঢ্য, দত্ত, দে, মল্লিক প্রভৃতি সাধারণ শূদ্র উপাধি ইহাঁদিগের মধ্যে প্রধান। তদনুসারেই ইহাঁরা পৃথক্ পৃথক্ কুলসম্ভূত বলিয়া পরিচিত হন। বাণিজ্যাদি ইহাঁদিগের প্রধান অবলম্বন। ইহাঁদিগের মধ্যে সপ্তগ্রামের, সুবর্ণগ্রামের ও মামুদপুরের বণিক্‌গণই শ্রেষ্ঠ। মামুদপুর যশোহর জিলায় অন্তর্গত।

তত্রৈব তৎকারণমাহ।

ধেনুঃ স্বর্ণময়ীং যজ্ঞে দদৌ বিপ্রায় ভূপতিঃ।
তস্যাশ্চ ধেনোশ্ছেদন পতিতা বণিজঃ কলৌ॥
ছিন্না বহিষ্কৃতা রাজ্ঞা স্বর্ণানাং বণিজঃ ক্বচিৎ।
বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহাজ্জাতাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥ কুলরমার বচন।

* ধনঞ্জয়কৃত কুলার্ণবের বর্ণবিভাগে সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এই—

কর্ণাবতংসনির্ম্মিৎসোর্মাতুঃ স্বর্ণং হৃতেন যৎ।
প্রত্যক্ষদেবতায়াশ্চ হৃতং মলক্ষতিচ্ছলাং॥

সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী সরস্বতীর ধারে (একণে যে স্থানকে হুগলী বলে তাহারই নিকট) ছিল। সুবর্ণগ্রাম বিক্রমপুরের নিকট, ঢাকা জিলার অন্তর্গত (যাহাকে সচরাচর সোণারগাঁ বিক্রমপুর কহিয়া থাকে)।

পাশ্চাত্য বৈশ্যগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার অধিকারী। বঙ্গবাসী বণিক্‌দিগের যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবার অধিকার নাই। কতদিন হইল যে দ্বিজরূপ সম্মানের চিহ্ন ধারণে অনধিকারী হইয়াছেন, তাহা স্থির নাই; তথাপি ইহাঁরা কহেন, যদবধি বল্লাল কর্তৃক ইহাঁরা অপদস্থ হইয়াছেন, তদবধিই বৈশ্যজাতীয় গৌরব নষ্ট হইয়াছে; জল অস্পৃশ্য শূদ্রমধ্যে গণ্য।

সুবর্ণবণিক্‌গণ বলেন, তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠী ধনকুবের বল্লভানন্দ আঢ্য বল্লালকে ঋণদান স্বীকার করিয়া যথাসময়ে দিতে অস্বীকার করায় বল্লাল কুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিকৃষ্ট শূদ্রমধ্যে পরিগণিত করেন। ইহাঁরা আরও অপবাদ দেন যে, বল্লাল ঋণ করিয়া পরিশোধ করিতেন না। তাহাতেই বল্লভানন্দ ঋণ দিতে অস্বীকৃত হয়েন। অন্যেরা বলেন, বল্লাল মণিপুরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার উদ্‌যোগ করিলে বল্লভানন্দ আঢ্য ঋণ দ্বারা তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিবেন, কিন্তু কার্য্যকালে বল্লভানন্দ প্রতিকূলতাচরণ করেন। তাহাতেই রাজা বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়েন। এবং ঐ কার্য্যে পরাভবহেতু দ্বিগুণতর কোপান্বিত হইয়া

ততঃ কোপান্বিতো রাজা স্বর্ণানাং বণিজঃ প্রতি।
ততস্তান্ দণ্ডয়ামাস মহাপাতকিনো যথা॥
তদানীং হেয়তাং প্রাপ্তা মাতৃপাপাদ্বিশেষতঃ।
ইদানীং শূদ্রতাং লব্ধা বিশ্বাসচ্যুতিহেতবঃ॥

ইহাদিগকে যথার্থ বিশ্বাসঘাতক মনে করিলেন এবং রাজসভায় আসিয়া স্বর্ণধেনুর ছেদন, মাতৃকর্ণের স্বর্ণাপহরণ, ব্রাহ্মণাদির অবমাননা, তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, অন্তের প্রতি অনাস্থা জাতিসাধারণ কার্পণ্য, পুত্র কলত্র ব্যতীত অন্য অবশ্যপোষ্য-বর্গকে পরিবারমধ্যে গণ্য না করা এবং অর্থকেই একমাত্র পুরুষার্থ জ্ঞান করা নীচপ্রকৃতির লক্ষণ বিবেচনাপূর্ব্বক এই জাতির মর্য্যাদা খর্ব্ব করেন। তদবধি ইহাঁরা নিকৃষ্ট শূদ্রবৎ হইয়া আছেন।

বস্তুতঃ এই জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি সুশীল, সচ্চরিত্র, বিশ্বস্ত, উদ্যমশালী, শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যেও বিশেষ গণ্য মান্য, বৈষ্ণবধর্ম্ম-পরায়ণ, আত্মোৎকর্ষবিধায়ক, স্বাবলম্বন প্রকৃতিক, স্বজাতির গুণানু-রক্ত এবং স্বজাতিপ্রিয়। এই জাতির উদ্ধরণ দত্ত একজন পরম ভাগবত ছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের প্রিয় পারিষদ ছিলেন। গুণ থাকিলেই জাতি বা আকরের দোষ হেতু লোক দুষ্ট হয় না, বরং মান্য হয়। নিত্যানন্দ উদ্ধারণের প্রস্তুত পক অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন। প্রভু নিত্যানন্দ কহিয়াছেন—

কি কহ নিত্যানন্দের জাতির পরিপাটী।
উদ্ধারণ দত্ত সোণারবেণে যার ডেলে দেয় কাটী॥

চৈতন্যভাগবত।

প্রায় চারিশত বৎসর হইল, নিত্যানন্দ এই কথা বলিয়া-ছেন। অদ্যাবধিও ইহাঁরা অন্ত্যজ শূদ্রমধ্যেই পরিগণিত আছেন। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।

ইতি সুবর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকার প্রকরণ সমাপ্ত।

বর্ণসঙ্কর।

চারি জাতির বিষয় একপ্রকার সমাপ্ত হইল। এক্ষণে সঙ্কর-জাতির উৎপত্তি ও ব্যবসায়াদি নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্থির করা উচিত। আমরা পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতি, যাহা দেখি তাহাতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির পর সঙ্কর জাতি বলিয়া একটা সাধারণ নাম দেখিতে পাই। কিন্তু পৃথক্ জাতি অর্থাৎ পঞ্চম জাতি দেখিতে পাই না। দাস উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই প্রায়শঃ প্রকৃত শূদ্রপদবাচ্য।

যে সময়ে দ্বিজাতিরা অসবর্ণা ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন, সেই সময়েই অন্যের ভার্য্যায় সজাতীয়ের নিয়োগ দেখা যায়। তৎপরে যখন বেণ রাজা বসুন্ধরার অধিপতি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তদবধি অন্যের পত্নীতে অপর জাতির নিয়োগ ও বিধবা স্ত্রীতে সন্তান- উৎপত্তি-করণ-বিধির নিষেধ হয়।

তৎপরে, কিঞ্চিৎকাল গত হইলে রাজর্ষিপ্রবর ঐ বেণ ভূপতিই কামোপহতচেতন হইয়া নানাজাতীয় স্ত্রী সম্ভোগপূর্ব্বক নানাজাতীয় বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি করেন। রাজা অসৎ হইলে প্রজাও অসৎ হয়। তদনুসারে প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম জাতির সংসর্গ হইতে লাগিল। তদ্দারা অতি শীঘ্র অশেষবিধ বর্ণসঙ্কর ও হীন জাতির সৃষ্টি হয়।* বঙ্গদেশে তৎসমস্ত জাতির অধিকাংশ বিদ্যমান নাই বটে, কিন্তু অনেক-

---

* নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে কচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥ ৬৫ ॥ মনু। ৯ অ।

গুলির নাম দেখা যায়। কতকগুলির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যতগুলিকে চিনিতে পারা যায়, তাহাদিগেরই নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্যবসায়াদি স্থির করা গেল। আচার ব্যবহারে সামাজিকতা স্থির করা যায়।

ইহারা প্রত্যেকই পৃথক্ জাতি, কেহ কাহারও জল গ্রহণ করে না। প্রতিলোমজাতীয় বর্ণসঙ্করের প্রত্যেকের পুরোহিত প্রায় পৃথক্ পৃথক্; প্রত্যেক জাতির পুরোহিতই বর্ণব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত ও একজাতীয় যাজক ব্রাহ্মণরূপে খ্যাত।

সঙ্কর জাতির উৎপত্তি বিষয়ে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে যেরূপ লিখিত আছে, তাহা এই—

১ শূদ্রকন্যায় বৈশ্য হইতে জাত ব্যক্তি করণ নামক বর্ণসঙ্কর।
২ বৈশ্যকন্যায় ব্রাহ্মণ হইতে জাত (দ্বিজ) অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য।
৩ ঐ ঐ শূদ্র ,, (ভৈসজ্যবিক্রয়) গন্ধবণিক।
৪ ,, ,, ,, ,, (কাংস্যদ্রব্য প্রস্তুত) কংসবণিক।
৫ ,, ,, ,, ,, [শাঁথার বস্তু বিক্রয়) শঙ্খবণিক্।
৬ বৈশ্যকন্যায় ক্ষত্রিয় হইতে জাত শূদ্র উগ্রক্ষত্রিয়*রাজপুত্র।

অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৬৬॥ ঐ।
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ॥ ৬৭॥ ঐ।
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ॥ ৬৮॥ ঐ।

* মনুর মতে শূদ্রকন্যায় ক্ষত্রিয় হইতে জাত ব্যক্তি উগ্রক্ষত্রিয়। ইহারা স্বভাবতঃ ক্রূরকর্ম্মা।

৭ ক্ষত্রিয়পত্নীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত ব্যক্তি কুম্ভকার।
৮ ঐ ঐ ,, ,, ,, তন্তুবায়।
৮ ,, শূদ্র (লৌহদ্রব্যগঠন) কর্ম্মকার।
১০ ,, ,, (কৃষিকার্য্য) দাস কৈবর্ত্ত।
১১ ঐ বৈশ্য ,, ,, ,, ভূরঙ্গ।
১২ ,, ,, ,, ,, ,, মাগধ।
১৩ ,, ,, (দধিদুগ্ধাদি বিক্রয়) গোপ।
১৪ শূদ্রকন্যাতে ক্ষত্রিয় (ক্ষৌরকার্য্য) নাপিত।
১৫ ঐ ঐ (লড্ডুকাদি প্রস্তুত) মোদক।
১৬ ঐ ব্রাহ্মণ (বরজে পর্ণরোপণাদি) বারুজী
১ম পরিশিষ্ট ২৯—৩৪ পৃঃ (বারুই)।
১৭ ব্রাহ্মণকন্যাতে ক্ষত্রিয় (পুষ্পবিক্রয়) মালাকার।
১৮ ঐ ঐ (পূর্ব্বে রথচালক) সূত।
১৯ ঐ ঐ (পূর্ব্বে তাম্বুলবিক্রয়) তাম্বুলী (তামুলী)।
২০ ঐ ঐ (শস্যবিক্রয়) তৈলী (তিলী বা তেলী)।

এই বিংশতি সঙ্কর জাতির জল আচরণীয় অর্থাৎ আচমনযোগ্য। ইহা জাবালি ঋষিকে উপলক্ষ করিয়া বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে। বর্ণসঙ্কর জাতির মধ্যে এই বিংশতি জাতি উচ্চাসনে আসীন।

২১ বৈশ্যকন্যায় করণ হইতে জাত সন্তান তক্ষা (ছুতর)।
২২ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ রজক।
২৩ ঐ অম্বষ্ঠ ঐ ঐ ঐ স্বর্ণকার।
২৪ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ স্বর্ণবণিক্।
২৫ বৈশ্যকন্যায় গোপ ঐ ঐ ঐ আভীর।
২৬ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ তৈলকার (কলু)।

২৭ শূদ্রপত্নীতে গোপ হইতে জাত সন্তান (জালজীবী) ধীবর।
২৮ ঐ ঐ (মদ প্রস্তুত ও) শৌণ্ডিক।
২৯ ঐ মালাকার (নৃত্যগীতাদি) নট ও শবর।
৩০ ঐ মাগধ (স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত) শেখর (সেকরা)।
৩১ ঐ ঐ (মৎস্যসঞ্চয়করণ) জেলে।

ইহারা অস্পৃশ্য শূদ্র নহে, কিন্তু ইহাদিগের জল অব্যবহার্য্য।

৩২ বৈশ্যপত্নীতে স্বর্ণকার হইতে মলগ্রাহি (মেতর)।
৩৩ ঐ স্বর্ণবণিক্ হইতে কুড়ব।
৩৪ ব্রাহ্মণীতে শূদ্র (ব্যবসায় অনির্দ্দিষ্ট) চাণ্ডাল।
৩৫ গোপকন্যায় আভীর হইতে ঐ বরুড়।
৩৬ বৈশ্যকন্যায় ঐ ঐ তক্ষা ও চর্ম্মকার।
৩৭ মালিনীতে ঐ ঐ পট্টীকার ও স্থপতি।
৩৮ গন্ধবণিক্‌কন্যায় স্থপতি হইতে চিত্রকার (পটুয়া)।
৩৯ গোয়ালিনীতে চিত্রকার প্রতিমাগঠক(ভাস্কর)।*

ইহারা অস্পৃশ্য শূদ্র।

শূদ্রায়াং বৈশ্যতো জস্তে করণো নাম সঙ্করঃ।
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠোঽথ গান্ধিকো বণিক্।
কাংস্যকারশঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সংবভুবতুঃ।
উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তস্যাং ক্ষত্রিয়াৎ বভূবতুঃ।
কুম্ভকারতন্তুবায়ৌ ক্ষত্রপত্ন্যাং বভূবতুঃ।
কর্ম্মকারশ্চ দাসশ্চ শূদ্রাৎ তস্যাং বভূবতুঃ।
বৈশ্যাবভূব ভূরস্যো মাগধো গোপ এব চ (
ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়াং জাতৌ নাপিতমোদকৌ।
ব্রাহ্মণাৎ শূদ্রকন্যায়াং বারুজীবী বভূবহ।

গাঁড়ার, নট, শৃঙ্গকার (সিংকাষ্ঠা), পুণ্ডরীক (পুঁড়ো জাতি)। পুঁড়ো হইতে নাপিতকন্যায় ভূমিমালী জাতির উৎপত্তি হয়। ভূমিমালী তিন ভাগে বিভক্ত—দেওলী, হাড়ী ও কোঁচমালী। পুণ্ডরীকের বিবাহিতা স্ত্রীতে নাপিতসম্ভব পুত্র গঙ্গাপুত্র বা মুদ্দাফরাস। ভড় জাতি শববাহক। ভড় হইতে চুণারী

ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো মালাকারস্তথা মুনে।
বৈশ্যাত্তু দ্বিজকন্যায়াং জাতৌ তাম্বুলিতৈলিকৌ॥
বিংশতিঃ সঙ্করা এতে জাবালে কথিতাস্তব।
উত্তমাঃ সঙ্করা এতে মধ্যমানথ মে শৃণু॥
বৈশ্যায়াং করণাজ্জাতৌ তক্ষা রজক এবচ।
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ তস্যামম্বষ্ঠসম্ভবৌ॥
বৈশ্যায়াং গোপতো জাতো আভীরতৈলকারকৌ।
গোপাৎ শূদ্রাগর্ভজাতৌ পুত্রৌ ধীবরশৌণ্ডিকৌ॥
মালাকারাদ্ধুসম্ভূতৌ নটঃ শবর এব চ।
মাগধাদপি শূদ্রায়াং জাতৌ শেকরজালিকৌ॥
এতে বৈ মধ্যমাঃ প্রোক্তা অন্ত্যজানপি মে শৃণু।
বৈশ্যপত্ন্যাং স্বর্ণকারাম্মলগ্রহিরজায়ত॥
কুড়বঃ স্বর্ণবণিজো বৈশ্যপত্ন্যাং বভূব হ।
শূদ্রাচ্চ ব্রাহ্মণীগর্ভাচ্চাণ্ডালস্তু চ সম্ভবঃ॥
আভীরাদ্গোপকন্যায়াং বরুডঃ সমজায়ত।
তক্ষোঽভূদ্বৈশ্যকন্যায়াং চর্ম্মকারশ্চ শিল্পবিৎ॥
পট্টীকারশ্চ মালিন্যাং স্থপতিশ্চ বভূব হ।
স্থপতেরপি গান্ধিক্যাং চিত্রকারোঽপ্য জায়ত।
গোপালিন্যাং চিত্রকারাৎ প্রতিমাগঠকঃ স্মৃতঃ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের বচন।

প্রভৃতি নীচ জাতি পর্য্যন্তই অন্ত্যজ বর্ণের শ্রেষ্ঠ। তৎপরবর্ত্তীর জন্মবৃত্তান্ত দিবার আবশ্যকতা দেখি না। তথাপি তাহাদিগের নাম ও ব্যবসায় দেওয়া আবশ্যক বোধে স্থানান্তরে দেওয়া গেল; তথায় দেখ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে এ দেশে যতপ্রকার নীচজাতীয় শূদ্র ছিল, তাহার নির্ণয় করা আছে। ভারতচন্দ্রকৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মধ্যে ছত্রিশ জাতির বিন্দুপাত আছে। তাহা পাঠ করিলে তৎকালপরিচিত জাতি পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। যথা--

"আগুরী প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগী চাসাধোপা কৈবর্ত্ত ১ অনেক ॥ (১ অনেক প্রকার)
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে ২ শুঁড়ী। (২ মৎস্যজীবী)
চাঁড়াল বাগ্দী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী ॥
কুর্ম্মী কোরাঙ্গা পোদ কপালী তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজীকর ॥
বাইতি পটুয়া কাণ কসবী যতেক।
ভাবুক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক ॥

কিন্তু সে সময় চাই, বাঁই, বাউরী, চাক্, কোঁচ, পলিয়া, পুঁড়া (পুণ্ডরীক), রাজবংশী, কাহার, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর প্রভৃতি কতকগুলি জাতি বিদ্যমান ছিল, অধুনা তাহাদিগের বংশাবলী অনেক স্থলে বিস্তৃত দেখা যায়। বোধ হয় ভারতচন্দ্র কেবল বর্দ্ধমানের বর্ণন করিতেছিলেন বলিয়াই অপরগুলিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; কেন না সকলগুলিরই এক নগরে অবস্থান সম্ভব বিবেচনা করেন নাই।

এই সকল বর্ণের জাতিগত ব্যবসায় দ্বারাই ইহাদিগের সমাজগত মর্য্যাদার তারতম্য অবগত হওয়া যায়। যথা—

জাতি—ব্যবসায়।

আগুরী—প্রধানতঃ কৃষিকর্ম্ম*।

---

* আগুরী দুই ভাগে বিভক্ত, সূত ও জানা। জানাদিগের বিবাহ-সময়ে তাহারা উপবীত ধারণ করে, কিন্তু ইহাদিগের দশসংস্কার কার্য্য বেদ-বিহিত নহে। অস্থায়ক পৈতা ধারণ মাত্র, বিবাহের পর আর থাকে না। যথা-হুত অগ্ন্যাধান নাই।

জানা আগুরীরা কহে যে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মতে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হইতে জন্ম হেতু তাহারা দ্বিজসমুচিত যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে অধিকারী। সূতরা কহে মনুর মতে ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রকন্যার জাত ব্যক্তির মাতৃবর্ণ ও ধর্ম্ম গ্রহণহেতু শূদ্রত্ব বিধিসিদ্ধ বলিয়া তাহারা শূদ্রবৎ আচার ব্যবহার করিয়া থাকে। জানারা ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় বার দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের সময় শূদ্রের ন্যায় ব্যবস্থা লয়। সুতরাং শূদ্র।

উগ্রক্ষত্রিয়গণ দুই ভাগে বিভক্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহাদিগের সূতেরা শূদ্রবৎ আচরণ করে। শূদ্রের যত গোত্র ও যত উপাধি আছে, তৎসমস্তই ইহাদিগের উভয়শ্রেণীতেই বিদ্যমান দেখা যায়। সূত আগুরী ইহাদিগের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা আছে। হাজরা ও চৌধুরীই প্রায় কুলীন। কিন্তু ধনবল ও সৎকার্য্য থাকিলেই কৌলীন্য লাভ করিতে পারা যায়। বর্দ্ধমান জেলায় উগ্রক্ষত্রিয়গণই প্রসিদ্ধ। কুলীনের আট পরগণার মধ্যে সাত পরগণা বর্দ্ধমানে, অবশিষ্ট এক পরগণা বীরভূমে। পরগণার নাম বার্বাকসাহী। স্থানের নাম চোরদীঘী বাহিরী, এই স্থানের রায় চৌধুরীগণ কুলীন, ইহাদিগের পূর্ব্ব উপাধি সোম। ফলতঃ বর্দ্ধমানের আট পরগণার আট ঘর বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ বিষয়ের কবিতা কয়েকটী নিম্নে লিখিত হইল। গণেশ কুলাচার্য্য ও ষষ্ঠীদাস ভট্টাচার্য্যকৃত উগ্রক্ষত্রিয় বিবরণ দেখ। যথা—

১। সিংহকে ইন্দুবর সোম সুধাকর।

২। বাঘাতে পরেশকুল পবি পঞ্চ ঘর।

জাতি—ব্যবসায়।

কলু—তৈল প্রস্তুত ও বিক্রয়।

কোল—অনির্দ্দিষ্ট। তথাপি বাঁশের দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়।

শুঁড়ী—জালজীবী ও চাসী।

গাড়ার—চিপিটক প্রস্তুত ও বিক্রয়। এবং করাতীর কার্য্য।

করঙ্গা—চিপিটক প্রস্তুত ও বিক্রয়। ঐ

কাণ (কিন্নর)—গীত বাদ্য।

কাঁড়রা—বাঁশের শলাকা প্রস্তুত করণ ও পক্ষিবিক্রয়।

কোড়া—মৃত্তিকা খননাদি।

কাওরা—শূকর পালন ও বিক্রয়।

কপালী—শণ ও পাটের সূত্রের দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়।

কোঁচ—নৌকা-বহন ও মৎস্য-ধরণ বিক্রয়।

কাহার—দাস্যবৃত্তি ও বাহকের কার্য্য।

তিয়র (রাজবংশী)—মৎস্যবিক্রয় ও ইষ্টকনির্ম্মাণ ও গ্রন্থন।

দুলিয়া—নরযানের বাহকের কার্য্য, বেহারাগিরি।

৩। বারবাক কাঞ্চন সোম বংশেতে মিশায়।
৪। সাতশেকায় গুপ্ত হই দীপ্ত কবি রয়।
৫। দেঁয়েতে পবিত্রকুল দাঁ, দত্ত আর দে
৬। হুগুব-পুরেতে মুনি সাংখানে বশোদে।
৭। বর্দ্ধমানে রত্নাকর দক্ষিণে রাজন্।
৮। এড়ুয়ারে অক্ষীকারে সেনের নন্দন।।

উগ্রক্ষত্রিয়গণ স্বভাবত উদ্ধত হইলেও সৎক্রিয়ান্বিত ও সদাচারসম্পন্ন। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক বিনীত শিক্ষিতও বটে। জানা ও শূত এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর ভোজ্যান্নতা বা বৈবাহিক সম্বন্ধ নাই। কিন্তু প্রীতি-ভোজনে দোষ হয় না উভয় দলেই দেবসেবা ও আতিথ্য করিয়া থাকে।

জাতি—ব্যবসায়

ধোপা (রজক)—বস্ত্র ধৌত ও পরিষ্কার করণ।

চাসাধোপা—প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য।

নলে—পাট, মাদুর, শপ প্রভৃতির বয়নকার্য্য ও নলকর্ত্তন।

সুড়ী—প্রধানতঃ লাক্ষাদির ব্যবসায় ও চুড়ী প্রস্তুত ও বিক্রয়।

পলিয়া—প্রধানতঃ চাস, বস্ত্রাদি-বয়ন ও স্থলবিশেষে দধি দুগ্ধ বিক্রয়। রংপুর দিনাজপুর বাসী।

পাটুনী—নদীতে পারাপার, খেয়া দেওয়া।

পোদ—প্রধানতঃ মৎস্যবিক্রয়।

চূণারী—প্রধানতঃ চূণ প্রস্তুত ও বাদ্যকরণ।

চণ্ডাল বা নমশূদ্র—নানাবিধ ব্যবসায়, প্রধানতঃ মৎস্যধরণ, কৃষিকার্য্য ও নৌকা-বাহন।

ছুতার (সূত্রধর)—কাঠের কার্য্য করণ।

জালিয়া (চণ্ডাল) }
ধীবর (পাড়ুই) } মৎস্য-বিক্রয় ও নাবিক-বৃত্তি।

ডোম—বাঁশের দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করণ ও শূকর পালন।

ডোকলা (ডোখলা)—শূকর চরাণ।

যুগী বা যোগী—বস্ত্রবয়ন ও বিক্রয় করণ।

বাউরী—পাল্কীবহন ও জলজ উদ্ভিজ্জাদির উত্তোলন ও বিক্রয়।

বাগ্‌দী—মৎস্য বিক্রয়, পাল্কীবহন ও স্থলবিশেষে শূকর-রক্ষণ।

বেদীয়া—গাছড়া ঔষধ ও সর্পদংশনের বিষ-চিকিৎসা এবং স্থলবিশেষে সর্পধরণ ও খেলন।

শুঁড়ী, শৌণ্ডিক, শোলোক—প্রধানতঃ মদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করণ।

জাতি—ব্যবসায়

হাড়ী
মেতর
হাড়ীচাকর } পুরীষ-পরিষ্কার, শূকর-পালন ও স্থলবিশেষে বেহারার কার্য্য।

গন্ধর্ব্ব } গীতবাদ্য।
ধাই } ধাত্রী } প্রসূতির গর্ভমোচন ও জাত সন্তানের নাড়ীচ্ছেদ।
অপ্সর } নৃত্য ও গীত করণ (উড়িষ্যা অঞ্চলে আছে)।

ভাস্কর—প্রস্তর খুদিয়া প্রতিমাদি নির্ম্মাণ।

মুর্দ্দাফরাস বা কোটাল—চিতা প্রস্তুত ও মৃত ব্যক্তির অমেধ্য পরিষ্কারাদি কার্য্য।

মুচি, চর্ম্মকার, চামার, রুহিদাস—চর্ম্মের কর্ত্তন ও সংস্কার, বস্ত্রবয়ন ও বিক্রয়, চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় এবং বাদ্যবাদন।

দাস, চাকর, রমণীবেহারা—দাস্যবৃত্তি। দেশভেদে কার্য্য পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে সকলেই ইতরজাতীয়ের খানসামার কার্য্য করে না।

গোলাম—দাস্যবৃত্তি। ছোটনাগপুরে বাস আছে।

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥ ৫
স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষ বিগর্হিতান্॥ ৬
অনন্তরাসুজাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসুজাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিং॥ ৭

১ অম্বষ্ঠ—ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াম্ অম্বষ্ঠো নাম জায়তে

২ নিষাদ—নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ।৮। মনু । ১০ অ।

৩ উগ্রক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্ ।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে ।৯। ঐ।

৪ অপসদাঃ— বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ ।১০। ঐ।

৫ সূত——ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ ।

৬ মাগধ
৭ বৈদেহ — বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ ১১ ঐ।

৮ আয়োগব, ক্ষত্তা, চণ্ডাল ও সঙ্করজাতি — শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্ ।
বৈশ্য রাজন্য বিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ১২ । ঐ ।

ওঙ্কারোচ্চারণাদ্ধোমাৎ শালগ্রাম শিলার্চ্চনাৎ ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ ।১৩। ঐ

যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ।
তে নিন্দিতৈর্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ ॥
সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং ।
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা সর্ব্বশিল্পানি চাপাথ ॥
মৎস্যঘাতো নিষাদানাং ত্বষ্টিস্ত্বায়োগবস্য চ । মনু ১০ অঃ ৪৮ (
একান্তরে ত্বানুলোম্যাৎ অম্বষ্ঠোগ্রৌ যথা স্মৃতৌ ।
ক্ষত্তৃবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেঽপি জন্মনি ॥ মনু ১০ অঃ ১৩
যথৈব শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যাং বাহ্যং জন্তুং প্রসূয়তে ।
তথা বাহ্যতরং বাহ্যশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যে প্রসূয়তে ॥ ঐ ৩০
প্রতিকূলং বর্ত্তমানা বাহ্যা বাহ্যতরান্ পুনঃ ।
হীনা হীনান্ প্রসূয়ন্তে বর্ণান্ পঞ্চদশৈব তু ॥ ঐ ৩০

অপসদ।

ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত, (১) বৈশ্যার গর্ভজাত (২) ও শূদ্রার গর্ভজাত, এই তিনপ্রকার। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত ও শূদ্রার গর্ভে জাত এই দুই প্রকার; বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত এক প্রকার; সর্ব্বসমেত ছয় প্রকার সন্তান অপসদ শব্দে অভিহিত হয়।

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বিপ্রকন্যার গর্ভে জাত সন্তান সূত-জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

> সজাতিজানন্তরজা ষট্সুতা দ্বিজধর্মিণঃ।
>
> শূদ্রাণান্তু সধর্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥ মনু। ১০অঃ ৪১ শ্লো

বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে জাত সন্তান মাগধ জাতি, এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তান বৈদেহ। ইহারা স্তুতিপাঠক।

শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তান আয়োগব; এবং ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর সন্তান ক্ষত্তা (যাহাকে বঙ্গদেশে খত্রি বলে) ও ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সঙ্করসন্তানকে চণ্ডাল অর্থাৎ নরাধম বলা হয়।

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় করণ কায়স্থ বলিয়া এক জাতি আছে। পাশ্চাত্য কায়স্থগণ তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহাদিগের উৎপত্তি বিষয়ে এই প্রমাণ দেন যে, এক সঙ্কর জাতি হইতে অপর সঙ্কর জাতির উৎপত্তির সময় যে সঙ্করাৎসঙ্কর জাতি জন্মে, তাহাদিগেরই মধ্যে ঝল্ল, মল্ল, নট, করণ, খস, দ্রবিড় প্রভৃতি কয়েক জাতির উৎপত্তি হয়।

মল্ল—সচরাচর যাহাদিগকে মাল বলা যায়। ইহারা সর্প-

বহিষ্করণ ও তৎসঙ্গে ক্রীড়ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। উহাদিগকে সচরাচর সাপুড়ে কহে।

নট—নৃত্যগীতাদি ব্যবসায়।

করণ—ব্যবসায় অনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু অধিকাংশকে নৌকাবাহন কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়।

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্‌ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥ ২২ ॥ মনু। ১০ অ

আয়োগব (আহিরী গোয়ালা)—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভে আয়োগবের জন্ম।

চর্ম্মকার। চামার। মুচি। } নিষাদ হইতে বৈদেহী স্ত্রীতে কারাবার, বৈদেহী হইতে কারাবারস্ত্রীতে অন্ধ্র এবং নিষাদস্ত্রীতে মেদ নামক জাতি জন্মগ্রহণ করে। ইহাদিগের সকলেরই চর্ম্মচ্ছেদন কার্য্য জাতীয় বৃত্তি; ইহারা গ্রামের বাহিরে বাস করে।

"কারাবারো নিষাদাত্তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে।
বৈদেহকান্ধ্রমেদৌ চ বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ৌ ॥৩৬ মনু। ১০ অঃ।

মুর্দ্দাফরাস—চণ্ডালের ঔরসে নিষাদী-গর্ভে জাত সন্তানকে মুর্দ্দাফরাস কহা যায়। ইহারা মৃত ব্যক্তির বস্ত্রাদি গ্রহণ করে ও চিতা প্রস্তুত করিয়া থাকে। শ্মশানে অবস্থিতিপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির অমেধ্য বস্তু পরিষ্কার করে। রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বধকার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন ও তাহাদিগের পরিহিত বস্ত্রালঙ্কারাদি গ্রহণপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সেইহেতু ইহাদিগের ঘাতক বলিয়া অপর একটী নাম আছে।

বধ্যাংশ্চ হন্যুঃ সততং যথাশাস্ত্রং নৃপাজ্ঞয়া।
বধ্যবাসাংসি গৃহ্নীয়ুঃ শয্যাশ্চাভরণানি চ ॥ ৫৬ ॥ মনু। ১০ অঃ।

একক্ষণে এই সকল বচন দ্বারা নিশ্চয় জানা যায় যে, অনু-লোম ও প্রতিলোম প্রভৃতির সংস্রবে নানাবিধ অন্ত্যজ ও সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। তৎসমস্তের বিবরণ করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে এইমাত্র জানা আবশ্যক যে, উচ্চ জাতীয়ের স্ত্রী সঙ্গে সংস্রব ঘটিলেই সঙ্কর জাতি ব্যতীত প্রকৃত শূদ্র, প্রকৃত বৈশ্য, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, কিংবা ব্রাহ্মণ জন্মে না।

অন্ত্যজ-জাতি-প্রকরণ সমাপ্ত।

সম্বন্ধনির্ণয়— শাখা প্রশাখা

বৈদ্যজাতির উৎপত্তি।

বৈদ্যেরা —আম্বষ্ঠজাতির পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণত্ব ছিল এই বলিয়া বৈশ্যজাতির ক্ষত্রিয় জাতি অপেক্ষা সমাজে সম্মান অধিক ইহা দেখাইতে চাহেন। যথা--

বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্যা বিন্নাসু বৈশ্যবৎ। ৭
বৈশ্যক্ষত্রিয় বিপ্রেভ্যো জাতঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ ৮

২য় অঃ ব্যাসসংহিতা ৭। ৮

উঢায়াং হি সবর্ণায়াং অন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥
উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাং।
ন তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্বজন্মজাং॥

২য় অঃ ব্যাসসংহিতা ১০।১১। শ্লোক।

কিন্তু এ প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব, সত্য এবং ত্রেতাযুগের বিষয় মাত্র। দ্বাপর যুগ হইতে বৈশ্যজাতির বিপ্রবদ্বৃত্তি দেখা যায় না। ব্যাস-সংহিতাতেই প্রকাশ আছে। যথা—

সত্যে বৈদ্যাঃপত্নুস্তস্ত্যাস্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ।

সুতরাং কলিযুগে উপবীতধারী বৈশ্যদিগের জাতকর্ম্মাদি দশ সংস্কার বৈশ্যজাতির আচার ও ব্যবহারানুযায়ী হইয়া থাকে। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। ব্রাহ্মণবৎ কদাপি হইতে পারে না, হয় নাই, এবং হইবেও না। ইহারা সঙ্কর জাতি নহেন অপসদ।

বৌদ্ধধর্ম্ম নিরাকারণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বঙ্গদেশীয় জাতি-চতুষ্টয়ের সমাজ-সুশৃঙ্খলা বিষয়ে, বঙ্গীয় প্রজাদিগকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন বিষয়ে, তাহাদিগের ধর্ম্মসংস্থাপন বিষয়ে, যে মহামতি উদারপ্রকৃতি বদান্য ভূপতিগণ আন্তরিক যত্ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন, তাঁহাদিগের জাতিগত ও মর্য্যাদাগত বিষয়াদি কিছুই সামান্যকাণ্ডে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। জাতিগত সামান্য ও বিশেষ বিনির্ণয়-করণ- বিষয়ে আদি-শূর, বল্লাল ও লক্ষণসেন অগ্রসর ছিলেন, এজন্য সামান্যকাণ্ডের শাখা প্রশাখা নির্ণয়ের অগ্রে তাঁহাদিগেরই জাতিগত প্রকরণ এইখানে উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতি দ্বিজ বলিয়া পরিগণিত। যেহেতু মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম, উপনয়ন কালে সাবিত্রী গ্রহণ দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম। প্রথম জন্ম দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদির জ্ঞান হয়, দ্বিতীয় জন্ম দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মে, তদ্দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের শুদ্ধি হয়। তন্নিবন্ধন অনায়াসে বাহ্য শুদ্ধি হইয়া থাকে। তখন স্বতঃ অন্তর্ব্বাহ্য শুদ্ধি হইলে ব্রহ্মনির্ণয়ে সামর্থ্য জন্মে। এই কারণে ইহাঁদিগের দ্বিজ-সংজ্ঞা গ্রহণে অধিকার আছে।

চতুর্থ জাতি শূদ্র, ইহারা একজ অর্থাৎ ইহাদিগের কেবল মাতৃগর্ভে জন্ম মাত্র; অন্য, অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা আত্মজ্ঞানরূপ জন্ম, হয় না। সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণ ব্যতীত পঞ্চম জাতি নাই। অপসদসন্তান ইহারই একতম বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের কন্যা৷ সজাতীয়ার

গ্রহণান্তে ক্রমান্বয়ে বিবাহবিধিতে গ্রহণে নিষিদ্ধ ছিলেন না। তদনুসারে ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়সন্তান অপেক্ষা মান্য। ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈশ্য হইতে শ্রেষ্ঠ। এবং শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র শূদ্রসদৃশ করণ জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেহেতু মনু কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যখন ভিন্ন বর্ণে যথাবিধানে সন্তান উৎপাদন করেন, তখন পিতা উচ্চ বর্ণ স্থলে ও মাতা অধম বর্ণ স্থলে পুত্রগণ মাতৃবর্ণ হয়, অর্থাৎ পিতার জাতি পায় না। সেইহেতু শূদ্রার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তানের শূদ্রত্বই থাকে, উপনয়নাদিতে অধিকার হয় না। অন্য তিন বর্ণের দ্বিজাতি-সংজ্ঞা হয়। সেই হেতু বৈশ্যগণ দ্বিজাতি।

ক্ষত্রিয় জাতি তৎসমান বর্ণে ও বৈশ্য শূদ্রের কন্যায় যে পুত্র উৎপন্ন করে, তাহারাও মাতৃ সমান-বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াপুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাপুত্র মাহিষ্য নামক বৈশ্য, শূদ্রার গর্ভজাত উগ্র ক্ষত্রিয়। বৈশ্যের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান বৈশ্য, শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র নিষাদ। এইরূপে উচ্চ বর্ণের পুরুষে নীচ বর্ণের বিবাহিতা স্ত্রীতে যে সন্তান জন্মে, তাহারা মাতৃবর্ণ (সাধারণতঃ) মান্য, অর্থাৎ মাতৃসজাতীয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং পিতৃসজাতীয় অপেক্ষা অপকৃষ্ট। তদনুসারে আমাদিগের দেশের অম্বষ্ঠেরা বৈশ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

এক্ষণে একপ্রকার স্থির হইল যে, দ্বিজত্রয়ের ঔরসোৎপন্ন অনুলোমের গর্ভজাত সন্তানগণ মধ্যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য এই তিন জাতির দ্বিজাতি-সংজ্ঞা থাকায় উপনয়নাদি বৈদিক কার্য্যে পিতৃসজাতীয়দিগের ন্যায় অধিকার

আছে, এবং মাতার হীনবর্ণত্ব হেতু অশৌচাদি গ্রহণ ও অন্যান্য কুলাচারে মাতৃসজাতীয়দিগের ন্যায় তদ্বিষয়ে ইহারা পিতৃসজাতীয় আচরণে অধিকারী নহে। ২১৬ পৃঃ করণস্থলে নিষাদ পাঠ কর।

উৎকৃষ্টজাতিজ সঙ্কীর্ণ জাতির মধ্যে উগ্রক্ষত্রিয়, নিষাদ ও করণ এবং অন্যান্য বিলোম ও অনুলোমোৎপন্ন মাতৃদোষাশ্রিত বর্ণসঙ্করদিগের দ্বিজাতিত্ব নাই। শূদ্র বলিয়া খ্যাত। স্থলবিশেষে অধম শূদ্র। ২১৬ পৃঃ নিষাদ স্থলে করণ পাঠ কর।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আমাদিগের দেশের বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের নিম্নে, ক্ষত্রিয়ের সমকক্ষভাবে ও শূদ্রের উপরিভাগে আসন গ্রহণ করেন। যাঁহারা সদাচারসম্পন্ন, তাঁহারা দ্বিজাতি-[illegible]শ আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা পাতিত্যাদি হেতু অনুপনীত, তাঁহারা শূদ্রবৎ রহিয়াছেন।

কি শুদ্ধাচারসম্পন্ন বৈদ্য, কি পতিত বৈদ্যজাতি, উভয়েই আয়ুর্ব্বেদাদি চিকিৎসাশাস্ত্র এবং মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র ব্যতীত মন্বাদিস্মৃতি বা অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে অধিকারী নহেন।

মহারাজ বল্লাল এক সময়ে অধমজাতীয়া একটী পদ্মিনী কন্যাকে বিবাহসূত্রে গ্রহণ করেন। সেই হেতু তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। ধর্ম্মলোপভয়ে লক্ষ্মণ, তদনুগত বৈদ্যদিগকে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতে আদেশ দেন। তাহার কারণ এই, যাহারা যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে মহারাজ পতিত বলিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন না। মহারাজের সংস্পৃষ্ট না হইলেই জাতি-রক্ষা হইল, তদ্দ্বারাই ধর্ম্ম-রক্ষা করা হইতে পারে। এইরূপে লক্ষ্মণের অনুগত বৈদ্যগণ

যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন। তৎপরে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজনগরনিবাসী বৈদ্যকুলতিলক মহারাজ রাজবল্লভ ব্রাহ্মণদিগের ব্যবস্থা অনুসারে অনেক বৈদ্যকে যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনর্ব্বার উপনয়নাদি দেন। তদবধি অনেক বৈদ্য যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। অনেকে পূর্ব্ববৎ শূদ্রসদৃশ অনুপনীত ও মাসাশৌচাদি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা উপনীত, তাঁহারা ১৫ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করেন, ও সাবিত্রী- মন্ত্র উপাসনা করিয়া থাকেন।

অপরপক্ষ বৈদ্যগণ কহেন, যে সকল বৈদ্য বল্লালের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন, রাজা হইয়া তাহাদিগকেই আচারভ্রষ্ট বলিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণে অনধিকারী করিয়া দেন এবং শূদ্রবৎ মাসাশৌচে শুদ্ধি বিধান করেন।

অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতির মূলপুরুষ শবৈদ্য অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরি।

ধন্বন্তরি হইতে

গুপ্ত	দাস	সেন

এই তিন পুত্র জন্মে। এই তিন জনের সন্ততির মধ্যে গুপ্ত দাস ও সেন উপাধিবিশিষ্ট বৈদ্যগণের সাধারণ উপাধি গুপ্ত। তদনুসারে এই তিন উপাধির শেষে গুপ্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যথা সেন গুপ্ত, দাস গুপ্ত ও গুপ্ত গুপ্ত। অম্বষ্ঠকুলের অন্যান্য উপাধিধারী বৈদ্যদিগের পদবীর শেষে গুপ্ত উপাধি গ্রহণের অধিকার নাই। মহারাজ বল্লাল যে বৈদ্যবংশ-সম্ভূত, তাহার প্রমাণ্য সংস্থাপন জন্য, লক্ষ্মণ অনুগত বৈদ্যগণ যে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করেন তাহার সমর্থন নিমিত্ত, ও রাজবল্লভ যে পুনর্ব্বার বৈদ্যদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত

করেন ও তদবধি পুনর্ব্বার পঞ্চদশাহ অশৌচ গ্রহণ করেন তাহার নির্ণয় জন্ম, রামজীবনকৃত কুলপঞ্জিকার বচন উদ্ধার করা গেল। যথা—

আদিশূর মহারাজ জগতে বিখ্যাত
তাঁর দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরের সুত॥
দেব-অংশে জন্ম বল্লাল নৃপমণি।
যে করিল সেই হৈল আচরণি॥
জাতিমালা আদি করি নির্দ্দিষ্ট করিল।
বিশেষিয়া ব্রাহ্মণের কুলজী বর্ণিল॥
যে দেশে যেখানে যে স্থানে ছিল।
সেই দেশী গ্রামবাসী তাহাকে লিখিল॥
বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন জান।
পিতাপুত্রে জন্মেছিল বিরোধ কারণ॥
দেখি মন্দ আচরণ বল্লালে কহিল।
ভাল মন্দ ব্যবহার আজি না রহিল॥
পিতাপুত্রে বিসংবাদ উচিত না হয়।
বিশেষতঃ রাজা তুমি নাহিক আশ্রয়॥
দেশত্যাগ যুক্তিমাত্র উপায় কেবল।
তাহা ভিন্ন অন্য যে বা সবই নিষ্ফল॥
এই বলি ভিন্ন দেশে তখনি যে গেল।
পূর্ব্বমত ব্যবহার সে দেশে করিল॥
কিছুদিন এই ভাবে থাকে দুইজন।
পশ্চাতে উঠিল এক অশুভ লক্ষণ॥
লক্ষ্মণ বলিল বৈদ্যে ডাক দিয়া সবে।

ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র এবে॥
লক্ষ্মণ অনুগত বৈশ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হইতে বৈশ্যের পৈতা গিয়াছিল॥
বৈশ্যেতে মহারাজ রাজবল্লভ নাম।
সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান।
সবে আনি জিজ্ঞাসে শাস্ত্রের প্রমাণ॥
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈশ্য পুণঃ উপনীত।
পুনরায় দ্বিজভাব যথা পূর্ব্বরীত॥
তদবধি কতগুলি করি প্রায়শ্চিত্ত।
পক্ষমাত্রে পায় শুদ্ধি করে বৈশ্যবৃত্ত॥
সংস্কার দশবিধ লয় পূর্ব্বমত।
তখন পতিত জনে কহে কত শত॥

কান্যকুব্জাগত বিপ্রপঞ্চক যাঁহাদিগের আনীত, তাঁহারা অম্বষ্ঠকুলে জন্মগ্রহণ করেন, অর্থাৎ বৈশ্য বলিয়া খ্যাত, ইহা প্রসিদ্ধ। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

মহারাজ আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। বল্লাল দ্বারা কৌলীন্য-সংস্কার ও লক্ষ্মণ সেন দ্বারা তাহার সমীকরণ হয়। সেইহেতু অন্যজাতীয় কৌলীন্যাদি লিখিবার পূর্ব্বে বৈদ্য জাতির কুলনির্ণয় করা উচিত বোধে তাঁহাদিগের উৎপত্তি প্রভৃতি লেখা গেল।

স্কন্দপুরাণের বর্ণনানুসারে বৈদ্যোৎপত্তি বিষয়ে এইমাত্র জানা যায় যে, যৎকালে গালব ঋষি তীর্থ-পরিভ্রমণে নির্গত হন, তৎকালে তিনি এক দিবস অত্যন্ত পথশ্রান্তি বশতঃ নিতান্ত

ক্ষুৎপিপাসাকুল হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ে এতাদৃশ তৃষা-কাতর ও খিন্ন হইয়াছিলেন যে, পিপাসা-নিবৃত্তি মানসে বিনা বিচারেই জলকলসধারিণী এক কন্যার নিকট বারি প্রার্থনা করিলেন। তাহার দত্ত সলিল পানদ্বারা সজীব হইয়া উপ-কারক ব্যক্তির প্রত্যুপকার অবশ্যকর্ত্তব্যজ্ঞানে ঋষিসুলভ বর-প্রদান করিলেন। বলিলেন হে কন্যে, তুমি আমার আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে পুত্রবতী হও।

এই আশীর্ব্বাদটী যদিও বিবাহিতা ললনার পক্ষে পরম প্রার্থনীয়, কিন্তু অনূঢ়া কামিনীর পক্ষে নিতান্ত অসদৃশ বিবে-চনা করিয়া ঐ ললনা ঋষি মহোদয়ের পাদপদ্মে নিবেদন করিল ঠাকুর, অদ্যাপি আমার বিবাহ হয় নাই। আমি কুমারী, এ অবস্থায় আমার সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই। মহর্ষি গালব তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ জাতির কন্যা? ঐ কন্যা কহিল, সে বৈশ্যকন্যা, তাহার নাম বীরভদ্রা। মহর্ষি গালব ঐ কন্যাকে সঙ্গে করিয়া তদীয় পিতৃকুলে উপস্থিত হইলেন, এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

বীরভদ্রার পিতা গালবকে ঐ কন্যা গ্রহণ করিতে কহিলেন। গালব সে বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া এই উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি প্রাণনাশকালে জীবন প্রদানপূর্ব্বক পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি মাতৃতুল্যা, অতএব এ কন্যা আমার পাণি-পীড়ন যোগ্যা নয়। গালবের বাক্য শুনিয়া অন্যান্য ঋষিরা তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া কহিলেন, এই বৈশ্যকন্যা হইতে অমৃ-তাচার্য্য ধন্বন্তরির জন্ম হইবে। পরে ঋষিরা বিবেচনা করিলেন,

গালবের বাক্য বৃথা হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব এই কন্যার ক্রোড়ে একটী কুশময় কুমার দেওয়া যাউক। অবশ্য গালবের অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ অনুসারে উহা মানব আকার ধারণ করিবে। তদনুসারে প্রত্যেক ঋষিই বেদমন্ত্রানুসারে ঐ কুশপুত্তলীর প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক আপন আপন ক্রোড় হইতে ঐ পুত্তলিকা-টীকে বৈশ্যকন্যা ভদ্রার ক্রোড়ে সংস্থাপন করিলেন। তাহার ক্রোড় স্পর্শমাত্র ঐ বালকের জীবনসঞ্চার হইল। বেদমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা ইহাঁর জীবনসঞ্চার হয়, এই কারণে ইহাঁর উপাধি বৈদ্য হইল। আর, ইনি অম্বাকুলে (মাতৃকুলে) সংস্থাপিত হইলেন বলিয়া ইহাঁর নাম অম্বষ্ঠও হয়। ধন্বন্তরি ও বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিলেন।

স্বর্বৈদ্য ধন্বন্তরির জন্ম সম্বন্ধে কোন কোন পুরাণে অমৃত মন্থন কালে সমুদ্র হইতে উত্থিত এইরূপ বর্ণন আছে। তাহা হই-লেও তাঁহার জন্ম কালান্তরে বীরভদ্রার গর্ভে অসম্ভব নহে। প্রাণী মাত্রেরই জীবন অবিনশ্বর ও নিত্য সুতরাং আত্মতত্ত্ববিদ্ মহা প্রভাবশালী (অর্থাৎ অষ্টৈশ্বর্য্যবান্) স্বর্গীয় পুরুষগণ যথায় তথায় যদা তদা জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ। সুতরাং যুগযুগান্তরে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করণে তাঁহাদিগের কোন বাধা দেখা যায় না সুতরাং ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরির স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মর্ত্তলোকে বংশবিস্তার করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। হইবেই বা কেন? আবার দেখ।

ধন্বন্তরি হইতে

সেন	দাস	গুপ্ত

এই তিন সন্তান জন্মে। বঙ্গদেশে ইহাঁরাই অম্বষ্ঠ বা বৈশ্য

বলিয়া খ্যাত। এই তিন মূল হইতে আর বারটী বংশের সৃষ্টি হয়। তৎপরে শাখা প্রশাখায় ৫০ পঞ্চাশৎ কুল হইয়াছে। তাহাদিগের বিবরণ ক্রমে দেখ। যথা—

১। ধন্বন্তরি—স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারের বৈশ্যপত্নী গর্ভজাতা কন্যা সিদ্ধবিদ্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহা হইতে ধন্বন্তরির তিন পুত্র জন্মে। যথা—সেন, দাস ও গুপ্ত।

সেনের চারি পুত্র। ঐ চারিজন পৃথক্ পৃথক্ মুনির শিষ্যত্বনিবন্ধন চারি পৃথক্ গোত্র ভজনা করেন। ধন্বন্তরিগোত্র সেন; বৈশ্বানরগোত্র সেন: শক্তিগোত্র সেন; আদি বা আদ্যগোত্র সেন। তৎপরে ইহাঁদিগের অধস্তন বংশের কতকগুলি সন্তান বিভিন্ন দেশে বাসনিবন্ধন অন্য মুনিগণের আশ্রয় গ্রহণহেতু অন্যগোত্র হন। তদনুসারে সেনবংশে আট গোত্র আছে। সকলেরই আখ্যা সেনগুপ্ত।

২। দাসের তিন পুত্র। মৌদ্গল্যগোত্র দাস, শালঙ্কায়নগোত্র দাস ও ভরদ্বাজগোত্র দাস। ইহাঁরাও পৃথক্ পৃথক্ ঋষির শিষ্যত্ব স্বীকার হেতু পৃথক্ পৃথক্ গোত্র প্রাপ্ত হন। দাসবংশের অধস্তন সন্ততিবর্গমধ্য হইতে কতকগুলি বিভিন্নদেশে বাসনিবন্ধন ও অন্যান্য ঋষির শুশ্রূষা হেতু আরও তিন গোত্র প্রাপ্ত হন। তদনুসারে দাসবংশে ছয় গোত্র।

৩। গুপ্তের সজাতীয়া সহধর্ম্মিণীর পক্ষে এক সন্তান। অসজাতীয়া প্রণয়িণীর পক্ষে চারি সন্তান। সজাতীয় সন্তান গুপ্ত। গুপ্তের সন্ততিগণ তিন পৃথক্ গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণি। উপাধি গুপ্তগুপ্ত।

গুপ্তের অসজাতীয়া অর্থাৎ শূদ্রা পত্নীর সন্তানবর্গ—যাহা

দিগের মাতুল দেব, তাহারা কৃষ্ণাত্রেয় দেব। যাহাদিগের জননী দত্তকুলসম্ভূতা, তাহারা মৌদ্গল্যগোত্র দত্ত। যাহাদিগের মাতামহ ধর, তাহারা কাশ্যপগোত্র ধর। যাহাদিগের মাতৃকুল কর তাহারা ভরদ্বাজগোত্র কর।

দেব, দত্ত, ধর ও কর হইতে আর আটটী পৃথক্ কুলের সৃষ্টি হয়। ইহাঁদিগের প্রত্যেকের সজাতীয়া স্ত্রী ব্যতীত অসজাতীয়া দুই দুই পত্নী ছিল। ঐ পত্নীদিগের যিনি যে কুলে উৎপন্ন হন, তৎসন্ততিবর্গ তৎকুল ও সেই কুলের গোত্রভাগী হন।

দেবের অসজাতীয়া দুই পক্ষের দুই জাতীয় দুই সন্তান—এক ইন্দ্র, অপর চন্দ্র। দত্তেরও ঐপ্রকার এক সন্তান রাজ, অন্য সন্তান সোম। ধর স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরদিগের অনুকরণে কিঞ্চিৎ পরাঙ্মুখ ছিলেন। অর্থাৎ ইনি বিভিন্নজাতীয় পক্ষে একমাত্র বিবাহ করেন। তদনুসারে ইহাঁর এক পুত্র ধর, অপর পুত্র নন্দি। কর মহাশয় প্রথম ও দ্বিতীয় সহোদরদিগের ন্যায় সজাতীয়া এক ও অসজাতীয়া দুই পত্নী গ্রহণ করেন। ভাগ্য-বশতঃ ইহাঁরও অসমানজাতীয় পুত্রদ্বয় জন্মে। একের নাম কুণ্ড, অপরের নাম রক্ষিত। কেহ কেহ বলেন, ধরেরও অপরা একটী অসজাতীয়া প্রণয়িনী ছিল। তাহার গর্ভে যে সন্তান জন্মে, তাহার নাম আদিত্য। প্রথমে এইরূপে বৈদ্যগণ মধ্যে পনেরটী পৃথক্ বংশ হয়। * তৎপরে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে গোত্র-

---

* সত্যে বৈদ্যাঃ শিতুল্যাঃ ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ॥
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠো হি মুনিসত্তমঃ।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥ পরাশর।

সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ২৮ অষ্টাবিংশতি পৃথক্ কুলের সৃষ্টি হয়। একণে পঞ্চাশৎ গোত্র ও পঞ্চাশৎ বংশ দেখা যায়।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়গণের গোত্র (অতিদৃষ্ট) হয়। তদ্দৃষ্টে বৈশ্যগণের পুরোহিত-গোত্রানুসারে গোত্র (দৃষ্টাতিদৃষ্ট) হইয়াছিল। শূদ্রগণেরও তদনুসারে অতিদৃষ্টাতিদৃষ্ট গোত্র হইয়াছে। বৈশ্য-গণের গোত্রনির্ণয়বিষয়েও ঠিক ঐপ্রকার।

গোত্রানুসারে—*

১। সেন উপাধিধারী বৈশ্যগণ আট শাখায় বিভক্ত। যথা:—ধন্বন্তরি (১) শক্তি, (২) বৈশ্বানর, আত্ম-মধু-চ্যবন, মৌদ্গল্য কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয় ও আঙ্গিরস।

অম্বষ্ঠৈরমৃতাচার্য্যৈঃ কন্যাঃ স্বৈর্দ্দাস্য (অস্বর্ণ কুমারস্য) তু মানুষীম্।
উপযেমে মহোজ্ঞা যশ্চিকিৎসকতয়া শ্রুতঃ ॥
অথেতস্য বরেণৈব পাতা বৈদ্যা মহৌজসঃ।
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো ধরঃ।
রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥
সন্তানাঃ বহুবস্তেষাং বভুবুশ্চ চিকিৎসকাঃ।
কুলানুরূপতশ্চৈষাং জাতাঃ পঞ্চদশোহপায়ুঃ ॥

শব্দকল্পদ্রুমে কুলপঞ্জিকাধৃত-ব্যাসবচনম্।

* গোত্রের প্রবরানুসারে বৈদ্যজাতির শাখা প্রশাখার প্রভেদ।

প্রবরা পঞ্চ সেনানাং ধন্বন্তরি কুলোদ্ভবাঃ
নির্নির্দ্দিষ্টা যথা তে চ ধন্বন্তরি পরাশরৌ ॥
নৈরুধ্রুবশ্চাঙ্গিরসো বার্হস্পত্য ইতি ক্রমাৎ।
শক্তি গোত্রত্রয়ঃ শক্তি পরাশর বশিষ্ঠকাঃ।
প্রবরাঃ পঞ্চ দাসানাং মোর্ব্ব চ্যবন ভার্গবাঃ।

২। দাস উপাধিধারী বৈদ্যগণ ছয় শাখায় বিভক্ত। যথা—মৌদ্গল্য (৩) ভরদ্বাজ, সালঙ্কায়ন, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ ও বাৎস্য।

৩। গুপ্ত উপাধিধারী বৈদ্যগণ তিন শাখায় বিভক্ত। যথা—কাশ্যপ (৪) গৌতম ও সাবর্ণি।

৪। দত্ত উপাধিবিশিষ্ট বৈদ্যগণ মধ্যে সাত গোত্র আছে। যথা—কাশ্যপ, গৌতম, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণি, আত্রেয় (৫) কৃষ্ণাত্রেয় (৬) ও বাৎস্য। কৌশিককুলধের ঐ প্রকার।

৫। দেব উপাধিধারী বৈদ্যদিগের মধ্যে চারি গোত্র প্রসিদ্ধ। যথা—কৌশিক, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ও মৌদ্গল্য।

৬। ধর উপাধিধারী বৈদ্যগণও চারি শাখায় বিভক্ত। যথা—আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, শাণ্ডিল্য ও আলম্যান।

৭। কর উপাধিবিশিষ্ট বৈদ্যগণেরও গোত্রানুসারে সাত

জামদগ্নশ্চ প্রবরাঃ প্রোক্তা মৌদ্গল্য গোত্রজাঃ ॥
গুপ্তানাং ত্রয়স্ত্বেতে কাশ্যপোঽপ্সারকঃ ॥
নৈধ্রোধ্রুবোঽসমী প্রবরাঃ কাশ্যপগোত্র সম্ভবাঃ ॥
দত্তেত্রয়ঃ কৌশিকানাং শাণ্ডিল্যাসিতদেবলাঃ ।
কৃষ্ণাত্রেয়ো বশিষ্ঠশ্চ আত্রেয়শ্চেতি তে ত্রয়ঃ ॥
আত্রেয় গোত্রজাতানাং প্রবরাশ্চ তথা ত্রয়ঃ
আত্রেয় আঙ্গিরসকো বার্হস্পত্য ইতি ক্রমাৎ ॥
করে ভরদ্বাজ গোত্রে ত্রয়োঽমী প্রবরাঃ স্মৃতাঃ ।
ভরদ্বাজো ভার্গবশ্চ চ্যবনশ্চ ক্রমাদমী ।
রাজবংশে বাৎস্য গোত্রে কথিতা প্রবরাস্ত্রয়ঃ ॥
তথা কৌশিক গোত্রস্য সোমস্য প্রবরাস্ত্রয়ঃ ॥
সেনাদিনামযুক্তা যে আদ্য গোত্রাদিসম্ভবাঃ ।
প্রবরাস্তেঽপি বিজ্ঞেয়াস্তদ্বৎ কুলভুবাং মুখাৎ ॥

শাখা। যথা—কাশ্যপ, বাৎস্য, মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ (৭) ধন্বন্তরি, শক্তি, ও কৃষ্ণাত্রেয়।

৮। রাজ উপাধিধারীদিগের মধ্যে তিন গোত্র দেখা যায়। যথা—কাশ্যপ, আত্র ও মৌদ্গল্য। আত্র গোত্রের তিন প্রবর। যথা—আত্র, মধু ও চ্যবন।

৯। রক্ষিতগণের অধিকাংশই ভরদ্বাজ গোত্র। কোন কোন স্থলে জামদগ্ন্য গোত্র ও দেখা যায়।

১০। ইন্দ্র উপাধিবিশিষ্ট বৈদ্যগণের শাখা প্রশাখা নাই। একমাত্র কাশ্যপ গোত্রই দেখা যায়।

১১। আদিত্য উপাধিধারী বৈদ্যগণ গোত্রানুসারে দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—কাশ্যপ ও কৌশিক।

১২। সোম উপাধিধারী বৈদ্যজাতির একমাত্র শাণ্ডিল্য গোত্র।

১৩। চন্দ্র উপাধিধারী বৈদ্যজাতিরও একমাত্র কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র।

১৪। নন্দি উপাধিধারী বৈদ্যজাতির মধ্যে কেবল ঘৃত-কৌশিক গোত্র দেখা যায়।

৫। কুণ্ড উপাধিবিশিষ্ট বৈদ্যগণ কাশ্যপ গোত্র বলিয়া পরিচয় দেন। দেশভেদে তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যান্য গোত্রও আছে। আদিত্য ও ইন্দ্র এই দুই ঘর বিশেষ প্রসিদ্ধ নহেন। এজন্য অনেক পদ্ধতিকারকই আদিত্য ও ইন্দ্রকে পৃথক্ গণনা করেন নাই, দত্তদিগের মধ্যে অন্তর্ভাব করেন। *

---

* অষ্টাবিংশদমী গোত্রাঃ সর্বেষাম্ ভিষজামপি।
প্রত্যেকস্মে বিংশত্যস্তে সেনদাসাদিকাঃ ক্রমাৎ॥
ধন্বন্তরিশ্চ শক্তিশ্চ তথা বৈশ্বানরাদ্যকৌ।
মৌদ্গল্যকৌশিকৌ কৃষ্ণাত্রেয় আঙ্গিরসোঽপি চ।

সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, রাজ, সোম—এই আট ঘর রাঢ়ীয় বৈদ্য বলিয়া খ্যাত। বঙ্গজের সহিত ও রাঢ়ী বৈদ্যের কোন ইতরবিশেষ নাই। নন্দি, চন্দ্র, ধর, কুণ্ড,

---

অষ্টৌ গোত্রাণি সেনানাং দাসানাঞ্চদনন্তরম্।
মৌদ্গল্যোঽথ ভরদ্বাজঃ সালঙ্কায়ন এব চ।
শাণ্ডিল্যাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ বাৎস্যাশ্চ ষড়মী মতাঃ॥
গুপ্তানাং ত্রীণি গোত্রাণি কাশ্যপো গৌতমস্তথা।
সাবর্ণিরপি দত্তানাং চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
কৌশিকঃ কাশ্যপশ্চৈব শাণ্ডিল্যশ্চাপি তৎপরঃ।
মৌদ্গল্য ইতি বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো দেবসম্ভবাঃ॥
আত্রেয় কৃষ্ণাত্রেয়ৌ চ শাণ্ডিল্যশ্চালম্যানকঃ।
ধরস্য কাশ্যপঃ প্রোক্তো ভরদ্বাজশ্চ কুণ্ডকঃ॥
কাশ্যপো রক্ষিতস্যৈকো গোত্রা এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দত্তানামাদ্যগোত্রাণাং দেশভেদেঽন্তি সন্ততিঃ॥
এবমাত্রেয়গোত্রোঽপি দত্তো দেশান্তরে শ্রুতঃ।
দত্তকৃষ্ণাত্রেয়গোত্রা দৃশ্যন্তে বহবস্তথা।
তস্মাৎ দত্তস্য গোত্রাণি সপ্ত জ্ঞেয়ানি পণ্ডিতৈঃ॥
করাণাং কাশ্যপো গোত্রো বাৎস্যমৌদ্গল্যকাবপি।
দেশভেদেঽপি বিদ্যন্তে তৎ করঃ সপ্তগোত্রকঃ।
রাজঃ কাশ্যপগোত্রোঽস্তি তস্মাত্রাজর্ষিগোত্রকঃ।
শ্রূয়ন্তে চ জামদগ্ন্যগোত্রা দেশান্তরে ধরাঃ॥
বহবোঽপি ভরদ্বাজগোত্রজ্ঞাঃ সন্তি রক্ষিতাঃ।
ইন্দ্রাদিত্যৌ পরৌ যৌ যৌ বৈদ্যৌ গোত্রান্তরেঽপি যে॥
ইন্দ্রস্তু কাশ্যপো গোত্র এক এব প্রকীর্ত্তিতঃ।
আদিত্যানামিমৌ গোত্রাবাদিত্যকৌশিকৌ স্মৃতৌ।
পঞ্চাশদেতে বিখ্যাতাস্তস্মাদ্গোত্রা ভিষক্কুলে॥ অম্বষ্ঠকুলপঞ্জিকা।

রক্ষিত, দাস, দত্ত ও কর—অম্বষ্ঠকুলে এই আট ঘর বারেন্দ্র বৈদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। *

অম্বষ্ঠ অথবা বৈদ্যজাতির সামাজিক স্থিতি সন্নিবেশ।

ইঁহারা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সমকক্ষভাবে ও ব্রাহ্মণের নিম্নে আসন গ্রহণ করেন। স্থলবিশেষে ইঁহাদিগের আচার ব্যবহার প্রায়ই ব্রাহ্মণসদৃশ এবং স্থলবিশেষে কায়স্থাদি সৎশূদ্রের তুল্য, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ইঁহাদিগের মধ্যেও কৌলীন্য আছে, কিন্তু কেহ এককালে কুলচ্যুত হন না! এবং কোন ব্যক্তি যে চিরকাল সৎক্রিয়া করিয়াও যে কোন কালেই, যে, বংশমর্য্যাদা পাইবেন না, সেরূপও নহে। ইঁহাদিগের

---

* যত্তু দেশান্তরে গোত্রমন্যৎ কিমপি চ শ্রুতম্।
দত্তাদীনাং ন তৎ প্রোক্তমপ্রসিদ্ধমতীব তৎ॥ অম্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকা।
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তদেবকরাস্তথা।
রাজসোমৌ নন্দিচন্দ্রধরকুণ্ডাশ্চ রক্ষিতঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে বরেন্দ্রে চ বৈদ্যা এতে ত্রয়োদশ।
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তদেবকরাস্তথা।
রাজসোমাবপীতঃস্তৌ রাঢ়ীয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
নন্দিশ্চন্দ্রো ধরঃ কুণ্ডো রক্ষিতশ্চেতি পঞ্চ যে।
তে বরেন্দ্রেষু বিখ্যাতা দাসদত্তকরা অপি।
রাঢ়ীয়া ভিষজা যে যে প্রায়স্তে বঙ্গজা অপি।
বন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে নিবসন্তি চ কেচন। অম্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকা।

মধ্যে যে ব্যক্তি সদাচারসম্পন্ন ও সৎক্রিয়ান্বিত, তিনি অকুলীন হইলেও পূজ্য, অর্থাৎ মৌলিক শ্রেণী হইতে সন্মৌলিক শ্রেণীতে উত্থিত হইয়া তত্তুল্যরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন। কুলীন বংশের কোন ব্যক্তি কোন অনুল্লঙ্ঘনীয় কারণবশতঃ অসদাচরণ করিলেও কুলচ্যুত হন না। বল্লালী মর্য্যাদা অনুসারে কুল-মর্য্যাদার প্রতি বৈদ্যদিগের এই এক অসাধারণ স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। এইটী স্বজাতিপক্ষপাত-নিবন্ধন বলিতে হইবে। যদিও এরূপ অসাধারণ স্বত্ব আছে, তথাপি ইহাঁদিগের মধ্যে গুপ্ত, দাস ও সেন কুলীন বলিয়া খ্যাত।

বৈদ্যগণ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; বঙ্গজ, রাঢ়ী ও পঞ্চকোটী। ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

১। সেনহাটী ও চন্দনমহলবাসী সংজ্ঞক বৈদ্যগণ বঙ্গজ-মধ্যে পরিগণিত। সেনহাটী খুলনা জিলার অন্তর্গত। গঙ্গার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশ সমস্তকে প্রকৃত বঙ্গ বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়। বিক্রমপুর অঞ্চলের বৈদ্যগণ চন্দনমহলের বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন চন্দনমহল সেনহাটীর নিকটবর্ত্তী, জিলা খুলনা। বঙ্গসমাজ এই দুই শাখায় বিভক্ত। চন্দনী মহলে এখন আর বৈদ্যের বাস নাই।

২। রাঢ়ীয় বৈদ্যগণ তিন শাখায় বিভক্ত—শ্রীখণ্ড সমাজ, সাতশৈকা সমাজ ও সপ্তগ্রাম সমাজ।

(ক) শ্রীখণ্ড কাঁটোয়ার নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ গ্রামবিশেষ। কাঁটোয়ার সমীপস্থ এবং উত্তরবর্ত্তী প্রদেশের বৈদ্যগণ আপনা-দিগকে শ্রীখণ্ডসমাজের বৈদ্য বলিয়া সাহঙ্কারে পরিচয় দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীখণ্ডের বৈদ্যগণ সর্ব্বাপেক্ষা সদাচারসম্পন্ন বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

(খ) সাতশৈকা বর্দ্ধমান জিলার পরগণাবিশেষ, কালনা সব-ডিবিজনের অন্তর্গত। সাতশৈকা সমাজের পূর্ব্ব সীমা গঙ্গানদী, ইহা কালনা ও পূর্ব্বস্থলী থানা, পশ্চিম সীমা বর্দ্ধমান, উত্তর সীমা কাঁটোয়া ও দক্ষিণ সীমা পাণ্ডুয়া। যাঁহারা সাতশৈকা সমাজের বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা উপরিকথিত চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী কোন গ্রামের নামোল্লেখ করেন। (ক্রোড়পত্র ৩৬ পৃঃ।)

(গ) ত্রিবেণী, কাঁচড়াপাড়া, কুমারহট্ট, সোমড়া, সুকড়ে, নাটাগোড়, দিগ্‌ড়ে, বলাগোড় ও গুপ্তিপাড়া বরাহনগর প্রভৃতি স্থান সপ্ত-গ্রামের অন্তর্গত। সপ্তগ্রাম সমাজটি ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ লইয়াই পরিগণিত হইয়াছে। নদীয়া, ২৪ পরগণা হুগলী জিলার বৈদ্যগণের অধিকাংশ সপ্তগ্রাম সমাজের অধীন।

৩। পঞ্চকোটী সমাজ দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত—সেন-ভূমি ও বীরভূমি।

(ক) মানভূমি জিলার বৈদ্যগণকে সেনভূমি সমাজের বৈদ্য কহা যায়। প্রকৃত পঞ্চকোটী প্রদেশ ঐ জিলার উত্তর-পূর্ব্বাংশে।

(খ) বীরভূমি সমাজের বৈদ্যগণ আপনাদিগকে পঞ্চ-কোটী সমাজের অধীন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

ধলভূমি, বরাহভূমি, শিখরভূমি প্রভৃতিও পঞ্চকোটীর অন্তর্গত। ধলভূম্যাদি স্থানগুলি মানভূমি জিলার প্রদেশ ও পরগণা-বিশেষ।

বৈদ্যদিগের আবাস অনুসারে পরস্পরের সমাজগত, কুল-মর্য্যাদাগত ও আচার-ব্যবহারগত সামান্য কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ দেখা যায়। কিন্তু উপাধিগত বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না। সমস্ত শ্রেণীরই কুলমর্য্যাদা সংস্থাপনের নিয়ম এক প্রকার।

পঞ্চকোটীয় বৈদ্যগণ মধ্যে অনুপনীত বৈদ্য প্রায় দেখা যায় না। রাঢ়ীদিগের মধ্যেও উপনীত বৈদ্যের ভাগই অধিক বঙ্গজের মধ্যে অনুপনীত বৈদ্যেরই ভাগ অধিক; প্রায় সমস্তই শূদ্রবৎ, দ্বিজাতিসদৃশ অতি অল্প দেখা যায়।

বৈদ্যদিগের মধ্যে দুর্জ্জয় সেন ও চণ্ডীবর দাস পরম মান্য। চণ্ডীবরকে লোকে কুলশ্রেষ্ঠ ও দুর্জ্জয়কে কুলভূষণরূপে প্রশংসা করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে গণদাস ও বাণদাস বৈদ্যদিগের কুলের কণ্টকস্বরূপ। যথা—

চণ্ডীবরঃ কুলশ্রেষ্ঠো দুর্জ্জয়ঃ কুলভূষণম্।
গণে বাণে কুলং নাস্তি কুলং নাস্তি ধলণ্ডকে॥ অম্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকা।

চণ্ডীবর দাস মৌদ্গাল্যগোত্রসম্ভূত। দুর্জ্জয় সেন ধন্বন্তরি গোত্রের কুলভূষণস্বরূপ। ইনি বৈদ্যবংশের শ্রেষ্ঠ মধ্যে পরম পূজ্য। ইহাঁদিগেরই অধস্তন সন্তানবর্গ অপেক্ষাকৃত কুলগৌরবের পাত্র বলিয়া সর্ব্বত্র মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। সাতশৈকা সমাজে গণ, বাণ ও ধলণ্ডকের কুল নাই। অন্যান্য সমাজে গণদাস ও বাণদাসের সন্ততিগণের কুলমর্য্যাদা আছে। ধলণ্ডকস্থানবাসী বৈদ্যগণ মধ্যে কুলমর্য্যাদা দেখা যায় না। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের ধন্বন্তরিগোত্রসম্ভূত বৈদ্যগণকেই ধলণ্ডক শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়।

বৈদ্যবংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নামাদি যথা—

দুর্জ্জয়দাস মহাকুল।

বড় পুত্র গুপ্ত, দাস, সেনে ছোট জান।
দত্ত আদি করি পুত্র উনিশ সন্তান॥

দাস-বংশে জন্ম নরানন্দ গুণধাম।
দুর্জনকে পরাভব দুর্জয়, যে, নাম॥
কলমে সেনকে আগে লিখে যার কুল।
বলে দাস মহাকুল শেষ গুপ্ত মূল॥ কুলপঞ্জিকা।

অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতি বর্ণসঙ্কর অথবা বিশুদ্ধান্বয় সম্ভূত (সুজন্মা)?

মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রকারদিগণের শাসনানুসারে অম্বষ্ঠজাতিকে সঙ্কীর্ণ বর্ণ মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয় সজাতি ও অনুলোমক্রমে যে ছয় সন্তান উৎপাদন করেন তাহারা অপসদ বলিয়া খ্যাত। অর্থাৎ আচার ব্যবহারের কোন অংশে পিতৃবৎ অধিকারী কোন বিষয়ে মাতৃসজাতীয় আচার ব্যবহারে বিনির্দ্দিষ্ট। সকল বিষয়ে পিতৃসজাতীয় সামান্যাধিকারে সম্যক-প্রকারে গতি না থাকায় অপসদ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। (সদ ধাতুর অর্থ গতি।) অপসদ শব্দার্থে অপকর্ষগতি মাত্র বুঝায়। সুতরাং সজাতীয় পুত্র হইতে নিকৃষ্ট। অর্থাৎ শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও দায়াধিকারে সজাতীয় পুত্রাপেক্ষায় হীন। মনুর দশমাধ্যায়ের দশম শ্লোক দেখ।

বিপ্রস্য ত্রিষুবর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ষডেতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥

মনু ১০ অ { সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রানান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥ }

মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের নির্দ্দেশানুসারে বর্ণ সঙ্করের যে বিস্ত-

রণ স্থির হয় তাহা এই। প্রতি লোমের সন্তান অর্থাৎ উচ্চজাতীয়া স্ত্রীতে নীচজাতির সন্তান এবং দ্বিজাতিত্রয়ের সাপিণ্ড্যে ও স্বগোত্রে বিবাহ জাত সন্তান (২) ব্যভীচারিণীর সন্তান স্বীয় স্বীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিত্যাগ নিবন্ধন বর্ণ সঙ্কর সংজ্ঞায় কথিত হয়।

যথা— { ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনে ন চ।
মনু ১০ ঘ { স্বকর্ম্মাণাঞ্চত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ। ২৪।

নারদ সংহিতায় ইহাই সমর্থিত হইয়াছে। যথা—

আনুলোম্যেনবর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥

অভিধানকার অমরসিংহ অম্বষ্ঠ জাতিকে শূদ্রবর্গে সঙ্কীর্ণ জাতির পর্য্যায় সন্নিবেশ করিয়াছেন বলিয়া অনেকে বৈদ্যজাতিকে বর্ণসঙ্কর মনে করিয়া থাকেন ও সঙ্কীর্ণবর্ণ বলেন। বাস্তবিক শাস্ত্রের বিচার অনুসারে সে সিদ্ধান্ত সুষ্ঠু বলিয়া নির্ণীত হয় না।

হারীত সংহিতার বচন দেখ স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট হইবে যে বৈদ্যজাতি সঙ্কীর্ণ বর্ণ মধ্যে পরিগণিত নহে। যথা—

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈশ্যক্ষত্রবিশা অপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এবাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবং॥

ব্যাসসংহিতা অনুসন্ধানকর তাহার বচনও মনুবচনের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীতি হইবে না। যথা—

উঢ়ায়াস্তু সাবর্ণায়াং অন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎপ্রহীয়তে॥

যদি বল তবে কি পরিণীতা শূদ্রাভার্য্যার গর্ভজাত পুত্রও পিতৃবর্ণ হইবে তাহা নহে। সে বিষয়ের পথ পৃথক্ আছে। ব্রাহ্মণ-

জাতি আপৎকালেও বিবাহ বিধানে শূদ্রা ভার্য্যা কদাপি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। যথা—

ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়য়ো রাপত্যপিহি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদাপিহি বৃত্তান্তে শূদ্রাভার্য্যোপদিশ্যতে॥ ৩ অ। ৪৫৯

যদিও ব্রাহ্মণের পক্ষে চারিবর্ণের কন্যা পত্নীত্বে গ্রহণ করিবার বিধি আছে বটে কিন্তু উহা ধর্ম্ম্য বিবাহ নহে। যাহারা কামোপ-হত চেতন হইবে তাহাদিগের প্রতিই শূদ্রা কন্যা ভার্য্যারূপে পরিগ্রহ করিবার বিধি। যথা—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশাস্তা দার কর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাস্যুঃ ক্রমশে বরা॥ ৩ ম। ১৩ শ্লো

ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্ম্য বিবাহে শূদ্রা ভার্য্যার কথাত সুদূর পরাহত, কাম প্রবৃত্তিবশতও শূদ্রার সহিত সহবাসও একে বারেই নিষিদ্ধ।

যথা—শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং।
জনয়িত্বাসুতংতস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥ ৩। ১৭

বৈদ্যজাতি অম্বষ্ঠ বলিয়া বিশেষ খ্যাত কেন? ঐ জাতির ক্রিয়া কাণ্ডে অম্বা কুলের অর্থাৎ বৈশ্যজাতির আচার ব্যবহার অনুসারে ঐ জাতিকে অবস্থান করিতে হয়। পিতৃসজাতীয় আচার হয় না। তন্নিবন্ধনই অম্বষ্ঠ। ইহা কি স্বকপোলকল্পিত শাস্ত্রীয় প্রমাণের স্বরূপ নির্দ্দেশ। দেখা গেল ইহা ধর্ম্ম শাস্ত্রকার ঋষিদিগের অবিসংবাদী মত। এবং অন্য স্মৃতির মত মনুর অবিরুদ্ধ। বিষ্ণুসংহিতায় কি বলে দেখ। যথা—

বিপ্রবৎবিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ ক্ষত্রবিন্নাসু।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি বৈশ্যবিন্নাসু বৈশ্যবৎ॥
বৈশ্যক্ষত্রিয়বিপ্রেভ্যঃ শূদ্রবিন্নাস্বশূদ্রবৎ॥

এখন দেখা যাইতেছে যে বৈদ্যগণ মাতৃবর্ণ অর্থাৎ বৈশ্যের আচরণে অধিকারী। কদাচ শূদ্রাচারপরায়ণ নহে। সেই হেতু বশতঃ ভগবান মনু সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের প্রতি বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদির অধ্যয়নের আদেশ দিলেন। শূদ্রকে বেদ স্মৃতি পাঠে প্রতিসিদ্ধ করিলেন। এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যকেও ঐ দুই ধর্ম্ম শাস্ত্রের অধ্যাপনায় অনধিকারী করিলেন।

যদি অমর সিংহের মতানুসারে বৈদ্যেরা সঙ্কীর্ণ বর্ণ ও শূদ্র হইতেন তাহা হইলে ভগবান্ মনু স্পষ্টাক্ষরে অম্বষ্ঠ দিগের আয়ুর্বেদাদি অধ্যয়নে কদাপি ব্যবস্থা দিতেন না। আমরা দেখাইব যে অমর সিংহ পশ্চিমাঞ্চলবাসী। তদ্দেশে মাল (মল্ল) জাতি বিষবৈদ্য বলিয়া আপনাদিগকে অভিহিত করে। মালবৈদ্যগণ সাপুড়ে ও অতি হীন ও নিকৃষ্ট জাতি।

মালবৈদ্য (জাতিভ্রষ্ট অম্বষ্ঠ সাপুড়ে) দিগকেই লক্ষ্য করিয়া অম্বষ্ঠের সঙ্কীর্ণবর্ণের পর্য্যায় ও শূদ্রবর্গে নিজ অভিধানে (অমর কোষে) সন্নিবেশ করিয়াছেন। অথবা এমন ও ভাবিতে পারেন যে যখন সজাতিজ সন্তান নহে তখন অম্বষ্ঠগণ পিতৃ সমান বর্ণজ সন্তান হইতে হীন এবং মাতৃসমান বর্ণত্বহেতু সজাতীয় পুত্রের তুলনায় সঙ্কীর্ণ। অভিধানের শূদ্রবর্গ মধ্যে সন্নিবেশ হেতু শূদ্র নহে। কারণ অভিধানকার অমর সিংহ পাতাল বর্গে যাহার স্থান দিয়াছেন সে সমস্ত কি পাতালের বস্তু? ফলতঃ তাহা নহে।

গঙ্গাদি দেবনদী যেমন পাতালবর্গে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

যথা—গঙ্গা বিষ্ণুপদী জহ্নুতনয়া সুরনিম্নগা।
ভাগীরথীত্রিপথগা ত্রিস্রোতা ভীষ্মসূরপি॥

তদ্রূপে অম্বষ্ঠগণকে শূদ্রবর্গে সঙ্কীর্ণবর্ণে পাতিত করিয়াছেন। তদ্রূপে অন্যান্য পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয় ও এক এক বর্গের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। তজ্জন্য সে বিষয় তদনুগত পর্য্যায়ের অন্তর্গত নহে। কেবল পর্য্যায়ের সঙ্কেত মাত্র। অমরকোষের লিখন এই।

যথা—শূদ্রাশ্চাবরবর্ণাশ্চ বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ।
আচাণ্ডালাত্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠ করণাদয়ঃ॥
শূদ্রাবিশোস্তুকরণো হম্বষ্ঠো বৈশ্যা দ্বিজন্মনোঃ।
শূদ্রা ক্ষত্রিয়য়োঃ ক্রগ্রো মাগধঃ ক্ষত্রিয়াবিশোঃ॥

আমরা এখন দেখাইব যে সাপুড়ে বৈদ্যগণকে মালবৈদ্য বলে তাহারাই সঙ্কর জাতি।

মনুর দশমাধ্যায়ে ২২ শ্লোকে হীন জাতির প্রকরণে ঝল্ল মল্ল কিরাতাদির নাম দেখ।

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যা নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসে দ্রাবিড় এবচ॥

মালদিগের সাধারণ উপাধি বিষবৈদ্য। এখন দেখা যাই-তেছে, যে বৈদ্যেরা অমরকোষের লেখায় দেশ মধ্যে সঙ্কীর্ণ জাতিতে অনর্থক পরিচিত। তদনুসারে সাধারণত এই জাতিকে জারজ বলিতেও কেহ কুণ্ঠিত নহেন। বস্তুতঃ যে সকল বৈদ্য শূদ্রাভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বলিয়া আপনা-

দিগকে পরিচিত করেন তাঁহারা অবশ্যই সঙ্কর জাতি। অমর সিংহ ঐ সকল ব্যক্তিকেই পশ্চিমাঞ্চলে দেখিতে পাইয়াছেন।

আমরা এখন উপসংহার বাক্যে এই দেখাইব যে দ্বিজাতি-ত্রয় হীন জাতির কন্যা অর্থাৎ শূদ্রা কন্যা ভার্য্যাস্বরূপে পরিগ্রহ করিলে তদ্গর্ভজাত সন্ততি শূদ্র হইবে। ভগবান্ মনুর ৩য় অঃ শ্লোক দেখ।

যথা—হীন জাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেবনয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাং॥

ভাগবত পুরাণাদিতেও দ্বিজাতিত্রয়ের শূদ্রাভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান পিতৃ সম বলিয়া পরিচিত নহে, নিকৃষ্ট। যথা—

তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বেভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং পিতুঃ॥

পঞ্চসপ্ত ইহৈব লোকে প্রথমে কুল পঞ্জিকা।
ছিন্নঃ দেশান্তরগতান্ নিঃসম্বন্ধান্ নিরর্থবান্॥
পুরা বৈদ্যকুলীনাংহি বল্লালেন মহীভুজা।
যাবন্তাপিতং কৌলীন্যং হরিসেনাদি বংশজে॥
স্থান দোষাৎ রাজদোষাৎ তথা সম্বন্ধ দোষতঃ।
সিদ্ধবংশোদ্ভবা যে যে সাধ্যত্বাব মুপাগতাঃ॥
তথা কষ্টত্বমাপন্না স্তানত্র প্রবিচক্ষ্মহে।
গুপ্তবংশে মহৎ খ্যাতৌ উভাবপাধিকারিণো॥
তথৈব ভ্রাতরঃ সপ্ত ধন্বন্তরি কুলোদ্ভবাঃ।
গোবিন্দসেনোহুকসেনশ্চ শুসেনো মীনসেনকঃ।
ধর্ম্ম পীঠশ্চ পঞ্চৈতে শক্তি গোত্র সমুদ্ভবাঃ।
বল্লালসাম দোষেণ—কষ্ট সাধ্যত্বমাগতাঃ॥

বঙ্গজ বৈদ্যকুল পঞ্জিকা কণ্ঠহার।

রত্নপ্রভা —
যত্তু দেশান্তরে গোত্রমনাৎ কিঞ্চিৎ শ্রুতং।
দত্তাদীনাং ন তৎ প্রোক্তমপ্রসিদ্ধমতোঽভবৎ।

সম্বন্ধনির্ণয় ১১১ পৃষ্ঠের সংশোধন।

১। মৌদ্গল্য গোত্রে মহাকুল— চণ্ডীবর দাস দুর্জ্জয় দাস।

২। ধন্বন্তরিগোত্র সম্ভূত সেন বংশ মহাকুল কৃষ্ণ খাঁন ও হরিহর খাঁন।

৩। মধ্যম কুল বা কুলীন। থানা, বরাহনগর, মঙ্গল কোট, তেহট্ট, জড়, বেতড়।

থানা গ্রাম ই, আই, রেলওয়ের বর্দ্ধমানের উত্তর কান্নু জংসন। তেহট্ট নদিয়া জিলার মেহেরপুর সব ডিবিসন।

এই সকল সমাজের বৈদ্যগণ ব্যতীত শ্রীখণ্ড, সাতসৈকা ও সপ্তগ্রামের বৈদ্যগণ মৌলিক শ্রীখণ্ড ও সাতসৈকা সমাজে গণ, বাণ ও ধনগুপ্তকে মহাকুলের বিদায় নাই। সপ্তগ্রাম সমাজে ইহারা মহাকুল বলিয়া সম্মানিত।

বরাহ নগরের গুপ্তের মহাকুলের-সম্মান লইয়া অদ্যাবধি বিতণ্ডা চলিতেছে। শ্রীখণ্ড ও সাতসৈকা সমাজের অনেক স্থানে ও বরাহ নগরের গুপ্তের মহাকুলের প্রধানত্ব স্বীকার করে না। লেখক শ্রীমান্ যাদবেশ গুপ্ত। সাং বৈদ্য নপাড়া।

সেনভূমের বৈদ্য বংশ বিষয়।

উকীল—শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু রায় গুপ্ত—পুরুলিয়া—কহেন। জিলা বাকুড়া তিলুচীতে ব্রাহ্মণগণেরও বাস আছে।—আসোনশোল হইতে ১৪ ক্রোশ—B, N, R, পুরুলিয়া, ত্রিপুরা, পানিনালা গ্রামের ত্রিপুরগুপ্ত সন্তান কাশ্যপগোত্র—যর্জুর্বেদী।

কায়শাখা

পূর্ব্বে যশোহর—সেনভূম বাসী—সম্প্রদায়ের বৈদ্য।

এখন বীরভূম জিলার সেনভূম পরগণা, বীরভূম সমাজের সেনভূম হইতে কালনা গ্রামে বাস। জিলা পঞ্চকোট পুরুলিয়া, তৎপরে বাণকুণ্ডার ভিলুড়ীতে জগবন্ধু বাবুর পুত্র শ্রীমান্ মহেশ্বর রায় গুপ্ত ৬ পুরুষ পর্য্যন্ত অধিবাসী। এই বংশ ঐ অঞ্চলে বিস্তৃত ভাবে বস বাস করেন, রাজবৈদ্য ও সুচিকিৎসক বলিয়া কৃতবিদ্যগণের নিকট পরিচিত।

বরানগরের গুপ্ত হৈলে পংক্তি পায়।
সেন দাস আদি সবে গুপ্ত বলা যায়॥ অম্বষ্ঠকুলপঞ্জিকা।

সেনবংশে কৃষ্ণহরি—মহাকুল। ১। কাকুৎস্থ, ২। সনাতন খাঁ, ৩। ধলগুক, ৪। মঙ্গলকোট, ৫। মালঞ্চ, ৬। সাগর, ৭। বেতড়, ৮। নরহট্ট, ৯। জোড়—এই নবসম্প্রদায় মৌলিক।

দাস বংশে চণ্ডীবর দাস—মহাকুল। বাণদাস ও গণদাস মৌলিক কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বরাহনগরের গুপ্ত মহাকুল। পাণিনালা গুপ্ত মৌলিক কুল।
ত্রিপুরগুপ্তের বংশের কায়ু নামক সন্তানও অতি প্রসিদ্ধ। রাঢ়দেশের খানাকুল কৃষ্ণনগরে শম্ভু ও শশিধর অতি প্রসিদ্ধ। দুর্জ্জয় দাসের নাম নরানন্দ দাস। যথা—

দুর্জ্জয় দাসের নাম নরানন্দ দাস।
যাঁহা হৈতে বৈদ্যকুল-কুলজী প্রকাশ।
তাঁহার দৌহিত্র শশী কুলের ভূষণ।
যাঁহার পুত্র শ্রীনাথ কুলশ্রেষ্ঠ হন॥ অম্বষ্ঠকুলপঞ্জিকা।

সেনবংশে বিনায়ক সেনের সন্ততিগণ মহাকুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। দাসবংশে আয়ু দাস ও তৎসন্ততিগণ মহাকুল বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। সালঙ্কায়ন দাস ভরদ্বাজগোত্র।

বিনায়কের পুত্রচতুষ্টয়ের একজন ধলণ্ডক (ধনহস্তা) অপর রোস্তক নামে নিষ্কুল (অসামাজিক) স্থানে বাস-নিবন্ধন কুলভ্রষ্ট হন। এই দুইটী স্থান রাঢ়দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ। অন্তদেশীয়গণ কুলীন বলিয়া খ্যাত। গুপ্তবংশে কায়ুগুপ্ত মহাকুল বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ত্রিপুরগুপ্ত কায়ুগুপ্তের সহিত সমান কুলীন। অপর গুপ্তগণ মৌলিক। দত্তাদির কৌলীন্য-মর্য্যাদা নাই।

পাড়ড়ে কুলীন বলিয়া অতি প্রসিদ্ধ।

কায়ু গুপ্তের সন্তানগণের সমাজের নাম—পাণিনালা, নিলয়, পাতা, বায়াশত, চৌরাশি, ভদ্রক্ষণি, বীপা, ত্রিপুর, মাটিয়ারি ও নৌলা। দাস মহাকুলে দুর্জ্জয় দাস অতি প্রসিদ্ধ।

বিনায়ক সেনের বংশে কুমার, বিশ্বম্ভর ও বিশ্বনাথ প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ সমাজ। ক্রমান্বয়ে দেখ। যথা—মালঞ্চ, বেতড়া, খানাকুল ও মঙ্গলকোট। গুপ্ত মহাকুলে বিশ্বনাথ অতি প্রসিদ্ধ। তাঁহার সমাজ শ্রীখণ্ডগ্রাম।

ইতি সম্বন্ধনির্ণয়ে সামান্যকাণ্ডে বৈদ্য প্রকরণ সমাপ্ত।

ভূমিহার ব্রাহ্মণ (অথবা জমীদার বাভণ)

অনেকেরই প্রথমেই বাভণ এই শব্দ দ্বারা একটী কৌতূহল জন্মিবে যে, লেখক কেন ভূমিহার বামনকে জমীদার বাভণ শব্দে নির্দ্দেশ করেন। তাহার উত্তর এই, আত্মানং ব্রাহ্মণবত্তণতি "বাচস্পতি" যঃ স এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ-ভণ পদ হয়। উহার অপভ্রংশে বাভণ এইরূপ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শব্দ হইতে অগ্রে বামন এই অপভ্রংশ শব্দ উৎপন্ন হয়। তৎপরে ক্রমশঃ পাশ্চাত্যদিগের সংক্ষেপ কহ্নক্তিতে "বাভণ" এই আখ্যাই সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে প্রতিসিদ্ধ হয় নাই। এপ্রকার হইবার কারণ ও মূল কি তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক বোধে যত দূর সম্ভব ও সংগ্রহ করা গিয়াছে, উহা এইখানে বিবৃত করা গেল।

প্রথম কিংবদন্তী বেতিয়ার রাজধানীর ভূত পূর্ব্ব রাজসভাসদ পরম পণ্ডিত ৺রাম কিঙ্কর ভট্টাচার্য্য তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিহার অঞ্চলের শিষ্য প্রশিষ্যগণ যে জনশ্রুতি আমার নিকট অবতারণা করিয়াছেন পরস্পরের বাক্যে কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য থাকিলেও ফলের কোন রূপ ব্যতিক্রম বা অনৈক্য দেখা যায় না। সুতরাং গ্রহণ করা গেল। তাহারা কহেন ষট্ কর্ম্মের পরিত্যাগ ও কৃষি কর্ম্মের গ্রহণ হেতুই ভূমিহার বামন নামের সৃষ্টি।

পক্ষান্তরের উক্তি।

মুর্সিদাবাদ জিলা বাঘ ডঙ্গার রাজবংশ গৌতম গোত্রীয় জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ বলিয়া পরিচিত	পুণ্ডরীক কুলকীর্ত্তি পঞ্জিকা ৩৬ পৃঃ, লেখক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, বি, এল্,

পূর্ব্ব কালে ব্রাহ্মণেরা চারি জাতির কন্যা বিবাহ করিতেন। নিম্ন তিন বর্ণের কন্যা ব্রাহ্মণেরা বিবাহ করিলেও—ঐ তিন বর্ণের সন্তানাদি ব্রাহ্মণের

সমকক্ষ হইত না। সুতরাং জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণগণ ভূমিহার ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিলেও তদীয় ঔরসজ ঐ কন্যার গর্ভজাত সন্তান ভূমিহারই থাকিবেন।

পুণ্ডরীককুল কীর্ত্তির লিখিত প্রমাণ অনুসারে ভূমিহার ব্রাহ্মণগণ জিঝোতিয়া বুন্দেল খণ্ডবাসী। জঝোতিয়া প্রদেশ বুঁন্দেল খণ্ডের অন্তর্গত। জঝোতিয়া শব্দ হইতে জিঝোতিয়া। ইহাঁরা যজু র্হোতা শব্দের অপভ্রংশে জিঝোতিয়া হইয়াছে এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ দেখাইতেচাহেন। ষট্ কর্ম্মের নির্দ্দেশ। যথা—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনন্তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥ ১০ অ ৭৫। মনু।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কৃষিকার্য্য সর্ব্ব প্রকারেই পরিত্যাজ্য।

যথা—বৈশ্য বৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োপি বা।
হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥ ১০ অ। ৮৩॥

ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইলে পতিত এবং জাতি ভ্রষ্ট হয়েন। যথা—মনু

বরং স্বধর্ম্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥ ১০ অ ৯৭॥
যৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রচরিতৈ শুশ্রূষ্যন্তে দ্বিজাতয়ঃ।
তানি কারুককর্ম্মাণি শিল্পানি বিবিধানিচ॥ ১০ অ ১০০॥

ব্রাহ্মণগণ আপৎকালে কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন তাহার নির্দ্দেশ এই। যথা—মনু

বৈশ্যবৃত্তি মনাতিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণঃ স্বে পথিস্থিতঃ।
অবৃত্তি কর্ষিতঃ সীদন্নিমং ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥ ১০১ অ ঐ॥
সর্ব্বতঃ প্রতি গৃহ্ণীয়াৎ ব্রাহ্মণস্ত্বনয়ংগতঃ।
পবিত্রং দুষ্যতী ত্যেতৎ ধর্ম্মতো নোপ পদ্যতে॥ ১০২ ঐ
নাধ্যাপনা দ্যাজনাদ্বা গর্হিতাদ্বা প্রতিগ্রহাৎ।
দোষো ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলনাম্বু সমা হি তে॥ ১০৩ অ ঐ

আপৎ কালে ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ ক্ষত্রিয় বৃত্তি দ্বারা, ২য় তঃ বৈশ্য বৃত্তি দ্বারা, পরিশেষে শূদ্রবৃত্তি অর্থাৎ শিল্পাদি কর্ম্মদ্বারা অবশ্য পোষ্য পরিবার বর্গকে প্রতিপালন করিতে পারেন; তাহাতে পাপ ভাগী হয়েন না। কিন্তু নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের পক্ষে কৃষিকর্ম্ম অথবা সেবা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তাহা সুব্রাহ্মণের পক্ষে সর্ব্ব প্রকারেই অতি নিষিদ্ধ ও পাপজনক।

ভূঞিহার বাভণ বিষয়ক জনশ্রুতি।

১ম—কিং বদন্তী—যাহারা কৃষি কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়েন তাহারাই ভূঞিহার বাভণ। ব্যাসদেব যখন বিশ্বেশ্বরের নিকট পরাস্ত হয়েন তৎকালে কাশী হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ পর পারে ব্যাসদেবের আশ্রয় লয়েন তাঁহারাই বৈশ্য বৃত্তি অর্থাৎ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া ভূঞিহার ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়েন; কার্য্যতঃ ব্রাহ্মণাচারের অভাব দৃষ্টে বাভণ নামে খ্যাত হইয়াছেন। ক্রমে ভূসম্পত্তির প্রাচুর্য্য বশতঃ জমীদার বাভণ নামে বিখ্যাত। বায়ু পুরাণ কাশী খণ্ডের কথা বলিয়া এই কিংবদন্তী ঐ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

দ্বিতীয় জনশ্রুতি যথা—বেণ রাজার সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ রাজার অত্যাচারে ভীত হইয়া স্বীয় স্বীয় জাতিগত ধর্ম্ম ও পরিবার গত সতীত্ব রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণাচার ও ব্যবহার বাহ্যদৃশ্যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্রমে ষটকর্ম্মশালীত্বের অভাবে ভূমি কর্ষণে নিযুক্ত হয়েন; তদবধি ভূঞিহার বাভণ বলিয়া লোক-সমাজে অভিহিত। বেতিয়া ও হাতুয়ার রাজবাটীর সভাসদগণ এই প্রমাণ দেন। ইহা পরম পণ্ডিত শ্রীনায়ক ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত পত্রের মর্ম্মকথা। তৃতীয় জনশ্রুতি এই—

পুণ্ডরীক কুলকীর্ত্তি পঞ্জিকা নামক পুস্তকে যাহা উক্ত হই-য়াছে তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাপি স্পষ্ট করা গেল। "জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণগণই ভূমিহার ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ। বাগভাঙ্গা, কান্দী, যেমো ও লালগোলা প্রভৃতির রাজারা জিঝো-তিয়া ব্রাহ্মণগণসঙ্গে আদান প্রদানে এক প্রকার সংসৃষ্ট থাকায় এই উভয় সম্প্রদায়ের পৃথকত্ব দেখা যায় না।"

যিনি যাহাই লিখুন অথবা বলুন না কেন তৈল ও সলিলের সম্মিলনে শেষে যাহা দাঁড়ায় অন্ত ব্রাহ্মণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে সম্মিলনও তদ্রূপ।

চতুর্থ—মজঃফরপুর, ছাপরা, ও গাজীপুর অঞ্চলের যে সকল ভূমিহার বাভণ আছেন, তাঁহারা কহেন—যে সময়ে শুক্রাচার্য্য-কন্যা দেবযানীর ও বৃষপর্ব্ব রাজার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার সঙ্গে বিবাদ হয়, সেই সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণপত্নীগণ শর্ম্মিষ্ঠার পক্ষ অবলম্বন করেন তাঁহাদিগের গর্ভস্থ পুত্রগণ ভূমিহার রূপে শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিসম্পাত প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ্যহীন ও তদবধি ভূমিহার অর্থাৎ জমীদার বাভণ নামে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন।

পঞ্চম—মজঃফরপুর নিবাসী শ্রীগঙ্গানারায়ণ শুক্ল যজুর্ব্বেদী কহেন। বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী ভূমিহার বাভণগণ এইরূপ অভি-শপ্ত। যথা—বিন্ধ্যপর্ব্বতের মস্তকনমনের সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ বিন্ধ্যপর্ব্বতকে তুচ্ছ ও উপহাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সন্ততি-বর্গের অধঃপতন জন্য বিন্ধ্যগিরি এই শাপ দেন—যে অদ্যাবধি আমার অবমাননা কারী ব্রাহ্মণসন্তানগণ ষট্‌কর্ম্মশালিবিহীন হইয়া যেন ভূমিকর্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং ব্রাহ্মণ আচার ব্যবহারে প্রতিসিদ্ধ হয়। সুতরাং ভূমিহার হইয়া থাকে।

বিন্ধ্যাচলসমাজ.শ্রীদক্ষিণাবর্ত্ত ত্রিবেদী প্রমুখ উপাধ্যায়বর্গের মত নিয়ে দেখ।

৬ষ্ঠ—কিংবদন্তী—যথা—গোভিল, গর্গগোত্র, আত্রেয়, পৈঠীনসি, অঙ্গিরা, ঘৃতকৌশিক, মৌদগল্য, আলম্যান, কাত্যায়ন, জৈমিনি প্রভৃতি কতিপয় গোত্রের ব্রাহ্মণগণ শুক্রাচার্য্যকে ক্ষত্রিয়-রাজা যযাতির শ্বশুর বলিয়া উপহাস করায়, শুক্রাচার্য্য এই শাপ দেন যে তোমাদিগের আধুনিক সন্তানগণ যেন বৈশ্যবৎ ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এবং ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্মের অভাবে ষট্‌কর্ম্মশালী বিপ্রাপেক্ষায় হীন মর্য্যাদ হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বৈশ্যবৃত্তি কৃষি অবলম্বন করিয়াছিল তাহারাই ভূঞিহার বাভণ নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া গিয়াছেন। রামকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উক্তির সহিত সামঞ্জস্য কর। সংগৃহীত বাক্যগুলি শ্রীহিরণ্যগর্ভ অগ্নিহোত্রীকৃত ভূমিহার পদ্ধতি-কথার সঙ্গে ঐক্য হইবে। বেতিয়া রাজধানীর উক্ত তর্ক-বাচস্পতি মহোদয়ের বিশেষ উক্তি। যথা—দীর্ঘতমা ঋষি ভরদ্বাজের জন্মকালে বৃহস্পতির বীর্য্য পাদদ্বারা উতথ্যের পত্নী মমতার যোনি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বৃহস্পতির শাপে দীর্ঘতমা ঋষির সন্তানগণ ব্রাহ্মণ্য হীন হইয়া বৈশ্যবৃত্তি কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহাতেই ভূঞিহার ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি।

সপ্তম কিংবদন্তী—বারাণসীর ৺কাশীনাথ ত্র্যম্বক লিখিত ভূমিহার কারিকা হিন্দীর অনুবাদ, যথা—ত্রিহুত অঞ্চলের ভূমিহার বাভণবর্গ এইরূপ একটা কিংবদন্তীর আলোচনা করেন; যথা—যখন শনির দৃষ্টিতে গণেশের প্রকৃত মুখ উড়িয়া

যায় এবং হস্তীমুণ্ড হয়, তৎকালে যে সকল বিপ্র শনিকে তিরস্কার করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সন্ততিবর্গ শনৈশ্চর গ্রহের অভিসম্পাতে ষট্‌কর্ম্মহীনতা বশতঃ কৃষিকার্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া কাশীর নিকট-বর্ত্তী স্থানে অধিবাসী হয়েন।

অষ্টম জনশ্রুতি—কতিপয় ভূমিহার বাভণ কহেন—দক্ষযজ্ঞে যে সকল ব্রাহ্মণ পৌরহিত্য করিয়াছিলেন শিবের কিঙ্কর নন্দী তাহাদিগকে শাস্তি দিবার মানসে কাশীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে পরিভ্রমণ করেন; যাঁহারা দক্ষযজ্ঞের যাজন কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন তাঁহারা নন্দীর ভয়ে ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগ করিয়া বৈশ্যবৎ ভূমিকর্ষণ করিতেছিলেনন। সর্ব্বজ্ঞ নন্দী তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন যে, অদ্যাবধি তোমাদিগের সন্ততিপরম্পরা ষট্‌কর্ম্মহীন হইয়া ভূমিহার-জমীদার বাভণ নামে বিখ্যাত হইবে।

ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমনও বলেন যে, যে সকল ব্রাহ্মণ বরাহ অবতারকে পূজা করেন নাই, তাহারাই ভূমিহার। অপিচ রাম ও কৃষ্ণ এই দুই অবতারকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই, সে সকল বিপ্রসন্তানও ভূমিহার রূপে ষট্‌কর্ম্ম হীনত্বে অভিশপ্ত হয়। এবং যে সকল ব্রাহ্মণ কর্ণ ও দুর্য্যোধনের পক্ষাব লম্বন করিয়া- ছিলেন, তাঁহাদিগের সন্তানবর্গ ভীমের গর্জ্জনে ভীত হইয়া কৃষিকার্য্য অবলম্বন করেন। তদবধি ভূমিহারের সৃষ্টি। ফল কথা দক্ষযজ্ঞের কথাটী রত্নাবলী নাটকে বিশেষরূপে প্রস্তাবনায় আলোচিত হইয়াছে; যথা—তাহাতে দক্ষ যজ্ঞের পুরো-হিতগণের মস্তক অবনত হইয়াছিল। এবং তাঁহারা ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন, সর্ব্বংসহা ভূমি দেবী তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়া—

অর্থাৎ ক্রোড়ে রাখিয়া শিবের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করেন। তাঁহারা শিবের অভিসম্পাতে ব্রহ্মণ্যের ষট্‌কর্ম্ম পরিহীনতা জন্য কেবল ভূমি কর্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন; এইরূপে ভূমিহারের উৎপত্তি, ও ভূঞিহার নামের প্রসিদ্ধি।

নবম কিংবদন্তী—মজঃফরপুর, বিশ্বেশ্বর ত্রিবে-দীর হিন্দী লিখনের অনুবাদ। নৈনীতাল অঞ্চলের ভূমিহার ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহেন, যৎকালে পরশুরাম পৃথ্বীকে নিক্ষত্রিয়া করেন, তৎকালে যে সকল ক্ষত্রিয় আত্মরক্ষার জন্য ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া তাঁহার নিকট কহেন আমরা ক্ষত্রিয় নহি, ব্রাহ্মণ। আমাদিগের বৃত্তি বৈশ্যবৎ কৃষি, তাহারাই ভূমিহার রূপে পরিণত হয়।

১০ম কিংবদন্তী -গাজীপুরের শ্রীরুদ্রদেব শর্ম্মা বাজপেয়ী কান্যকুব্জ কহেন এ প্রদেশের যে সকল বিপ্র কদাকার অষ্টাবক্র ঋষিকে উপহাস করিয়াছিলেন, তাহাদিগের অপত্য বর্গ তদীয় অভি. সম্পাতে ভূমিহার রূপে প্রসিদ্ধ হয়। তদনুসারে ঐ সকল ব্রাহ্মণের বিবাহ কালে অস্ত্র শস্ত্র অথবা গোতাড়ন যষ্টি প্রভৃতির কোন একটা বরের হাতে ধৃত হইয়াছিল অথবা কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষণের চিহ্ন স্বরূপ কোন একটা ব্রাহ্মণ্যেতর মাঙ্গলিক দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

এখন দেখা যাউক ষট্ কর্ম্ম শব্দে কি বুঝায়। যথা—১। যজন, ২। যাজন, ৩। অধ্যয়ন, ৪। অধ্যাপন, ৫। দান ও প্রতিগ্রহ ৬। বেদবিহিত। যজ্ঞ ১। বেদবিহিত পৌরহিত্য ২। বেদপাঠ ৩। বেদের অধ্যাপন ৪। বেদবিহিত কার্য্যোপলক্ষে দান ৫। বৈদিক কার্য্যের দক্ষিণা গ্রহণ ৬।

.. ভূঞিহার ব্রাহ্মণগণঅধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহে নিষিদ্ধ;

ভূমি কর্ষণ স্বহস্তেই হউক অথবা পর হস্তেই হউক নিজের অভিমতি হেতু পাপ জন্মে। পঞ্চসূনা জনিত পাপ যজনাদি দ্বারা লোপ হয়। চুল্লী, পেষনী (শিল যাঁতা) উপস্কর, ঢেঁকীর গড়, কলসীর পিঁড়ি ও ঝাঁটা কুদ্দালাদি অস্ত্র দ্বারা জীব হিংসা হয়। এসকলতো গৃহস্থ মাত্রের পক্ষেও পাপ জনক। যাহারা কৃষি-কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাঁহাদিগের পাপ অপরিমেয় তাই ভূমিহার ব্রহ্মণ অপদস্থ হইয়াছেন। ত্রিহুত নিবাসী শ্রীনারায়ণ কৃপানাথ দশাশ্বমেধীর ও এই মত।

দ্বারকার সারদা মঠাধিষ্টাতা ভগবান্ জগজ্জ্যোতিঃ কহেন কৌশিক গোত্রের কোন নৃপতি অপুত্রক হেতু এক প্রকার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। তাহাতে নরবলি আবশ্যক হয়। এক ব্রাহ্মণের অনেক পুত্র জন্মে। তাহার নাম ঋচিক। অবস্থা অতি-হীন। বিশেষতঃ তৎকালে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ পুত্রাদি প্রতিপালনে অতীব অসমর্থ। কিন্তু জন প্রবাদ বাক্যে শুনিলেন রাজা একটী পুত্র ক্রয় করিবেন। যে ব্যক্তি বিক্রয় করিবে সে অপরিমেয় ধনধান্যাদি পাইবে। ব্রাহ্মণ ইহাতে মনে করিলেন অন্য পুত্র, দুহিতা ও কলত্রাদির প্রতিপলন করা অতি সুসাধ্য হইবে। পত্নী ও পুত্রগণের সম্মতিতে একটী পুত্রকে রাজ সমীপে বিক্রয় করিলেন। পরে নরবলির কথা শুনিয়া অনুতপ্ত হইলেন। বিক্রীত ব্রাহ্মণ পুত্র যজ্ঞ স্থলে ঋত্বিকের সমীপে বলিদান জন্য প্রেরিত হইল। পুরোহিত বিশ্বামিত্র ঋষি, ব্রাহ্মণ শিশুকে দেখিয়া দয়াদ্র হইলেন; কেমন করিয়া স্বহস্তে উহার শিরচ্ছেদন করিবেন। কহিলেন বৎস তুমি নরবলির জন্য এখানে প্রেরিত হইয়াছ।

তোমাকে আমি এই অর্দ্ধোক্তির পর আর তাঁহার বাঙ্ নিষ্পত্তি হইল না। বালক কহিল আমি যখন পিতা মাতা ভ্রাতাদি পরিজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, তখন আমার এ জীবনে প্রয়োজন নাই। অথবা যে জীবন অবিনশ্বর, উহা এক সময়ে অবশ্যই এ অনিত্য দেহ হইতে বহির্গত হইবে। তখন এ দেহ কুকুর শৃগালের উদরসাত হইয়া তাহাদিগের বিষ্ঠায় পরিণত হওয়া অপেক্ষা দেবোদ্দেশে যজ্ঞে, তুচ্ছ বিনশ্বর দেহ বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয়স্কর, তাহাতে আমার লৌকিক পারমার্থিক উভয় ধর্ম্মই সাধন হইবে। আপনি আমার মুণ্ডে খড়্গাঘাত করুন।

বিশ্বামিত্র ঋষি শুম্ভিত ও অবাক হইয়া রহিলেন। তৎক্ষণাৎ আকাশ বাণী হইল যজ্ঞ সিদ্ধ হইয়াছে এব্যক্তি অবধ্য।

তথাপি যজ্ঞ সিদ্ধি ও পরীক্ষার জন্য বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় আর একজন ঋত্বিক শিশুস্কন্ধে তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা তিন বার প্রহার করিলেন, কিছুই হইল না। যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা তাঁহার কৃপায় কি না হয়। নরবলির ব্রাহ্মণ পুত্র রাজা কর্ত্তৃক পুরস্কৃত ও অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্ত হইল। গাধিরাজ বিশ্বামিত্রের কৃপায় জীবিতছিল এবং ঐ পুত্র রাজ রক্ষিত বলিয়া ঐ শিশুর রাজধানীর নাম গাজীপুর হয়। গাধির 'গা, জীবিতের 'জী, পুত্রের 'পু, রক্ষিতের র লইয়া গাজীপুর হইয়াছে। কিন্তু এই শিশু রাজা হইয়া পিতা মাতার কুব্যবহারে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে আপনাকে একান্ত অবমানিত মনে করিল বটে, তথাপি তাহার পিতা মাতা অবশ্য পোষ্য পরিজন বর্গের প্রতি পালনে অকার্য্য করিয়াছেন ও নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিতে অগত্যা বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের শ্রীচরণে প্রণিপাত

করিতে ইচ্ছা করিলে বিশ্বামিত্র কহিলেন আমি তোমার প্রাণ দান করিয়াছি, আমি পিতা, বলিদান সময়ে কৌশিক গোত্রে দীক্ষিত করিয়াছি সুতরাং তুমি আমার শিষ্য ও পুত্র হইয়াছ। আমি তোমায় নিষেধ করিতেছি। এরূপ জনক জননীর চরণ পূজা করা সুদূরপরাহত। পাপীর নাম গোত্রের উচ্চারণ করিলেও নিরয়গামী হইতে হয়। তুমি কৌশিক গোত্রীয় ভূমিহার বাভণ নামে বিখ্যাত হইবে। যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখা অনুসারে তোমার দশ সংস্কার সমাধা হইবে। তুমি যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ এই ত্রিবিধ কার্য্যে প্রতিসিদ্ধ হইলে, এবং তোমার সন্তান পরম্পরা বৈশ্যবৃত্তি ভূমি কর্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এক্ষণে তাঁহার সন্তান পরম্পরায় বেহার অঞ্চল পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ; ইহারা কৌশিক গোত্র ভূমিহার বাভণ নামে খ্যাত।

এখন উপসংহারে জিঝোতিয়া বিপ্রের কথা অনুসারেই তাহার অনুকূল ও প্রতিকূলে যাহা সিদ্ধান্ত হয় তাহা এই। "যজুর্হোতা" যজুর্হোতা যিনি, তিনি কেন পতিত ও ব্রাহ্মণ্যের ষট্‌কর্ম্মহীন হইলেন? সুতরাং বুঝিতে হইবে যে বিশেষ কোন অপরাধ ছিল। রত্নাবলী নাটক অতি প্রাচীন; নাটকে তৎকাল প্রচলিত আচার ব্যবহারেরই সম্যক্‌রূপে সমালোচনা হয়। সেই জন্য গ্রন্থকার প্রস্তাবনায় অপদস্থ ব্রাহ্মণের বিষয়ই, ইঙ্গিতে আলোচনা করিয়াছেন। যথা—

ক্রোধৈর্দৃষ্টিপাতৈস্ত্রিভিরুপশমিতা বহ্নয়োঽমী ত্রয়োঽপি
ত্রাসার্ত্তা ঋত্বিজোঽধশ্চপলগণহতোকীর্ণপট্টাঃ পতন্তি।
দক্ষঃস্তৌত্যাস্তপত্নী বিলপতি করুণং বিদ্রুতং কৌশিকৈস্তৈঃ
শংসন্নিত্যাত্তহাসো মথমথনবিধৌ পাতুদেব্যো শিবো বঃ ॥

উত্তর রামচরিত নাটকে মহাকবি ভবভূতিও নিত্যকর্ম্মের

অকরণে ব্রাহ্মণের পাতিত্ব জন্মে, এ বিষয়ে অসদাচরণের নিন্দায় নাটকের প্রস্তাবনায় একটু পটাক্ষপাত করিয়াছেন ; যথা—

কিন্ত্বনুষ্ঠাননিত্যত্বং স্বাতন্ত্র্যমপকর্ষতি ।
সঙ্কটাহ্যাহিতাগ্নীনাং প্রত্যবায়ৈর্গৃহস্থতা ॥

এই প্রস্তাবের উপসংহারে সম্যক্ সমালোচনায় দেখা যাইতেছে যে ভূমিহার ব্রাহ্মণ বা জমীদার বাভণ নূতন সৃষ্ট হন নাই। যদি কিংবদন্তীর কথা প্রামাণিক বলিয়া স্থিরীকৃত হয় এবং তদনুসারে এই জাতির আচার ও ব্যবহার চিরকাল চলিয়া আসিয়া থাকে ; তাহা হইলে ইহাঁরা ব্রাহ্মণাপসদ মাত্র। কিন্তু এই অপসদতার কাল নির্দ্দেশ করিতে গেলে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর তিন যুগেই ভূমিহার ব্রাহ্মণের সত্তা পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম কাল—গণেশের গজমুণ্ডের সময়, ও নারায়ণের বরাহাবতার রূপে মর্ত্ত্যে আগমন সময়। দ্বিতীয় কাল—বিশ্বামিত্র ঋষি কর্ত্তৃক ঋচিক ঋষির পুত্রের নরবলিতে জীবনদান ও শিষ্যকরণ এবং নারায়ণের রামরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পরবর্ত্তী সময়। তৃতীয় কাল—বেণ রাজার অরাজকতার সময়—চতুর্থ কাল—যজাতি রাজা কর্ত্তৃক শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর পাণিগ্রহণ। পঞ্চম কাল—দ্বাপরযুগে নারায়ণের বসুদেব ঔরসে দেবকী গর্ভে কৃষ্ণরূপে জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক মানবলীলা করণ সময়। জনশ্রুতিকে স্থলবিশেষে প্রামাণিক বলিতে হয়।* যথা অস্থমূলা জনশ্রুতিঃ।

বিশেষতঃ সামাজিকতার নিকট জনশ্রুতির কথা অপ্রামাণিক নহে। তদনুসারেই কার্য্য হয়। প্রমাণ যথা—

অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহাকবি এবং সুকৌশলী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণকেশরী বোপদেব মহোদয় সামাজিকতার নিকট পরাভূত হইয়া আত্ম পরিচয়ে নিজ জনককে ইঙ্গিতে ব্রাহ্মণাপসদ বলিতে নিতান্ত বাধ্য হইয়াছিলেন এবং যিনি আপনাকে ধরণীমণ্ডলে সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাপন করিতে কিঞ্চিৎ মাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। সমাজের শাসনে ভীত না হইলে, তিনি কেন পিতাকে ব্রাহ্মণাপসদ কহিবেন? অর্থাৎ চিকিৎসাব্যবসায়ী মাত্র ব্রাহ্মণ বলিবেন। উহা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দার কার্য্য। অপিতু নিজের পরিচয় বাক্যে তৎপরেই সাহঙ্কারে বিরুদ্ধ বাক্য সমর্থনে বেদের এক-মাত্র আশ্রয় স্থান ও যদ্দ্বারাই বসুমতী বিদুষ্মতী আপনাকে এমন বিপ্র বলিয়া বিশেষরূপে স্বয়ং স্পর্দ্ধা করিতেছেন।

যথা—'বদ্ধকেশবরছাত্রো ভিষক্‌কেশবনন্দনঃ।
বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদং॥
দ্যৌর্যাচন্দ্রার্কেনেব পদ্মপুরী শেষাহিনেবাম্ভবৎ।
যেনৈকেন বিদুষ্মতী বসুমতী মুখ্যেন সংখ্যা বতাং॥
সোহয়ং ব্যাকরণার্ণবৈক তরণি শ্চাতুর্য্যচিন্তামণি।
জীয়াৎ কোবিদগর্ব্বপর্ব্বতপবিঃ শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ॥

মুর্সিদাবাদ জিলার লালগোলার মহারাজা পরমকল্যাণ ভাজন শ্রীমান্ যোগেন্দ্র নারায়ণ রাও মহোদয় কহেন, গাজীপুর জিলার উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ভোলা নাথ রায় মহোদয় কহেন স্কন্দপুরাণের উত্তর খণ্ডে অনাদিপুরমাহাত্ম্যে ভূমিহার ব্রাহ্মণের বিষয় বিবৃত আছে। তাহা দ্বারকার সারদা মঠাধিষ্ঠাতা ভগবান্ জগজ্জ্যোতির কথার সহিত ঐক্য হয়। যোগেন্দ্র নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কুমার শ্রীমান্ হেমেন্দ্র নারায়ণ ও কনিষ্ঠের নাম শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র নারায়ণ।

জিলা খুলনা, সবডিবিজান সাতক্ষীরা, থানা কলারোয়া, গ্রাম

কায়বা, পাঁড়ে গোষ্ঠী। গ্রাম চন্দন পুর (থানা কলারোয়া) নিবাসী মিশ্রবংশ বলিয়া পরিচিত। জিলা যশোহর, থানা সার্সা গ্রাম শ্যামতা (বা শামটা) পাঁড়ে সংজ্ঞায় অভিহিত। পাশ্চাত্য অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণ বর্গের মধ্যে অনেকেরই এদেশে ভূক্রিহার বাভন রূপেই অদ্যাপি প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। অথবা পরীবাদ আছে।

> পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং
> অতথ্যস্তথ্যো বা হরতি মহিমানং জনরবঃ।
> তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটিতা মহতাশেষতমসো
> রবেস্তাদৃক্তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ॥
> মহারাজ বল্লালসেনং প্রতি লক্ষ্মণসেনস্যোক্তিঃ।

এখানে অগ্রদানী ব্রাহ্মণের বিষয় নিতান্ত উল্লেখ যোগ্য। কারণ তাঁহাদিগের ও ষট্‌কর্ম্মের দুইটী পরিহীনতা দৃষ্ট হয়। যথা—যাজন ও অধ্যাপন কার্য্য। এই গ্রন্থে বংশজ প্রকরণ দেখ।

অগ্রদানী।

অগ্রদানী ব্রাহ্মণগণ অপসদ মধ্যে পরিগণিত, তাহাদিগের সদাচার ও উচ্চসামাজ পরিচ্যুতির হেতু কেবল বল্লাল সেনের মাতৃ শ্রাদ্ধের গো হিরণ্য হস্ত্যশ্ব নৌকা পালকী ও রথাদি মহাদানের গ্রহণ। ইহাদিগের পূর্ব্ব পিতামহগণ মহর্ষি সাগ্নিক নৈষ্ঠিক বিপ্র হইলেও সে পরিচয়ে এখন ইহারা সমাজে পরিচিত বা পঙ্‌ক্তি পাবন নহেন। অপিতু বিশেষ রূপে নিন্দিত ও অপাঙ্‌ক্তেয়; এবং ব্রাহ্মণাপসদ বলিয়াই পরিগণিত। ইহাঁদিগের সহিত সংস্রব ও ইহাঁদিগের কন্যা গ্রহণে আদি বংশজের উৎপত্তি হয়। তাঁহা

দিগের কণ্যাগ্রহণে কুলীন বিপ্রের কৌলীন্য ধ্বংস ঘটে। তদ্ধেতু কুলচ্যুত ব্যক্তির পুত্র পৌত্রাদি অবস্তন সন্ততি বর্গ ক্রমশো ন্যূন মর্য্যাদ হইয়া নিম্ন শ্রেণীতে পতিত এবং একপ্রকার অপসদমধ্যে পরিসংখ্যাত বলিলেও কথাটা একেবারেই অত্যুক্তি দোষে দূষিত হয় না। অগ্রদানীগণ যাজন ও অধ্যাপনায় বর্জ্জিত।

মহারাজ মাধব সেনের সভায় বর্ণ ব্রাহ্মণ ও গোস্বামীর মর্য্যাদা। সম্বন্ধনির্ণয় ২য় পরিশিষ্ট ৯২ পৃষ্ঠা হইতে ৯৪ পৃষ্ঠা।

বর্ণযাজী, অগ্রদানী, বিপ্র অপভ্রষ্ট।
শূদ্রের পিণ্ডভোজী, পাতকী, নিকৃষ্ট॥
মূলো আরো কহে, শূদ্র গুরু, শিষ্য দ্বিজ।
বিপ্রাভাস, বর্ণেতর, পাতকী, জারজ॥
মহাভারত, গোসাঞি, ছি ছি, রামের নাম।
দ্বিরুক্তি হেয়ত্ব-চিহ্ন, অশ্রদ্ধার ধাম॥
বর্ণযাজী, বিপ্রাভাস, দ্বিজ-নামে বাচ্য।
নষ্ট দুগ্ধ অগ্রাহ্য, অপদার্থে বিবেচ্য॥ গোষ্ঠীকথা।

ভাটের জাতিবিচার সম্বন্ধনির্ণয় ২য় পরিঃ ৯৪ পৃঃ—৯৬ পৃঃ।

ইতি সম্বন্ধনির্ণয়ে অপসদ প্রকরণে ভূমিহার ব্রাহ্মণ কথা।

সামান্যকাণ্ড সম্পূর্ণ।

সম্বন্ধনির্ণয়।

বিশেষকাণ্ড।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের শাখা ও প্রশাখা।

ঋষিকল্প ব্রাহ্মণপঞ্চকের বংশাবলীর বিশেষ বিশেষ বিবরণ লিখিবার অগ্রে তাঁহারা কোন্ সময়ে এ দেশে আগমন করেন তাহা নির্দ্ধারণ করা উচিত। আমরা তদনুসারে ক্ষিতীশবংশাবলীর বচন দ্বারা আদিশূরের সময় নিরূপণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। ঐ পুস্তকের বচনে সামান্যাকারে অব্দ শব্দ মাত্র লেখা আছে।* সুতরাং ঐ অব্দ শব্দপদের শক্তি শক এবং সংবৎ এই উভয়েই যাইতে পারে, কিন্তু সংবৎ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া "শক" এই অর্থ ধরিলে সপাদ শতাধিক বৎসর কালের ন্যূনতা ঘটে, এজন্য সংবৎ অর্থই অবশ্য গ্রহণ করিতে হয়। ঐ অর্থ গ্রহণ না করিলে বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা-সংস্থাপনের কালের সঙ্গে বিশেষ অনৈক্য ঘটে। এমন কি ১৩৬ বৎসরের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে হয়। তদ্দ্বারা ছয় পুরুষের সময়ের ব্যতিক্রম জন্মে। সুতরাং সংবৎ

---

* আদিশূরো নবনবত্যাধিকশতশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানয়ামাস।

ক্ষিতীশবংশাবলী।

অর্থই গ্রহণযোগ্য বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। সংবৎ অর্থই যে প্রকৃত, তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন নিমিত্ত কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত বোধে এখানেই লিখিত হইল।

১ম—দেখা যাইতেছে যে, আদিশূরের সময় হইতেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধগণের পরাক্রম নষ্ট হয়, বঙ্গে তিনিই পুনর্ব্বার বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচার করেন, এবং বৈদিক-ধর্ম্মানুযায়ী শাস্ত্রসঙ্গত আচার ব্যবহারাদি প্রকৃত-পদ্ধতি-ক্রমে প্রবর্ত্তিত করেন।*

২য়—ঐ ভূপতির রাজত্বকালের পূর্ব্বে গৌড়রাজ্যে যে মহা-মহীশ্বরগণের অধিকার ছিল, তাঁহারা শৈব ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাব ও বৈদিকধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের মধ্যবর্ত্তী কালে শৈবধর্ম্মের পুনর্বিকাশ হয়। ভারত ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থলের অনার্য্যদিগের মধ্যেও শৈবধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, বোধ হয়, তাঁহাদিগের সাহায্যেই গৌড় হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম নিরাকৃত হইয়াছিল। অতএব আমাদিগকে এক্ষণে শৈবমতাবলম্বী রাজাদিগের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত নরপালদিগের রাজত্ব ও শৈবদিগের পরেই বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। অনেকেই জানেন যে পালবংশীয়েরা গৌড়রাজ্যে সার্ব্বভৌম আদিশূরের অনেক পূর্ব্বে রাজত্ব করেন। এবং তাঁহারা

---

* শ্রীশ্রীমানাদিশূরোঽভবদবনিপতির্ধর্ম্মরাজ্যোবদাত্তা।
সল্লোকঃ সদ্বিচারৈরদিতিসুতপতিঃ সর্ব্বথাসীত্তথাসীৎ।
প্রাতাপাদিত্যতপ্তাখিলতিমিররিপুস্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা
জিত্বা বুদ্ধাংশ্চকার যবনপি নৃপতির্গৌড়রাজ্যাদ্বিরস্তান্।

ধনঞ্জয়কৃত কুল প্রদীপ

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পালবংশীয়দিগের পরেই বঙ্গে কাম্বোজ-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ রাজত্ব করেন। তাঁহাদিগের একজন গৌড়ের রাজধানীর উত্তরাংশ দিনাজপুরের অন্তর্গত বাণরাজার বাটীতে (এক্ষণে থানা গঙ্গারামপুরের অধীন অরণ্যবিশেষ) বিরূপাক্ষের মন্দির প্রস্তুত করান। মন্দিরটী প্রস্তরময়। ঐ মন্দিরের একটী প্রস্তরস্তম্ভ দিনাজপুরের রাজবাটীতে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহার মূলে যে শ্লোকটী লিখিত আছে, তাহার অর্থ সংগ্রহ করিলে ঐ রাজাকে ৮৮৮ সংবতে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকারী বলা যাইতে পারে (দিনাজপুরের রাজবাটীতে অনুসন্ধান কর), এবং তাঁহারা যে শৈব ছিলেন, সেটীও বিশেষ-রূপে প্রতীতি হইতে পারে। সুতরাং এক্ষণে আদিশূর যে সময়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্ব্বক বৈদিক ক্রিয়া-কালাপের অনুষ্ঠান করেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সঙ্গে মিল হয়। *

বৌদ্ধধর্ম্ম-ধ্বংসের পরেই এককালে বৈদিক ধর্ম্মের সর্ব্বথা প্রচার সম্ভবপর বোধ হয় না। বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্ধানের পরেই এবং বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের পূর্ব্বে কিছুকাল বিমিশ্র অদ্বৈতবাদের প্রচার থাকা আবশ্যক করে। বিচার অনুসারে দেখিতে গেলে অন্ততঃ দুই শত বৎসর অর্থাৎ ৮৮৮ সংবতের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে একশত বৎসর ও পরে আর একশত বৎসর না অতিক্রম করিতে পারিলে বৌদ্ধধর্ম্মের পরেই বৈদিক ধর্ম্মের

* দুর্ব্বারারিবরূথিনী প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণগুণগ্রামগ্রহো গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ম্
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ।

অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠা সুসঙ্গত হয় না। কারণ, অশোকের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইতে আরম্ভ হয়, পালবংশীয়দিগের সময় পর্য্যন্ত সতেজ থাকে। তৎপরে কাম্বোজ-বংশের সময়ে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আদিশূরের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে নির্ধূম হয়। অশোকের সময় সংবতের পূর্ব্ব প্রায় শতাধিক বর্ষ। কাম্বোজদিগের সময় প্রায় ৮৮৮ সংবৎ। সুতরাং দেখা যাই-তেছে যে, প্রায় সহস্র বৎসর কাল পরে গৌড়ে শৈব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। তৎপরে শতাধিক বর্ষ গত হইলে ৯৯৯ সংবতে আদিশূর বৈদিক অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন। এখন দেখ, যে আচার ব্যবহার সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত অবাধে চলিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ তাহা পরিত্যাগ করা, কদাচ সম্ভবপর বোধ হয় না। চিরাভ্যস্ত আচার এককালে তিরোধান করিতে ন্যূন কল্পে দুই শত বর্ষ কাল গত করিতে হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিরই বোধ হয় অরুচি জন্মিবে না।

শৈবধর্ম্ম কেবল প্রকৃতিমূলক। শিবের প্রকৃতি বা শক্তি আট ভাগে বিভক্ত। ১ম ক্ষিতিমূর্ত্তি, ২য় জলমূর্ত্তি, ৩য় অগ্নি-মূর্ত্তি, ৪র্থ বায়ুমূর্ত্তি, ৫ম আকাশমূর্ত্তি, ৬ষ্ঠ যজমানমূর্ত্তি, (অর্থাৎ আত্মা-মূর্ত্তি), ৭ম চন্দ্রমূর্ত্তি, ৮ম সূর্য্যমূর্ত্তি। শিবের আরাধনা করিতে গেলে এই অষ্টমূর্ত্তির ভাবনা করিতে হয়। এই সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের রূপ কল্পনা করা সহজ ব্যাপার নহে ও অপরিমেয় মহৎ বস্তু অথবা অতিসূক্ষ্ম (পরমাণু) মনে ধারণা করাও কঠিন। এই বিবেচনা করিয়া আর্য্যেরা শিবের নাম নির্দ্দেশসহকারে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থে পৃথক্ পৃথক্ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থাপন করিয়াছেন। যথা ১ম সর্ব্ব—ক্ষিতি, ২য়

ভব=জল, ৩য় রুদ্র=অগ্নি, ৪র্থ উগ্র=বায়ু, ৫ম ভীম=আকাশ, ৬ষ্ঠ পশুপতি=যজমান (আত্মা), ৭ম মহাদেব=সোম (চন্দ্র) এবং ৮ম ঈশান=সূর্য্য মূর্ত্তি। শিবের এই সকল আকার স্মরণ করিতে গেলেই নিরাকার ব্রহ্মের প্রকৃতিস্বরূপ ক্ষিত্যাদি অষ্টমূর্ত্তিতে অষ্টৈশ্বর্য্যের অণিমা ও মহিমা ব্যতীত অন্য কিছুই মনে উদিত হয় না। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সাকার শৈবধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও প্রচার আরম্ভ হয়। ক্রমে আর্য্যসমাজে সাকার উপাসনার আধিক্য হইল। বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান ও প্রচার সর্ব্বতোভাবে দেখা দিতে লাগিল। কিন্তু বঙ্গে বৈদিক কার্য্যের পুনরুজ্জীবনের কোন চিহ্ন দেদীপ্যমান না দেখিয়া মহারাজ আদিশূর কান্য-কুব্জ হইতে বেদপারগ ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনায়ন করেন।

ইহাতেই বঙ্গে পঞ্চ বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের আগমন হয়। তাঁহাদিগের প্রত্যেক মহর্ষির সহিত এক একজন কায়স্থ ভৃত্যভাবে আসিয়াছিলেন। বল্লাল উহাঁদিগকেও কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন। পরে লক্ষ্মণ সেনই কুলীনদিগের মর্য্যাদার সমীকরণ-কর্ত্তা। আদিশূর খৃঃ দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন; এবং খৃঃ দশম শতাব্দীর মধ্য ভাগে অর্থাৎ খৃঃ ৯৪২ অব্দে পুত্রেষ্টি-যাগ করেন।

প্রমাণ।	একণে	সংবৎ	১৯৬৪
	শালিবাহন	শক	১৮২৯
	খৃষ্টীয়	শক	১৯০৭
	সংবতের সহিত শকের অন্তর		১৩৫
	„ „ খৃষ্টাব্দের „		৫৭

এখন দেখা যাইতেছে যে ৯৯৯ সংবৎ অর্থাৎ যে বর্ষে পুত্রেষ্টিযাগ হয়, সে বৎসর খৃঃ ৯৪২। আইন আকবরীর মতে ১০৬৬ খৃঃ বল্লালসেন রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। বল্লালসেন পঞ্চ ব্রাহ্মণের অধস্তন সন্তানগণের মধ্যে বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যের ন্যূনতা দৃষ্টে, আদিশূরের অনেক উত্তরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদির বিদ্যা, বিপ্রের ব্রাহ্মণ্য ও সদাচার পরিশুদ্ধি-বিধানমানসে কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং তাঁহাকে আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগের ১২৪ বৎসরের অনেক পরেই কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপন করিতে দেখা যাইতেছে। এখন দেখ, সপাদ শত বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট জাতির মধ্যে কুক্রিয়া-স্রোত শীঘ্র প্রবল হওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না।

যদি আইন আকবরীর মতে ১০৬৬ খৃঃ অব্দে বল্লালের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল ধরা যায়, তাহা হইলে আদিশূরকে কদাচ ৯৯৯ শালিবাহন শকে পুত্রেষ্টিযাগ করিতে দেখা যায় না। কারণ যে বৎসর ৯৯৯ শক, সে বৎসর খৃঃ ১০৭৭ এই গণনা যখন ঠিক, তখন অবশ্যই কহিতে হইবে যে ক্ষিতীশবংশাবলীর ৯৯৯ অব্দ পদটী সংবতের পরিচায়ক। সংবৎ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া শক অর্থ ধরিলে পৌর্ব্বাপর্য্য-ব্যতিক্রম দোষ ঘটে। আদিশূর, মহারাজ বল্লালের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক ও রাজা। বল্লালকে ১০৬৬ খৃঃ অব্দে রাজ্যেশ্বর বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের অধীশ্বরকে পশ্চাদ্বর্ত্তী কালে (অর্থাৎ ১০৭৭ খৃঃ অব্দে) রঙ্গভূমিতে নর্ত্তন করান যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া প্রতীতি হয়। ৯৯৯ শকে পুত্রেষ্টিযাগ কহিলে ১০৭৭ খৃঃ অব্দ আসিয়া পড়ে, সুতরাং পৌর্ব্বাপর্য্য-ব্যতিক্রম

দোষ অনিবার্য্য রূপে উপস্থিত হয়। ইতিহাসে কালঘটিত দোষই সর্ব্বপ্রধান। সেই হেতুবশতই সংবৎ অর্থই যে গ্রহণযোগ্য, তাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সংবৎ অর্থ না ধরিলে কোন ক্রমেই কোন দিক্ই রক্ষা পায় না। বল্লাল নিজ-রচিত দান সাগর নামক গ্রন্থের রচনার সময় নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন ১০১৯ শক (১০৯৭ খৃঃ অব্দ)। বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা যদি ৯৯৯ অব্দকে শক ধরেন, তাহা হইলে কি বল্লাল, আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগের পরে বিংশতি বর্ষ মধ্যে কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন।

পুত্রেষ্টিযাগের অনেক কাল পরে, অন্ততঃ সার্দ্ধ শতাধিক বর্ষ পরে, বল্লালী কুলমর্য্যাদা সংস্থাপনের সময় স্থির করা বিধেয়। লক্ষ্মণের দ্বারা যে কুলমর্য্যাদার সমীকরণ হয়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। সুতরাং তাঁহাকেও বল্লালের অনেক উত্তরকালবর্ত্তী পুরুষ বলা নিতান্ত আবশ্যক, অথবা তাঁহাকে অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ধরিয়া তাঁহার শেষাবস্থায় কৌলীন্য মর্য্যাদার সমীকরণ সুসঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত। নতুবা কৌলীন্যের নবগুণ-বিচারে মর্য্যাদা-সংস্থাপনাদির বিষয় কোন প্রকারেই সুসঙ্গত হয় না।

লক্ষ্মণসেনের সময়ে তৎসভাসদ্ জয়দেবের গীতগোবিন্দ নামক মধুর কোমল সংগীত কাব্য রচিত হয়। গীতগোবিন্দে পূতিতুণ্ড-বংশীয় গোবর্দ্ধনাচার্য্যের উল্লেখ পূর্ব্বক কবিত্বের প্রশংসা আছে।*

---

* বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনস্পর্দ্ধী
কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিঃ ক্ষ্মাপতিঃ॥
এই পঞ্চকবিই লক্ষ্মণসেনের সভার পঞ্চ রত্ন।

গীতগোবিন্দ ১ম সর্গ। ৪ শ্লো।

লক্ষ্মণের মন্ত্রী মহামহোপাধ্যায় হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব আচার ব্যবহার পদ্ধতি রচনা করেন, ও কবিরহস্য নামেও এক-খানি অত্যুৎকৃষ্ট ধাতুপাঠ গ্রন্থ লেখেন। তাঁহার অভিধানও অতি প্রসিদ্ধ। ইনি বাৎস্যগোত্র-সম্ভূত ছান্দড়ের সন্তান, ও এই মহাপুরুষ ও মহাকবি লক্ষ্মণের নিকট পরম মান্য ছিলেন।

১১২৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মাধব ও কেশব সেনের রাজত্বকাল। তৎপরে লক্ষ্মণ সেন ভূমিষ্ঠ হইয়া ১২০৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এবং এই লক্ষ্মণকেই (লক্ষ্মণনারায়ণকেই) গোবর্দ্ধন ও হলায়ুধের সমকালীন বলিলে, তাঁহাদিগের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ কুলীন উৎসাহ মুখোপাধ্যায়কে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ সন্ততি বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। বস্তুতঃ উৎসাহ যে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ সন্তান, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।* বিবেচনা কর, ৯৯৯ সংবতে শ্রীহর্ষের বয়ঃক্রম অন্যূন ৯০ বৎসর। তৎকালে তিনি তাঁহার অধস্তন ধারাবাহিক চারি পুরুষের মুখাবলোকন করিতে সমর্থ। তখন খৃঃ ৯৪২। যখন ১২০৩ খৃঃ অব্দ, তখন মহারাজ লক্ষ্মণ রাজ্যচ্যুত হন। অনুমান ৯০

বহুরূপঃ শুচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥
পুত্তির্গোবর্দ্ধনাচার্য্যো শিরো ঘোষালসম্ভবঃ।
গাঙ্গুলীয়ঃ শিশো নাম্না কুন্দো রোষাকরোঽপি চ॥
কাঞ্জনাখ্য স্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ॥
উৎসাহগরুড়াখ্যাতৌ মুখবংশসমুদ্ভবৌ।
কাণ্যকুব্জহলাবেতৌ কাঞ্জিকুলপ্রতিষ্ঠিতৌ।
ঊনবিংশতি সংখ্যাতা মহারাজেন পূজিতাঃ॥ ধ্রুবানন্দ মিশ্র

বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে শ্রীহর্ষ বিক্রমপুরে আসিয়া থাকিবেন। তৎকালে তাঁহার পুত্রের পৌত্র হওয়া সম্ভব। তাহা হইলে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ উৎসাহে কৌলীন্য-মর্য্যাদা-প্রদান সুসঙ্গত হয়; এবং কৌলীন্য-সংস্থাপনের দিনের সহিত মিল হয়। ৯৪২ হইতে ১২০৩ খৃঃ অব্দ ২৬১ বৎসর অন্তর। গড়ে শত বর্ষে যদি ৩ পুরুষের কাল ধরা যায়, তাহা হইলে সার্দ্ধদ্বি-শতাব্দীতে অন্ততঃ ৮ পুরুষের জন্মের সম্ভব। এক্ষণে যদি শ্রীহর্ষের পঞ্চম পুরুষের সহিত আর ৮ পুরুষের যোগ করা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই লক্ষ্মণ সেনের সময়ে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ সন্ততি দেখা যায়। সুতরাং এখন উৎসাহে কৌলীন্যমর্য্যাদা-সংস্থাপন কখনই অসঙ্গত হয় না। লক্ষ্মণ সেন রাজ্যভ্রষ্ট হইবার কিছু পূর্ব্বেই কুলীনদিগের মর্য্যাদার সমীকরণ করেন। শ্রীহর্ষের বংশাবলী দেখ। ১ম পরিশিষ্ট ৪৬ পৃঃ।

বল্লালসেন চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপুত্র লক্ষ্মণ বিংশতি বৎসরকাল পিতার অনুসৃত পদ্ধতিক্রমে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১ম লক্ষ্মণের মৃত্যুর পর তৎসুত মাধবের রাজত্ব-কাল একবিংশতি বৎসরমাত্র। কেশব সেন তদীয় পিতা মাধব সেনের লোকান্তর-গমনের অব্যবহিত কাল এক বর্ষ। তন্মধ্যেই স্বর্গারোহণ করেন, সুতরাং তাঁহার রাজ্যশাসনকাল এক বর্ষের অধিক বলিয়া গণনা করা যায় না। দ্বিতীয় লক্ষ্মণ বা লক্ষ্মণনারায়ণ ভূমিষ্ঠ হইয়াই রাজা এবং ৮০ বর্ষ পর্য্যন্ত বঙ্গেশ্বর ছিলেন।

এখন প্রথম লক্ষ্মণের সময় হলায়ুধ স্বীয় যৌবনের প্রারম্ভেই সর্ব্বত্র পরম পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হয়েন, এবং তিনি লক্ষ্মণের পুত্র মাধবের সখা এবং পৌত্র কেশবের শিক্ষকরূপে বরিত

হয়েন। ইহাতেই বাল্যে রাজপণ্ডিত নাম হয়। নিজের যৌবনে মাধব ও কেশবের সময়ে রাজসভাসদ্ অর্থাৎ বিচারক হইয়াছিলেন। নিজের যৌবনাবসানে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ বা লক্ষ্মণনারায়ণ কর্ত্তৃক মন্ত্রিত্বপদে অধিরূঢ় হইয়া জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে অবসান করেন।

লক্ষ্মণনারায়ণকে আইন আকবরী গ্রন্থে লাক্ষ্মণেয় করা হইয়াছে। ইহাতেই ইতিবৃত্ত লেখকের ভ্রম জন্মে।*

---

* বংশে বাৎস্যমুনের্মুনেরিব সদাচারস্য বিশ্রামভূঃ
ধর্ম্মাধ্যক্ষোধনঞ্জয়ঃ সমজনি শ্লাঘ্যাং পরং জ্যোতিষঃ।
যস্মিন্ জুহ্বতি জাতবেদসি হবির্ব্যোমাঙ্গনব্যাপিভি-
র্ধুমৈর্ধূপিতমত্রসিন্ধুসরিতো বৃন্দারকৈঃ পীয়তে। ১।
লক্ষ্মীনাম্নী দৈবতমমলমতির্ধৈর্য্যসম্পদাং বসতিঃ।
প্রকৃতিরিব পরমপুংসস্তস্যাহভূদ্‌বল্লভো গৃহিণী। ২।
বভূব তস্যাং প্রকৃতের্মহানিব
শ্রিয়ো নিবাসায়তনং হলায়ুধঃ।
যৎকীর্ত্তিরত্নোনিধিবীচিদণ্ড-
দোলাধিরোহব্যসনং বিভর্ত্তি। ৩।
লব্ধং জন্ম ধনঞ্জয়াদ্‌গুণবতঃ শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতে-
রাবৃত্ত্যা লঘুতা নিরস্ত বয়সঃ প্রাপ্তা মহাপাত্রতা।
শব্দব্রহ্মকয়োদরামলকবন্তোগোত্তরা সৎক্রিয়ে-
ত্যস্তি প্রার্থয়িতব্যমস্য কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসারিকম্। ৪।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন কুলীনদিগের সমীকরণ করিয়াছিলেন এ কথা বলিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, কৌলীন্য-মর্য্যাদা সংস্থাপনের অব্যবহিত সংক্ষিপ্ত কালমধ্যেই সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বল্লালের সময়েই ঘটিয়াছিল এবং সেই দোষ পরিহারজন্য তিনিই কৌলীন্য সংস্থাপন করেন, সুতরাং পুনঃ সদাচার আরম্ভ হয়। বস্তুতঃ কুলীনদিগের অধস্তন তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষে সৎক্রিয়ার হ্রাস হইলে লক্ষ্মণ নারায়ণ সমীকরণ করেন। সমীকরণে বল্লাল-পূজিত উৎসাহাদির নাম দৃষ্টে বল্লালের প্রপৌত্র লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সেই সকল ব্যক্তি প্রপূজিত হওয়া ব্যাপারটাকে কেহ কেহ অসঙ্গত জ্ঞান করেন। বস্তুতঃ প্রথমতঃ আশ্চর্য্যজনক ও অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হইবার সম্ভব। কিন্তু ঘটকদিগের মীমাংসা দেখিলে সন্দেহের কারণ দূরীভূত হইতে পারে। এক সময়ে চারি পুরুষের একত্র অবস্থান অসঙ্গত বা নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার নহে। প্রত্যক্ষ উদাহরণস্বরূপ অনেক বংশে ইহা বিদ্যমান আছে। তথাপি প্রসিদ্ধ বংশ দেখান উচিত বলিয়া মহারাজ কৃষ্ণ বংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তদীয় পৌত্র জয়হরি চন্দ্র

যেনাসীদর্জ্জিতং ন সিন্ধুলহরীধৌতাঞ্জনায়াং ক্ষিতৌ
যস্যাজ্ঞাপ্রমভূন্ন সপ্তভুবনে নানাবিধং বাঙ্ময়ম্।
দেবঃ স ত্রিজগন্ময়স্য মহিমা শ্রীলক্ষ্মণঃ ক্ষ্মাপতিঃ
নৈতা যস্য মনীষিতাধিকপুরস্কারোত্তরাঃ সম্পদঃ ॥ ৫ ॥
বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
চ্ছত্রোৎসিক্তমহামহত্তমপদং দত্ত্বং নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলং ক্ষ্মাপালনারায়ণঃ
শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতির্ধর্ম্মাধিকারং দদৌ ॥ ৬ ॥

প্রথম বয়সে কৃষ্ণচন্দ্রের পিতাকে দেখিয়াছেন এবং শেষ বয়সে কৃষ্ণচন্দ্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ ক্ষিতীশের সহিত একাসনে আসীন হইয়াছেন। অন্য বংশে দেখ—কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যৌবনের প্রথম উদ্যমে প্রবেশ করেন, এবং শেষ বয়সে কৃষ্ণচন্দ্রের অধস্তন সপ্তম ক্ষিতীশের সিংহাসনাধিকার দেখেন। সুতরাং এক ব্যক্তির পক্ষে উর্দ্ধাধোভাগে ৩। ৪ পুরুষ অর্থাৎ (সমবয়স্ক ব্যক্তির পিত্রাদিত্রয় উর্দ্ধে ও পুত্রাদিত্রয় নিম্নে) ৭ পুরুষ দেখা কখনই অসঙ্গত হয় না। বিতণ্ডাকারিদিগের মত সঙ্গত নহে।

বল্লালের সভায় যে উনবিংশতি মহাপুরুষ পূজিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সমীকরণে লক্ষ্মণ নারায়ণ কর্ত্তৃকও পূজিত হইয়াছিলেন। যদি ঐ উনবিংশতি জনের মধ্যে কোন ব্যক্তির পরলোকপ্রাপ্তির আশঙ্কায় দ্বিতীয় লক্ষ্মণের সভায় তাঁহার পূজার অভাব ধরা যায়, তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তদীয় পুত্রাদি যাঁহারা দ্বিতীয় লক্ষ্মণের সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই বল্লালপূজিত মহাপুরুষদিগের সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন। এবং ঐ সম্মান পুরুষপরম্পরায় ধারাবাহিক চলিয়া আসিতেছিল। যে ব্যক্তি নিতান্ত দীর্ঘজীবী, সে ব্যক্তি কেন না প্রপিতামহ ও প্রপৌত্রস্থলীয় ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিচয় করিতে সমর্থ হইবে? কুলীনেরা পিতার বরে অর্থাৎ আজ্ঞায় কন্যা সম্প্রদান বা গ্রহণ করিলে পিতার তুল্যমর্য্যাদ হইয়া থাকেন এবং পিতৃসদৃশ সম্মান পাইয়া থাকেন, ন্যূনমর্য্যাদ হয়েন না; তদনুসারে সহোদরগণ মধ্যে মর্য্যাদার তারতম্য হয় না। নিজ-কৃতিত্ব-প্রকাশ-স্থলে নিজেরই দোষ গুণ ঘটে, উহা অন্ত

সহোদরের ঘটে না। কিন্তু পিতার আদেশে একের কৃত সদ-সৎকার্য্যের দোষ গুণের অংশ সকলকেই সমাংশে গ্রহণ করিতে হয়। এইপ্রকারেও ঊর্দ্ধতন পুরুষের সহিত অধস্তন পুরুষের কৌলীন্য সমীকরণ হইয়াছিল। সেই কারণে বল্লালের প্রপূজিত-ব্যক্তিদিগকেও প্রথম লক্ষ্মণ ও (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণ নারায়ণ কৃত কৌলীন্যসমীকরণে পৃথক্‌রূপে অভিহিত দেখা যায়। যথা,

গৃহীত্বা স্বস্য পুত্রস্য বরত্বাভিমতস্য চ।
পৌত্রস্য ভ্রাতৃপুত্রস্য কুলকর্ত্তা ভবেৎ কুলম্॥

চক্রপাণিকৃত সমীকরণকারিকা।

দ্বিতীয় সমীকরণে উৎসাহ মুখো ও গরুড় মুখো বর্ত্তমান ছিলেন না, কিন্তু মহারাজ লক্ষ্মণনারায়ণ আহিত মুখোপাধ্যায়কে উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র জানিয়া তাঁহাকে উৎসাহ-তুল্য-জ্ঞানে উৎসাহের নামে তৎসদৃশ বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও শিশু প্রভৃতির সমান বলিয়া মর্য্যাদা প্রদান করেন।*

---

* কৌলীন্য-মর্য্যাদা-সমীকরণে উৎসাহগরুড়য়োরবিদ্যমানত্বেঽপি তৎ-পুত্রাদেঃ পিতৃতুল্যমর্য্যাদা স্বীকৃতা মহারাজলক্ষ্মণেন পুত্রপৌত্রাদীনামাত্মনো-রভিন্নত্বাৎ। তেন আহিতমুখোপাধ্যায়স্য তৎপিতুরুৎসাহস্য স্বরূপতা জাতা। তৈশ্চ—

আহিতো বহুরূপাখ্যঃ শুচো গোবর্দ্ধনঃ সুধীঃ।
সাংশিশো মকরন্দশ্চ জাহ্লনাখ্যঃ সমা ইমে॥

ধ্রুবানন্দ মিশ্র ধৃত কুলমঞ্জরী।

বহুরূপঃ শুচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥

পূতির্গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ।
গাঙ্গুলী চ শিশোর্নাম্না কুন্দো রোষাকরস্তথা॥

ইহাঁদিগের অনেকেরই সহিত আহিতের পিতৃব্য, পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ সম্বন্ধ। এ বিষয়ের অধিক প্রমাণ দেখাইতে হইবে না। এক বংশেই উর্দ্ধাধঃ পাঁচ পুরুষের ইতর-বিশেষ-হেতু সমসাময়িকতা ও সমবয়স্কতা দেখা যায়।

এইগুলি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে আদিশূরের সময়

জাহ্লনাখ্যস্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ॥
উৎসাহগরুড়াখ্যাতৌ মুখবংশপ্রতিষ্ঠিতৌ।
কান্যকুতূহলাবেতৌ কাঞ্জিকুলসম্ভবৌ।
ঊনবিংশতিসংখ্যাতা সমতা লোকসম্মতা॥
এতে সর্ব্বে মহাত্মানঃ সভায়াং বল্লালস্য চ।
রাজ্ঞা প্রপূজিতাঃ পূর্ব্বং প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখাঃ॥

বাচস্পতিমিশ্রকৃত কুলরামগ্রন্থ।

এতে সর্ব্বে মহাত্মানঃ সভায়াং লক্ষণস্য চ।
রাজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতাঃ পূর্ব্বং প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখাঃ॥
এষাং পুত্রপৌত্রাদীনাং সমতা লোকসম্মতা।
পরীবর্ত্তঃ সমালোক্য বিস্তরেণ প্রচক্ষ্যতে॥

মেলবন্ধনের দশরথঘটকধৃত কুলমঞ্জরী।

আহিতোবহুরূপাখ্যঃ শিরো গোবর্দ্ধনঃ সুধীঃ।
গাংশিশো মকরন্দশ্চ জাহ্লনাখ্যঃ সমা ইমে।

প্রথমসমীকরণকারিকা।

অরবিন্দো হলোনাম গুচো বাঙ্গালদেহলৌ।
মহেশ্বরস্তথেশানো রোষো বাদলিবামনৌ॥
পণ্ডিতোঽভ্যাগতশ্চৈব কান্যকুতূহলস্তথা॥
সমানাঃ কথিতা এতে লক্ষ্মণেন প্রপূজিতাঃ।

দ্বিতীয়সমীকরণকারিকা।

মিল হইতে পারে। আদিশূরের সময় হইতে এক্ষণে ন্যূনকল্পে শ্রীহর্ষের ৩৫ পুরুষ হইয়াছে।

(১) শ্রীহর্ষ—মূল। (৯৯৯ সংবৎ, ৮৪২ খৃঃ অব্দ)।

(২) শ্রীগর্ভ—পুত্র।

(৩) শ্রীনিবাস—পৌত্র।

(৪) প্রপৌত্র মেধাতিথি।

আরব পর্ব্ব সর্ব্ব ৫

শত লথ ত্রিবিক্রম ৬
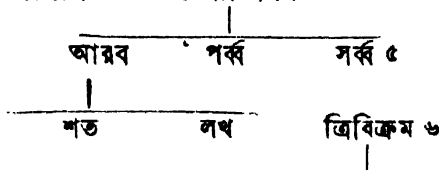
কৌতুক সুরপতি, কাক ৭

জলাশয়সুরে শৌচ বরাহধাঁধুকাবুভৌ।
বিভিন্নমাতৃকত্বেঽপি চান্তাং যুগ্মে ক্রমান্বয়াৎ॥
জনো জলাশয়ঃ খ্যাতো দীনশায়ী তু বিপ্র—
রায়ী গ্রামী বরাহস্তু সাহড়ীতি সুরেশ্বরঃ॥
ধাঁধুশ্চ মুখুটীভূত্বা ভ্রাতৃস্নেহং ব্যবৰ্দ্ধয়ৎ।
বভূবতুশ্চ ধাঁধুজ্ঞৌ বাণপ্রাণেশ সংজ্ঞিতৌ।
তৌ দ্বৌ প্রখ্যাতনামভ্যাং জীবগুহাবুদীরিতৌ॥

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কুলারাম গ্রন্থের কারিকা। মহেশপুরনিবাসী কুলচন্দ্র বিশারদ ঘটকের সারাবলীতে লিখিত। ভাজনঘাটানিবাসী প্রসিদ্ধ কুলজ্ঞ মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত কর্ত্তৃক বিচারিত ও প্রদত্ত।

(৫) আরব—শ্রীহর্ষের বৃদ্ধ প্রপৌত্র।

(৬) ত্রিবিক্রম—বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র।

(৭) কাক—মেধাতিথির প্রপৌত্র। শ্রীহর্ষের অধস্তন সপ্তম

বরাহ (রায়ীগ্রামী) সুরেশ্বর (সাহড়ী) জলাশয় (ডিণ্ডী) ধাঁধু (মুখুটী)

(৮) (ধাঁধু) সাধু—বৃদ্ধ প্রপৌত্র। (মেধাতিথির)।

[(ক) জলাশয়—নবম পুরুষ। (ভিন্নপুস্তকের লিপিকর প্রমাদ বশতঃ)
(খ) বাণেশ্বর (সুরেশ্বর)—দশম পুরুষ। ঐ
(গ) (১২) সুত প্রাণেশ্বর। ঐ]

(৯)। ধাঁধু(৮)সুত জীম (বাণেশ্বর) (গুহ) গুঁই (প্রাণেশ্বর)

গুহ (গুঁই)—নবম পুরুষ। (৯)

(১০) গুহসুত। মাধব (মাধবাচার্য্য)—উষাপতি, বরাহ।

(১১) মাধবসুত। কোলাহল বা কোলাই সন্ন্যাসী—পুত্র উৎসাহ ও গরুড় (১২শ।) উৎসাহ—ও গরুড় প্রথম কুলীন (বল্লালীমর্য্যাদাপ্রাপ্ত)। (দ্বাদশ পুরুষ)।

(১৩) উৎসাহসুত আহিত—কুলীনপুত্র (প্রকৃতি), সমীকরণের ব্যক্তি। (অভ্যাগত ও মহাদেব সহোদর ১৩শ ;

মহাদেবের ধারায় পুত্র (১৪শ) বিশ্বেশ্বর হইতে খড়দা মেল।

(১৪) (আহিত সুত) উদ্ধব (উদ্ধর)—কুলীনপৌত্র।

(১৫) শির (শিয়)—কুলীন প্রপৌত্র।

(১৬) নৃসিংহ (রাম, নৃসিংহ, দ্যাকর)—ঐ বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(১৭) গর্ভেশ্বর—ঐ অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(১৮) মুরারি (মুরারি ওঝা)—ঐ বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।

ইনি কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পিতামহ।

(১৯) অনিরুদ্ধ ও বনমালী—ঐ অত্যাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(২০) বনমালিপুত্র—কৃত্তিবাস (ভাষা-রামায়ণ-রচয়িতা)।)

(২০) অনিরুদ্ধপুত্র লক্ষ্মীধর হালদার।

(২১) লক্ষ্মীধর—(ইহাঁর সময়ে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ লোপ পায়)।

ইহাঁর পুত্র ত্রিলোচন, দুর্গাবর, মনোহর, নর, কিনু, কমলাকর এবং লোকনাথ এই সাত জন।

লক্ষ্মীধরপুত্র (২২) মনোহর ও দুর্গাধর—মেলবন্ধনের কুলীন।*

(২৩) ভট্টাচার্য্য গঙ্গানন্দ—পুত্র (মেলবন্ধনের প্রকৃতি)।

(২৪) রামাচার্য্য—পৌত্র।

(২৬) রাঘবেন্দ্র, কাশীশ্বর, বিশ্বেশ্বর, গোপাল, গোপীনাথ ও পার্ব্বতী—প্রপৌত্র।

(২৬) (রাঘবেন্দ্রসুত) নীলকণ্ঠ—বৃদ্ধপ্রপৌত্র। †

(২৭) বিষ্ণু (ঠাকুর)—ফুলিয়া মেলের প্রধান প্রকৃতি।

(২৮) রামদেব—পুত্র।

(২৯) সীতারাম—পৌত্র। (বহির্গাছীবাসী)

(৩০) সদাশিব—প্রপৌত্র।
(৩১) গোরাচাঁদ—বৃদ্ধ প্রপৌত্র।
(৩২) ঈশ্বর—খড়দহনিবাসী।

সীতারামসুত শুকদেব ৩০। তারণ ৩১। নব ৩২। আনন্দ ৩৩। পাঁচু সতীশাদি ৩৪। ফুলিয়ামেল।

সীতারামসুত শুকদেবের ধারায় সতীশ পুত্র ৩৫। ফুলিয়া মেল।

---

* মনোহর ও দুর্গাবর এই দুইজন মেলবন্ধনকালে প্রধান। যথা—
লক্ষ্মীধরের সাত পো, পাঁচ পো নে হোতা খো।
দুগু মনু দুটী ভাই, যা নিয়ে কুল পাই, ফুলের ভিতর॥
ধুলো-পঞ্চানন-কারিকা।

† নীলকণ্ঠের আট পুত্র, যথা—গঙ্গাধর, রঘুনাথ, মুকুন্দ, শ্রীধর, বিষ্ণু, রতি, রাধাকান্ত ও রামেশ্বর। (২৭শ)
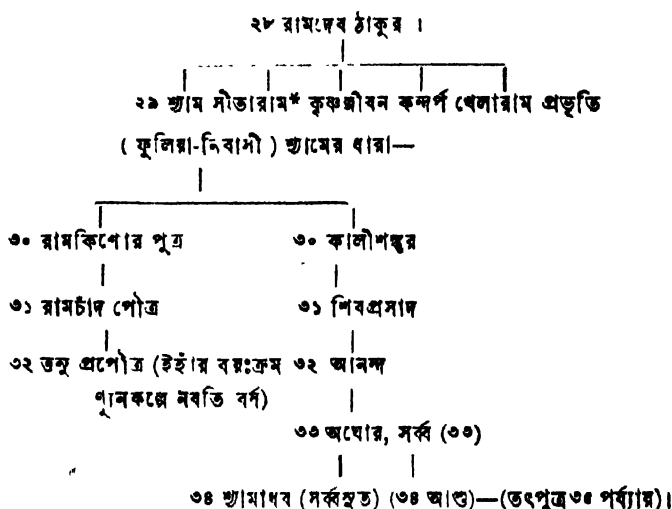
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী ব্যক্তি ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। যদি চৈতন্যের সময় ঠিক করা যায়, তাহা হইলে রঘুনন্দনকে প্রায় চারি শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বলিয়া স্থির করিতে হয়†। এবং তিনি যদি তাঁহার গ্রন্থে

---

* বিদ্যাসাগরকৃত বহুবিবাহে সীতারামের বংশাবলী লিখিত আছে বলিয়া ঐ গণনা অনুসারে শ্রীহর্ষের অধস্তন পুরুষ-সংখ্যা ধরা গিয়াছে; নতুবা শ্যামের বংশাবলী গণিলে ঠিক ৩৫ পুরুষ হইয়াছে ধরা যায়। শ্যামাধব মুখোপাধ্যায় নবদ্বীপাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের দৌহিত্র।

† শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকটবিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত ছাপ্পান্নে প্রভুর অন্তর্ধান॥ চৈতন্যচরিতামৃত।

কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে প্রমাণ স্থলে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তৎকালের প্রথা অনুসারে তাঁহাকে অন্ততঃ তিন পুরুষের অগ্রবর্ত্তী বলা আবশ্যক। তাহা হইলে কুল্লূক ভট্টকে আমরা ত্রয়োদশ শকের লোক মনে করিতে পারি *। কুল্লূক ভট্ট আপনার পরিচয় স্থলে নিজ কুলের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহাকে বল্লালের উত্তরবর্ত্তী পুরুষ বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে †। কারণ রাঢ়ী বারেন্দ্রের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে রাজদত্ত গ্রামানুযায়ী মর্য্যাদায় অভিমান করিয়াছেন। এবং গৌড়ীয় নন্দনাবাসী বলিয়া আপনাকে বারেন্দ্রকুলের শুদ্ধ শ্রোত্রিয়মধ্যে সাহঙ্কারে পরিচয় দিয়া যেন অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের অধস্তন সন্ততিবর্গের বিদ্যা-

---

* উদ্বাহতত্ত্বে কন্যাদান-প্রকরণে—রঘুনন্দন। নিয়োগ-বিষয়ে—

যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যাকৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ ॥
যথাবিধ্যভিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাম্।
মিথো ভজেতাপ্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ ॥

আগর্ভগ্রহণাৎ সকৃদ্গমনোপদেশাচ্চ যস্মৈ বাগ্দত্তা তস্যৈব তদপত্যং ভবতীতি কুল্লূকভট্টঃ।

† গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যো বরেন্দ্র্যাং কুলে
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লূকভট্টোঽভবৎ।
কাশ্যামুত্তরবাহিজহ্নুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈঃ
তেনেয়ং ক্রিয়তে হিতায় বিদুষাং মন্বর্থমুক্তাবলী ॥

ব্রাহ্মণ্য অতি অল্পকালে লোপ পাওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না।

এখন দেখ, যদি হলায়ুধ চট্টো উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের সমকালীন হন এবং তৎসমান পর্য্যায়ের লোক গোবর্দ্ধনাচার্য্যকে লক্ষ্মণের সভাসদ্ বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলে লক্ষ্মণকে আদিশূরের ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ পুরুষ উত্তরবর্ত্তী বলিতে হয়। এইটী বলিলেই উৎসাহ হইতে প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর অগ্রবর্ত্তী হইতে হয়। তাহা হইলে আদিশূর যে বল্লালের পিতামহ বা মাতামহ পর্য্যায়ের লোক নহেন, তাহাও স্থির করিতে পারা যায়, অর্থাৎ নিদান পক্ষে নয় দশ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী বলা উচিত। বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রে সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে, আদিশূরের দৌহিত্র-বংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ বল্লাল সেনের সময় পঞ্চ ব্রাহ্মণের অধস্তন সন্তানগণের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র সংজ্ঞা হয়, এবং ঐ সময়েই তাঁহারা কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। যে সময়ে বল্লাল কৌলীন্য প্রদান করেন, সে সময়ে বারেন্দ্র শ্রেণীর কাশ্যপে সন্নিধিকর ৮ম, শাণ্ডিল্যে জয়সাগর ১০ম, ভরদ্বাজে ১১শ পুরুষ ও বৈদান্তিক প্রভৃতি; রাঢ়ী শ্রেণীর কুলশাস্ত্রের মতে কাশ্যপে বহুরূপাদি ৮ম, শাণ্ডিল্যে মহেশ্বরাদি ১০ম, ভরদ্বাজে উৎসাহাদি ১২শ পুরুষের সময় বল্লাল রাজত্ব করেন। ইহাঁরাই প্রথম কুলীন। কায়স্থদিগের ২৫। ২৬ পর্য্যায়ের পুরুষের

---

* মীমাংসে বহু সেবিতাসি সুহৃদস্তর্কাঃ সমস্তাঃ স্থ মে
বেদান্তাঃ পরমাত্মবোধগুরবো যূয়ং ময়োপাসিতাঃ।
জাতা ব্যাকরণানি বালসখিতা যুষ্মাভিরভ্যর্থয়ে
প্রাপ্তোহয়ং সময়ো মনুক্তবিবৃতৌ সাহায্যমালম্ব্যতাম্। কুল্লূকভট্টঃ।

সঙ্গে আর ১০ দশ পুরুষ যোগ করিতে হইবে। দেখ, ঘোষবংশে নিশাপতি ও প্রভাকর ৮ম, বসুবংশে অনন্ত ৮ম, মিত্রবংশে ধুঁই গুঁই ৮ম, ইহাঁরাই বল্লালের সভায় উপস্থিত থাকিয়া কৌলীন্য পাইয়াছিলেন। এই সময়ে ইহাঁদিগেরও পৌত্রাদি হইবার সময়, সুতরাং বল্লালের প্রদত্ত কৌলীন্যমর্য্যাদাপ্রদানের কালের ঐক্য হয়। এক্ষণে কায়স্থদিগের ২৫।২৬ পর্য্যায়ের অগ্রে ১০ পুরুষ যোগ কর, ব্রাহ্মণদিগের ৩৫।৩৬ পুরুষের সঙ্গে ঠিক মিলিয়া যাইবে। এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্গে আগমনকাল হইতে অধুনা পর্য্যন্ত প্রত্যেক পুরুষের গড় পড়তায় একটা মোটামুটী কাল ২৭ বৎসর ধর, তাহা হইলে ৩৬ × ২৭ = ঠিক ৯৭২ বৎসর হইবে। ১৯৫১ সংবৎ হইতে ৯৭২ বৎসর অগ্রবর্ত্তী হও, আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণ অনয়নের কাল ৯৯৯ সংবৎ প্রায় আসিয়া পড়িবে, এবং এই কালের সহিত ৯৭২ যোগ করিলে ১৯৫১ সংবতের নিকটবর্ত্তী হইবে।

কায়স্থগণের পর্য্যায়ের মূল ধরিতে গেলে বল্লালকৃত কৌলীন্যকেই আদি ধরিতে হয়। কারণ যে কারিকা আছে, তাহা কৌলীন্যবোধক। যথা—

ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি॥

ইহা বল্লালের সময়েই রচিত হয়। এখানে—

পাশ্চাত্য বৈদিকগণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা উল্লেখযোগ্য।

(৫০ পৃষ্ঠের পর।)

ভরদ্বাজগোত্রীয় সামবেদী জিতামিত্র মিশ্র পাশ্চাত্য বৈদিক, ইহাঁর তিন পুত্র। তন্মধ্যে কনিষ্ঠের অধস্তন ত্রয়োদশ

পুরুষের বংশে জগন্নাথ মিশ্রের জন্ম হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণদ্বারা ভরদ্বাজগোত্রীয় সামবেদী পাশ্চাত্য বৈদিকের বংশ এককালে নির্ম্মূল হইয়াছে, ইহা কি সত্য কথা? এই প্রসঙ্গক্রমে এখন একটী কৌতুকাবহ অযৌক্তিক কথার খণ্ডন করা আবশ্যক জ্ঞানে এইখানেই কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। (১)

পাশ্চাত্য বৈদিকগণ যদি ১০০২ শালিবাহন শকে* বাঙ্গালায় আসিয়া আবাসগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাদিগের বংশাবলীর দ্বারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের এক চতুর্থাংশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। কিন্তু গণনায় উহার শতাংশের একাংশও দেখা যায় না। যেখানে যেখানে ইহাঁরা অধিক পরিমাণে আছেন, তথাকার অন্য শ্রেণীর সহিত তুলনায় ইহাঁদিগকে মুষ্টিমেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আর এক কথা, যে সকল সাগ্নিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ শ্যামলবর্ম্মাভূপতি কর্ত্তৃক ১০০২ শকে বঙ্গে সমানীত হয়েন, তন্মধ্যে ১৪৫৬ শকে অর্থাৎ চৈতন্যের মৃত্যুর বৎসরে (তিরোভাবদিনে) এদেশীয় ভরদ্বাজগোত্রীয় সামবেদী বংশের অত্যন্তাভাব ঘটিল। ইত্যাকার কথা কি সত্য? প্রথম পরিশিষ্ট ১৬৮ পৃঃ হইতে ১৭৬ পৃঃ দেখ।

শাকেন্দুখে শূন্যবিধৌ শকাব্দে
বৈশাখমাসস্য সিতে দশম্যাম্।
প্রহর্ষিতস্তেন নৃপেণ সার্দ্ধং
যশোধরঃ কুন্তলদেশমাগতঃ॥

এইটীই পাশ্চাত্যদিগের ব্রহ্মাস্ত্র অর্থাৎ তাম্রশাসনে খোদিত লিপি। ইহার অর্থ করিলে ১০০১ হাজার এক শাক হয়।

(এখন দেখা যাইক যে, ৪৫৪ বৎসর) (১০০২ শকে শ্যামল-বর্ম্মা ভূপতি কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন, ও ১৪৫৬ শকে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান) কাল মধ্যে সামবেদী ভরদ্বাজ-গোত্রীয় জিতামিত্র মিশ্রের বংশে ধারাবাহিকক্রমে প্রত্যেক অধস্তন পুরুষে একমাত্র পুত্রের জন্ম ব্যতীত দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয় নাই। যদি জন্মিয়া থাকে, সকলেই মরিয়া গিয়াছে স্বীকার করিতে হয়। ইহা কি সম্ভব? কদাচ নহে। যাঁহাদিগের মতে আদিশূরের অব্যবহিত পারবর্ত্তী কালই শ্যামলবর্ম্মার আবির্ভাব ও রাজত্বকাল, তাঁহাদিগের নিজের বাগ্‌জালেই তাঁহারা আবদ্ধ হইতেছেন।

দেখ, গড়ে শত বর্ষে ৩ পুরুষ গণনা করিলেও ৪৫৪ বৎসরে ১৩।১৪ পুরুষ হয়। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ পুরুষেও জিতামিত্রের বংশবিস্তার হইল না। ইহা কি প্রকৃত ও যুক্তিযুক্ত এবং প্রামাণিক কথা? কখনই নহে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চক্ষুতে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ দ্বারা ক্ষণকাল তাঁহাকে দৃষ্টিহীন করা যায় বটে, কিন্তু সুস্থ হইলে তাঁহাকে প্রতারণা করা কঠিন। সেই কারণে বলা উচিত যে, পাশ্চাত্য বৈদিকগণ দাক্ষিণাত্যদিগের অনেক পরবর্ত্তী কালে এদেশে আগমন করেন। ১০০২ শকে বঙ্গে সমাগত জিতামিত্রের অধস্তন চতুর্দ্দশ অথবা পঞ্চদশ পুরুষে একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের অভাবে ভরদ্বাজগোত্রীয় সামবেদী বৈদিকের বংশ এককালে ধ্বংস হইয়া গেল। ইহা কি সম্ভব? এই কথা যদি নিতান্তই রক্ষা করা আবশ্যক জ্ঞান হয়, এবং না রাখিলে মহাপাতক জন্মে ও ভাগবত দুষ্ট হয়, তবে এই বাক্যের একটা পাঠান্তর ও তাৎপর্য্য কল্পনা করা বিধেয়। তদনুসারে একজন গোঁড়া বৈষ্ণব আমাদিগকে যে উত্তর দিয়াছেন,

তাহা না লিখিয়া আমরা মৌনাবলম্বন করিতে সমর্থ হইলাম না। বাবাজী বলেন, মহাপ্রভু মর্ত্তালীলা সংবরণকালে স্বীয় পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া ভরদ্বাজগোত্রীয় সামবেদী বৈদিককুল নির্ম্মূল করিয়া পুরুষোত্তমের দেহে তিরোভূত হইলেন। যদু-বংশ ধ্বংসকালে মুষলদেবই কুলনাশক হয়েন। এই অবতারে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বেদগর্ভবংশীয় সামবেদী হরিহর শর্ম্মা মুষল-দেবের পদ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ হরিহর যবনধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও অন্য আত্মীয়বর্গকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পাশ্চাত্য সামবেদী ভরদ্বাজ ও শাণ্ডিল্য বৈদিক বংশ অধঃপাতে দেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও ইহাঁরা যবনাধিকারের সময়েই বাঙ্গলায় আসিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। নতুবা উপায়ান্তর দেখা যায় না।

ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ পুরুষে ব্যাপ্ত ভরদ্বাজগোত্রীয় ও শাণ্ডিল্যগোত্রীয় সামবেদী পাশ্চাত্য বৈদিককুল কি যুগপৎ ফুৎকারবিন্দু প্রক্ষেপমাত্র নির্ম্মূল হইতে পারে? কখনই না। অতএব বলিতে হইবে, পাশ্চাত্য বৈদিকেরা চৈতন্যদেবের ঊর্দ্ধতন দুই তিন পুরুষের সমকালে এ দেশে আগমন করেন। নতুবা এরূপে মুহূর্ত্তমাত্রে তত্তদ্বংশের অত্যন্তাভাব ঘটিবে কেন? সুতরাং কেবল জনশ্রুতি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া সহৃদয় জনগণের প্রতীতির অন্তরায় হয়।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব রথীতর-গোত্র-সম্ভূত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র ও বিষ্ণুদাসের ভাগিনেয়। এই বিষ্ণুদাসের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষে সাতশতী-কন্যা বিবাহ করেন, দ্বিতীয় পক্ষে রাঢ়ীয়-শ্রেণীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি বহু-

পূর্ব্বে পাশ্চাত্যগণের এ দেশে বাস হইত, তাহা হইলে বৈবাহিক ব্যাপারে এরূপ অসদৃশ ঘটনা ঘটিবে কেন ?

পাশ্চাত্য বৈদিকগণ ১০০২ শাকে বঙ্গে আগমন করেন নাই। যাঁহারা বলেন, ৯৯৯ শকে আদিশূরকর্ত্তৃক বঙ্গে পঞ্চ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ আনীত হয়েন, তাঁহারা কি মনে করিতে পারেন যে, তিন বৎসর কালমধ্যে এদেশীয় কান্যকুব্জ-সন্তানগণের বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য সদ্য লোপ হইল ? এবং তৎক্ষণাৎ শ্যামলবর্ম্মানৃপতি কর্ত্তৃত বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্থাপনজন্য পশ্চিম হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের আবশ্যকতা ঘটিল, ইহা কি সম্ভব? কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে শ্যামলবর্ম্মা ভূপতির নাম গন্ধও নাই। পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের বংশও বিস্তৃত নহে ; তদ্বৈপরীত্যে বরং দাক্ষিণাত্যদিগের বংশাবলী অতি বিস্তৃত এবং নানা-স্থান-ব্যাপক। পাশ্চাত্যগণের বংশ অতি অল্পায়ত ও অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে অবস্থিত। এই কারণেই বলা যায় যে, দাক্ষিণাত্যেরাই অগ্রবর্ত্তী। যে পাশ্চাত্য বৈদিকগণ অগ্রে এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই কান্যকুব্জদিগের আগমনের পর সাতশতী নামে খ্যাত হয়েন।

পাশ্চাত্যগণের যে সকল শিষ্য-সন্ততি দেখা যায়, তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করিলে অনুমান হয় যে, সপ্তম অষ্টম পুরুষের ঊর্দ্ধতন ভাগে পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের নিকট কেহই শিষ্যত্ব স্বীকার করেন নাই। এবং তাঁহারা যখন কান্যকুব্জ-সন্তানের কতিপয় বংশের শিক্ষাগুরুর-ব্যপদেশে দীক্ষাগুরু হইলেন, তখন কান্যকুব্জ-সন্তানগণ নিতান্ত তান্ত্রিক। দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণও তৎকালে নামে মাত্র বৈদিক, কার্য্যে তান্ত্রিক।

লক্ষ্মণসেনের সময়েও একজন পাশ্চাত্য বৈদিককেও তৎ-সভায় দেখিতে পাই না। *

আরও দেখা যাইতেছে যে যদি পাশ্চাত্য বৈদিকগণ কান্যকুব্জাগত পঞ্চ মহর্ষির অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালেই বঙ্গে আগমন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বংশে অবশ্যই প্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণের সংখ্যা অনেক দেখা যাইত। আমরা তাহা দেখিতে পাই না। প্রত্যুত তৎকালে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবি ও বিদ্বান্ দৃষ্ট হন। যথা—রাঢ়ীয় কুলে সাহরীগ্রামী শূলপাণি, কবি জয়দেব, হলায়ুধ, গোবর্দ্ধন, শরণ, উমাপতি, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, কেশব ভারতী, মহা-ভারতের টীকাকার অর্জ্জুন মিশ্র প্রভৃতি, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ও মথুরেশ প্রভৃতি। বারেন্দ্রকুলে কুল্লুকভট্ট, ময়ূর-ভট্ট, উদয়নাচার্য্য, পদাধর প্রভৃতি। বঙ্গের পাশ্চাত্য বৈদিক-কুলে পূর্ব্বকালে একজনের নাম দৃষ্ট হয় না, বা কেহ জানে না। তবে বিষ্ণুপুর অঞ্চলের কতিপয় পাশ্চাত্য বৈদিকবংশ অনর্ঘরাঘব-কর্ত্তা মুরারি মিশ্রের বংশধর ও পাশ্চাত্য বলিয়া পরিচয় দেন। †

অনর্ঘরাঘব নাটককার মহাকবি মুরারি মিশ্র পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুল- সম্ভূত কি না, তদ্বিষয় সন্দেহস্থল। কারণ তদ্বংশীয়-দিগকে ষড়্‌গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিকগণ কদাপি আপানাদিগের সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগকে সাতশতী

---

* গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ॥ রূপ সনাতনের উক্তি।

† মহামহোপাধ্যায় কুশাগ্রবুদ্ধি শব্দশক্তিপ্রকাশিকাকার প্রসিদ্ধ জগদীশ তর্কালঙ্কার রথীতরগোত্রসম্ভূত পাশ্চাত্য বৈদিক। কিন্তু তিনি চৈতন্যের অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী।

অর্থাৎ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ অথবা মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন।

মহারাষ্ট্রীয়গণ যৎকালে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত অধিকার করেন, তৎকালে তাঁহাদিগের আনীত শ্রোত্রিয়গণই শ্রেণীভঙ্গের চেষ্টা পান। সেই কারণেই মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়। মধ্য-শ্রেণী দ্বিজমধ্যে পুরুষের উপাধি লইয়া গোত্র ও বংশাদির নাম হয়।

মুরারি মিশ্র নিজ পরিচয়ে কোন থানে পাশ্চাত্য কিংবা দাক্ষিণাত্য, এরূপ নির্দ্দেশ করেন নাই। পূজ্যপাদ স্বর্গীয় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহোদয় বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বৈদিককুলের ব্যক্তিবিশেষের মুখে শুনিয়াই তাঁহাকে পাশ্চাত্য স্থির করিয়াছেন। *

সাতশতীরা যথায় যেমন সুবিধা জ্ঞান করেন, তথায় তেমনি পরিচয় দিয়া থাকেন। কোথাও বৈদিক, কোথাও রাঢ়ীয়, কোথাও বারেন্দ্র, কোথাও বা মধ্যশ্রেণী। বিশেষতঃ মধ্য-শ্রেণীর বৈবাহিক-ক্রিয়াদি সাতশতী ও বৈদিক কুলে হইয়া আসিতেছে। বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, সিংহভূম, বীরভূম, মানভূম, ধলভূম, বরাহভূম, শিখরভূম প্রভৃতির আধুনিক বৈদিকগণ

---

* বস্তুতঃ মুরারি মিশ্র নিজকৃতি অনর্ঘরাঘবের প্রস্তাবনায় যতটুকু পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কেবল মৌদ্গল্যবংশীয় বর্দ্ধমানাচার্য্যের পুত্র। এই লেখায় পাশ্চাত্য কি দাক্ষিণাত্য অথবা মধ্যশ্রেণী বুঝা যায় না। যথা—

তথাপি তাবন্নিরূপয়ামি রূপকমভিরূপমীদৃশম্। (মুহূর্ত্ত মব স্থিত্বা স্মরণ-মভিনীয় সোল্লাসম্) অস্তি মৌদ্গল্যগোত্রসম্ভবস্য মহাকবেৰ্ভট্টশ্রীবর্দ্ধমান-তনুজন্মনস্তন্তমতীহৃদয়নন্দনস্য শ্রীমুরারেঃ কৃতিরভিনবমনর্ঘরাঘবং নাম নাটকম্। তৎপ্রযুঞ্জানাঃ সামাজিকানুপাস্মহে।

বিশুদ্ধ-বৈদিকবংশসম্ভূত নহেন। ইহাঁরা সাতশতী ও রাঢ়ীয়-বংশ-বিমিশ্র মধ্যশ্রেণী ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন। এ বিষয়ে অধিক প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই।

নবদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলীর গণ্য মান্য বৈদিককুলেও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রের সংস্রব দেখা যায়। এমন কি অধুনাতন কালের প্রসিদ্ধ মুকুটরায় তিন শ্রেণীর কন্যা বিবাহ করেন। মুকুটরায়ের রাঢ়ীয়-পত্নী-গর্ভ-সম্ভূত সন্তানগণই এক্ষণে পাশ্চাত্য-বৈদিক কুলে বিরাজিত।

এই সকল প্রমাণ ও অনুমান দ্বারা একপ্রকার জ্ঞান হয় যে দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণই অগ্রে অসিয়াছেন।

মিথিলা ও উৎকল বঙ্গাধিপের অধিকৃত ছিল। উৎকলে বৈদিকের আবাসগ্রহণ বহুকাল পূর্ব্বে হইয়াছিল, ইহা অবিসংবাদী।

আরও দেখা যাইতেছে যে, মিথিলার ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের পরিচয়স্থলে কান্যকুব্জ বলিয়া স্বীকার করেন; আপনাদিগকে বৈদিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। সেই মিথিলাস্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে পক্ষিল স্বামী বা পক্ষধর মিশ্র চৈতন্যের সহাধ্যায়ী (কাণাভট্ট) রঘুনাথ শিরোমণির অধ্যাপক ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তৎকালেও বৈদিকের বংশ বা প্রভাব বিশেষরূপে বিস্তৃত হয় নাই। তাহা হইলে পাঠ স্বীকার করিবার জন্য তাঁহাদের মিথিলায় যাইবার আবশ্যকতা কি ছিল?

মহাপ্রভুর অলৌকিক মহিমা দর্শনেই কান্যকুব্জ-সন্তানগণের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি পাশ্চাত্য বৈদিকদিগকে তান্ত্রিক গুরুর পদে বরণ করেন। তদবধিই পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের

মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নাম গন্ধও কেহ জানিত না।

সাতশতী ব্রাহ্মণগণের বিশেষ বৃত্তান্ত।

রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণের সহিত সাতশতী ব্রাহ্মণগণের সংস্রব। সাতশতী নাম-ধারণের কারণ।

আদিশূরের আনীত কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণপঞ্চকের আগমনের পূর্ব্বে এ দেশে যে সকল ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা সমস্ত বাঙ্গালায় সাড়ে সাতশত ঘর মাত্র ছিল। তাঁহারা কালক্রমে সাতশতী নাম প্রাপ্ত হন। ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ চত্বারিংশৎ পৃথক্ গ্রামীণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদিগকেই আদর্শ করিয়া কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের সন্তানদিগকে পৃথক্ পৃথক্ গ্রাম দেওয়া হয়। উত্তরকালে ঐ সকল নিবাস গ্রামের নামানুসারে ইঁহাদিগের অধস্তন সন্তান বর্গও পৃথক্ পৃথক্ গ্রামীণ বলিয়া পরিচিত হন।

সাতশতী ব্রাহ্মণগণ যে কান্যকুব্জদিগের মত বিভিন্ন গাঁই ছিলেন, তাহার বিষয় দেখ।

যে সাতশতীরা পূর্ব্বে এ দেশের অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারা কোথায় গেলেন ও কি হইলেন, তাহার নির্ণয়ে আমাদিগের কোন কোন সহৃদয় ও বিবেচক পাঠক বলেন, অধিকাংশ সাতশতীরা বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন কি না, তাহা সন্দেহস্থল। তাঁহাদিগের সেই সন্দেহভঞ্জন ও অন্যান্য পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ জন্য সাতশতীর সমস্ত বিবরণ লিখিত হইল। পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন।

প্রথমতঃ পূর্ব্বকালে ইহাঁরাও রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের ন্যায় নৃপতিবর্গের নিকট নিজ নিজ বাসস্থল জন্য আপন আপন আভিজাত্যের চিহ্নস্বরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই পৃথক্ পৃথক্ গ্রাম পাইয়াছিলেন। তদনুসারে প্রত্যেকে পৃথক্ বংশে পরিচিত আছেন।

প্রমাণ—

সাগাঁই সুগাঁই, নাল্‌সী যগাঁই (যবগ্রামী), হাটুরী কাটুরী ধাঁই।
কান্দড়ে কাটানী, কঞ্চা পিতুড়ী, বাথাড়ী পিথাড়ী সাঁই।
উল্লুক ধরধর, মুল্লুক ফরফর, বিশেষে শুনহ গাঁই॥ ইত্যাদি।

বৈদিকদিগের মধ্যে বহুতর গোত্র প্রচলিত আছে, তদনুসারে ইহাঁরা প্রধানতঃ দ্বিচত্বারিংশৎ পৃথক্ পৃথক্ বংশে বিভক্ত। সাতশতী ব্রাহ্মণগণও চল্লিশটী পৃথক্ (গ্রামীণ) গাঁই বলিয়া বিভক্ত ছিলেন। অধিকাংশের গোত্র পৃথক্ অর্থাৎ সাতশতীগণের প্রত্যেক গাঁই প্রায় পৃথক্ পৃথক্ গোত্রসম্ভূত।

বৈদিকদিগের বিয়াল্লিশটী গোত্র ৬০ পৃষ্ঠে দেখ। এই বিয়াল্লিশটীর মধ্যে দুইটী ঘৃতকৌশিক এবং জামদগ্ন্য ও জমদগ্নির নামে পৃথক্ পৃথক্ দুইটী গোত্র আছে। সাতশতীগণ-মধ্যে দুই ঘৃতকৌশিক ও জামদগ্ন্য প্রচলিত ছিল না। এক ঘৃত-কৌশিক ও জামদগ্নি প্রচলিত থাকে।

বৈদিকগণ যখন পঞ্চ-ব্রাহ্মণ-সন্ততি-কর্ত্তৃক আনীত হইয়া বঙ্গে নিবাস গ্রহণ করিলেন এবং স্থলবিশেষে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র-গণের নিকট সম্মানাস্পদ হইতে লাগিলেন, সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া সাতশতীগণ আপনাদিগের গাঁই ত্যাগ করিয়া বৈদিকদিগের মত নির্গাঁই বলিয়া আপনাদিগকে বৈদিক

সংজ্ঞায় পরিচয় দিতে লাগিলেন। এইরূপে অধিকাংশ সাত-শতী বৈদিককুলে মিলিত হইয়া গিয়াছেন। নতুবা বৈদিক-দিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট বেদপারগ, তাঁহারা কেন দলে বলে ব্রাহ্মপুত্রাদি প্রাচ্য দেশে নিবাস গ্রহণ করিবেন?

যখন এ দেশে রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক প্রভৃতি ঔপনিবে-শিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণের সন্তান সমূহ প্রকৃতরূপে বদ্ধমূল হইলেন, তখনই এ দেশের আদিমনিবাসী ব্রাহ্মণগণের পৃথক্ সংজ্ঞা হয়। সমস্ত বাঙ্গালায় ঐ আদিমনিবাসী ব্রাহ্মণ-গণের সংখ্যা সর্ব্বসমেত সাড়ে সাত শত ঘরমাত্র ছিল বলিয়া তাঁহাদিগের সাতশতী আখ্যা হয়।

আদিমনিবাসীরা যখন সাতশতী নাম প্রাপ্ত হইলেন, তখন ইহাঁরা এক প্রকার অপদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন বলিলেও বড় একটা দোষ হয় না। সে যাহাই হউক, তাঁহারা যখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের সম্ভ্রম গিয়াছে, তদবধি তাঁহারা সাবধান হইতে লাগিলেন। সাবধানতা দেখাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু আপনাদিগের দল রক্ষার চেষ্টায় বিমুখ হইয়া অন্য দলে মিশিতে লাগিলেন, এবং সাতশতী-রূপ ঘৃণিত উপাধি পরিত্যাগ করিলেন। তদবধি সাতশতী ব্রাহ্মণের বংশ ধ্বংসের সূত্রপাত হয়।

লোকের কৌতূহল চরিতার্থ কুলজ্ঞের কুলশাস্ত্র হইতে সাত-শতীদিগের গাঁইগুলি লিখিত হইল। পাঠকগণ মিলাইয়া দেখুন।

সাগাই সুরাই, নালসী বর্গাই, হাঁসাই কাঁকাই ধাঁই।
বাজী বান্টুরী, ধাজা কাটানী, কুশলোজ্জ্বল গাঁই॥

কাশ্যপকাঞ্জরী, বাড়ারি পিতারি, নাতারি আর বের।
বাগ্‌রাই, উলূক ষষ্ঠেশ্বর, মূলূক, কর্ক, কুন্দুক, কেবল চেসূচের॥
বালথুবী, পুংসিক, দীঘলগাঁই ভাদাড়ী, ভট্টশালী করঞ্জ তাই।
আদিত্য কামদেবে, কোঁয়াড়ী পূর্ব্বদিকে, সকলকে পাই॥
নগড়ি দহড়ি, হামসেচাই, কৌণ্ডিন্য বাপারি বাগুরাই।
বেলাড়ী আদি, মিলে রাঢ়ী বারেন্দ্রে, সাতশতী কমে যাই॥

মূলো পঞ্চাননের ধৃত সারাবলীর কারিকা।

নগড়ি (১) র্দহড়ি (২) হাঁমু (৩) র্বাপি কাশ্যপকাঞ্জিকা (৪)।
বাপাড়ি(৫)স্তসিকা(৬) কঁয়ু(৭)র্গাই চ সুখদাসিকঃ(৮)॥
পিত্তাড়ি(৯)র্বাগুড়ি(১০)শ্চৈব ভাদাড়ী (১১)পিচু(১২)কুলকৌ(১৩)।
সাঁড়াকুলী(১৪) কোয়াড়ী(১৫) চ মূলুকজুড়ী(১৬) হাকুড়ী(১৭)॥
কাটাদিঃ(১৮)কামদেব(১৯)শ্চ বেড় গ্রামী(২০) চ নালসী(২১)।
সাগ্নারিঃ(২২)পুংসিকো(২৩)ভট্টশালী(২৪) কর্করছত্রিকাঃ(২৫)॥
আদিত্যো(২৬)জলপাই(২৭)স্তু সুরাই(২৮) দীঘল(২৯)স্তথা।
যবগ্রামী(৩০) কড়ারী(৩১) চ কৌণ্ডিন্যো(৩২) বৈজুড়ী(৩৩) তথা॥
কুড়ালো(৩৪) ক্রমলী(৩৫) ধায়ী(৩৬) বাড়াড়ী(৩৭) বেলাড়ী(৩৮)তি চ।
করঞ্জো(৩৯)হস্তাড়ি(৪০)রিত্যেব চত্বারিংশন্মিতা দ্বিজাঃ॥

তৈরূঢ়া নৃপতের্বাক্যাৎ সপ্ত সপ্তশতাত্মজাঃ।
তদ্দৈববশতো জাতাস্তাসু সপ্ত সুতা বরাঃ।
বরেন্দ্রঞ্চ গতাঃ পঞ্চ কনিষ্ঠৌ রাঢ়সংস্থিতৌ॥ বাচস্পতি মিশ্র।

কেহ কেহ বলেন কোমটী বা কল্যাণী এবং করলা নামে আরও দুইটী গাঁই ছিল; এই দুইটী গাঁই ধরিলে ৪২টী গাঁই হয়। তাহা হইলে বৈদিকদিগের গোত্রের সংখ্যার সঙ্গে ইহাদিগের গাঁইসংখ্যার বিশেষ ঐক্য হয়।

এখন দেখ, কে কোথায় মিশ্রিত হইয়া অভাব প্রাপ্ত হইয়া-

ছেন, অথবা স্বভাবে আছেন। বচনানুসারে দেখা যায়, উত্তর কালে ঐ চত্বারিংশৎ কুলের মধ্যে যত সন্তান জন্মিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ববিশয়ে সদ্‌গুণ-সম্পন্ন বলিয়া রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের সমাজের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ইহাঁরা আপনাদিগের মধ্যে উঠাইয়া লয়েন। প্রথমাবস্থায় সাত জন মাত্র পরিগৃহীত হন। তন্মধ্যে পাঁচ জন বারেন্দ্র বংশের মধ্যে ও দুইজন রাঢ়ীয় শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন। অবশেষে দুই চারিটী কুল ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই প্রায় বৈদিককুলে মিলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বলিখিত সাতশতীর বিবরণের শ্লোকের সংখ্যা দেখ, মিল হইবে।

বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ নিজ নিজ গুণানুসারে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই নিয়মানুসারে সাতশতী ব্রহ্মণগণ বিদ্যা ব্রহ্মণ্যের পুনরুদ্ধারপূর্ব্বক বিনয়াদি সদ্‌গুণপ্রভাবে কান্য-কুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও বৈদিক কুলে ক্রমশঃ মিলিত হইয়াছেন।

রাঢ়ীশ্রেণীর সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য আছে।	বারেন্দ্রশ্রেণীর সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য আছে।	বৈদিকশ্রেণীর সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য আছে।	কারিকা দেখ।
পুংসিক। ২৩ দীঘল গাঁই। ২৯ (উভয়েই কষ্টশ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য।)	ভাদাড়ী। ১১ ভট্টশালী। ২৪ করঞ্জ। ৩৯ আদিত্য। ২৬ কামদেবতা। ১৬ (ভাদাড়ী পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাদুড়ী হইয়াছে, ভাদুড়ী কুলীন বলিয়া খ্যাত। অবশিষ্ট চারি গাঁই শ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য।)	কোঁয়াড়ী (গোয়ালী)। ১৫ পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে যে দুই সম্প্রদায়, তন্মধ্যে এক সম্প্রদায়ের নাম জোঁয়াড়ী ও অপরের নাম কোঁয়াড়ী (গোয়ালী)। কোঁয়াড়ী (গোয়ালী) সমাজ পূর্ব্বদেশে ব্রহ্মপুত্রের ধারে অবস্থিত; কোঁয়াড়ীগণ সাতশতীগণের সহিত একত্র বাস করিয়া থাকেন। অধিকাংশ সাতশতীগণের আদিনিবাস পূর্ব্ববাঙ্গালা।	যাঁহারা আপনাদিগকে মনে মনে খাঁটি সাতশতী বলিয়া জানেন তন্মধ্যে। কাশ্যপকাঞ্চাড়ী। ৩ কাটানি। ১০ পিতাড়ী বা পিতুড়ী। ৯ মুলুকজুড়ী। ১৬ ফর্ফরছত্রিকা। ২৫ সুগাই। ২৮ যবগ্রামী। ৩০ কৌণ্ডিণ্ড। ৩২ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্বকালে মুলুকজুড়ী, পিথুড়ী, কাঞ্জপকাঞ্জাড়ী, সুরাই প্রভৃতির কন্যা গ্রহণ করিয়া রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীনগণ দোষাশ্রিত হন। তদবধি যে সকল ব্যক্তি ঐ সকল গ্রামীণের সংস্পৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তদ্ভাবাপন্ন জ্ঞান করিয়া দূষিত করা হয়। তদনুসারে রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীনগণ মধ্যে কয়েকটী থাকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণেও কাটানী, কৌণ্ডিল্য, যবগ্রামী ও ফফরছত্রকা প্রভৃতি গাঁইগুলি সাতশতী বলিয়া পরিচিত আছেন, এবং রাঢ়ী শ্রেণীর মধ্যে মিলিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাতশতীরা রাঢ়ী শ্রেণীর ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। আপনাদিগকে সাতশতী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা জ্ঞান করেন। এই হেতু বশতঃ সাতশতী ব্রাহ্মণগণের তিরোধান গণনা করা নিতান্ত কঠিন।

কোন্ বংশ কোথায় আছেন এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের কোন্ গোত্রে কি কুল করিয়াছেন তাহা দেখ।

খুল্না জিলা শ্রীফলতলা দান্দুড়ী ২৪ পরগণা দানিয়াড়ী, খুল্নায় মহেশ্বরপাশায় সিন্দুরাবল্লভ, ঐ অঞ্চলের আজোগাড়া গ্রামের ডাইয়া-গোষ্ঠী-সম্ভূত ব্যক্তিবর্গ শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন, এবং ঢাকাজিলার কুকুটিয়া গ্রামের সাতশতীরাও নালসী। রাঢ়ীয় দলে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। এই গুলি সাতশতী বংশ; রাঢ়ীয় ঊনষষ্টি গ্রামীণমধ্যে গণ্য নহেন। সন্দিগ্ধ।

বংশ	আধুনিক বাসস্থান	গোত্র	কে কিরূপ ঘরে কন্যাদান করিয়াছেন।
কাটানী গাই বা বংশ	বুড়োন পরগণা, সেন-হাটী	কশ্যাপ	ফুলে, খড়দা, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী এই চারি মেলে।
পিতুড়ী	কলিকাতা ও ২৫ পরগণা	পরাশর	বল্লভী মেলে।
ঝর্করছত্রিকা	ভট্টাচার্য্য কামালপুর, চাকদার নিকট (নদীয়া জিলা)		ফুলে, খড়দা, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী মেলে।
কাশ্যপকাঞ্জাড়ী (রায় গোষ্ঠী)	শ্রীরামপুর যথা—লকপুর খুলনা	এক্ষণে কাশ্যপ	প্রথমে খড়দা, পরে অন্য মেলে।
যবগ্রামী গোস্বামী	শিঙের কোণ, ভেঁটে পালশীট, মাচ্ছর, নবগ্রাম প্রভৃতি স্থল		ফুলে মেলের রমণ ঠাকুরের সন্তান, উলায় নিবাস।
		গৌতম	ফুলে মেলের মুখোপাধ্যায়।
যব গ্রামী রায়	লাড়ু গ্রাম (বর্দ্ধমানজিলা)	বশিষ্ঠ	ঐ
নাল্দী রায়	শিমলাগড় (হুগ্লী)	পরাশর	বেগের গাঙ্গুলী বংশে ও গঙ্গানন্দ চট্টো সন্তানের কোন কোন ঘরে।
কড়ারী	পদ্মানদীর দক্ষিণ ধারে কুকুটিয়াগ্রাম জিলাঢাকা	হারীত	
লাড়ু গ্রাম বর্দ্ধমান	বিক্রমপুর (ঢাকা)	শাণ্ডিল্য	ফুলের মুখোপাধ্যায় বংশে।
কৌঞ্জিনা	শান্তিপ ও [illegible]	কৌশিক	সর্ব্বানন্দী মেলে।

ঘটকবিশারদ মুলো-পঞ্চানন-বচন, সারাবলী-কারিকা।

সাতশতী দ্বিজগণে, পটু শূদ্রের যাজনে
নাহি যাতে বেদ-অনুষ্ঠান ।
বিধিসিদ্ধি-ক্রিয়াদায়, শূদ্রেও যে গোত্র পায়,
যে যার চরণে লয় স্থান ॥
শত-ধারা শূদ্রজাতি, গোত্র পায় নানাভাতি,
চাকলা-যাজী চকত্তি-কারয় ।
যবগ্রামে অবস্থান, গোত্রে গৌতম-সন্তান,
নাম লয় গোসাঞি-নন্দন ॥
চক্র ঋষিকেতে গত, নিপাতনে র, ঋ হত,
ঋষিকে চকত্তি মহাশয় ।
তদবধি অর্থ হলে, কহে যে স্বদলে বলে,
ভগ্নীপতি মুকুজ্যে মশায় ॥
সাতশতী স্ব স্ব খ্যাতি, আর নাহি পায় ভাতি,
গুপ্ত আছে যেথায় সেথায় ।
সে কথা বলবো কিবা, নাহি আছে কিছু প্রভা,
জীয়ন্তে ঠিক মরার প্রায় ॥
সাতশতী দলে বলে, মেশে যে চকত্তি কুলে,
ছাড়াইতে সে জঘন্য নাম ।
সাতশতী দ্বিজ যারা, আগে শূদ্র-জাতি ধারা,
যেহেতু ব্রাহ্মণে ছিল বাম ॥
সাতশতীর গণন, কৌণ্ডিন্যাদির কথন,
সাগাঞি সুগাঞির নন্দন ।

পরাশর হারীতাদি, আলম্যান অত্রি বিধি,
মৌদ্গল্য কাশ্যপ কাঞ্চন ॥
কাশ্যপে কাঞ্জারী যায়, কাটানী চকত্তি কয়,
কত অযাজ্য যাজন !
কান্যকুব্জের শ্রী গেল, সাতশতী মান্য হলো,
তারা কন্যায় করে বন্ধন ॥
দৌহিত্রে পিণ্ড দিলো, চকত্তি উদ্ধার হলো,
কন্যাদানে গোষ্ঠীপতি খ্যাতে।
সাতশতী দ্বিজ যারা, মিসেল হইল তারা,
কান্যকুব্জ দ্বিজ সমাগতে ॥
কান্যকুব্জ অধস্তনে, ত্রয়োবিংশ মিশ্রার্জ্জুনে,
মজে পীতাড়ী-কন্যা-দর্শনে।
সেই হতে প্রবেশিলে, সাতশতী রাঢ়ী দলে,
খোঁটা হয় বন্দ্য মুখো গণে ॥
এখনো পৃথখ যারা, ব্রাহ্মণ্যতে খাটো তারা,
চকিত্তি গোসাঞি রাই বলে।
নালসী ফর্করছাতায়, কুড্যালে হেলনী খায়,
বাতাড়ী পীতাড়ীর উজ্জ্বলে ॥

মেলোৎপত্তি—যোগেশ্বর পণ্ডিত ও দেবীবর ঘটক।

এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত একজনের দৌহিত্র। তদনুসারে এই দুইজন পরস্পর মাস্তুত ভাই। যোগেশ্বর শ্রেষ্ঠ-কুলীন-পুত্র (খড়দহ)।

দেবীবর ন্যূনমর্য্যাদ কুলীন-গোষ্ঠিসম্ভূত (সর্ব্বানন্দী)। সুতরাং সমাজমধ্যে দেবীবর অপেক্ষা যোগেশ্বর পণ্ডিতের মর্য্যাদা অধিক। যোগেশ্বর মুখটীবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। নানাদেশীয় ছাত্রগণকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। সেই জন্যই তাঁহার উপাধি পাণ্ডিত হয়। যোগেশ্বর-সম্বন্ধে এক প্রবাদ আছে যে, তিনি অত্যন্ত অতিথেয় ছিলেন! নিজের দান অতি সঙ্গোপনে নির্ব্বাহ করাই তাঁহার ব্যবস্থা ছিল। তাঁহার বদান্যতার বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আপামর সাধারণের শ্রুতিগোচর ছিল না।

যোগেশ্বর পণ্ডিত এক সময়ে যদৃচ্ছপ্রবৃত্ত হইয়া দেশভ্রমণে নির্গত হন। দৈবগত্যা একদিন ভ্রমণ উপলক্ষে মধ্যাহ্নিনে দেবীবরের ভবনে উপস্থিত হইলেন। যোগেশ্বরের আগমন-বার্ত্তা-শ্রবণে দেবীবর-জননী শশব্যস্ত দ্রুতপদে আসিয়া যথাবিহিত স্নেহসম্ভাষণ পুরঃসর অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা করিলেন। যোগেশ্বরও বিনয়বচনে অতি নম্রভাবে তদীয় মাতৃষসার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। তিনিও যথাবিহিত আশীর্ব্বচন প্রয়োগপূর্ব্বক যোগেশ্বরকে কহিলেন, বাছা, জলপান কর, আমি তোমার জন্য অন্নাদি প্রস্তুত করিতে যাই।

যোগেশ্বর তদীয় মাতৃষসার সেই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, মাসি, আমাদিগের সহিত ইহাঁদিগে ভোজ্যান্নতা নাই। এই হেতু-বশতঃ দেবীবরের গৃহে ভোজন করিলে আমাদিগের সামাজিক মর্য্যাদার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং আপনার উপরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সহজ ও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব আপনি আহারের জন্য আমায় বিশেষ অনুরোধ বা আজ্ঞা

করিবেন না। আপনি মাসী, আপনার অন্ন পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাটীতে স্বপাকে ভোজন করিলে গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়; তাহাতে পাতক জন্মে আমি আপনকার উচ্ছিষ্ট প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া অপবিত্রদেহ পবিত্র করিব, কিন্তু অদ্য আমাকে কোন অনুরোধ করিবেন না। এই বলিয়া যোগেশ্বর প্রস্থান করিলেন।

যোগেশ্বর পণ্ডিত যে সময়ে দেবীবর ঘটকের ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎকালে দেবীবর দেশভ্রমণে নির্গত হন। দেবীবর বাটী আসিয়া জননীকে অপ্রসন্ন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি স্বীয় মনঃক্ষোভের পূর্ব্বাপর সমস্ত কারণগুলি স্বীয় পুত্রের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, বাপু! যদি যোগেশ্বর আমার বাটীতে আসিয়া সাধ্য সাধনা পূর্ব্বক অন্ন দাও বলিয়া ভোজন করে এরূপ কোন উপায় করিতে পার, তবেই এ প্রাণ রক্ষা করিব, নতুবা আমার এই মর্য্যাদাহীন তুচ্ছ জীবনে প্রয়োজন কি ?

দেবীবর কহিলেন, মাতঃ, ক্ষান্ত হও, মনের খেদ মনেই রাখ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অচিরেই তোমার মনোমালিন্য দূর করিব। যদি নিতান্তই অকৃতার্থ হই, তাহা হইলে তোমার নিকট এ মুখ আর দেখাইব না ও জীবন রাখিব না।

দেবীবর-জননী কহিলেন, বাছা, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। আমার পরামর্শ শ্রবণ কর; কালীর আরাধনা কর, সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবে।

দেবীবর যখন দেবী আদ্যা শক্তির বর পাইয়া সিদ্ধ হন, তখনিই তাঁহার নাম দেবীবর হয়। ইতিপূর্ব্বে ইঁহার অন্য এক

নাম ছিল। সিদ্ধ হইলে তাঁহার সে নাম লোপ পায়। তিনি দেবীবর নামেই প্রসিদ্ধ হইলেন। সুতরাং তাঁহার প্রকৃত নাম পাওয়া যায় না, দেবীবরটী তাঁহার উপাধিস্বরূপ ধরা যায়। ইনি বন্দ্যোবংশের শঙ্কেতের অধস্তন পঞ্চম, সর্ব্বানন্দ ঘটক বিশারদের পুত্র; সর্ব্বানন্দী মেল। শঙ্কেত-সন্তানগণের অধিকাংশই নানা মেলে বিভক্ত।

দেবীবর কাকুসিদ্ধ হইয়াই কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাঢ় ও বঙ্গের সকল প্রদেশ পরিভ্রমণপূর্ব্বক কুলাংশে কে কতদূর পরিশুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত আছেন, তাহা স্বচক্ষে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বিশেষ পর্য্যালোচনা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, কুলীনদিগের অধিকাংশই নব গুণ-বিহীন হইয়াছেন।

তখন বিবেচনা করিলেন, আমার নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার এই প্রকৃত অবসর ও সময়। তিনি সময় বুঝিয়াই সমস্ত ঘটক-চূড়ামণিদিগকে আহ্বান করিলে। তাঁহাদিগের নিকট কুলীন-দিগের দোষোদ্ঘোষণপূর্ব্বক কৌলীন্য-মর্য্যাদার পুনঃ সংস্কারের ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। সমস্ত কুলাচার্য্য একবাক্য হইয়া দেবীবরের অভিপ্রায়ের অনুকূল পক্ষে সম্মতিপ্রকাশ করিলেন। তাঁহাদিগকে সপক্ষ পাইয়া দেবীবর দিন স্থির করিলেন।

যে দিন সভায় উপবিষ্ট হইয়া সভামণ্ডলীর মধ্যে সকলের দোষ গুণ বিচারপূর্ব্বক সভার অগ্রে মর্য্যাদা সংস্থাপন করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে হঠাৎ একটী দৈববাণী হইল যে, "বৎস দেবীবর, তুমি যে দিন কৌলীন্যাদির নিয়ম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক বিশেষ সভা করিবে, সে দিন সমস্ত দিব-

সের জন্ম তোমায় সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিবে না। তুমি তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত সভার নির্দ্ধারিত দিবসে দশদণ্ড-মাত্র কাল কুলমর্য্যাদা-প্রদান-বিষয়ে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী থাকিবে। নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইলে কুলমর্য্যাদা-প্রদান-বিষয়ে তোমার প্রভাব থাকিবে না।

দেবীবর দৈববাণীর প্রতি বিশেষ বিশ্বাস-সহকারে কার্য্য করিবেন বলিয়া সাপক্ষ ও বিপক্ষ সকলের নিকট আকাশবাণীর কথা প্রচার করিলেন।

নির্দ্ধারিত দিন উপস্থিত হইল, ঘড়িয়াল ঘড়ি ধরিয়া বসিয়া থাকিল। দেবীবর দোষ দেখিয়া এববিধ-দোষাশ্রিত ব্যক্তিবর্গকে গুণ গৌরবে এক এক দলে নিবদ্ধ করেন; তদনুসারে পৃথক পৃথক একটী মেল হয়। তিনি সমস্ত কুলীনকে ছত্রিশটী মেলে বিভক্ত করেন।

যোগেশ্বর পণ্ডিতের কুলবিচারের সময় দেবীবরের মুখ হইতে নিম্নলিখিত কারিকাটী নির্গত হইয়াছিল। যথা—

"শশে যদি বিষাণং স্যাদাকাশে কুসুমং যদি।
সুতো যদি চ বন্ধ্যায়াং তদা যোগেশ্বরে কুলম্॥"

যোগেশ্বর পণ্ডিত খড়দহ মেলের প্রকৃতি। ইনি দেবী-বরের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ লোক। দেবীবর ঘটক বন্দ্যো ভুর্ব্বণীর অধস্তন পঞ্চম অর্থাৎ ধ্রুবানন্দ মিশ্রের ভ্রাতৃপর্য্যায়ের ব্যক্তি। শোভাকর চট্টোপাধ্যায়ের কুলমর্য্যাদা-ব্যবস্থাপন-সময়ে দেবী বরের ভুণ্ডে পুনর্ব্বার দুষ্ট সরস্বতী বিরাজিত হইলেন। তখন দেবীবরের মুখ হইতে পশ্চাল্লিখিত বাক্য বহির্গত হয়। যথা—

"ডাক দিয়ে বলে দেবীবর, নিষ্কুল শোভাকর।"

শোভাকরের পক্ষে এইরূপ বজ্রপাতসদৃশ মর্ম্মচ্ছেদি বাক্য বিনির্গত হইবামাত্র শোভাকরের মুখ হইতেও ঐ শ্লোকের উত্তরার্দ্ধের পূরণস্বরূপ দেবীবরের বাক্য অপেক্ষাও গরলময় অতিভীষণ বাগ্বজ্রের প্রতিধ্বনি নিনাদিত হইল।

যথ—"ডাক দিয়ে বলে শোভাকর, নির্ব্বংশ দেবীবর॥"

এই বাক্যের পরেই সভাভঙ্গ হয়।

এক্ষণে পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে দেবীবরের অন্যান্য কথা পরিত্যাগ করিয়া এই কয়েকটী কথা কেন উদ্ধৃত হইল? আমরা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের দোষোল্লেখ-মানসে এই কয়েকটী কথার উত্থাপন করি নাই। দেবীবরের জীবনকালের প্রকৃত সময় নির্দ্ধারণ-মানসে প্রস্তাবের ভূমিকাস্বরূপ উদ্ধার করিয়াছি।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, দেবীবর ও যোগেশ্বর পণ্ডিত পরস্পর মাস্‌তত ভাই ও সমবয়স্ক। দেবীবরের বাটীতে অন্নগ্রহণ না করাতেই যোগেশ্বর প্রথমে নিষ্কুল হন। তৎপরে দেবীবরের অনুগ্রহে যোগেশ্বর পুনর্ব্বার কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন, ইহা প্রসিদ্ধ কিংবদন্তী। দেবীবর কেন যোগেশ্বরকে প্রথমে নিষ্কুল করিয়াছিলেন, তাহা যোগেশ্বর ইত্যগ্রে অনুভব করিতে পারেন নাই।

শোভাকর ভট্টাচার্য্য লক্ষ্মণ সেনের পূজিত পণ্ডিত হলায়ুধ ভট্টের বংশীয়, সুতরাং ইনি চট্টোপাধ্যায়-বংশীয় * ইনি দেবী-

---

* বহুরূপঃ শুচো নাম্না অরবিন্দা হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥

ধ্রুবানন্দ-মিশ্রধৃত কুলজী।

বরের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। সেই হেতু তিনি মনে করিলেন, কুলমর্য্যাদা-প্রাপ্তিবিষয়ে দেবীবর অবশ্য তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান করিবেন। তদনুসারে তাঁহার অন্তঃকরণে আর একটী ভাবের উদয় হয়। সে ভাবটী এই, "দেবীবর পরম পণ্ডিত ও সিদ্ধ ব্যক্তি, সিদ্ধ হইলেও সে সর্ব্বদা সর্ব্ব-কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে গুরুর নাম গ্রহণপুরঃসর স্বস্তিবাচন করে। আমিই তাহার গুরু। আমি যদি সভার অগ্রে উচ্চ আসনে আসীন হইয়া তাহাকে সন্দর্শন দিয়া তাহার প্রীতিবিধান করিতে পারি, তাহা হইলে সে অবশ্য গুরুদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিবে।"

এই মনস্কামনা স্থির করিয়া সভার অগ্রে এক উচ্চ আসনে সুসংস্থিত হইলেন। সভার অগ্রে সভ্যগণের বিনানুমতিতে উচ্চ আসনে উপবেশন যে অতীব দূষ্য, ইহা দেবীবর বিলক্ষণ জানিতেন, তদনুসারে তিনি গুরুর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। দেবীবর সভাপতি, সভাপতির ভাব দেখিয়াই সভ্যেরা মনে করিলেন, দেবীবর ইহাঁর অশিষ্টতা অবগত হইয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ের উল্লেখ দ্বারা আমাদিগের অসৌজন্য দেখান উচিত নহে। সকলেই কর্ণাকর্ণিপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। শোভাকরের অশিষ্টতা হেতু দেবীবর যে বিরক্ত হইয়াছেন, ইহা এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু পাছে লোকে বিদ্রূপ করে, এজন্য আসন হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। দেবীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস দেবীবর! আমি তোমার গুরুদেব। যেন আমার মর্য্যাদার গুরুত্ব থাকে। অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানাস্পদীভূত হয়।"

শিষ্য গুরুর অসম বিষম বাক্যের উত্তরে কিছু প্রতিশ্রুত হইতে পারিলেন না। গুরুদেবের নিরন্তর উত্তেজনায় কহিলেন, প্রভো! নির্দ্ধানিত সময় মধ্যে বাগ্‌দেবী আমার মুহ হইতে কি বলাইলেন, তাহা আমি অগ্রে কি প্রকারে স্থির নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি?

এই সকল জনশ্রুতির মূল এই—

"ডাক দিয়ে বলে দেবীবর, নিষ্কুল শোভাকর।
ডাক দিয়ে বলে শোভাকর, নির্ব্বংশ দেবীবর॥"

মেলমাল।

এখন দেখ, দেবীবর যাঁহাদিগের প্রতি কুলমর্য্যাদা প্রদান করিলেন ও যাঁহাদিগের কুল ধ্বংস করিলেন, তাঁহারা কত কালের লোক। তদনুসারে বিচার কর, নিম্নলিখিত ছয় ব্যক্তিকে সমকালীন ও সমান মেলের লোক বলিয়া স্থির করিতে পারা যাইবে।*

১ যোগেশ্বর পণ্ডিত (মুঃ)
২ দিনকর চট্টোপাধ্যায়
৩ হরি বন্দ্যোপাধ্যায়
৪ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
৫ ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬ সুসেন (মুখোপাধ্যায়) পণ্ডিত

পঞ্চাননে হয় কুল দিন কর-বংশে।
সুসেন হয়েন মূল নৃসিংহের অংশে॥
সুসেন বলিলে হয় ত্রিযোগের সংজ্ঞা।
জগদানন্দের সহ আইসে যে গঙ্গা॥

---

* যোগেশ্বরো দিনেশশ্চ হরির্বংশধরস্তথা।
পঞ্চাননো সুসেনশ্চ ষড়েতে চৈকমেলকাঃ॥ ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

পঞ্চানন পূর্ব্বে ছিল অই অংশে মেলা।
খড়্দা যোগেশ্বর বংশে কুলেতে বিরলা॥
হরি বন্দ্য গয়ঘড় পাল্‌টী মূল হয়।
বংশধর ভগীরথ জানহ নিশ্চয়॥
যোগেশ্বর খড়দহে বংশ হয় সার।
চট্টবংশ-দলেতে দিনেশ কুলবর॥ কুলচন্দ্রিকা

উল্লিখিত কয়েক মহাপুরুষের অধস্তন পুরুষ গণনা করিলে দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ সন্ততির অতিরিক্ত দেখা যাইবে না। এক্ষণে এই ত্রয়োদশ পুরুষের কাল একটা মোটামুটী ধর, প্রত্যেক ২৫ বৎসরে এক এক পুরুষের জন্ম ধরা যাইতে পারিবে। তাহা হইলে ২৫ × ১৩ = ৩২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই কয়েক মহাত্মা জীবিত ছিলেন।

শালিবাহনের শক ১৮১৫; হইতে ৩২৫ বৎসর অন্তর কর,

১৫০৪ দেখিবে।

পঞ্চদশ শকাব্দের শেষভাগে দেবীবরের মতানুসারে কৌলিন্য-মর্য্যাদা ব্যবস্থাপন হয়। এখন দেখ ঐ সময়টী কেমন সময়, তখন কোন্ ভাবের স্রোত চলিতেছে। তখন নবদ্বীপ-নিবাসী নিমাই ভূমণ্ডলে শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তখন বঙ্গসমাজের জাতিভেদ উঠাইবার প্রস্তাব হইতেছে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভিনব মত সকল হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে সমভাবে প্রচারিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যদেব লোকান্তরিত হইয়া তদীয় কীর্ত্তির গুণ-দোষের স্তুতি-নিন্দা শ্রবণ করিতেছেন। যথা—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতারি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকটবিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত ছাপ্পানে প্রভুর অন্তর্ধান॥ চৈতন্যচরিতামৃত।

সে সময়ে বঙ্গসমাজের সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইতেছে। তখন স্মার্ত্তচূড়ামণি বন্দ্যঘটীয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বর্গবাসী হইয়া বঙ্গবাসিদিগের নিকট মহর্ষি মন্বত্রিবিষ্ণু-হারীত প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছেন। সে সময়টা আর একজন মহাপুরুষের কাল বলিয়া বঙ্গবাসীদিগের নিকট বড় আদরের ও গৌরবের সময়। তখন কাণাভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) পক্ষধর মিশ্রের নিকট পাঠ সমাপ্তিপূর্ব্বক মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্রের স্রোত ফিরাইয়া নবদ্বীপে আনয়ন করিয়া দেবলোকে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বদেশীয় নৈয়ায়িকদিগের মুখ হইতে স্বীয় প্রশংসা শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহারা শিরোমণিকে গৌতমাদি অপেক্ষা কুশাগ্রবুদ্ধি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

উপরিকথিত মহোদয়দিগের মত সংস্থাপিত হইলেই দেবীবরের মেলবন্ধন ও কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। সুতরাং এই কথার প্রামাণ্য-সংস্থাপনজন্য আমরা কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ভৃত্যপঞ্চকের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বল্লালের কৌলীন্য-মর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের ত্রয়োদশ পর্য্যায়ে (অর্থাৎ অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষে) সমান পর্য্যায়ে কন্যা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা হয়। দেবীবরের সময়েই সমান সমান কুলীনের পর্য্যায়ের কন্যাপুত্রে বিবাহের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। পিতার বরে

পুত্র ও পৌত্র পিতামহের বরে বাচনিক সমান পর্য্যায়ে থাকিয়া কুলরক্ষা করিবার অধিকারী হন।

এই সময়েই কুলীনদিগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় দলে আবার অবান্তর-ভেদ হয়। উহা এই—আৰ্ত্তি, ক্ষেম্য ও উচিত। ১ আৰ্ত্তিঃ—শিরোভূষণম্; ২ ক্ষেম্যঃ—পাদভূষণম্; ৩ উচিতং—সমানন্। এক্ষণে শিরোভূষণ, পাদভূষণ ও সমান শব্দে কাহাকে বুঝায়, তাহারই মীমাংসা করা উচিত। তদনুসারে দেখা যায় যে, ঘটকবিশারদ দেবীবর পিতৃপর্য্যায়ের লোকের সহিত কন্যাদানকে আৰ্ত্তিশব্দে ব্যাখ্যা করেন। পুত্রপর্য্যায়ের সহিত কন্যাদানকে ক্ষেম্যশব্দে নির্ণয় করিয়াছেন। সমানে সমানে কন্যাদানকে উচিত শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া যান।* তদনুসারে কোন কোন কুলে পর্য্যায়সংখ্যার ন্যূনতাও দেখা যায়।

আৰ্ত্তি কুল হইলে শিরোভূষণরূপে মান্য। ক্ষেম্য কুল হইলে পাদভূষণরূপে পরিগণিত। উচিত কুল হইলে দোষ গুণ কিছুই হয় না। ব্যতিক্রমে পর্য্যায়ের হীনতা জন্মে।

দেবীবরের সময়েই কিছুকাল এরূপ পর্য্যায়ে সমান ঘরের বরে আদান প্রদান চলিয়াছিল। পরে এই নিয়মানুসারে চলা কুলীন-দিগের পক্ষে অতি সুকঠিন বিবেচিত হইলে অন্যান্য কুলাচার্য্য বিশারদেরা সমান পর্য্যায়ের দান উত্তম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এইপ্রকারে পর্য্যায়ভঙ্গদোষ দূরীকৃত হয়। যথা—

"সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমম্।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরম্॥
ধ্রুবানন্দকৃত কুলদীপিকা।

---

* পিতৃস্থানং ভবেদাৰ্ত্তিঃ পুত্রস্থানঞ্চ ক্ষেম্যকম্।
উচিতঞ্চ সমানং স্যাৎ ত্রিবিধং কুলমুচ্যতে॥ দেবীবরকারিকা।

রাঢ়ীয় কুলীনগণ পর্য্যায় সমান রাখিবার জন্য বর দিতে লাগিলেন, অর্থাৎ কুলকর্ত্তা নিজের মর্য্যাদা পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতৃ-পুত্রদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পিতা পিতামহ ও পিতৃব্যদিগের ন্যায় সম্মানাস্পদীভূত পদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের গুণদোষ বরদাতার স্কন্ধে পতিত হইতে লাগিল।

যথা—গ্রহণাৎ স্বস্য পুত্রস্য বরস্যাভিমতস্য চ।
পৌত্রস্য ভ্রাতৃপুত্রস্য কুলকর্ত্তুর্ভবেৎ কুলম্॥

ধ্রুবানন্দকৃত কুলদীপিকা।

ব্রাহ্মণদিগের এই দৃষ্টান্তানুসারে পুরন্দর বসু কায়স্থকুলের সমান পর্য্যায় লইয়া কুলীনদিগের বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

কান্যকুব্জাগত কালিদাস মিত্রের অষ্টম পুরুষে ধূঁই ও গুঁই নামক দুই সন্তানের যৌবনকালে সমাজ বদ্ধ হয়। * তাঁহা-দিগের সমাজের নাম বড়িশা ও ট্যাকা। এক্ষণে দেখা যাই-তেছে যে, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের আট দশ পুরুষ গত হইলে কৌলীন্য সংস্থাপিত হয়। এবং কৌলীন্য-মর্য্যাদা-সংস্থাপনের ত্রয়োদশ পুরুষ গত হইলে কায়স্থদিগের মধ্যে প্রকৃত সোপানগণনানুসারে সপর্য্যায়ে বিবাহের নিয়ম হয়। সুতরাং পূর্ব্বাপর দুইটীকে সমষ্টি করিলে তৎকালে কান্যকুব্জদিগের ত্রয়োবিংশ পুরুষ হইয়াছে ধরিতে হয়। কায়স্থদিগের পর্য্যায়বন্ধন হইতে এক্ষণে কাহারও ১২ কাহারও বা ১৩ পুরুষ হইয়াছে। এক্ষণে ঐ তের পুরুষের সঙ্গে যোগ কর, কায়স্থকুলের মধ্যে ২৫। ২৬ পর্য্যায় অপেক্ষা

* শকাব্দক্রমে কায়স্থদিগের কৌলীন্য দেখ।

অনেক অধিক সংখ্যক পুরুষ শুনা যাইবে। সেটী যখন ঠিক, তখন ইহাঁদিগের তের পুরুষের সময় ঠিক করিলে নিশ্চয় হইবে যে, ঘটকবিশারদ দেবীবর ৩৪৫ তিন শত পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কুলীনদিগের মেলবন্ধন করেন।

আর একটী প্রমাণ দেখিলেও জানা হাইবে যে, দেবীবরের মেলবন্ধন ঐ সময়েই হইয়া থাকিবে। ঐ সময়ে বারেন্দ্রকুলে অদ্বৈত প্রভুর শিবত্ববাদ। তিনি চৈতন্যের সহচর ও অভেদাত্মা বলিয়া পরিগণিত, ব্রহ্মধ্যে তাঁহার আর এক সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু। অদ্বৈত বৃদ্ধ, নিত্যানন্দ প্রৌঢ়, চৈতন্য তরুণ।

অদ্বৈত মহাপ্রভুর আট সন্তান হয়, তন্মধ্যে অচ্যুত গোস্বামী সর্ব্বকনিষ্ঠ। ইহাঁকে অদ্বৈত প্রভু বিশেষ স্নেহ করিতেন। এক সময়ে এমনও বলিয়াছেন যে—

অচ্যুতের মত যেই সেই মোর সার।
আর সব পুত মোর হোক ছারখার॥

চৈতন্যচরিতামৃতে অদ্বৈতবাক্য।

কারণ এই—অদ্বৈতের ঋণ পরিশোধ জন্য শ্রীচৈতন্য দেব যে অর্থ সমষ্টি পাঠান উহা সাতপুত্রে বিভাগ করিয়া লয়েন। অচ্যু ও নির্লোভ ও নির্লিপ্ত ছিলেন।

এক্ষণে অচ্যুত গোস্বামী হইতে গণনা করিলেও দেখা যায় যে, তাঁহার ভ্রাতৃসন্তানের ধারাবাহিক ১১। ১২ পুরুষ হইয়াছে। ইনি আবার নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। অদ্বৈতপ্রমুখ বলরাম মিশ্রের বংশীয় রঘু গোস্বামী (শান্তি-পুরের বড়-গোস্বামি-বংশীয়) ১৩শ, তৎপুত্র ১৪শ পুরুষ। দেবীবর বীরভদ্রসংসৃষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বীরভদ্রী থাকের অন্তর্গত করেন।

বীরভদ্রের জীবনকাল গণনা করিলে আমরা তাঁহাকে ৩৫০ সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে দেখিতে পাই, সুতরাং দেবীবরের মেলবন্ধনের সময় ৩৫০ সাড়ে তিন শত বৎসরের অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে না।

এখন দেখ, সে সময়ে আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন কি না? সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে কি না? তদনুসারে দেখা যায় যে, তৎকালে বঙ্গদেশে প্রবল-প্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণ রাজার নাম গন্ধ ও পাওয়া যায় না। তৎকালে বাঙ্গালা দেশে যশোহরে প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ছিলেন। তিনি বঙ্গজ কায়স্থ। তৎকালে তিনিও আকবরের পুত্র শেলিমের (জাহাঙ্গীরের) আদেশ অনুসারে রাজা মানসিংহ-কর্ত্তৃক পরাভূত ও বন্দীকৃত হয়েন। তৎকালে আর্য্য-বংশ-সম্ভূত ধার্ম্মিক নেতার অভাবে সমাজের বল হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। কবিকঙ্কণ ও অন্নদামঙ্গল পাঠ করিলে জানা যায়।*

---

* যথা—অন্নদামঙ্গল—

যশোর নগরে ধাম, প্রতাপ-আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥
তার খুড়া মহাশয়, আসিল বসন্ত রায়,
রাজা তারে সবংশে কাটিল।

তৎকালে ভারতের রাজধানী হস্তিনানগরের সিংহাসনে মুসলমান ভূপতি আকবর সাহ অধিরূঢ় ছিলেন। ইহার প্রামাণ্য-সংস্থাপন জন্য আমরা কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে শ্লোক তুলিয়া দিলাম। পরে আছে দেখ।

দেবীবর কুলীনদিগকে ৩৬টী প্রধান শাখায় বিভক্ত করেন। যথা—যে বংশের মূলপ্রকৃতি লইয়া প্রথমতঃ যে মেলের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা এই—মুখো—উৎসাহ বংশ। বন্দ্যো—মকরন্দ ও মহেশ্বর। পূতি—গোবর্দ্ধনাচার্য্য। চট্টো অরবিন্দ, বহুরূপ ও বাঙ্গাল। গাঙ্গ—শিশু। কাঞ্জিলাল—কানু। ঘোষাল—শিরো।

তার বেটা কচু রায়, রাণী বাচাইল তায়,
জাহাঙ্গীরে (ক) সেই জানাইল।
ক্রোধ হৈল পাতশায়, বাঁধিয়া আনিতে তায়,
রাজা মানসিংহে পাঠাইল॥

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের সূচনা।

(ক) আকবরের পুত্র শেলিম জাহাঙ্গীর বা ভুবনবিজয়ী উপাধি গ্রহণ করেন।

১ ফুলিয়া—গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য।
২ খড়দা—যোগেশ্বর পণ্ডিত।
৩ বল্লভী—বন্দ্যো বল্লভাচার্য্য।
৪ সর্ব্বানন্দী—বন্দ্যো সর্ব্বানন্দ।
৫ সুরাই—পূতি সুরাই ঘটক।
৬ আচার্য্যশেখরী—বন্দ্যো ত্রিলোচন আচার্য্যশেখর।
৭ পণ্ডিতরত্নী—মুখো দৈবকীনন্দন।
৮ বাঙ্গালপাশ—হিরণ্য বন্দ্যো বাবলা।
৯ গোপাল ঘটকী—মুখো গোপাল ঘটক।
১০ ছায়ানরেন্দ্রী—নিত্যানন্দ বন্দ্যো বাবলা।
১১ বিজয় পণ্ডিতী—বং সাগরদিয়া, স্বনামপ্রসিদ্ধ।
১২ চাঁদাই—বং বাবলা, স্বনামপ্রসিদ্ধ।
১৩ মাধাই—বং বাবলা মাধব।
১৪ বিদ্যাধরী—চট্টো বিদ্যাধর পাঠক।
১৫ পারিহাল—চট্টো রাঘব।
১৬ শ্রীরঙ্গভট্টি—পূতিতুণ্ড শ্রীরঙ্গভট্ট।
১৭ মালাধরখানি—মুখো মালাধর খাঁ।
১৮ কাকুৎস্থী—চৈতন্য চট্টো কাকুৎস্থ মিশ্র।
১৯ হরি মজুমদারী—চট্টো বিভো হরি।
২০ শ্রীবর্দ্ধিনী—মুখো শ্রীবর্দ্ধন।
২১ প্রমোদনী—মুখো জিতামিত্র।
২২ দশরথ ঘটকী—মুখো স্বনামপ্রসিদ্ধ ঘটক।
২৩ শুভরাজ খানী—কাঁটাদিয়া বন্দ্যো মাধব ও শুভরাজ খাঁ।
২৪ নড়িয়া—গাঙ্গুলী গঙ্গাধর। গ্রাম নড়িয়া।
২৫ রায়মেল—শতানন্দ রায় কাঞ্জিলাল।
২৬ চট্টরাঘবী—মনোসন্তান, স্বনামপ্রসিদ্ধ।
২৭ দেহাটা—চট্টো পাটুলী শ্রীপতি।
২৮ ছয়ী—চট্টো খনিয়া স্বনামপ্রসিদ্ধ। ছকড়ী
২৯ ভৈরব ঘটকী—বন্দ্যো বাবলা স্বনামপ্রসিদ্ধ।
৩০ আচম্বিতা—মুখো চক্রপাণি।
৩১ ধরাধরী—ধরাধর ঘোষাল।
৩২ বালী—চট্টো কেশব।
৩৩ রাঘব ঘোষালী—ডুমরিয়া গ্রামের স্বনামপ্রসিদ্ধ ঘোষাল।
৩৪ সুঙ্গা সর্ব্বানন্দী—মুখো সর্ব্বানন্দ।
৩৫ সদানন্দখানী—মুখো সদানন্দ খাঁ।
৩৬ চন্দ্রপতি—স্বনামখ্যাত মুখোপাধ্যায়।
পরমানন্দ মিশ্রী—পরমানন্দ বন্দ্যো

বিশেষ বিবরণ ও বংশাবলী এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে মেলপ্রকরণ ও বংশাবলী-প্রকরণে এবং ক্রোড়পত্র দেখ।

এই ছত্রিশটী মেলের মধ্যে ফুলিয়া মেলের মান্য অধিক তদনুসারে ফুলিয়া গ্রামেরও মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস পণ্ডিত স্বীয় রামায়ণের মধ্যে ফুলিয়া গ্রামকে সকল স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সে কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি ? কৌলীন্য-মর্য্যাদায় ফুলিয়া সর্ব্বাগ্রগণ্য স্থান, সুতরাং স্বর্গতুল্য। যথা—

স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥ অরণ্যকাণ্ড।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

কৃত্তিবাস যখন ফুলিয়া গ্রামের নামে আপনার নামকে প্রফুল্ল মনে করিতেছেন, তখন দেবীবরের মেলবন্ধনের পরেই ফুলিয়া গ্রামের প্রভাব হইয়াছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে মূল রামায়ণে অনুল্লিখিত নবদ্বীপকে সপ্তদ্বীপের সার বলিয়া স্থির করিতে পারিতেন না। চৈতন্য, রঘুনন্দন, কাণাভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) প্রভৃতির জন্মস্থান বলিয়াই যাহাকে সপ্তদ্বীপের সার বলিয়াছেন। এই নিয়ম ধরিলেই ফুলিয়া গ্রামকে মেলবন্ধনের পরে প্রসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিতে হয়। ১৪৫৬ শকে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব গণনা করে। ঐ কাল হইতে অন্ততঃ এক পুরুষের কাল গত না হইলে তাঁহাকে দেবতা মনে করা সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং ১৪৫৬ শকের সহিত অন্ততঃ ২৫ বৎসর যোগ করিতে হয়। ঐ কালটি যোগ করিলে ১৪৮১ হয়, এই সময়ে রামায়ণ রচনার সময় ধরিলে সর্ব্বাংশে একতা হইতে পারে।

১৪৮১+৭৮ বৎসর যোগ করিলে ১৫৫৯ খৃঃ অব্দ হয়। এক্ষণে খৃষ্টীয় ১৮৯৪ অব্দ প্রচলিত, এই অব্দ হইতে ৩৩৫ বৎসর কাল পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে মেলবন্ধনের পরবর্ত্তী ১২।১৩ পুরুষের কাল পাওয়া যাইবে। এই কাল পাইলেই জানা যায় যে, কৃত্তিবাস ঐ সময়ে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। ইহা হইলেই তাঁহার রামায়ণে উল্লিখিত নবদ্বীপাদির প্রশংসার সার্থকতা থাকে। যথা—

গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হৈয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ সে নদিয়া॥
সপ্তদ্বীপমধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করেন বিশ্রাম॥
রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা নাম সপ্তগ্রাম॥
সপ্তগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগ-সমান। (মুক্তবেণী)
সেখান হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ॥ (ত্রিবেণী)

আদিকাণ্ডে সগরবংশ-উদ্ধার।

রামায়ণ-রচনার কাল-নির্ণয়-পক্ষে এরূপ অনুমান যে নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল নহে, তাহার প্রামাণ্য-সংস্থাপন জন্য কবিকঙ্কণের চণ্ডী-রচনায় সময়ের উল্লেখ করিতে পারি। মুকুন্দরাম নিজ গ্রন্থে মানসিংহের প্রশংসা করিয়াছেন। মানসিংহ ১৫১১ শকে (খৃঃ ১৫৮৯ অব্দে) বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী পদ প্রাপ্ত হন। কবিকঙ্কণের চণ্ডী-রচনার সময় ১৫৫৯ খৃঃ অব্দের পরেই ধরিতে হয়। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের রামায়ণের রচনার সময় নির্দ্ধারণ করিলে কৃত্তিবাসকে আমরা ১৫৫৯ খৃঃ অব্দে দেখিতে পাই। এই সময়েই দেবীবরের মেল বন্ধন হয়; দেবীবরের

দ্বারাই ফুলিয়ার নাম বিখ্যাত হয়। তৎকালে ফুলিয়া-নিবাসী কৃত্তিবাসের স্বগ্রামের প্রশংসা করা অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বরং স্বদেশানুরাগেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, কবিকঙ্কণে যে শ্লোকটী আছে, তাহার অর্থ করিলে কবিকঙ্কণের রচনার সময় ১৬৯৯ শক হয়। যথা—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

এই শ্লোকটীকে কবির নিজের রচিত বলিয়া প্রতীতি করিতে গেলে কবিকঙ্কণের স্ববচনবিরোধ হয়। যথা—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণু-পদাম্বুজে ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল সমীপে।
অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে
খিলাত পায় মামুদ সরীফে॥

মুরারি ওঝা শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২০শ পুরুষ। উৎসাহ হইতে অধস্তন ৭ম। মুরারির পুত্র—ভৈরব, শৌরি, মদন, অনিরুদ্ধ, বনমালী, মার্কণ্ডেয়, শ্রীনিবাস ও ব্যাস (উৎসাহ হইতে ৮ম এবং শ্রীহর্ষ হইতে ২১শ)। বনমালীর পুত্র কৃত্তি-বাস (২২শ)। কৃত্তিবাসের ভ্রাতৃপর্য্যায় অর্থাৎ লক্ষ্মীধর হাল-দারের সময় সর্ব্বাদ্বারী বিবাহ লোপ হয়, এবং সেই সময়েই দেবীবর-কৃত মেলের উৎপত্তি। (প্রথম ও দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দেখ।)

মেলবন্ধনের পর হইতে ধারাবাহিক পুরুষগণনা করিলে ১২।১৩ পুরুষের অতিরিক্ত দেখিতে পাই না। সুতরাং এখন

৩১৯ বৎসর মাত্রকাল অগ্রবর্ত্তী হইলে কৃত্তিবাসকে কবিকঙ্কণের সমকালবর্ত্তী বলিতে হয়, কারণ এখন ১৮২৬ শক ; ইহা হইতে ৩১৯ বৎসর অন্তর করিলে ১৪৯৭ শক হয়। এটী যদি সত্য বল, তবে কি কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস সমকালীন লোক? বস্তুতঃ তাহা নহে। কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণ অপেক্ষা ৩০।৪০ বৎসরের অধিক অগ্রবর্ত্তী কালের লোক। সুতরাং ঐ শ্লোকটীকে আমরা কবিকঙ্কণের রচিত বলিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা উহাকে কবির নিজরচিত বলেন, তবে উহাকে গ্রন্থরচনার সূত্রপাতের কাল ধরিতে হইবে।

শক ১৪৯৮ (খৃঃ অঃ ১৫৭৫); ইহার প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তৎকালে চৈতন্য অবতার বলিয়া কথিত হইতেছেন। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব নামক স্মৃতির নিয়মানুসারে বঙ্গসমাজে আচার ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সময়েই শিরোমণির দীধিতি গ্রন্থের সবিশেষ আলোচনা দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার প্রকৃত পথ পরিষ্কৃত হয়। তদবধিই বঙ্গদেশীয়েরা অন্যদেশীয়দিগের নিকট বিশিষ্টবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত হন। তদবধিই চৈতন্যের দৃষ্টান্তানুযায়ী সাধারণ লোকদিগের মনে অদ্বৈতবাদের বীজ রোপিত হয়। তদবধিই বঙ্গদেশীয় জাতিচতুষ্টয়ের মধ্যে শূদ্রের সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণ প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সময় হইতে সন্ন্যাসধর্ম্ম যে বিশেষ প্রতিষিদ্ধ নহে, ইহা আপামর সাধারণ সকলেরই প্রতীতিযোগ্য হয়। এই সময়েই প্রসিদ্ধ মন্ত্রী মুসলমান-ভৃত্তিভুক্ ব্রহ্মবংশ সম্ভব রূপ ও সনাতনের দৃষ্টান্ত

অনুসারে অনেক মুসলমানও বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুদিগের তীর্থ পরিভ্রমণ করে। সর্ব্বজাতীয় প্রজাদিগকে সমভাবে যে দেখিতে হয়, ইতিপূর্ব্বে মুসলমান ভূপতিদিগের ইহা হৃদ্বোধ হয় নাই। সেই সময়েই হিন্দুগণের বুদ্ধিমত্তা মুসলমানদিগের নিকট প্রতিভাশালিনী বলিয়া আদৃত হয়। এই সময়েই হিন্দুদিগের মাথাগনতি কর (জিজিয়া নামক কর) ও তীর্থযাত্রার শুল্ক রহিত হয়। এই সময়েই হিন্দুভূপতি তোডরমল্ল কর্ত্তৃক কর-সংগ্রহের সুব্যবস্থা হয়। এই সময়েই শস্যের পরিবর্ত্তে মুদ্রাদ্বারা কর-প্রদানের নিয়ম এবং আরবী ভাষায় বীজগণিতের অনুবাদ হয়।

এই সময়েই কৃত্তিবাস পণ্ডিত জয়দেবের গীতগোবিন্দের "পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে" ইত্যাদি গীত হইতে লঘুত্রিপদী নামক গীত রচনা করিয়া বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে নূতন ছন্দ সঞ্চয় করেন।

কবিকঙ্কণ অপেক্ষা কৃত্তিবাস যে ৩০।৪০ বৎসরের অগ্রবর্ত্তী তাহার নির্দ্ধারণ জন্য আমরা নিম্নলিখিত সংস্কৃত গীতটী উদ্ধৃত করিলাম। ঐ গীতটীকে আদর্শ করিয়া কৃত্তিবাস পণ্ডিত লঘু-ত্রিপদী লেখেন; তাহার পূর্ব্বে বঙ্গীয় কোন কবি বিশুদ্ধ লঘু ত্রিপদী লেখেন নাই। ঐ ত্রিপদীর দৃষ্টান্তে কবিকঙ্কণাদি লঘু-ত্রিপদী লেখেন।—যথা

গীতগোবিন্দ হইতে—

পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে, শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং, পশ্যতি তব পন্থানম্॥
মুখরমধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং, রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং, সতিমিরপুঞ্জং, শীলয় নীলনিচোলম্॥

লঘুত্রিপদী রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হইতে যথা—

রাবণ সংহার, জানকী উদ্ধার, কর এই উপকার।
তোমার উদ্যোগ, নহিলে দুর্যোগ, কে লইবে হেন ভার॥
রাবণ দুরন্ত, কর তার অন্ত, অনন্ত যশঃ প্রকাশ।
গীত রামায়ণ, করিল রচন, ভাষা, কবি কৃত্তিবাস॥

এখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে অতি অল্প দিন মধ্যে সকলই সকল বিষয়ের দোষ গুণ বিচারপূর্ব্বক কোন একটা নূতন বিষয়ের অনুকরণে শীঘ্র কৃতকার্য্য হয়। যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তখন কোন একটী অভিনব বিষয় প্রকাশিত ও তদ্রূপ কাব্য সর্ব্ববাদিসম্মত করাইতে অন্ততঃ ৩০। ৪০ বৎসর লাগিত, সেরূপ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত না হইলেও সচরাচর কেহ কোন বিষয়ে কাহারও অনুকরণে প্রবৃত্ত হইত না। সেই হেতু আমরা কবিকঙ্কণকে অন্ততঃ কৃত্তিবাসের ৩০। ৪০ বৎসর পরবর্ত্তী বলিব। কৃত্তিবাসের পরেই কবিকঙ্কণ লঘু ত্রিপদী লেখেন।

এই সময়েই—শশে যদি বিষাণং স্যাদাকাশে কুসুমং যদি।
সুতো যদি চ বন্ধ্যায়াং তদা যোগেশ্বরে কুলম্॥

এই পাঠের পরিবর্ত্তে তদা যোগেশ্বরেঽকুলং এইরূপ (অকুল) পাঠ স্থির হয়। ব্যাকরণ অনুসারে পদের অন্তঃস্থিত একারের পর অকারের লোপ পায়, এই সূত্র ধরিয়া দেবীবরের বাক্য সমর্থনপূর্ব্বক যোগেশ্বরের কুল রক্ষা হয়।

দেবীবর বাঙ্গাল ঘটক ছিলেন। তিনি বন্দ্যবংশ-অবতংস সাগরের ভ্রাতা সঙ্কেত বন্দোপাধ্যায়ের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। দেবীবরের পিতার নাম সর্ব্বানন্দ ঘটক। পিতামহের নাম লথাই(লক্ষ্মীনাথ), প্রপিতামহের নাম আনো (অনন্ত), বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম শঙ্কেত বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিশিষ্টে বংশাবলীপ্রকরণের ২ পৃষ্ঠে দেখ।

বল্লাল সেন।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের শ্রেণীবিভাগ এবং কৌলীন্য-মর্য্যাদা-সংস্থাপনের সময়।

অনেকেরই সংস্কার আছে যে, বল্লাল সেন মহারাজ আদিশূরের দৌহিত্র। বাস্তবিক সে সংস্কারটী নিতান্ত ভ্রান্তিসঙ্কুল। ঐ ভ্রান্তি-নিরাস-মানসে আমরা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের বংশাবলীর বিবরণের একদেশমাত্র অবতারণা করিতেছি। পাঠকগণ তদ্দৃষ্টে বল্লালের সময়, আদিশূরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, কৌলীন্যাদি সংস্থাপনের কাল ও ব্রাহ্মণপঞ্চকের আগমনেও সময়াদি এবং আমাদিগের সমাজেরও অনেক সংবাদ পাইবেন।

আর একটী কথা এই, লোকপরম্পরাগত জনশ্রুতিতেও জানা যায় যে, তিনি আদিশূরের দৌহিত্র নহেন। তদীয় অধস্তন সপ্তম পুরুষের কন্যা "শ্রী" অথবা লক্ষ্মীর পুত্র। ইহাঁকে বিশ্বক্সেনের ক্ষেত্রজ পুত্রও বলিয়া থাকে। বল্লালের জন্মবিষয়ে এইরূপ প্রবাদও আছে যে, তিনি ব্রহ্মপুত্রের পুত্র। বল্লালজননী যখন অনূঢ়া, তখন স্বপ্নে এক ব্রাহ্মণকে পতিভাবে বরণ করেন। পরে আবার এক দিন স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি নরনারায়ণরূপী এক পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। তৃতীয় দিন আবার স্বপ্নে এক ব্রাহ্মণকে স্বীয় শয্যায় শয়ান দেখিলেন এবং স্বপ্নাবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? তিনি কহিলেন, "আমি ব্রহ্মপুত্র নদ"। এই সমস্ত কিংবদন্তীর মূল এই সকল কবিতা—

আদিশূরাৎ কুলে জাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরম্।
কন্যকা সুন্দরী সাধ্বী নাম্না শ্রীঃ শ্রীরিব শুভা।

স্বপ্নে সা দদৃশে দেবং পুরুষং কামরূপিণম্।
কিরীটিনং নীলবাসং হিরণ্যাঙ্গং দ্বিজোত্তমম্॥
তং দৃষ্ট্বা কন্যকা ভীতা কম্পিতৈবমুবাচ হ।
কস্ত্বং ভো দেবপুরুষ কস্মাদত্রাগমো বদ॥
তচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মপুত্রোপি তামুবাচ সতীং প্রতি।
হে রাজকন্যে সুভগে ব্রহ্মপুত্রোঽহমাগতঃ॥
নিমিত্তং শৃণু চার্ব্বঙ্গি যস্মাদহমিহাগতঃ।
বরাথিনী ত্বং কল্যাণি বরাঙ্গেন গৃহাণ মাম্॥

বাঙ্গালা ক্ষিতীশবংশাবলী গ্রন্থ-প্রণেতা নবদ্বীপাধিপতির দেওয়ান বারেন্দ্রকুলাবতংস কার্ত্তিকেয় রায়-প্রদত্ত—বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকার বচন।

বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণের কুলশাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, আদিশূরের দৌহিত্রবংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ মহারাজ বল্লাল সেনের সময় কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের অধস্তন বংশাবলী দুই পৃথক্ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। যাঁহারা রাঢ়ে নিবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাঢ়ীয় সংজ্ঞা ও যাঁহারা বরেন্দ্র ভূমে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন। বল্লাল নিজের শেষাবস্থায় ব্রাহ্মণাদির কৌলীন্য-মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রে ইহাও কথিত আছে যে, যৎকালে বল্লাল সেন রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ করেন, তৎকালে সমস্ত বাঙ্গালার কান্যকুব্জদিগের ১১০০ শত ঘর বসতি হইয়াছিল। এই এগার শত ঘরের মধ্যে রাঢ়ে ৬৫০ ও বরেন্দ্রভূমে ৪৫০ নির্দ্দিষ্ট হয়। রাঢ়দেশবাসিগণ রাঢ়ী ও বরেন্দ্রভূমনিবাসীরা বারেন্দ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রমতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সময় রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের বিভাগ হয়।

গোত্র	পুরুষসংখ্যা		রাঢ়ী	বারেন্দ্র
কাশ্যপ	কান্যকুব্জীয়	৮ম	ভবদেব ভট্ট	সন্নিধিকর
শাণ্ডিল্য	ঐ	১০ম	বিদ্যাসাগর	জয়সাগর
বাৎস্য	ঐ	৪র্থ	দামোদর	চতুর্ব্বেদান্ত
সাবর্ণি	ঐ	৮ম	গুণার্ণব	অনিরুদ্ধ
ভরদ্বাজ	ঐ	১১শ	পরাশর	বৈদান্তিক

এখানে একটী সংশয় উপস্থিত হয় যে, যদি কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের কাহারও চতুর্থ, কাহারও সপ্তম, কাহারও বা অষ্টম, কাহারও বা দশম একাদশ পুরুষের সময় দুই দুই ব্যক্তি বিভিন্নরূপ দুই শ্রেণী বলিয়া গণ্য হন, তবে ইহাঁদিগের উর্দ্ধতন পুরুষপরম্পরার সন্ততিবর্গ (অর্থাৎ ১১০০ এগার শত ঘর কান্যকুব্জ সন্তান) কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন? এই প্রশ্নের মীমাংসায় তৎকুলের কুলাচার্য্যগণ নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা ব্যবস্থাপন করেন। তাঁহারা কহেন, সর্ব্বসমেত পঞ্চ গোত্র, প্রত্যেক গোত্রের এক এক ব্যক্তিকে অগ্রগণ্য করিয়া তত্তদ্দেশবাসী তৎসংসৃষ্ট তদ্গোত্রীয় ব্যক্তিবর্গকে গৃহীত হইয়াছিল।

ইহাঁরা কহেন, বরেন্দ্রভূমের এক এক গোত্রের এক এক জন অগ্রণীস্বরূপ হইয়া তদ্দেশবাসী স্বগোত্রদিগকে সেইগোত্রীয় বারেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত করাইয়া লয়েন। রাঢ়ীয়দিগের পক্ষেও সেইরূপ হইয়াছিল, ইহাঁরা যাহা কহিতেছেন, তাহার সঙ্গে ঠিক ঐক্য হউক বা না হউক, কিন্তু ফলাংশে এক প্রকার স্থির হইতেছে যে, ঐ সময়ে রাঢ়ী বারেন্দ্রের সংজ্ঞা পৃথক্ হয়,

এবং ইহাদিগকেই কিয়ৎকাল পরে বল্লাল সেন কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন। এই কথার প্রামাণ্যসংস্থাপনের জন্য রাঢ়ী-শ্রেণীর কুলাচার্য্যের গ্রন্থের কথা লিখিত হইল। কোন্ কোন্ গোত্রের অধস্তন কোন্ কোন্ পুরুষে কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদত্ত হয়, তাহা দেখ, বারেন্দ্রদিগের কুলজ্ঞের কথিত সময়ের প্রতি বিশ্বাস হইবে। যথা—

কাশ্যপ গোত্রে	চট্টবংশের বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচ জন।
বাৎস্য গোত্রে	পূতিতুণ্ড বংশের গোবর্দ্ধনাচার্য্য, ঘোষাল বংশের শিরো, কাঞ্জিলাল বংশের কানু ও কুতুহল এই চারিজন।
সাবর্ণি গোত্রে	গাঙ্গুলী বংশের শিশু, কুন্দগ্রামী বংশের রোষাকর এই দুই জন।
শাণ্ডিল্য গোত্রে	বন্দ্যবংশের মহেশ্বর, জাহ্লন, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয় জন।
ভরদ্বাজ গোত্রে	মুখটী বংশের উৎসাহ ও গরুড় এই দুই ব্যক্তি।

বল্লালের নিকট সর্ব্বসমেত এই উনিশ জন কুলীন হয়েন। এক্ষণে দেখ, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চক হইতে এই সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে কে কত পুরুষ অন্তর। ধারাবাহিক পুরুষগণনানুসারে বহুরূপকে দক্ষের ৮ম, গোবর্দ্ধনকে ছান্দড়ের ১১শ, কানু ও কুতুহলকে ৮ম, শিরোকে ১১শ, শিশু গাঙ্গুলিকে বেদগর্ভের ১০ম, মহেশ্বরকে ভট্টনারায়ণের ১০ম, উৎসাহকে শ্রীহর্ষের ১২শ, গরুড়কেও ১২শ, পুরুষ নিয়ে দেখাইতে পারি (পরিশিষ্টে বংশাবলী

দেখ)। সুতরাং বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রের প্রমাণের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বল্লালের কালের বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই আদিশূরের অনেক পরবর্ত্তী পুরুষ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। (ক্রোড় পত্র ৬৪ ৬৫ পৃঃ দেখ।)

একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখ, বারেন্দ্রগণ তাঁহাদিগের কুলশাস্ত্রের শাসন অনুসারে যে সময়ে (অর্থাৎ যতসংখ্যক অধস্তন পুরুষে) রাঢ়ী বারেন্দ্রের পার্থক্য দেখাইতেছেন, রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রের শাসনেও ঠিক সেই কয় পুরুষে রাঢ়ীদিগের কৌলীন্য-প্রাপ্তি দেখাইতেছে। তবে উভয় সম্প্রদায়ের লিখিত নামের সহিত পরস্পরের সাদৃশ্য নাই। যথা—

	বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রের নিয়মানুসারে রাঢীয় নামের উল্লেখ মাত্র।		রাঢীয় কুলশাস্ত্রানুসারে কৌলীন্য-প্রাপ্তি-কালে রাঢীয় নাম।			
কাশ্যপ	ভবদেবভট্ট	৮ম	বহুরূপ	১০ম		
শাণ্ডিল্য	বিদ্যাসাগর	১০ম	মহেশ্বর	১০ম		
বাৎস্য	দামোদর	৪র্থ	কাম্বু	৮ম		
সাবর্ণি	গুণার্ণব	৮ম	শিশু	১২শ		
ভরদ্বাজ	পরাশর	১১শ*	গরুড়	১২শ	উৎসাহ	১২শ

এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, আমরা রাঢ় দেশে এক ঘরও বারেন্দ্রের বসতি দেখিতে পাই না, কিন্তু বরেন্দ্রভূমে অনেক

* এই দুই পুরুষের উত্তরবিংশদ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, অগ্রে রাঢ়ী বারেন্দ্র সংজ্ঞা হয়, তাহার কিছুকাল পরেই কৌলীন্যমর্য্যাদার স্থাপন হইয়াছিল। কুলগ্রন্থে ও পর্য্যায়সংখ্যার প্রমাদ থাকে।

রাঢ়ীয়ের বসতি দৃষ্টিগোচর হয়। বোধ হয়, তৎকালে বারেন্দ্র-ভূমের ঐ কয়েক ব্যক্তি রাঢ়ীদিগের মধ্যে পরিগৃহীত হইয়া থাকিবেন। সে যাহাই হউক, এক্ষণে ইহা একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে, বল্লাল যে সময়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বিভাগপূর্ব্বক কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন, তৎকালে কান্যকুব্জদিগের এ দেশে কোন কোন বংশে ধারাবাহিক চতুর্দ্দশ পুরুষের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং বল্লালকে আমরা আদিশূরের দৌহিত্র কহিতে পারি না, আদিশূরের দৌহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ বলিতে বিশেষ শঙ্কিত নহি। তবে বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা একটী আপত্তি করিতে পারেন যে, কোন কুলগ্রন্থে যখন আদিশূরের সমকালীন ছান্দড়ের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ ঘোষাল বংশে শিরোকে বল্লাল সাক্ষাৎসম্বন্ধে কৌলীন্য প্রদান করিতেছেন, তখন তিনি সম্ভবতঃ আদিশূর হইতে ৪র্থ বা পঞ্চম পুরুষের অধিক নিম্নস্থ হইবেন না। এই বিতণ্ডা খণ্ডন জন্য আমরা একটা কথা বলিব, যে সময়ে ছান্দড়ের বংশে চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষ দেখা যাইতেছে, সেই সময়ে তাঁহারই অধস্তন একাদশ পুরুষ পূতিতুণ্ড বংশের গোবর্দ্ধনা-চার্য্য বল্লালের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বল্লালকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে কুলীনদিগের ধারাবাহিক বংশ লেখা আছে (পরিশিষ্টে বংশাবলী দেখ)। শ্রোত্রিয়-দিগের ধারাবাহিত সমুদয় বংশাবলী লেখা নাই। তৎকালে যাঁহারা কৌলীন্য প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যান্য বংশে ৭ম হইতে ১৪শ পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়াছিল, তাহার বিলক্ষণ প্রনাণ পাওয়া যায়। যাঁহারা কৌলীন্য পাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ উৎসাহ

মুখোপাধ্যায় একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে, সমকালীয় সমাগত ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে অধস্তন ধারাবাহিক সন্ততির পুরুষ-গণনায় এতাদৃশ ইতরবিশেষ হইবে কেন? সে বিষয়েও একটী মীমাংসা দেখ, সন্দেহ নিরাস হইতে পারিবে।

শ্রীহর্ষ যৎকালে এখানে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রাচীন অবস্থা; তিনি বাঙ্গালায় আসিয়া একখানিও গ্রন্থ লিখেন নাই। তাঁহার যে সকল গ্রন্থ এখন বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই এদেশে আগমনের পূর্ব্বে লিখিত হয়। অনেকে অনুমান করেন, তিনি অন্যূন নবতি বর্ষের সময় এদেশে আগমন করেন। তাঁহার সহযোগী ভট্টনারায়ণের বয়ঃক্রম ন্যূনকল্পে সপ্ততি বর্ষ। দক্ষ মহোদয় ইহাঁ হইতেও বয়ঃকনিষ্ঠ, বোধ হয় ষষ্টি বর্ষের অধিক অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বেদগর্ভ মহাশয়ের বয়স তৎকালে পঞ্চাশের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হয় না। ছান্দড় মহোদয় তৎকালে প্রকৃত যুবাপুরুষ। অনুমান, কেবল ত্রিংশৎ বর্ষমাত্র অতিক্রম করিয়াছিলেন। যখন এই পঞ্চ মহামুনি আদিশূরের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞে আগমন করেন, তখন ৯৯৯ সংবৎ ও (৯৪২ খৃষ্টাব্দ)*। এই সময়ে শ্রীহর্ষের প্রপৌত্র আরব প্রভৃতির পুত্রমুখ-সন্দর্শনের সময়; ভট্টনারায়ণের পৌত্র বৈনতেয় প্রভৃতির পুত্র জননের কাল; দক্ষের পৌত্র মহাদেবাদির কেবল কৌমারকাল উত্তীর্ণ হই-

* শ্রীমদাদিশূরঃ নবনবত্যধিকনবশতীশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানয়ামাস।
ক্ষিতীবংশাবলীচরিতম্।

রাছে মাত্র; বেদগর্ভের পুত্র কুপপতি প্রভৃতির পুত্রমুখ-সন্দর্শনের সম্ভাবনা-স্থল; ছান্দড়ের পুত্র সুরভি প্রভৃতির কেবল শৈশবাবস্থা।

আইন আকবরী গ্রন্থে বল্লালকে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় রাজা বলিয়া স্বীকার করে, সুতরাং এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে আদিশূরের পুত্রেষ্টি-যাগের সময় (৯৪২ খৃঃ অব্দ) হইতে ১০৬৬ খৃঃ অব্দ ১২৪ বৎসর। বল্লাল সেন ১০৬৬ হইতে ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার অধিকার-কালের শেষ দশায় তিনি কৌলীন্য-মর্য্যাদার ব্যবস্থাপন করেন।

এখন, বল্লালের রাজত্বকাল বিয়াল্লিশ বৎসর ও আদিশূরের পুত্রেষ্টি-যাগের সময় হইতে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির কাল এক শত ছেষট্টি বৎসর হয়। এই কাল মধ্যে এদেশের ব্যক্তিবিশেষের বংশে ধারাবাহিক অধস্তন ৭।৮।৯ পুরুষ পর্য্যন্তের জন্মের সম্ভাবনা এবং ব্যক্তিবিশেষের বংশে ৩।৪ পুরুষের অধিক দেখা যায় না। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখান যাইতে পারে।

অধুনা, শ্রীহর্ষের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ত্রিবিক্রমের সহিত পাদোন দ্বিশত বর্ষের নয় পুরুষ যোগ কর, বল্লালের সময় শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ উৎসাহকে দেখিতে পাইবে। দ্বিতীয় কল্পে ভট্টনারায়ণের প্রপৌত্র সুবুদ্ধির সহিত ছয় পুরুষের যোগ কর, দশম পুরুষে মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিতে পাইবেন। তৃতীয় কল্পে (২৬৬ বৎসরে ৫ পুরুষ) দক্ষের পৌত্র মহাদেবের সহিত পাঁচ পুরুষের যোগ কর, দক্ষের অষ্টম পুরুষে বহুরূপ ও হলায়ুধ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত বল্লালের সাক্ষাৎকার

ঘটিবে। এইরূপে, বেদগর্ভের পৌত্র কুলপতির সঙ্গে ছয় পুরুষের যোগ কর, বেদগর্ভ হইতে নবম পুরুষে শিশু গাঙ্গুলী বল্লালের নিকট মর্য্যাদা পাইবেন। চতুর্থ কল্পে (১৬৬ বৎসরে ৩ পুরুষ) ও দীর্ঘ-জীবিত্বে ছান্দড়ের পুত্রগণের সহিত তিন পুরুষ যোগ কর, চতুর্থ শিরো ঘোষাল; পাঁচ পুরুষ যোগ কর, ষষ্ঠ কানু ও কুতুহল; এবং প্রথম কল্পে (১৬৬বৎসরে ৮ পুরুষ) আট পুরুষ যোগ কর, ছান্দড়ের নবম পুরুষ পুতিতুণ্ডবংশীয় গোবর্দ্ধনাচার্য্য প্রভৃতির সহিত একাসনে উর্দ্ধাধঃ কয়েক পুরুষের সমাবেশ-শোভা দেখিতে পাইবে। বল্লালের নিকট কৌলীন্য-বিষয়ক মর্য্যাদা-সংক্রান্ত অনেক কথা বার্ত্তা শ্রবণ করা যাইবে। ক্রোড় পত্রের ৬৫। ৬৫ পৃঃ দেখ সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।

এক বংশের মধ্যে যে এরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তাহার একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করা গেল। পাঠকগণ তাহা দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমান পর্য্যায় থাকে না।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র জয়হরিচন্দ্র এবং তদীয় অধস্তন সপ্তম পুরুষ ক্ষিতীশচন্দ্র অভিষেকদিনে এক সময়ে বিরাজ করিয়াছেন। এবং জয় হরি চন্দ্রই ক্ষিতীশ চন্দ্রের অভিষেক করিয়াছিলেন।

মহারাজাধিরাজ।

১ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশাবলী।

(শিব নিবাস নিবাসী)—পুত্র পঞ্চকের নাম যথা

২ শিবচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র ভৈরবচন্দ্র হরচন্দ্র মহেশচন্দ্র ঈশানচন্দ্র।

৩ ঈশ্বরচন্দ্র
|
৪ গিরিশচন্দ্র
|
৫ শ্রীশচন্দ্র
|
৬ সতীশচন্দ্র
|
৭ ক্ষিতীশচন্দ্র

৩ জয়হরিচন্দ্র

৩ জয়হরি (ঈশানচন্দ্রের পুত্র) আনন্দধামে বাস।

৭ ক্ষিতীশচন্দ্র এক্ষণকার রাজা। রাজসিংহাসন ইহাঁরই অধীন। শিবচন্দ্রের বংশে যথাকালে সকলের সন্তান জন্মিলে আরও দুই এক পুরুষ অধিক হইতে পারিত।

মুসলমানদিগের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ উদ্দীন তদীয় তবকাৎ নাসরী নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণ সেন ১২০৩ খৃঃ অব্দে অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজ্যচ্যুত হয়েন। তিনি ১১১৫ খৃঃ অব্দে ভূমিষ্ঠ হইয়াই রাজ্যেশ্বর-পদ লাভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি ১১৬০ খৃঃ অব্দে লিখিত হয়। মিনহাজ উদ্দীন এদেশে আগমনপূর্ব্বক এদেশের বিষয় নিজে অবগত হইয়া ইতিহাস লেখেন। বল্লাল সেন (১০১০ শকাব্দে) ১১৫৩ এগার শত তিপ্পান্ন সংবতে (পুত্রেষ্টি-যাগের এক শত চুয়ান্ন বৎসর পরে) দানসাগর নামক গ্রন্থ রচনা করেন।*

ঈশানচন্দ্র সুত—উমেশচন্দ্র; পৌত্র—গঙ্গেশচন্দ্র ও মথুরেশ চন্দ্র, গঙ্গেশ দৌহিত্র নিশানাথ ও লোকেশ্বর পিতা কুমারনাথ রায়।

---

* নিখিলনৃপচক্রতিলকশ্রীবল্লালসেনদেবেন।
পূর্ণে শশিনবদশমিতে দানসাগরো রচিতঃ॥

উহাতে তাঁহার নাম ও গ্রন্থলিখনের সময় নির্দ্ধারিত আছে, তদ্দ্বারা তাঁহার সময় স্থির করা যাইতে পারে।

পুত্রেষ্টি-যাগের পরেই আদিশূরের পুত্র কন্যা জন্মে। কিছু-কাল পরে আদিশূর অপুত্রক হয়েন। তৎকালে তিনি তাঁহার কন্যাকে পুত্রিকা করেন। ঐ পুত্রিকার পুত্র জন্মে, তাহার নাম অশোক। অশোক এক পক্ষে আদিশূরের দৌহিত্র অপর পক্ষে পৌত্রস্থানীয়, সুতরং কেহ আশোককে আদিশূরের দৌহিত্র কেহ বা পৌত্র বলিয়া থাকেন। অশোকের অধস্তন সপ্তম পুরুষ বল্লাল সেন অতি প্রসিদ্ধ। ইনি বিষক্‌সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়াও প্রসিদ্ধ। যথা,—

"আদিশূরের বংশ-ধ্বংস, সেনবংশ তাজা।

বিষক্‌সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা॥" প্রবাদবাক্য।

আইন আকবরী গ্রন্থে লেখা আছে যে, ১১২৩ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন (লক্ষ্মণনারায়ণ) রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং ১২০৩ খৃঃঅব্দে বক্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়েন। ইনি বল্লাল সেনের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। বল্লাল সেন ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন, সুতরাং তাঁহাকে অল্পায়ু কহা যায় না। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন ২০ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। বিংশতি বৎসর মধ্যে বল্লালদত্ত মর্য্যাদার বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। লক্ষ্মণের পুত্র মাধব সেন, পৌত্র কেশব সেন, এবং প্রপৌত্র লক্ষ্মণনারায়ণ।

দশ বিশ বৎসরে সামাজিক বিপ্লব ঘটনা কদাচ কোন কালে কোন দেশে ঘটে নাই। এ সকল কাজ অতি মৃদুভাবে ক্রমে ক্রমে হইতে থাকে। ন্যূনকল্পে তিন চারি পুরুষের কাল গত

না হইলে উহা ঘটে না, ইহা অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তিন পুরুষের জননের সামান্য কাল ন্যূনকল্পে ৭০।৮০ বৎসর। এখন যদি বল্লালের কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদানের সময় হইতে ৭০।৮০ বৎসর পশ্চাদ্বর্ত্তী হই, তাহা হইলে আমরা বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে কৌলীন্য-সমীকরণ করিতে দেখিতে পাই না। কারণ, তিনি বল্লালের মৃত্যুর পর বিংশতি বর্ষমধ্যে মানবলীলা সংবরণ করেন। প্রথম লক্ষ্মণের দীর্ঘজীবিত্বের প্রমাণ নাই, বরং তাঁহাকে অল্পায়ু বলা যায়। তাঁহার রাজত্বকাল ২৯ বৎসর মাত্র। দ্বিতীয় লক্ষ্মণ ভূমিষ্ঠ হইয়াই ৮০ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। হলায়ুধ প্রভৃতি বল্লালের নিকট তরুণ বয়সেই কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। হলায়ুধ প্রভৃতির শেষাবস্থায় কৌলীন্য-সমীকরণকালে হলায়ুধ প্রভৃতি দ্বিতীয় লক্ষ্মণ কর্তৃক প্রপূজিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণের সভায় যে সকল পণ্ডিত বিরাজ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও হলায়ুধ কুলীনের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া কথিত আছেন।

লক্ষ্মণের সভায় যে সকল পণ্ডিত বিরাজিত ছিলেন, তন্মধ্যে জয়দেব গোস্বামী লক্ষ্মণের সভার রত্নসমূহ মধ্যে একটী রত্ন বলিয়া বিশেষ পরিচিত আছেন।* জয়দেব স্বয়ংই আপনাকে গোবর্দ্ধনাদির সমসাময়িক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং আমরা দ্বিতীয় লক্ষ্মণের (লক্ষ্মণনারায়ণের) সভাসদ্ বহুরূপ, হলায়ুধ প্রভৃতিকে আদিশূর হইতে এক দুই পুরুষে কদাচ দেখিতে পাইব না।

---

* গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥

অগত্যা আমাদিগকে বল্লালকে আদিশূরের দৌহিত্রবংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ বলিতে হয়।

আরও দেখ, ৯৪২ খৃঃ অব্দে (৯৯৯ সংবৎ) পুত্রেষ্টিযাগের কাল হইতে ১২০৩ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মণ সেনের (লক্ষ্মণনারায়ণের) রাজ্যচ্যুতির সময় (১২৬০ সংবৎ) প্রায় আড়াই শত বৎসর। এই সময়ে শ্রীহর্ষের ত্রয়োদশ পুরুষ উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র আহিত (১৪শ) বিদ্যমান ছিলেন। ১২০৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৯৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৬৮১ বৎসর। এই কালমধ্যে গড়পড়তায় ন্যূনকল্পে শতাধিক বর্ষে তিন পুরুষের জন্ম গণনা করিলেও ২২। ২৩ পুরুষের জন্ম সম্ভাবনা। এখন এই ৬৯১ বৎসরের ২২। ২৩ পুরুষের সঙ্গে উৎসাহ মুখো, হলায়ুধ চট্টো, মহেশ্বর বন্দ্যো প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষদিগের উর্দ্ধতন পুরুষসংখ্যা যোগ কর, কাহারও ৩২, কাহারও ৩৩, কাহারও ৩৪, কাহারও ৩৫, কাহারও বা ৩৬ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের পিতৃগণের নামাদি।

আমরা দেবীবর ঘটকের কারিকা দেখিয়া কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের পিতৃগণের নামোল্লেখ করিতেছি। ইহা দ্বারা একটী বিষয়ের কতক অংশের সন্দেহ ভঞ্জন হইবার সম্ভাবনা। ঐ কারিকাটীতে লেখে যে,—ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি, এই পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা গৌড়মণ্ডলে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ধ্রুবানন্দাদির গ্রন্থে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ,

ছান্দড় ও শ্রীহর্ষের নাম দেখা যায়। এবং বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ আছে যে, শাণ্ডিল্য গোত্রের নারায়ণভট্ট (ভট্টনারায়ণ), কাশ্যপ গোত্রের সুষেন, বাৎস্য গোত্রের ধরাধর, সাবর্ণি গোত্রের পরাশর, ভরদ্বাজ গোত্রের গৌতম, এই পাঁচজন আদিশূরের যজ্ঞে আহূত হইয়া এদেশে বসতি গ্রহণ করেন। কালক্রমে সাত আট পুরুষগত হইলে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ হয়। এখন দেখা যাইতেছে যে, উভয় পক্ষেরই কথায় পক্ষপাত আছে, উভয় সম্প্রদায়ই আপন আপন সম্প্রদায়ের আদিপুরুষকে কান্য-কুব্জাগত যজ্ঞকর্ত্তা কহিতেছেন, সুতরাং স্থূল দৃষ্টিতে বিবাদভঞ্জনের উপায় দেখা যায় না। সার্ব্বভৌম জনশ্রুতির প্রমাণে—

আমরা দেবীবরের কারিকাটী বলবতী করিয়া একটী মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছি। যখন দেখা যাইতেছে, বল্লালের নিকট সমান-পর্য্যায়ের লোকের অর্থাৎ রাঢ়ী বারেন্দ্রের প্রত্যেক গোত্রের প্রত্যেক পুরুষের সমকালে উভয় শ্রেণীর কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্তির সময়ের ঐক্য হইতেছে, তখন ঘটনাগুলি যদি সেরূপ না হইত, তাহা হইলে কদাচ এরূপে সময় ও পুরুষ গণনায় একতা ঘটিতে পারিত না। দেবীবরের ঐ কারিকাটীকে প্রমাণ-স্থলে গ্রহণ করিলে নিম্নলিখিতরূপে বংশাবলী নির্দ্ধারিত হয়। কুলরমার বচন উদ্ধৃত করা গেল।

শ্রীক্ষিতীশস্তিথির্মেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা আগতো গৌড়মণ্ডলে॥

পাঠান্তর দেখ—

মেধাতিথিঃ ক্ষিতীশশ্চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরি পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা আগতো গৌড়রাজকে॥

কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের পিতৃগণের নাম ও গোত্র।	রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের স্বীয় স্বীয় মতানুসারে যাজ্ঞিক দ্বিজপঞ্চকের নাম।		
গোত্র—মূলপুরুষ	রাঢ়ীয়	বারেন্দ্র	মীমাংসা
শাণ্ডিল্য—ক্ষিতীশ	ভট্টনারায়ণ	নারায়ণভট্ট	এক ব্যক্তি
কাশ্যপ—বীতরাগ	দক্ষ	সুসেন	ভ্রাতা
সাবর্ণি—সৌভরি	বেদগর্ভ	পরাশর	ঐ
বাৎস্য—সুধানিধি	ছান্দড়	ধরাধর	ঐ
ভরদ্বাজ—মেধাতিথি *	শ্রীহর্ষ	গৌতম	ঐ

ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, সৌভরি, শুধানিধি ও বীতরাগ, এই পাঁচজন নামেমাত্র এদেশে আগমন করেন, বস্তুতঃ সাক্ষাৎসম্বন্ধে আগমন বা যজ্ঞাদি করেন নাই। তাহার অন্য প্রমাণ ও যুক্তি দেখিলে এ বিষয়টী পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

১। ভট্টনারায়ণের যে ষোলটী সন্তান হইল, সকলেই রাঢ়দেশে বসতিগ্রাম পাইয়া রাঢ়ীয়-সংজ্ঞায় পরিচিত হইলেন। তাঁহাদিগের অধস্তন সন্ততির মধ্যে কোন স্থানে বারেন্দ্রের নাম গন্ধও শ্রবণ করা যায় না। এইরূপে দক্ষের ষোল, শ্রীহর্ষের চারি, বেদগর্ভের বার, ও ছান্দড়ের আট বা এগার সন্তান সর্ব্বসমেত ৫৬ বা ৫৯ জন। ইহাঁরা সকলেই রাঢ়ী।

২। বারেন্দ্রগণও রাঢ়ীয়দিগের ন্যায় নারায়ণভট্ট সুসেন, পরাশর, ধরাধর ও গৌতম এই পঞ্চ মহাপুরুষের অধস্তন বংশে

---

* নৈষধে শ্রীহর্ষের পিতার নাম মুকুটালঙ্কারহীর (বা শ্রীহীর) লেখা আছে, সুতরাং মেধাতিথি নামটী মুকুটালঙ্কারহীরের (বা শ্রীহীরের) নামান্তর কহিতে হইবে অথবা উপাধি বলিতে হইবে।

এক শত গাঁই দেখাইয়া থাকেন, এবং সমস্তগুলিই বারেন্দ্রশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া নির্ণয় করেন।

৩। মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জাগত পঞ্চ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের বাসজন্য যে পাঁচখানি গ্রাম এবং বেদপ্রচার জন্য গঙ্গাতীরে আর পাঁচখানি গ্রাম দিয়াছিলেন, তাহার একখানিতেও বারেন্দ্রবংশের শতাধিক সন্তানদিগের কেহই নিজের অধিকার দেখাইতে পারেন না, প্রত্যুত ঐ সকল স্থানে রাঢ়ীয়গণের সন্তানপরম্পরার অধিকার আছে।

৪। এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে যে, ভট্টনারায়ণাদি যজ্ঞ সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহাদিগকে ব্রাত্যবৈশ্যযাজনে পতিত এবং তদীয় পিতৃগণকে সংসৃষ্টদোষাক্রান্ত বলিয়া কান্যকুব্জগণ তাঁহাদিগকে অপাঙ্‌ক্তেয় জ্ঞান করেন। সেই অবমাননাহেতু ভট্টনারায়ণাদি সভ্রাতৃক ও সভ্রাতৃক সদারাপত্য হইয়া পুনর্ব্বার আদিশূরের নিকট আগমনপূর্ব্বক এদেশে বসতি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বার যখন এদেশে আগমন করিলেন, তখন ইহাঁদিগের পঞ্চজনের সবন্ধু বসতিজন্য মহারাজ প্রত্যেককে এক একখানি গ্রাম দেন। ঐ গ্রামগুলি ইঁহারা নিজ নামে হইলে সহোদরগণ যদি মনে কোনরূপ দ্বৈধ জ্ঞান করেন, এই হেতুবশতঃ ঐ পাঁচখানি গ্রাম ইহাঁদিগের পিতৃগণের নামে গৃহীত হয়। যাঁহাদিগের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন না, সন্তানবর্গের আগমন দ্বারাই পিতৃগণের আগমন সিদ্ধ, ইহা নির্দ্ধারিত হয়। তদনুসারেই পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম এই পাঁচখানি ক্ষিতীশাদির স্বীয় স্বীয় বসতিগ্রামরূপে পরিগণিত হয়, এবং সেই কারণেই তাঁহাদিগের গৌড়মণ্ডলে আগমন সিদ্ধ বলিয়া

স্থিরীকৃত হইয়াছিল। নতুবা ঐ সকল গ্রাম ক্ষিতীশাদির নামে প্রসিদ্ধ হইবে কেন ?

যখন উপরিকথিত পঞ্চ গ্রামে ভট্টনারায়ণাদির সবান্ধবে বাস করা সুকঠিন বলিয়া প্রতীতি হয়, তৎকালে ভট্টনারায়ণাদির পুত্রগণ রাঢ়দেশে ৫৬ বা ৫৯ খানি গ্রাম এবং কালান্তরে সুসেনাদির পুত্রগণ বরেন্দ্রভূমে এক শত গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে পুত্রগণই বিভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

কেহ যদি এরূপ আপত্তি করেন যে, পুত্রের আগমনে পিতার আগমন কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ? আমরা তাহার এই উত্তর দিব যে, অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, কোন যজ্ঞাদি-স্থলে কোন অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির আগমন হইলে তদীয় পূর্ব্ব-পুরুষের মধ্যে যাঁহারা প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগের নামোল্লেখপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তির এরূপ গুণকীর্ত্তন করা হয় যে, তৎকালে যেন তাঁহার আগমনেই তদীয় পিতৃপুরুষগণের আগমন হইয়াছে, এবং ঐ কৃতী ব্যক্তি তদ্দ্বারা আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্ জ্ঞান করেন। মহারাজ আদিশূরও ভট্টনারায়ণাদিকে সেইরূপ কহিয়া থাকিবেন, যে অদ্য আপনাদিগের আগমনে গৌড়রাজ্যে ক্ষিতীশাদি পঞ্চ ধর্ম্মাত্মার আগমন সিদ্ধ হইয়াছে। বোধ হয়, ক্ষিতীশ, সুধানিধি, মেধাতিথি, সৌভরি ও বীতরাগ এই পঞ্চ ব্যক্তিই তদ্দেশে তৎকালে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। বিশেষতঃ তৎকালের লোকেরা ভ্রাতৃ-সৌহৃদ্য বিলক্ষণ জানিতেন। ভ্রাতৃস্নেহ, পিতৃভক্তি ও স্বজনানুরাগ প্রযুক্ত ভট্টনারায়ণাদি হরিকোটি প্রভৃতি গ্রামগুলি নিজের নামে গ্রহণ করেন নাই, স্বীয় স্বীয় পিতার নামে গ্রহণ করেন ; এবং বোধ হয়

বারেন্দ্রদিগের আদিপুরুষ সুসেনাদির সঙ্গে এ সকল গ্রামে একাত্রে বাস করিয়া থাকিবেন।

রাঢ়ীয়দিগের কুলশাস্ত্রের শাসনে ভট্টনারায়ণাদির পুত্রগণ হইতেই রাঢ়ীশ্রেণীর সৃষ্টি। বারেন্দ্রদিগের মতে পাঁচ, সাত, আট, দশ পুরুষ নিয়ে রাঢ়া বারেন্দ্ররূপ বিভিন্ন সংজ্ঞা হয়। কিন্তু আমরা রাঢ়দেশে এক ঘরও বারেন্দ্র দেখিতে পাই না। বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রের শাসন অনুসারে ৫। ৭। ৮। ১০ পুরুষ নিয়ে পাঁচ-জনকে বারেন্দ্র ও পাঁচজনকে রাঢ়ী দেখিতে পাই। সেটী সুসঙ্গত হয় না, কারণ উভয় সম্প্রদায়ের বংশাবলীর নামমালার একটীরও সাদৃশ্য নাই। সুতরাং আমরা ক্ষিতীশাদিকে মূলপুরুষ স্থির করিয়া ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চজনকে প্রথম হইতেই রাঢ়ীয়-শ্রেণীর আদিপুরুষ বলিয়া গণ্য করিয়া আসিতেছি এবং ক্ষিতী-শাদির অন্য পুত্র সুসেনাদিকে প্রথম হইতেই বারেন্দ্রগণের আদি-পুরুষ বলিয়া স্থির করিতে পারি। ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চজন হইতে রাঢ়ী বারেন্দ্র উভয় সম্প্রদায়, কিংবা সুসেনাদি হইতে রাঢ়ী বারেন্দ্র দুই সম্প্রাদায়েরই সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা বলিতে আমাদিগের সাহস হয় না। আমারা ক্ষিতীশাদিকে মূল ধরিয়া তৎপুত্র-পর্য্যায়ে দুই শাখা গণনা করিতে সাহসী হই। তাহা হইলে উভয় পক্ষের কুলজ্ঞের কারিকার শিথনসামঞ্জস্য হয়। নতুবা কোনক্রমেই উভয় সম্প্রদায়কে এক মূল হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্থির করিতে পারা যায় না।

মহারাজ আদিশূরের সময় হইতে বল্লাল সেনের সময় পর্য্যন্ত উভয় সম্প্রদায় মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কথিত পঞ্চ মহামুনির ধারাবাহিক অধস্তন সন্ততির এক এক পুরুষগত বংশাবলী লিখিলে

পাঠকগণ আমাদিগের কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া অনুমান করিতে পারিবেন। যথা—আদিশূরের যজ্ঞে যে পঞ্চ মহাপুরুষ আগমন করেন, তাঁহাদিগের বিষয়ে বারেন্দ্রগণের কুলপদ্ধতিতে লিখিত আছে যে, কান্যকুব্জাগত নারায়ণভট্টাদিই যজ্ঞকর্ত্তা ও তাঁহাদিগের সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম পুরুষে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ হয়। ইহাতে একটী আশ্চর্য্যজনক বিষয়ের মীমাংসা দেখা যাইতেছে না। নারায়ণভট্ট ও তদীয় সন্ততিগণ যে শতাধিক গ্রাম পাইলেন, রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগকালে রাঢ়ীয়গণ পৈতৃক গ্রামের একখানিও পাইলেন না। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দূরীকৃত হইয়া রাঢ়দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ তাহাই যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও আর একটী সমস্যা উপস্থিত হয়। যেপ্রকারে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে শাণ্ডিল্য নারায়ণভট্টের অধস্তন ১০ম সন্তানদ্বয়ের জয়সাগর বারেন্দ্র এবং বিদ্যাসাগর রাঢ়ী; কিন্তু রাঢ়ীয় মতে ১০ম মহেশ্বর। ভরদ্বাজগোত্রীয় গৌতমের অধস্তন ৯ম সন্ততিদ্বয়ের ভাস্কর বারেন্দ্র, পরাশর রাঢ়ী। কাশ্যপগোত্রের সুসেনের অধস্তন ১০ম সন্তানদ্বয়ের স্বর্ণরেখ বারেন্দ্র, ভবদেব ভট্ট রাঢ়ী। বাৎস্যগোত্রীয় ধরাধরের অধস্তন ৫ম সন্ততির ধন বারেন্দ্র, শুক্র রাঢ়ী। সাবর্ণিগোত্রসম্ভূত পরাশরের অধস্তন ৮ম সন্ততিদ্বয়ের অনিরুদ্ধ বারেন্দ্র, গুণার্ণব রাঢ়ী। প্রত্যেক ব্যক্তির দুই দুই সন্তান লইয়া রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ হইল। ইহাঁদিগের অপর সন্তানগণ কোথায় গেল, অথবা প্রত্যেকেরই দুইটীর অধিক সন্তান জন্মে নাই, বলিতে হয়। ইহা কি সম্ভব ও সত্য বলিয়া প্রতীতি হইবার সম্ভাবনা?

আর একটী কৌতুকাবহ ও আশ্চর্য্য জনক ব্যাপার দেখিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। পঞ্চ ব্যক্তিকের অধস্তন সন্ততির যে পাঁচজন জ্যেষ্ঠ, তাঁহারাই বারেন্দ্র হইলেন এবং যে পাঁচজন কনিষ্ঠ, তাঁহাদিগকেই রাঢ়ীয় সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইল। ইহা কি সুসঙ্গত কথা? কারণ সমুদায় জ্যেষ্ঠগুলিই কি এক-মত হইতে পারেন? সুতরাং এ রহস্যের মর্ম্মভেদ করা বড়ই দুষ্কর ও আশ্চর্য্য-জনক ব্যাপার। রাঢ়ীয়দিগের কুলপদ্ধতিতে অমুক রাঢ়ী, অমুক বারেন্দ্র, এপ্রকার নিশ্চয়াত্মক নির্দ্দেশ নাই। রাঢ়ীয়দিগের কুলপদ্ধতিতে বারেন্দ্রগণের নামোল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি রাঢ়ে বাস করিলেন, তাঁহারা রাঢ়ী; যাঁহারা বরেন্দ্রভূমে বাস করিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র—এরূপ উক্তিমাত্র আছে; জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের তারতম্য নাই। রাঢ়ীয় মতে ভরদ্বাজগোত্রের নবম সুরেশ্বর বা বাণেশ্বর, কাশ্যপ-গোত্রের দশম সর্ব্বেশ্বর, বাৎস্যগোত্রের পঞ্চম উধ বা উদ্ধব, এবং সাবর্ণিগোত্রের অষ্টম শিশু গাঙ্গুল। সুতরাং একটীরও মিল নাই। উভয়পক্ষের মত নিম্নে দেখ।

* আদিবরাহেরা ষোল সহস্র প্রত্যেকেই রাঢ়দেশে এক এক গ্রামী-

শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপো বাৎস্যো ভরদ্বাজস্তথাপরঃ।
সাবর্ণিঃ কথিতাঃ পূর্ব্বং পঞ্চ গোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
তত্রাদৌ সর্ব্বতো মান্যঃ শাণ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ।
তত্র জাতঃ কলির্ব্যাসো দেব ব্যাস ইবাপরঃ॥

পের আদিপুরুষ বলিয়া পরিগণিত। ২৩ পৃঃ দেখ এবং বঙ্গদেশীয় রাজভাটের কাহিনীর সঙ্গে ঐক্য কর, ঘটকের পুথির সঙ্গে মিলিবে। যথা—

শাণ্ডিল্য গোত্র—

রাজসাহীর পুস্তকে—আদিগাই ওঝা নারায়ণ ভট্টের পুত্র। তপোমণির পুত্র সিন্ধুসাগর, তৎপুত্রদ্বয় জয়সাগর ও বিদ্যাসাগর। জয় বারেন্দ্র, বিদ্যাসাগর রাঢ়ী।

মুর্শিদাবাদের পুস্তকে—জয়মণি ভট্ট নারায়ণ ভট্টের পুত্র বলিয়া লিখিত আছে। তপোমণির পুত্র বিদ্যাপতি, তৎপুত্র রঘু, তাহার পুত্রদ্বয় সিন্ধু ও বিন্দু। সিন্ধুর পুত্র বিদ্যাসাগর বারেন্দ্র, বিন্দুর পুত্র মণিসাগর রাঢ়ী।

তৎস্নুতো বামদেবোঽভূন্মহাদেবশ্চ তৎসুতঃ।
ক্ষিতীশস্তস্য পুত্রোঽভূদাগতো গৌড়রাজ্যকে॥
তস্যামী বহবঃ পুত্রা জাতাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ।
দামোদরস্তথা শৌরী বিশ্বম্ভর উদারধীঃ।
শঙ্করো লোকবিখ্যাতো ভট্টনারায়ণোঽপি চ॥ কুলরমার বচন।

আদিবরাহ বঁড়ুরী, গড়গড়ি রাম।
নীপ কেশরকুনী, নাম যে কুসুম॥
পারিহা বটুক মুনি, কুলভিতে গুঁই।
পশুপতি দীর্ঘবাড়ী, বিকে বসু কই॥
মহামতি বটবাল বিভু আকাশে বলি।
সাহু (সাঢ়ু) ও সেয়ক, শুভ কুলকুলী॥
নিহ্নো কুশার অরি, মধু করালে যান।
গুণমণি ঘোষলীর গাঁয়ে অবস্থান॥
ভট্টনারায়ণ মুনি ষোল পুত্র পান।
তার মাঝে গণপতি মাসচটে যান॥ রাজভাটের কাহিনী।

গাঁই	নাম	গাঁই	নাম
১ বন্দ্য	আদিবরাহ	৯ কুলভি	গুঁই
২ কুসুম	নান	১০ সেয়ক	সাহু (সাঢ়ু), শান্তেশ্বর
৩ দীর্ঘাঙ্গী	গুপ্ত	১১ গড়গড়ি	রাম
৪ ঘোষলী	গুণ	১২ আকাশ	বিভু (দেব)
৫ বটবাল	মহামতি	১৩ কেশরী	নীপ
৬ পারিহা	বটুক	১৪ মাসচটক	গণ
৭ কুলকুল	শুভ (কাম)	১৫ বসুয়ারি	বিক
৮ কুশারি	নিহ্নো (দীন)	১৬ করাল	মধু

বাৎস্য গোত্রে

ছান্দড়-সন্তানের নাম ও বারেন্দ্র-কুলানুসারী রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ-সীমায় পুরুষের নাম।

সুধানিধি মূল।

রাঢ়ীয়দিগের ৫৬ খানি গ্রাম গণনা সময়ে ছান্দড়ের আট সন্তান জন্মে, তৎপরে আর তিন মহাপুরুষ ছান্দড় হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সুরভি প্রভৃতি সর্ব্বসম্মত এগার সহোদর। নাম ও গাঁই যথা—

নাম	গাঁই	নাম	গাঁই
রবি (কানু)	মহিন্তা	মহাযশা (সাধক)	বাপুলী
কবি (ধিত)	শিমলাল	বিশ্বম্ভর (বলাই)	পূর্ব্বগ্রামী
সুরভি	ঘোষাল	শ্রীধর	কাঞ্জিবিল্লী
ধীর (রবি)	পূতিতুণ্ড	হরি (মাধব)	কাঞ্জারি
নীর (বনমালী)	পিপ্পলী	নীলাম্বর (ভানু)	চোৎখণ্ডী
মন	দীঘল বা দীঘাড়ী গাঁই। ২৬ পৃষ্ঠ দেখ		

রাঢ়দেশীয় পুস্তকানুসারে—

ছান্দড়স্য সুতা জাতাঃ খ্যাতাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ।
রবিঃ কবিঃ সুরভিশ্চ ধীরো নারো মহাযশাঃ॥
বিশ্বম্ভরঃ শ্রীধরশ্চ হরির্নীলাম্বরস্তথা।
শেষো মনঃ কনীয়াংসস্তুল্যোহসৌ পূর্ব্বজৈঃ সহ॥

কুলকল্পলতিকা।

রবি(১)র্মহিন্তা কবিঃ(২) শিমলালঃ,
শ্রীঘোষবংশঃ সুরভিঃ(৩) প্রসিদ্ধঃ।
ধীরশ্চ(৪) সংপ্রতি পূতিতুণ্ডঃ,
নার(৫)শ্চাভূৎ পিপ্পলীয়ঃ॥
মহাযশা(৬) বাপুলী বংশবীজঃ,
সঃ শ্রীধরঃ(৭) সপ্ত চ কাঞ্জিবিল্লী।
বিশ্বম্ভরঃ(৮) পূর্ব্ব ইতি প্রসিদ্ধো,
নীলাম্বর(৯)স্তৎপর চোৎখণ্ডী।
শ্রীকাঞ্জাড়িঃ শ্রীহরিনামধেয়ঃ(১০),
পূতির্ঘোষঃ কাঞ্জিলালঃ কুলীনঃ।
মনো(১১) দিঘালো ভুবি রুদ্রতুল্যঃ॥ কুলপদ্ধতি।

পূর্ব্বদেশীয় পুস্তকে পাঠান্তর যথা—

১ ২ ৩
ছান্দড়াৎ সুরভির্জাতো বাৎস্যো রবিঃ কবিস্তথা।

৪ ৫ ৬ ৭
ভানুঃ কানুর্মহাযশাঃ সাধকো বলভদ্রকঃ॥

৮ ৯ ১০ ১১
দ্বিতো মাধবনামা চ নারায়ণো বিনায়কঃ।
বাৎস্যস্যৈকাদশোদ্ভূতাশ্ছান্দড়স্য তনূদ্ভবাঃ॥

সুরভি(১)স্তত্র ঘোষালঃ কাঞ্জিলালঃ কবি(২)স্তথা।
রবি(৩)র্ভানুঃ(৪) পূতিতুণ্ডশ্চোৎখণ্ডী চ যথাক্রমঃ॥
কান্থ(৫)র্মহিন্তা তদ্ভ্রাত্যা পিপ্পলী বনমালিকঃ(৬)।
বাপুলী মাধকঃ(৭) শ্রীমান্ পূর্ব্বগ্রামী বলো(৮)হভবৎ॥
শিমলালো ধিতঃ(৯) খ্যাতো মাধবঃ(১০) কাঞ্জিবাড়িকঃ।
মনো(১১) দীর্ঘঃ কনীয়াংসো যথা রুদ্রস্তথা মতঃ।
এতেহগ্নিসদৃশাস্তীক্ষ্ণা বাৎস্যে ছান্দড়ুসম্ভবাঃ॥ কুলরমা।

পূর্ব্বোক্ত গোত্রানুসারে সাবর্ণি গোত্রের মিল কর।

সাবর্ণি গোত্রে

সৌভরি মূল।

* কুলপতিরা ১২ সহোদর (২৫ পৃষ্ঠ দেখ)

মুর্শিদাবাদের পুস্তকানুসারে পরাশর,[১] দিগম্বর ওঝা,[২] অনিরুদ্ধ,[৩] লম্বোদর,[৪] মকরধ্বজ,[৫] মাধবাচার্য্য,[৬] ভরত পাঠক,[৭] বিদ্যানন্দ,[৮] ভবানন্দ;[৯] ভবানন্দের দুই পুত্র, গোবিন্দ ও নারায়ণ; গোবিন্দ[১০] বারেন্দ্র, নারায়ণ[১০] রাঢ়ী।

কাশ্যপ গোত্রে

বীতরাগ মূল।

রাঢ়ীয়-মতে	বারেন্দ্র মতে।
১ম দক্ষ	১ম—সুসেন
২য় সুলোচন *	২য়—ব্রহ্ম ওঝা
৩য় মহাদেব	৩য়—দক্ষ
৪র্থ হলধর	৪র্থ—শান্তনু
৫ম কৃষ্ণদেব	৫ম—পীতাম্বর
৬ষ্ঠ বরাহ	৬ষ্ঠ—হিরণ্যগর্ভ
৭ম শ্রীকর	৭ম—ভূগর্ভ
৮ম বহুরূপ †	৮ম—বেদগর্ভ
৯ম গাহী	৯ম—জগন্মহামণি

* সুলোচনাদি ষোল সহোদর (২৪ পৃষ্ঠ দেখ)।

† বহুরূপ প্রথম কুলীন।

* ইনি অবসথি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। যথা—

নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ প্রাজ্ঞো দানৈঃ কল্পমহীরুহঃ।
অবসথীতি বিখ্যাতো যজ্ঞাবসথপালনাৎ॥ কুলরমা।

† মুর্শিদাবাদের পুস্তকে লিখিত আছে, এই ভবদেব ভট্টের মতানুসারে সর্ব্বত্র স্মৃত্যনুযায়ী আচার ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

‡ শ্রীগর্ভরা চারি সহোদর (২৭ পৃষ্ঠ দেখ)।

৭ম ধাঁধু (সাধু)
|
৮ম জলাশয়
|
৯ম সুরেশ্বর (বাণেশ্বর)
|
১০ম গুঁই (গুহ)
|
১১শ মাধবাচার্য্য
|
১২শ কোলাই সন্ন্যাসী (কোলাহল)
|
১৩শ উৎসাহ *
|
১৪শ আহিত (আইত)

৭ম মাতঙ্গ ওঝা
|
৮ম জৈমিনি আচার্য্য
|
৯ম
ভাস্কর বৈদান্তিক (বারেন্দ্র) | পরাশর (রাঢ়ী)

মুর্শিদাবাদের পুস্তকানুসারে প্রজাপতির পুত্র গোপী ওঝা, তৎপুত্র বাচস্পতি, তাঁহার দুই পুত্র গুণাকর ও লক্ষ্মণ; প্রথম বারেন্দ্র, দ্বিতীয় রাঢ়ী। †

শ্রীগর্ভের নাম ধাঁধু মুখটীতে গত।
বরাহের রাই গাঁই আছে যে বিদিত॥
সুরেশ্বর সাহরিতে করিল প্রবেশ।
সতের ডিংসাই গাঁই রহে অবশেষ॥
শ্রীহর্ষের চারি বংশ খ্যাত দেশ-বিদেশ।
ভাটের কাহিনীতে কর মনোনিবেশ॥ সারাবলী।

---

* উৎসাহ প্রথম কৌলীন্য প্রাপ্ত হন।

† এই প্রমাণ দ্বারা নিশ্চয় বোধ হয় যে, অগ্রে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ হয়, তাহার অনেক দিন পরে কৌলীন্য-মর্য্যাদা সংস্থাপিত হইয়াছিল।

রাঢ়ীয় কৌলীন্য।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ষট্পঞ্চাশৎ সন্তান এক এক গ্রামে বাস করেন; সেই সেই গ্রামের নামানুসারে এক এক গাঁই হয়; তাঁহাদের সন্তান-পরম্পরা সেই সেই গাঁই বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। সমুদায়ে ৫৬ অথবা ৫৯ গাঁই; তন্মধ্যে বন্দ্য, চট্ট, মুখুটী, ঘোষাল, পূতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল, কুন্দগ্রামী এই আট গাঁই সর্ব্বতোভাবে নবগুণবিশিষ্ট ছিলেন, * এজন্য কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। এই আট বংশে সর্ব্বসমেত উনিশ জন কুলীন হইলেন (২৬৯ পৃষ্ঠ দেখ)। পালধি, পাকড়াশী, সিমলায়ী, বাপুলি, ভূরিষ্ঠাল, কুলকুলী, বটব্যাল, কুশারি, সেয়ক, কুসুম, ঘোষলী, মাষচটক, বসুয়ারি, করাল, অম্বুলী, তৈলবাটী, মূলগ্রামী, পূষলী, আকাশ, পলাসায়ী, কোয়ারী, সাহড়ি, ভট্টাচার্য্য, সাটেশ্বরী, নায়েরী, দায়ী, পারিহাল, সিয়ারী, সিদ্ধল, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, কাঞ্জারী, শিমলাল, বালী, এই সকল গাঁই অষ্টগুণবিশিষ্ট ছিলেন, †

---

* বন্দ্যশ্চট্টোঽথ মুখুটী ঘোষালশ্চ ততঃ পরঃ।
পূতিতুণ্ডশ্চ গাঙ্গুলিঃ কাঞ্জিঃ কুন্দেন চাষ্টমঃ॥
আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥ মিশ্র ধ্রুবানন্দ।

পালধিঃ পর্কটিশ্চৈব সিমলায়ী চ বাপুলিঃ।
ভূরিঃ কুলী বটব্যালঃ কুশারিঃ সেয়কস্তথা॥
কুসুমো ঘোষলী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ।
অম্বুলী তৈলবাটী চ মূলগ্রামী চ পূষলী॥

এজন্য শ্রোত্রিয়-সংজ্ঞা-ভাজন হইলেন। পূর্ব্বোক্ত নয় গুণের মধ্যে ইহাঁরা আবৃত্তি-গুণ-বিহীন ছিলেন; অর্থাৎ বন্দ্য প্রভৃতি আট গাঁই আদান প্রদান বিষয়ে যেমন সাবধান ছিলেন, পালধি প্রভৃতি চৌত্রিশ গাঁই তদ্বিষয়ে তদ্রূপ সাবধান ছিলেন না; এজন্য তাঁহারা কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন না। আর দীর্ঘাঙ্গী, পারিহা, কুলভী, পোড়ারি, রাই, কেশরী, ঘণ্টেশ্বরী, ডিংসাই, পীতমুণ্ডী, মহিন্তা, গুড়, পিপ্‌লাই, হড়, গড়গড়ি, এই চৌদ্দ গাঁই সদাচার-পরিভ্রষ্ট ছিলেন, এজন্য গৌণ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইলেন (অর্থাৎ কুলাঘাতক)।

বংশজ।

এরূপ প্রবাদ আছে যে, রাজা বল্লাল সেন কৌলীন্য-মর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের দিন স্থির করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য-ক্রিয়া সমাপনান্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন। যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন,

---

আকাশঃ পলসায়ী চ কোয়ারী সাহড়িস্তথা।
ভট্টঃ সাটশ্চ নায়েরী দায়ী পারী সিয়ারিকঃ॥
সিম্ভলঃ পুংসিকো নন্দী কাঞ্জারী শিমলালকঃ।
বালী চেতি চতুস্ত্রিংশদ্বল্লালনৃপপূজিতাঃ।

দীর্ঘাঙ্গী পারিঃ কুলভী পোড়ারী রাই কেশরী।
ঘণ্টা ডিণ্ডী পীতমুণ্ডী মহিন্তা গুড় পিপ্‌পলী।
হড়শ্চ গড়গড়িশ্চৈব ইমে গৌণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

তাঁহারা কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়, তাঁহারা শ্রোত্রিয়; আর যাঁহারা এক প্রহরের সময়, তাঁহারা গৌণ কুলীন হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য-ক্রিয়া করিতে অধিক সময় লাগে; সুতরাং যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিয়াছিলেন; তদ্দ্বারা রাজা তাঁহাদিগকে সদাচারপূত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এজন্য তাঁহাদিগকে প্রধান মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। দেড় প্রহরের সময় সমাগতেরা আচারাংশে ন্যূন ছিলেন এজন্য তাঁহারা ন্যূন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; আর এক প্রহরের সময় আগতেরা আচারভ্রষ্ট বলিয়া অবধারিত হইলেন, এজন্য রাজা তাঁহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়া অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলেন। এইরূপে কৌলীন্য-মর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। তৎসঙ্গে সঙ্গে একটী নিয়ম হইল, কুলীনেরা কুলীনের সহিত আদান প্রদান নির্ব্বাহ করিবেন; শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করিতে পারিবেন না, করিলে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইবেন।* আর গৌণ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে এককালে কুলক্ষয় হইবেক; এই নিমিত্ত গৌণ কুলীনেরা অরি অর্থাৎ কুলের শত্রু বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত হইলেন।†

---

* শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্বা কুলীনো বংশজো ভবেৎ। কুলকুণ্ডলিনী।

† সাধ্যাঃ সিধ্যন্তি কালেন সিদ্ধাঃ সিধ্যন্তি সর্ব্বদা।
সুসিদ্ধাঃ দোষরহিতা অরয়ঃ কুলনাশকাঃ॥
যৎকন্যালাভমাত্রেণ সদ্বংশস্য বিনশ্যতি।
ত এব অরয়ো জ্ঞেয়াঃ কুলীনস্য কুলেষু চ॥ কুল রমা।

অসৎপ্রতিগ্রহহেতু যাঁহারা দুষ্ট হয়েন, তাঁহারা অগ্রদানী সংজ্ঞায় অভিহিত এবং নিকৃষ্টতা লাভপূর্ব্বক পতিত ও অপাঙ্‌ক্তেয় হইলেন। তাঁহাদিগের সহিত যাঁহারা আচার ব্যবহার বা কোনপ্রকারে সংস্রব করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বংশজরূপে হেয় হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নামাদি দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা বল্লালের মাতৃশ্রাদ্ধের স্বর্ণময়ী ধেনু গ্রহণ করিয়াই পতিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা অসৎপ্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ ছিলেন, তাঁহারাই কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। অসৎপ্রতিগ্রাহী ব্যক্তিবর্গের নামাদি দ্বারা অগ্রদানী ও আদিবংশজদিগের আদি বৃত্তান্ত জানা যায়। যথা—

নাম	গাঁই	মর্য্যাদা	গোত্র
১ শঙ্কর	পীতমুণ্ডী	কষ্টশ্রোত্রিয়	কাশ্যপ
২ দিবাকর	গড়গড়ি	ঐ	শাণ্ডিল্য
৩ ডাউক	গুড়	ঐ	কাশ্যপ
৪ দোকড়ি	পিপলাই	ঐ	বাৎস্য
৫ মার্ত্তণ্ড	বন্দ্যঘটীয়	কুলীন	শাণ্ডিল্য
৬ আনাই			
৭ গণাই			
৮ হাড়			
৯ গোপী			
১০ বিঠু			
১১ দোকড়ি	মাষচটক	সিদ্ধশ্রোত্রিয়	ঐ

বল্লালবিষয়ে নূনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ম্।
শ্রোত্রিয়া মেবাবো জ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ॥ কুলকুণ্ডলিনী।

নাম		গাঁই	মর্য্যাদা	গোত্র
১২ মধুসূদন		রাইগাই	কষ্টশ্রোত্রিয়	ভরদ্বাজ
১৩ যব		কুশারি	সিদ্ধশ্রোত্রিয়	শাণ্ডিল্য
১৪ নারায়ণ		হড়	কষ্টশ্রোত্রিয়	কাশ্যপ
১৫ কেশব		মহিন্তা	ঐ	বাৎস্য
১৬ কেশব		দায়ী	সাধ্যশ্রোত্রিয়	সাবর্ণি
১৭ শকুনি		চাটুতি	কুলীন	কাশ্যপ
১৮ নারায়ী		তৈলবাটী	সাধ্যশ্রোত্রিয়	ঐ
১৯ বিশ্বেশ্বর		কুন্দ	কুলীন	সাবর্ণি
২০ মদন ২১ বিশ্বরূপ	সহোদর	ঘোষাল	ঐ	বাৎস্য
২২ হাস্য		গাঙ্গুলি	ঐ	সাবর্ণি
২৩ গৌতম		পূতিতুণ্ড	ঐ	বাৎস্য
২৪ পরাশর		শিমলায়ী	সিদ্ধশ্রোত্রিয়	কাশ্যপ
২৫ শঙ্কর		ডিংসাই	কষ্টশ্রোত্রিয়	ভরদ্বাজ

এই ২৫ জনের প্রথম চারি জন ও ১২শ, ১৪শ, ১৫শ, এবং ২৫শ পূর্ব্বে গৌণ কুলীন ছিলেন। পঞ্চম হইতে ছয় জন অর্থাৎ বিঠু পর্য্যন্ত কুলীন ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী অর্থাৎ ১১শ, ১৩শ এবং ২৪শ সংখ্যক গ্রামীণেরা সিদ্ধশ্রোত্রিয়রূপ আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। ১৬শ এবং ১৮শ সাধ্যশ্রোত্রিয়। ১৭শ এবং ১৯শ হইতে ২৩শ পর্য্যন্ত কুলীন ছিলেন।

কৌলীন্য-মর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, বল্লাল সেনের আদেশানুসারে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ 'ঘটক' এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ঘটকদিগের এই ব্যবসায় নিরূপিত হইল যে, তাঁহারা কুলীন-

দিগের স্তুতিবাদ ও বংশাবলী কীর্ত্তন করিবেন এবং তাঁহাদের গুণ দোষ ও কৌলীন্য-মর্য্যাদা-সংক্রান্ত নিয়ম বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গৌণ কুলীন ব্যতিরিক্ত আর একপ্রকার বিভাগ আছে, এ ভাগের নাম বংশজ। এরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময় বল্লালের মুখ হইতে বংশজ শব্দ নির্গত হইয়াছিল এইমাত্র; বাস্তবিক, তিনি কোন ব্রাহ্মণদিগকে বংশজ বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করেন নাই; উত্তর কালে অসদাচরণহেতু বংশজ-ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সকল কুলীনের কন্যা ঘটনাক্রমে শ্রোত্রিয় গৃহে বিবাহিতা হইল, তাঁহারা কুলভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে যাঁহাদের কুলভ্রংশ ঘটিল, তাঁহারা বংশজ সংজ্ঞাভাজন ও মর্য্যাদা বিষয়ে গৌণ কুলীনের সমকক্ষ হইলেন; অর্থাৎ গৌণ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীনের যেমন কুলক্ষয় হইয়া যায়, বংশজ-কন্যা গ্রহণ করিলেও সেইরূপ কুলক্ষয় ঘটে। এতদনুসারে বংশজ ত্রিবিধ,—প্রথম, শ্রোত্রিয় পাত্রে কন্যাদাতা কুলীন বংশজ; দ্বিতীয়, গৌণ কুলীনের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ; তৃতীয়, বংশজের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ। স্থূল কথা এই, কোন ক্রমে কুলক্ষয় হইলেই কুলীন বংশজভাবাপন্ন হইতেন। *

* বল্লালের মুখ হইতে বংশজ শব্দ নির্গত হইয়াছিল এইমাত্র, তিনি বংশজ-ব্যবস্থা করেন নাই, ঘটকদিগের এই নির্দ্দেশ সম্যক্ সংলগ্ন বোধ হয় না। ৫৬ গাঁইর মধ্যে ৩৪ গাঁই শ্রোত্রিয় ও ১৪ গাঁই গৌণ কুলীন বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছিলেন; অবশিষ্ট ৮ গাঁইর লোকের মধ্যে কেবল ১৯ জন কুলীন হন, এই ১৯ জন ব্যতিরিক্ত লোকদিগের

কালক্রমে গৌণ কুলীনেরা শ্রোত্রিয়-শ্রেণীতে সংনিবেশিত হইলেন। কিন্তু তাহারা সর্ব্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না। প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও গৌণ কুলীনেরা কষ্টশ্রোত্রিয় (কুলীনের অরি) বলিয়া উল্লিখিত হইতে লাগিলেন। গৌণকুলীন-সংজ্ঞাকালে তাঁহারা যেরূপ হেয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, কষ্ট-শ্রোত্রিয়-সংজ্ঞাকালেও সেইরূপ রহিলেন।

যে সকল ব্যক্তি অগ্রদানীয় কন্যা-পরিগ্রহ-দোষে দুষ্ট হয়েন, তাঁহারাই আদি-বংশজ আখ্যায় অভিহিত হইলেন। পাণ বন্দ্যোর কন্যা বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হন। শকুনিচট্টের কন্যা ভৈরব পরিণয় করেন। হাড় বন্দ্যোর কন্যা দাম্বিকের সহধর্ম্মিণী হন। হাস্য গাঙ্গুলির কন্যাদ্বয়কে ধন-লোভ-হেতু কুবের ও চক্রপাণি পরিণয় করেন। বিটু বন্দ্যোর সুতাকে কুল-ভূষণ চট্টোপাধ্যায় বিবাহ করিয়া পতিত হইয়া বংশজত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই ছয় ব্যক্তি আদি-বংশজ।

দেবীবরের সময় হইতে কুলীনগণ গৌণ কুলীনের কন্যা বিবাহের দ্বারা বংশজ হয়েন না। তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মর্য্যাদার কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়, এইমাত্র। তাঁহার পুত্র শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের দৌহিত্র অথবা পরিশুদ্ধ-কুলীন-দৌহিত্র অপেক্ষা

বিষয়ে কোন বিশেষ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হইতেছে, বল্লাল এই সকল লোকদিগকে বংশজ-শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ইহারাই আদি-বংশজ; তৎপশ্চাৎ আদান-প্রদান-দোষে যে সকল কুলীনের কুলভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাঁহারাও বংশজ-সংজ্ঞাভাজন হইয়াছেন, ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভব। জীবিকাবৃত্তির সংস্থানজন্য এই আদি-বংশজেরাই বল্লালের নিকট 'ঘটক' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মর্য্যাদায় হীন থাকেন। এক্ষণে কুলীনগণ বংশজের কন্যা গ্রহণমাত্রে বংশজ হয়েন না; তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সাহঙ্কারে চলেন। যিনি বংশজ-কন্যা গ্রহণ করেন, তিনি নিজে স্বকৃতভঙ্গ; তৎপুত্র স্বকৃতভঙ্গের পুত্র; তৎপুত্র স্বকৃতভঙ্গেরর পৌত্র বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হইয়া থাকেন। তৎপরে চারিপুরুষে। এই সময় হইতে যদি ভঙ্গকুলীনগণ আপন অপেক্ষা উচ্চ সোপানের নিকষ কুলীন অথবা ভঙ্গকুলীনে কন্যাসম্প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে সহসা বংশজ হয়েন না। আদান-প্রদান-বিষয়ে বিশুদ্ধতা না থাকিলে পাঁচ পুরুষের পরেই বংশজ হন। কোন কোন ঘটকের যুক্তি এই যে, সপ্তম পুরুষের পরেই বংশজ হওয়া উচিত। ইহাঁরা তাহার কারণ এইরূপ বিন্যাস করেন যে, স্বকৃতভঙ্গের পৌত্র যখন তাহার প্রপিতামহকে পিণ্ড দেয় তখন সে ব্যক্তি একজন কুলীনকে অন্ন দিল ও একজন কুলীনের সঙ্গে পিতৃলোকে বাস করিতে অধিকারী। স্বকৃতভঙ্গের উর্দ্ধতন সপিণ্ডকে স্বকৃতভঙ্গ তর্পণ জল ও পিণ্ড উভয় দানেই ক্ষমবান্; স্বকৃতভঙ্গের পুত্র তদপেক্ষা কেবল এক সোপান নিম্নস্থ ব্যক্তিকে জলপিণ্ড প্রদানে সমর্থ; এইরূপে স্বকৃত-ভঙ্গের অধস্তন সপিণ্ডগণ ক্রমশঃ এক এক সোপান নিম্নে জলদানে অসমর্থ, সুতরাং তদ্দ্বারাই তাঁহারাই 'বংশজ' অর্থাৎ কুলীনের বংশে জাত, এইমাত্র। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে স্বকৃতভঙ্গ কুলীনের অধস্তন সপ্তম পুরুষে বংশজ বলিতে সম্মত হন। *

---

* লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিন.।
পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্॥
যোষস্য পিণ্ডদাতা, মৃতঃ সন্ স তেন সহ পিণ্ড-ভাক্তা। মিতাক্ষরা।

মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন মহোদয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে যে সমস্ত বিপ্র ভূম্প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পতিত হয়েন। পাতিত্য-হেতু তাঁহাদিগের কুলচ্যুতি ঘটে, এবং অগ্রে ইহাঁরাই পাতিত্যের কারণীভূত গোহিরণ্যাদি গ্রহণ করেন; তন্নিবন্ধনই ইহাঁদিগের নাম অগ্রদানী হয়। যে যে বংশের যে যে ব্যক্তি প্রথমে অগ্রদানী আখ্যায় পরিকীর্ত্তিত এবং পতিত বলিয়া সমাজ-মধ্যে হেয়রূপে গণ্য হইয়াছিলেন এবং যাঁহাদিগের বংশ-পরম্পরা এখনও সমাজে অচল এবং অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলিয়াই বিশেষরূপে খ্যাত এবং স্বতন্ত্র সম্প্রদায়-স্বরূপ, বিশেষতঃ যাঁহাদিগের কন্যা-গ্রহণে ও সংস্রবে কুলীনগণ কুলচ্যুত বংশজ-রূপে খ্যাত হয়েন, তাঁহাদিগের নামাদি পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা দেখিলেই অনায়াসে জানা যাইবে যে, কোন্ কোন্ বংশের কোন্ কোন্ ব্যক্তি সমাজভ্রষ্ট ও কুলচ্যুত হইয়াছিলেন।

প্রথম প্রতিগ্রাহী ব্যক্তিবর্গের নামাদি যথা—

কাশ্যপ গোত্রে—(১) শঙ্কর পীতমুণ্ডী, (২) ডাউক গুড়, (৩) নারায়ণ হড়, (৪) শকুনি চট্টো, (৫) পরাশর শিমলায়ী এবং (৬) নয়ারী তৈলবাটী—এই ছয় জন।

শাণ্ডিল্য গোত্রে—(১) দিবাকর গড়গড়ি, (২) বন্দ্য-বংশের মার্ত্তণ্ড, আনাই, গণাই, হাড়, গোপী ও বিঠু এই ছয় জন; এবং দোকড়ি মাষচটক ও যব কুশারি, সর্ব্বসমেত নয় ব্যক্তি।

বাৎস্য গোত্রে—(১) দোকড়ি পিপ্লাই, (২) কেশব দায়ারি ও (৩) কেশব মহিন্তা, (৪) মদন ও (৫) বিশ্বরূপ ঘোষাল, এবং (৬) গৌতম পূতিতুণ্ড—এই ছয় ব্যক্তি।

ভরদ্বাজ গোত্রে—রায়গ্রামীণ মধুসূদন এবং শঙ্কর ডিংসাই —এই দুই জন।

সাবর্ণি গোত্রে—বিশ্বেশ্বর কুন্দ এবং হাস্থ গাঙ্গুলি—এই দুই ব্যক্তি। ইহাঁদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের কথা কি কহিব, যে সকল কুলীন ইহাঁদিগের সহিত আহারে বা ব্যবহারে অথবা জল গ্রহণের কোন প্রকারে সংস্রব করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পতিত ও হেয় হয়েন।

এই সকল ব্যক্তির কন্যা-গ্রহণ দ্বারা প্রথমে ছয় ব্যক্তি বংশজ হয়েন। তাঁহারাই আদি-বংশজ।

ধেনুং স্বর্ণময়ীং গাঙ্গু দদৌ বিপ্রায় ভূপতিঃ।
সা চ স্বর্ণময়ী ধেনুশ্ছেদনে পতিতাস্ততঃ॥
ছিন্না বহিষ্কৃতা রাজ্ঞা স্বর্ণানাং বণিজঃ কচিৎ।
বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহাজ্জাতাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥ ২০।২১॥
শঙ্করঃ পীতমুণ্ডী চ গড়োঽপি চ দিবাকরঃ।
গুড়ো ডাউকনামা চ দোকড়িশ্চৈব পিপ্পলী॥ ২২॥
বন্দ্যো মার্ত্তণ্ডনামা চ তপোনিষ্ঠো দৃঢ়ব্রতঃ।
আনায়িশ্চ গণায়িশ্চ হাড়ো গোপী চ বন্দ্যজাঃ॥ ২৩॥
মাষো দোকড়িনামা চ রায়ী চ মধুসূদনঃ।
কুশারিযবনামা চ হড়ো নারায়ণোঽপি চ॥ ২৪॥
মহিন্তা দ্বিবিধনামা দায়ারিশ্চৈব কেশবঃ।
চট্টঃ শকুনিনামা চ তৈলবাটী নয়ারিকঃ॥ ২৫॥
কুন্দো বিশ্বেশ্বরো জ্ঞেয়ো বন্দ্যজো বিঠুসংজ্ঞকঃ।
ঘোষালভ্রাতরাবেতৌ মদনবিশ্বরূপকৌ॥ ২৬॥
গাঙ্গোস্তবো হাস্তনামা পূতিগৌতমসংজ্ঞকঃ।
শিমলী পরাশরঃ খ্যাতঃ শঙ্করো ডিণ্ডিনামকঃ॥ ২৭॥

অমী কুলোদ্ভবাশ্চৈব গোনানঃ জগৃর্দ্দুর্জ্জাঃ।
তেষাং সম্বন্ধমাত্রেণ পঙ্কে গৌরিব সীদতি ॥ ২৮ ॥
সম্বন্ধে ভোজনে চৈব দানে যজ্ঞে তথৈব চ।
বিহন্তিঃ শ্রাদ্ধকালে চ বর্জ্জ্যা এতে পুনঃ পুনঃ ॥ ২৯ ॥
গণকন্যা বশিষ্ঠেন ঠোঠেন শকুনেঃ সুতা।
হাড়কন্যা দায়িকেন কুবেরো হাস্যজাপতিঃ ॥ ৩০ ॥
চক্রপাণিনাপি কন্যা গৃহীতা ধনলোভতঃ।
বিটুসুতাপতির্ভদ্রা চট্টজঃ কুলভূষণঃ।
প্রতিগ্রাহিত্বকোদ্বাহাৎ মত্যেতে বংশজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১ ॥ সম্বাসচরিতম্।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণশ্রেণীর কুল।

বারেন্দ্রদিগের সর্ব্বসমেত শতসংখ্যক গ্রাম (গাঁই)। যথা—

কাশ্যপ গোত্রে—মৈত্র ১, ভাদুড়ী ২, করঞ্জ ৩, বালযষ্টিক ৪, মধুগ্রামী ৫, বলিহারী ৬, মোয়ালী ৭, কেরল ৮, বীজকুঞ্জ ৯, অশ্রুকোটি ১০, সর্ব্বগ্রামকোটি ১১, পরেশ ১২, চমগ্রামী ১৩, বেলগ্রামী ১৪, ধোসক ১৫, অশ্রু ১৬, সর্ব্বগ্রামী ১৭, ভাদ্রগ্রামী ১৮।

শাণ্ডিল্য গোত্রে—রুদ্র-বাগচি ১, সাধু-বাগচি ২, লাহিড়ী ৩, চম্পটী ৪, নন্দনাবাসী ৫, কালিন্দী ৬, শ্রীহরি ৭, চট্টগ্রামী ৮, বিশি ৯, মৎস্যাশী ১০, চম্পশঙ্খক ১১, সুবর্ণতোটক ১২, পূষণ ১৩, বেলুড়ি ১৪।

বাৎস্য গোত্রে—সংযামিনী ১, ভীমকালী ২, ভট্টশালী ৩, কামকালী ৪, কুড়মুড়ী ৫, ভাড়িয়াল ৬, লঙ্কক ৭, জামরুখী ৩, শীতলী ৯, ধোসলী ১০, ভাদুড়ী ১১, বৎসগ্রামী ১২, দেউলী ১৩,

নিদ্রালী ১৪, কুক্কুটী ১৫, বোড়গ্রামী ১৬, শ্রুতবটী ১৭, চাক্ষুষগ্রামী ১৮, সিংহরী ১৯, কালীগাই ২০, কালীহর ২১, পৌণ্ড্রীকাক্ষা ২২, কালিন্দী ২৩, চতুরান্দী ২৪। কোন কোন পুস্তকে আদিত্য ও কামদেবক নামে আরও দুই গাঁই দেখা যায়।

ভরদ্বাজ গোত্রে—ভাদড় ১, লাড়ুলী ২, ঝামা (বা ঝামাল অথবা ঝম্পটী) ৩, আথু ৪. উচ্চিবাহী ৫, রত্নাবলী ৬, উগ্ররেথী ৭, গোস্বা ৮. শিরাথ ৯, পিস্বীনি ১০, কাঞ্চনগ্রামী ১১, বিশালা,১২, অস্তক্ ২৩, রাজগ্রামী ১৪, শাকোটক ১৫, ক্ষেত্রগ্রামী ১৬, থনি ১৭, দধিয়াল ১৮, পঙ্ক্তি ১৯, বৃহতী ২০, নন্দিগ্রামী ২১. পিপ্পলী ২২, চেঙ্গা ২৩, খাজুরী ২৪।

সাবর্ণি গোত্রে—পাকড়ী১, শৃঙ্গী২, লেধুড়ী৩. সিংহভালক৪, উন্দুড়ী ৫, ধুন্দুড়ী ৬, তাতোয়া ৭, সেতু ৮. লোম ৯, কপালী ১০, পেটর ১১, পুণ্ডরীক ১২, পঞ্চবটী ১৩, খণ্ডবটী ১৪, নিকড়ি ১৫, সমুদ্র ১৬, কেতুগ্রামী ১৭. যশোগ্রামী ১৮, পুষ্পক ১৯. ভাদুধী ২০।

ইহাঁরা রাঢ়ীয়দিগের ন্যায় প্রধানতঃ তিন শাখায় বিভক্ত হন। যথা—

কুলীন		সিদ্ধ শ্রোত্রিয়		গৌণ বা কষ্ট-শ্রোত্রিয়		সকলসমেত
৭ গাঁই	+	৮ গাঁই	+	৮৫ গাঁই	=	১০০

কুলীন—১ মৈত্র, ২-ভীম, ৩-রুদ্র, ৪ সাধু (বাগ্‌চি),৫-সংযামিনী, ৬-লাহিড়ী ও ৭-ভাদুড়ী।

সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়—১-করঞ্জ, ২-নন্দনাবাসী, ৩-ভট্টশালী, ৪-লাড়ুলী, ৫-চম্পটী, ৬-ঝম্পটী (বা ঝামাল), ৭-কামদেবক (বা কামদেবতা) ও ৮-আদিত্য।

বারেন্দ্রদিগের ৮৫ গাঁই গৌণ বা কষ্ট-শ্রোত্রিয়; তন্মধ্যে আট ঘর কালক্রমে সাধ্যত্ব প্রাপ্ত হন। সে আট ঘরের নাম যথা—সিহরী, রাইগাঁই, কুড়মুড়িয়া, গোস্বা, খর্জ্জুরী, বিশি, উচ্চৎিক ও জামুরিখ।

আমগাঁই, তাড়োয়াল, মৎস্যাশী, দধিয়াল, সিংড়াল, পাঁপড়িয়াল, রত্নাবলী, ভাড়িয়াল, প্রভৃতি ৭৭ গাঁই কষ্টশ্রোত্রিয়, অর্থাৎ ইহাদিগকে কুলের অরিস্বরূপ জ্ঞান করেন।

বারেন্দ্র সম্প্রদায়ের এই একশত গাঁই মধ্যে কাশ্যপগোত্রে—১৮ গাঁই। শাণ্ডিল্যে—১৪ গাঁই। বাৎস্যে—২৪ গাঁই। সাবর্ণগোত্রে—২০ গাঁই। ভরদ্বাজে—২৪ গাঁই। *

দেবীবর যেপ্রকার রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীনদিগকে ৩৬ মেলে বিভক্ত করেন, সেইপ্রকার কুলশাস্ত্রবিশারদ পরম পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী, দেবীবরের কিছুকাল পূর্ব্বে বারেন্দ্রদিগের কুলীনগণের দোষ গুণ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক বারেন্দ্রকুলের পরিবর্ত্ত বিবাহের নিয়ম ব্যবস্থাপিত করেন। এই মূল সূত্র ধরিয়াই পরবর্ত্তী সময়ে দোষানুসারে উদয়নাচার্য্যের অধস্তন কালের মহাপুরুষেরা কুলীনগণকে আট শাখায় বা পটীতে বিভক্ত করেন। রাঢ়ীদিগের মেল শব্দে যেপ্রকার অর্থ-পরিজ্ঞান হয়, ইহাঁদিগের পটীশব্দেও সেই প্রকার অর্থ-বোধ হইয়া থাকে। পটীগুলির নাম যথা—

১ম—নিরাবিল, ২য়—ভূষণা, ৩য়—রোহিলা, ৪র্থ—

* কাশ্যপেঽষ্টাদশ জ্ঞেয়াঃ শাণ্ডিল্যে চতুর্দ্দশ।
চতুর্বিংশতির্বাৎস্যানাং ভরদ্বাজে তথাবিধঃ।
সাবর্ণে বিংশতিজ্ঞেয়াঃ কথিতাঃ পঞ্চগোত্রকাঃ॥

মৌলার কুলপঞ্জিকার বচন।

ভবানীপুর, ৫ম—বেণী, ৬ষ্ঠ—আলেখানি, ৭ম—কুতুবখানি, ৮ম—জোনালী।

রাঢ়ী বারেন্দ্র এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ গোত্রে কোন্ গ্রামীণ কৌলীন্য প্রাপ্ত হন, তাহা দেখ।

গোত্র	রাঢ়ীয়বংশ		বারেন্দ্রবংশ		গাঁইসমষ্টি
শাণ্ডিল্য	বন্দ্য	১	রুদ্র, সাধু *	২	৪
			লাহিড়ী	১	
কাশ্যপে	চট্ট	১	মৈত্র	১	৩
			ভাদুড়ী †	১	
বাৎস্যে	পূতিতুণ্ড	১	সংযামিনী	১	৫
	ঘোষাল	১	ভীম	১	
	কাঞ্জিলাল	১			
সাবর্ণে	গাঙ্গুলি	১			২
	কুন্দ	১			
ভরদ্বাজে	মুখটী	১			১
		৮	+	৭	= ১৫

* রুদ্রগাঁইকে বাগ্‌চি বলে। বাগ্‌চি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা রুদ্র-বাগ্‌চি ও সাধুবাগ্‌চি। সাধু, রুদ্র ও লোকনাথ নামে তিন সহোদর ছিলেন। ইহাঁদিগের পিতার নাম পীতাম্বর। লোকনাথ লাহিড়ী-গাঁই, লাহিড়ী নামে বিখ্যাত হন। রুদ্র ও সাধু বাগ্‌চি গাঁই নামে বিশেষ পরিচিত হইয়া থাকেন। যথা—

পীতাম্বরস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ সাধুরুদ্রলোকনাথাঃ।
সাধুরুদ্রৌ বাগ্‌চী লোকনাথস্তু লাহিড়ী॥

হরিণা-বাগ্‌বাটীর পুস্তক।

† ভাদড়কেও কেহ কেহ কুলীন বলেন। বস্তুতঃ শ্রোত্রিয়ঃ।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-শ্রেণী—কাপের বিষয়।

রাঢ়ীয়শ্রেণীদিগের বংশজ যে প্রকার, বারেন্দ্রদিগের বংশজ (কাপ) সেপ্রকার নহে। ইহাঁদিগের কাপেরা সৎকার্য্য দ্বারা মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন।

ইহাঁদের কাপ-সৃষ্টির বিবরণ যথা—লাড়ুলী-গ্রামীণ বারেন্দ্র-গণ পূর্ব্বে সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত ছিলেন না। শান্তিপুর-নিবাসী নৃসিংহ লাড়ুলী সমাজ-মধ্যে সম্মান্ পাইবার অভিপ্রায়ে মধু মৈত্রেয়কে কন্যা সম্প্রদান করিতে অভিলাষ করেন। বিধাতার ভবিতব্যতা বশতঃ মধু মৈত্রেয় অন্যের সহিত পরামর্শ না করিয়া হঠাৎ বিনা বিচারেই নৃসিংহ লাড়ুলীর কন্যার পাণি-গ্রহণ করিলেন। যখন স্বগৃহে সস্ত্রীক উপস্থিত হইলেন, তখন ইহাঁর পূর্ব্বপত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ, পিতা অঘরের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, এবং বাটীর মধ্যবর্ত্তী স্থলে বেড়া দিল।

মধু মৈত্রেয় কর্ত্তৃক নৃসিংহ লাড়ুলীর কন্যাগ্রহণরূপ দোষ ও মধুর সহিত তদীয় পুত্রগণের অসদৃশ ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রচার হইল। পুত্রগণ পিতৃদ্বেষ্টা এবং মধু নিজে হীনবংশের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কিছু দিন সমাজে উভয় দলই স্থগিত থাকি-লেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত ইহাঁর ভগিনীপতি ধেঁই বাগ্‌চির কর্ণগোচর হইল। তিনি শুনিয়া মধুর প্রতি প্রথমতঃ সদয় হইলেন না, বরং অসন্তুষ্ট থাকিলেন।

এক দিবস মধু মৈত্রেয়ের পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ উপস্থিত। ঐ দিন মধু স্বীয় ভগিনীর নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন,

আজি যদি ধেঁই বাগ্‌চি (ভগিনীপতি) আমার পিতৃশ্রাদ্ধের পৌরো- হিত্য কার্য্যে বৃতী হইয়া এখানে ভোজন করেন, তবেই আমি পিতৃশ্রাদ্ধ করিব, নতুবা অদ্যাবধি পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড হইল। ধেঁই বাগ্‌চির সহধর্ম্মিণী ভ্রাতার এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া স্বামীকে কহিলেন, তোমাকে অবশ্য আমার ভ্রাতার বাটীতে যাইয়া আমার পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া আসিতে হইবে, নতুবা দুরদৃষ্ট জন্মিতে পারে। ধেঁই বাগ্‌চি অগত্যা প্রণয়িনীর কথায় কর্ত্তব্যে সম্মত হইয়া মধু মৈত্রেয়ের বাটীতে আগমনপূর্ব্বক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভোজনাদি করিলেন।

তিনি মধুর পুত্রদিগকে নানা প্রকার হিতগর্ভ উপদেশ দ্বারাও স্বপক্ষে আনয়ন কারণে সমর্থ হইলেন না। তৎপরে তাহাদিগকে কহিলেন, তোরা চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যস্থলে বেড়া দিয়া কি এক কাপ (কাচ) করিয়াছিস্; এই সময় ঐ বৃত্তি উত্তোলন কর, নতুবা তোদের মর্য্যাদা থাকিবেনা। তাহারা সম্মত না হওয়াতে প্রতিবাসীরা তাহাদিগকে পিতৃদ্বেষ্টা বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল। এবং অবশেষে তাহারাই সমাজ-মধ্যে কুলভ্রষ্ট কাপ বলিয়া পরিগণিত হইল।

মধু মৈত্রেয়ের পুত্রগণ সমাজ-মধ্যে স্থগিত হইল। তাহারা যাহাকে দেখে, তাহাকেই বারিবিন্দু প্রক্ষেপ দ্বারা কাপ করিয়া লইতে লাগিল। এই সময়ে মধু মৈত্রেয় ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় থাকিলেন। এক দিন এই সমস্ত বিবরণ রাজা কংসনারায়ণের * শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তৎ-

* রাজা কংসনারায়ণ তাহিরপুরের পূর্ব্বতন রাজগোষ্ঠীসম্ভূত। তাহারি- পুর জিলা রাজসাহীর অন্তর্গত।

কালের প্রধান কুলাচার্য্য উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী দোষ স্মরণ করিয়া কহিলেন, মধু মৈত্রেয় নৃসিংহ লাড়ুলীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া সমাজ-মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন, তদবধি তাঁহার পূর্ব্বপক্ষের পরিত্যক্ত বংশধরগণ দ্বারা সমাজ ভ্রষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রগণ কুল-ভ্রষ্ট কাপ। পূর্ব্বে কুলীন ও শ্রোত্রিয়ে আদান প্রদান হইত। উদয়নাচার্য্য তাহা উঠাইয়া দিয়া সমাজের বিলক্ষণ ক্ষতি করিয়াছেন। সমাজ ধ্বংস হইতেছে ইহা বিবেচনা করিয়া কংস-নারায়ণ কহিলেন, ইহা কদাচ হইতে পারে না। আমি শ্রোত্রিয় হইতে যদি মর্য্যাদায় এক পাদ নিম্নেও যাই, তথাপি মধু-মৈত্রেয়-সংসৃষ্ট ব্যক্তিকে আমি আমার তনয়া দান করিব। নৃসিংহ লাড়ুলীর কন্যা গ্রহণ দ্বারা মধু মৈত্রেয় অসৎ কার্য্য করেন নাই।

মধু মৈত্রেয়ের প্রথম পক্ষের পুত্র রক্তাই, নন্দাই, গদাই, এই তিন সহোদর কুলভ্রষ্ট কাপ হইলেন। অপর পক্ষের সন্তানগণ অর্থাৎ নৃসিংহ লাড়ুলীর দৌহিত্রগণ কুলীনপদে প্রতি-ষ্ঠিত থাকিলেন।

এই উপলক্ষে রাজা কংসনারায়ণ নিজ কন্যাদ্বয়কে কাপ ও কুলীনে সম্প্রদান করিয়া কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের মধ্যে কাপের মর্য্যাদা সংস্থাপন করিলেন। তদবধি কাপেরা আর হেয় থাকিলেন না। শ্রোত্রিয়গণ কাপে কন্যা দান করিয়া আর ঘৃণিত হইতেন না। কাপেরা উদ্ধার হইয়া কুলীনের নিম্নে আসন গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় অবধি শান্তিপুরের লাড়ুলী-বংশীয়েরা গোস্বামীরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই সময়েই বারেন্দ্র-বংশের

করণের বাধাবাধি হয়, অর্থাৎ কন্যা পুত্রের সম্বন্ধকালে উভয় পক্ষে পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্যক্তির সাক্ষাতে কুশত্যাগস্বরূপ পরিবর্ত্তের প্রতিজ্ঞা হইতে লাগিল। এই সময়েই উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর মত উপেক্ষিত হয়।

বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ শ্রেণীর করণ।

কুলীনের সহিত কুলীনের, অথবা কাপের সহিত কাপের, সম্বন্ধ বন্ধন-কালে উভয় পক্ষে কুশময়ী কন্যার আদান-প্রদান-বিষয়ক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যে বাগ্‌দান হয়, তাহার নাম করণ। এই করণের সৃষ্টি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কুলজ্ঞ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। এক্ষণে করণ করিয়া কন্যা বিক্রয় হইলেও কুল নষ্ট হয় না। কিন্তু সেই করুণে মেয়ে যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে ব্যক্তি ঘৃণিত হয়। তথাপি ঐ গর্ভের সন্তান পৌনর্ভব সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন না, ইহাই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার।

বারেন্দ্রশ্রেণীর কাপগণের সমাজ।

কাপগণ অনেক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত, কিন্তু সমস্তগুলিই প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিন সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট। যথা—১ বার্বকাবাদ, ২ সুলতান প্রতাপ, ও ৩ গঙ্গাতীর।

১ হরিপুর, লালুর, কাশীমপুর প্রভৃতি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত স্থানগুলি বার্বকাবাদ সমাজের অধীন।

২ বাগকাবারি কোলা, নন্দাবাড়ী ও ক্ষেতুপাড়া প্রভৃতি পাবনা জেলার অধীন স্থানগুলি সুলতান প্রতাপ সমাজের অন্তর্গত।

ও খাগড়া, অমরকুণ্ড, ব্যাসপুর, আচার্য্যপাড়া ও ভট্টা-চার্য্য-পাড়া প্রভৃতি জিলা মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতি স্থানগুলি গঙ্গাতীর সমাজের অন্তর্গত। গঙ্গাতীরের নদীয়া সমাজে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ দুষ্ট লোকদিগের প্রক্ষিপ্ত জলস্পর্শে কাপের নিম্নে গণ্য হন। যথা, শান্তিপুরের আগমবাগীশ, সহস্রাক্ষ, জটে যাদু, কানাই ঢোল, মুকুট রায়, ভীমকালীর দুর্গাদাস লাহিড়ী, জগদীশ সান্যাল।

কাশীমপুর প্রভৃতির চৌধুরীরা কাপদিগের মধ্যে বিশেষ মান্য। ক্ষেতুপাড়ার রায়-গোষ্ঠীদিগের সম্মানও ইহাঁদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহে। ইহাঁরা আদি ও আঢ্য কাপ।

রাঢ়ী-শ্রেণীর মেলগুলি যেমন নানা থাকে বিভক্ত, বারেন্দ্র-দিগের পটীগুলিও সেইরূপ নানা ভাবে (অবসাদে ও আঘাতে) বিভক্ত। ঐ ভাবগুলি কাপ-সংস্রবেই ঘটে। তন্মধ্যে আঢ্য কাপের ভাবগুলিই প্রধান। *

---

* বারেন্দ্রের পটী রাঢ়ীয় মেল কয়।
বারেন্দ্রে অবসাদে আঘাত কত হয়॥
আঘাতে কুল যায়, অবসাদে তা থাকে।
করণ কারণে সবে কুলাচার্য্য ডাকে॥
বাংস্থ, ভীম, কালী—হাঁই তাহে চারি ভাই।
ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, চৌর্য্যাদি সুরা পাই॥
গুর্বঙ্গনা পাঁচ দোষে পাচুড়িয়া বলে।
এ আঘাত-আঘাত নাহি সারে কালে॥
অদৃষ্টে দর্পনারায়ণী, জোনালী, চাড়ালী।
এই চারি দোষে মৈত্র পুরন্দরে জোনালী॥
অষ্ট নিরাবিল পটী রমানাথে জানি।

বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে ভরদ্বাজ ও সাবর্ণি গোত্রে কোন

মৈত্রে লোকনাথ ভাদুড়ীর বাণী॥
সাণ্ডালে নয়ান, আর বিষ্ণুদাস মধু।
লাহিড়ী দ্বিজরাজ, নয়ন নন সুধু॥
মৈথালা আলামীতে গঙ্গারাম সান্যাল।
নীচ জাতি, কন্যা আর, সকল খেয়াল॥
নিরাবিল দৃষ্টে হয় দত্তক-গ্রহণ।
এইরূপে দত্তকে যে, ভূষণা-নিরূপণ॥
ভাদুড়ী, প্রচণ্ড খাঁ রোহিলার মহিলা।
বাদসার দেওয়ান হ'য়, সাধে লয়েছিলা॥
সেই পত্নীর গর্ভজাত চাঁদ হরি দু ভাই।
দেশে আসি মাতা কয় হাম রোহিলা যাই॥
এই ত রোহিলা পটী সুবুদ্ধির বুদ্ধিতি।
সান্যালের দুর্গাদাস করণে হয় নিষ্কৃতি॥
কুতুব খাঁ নবাবের শোয়ার যবন।
মথুরার মেয়ে হরে, হোয়ে যে আগুন॥
সেই কন্যা বিভা করে মৈত্র মৃত্যুঞ্জয়।
ইহা দেখি কুলজ্ঞে, কুতুবখানি কয়॥
আলিয়াখানি আর কুতুবখানি সমান।
হালসার চৌধুরী কমলে আছে প্রমাণ॥
ভবানী-পূজক দ্বিজ আঘাত অবসাদে।
জীয়ন্তেতে ছিল মরা কত শত বাদে॥
পুঁটিয়ার রামচন্দ্র ঠাকুরপ্রধান।
সমাজের মতে করে দোষ তিরোধান॥
গঙ্গাপথের গঙ্গাধর, কাউতের বেণী।
ছাতকের বসন্ত রায়, পাউলিয়ার ভবানী॥

ব্যক্তি কৌলীন্য প্রাপ্ত হন নাই। "ভাদড়" পঙ্‌ক্তি পূরকমাত্র। সাবর্ণি গোত্রে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় কেহ নাই। শুদ্ধ শ্রোত্রিয় যে আট ঘর, তাঁহারাও নিম্নলিখিত চারি গোত্রের অন্তর্গত। যথা—

গোত্র	কুলীন	শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়
কাশ্যপ	মৈত্র, ভাদুড়ী	করঞ্জ,
		ঝম্পটী (ঝামাল)
বাৎস্য	ভীম,	আদিত্য, ভট্টশালী,
	সংযামিনী (সান্যাল)	কামদেবক।
শাণ্ডিল্য	রুদ্র ও সাধু	নন্দনাবাসী,
	(বাগ্‌চি), লাহিড়ী	চম্পটী
ভরদ্বাজ		লাড়ুলী ও ভাদড়।

বারেন্দ্র-বংশের যে যে ব্যক্তি বল্লালের নিকট কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদিগের নাম, ধাম ও গোত্র যথা—

নাম	গোত্র	গাঁই	আদিপুরুষ	তাঁহা হইতে ঐ ব্যক্তি কয় পুরুষ অন্তর।
মৈত্রেয়	কাশ্যপ	মৈত্র	সুসেন	১২শ
ক্রতু	ঐ	ভাদুড়ী	ঐ	১২শ
সাধু	শাণ্ডিল্য	বাগ্‌চি	নারায়ণভট্ট	১২শ
রুদ্র	শাণ্ডিল্য	বাগ্‌চি	নারায়ণ ভট্ট	১২শ

হজরাপুরের মোহন, পালকার রূপা।
বাহির বন্দে অদিত্য, সাঁজোয়াল শিপা (শিবা)॥

কুবাজপুরপরগণার চক চণ্ডীপুরবাসী কুলজ্ঞ এককড়ি রায় সংগৃহীত কারিকা, নদীয়া-রাজের প্রধান অমাত্য, বাঙ্গালা ক্ষিতীশ-বংশাবলী-প্রণেতা, দেওয়ান কার্ত্তিকের রায় প্রদত্ত।

নাম	গোত্র	গাঁই	আদিপুরুষ	তাঁহাহইতে ঐব্যক্তি কয় পুরুষ অন্তর।
লোকনাথ	ঐ	লাহিড়ী	ঐ	১২শ
লক্ষ্মীধর	বাৎস্য	সংযামিনী*	ধরাধর	৬ষ্ঠ
জয়মণি মিশ্র	ঐ	ভীমকালী	ঐ	৬ষ্ঠ

বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশের শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত বিখ্যাত।

গাঁই	গোত্র	নাম	কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চক হইতে কয় পুরুষ অন্তর
সিহরী	শাণ্ডিল্য	স্বর্ণরেখ	১১শ
চম্পটী	ঐ	আদিমাধব	ঐ
নন্দনাবাসী†	ঐ	মৌনভট্ট	ঐ
কুড়মুড়িয়াল	বাৎস্য	হরিহর	৬ষ্ঠ
ভাড়িয়াল	ঐ	দিবাকর	ঐ
কালীহাইগাঁই	ঐ	জয়মণি ‡	৭ম
শিমুলী	ঐ	বিশ্বম্ভর §	
জামরুখী	ঐ	বিশ্বপতি §	৭ম
আকাশগাঁই	কাশ্যপ	গুণাকর	৯ম

যে ভবদেব ভট্টের দশ সংস্কার-পদ্ধতি সর্ব্বত্র সমাদৃত, সে ভব-

---

* সাস্তাল।

† এই বংশে কুল্লুক ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন।

‡ বাৎস্য বংশে শক্তিধর, মুকুন্দ মিশ্র, কন্দর্প ও শশিধর প্রভৃতি জয়মণি মিশ্রের ভ্রাতৃবর্গ। সমান পর্য্যায়ের লোকগুলি পরস্পর ভ্রাতা।

§ বিশ্বম্ভর ও বিশ্বপতি লক্ষ্মীধরের পুত্র।

দেব ভট্টকে বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রের শাসনানুসারেকান্ত কুব্জা-গত দ্বিজপঞ্চকের কাশ্যপগোত্রীয় সুসেনের অধস্তন দশম পুরুষ বলিয়া নির্ণয় করে। রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বিভাগ-কালে তিনিই রাঢ়ী-দিগের অগ্রণী হইয়াছিলেন। তাঁহার সহোদর স্বর্ণরেথক বারেন্দ্র বংশের অগ্রণী হন।* ইহা সত্য নহে। ক্রোড়পত্র ৫৯পৃঃ দেখ।

উত্তর বারেন্দ্র।

রংপুর জিলার বোদাচাকলা অঞ্চলে ও দিনাজপুর জিলার গঙ্গারামপুর ও পোর্ষা থানার অন্তর্গত কোঁচকুড়লিয়া অঞ্চলে উত্তর বারেন্দ্র নামে এক বিভিন্ন সম্প্রদায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আছেন। ইহাঁরা দক্ষিণ বরেন্দ্রভূমির বারেন্দ্র হইতে এক্ষণে পৃথগ্‌ভূত। সুতরাং দক্ষিণ ও উত্তর এই উভয় সম্প্রদায়ের সহিত উভয়ের আদান প্রদান নাই। লঘুভারতের মতে উত্তর বারেন্দ্রগণ নিম্নলিখিত পাঁচ গোত্রে সম্বদ্ধ। যথা—১ম স্বর্ণকৌশিক, ২য় রজতকৌশিক, ৩য় ঘৃতকৌশিক, ৪র্থ কৌণ্ডিন্য-কৌশিক, ৫ম কৌশিক।

তত্রাদাবাগতঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাগতঃ পশ্চাদ্বিপ্রো রজতকৌশিকঃ ॥ ৫০ ॥

সুসেনস্যাভবদ্বংশো দশমঃ স্বর্ণরেথকঃ।
বারেন্দ্রো ভবদেবস্তু রাঢ়ীয়স্তৎসহোদরঃ ॥ ৩০ ॥
অদ্যাপি ভবদেবেন কৃতা সংস্কারপদ্ধতিঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে বরেন্দ্রে চ বর্ত্ততে দশকর্ম্মসু ॥ ৪০ ॥

কলীতিহাস, ২য় খণ্ড, বল্লালসেনোপাখ্যান। গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণের ভুল; ভবদেব স্বয়ং স্বকৃত গ্রন্থে সাবর্ণিগোত্রীয় লিখিয়াছেন।

এই সকল স্থানের বারেন্দ্রগণ লঘু ভারতের কথা গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা কহেন, তাঁহারা দক্ষিণ বারেন্দ্রদিগের জ্ঞাতি; উত্তর বারেন্দ্রে নিবাস জন্য উত্তর বারেন্দ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হন। বস্তুতঃ তাঁহারা কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণি, শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজ এই পঞ্চ-গোত্র-সম্ভূত; পঞ্চ-গোত্রাতিরিক্ত স্বর্ণকৌশিকাদি-গোত্র সম্ভূত নহেন। তাঁহারা কহেন, দক্ষিণ বারেন্দ্রদিগের মধ্য হইতে যে কয় ঘর কালক্রমে কার্য্যবশতঃ উত্তরে অবস্থান করেন, এবং দক্ষিণ বারেন্দ্রকুলে আদান প্রদানে বর্জ্জিত হয়েন; সেই কয় ঘর উত্তর বারেন্দ্র। যথা—কাশ্যপ গোত্রে ভাদুড়ী, করঞ্জ ও শিম্বী এই তিন ঘর। বাৎস্য গোত্রে কালায়ী, গৃহশোধনী ও মধুগ্রামী এই তিন ঘর। সাবর্ণি গোত্রে একমাত্র অন্নাশনী। ভরদ্বাজ গোত্রে গোপূর্ব্ব, রাই, কামাল, শিরশিম্বী, এই চারি গাঁই। শাণ্ডিল্যে চম্পটী, বাগ্‌চি, লাবড়, নন্দনাবাসী ও সিহরী এই পাঁচ গাঁই। এই ষোড়শ গ্রামীণের মধ্যে গোপূর্ব্ব, বাগ্‌চি, চম্পটী, নন্দনাবাসী, কালায়ী, করঞ্জ, গৃহশোধনী ও ভাদুড়ী, সর্ব্বসমেত এই আট ঘর কুলীন। অবশিষ্ট আট ঘর শ্রোত্রিয়। এই অংশে কাপের কপটতা প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইহাঁরা সরল প্রকৃতিক। *

কৌণ্ডিন্যকৌশিকঃ পশ্চাদ্‌ঘৃতকৌশিক-কৌশিকৌ।
এতে উত্তরবারেন্দ্রা উত্তরে চ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৫১ ॥

কুলৌতিহাস, ২য় খণ্ড, বল্লালসেন-প্রস্তাব।

* বল্লাল যবে করে রাঢ়ী বারেন্দ্র অংশ।
রাঢ়ী বারেন্দ্রে পায় এগার শত বংশ ॥

কেহ কেহ বলেন, কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীই কুসুমাঞ্জলির প্রণেতা। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী ঘটক, অদ্বৈত গোস্বামীর বৃদ্ধপ্রপিতামহ নৃসিংহ লাড়ুলীর সমসাময়িক লোক। ইঁহার নিবাস নিসিন্দা গ্রাম, জিলা রাজসাহী। সুতরাং ইঁহাকে

রাঢ়ে সাত শত সাড়ে, বারেন্দ্র চারি উন।
বারেন্দ্র সাড়ে তিন শ, সাড়ে সাত্রিশ রাঢ়ীগণ॥
রাঢ়ী-মধ্যে কতক আদানে অগ্রদানী।
বারেন্দ্র পাতকী রাজদণ্ডে নির্ব্বাসনী॥
মহাপাতকীর নাম নিতে আছে মানা।
সংখ্যামাত্র লেখা আছে কুলজ্ঞে জানা॥
ভোটে যায় ষষ্টিজন, মগধেতে তাই।
উৎকলে পঞ্চাশৎ, তুরঙ্গ (আসামে) তত পাই॥
মঘী মোড়ঙ (ত্রিপুরা চট্টগ্রামাদি) দেশে ত্রিশ মাত্র যায়।
নির্ব্বাসনের এই রীতি ভাটে কয়॥
এরা আদান প্রদানে সাতশতী দলে।
মিশে বৈদিক বারেন্দ্রে আর উত্তুরে বলে॥
কৌশিক, স্বর্ণকৌশিক, রজতকৌশিক।
ঘৃতকৌশিক, আর যে কৌণ্ডিন্যকৌশিক॥
পঞ্চ দ্বিজ সপ্তশতী মেশে উত্তরেতে।
উত্তুরে বারেন্দ্র যথা ঠেলা দক্ষিণেতে॥
বারেন্দ্রেরে কন্যাদানে কৌশিকাদি বংশ।
ক্রমে দক্ষিণে দিয়ে হয়ে যায় ধ্বংস॥
আজি উত্তুরে বারেন্দ্র কাশ্যপাদি গোত্র।
যেহেতু কৌশিকাদি আর নাই যে তত্র॥

কুলজ্ঞ এককড়ি রায় সংগৃহীত কারিকা, বাঙ্গালা ক্ষিতীশ-বংশাবলী-প্রণেতা, নদীয়া-রাজের প্রধান অমাত্য, দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায় প্রদত্ত।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক কহিতে হয়। কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা উদয়নাচার্য্যকে এতদপেক্ষা প্রাচীনতম বলিয়া প্রতীতি হয়। মহামহোপাধ্যায় ই, বি, কাউয়েল সাহেব কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লিখন বলিয়া অনুমান করেন। কুসুমাঞ্জলির প্রকাশক উদয়নাচার্য্য কাশ্যপগোত্রীয় বারেন্দ্রকুলের ভাদুড়ী-গোষ্ঠী-সম্ভূত একথা অসম্ভব নহে।

আদিশূর ও সেনবংশের রাজত্বকাল।

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢগৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈব চ॥ ১॥
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যথা।
অমাত্যৈর্বন্ধুভিশ্চৈব মন্ত্রিভির্দ্বিজবৃন্দকৈঃ॥ ২॥
এতৈঃ সহ মহীপাল একদা স নিজালয়ে।
উপবিষ্টো দ্বিজান্ প্রষ্টুং ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ॥ ৩॥
কেন যজ্ঞেন ভগবৎপ্রীতির্ভবতি নিশ্চিতম্।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়ধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৪॥
ইতি শ্রুত্বা দ্বিজাঃ সর্ব্বে খর্ব্বীকৃতকলেবরাঃ।
কথয়ন্তি নৃপাগ্রে তু সর্ব্বে নিবৃ‍ত্তমানসাঃ॥ ৫॥
কেন কেন বিধানেন যজ্ঞো বা ক্রিয়তে বুধৈঃ।
বয়ং সর্ব্বে ন জানীমো বিধানং কীদৃশং ক্রতোঃ॥ ৬॥
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা চিন্তাযুক্তো মহীপতিঃ।
কিং করোমি ক গচ্ছামি বিললাপ পুনঃ পুনঃ॥ ৭॥
কান্যকুব্জাৎ সমানীতান্ দূতেন দ্বিজপঞ্চকান্।
বেদশাস্ত্রার্থাবগতান্ সর্ব্বযজ্ঞবিশারদান্॥ ৮॥

গোযানারোহিতান্ বিপ্রান্ খড়্গাচর্ম্মাদিভির্যুতান্।
পত্তিবেশান্ সমালোক্য বিষাদো জায়তে হৃদি॥ ৯॥
অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞ ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।
আশীর্ব্বাদার্থনির্ম্মাল্যং মল্লকাষ্ঠোপরিস্থিতম্॥ ১০॥
তদা কাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ ফলপল্লবসংযুতম্।
ইতি দৃষ্ট্বা নৃপস্তস্মিন্ কম্পান্বিতকলেবরঃ॥ ১১॥
স্তোত্রঞ্চ বহুধা তেষামকরোৎ স নৃপোত্তমঃ।
আসনং পাদ্যমানীয় দদৌ বিনয়পূর্ব্বকম্॥ ১২॥
উপবিষ্টা দ্বিজাঃ পঞ্চ তথাচ শূদ্রপঞ্চকাঃ।
রাজংস্তে কুশলং সর্ব্বং প্রোচুস্তেত্যবদৎ স তান্॥ ১৩॥
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
পূতঞ্চ ভবনং জাতং যুষ্মাকং গমনং যথা॥ ১৪॥
এবঞ্চ ক্রিয়তে স্তোত্রং পৃষ্ট্বানাৎ শূদ্রপঞ্চকম্।
যুষ্মাকং গোত্রমাখ্যা চ কিমর্থে বা দ্বিজৈঃ সহ॥ ১৫॥
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূত ভোঃ শূদ্রপঞ্চকাঃ।
ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্নামগোত্রকে॥ ১৬॥

পরিচয়—এই পুস্তকের ১২২ হইতে ১২৩ পৃষ্ঠের ১ হইতে ৯ কবিতা পর্য্যন্ত দেখ। এবং ১৭ হইতে ২৬ পর্য্যন্ত যোগকর।

ইতি শ্রুত্বা নৃপস্তত্র মনসা হর্ষমাগতঃ।
বিধানেনৈব নির্ব্বর্ত্তা ক্রতুঞ্চ ধর্ম্মসঙ্গতম্॥ ২৬॥
গ্রামং সুবর্ণং গাশ্চৈব বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
দক্ষিণার্থে দ্বিজাতিভ্যো প্রদদৌ স নৃপোত্তমঃ॥ ২৭॥
অত্র দেশে কৃতবাসাঃ সর্ব্বে চ দ্বিজপঞ্চকাঃ।
বহবশ্চ প্রজা জাতা নানাদেশনিবাসিনঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রুত্বা তেন ব্রাহ্মণেন সার্দ্ধং দূতান্ প্রেষ্য বহুমানপুরঃসরং ভট্ট-নারায়ণ-দক্ষ-শ্রীহর্ষ-ছান্দড়-বেদগর্ভইতি পঞ্চকান্ পত্নীভিঃ সহিতান্ সাগ্নিকান্ যজ্ঞোপকরণসামগ্রীসংযুতানানীয় নবনবত্যধিকনবশতশতাব্দে প্রাগুপকল্পিত-

বাসে নিবেশয়ামাস। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্।

অথ কান্যকুব্জে বিদিতপ্রভাবক্ষিতীশনামনরেন্দ্রপুত্রস্য ভট্টস্য লোকাতীতকর্মভিঃ ভৃশং পরিতুষ্টো রাজাহ। ময়া কিয়ন্তো গ্রামা দীয়ন্তে, কৃপয়া তান্ গ্রহীতুমর্হসি। ভট্টঃ প্রাহ, দুষ্প্রতিগ্রহা গোহিরণ্যতিললৌহাদিসহিতা গ্রামা ময়া ন গ্রহীতব্যাঃ। রাজাহ, অনুগৃহীতেন কিঙ্করেণ ময়া তদা কিং কর্ত্তব্যং? মম পারলৌকিকসদ্গতির্বা কথং ভবিষ্যতি? ইতি শ্রুত্বা ভট্টঃ পুনরাহ। মম ধনানি বহুনি বিদ্যন্তে, তৈর্যা কতিচিদ্গ্রামাঃ ক্রীয়ন্তে, ভবতা বিক্রীয়তাং, ভবতো যদি মমোপকারে বাঞ্ছাস্তি, তত্রৈব সমুচিতোপকারঃ ক্রিয়তাম্। শ্রুত্বা রাজাহ, তথৈবাস্তু। ততঃ স্বল্পেন মূল্যেন বহবো গ্রামা বিক্রীতাঃ। তে চ গ্রামাঃ প্রতিবর্ষলক্ষবাকরা গ্রামান্তরলক্ষবাকরৈর্বর্দ্ধিতাঃ। ভট্টেন চ ক্রীতা গ্রামাশ্চতুর্বিংশাধিকত্রিশতবর্ষান্ নিষ্করং ভুঞ্জ্যন্তে স্ম। ইতি ক্ষিতীশবংশাবল্যাং প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ভট্টনারায়ণ হইতে একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত নিষ্কর রাজ্য ভোগ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রত্যেকের সময়-গণনা আছে।

কেয়ুর ইতি প্রসিদ্ধে গ্রামে গোপানাং বহুনামধিষ্ঠানমতঃ প্রসঙ্গতঃ কৃষ্ণনামস্মরণাদ্যর্থঞ্চ তদ্গ্রামস্য কৃষ্ণনগরেতি সংজ্ঞাং চকার।

ক্ষিতীশবংশাবলী। সপ্তম পরিচ্ছেদ। রুদ্ররায়-প্রকরণ।

আদিশূরের সময়-নিরূপণ।

পাঁচ গোত্রে পাঁচ ঋষি, দারাপত্যে আসি বসি,
আদিশূরে করে আশীর্ব্বাদ।
সেই আশীর্ব্বাদের ফলে, পুত্র কন্থা জন্মে কালে,
দেবাস্থরের ভাঙ্গে বিবাদ ॥ ১ ॥
বঙ্গেতে ভূদেব যত, যজ্ঞাদি না ছিল জ্ঞাত,
কারণ তাহার এইমাত্র।

বৌদ্ধেরা বুদ্ধিতে দড় কহে অহিংসাই বড়,
হাঁ-ক্রিয়ায় ইনি কর্ত্তা-মাত্র ॥ ২ ॥
দ্বিজ যদি ভয় পায়, মন্ত্রতন্ত্র সব যায়,
বেদ যজ্ঞে কে করে রক্ষণ।
আদিশূর নৃপমণি, মনে মনে তাই গণি
বঙ্গেতে দ্বিজে করে ঈক্ষণ ॥ ৩ ॥
নাহি পেয়ে ক্রিয়ালেশ, পত্রী লেখে দ্বিজ-দেশ,
কান্যকুব্জ-ভূপতি-সমীপ।
কান্যকুব্জ নরপতি, ভূলোকেতে শচীপতি,
দেয় ব্রহ্মর্ষি-পঞ্চ-প্রদীপ ॥ ৪ ॥
শুভ ক্ষণ শুভ তিথি, যে অঙ্কের নাস্ত গতি,
ত্রিরাবৃত্তি, তার মাঘ মাসে।*
শুক্লার পুষ্যায় আসি, পঞ্চ ভৃত্য, পঞ্চ ঋষি,
প্রদীপ্ত করে রাজার বাসে ॥ ৫ ॥

---

* সময়-মীমাংসা।

স্বাভাবেনৈব যঃ ক্রুদ্ধো দ্বিগুণাদন্ততোঽপি বা।
ন জহাতি নিজং ভাবং নবমাঙ্ক ইবেশ্বরঃ ॥ ভাস্করাচার্য্য।

৯ × ২ = ১৮ (১ + ৮ = ৯)।
৯ × ৩ = ২৭ (২ + ৭ = ৯)।
৯ × ৪ = ৩৬ (৩ + ৬ = ৯)।
৯ × ৫ = ৪৫ (৪ + ৫ = ৯)।
৯ × ৬ = ৫৪ (৫ + ৪ = ৯)।
৯ × ৭ = ৬৩ (৬ + ৩ = ৯)।
৯ × ৮ = ৭২ (৭ + ২ = ৯)।

গণক কহে মহারাজ, কোন্ দেশে কোন্ কাজ,
দ্বিজগণ করেন গণন।
কি কহ গণকরাজ, যুধিষ্ঠির-মতে কাজ,
ভারতে আছে যে নিরূপণ ॥ ৬ ॥
কাশীতে যখন উদয়, এ দেশে দু দণ্ড কয়,
অতএব সবিনয় করি।
জিজ্ঞাসে মহর্ষিচয়, কাহার বৎসর কয়,
গণয়ে কাহার মত ধরি ॥ ৭ ॥
দ্বিজ বলে সেই মত, বিক্রম যে মতে গত,
গণনা করি সৌর সংবত।
দেশে দেশে কাল, বেদ, তিথি, তারা হয় ভেদ,
অম্বুমুখ্যাক্রিয়া চান্দ্রগত ॥ ৮ ॥

৯ × ৯ = ৮১ (৮ + ১ = ৯)।
৯ × ১০ = ৯০ (৯ + ০ = ৯)। (শূন্য = অভাবপূরক মাত্র)
৯ × ১১ = ৯৯ (এখানে দুই অঙ্কেই ৯ আছে)
৯ × ১২ = ১০৮ (১ + ০৮ = ৯)।

এইপ্রকার যত গুণই কর না কেন, নবমাঙ্কের (অর্থাৎ ৯ এই অঙ্কের) প্রকৃতি কখনই পরিবর্ত্ত হয় না। সুতরাং এই নিয়মে "যে অঙ্কের নাস্তগতি, ত্রিরাবৃত্তি, তার মাঘমাসে" এই উক্তি দ্বারা ৯৯৯ বুঝাইতেছে। তৎপরে, ৮ম কবিতায় গণকের উক্তিতে সংবতের উল্লেখ আছে, অতএব ৯৯৯ বিক্রমাদিত্য সংবৎ হইল। ইহাই বঙ্গে কন্যাকুব্জীয় পঞ্চ মহর্ষি ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন-সময়।

হরধামের রাজগোষ্ঠী হইতে
বাঙ্গালা ক্ষিতীশবংশাবলী-প্রণেতা দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায় সংগৃহীত
হরি মিশ্রের ও এড়ু মিশ্রের কারিকা দৃষ্টে

রাজভাটের কাহিনী

গণকে শুনায় তিথি নক্ষত্র করণাদি।
প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যো অভিবাদি॥
তাহে দেয় রাজভাট দামামায় ধ্বনি।
ইথে প্রজা ধর্ম্মে রত কৃত্যাকৃত্য গণি॥
ভাটেরে কোটাল কয় দিন-বিবরণ।
ভাট পাত্র মিত্রে তাহা করে প্রচারণ॥

*   *   *   *

রাজা বলে কহ পাত্র দিন-সমাচার।
পাত্র কহে বল নৃপ কব কি কাহার॥

*   *   *   *

লোকে বলে অপুত্রক এবে হলো রাজা।
এ দেশে কেমনে সুখে রহিবে এ প্রজা॥
যে জন অপুত্র হয় দত্তক পুত্র লয়।
কিন্তু রাণীর আছে সন্তানের সময়॥

*   *   *   *

রাজা বলে পুত্রেষ্টির কর অনুষ্ঠান।
পাত্র বলে কে বা আছে যাজক-প্রধান॥
যজ্ঞের কারণে দ্বিজে সংবাদ পাঠায়।
পুত্রেষ্টির কথা শুনে সবে মৌনী রয়॥
তখন অভাগ্য গণি মনে ম্রিয়মাণ।
পাত্র মিত্র মন্ত্র করে হয়ে আগুয়ান॥
পাত্র বলে লেখ পত্র কান্যকুব্জ দেশ।
ব্রহ্মর্ষি যথায় আছে অশেষ বিশেষ॥
তাহা শুনি রাজা হর্ষে করিল আদেশ।
পত্র লয়ে দূত যায় বৈজয়ন্ত (কাশী) দেশ
কান্যকুব্জ-মহাঋষি আসে বঙ্গে পঞ্চ।
শুভ ক্ষণে শুভ দিনে জ্ঞানের প্রপঞ্চ॥
পঞ্চ পঞ্চ গোত্র পঞ্চ সহ ভৃত্য পঞ্চ।

পক্ষ পক্ষ প্রাণে এক দেহে ভিন্ন পক্ষ ॥
যাত্রা-কালে নব নব নব দেখে দেশ ।
পথে পায় নব শস্য অশেষ বিশেষ ॥
মন প্রাণে হয় সুখ পেয়ে কত রত্ন ।
এখানে আসিতে আর না হয় অযত্ন ॥
নব নব নবত্ব উদয় মনে হয় ।
কৈ কবি নবরত্ন বিক্রম এ সময় ॥
কহে, কাটালাম আজি আয়ু কত দিন ।
ভৃত্য কহে, বিক্রমেতে কেন হও ক্ষীণ ॥
বৃদ্ধ বলে, আজ্ঞা করি ঘটপট শব্দ ।
বিক্রমের উন বর্ষ দশ শত অব্দ ॥
হাত ঘুরাইয়ে ঘুলো, বলে জেনো নাহি ভুলো,
তাদের আগে আসে অত্র পিতা ।
এ সব হরি মিশ্রের, আর যে এড়ু মিশ্রের,
পুথি দেখে ভাটের লেখা কথা ॥

সমস্ত বংশের যথাযথ কৌলীন্য স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং কুলজ্ঞদিগের গ্রন্থগুলির বচনকে বিশ্বাস যোগ্য জ্ঞান করিতে হয়। রাজেন্দ্রলাল শেষ বয়সে বধির হইয়াছিলেন। উক্ত মহাত্মাকে আমি কহিয়াছিলাম যে বারেন্দ্র ভূমের কুলজ্ঞ শ্রেষ্ঠগণের অনেকের মুখে যে কারিকা শুনিয়াছি তাহার একটী আদর্শ মুর্সিদাবাদের একজন কুলজ্ঞের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা এই—

এবং বল্লাল সেন প্রস্তাব দেখ ৩১৫ পৃঃ ।

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ইণ্ডোএরিয়ান নামক ইংরাজী পুস্তকের ১৩শ অধ্যায় ২৪১পৃঃ লেখা আছে যে বীরসেন ১। পুত্র সামন্ত, ২। পৌত্র হেমন্ত ৩। প্রপৌত্র বিজয় ৪। বৃদ্ধ প্রপৌত্র বল্লাল ৫। লক্ষ্মণ অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র ৬। মাধব বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ ৭ম। কেশব ভ্রাতা ৭ম। অশোক ৮ম। এই তালিকা দ্বারা তিনি সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রমাণকে অতি দুর্ব্বল বলেন বস্তুত তাঁহারই প্রমাণ অতিক্ষীণ; যেহেতু কৌলীন্য মর্য্যাদা, কান্তকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের

অধস্তন একাদশ ১৩শ, দশম ৮ম ৭ম ও পঞ্চমে সংস্থাপিত হইয়াছিল; তদ্দ্বারা কুলজ্ঞদিগের কারিকা গুলিকে উপেক্ষা করা যায় না তাঁহারা ধারা বাহিক পূর্ব্বপুরুষের নাম নির্দ্দেশ পুরঃসর সমস্ত বংশবর্ণন করিয়াছেন। তাহা দেখ।

আদিশূর।

১ আদিশূর (৯০০ খৃঃ –৯৫২খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্বকাল।)

২ (পুত্র) ভূশূর ও (পুত্রিকা কন্যা) লক্ষ্মী (৯৫২—৯৭০)

৩ অশোক সেন (৯৭০—৯৮১)

৪ শূর সেন (৯৮১—৯৯৪)

৫ বীর সেন (৯৯৪—১০১২)

৬ সামন্ত সেন (১০১২—১০৩০)

৭ হেমন্ত সেন (১০৩০ ১০৪৮)

৮ (বিম্বক্ সেন) বিজয় সেন (১০৪৮—১০৬৬)

৯ বল্লাল সেন (১০৬৬—১১০১)

১০ ১ম লক্ষ্মণ সেন (১১০১—১১২১)

ভাই বলে
১১ মাধব সেন (১১২১ –১১২২)
১২ কেশব সেন (১১২৩—১১২৩)

১৩ লক্ষ্মণের বা ২য় লক্ষ্মণ সেন (১১২৩ –১২০৩ খৃঃ পর্য্যন্ত)

ইহাঁরই নাম লক্ষ্মণনারায়ণ।

বল্লাল কর্ত্তৃক কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদত্ত হয়।

সেনবংশাবলী।

ভূশূর নামক পুত্র আদি নৃপতির।
মুনিপঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যাঁর স্থির॥
ভূশূরে না দেখি পুত্র আদি নৃপমণি।
নিজ তনয়া লক্ষ্মীকে পুত্রিকায় গণি॥
তাঁহার তনয় দেখি যান স্বর্গপুর।
পুত্র বা কন্যার পুত্র নাহি কিছু দূর॥
অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপতির।
তাঁহার তনয় হন শূর সেন ধীর॥
যাঁহার ঔরসে জন্মে বীর সেন রায়।
তাঁহার পুত্র ভূপ সামন্ত নাক তায়॥
সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন।
বিশ্বক্, ভাত বলি যারে করে বন্দন॥
কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্য-বংশে এক পাই সমাচার॥

আদিশূরের বংশ ধ্বংশ সেনবংশ তাজা।
বিশ্বক্ সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা।

বল্লাল নৃপের পুত্র নামেতে লক্ষ্মণ।
মাধব তাঁহার পুত্র বুদ্ধি বিচক্ষণ॥
কেশব ভূপতি হন মাধব-তনয়।
আরকতিগ্রন্থমতে কেহ বলে তায়।
তাঁর সুত নারায়ণ লক্ষ্মণ সে হয়॥
যাঁর গুণ গান দ্বিজ-পঞ্চের সন্তান।

রাজবল্লভ তাঁহার করে ধ্যান জ্ঞান ॥
পরগণে বিক্রমপুর রাজার নগর।
সেই স্থানে বাস করে বৈদ্যকুলবর ॥

রামজয়কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকা।

কৌলীন্য।

অধিকাংশ লোকেরই সংস্কার আছে যে, বল্লালের পূর্ব্বে ধরাতলে কৌলীন্য ছিল না। তিনিই প্রথম কৌলীন্য-সৃষ্টি করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। মনুর সময় হইতেই কৌলীন্য দেখা যায়। মনুর কন্যা দেবহূতির সহিত কর্দ্দম মুনির বিবাহ হয়। কর্দ্দম মুনির নয়টী কন্যা জন্মে। মনু উহাদিগের প্রত্যেকটীকেই এক এক ব্রহ্মর্ষির করে সম্প্রদান করেন। তদবধিই কৌলীন্য-সৃষ্টি।

এ সকল পুরাণ কথা পুরাণেই থাকুক। ঈদানীন্তন কালের কথা বলা যাউক। বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য দেশেও কৌলীন্য আছে। সেখানে বল্লালের অধিকার ছিল না। সেখানে কেমন করিয়া কৌলীন্য প্রবেশ করিল? অতএব অবশ্য বলিতে হইবে যে, কৌলীন্য পূর্ব্বাবধিই আছে।

উত্তরকালে গৌড়মণ্ডলের বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য লোপ না হয়, এই মানসেই বল্লাল নবগুণ বিচার করিয়া কৌলীন্য ব্যবস্থাপন করেন। গুণ না থাকিলেও যে ধারাবাহিক পুরুষগণের কৌলীন্যমর্য্যাদা বঙ্গীয় দায়াদদিগের মধ্যে সংক্রান্ত হইবে, এরূপ অভিপ্রায় ছিল না।

সে যাহা হউক, অন্য দেশের ব্রাহ্মণগণ-মধ্যে কাহারা কুলীন বলিয়া খ্যাত, উহা দেখা যাউক।

প্রথমতঃ, যাঁহারা পুরুষপরম্পরায় সদ্‌গুণসম্পন্ন, তাঁহারাই কুলীন-পদবাচ্য।

দ্বিতীয়তঃ, নিম্নলিখিত উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গ কুলীন। যথা—আচার্য্য, ত্রিবেদী, ত্রিপাঠী, দশাশ্বমেধী, ভট্ট, উপাধ্যায়, মিশ্র প্রভৃতি উপাধি গুলি কৌলীন্যব্যঞ্জক।

পঞ্চ-ব্রাহ্মণ-সন্ততিগণের মধ্যে ঐ সকল উপাধির কয়েকটী দৃষ্ট হয়। যথা—শাণ্ডিল্য গোত্রে ভট্টনারায়ণ-সন্তান বরাহ ও নীপের বাজপেয়ী উপাধি ছিল বলিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাজপেয়ী উপাধি গ্রহণ করেন। এক্ষণেও ঐ বংশের যে ব্যক্তি রাজসিংহাসনে আসীন হন, তিনি বাজপেয়ি রূপ পৈতৃক সম্মান গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সাবর্ণি গোত্রে শিশু গাঙ্গুলির পিতার নাম কুলপতি; * আমরা বিবেচনা করি, উহা তাঁহার উপাধি।

কাশ্যপ গোত্রে বহুরূপ চট্টোপাধ্যায়ের পিতার উপাধি অধ্বর্য্যু ছিল; তদনুসারে তাঁহাকে অধ্বর্য্যু শ্রীকর চট্টোপাধ্যায় কহা যায়।

বাৎস্য গোত্রে গোবর্দ্ধনাচার্য্যের পিতার নাম নীলাম্বর আচার্য্য।

ভরদ্বাজ গোত্রে উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের পিতার নাম কোলাহল বা কোলাই সন্নাসী; ইহাঁর উপাধি উপাধ্যায়।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলেও এরূপ উপাধি দেখা যায়। যথা বারেন্দ্র কুলের সাবর্ণ গোত্রের আদিপুরুষ পরাশরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ নারায়ণের উপাধি অগ্নিহোত্রী।

শাণ্ডিল্য গোত্রের নারায়ণ ভট্টের পুত্র আদিগাঁই

---

* মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ স বৈ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥ রত্নকোষ।

নামক পুত্রের উপাধি ওঝা। ওঝা শব্দটী উপাধ্যায়ের অপভ্রংশ মাত্র।

কাশ্যপ গোত্রের আদিপুরুষ সুসেন হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ স্বর্ণরেখক ও ভবদেবের উপাধি ভট্ট; ঐ মতে ইনি রাঢ়ী।

ভরদ্বাজ গোত্রের আদিপুরুষ গৌতম্ হইতে ৮ম পুরুষ পশুপতির উপাধি অগ্নিহোত্রী দেখা যায়।

বাৎস্য গোত্রের আদিপুরুষ ধরাধরের প্রপৌত্রের উপাধি চতুর্বেদাস্ত ও দামোদরের উপাধি ওঝা।

উপাধ্যায়, ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য ও মিশ্র, এই চারিটি উপাধি বল্লালদত্ত মর্য্যাদার মধ্যে এখনও দেখা যায়।

অধুনা চাটুতি, মুখুটী, বাঁড়ুরী ও গাঙ্গুলি, উপাধ্যায়-সংজ্ঞায় অভিহিত হন। যথা চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়।

ঘোষাল, কুন্দ, পূতিতুণ্ড ও কাঞ্জিলাল, ইহাঁদিগের মধ্যে ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য ও মিশ্র উপাধি শ্রবণ করা যায়।

বারেন্দ্রদিগের মধ্যেও ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য ও মিশ্র * উপাধি আছে; উপাধ্যায় সংজ্ঞাও দেখা যায়।

স্বায়ম্ভুব মনুর সময় হইতেই উৎকৃষ্টজাতীয় সদ্‌গুণসম্পন্ন বরে অথবা সমানজাতীয় গুণসম্পন্ন বরে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা দেখা যায়। তৎকালে এরূপ ব্যবহার ছিল, উৎকৃষ্টজাতীয় সদ্‌গুণশালী বর পাইলেই কন্যা-সম্প্রদান করা হইত, কন্যার বয়ঃক্রমের প্রতি

* পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে জানন্ মিশ্র উদাহৃতঃ। মিশ্রী গ্রন্থ।

লক্ষ্য ছিল না। সদ্‌গুণশালী বরের অপ্রাপ্তি স্থলে নির্গুণ বরে কদাচ কন্যাদানের ব্যবস্থা দেখা যায় না।*

এক্ষণে এ সকল ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য হয় না। কুলীন-পুত্রই কুলীন। মেলবন্ধনের পূর্ব্বে এইরূপ এক একটী নির্দ্দিষ্ট উপাধি কুলগত ছিল না। তৎকালের উপাধিগুলি একব্যক্তিনিষ্ঠ ছিল। যথা—মুখটী বংশে গঙ্গানন্দ—ভট্টাচার্য্য। কাঁচনার মুখটী—অর্জ্জুন মিশ্র। ঐ কুলে গঙ্গানন্দ ভ্রাতৃপুত্র শিবের উপাধি আচার্য্য। এ কুলে যোগেশ্বরাদি—পণ্ডিত, তৎপিতা—হরি মিশ্র। বন্দ্যকুলে ধ্রুবানন্দ—মিশ্র, রামেশ্বর প্রভৃতি—চক্রবর্ত্তী। মুখকুলের প্রথম কুলীন উৎসাহ, পৈতৃক উপাধি উপাধ্যায় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তাঁহাকেই আদি কারণ ধরিয়া সকল কুলের আদান প্রদানের ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ হয়।

দেবীবর যে সময়ে মেলবন্ধন করিয়াছিলেন, তৎকালেও গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য ও যোগেশ্বর পণ্ডিত; মুখোপাধ্যায়কে কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া কুলমর্য্যাদার ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে মুখটীরা প্রকৃতি; অন্য বংশগুলি পাল্টী, সুতরাং গঙ্গানন্দাদির পূর্ব্ব পুরুষের উপাধি উপাধ্যায়রূপ প্রকৃতিতে বন্দ্য, চট্ট ও গাঙ্গুলি প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহাঁদিগের সকলেরই উপাধি প্রকৃতিগত উপাধ্যায় হয়।

---

* উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তমপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্‌যথাবিধি॥ দক্ষ সংহিতা।
সদৃশায় সমানজাতীয়ায়, কালাৎ প্রাগপি।
কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ মনু। ৯ অ ।৮৮ শ্লো।

সেই হেতুবশতঃ মুখটী, বন্দ্য, গাঙ্গুলী ও চাটুতি, এই চারি বংশ উপাধ্যায়-সংজ্ঞা যোগপূর্ব্বক নিজ নিজ কুলমর্য্যাদার কীর্ত্তন করেন। যথা, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায়। অন্যেরা ভট্টাচার্য্য।

অধুনা এই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া নবদ্বীপাধিপতিগণ আপনাদিগের বংশাবলী রায় উপাধি নিজ দৌহিত্র-কুলেও সংক্রান্ত করেন। তদবধি নবদ্বীপাধিপতির বংশের দৌহিত্র-কুলে আপনাদিগের উপাধির পূর্ব্বে বা পারে রায় সংজ্ঞা * কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত উপাধিগুলি নির্গুণ ব্যক্তি-দিগের পক্ষেই বিশেষ শোভা পাইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সার্ব্বভৌম, তর্কালঙ্কার, চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত, ঠাকুর প্রভৃতি উপাধি দ্বারা আপনাদিগের পরিচয় দিতেন। যথা সুসেন, দুর্গাবর, যোগেশ্বর, কামদেব প্রভৃতি 'পণ্ডিত' নামে বিশেষ খ্যাত। মধুসূদন 'তর্কালঙ্কার' নামে খ্যাত। বিষ্ণু প্রভৃতি 'ঠাকুর' রূপে পরিচিত। চট্টবংশে উদয় 'কুলবর', চন্দ্রশেখর 'বিদ্যালঙ্কার', লক্ষ্মীনারায়ণ 'সার্ব্বভৌম', রামভদ্র 'ন্যায়ালঙ্কার' ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ উপাধিতে প্রসিদ্ধ। অন্যান্য বংশেও এইরূপ।

ফুলিয়া মেল।

মুখবংশই বন্দ্যাদির প্রকৃতি, সুতরাং তাহাই অগ্রে লেখা গেল। মনোহর শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২২শ পুরুষ (২৭২ পৃষ্ঠ

---

* রৈ শব্দ স্থানে রায় আদেশ হয়; রৈ শব্দে ঐশ্বর্য্য বুঝায়। ঋগ্বেদ ও মুগ্ধবোধ কোষগ্রন্থ দেখ।

দেখ)। মনোহরের পিতার নাম লক্ষ্মীধর হালদার কার্য্যোপলক্ষ্যের উপাধি। মনোহরের বংশাবলী যথা—

(২২শ) মনোহর

সুসেনো জগদানন্দো গঙ্গানন্দঃ কুলে কৃতী। মিশ্রীগ্রন্থ।

(২৩শ) সুসেন, জগদানন্দ, গঙ্গানন্দ

(২৪শ) শিবাচার্য্য, ভবানী, কানাই

শিবাচার্য্যপুত্র (২৫শ) রামেশ্বর, গোপীশ্বর, রত্নেশ্বর

রামেশ্বর সুত (২৬শ) হরিবংশ, রঘুবংশ, যজ্ঞেশ্বর, রামদেব

(২৭শ) রমণ রাজবল্লভ। উলায় নিবাস, বন্দ্যা-রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পুত্র রঘুদেব ও রামদেবের সহিত পাল্‌টি।

(২৪শ) কানাই—ইহঁাকে ছোট্‌ঠাকুরও বলে। ইনি এ নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ।* অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ইহঁার পাল্‌টি প্রকৃতি ভাব। হুগলী জিলার হরিপালে ইহঁার বংশ বিরাজ আছে। রজনীকরী থাক।

---
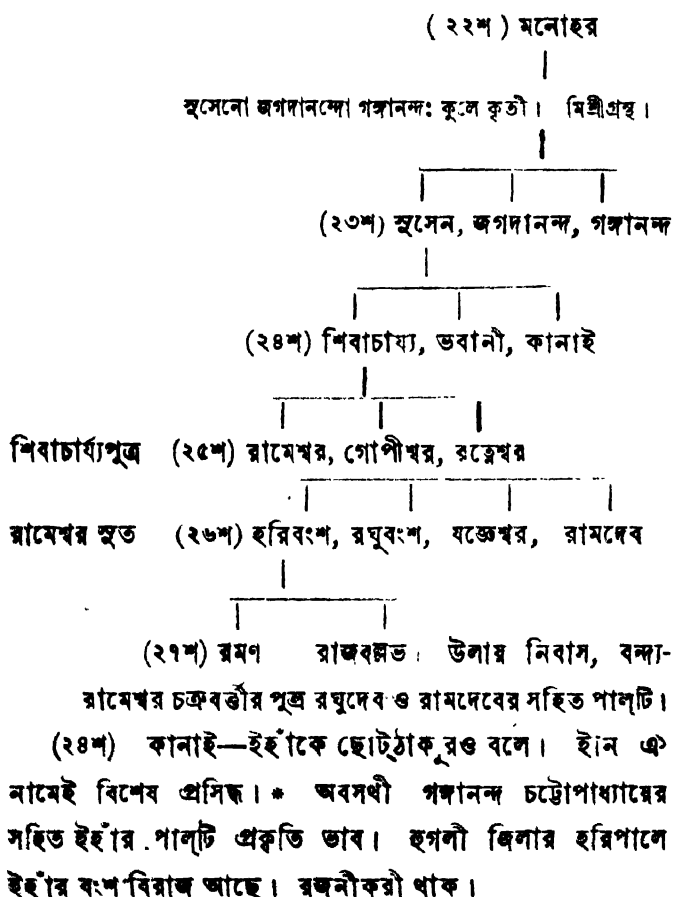
* কানাই ছোট্‌ ঠাকুর নাম সবে বলে।
অবসথী গঙ্গানন্দ যাঁর চরণ-তলে॥ মেলমালা।

(২৫শ) গোপীশ্বর ও রত্নেশ্বরের বংশাবলী রাঢ়দেশের অনেক স্থলে বিরাজ করিতেছেন।

ফুলের মুখুটি (২৩শ) গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য, ইনি মনোহরের পুত্র।
|
(২৪শ) রামাচার্য্য, ইহাঁর ছয় পুত্র।
|
(২৫শ) রাঘবেন্দ্র | কাশীশ্বর | বিশ্বেশ্বর | গোপাল | গোপীনাথ | পার্ব্বতী

রাঘবেন্দ্র →
(২৬শ) যাদবেন্দ্র | নীলকণ্ঠ প্রভৃতি। নীলকণ্ঠের সাত পুত্র
|
(২৭শ) রঘু | গঙ্গাধর | শ্রীধর | বিষ্ণু | রতি | রামেশ্বর | রাধাকান্ত

ইহাঁরা সকলেই সমানরূপে মান্য ও ঠাকুর নামে বিশেষ খ্যাত।

(২৫শ) গোপীনাথের চর দোষ। পার্ব্বতীনাথের বীরভদ্রী-দোষ।

(২৬শ) রাঘবেন্দ্রের পুত্র যাদবেন্দ্র সন্তানগণ কেশরকুনী ভাবপ্রাপ্ত, পরে ভঙ্গ। নদীয়া জিলার উলা গ্রামে অধিকাংশ ও মুর্শিদাবাদ জিলার গোঘাটা পাটিকাবাড়ীতে নিবাস।

(২৩শ) গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ফুলিয়ার সার।
যাঁহা হইতে মেল কুল হইল উদ্ধার॥ মেলমালা গ্রন্থ।

লভ্যো বন্দ্যাবতংসঃ কুশলমতিরভূৎ ভ্রাতৃযোগে হিরণ্য-
স্ত্রৈলোক্যাহরং পূর্ব্বদৃষ্ট্যা উদয়কুলবরোঽগ্যার্ত্তিগাং নীলকণ্ঠঃ।
গঙ্গাদাসঃ সুচট্টঃ পিতৃকুলনদৃশো যস্য ভদ্রোচিতা শ্রী-
র্গঙ্গানন্দঃ সুধীয়ো মুখকুলজলধেঃ পূর্ণচন্দ্রস্য ভাতিঃ॥ মিশ্রগ্রন্থ।

(২৫শ) গোপীনাথে লাগে ধন্ধ শোঁধা সৈকার পাকে।
গোপীনাথ করণে ধন্ধ শ্রীনাথেতে ডাকে॥
এই সে কারণে ধন্দ গঙ্গানন্দে পায়।
আদ্যরসে আর্ত্তিরসে নীলকণ্ঠে যায়॥

২৫। রাঘবেন্দ্র, কাশী, বিশু, কুলে কল্পতরু।
চরে গেল গোপীনাথ, বীরে গেল পারু॥ মেলমালা।

(২৪শ) রামাচার্য্য, তৎপুত্র (২৫শ) কাশীশ্বর, তৎপুত্র (২৬শ) রমানাথ, তৎপুত্র (২৭শ) মধুসূদন তর্কালঙ্কার। ইনি গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রতি বিষ্ণুদিগের সহিত সমান পর্য্যায়ের লোক।

রামাচার্য্যের চতুর্থ পুত্র গোপালের পুত্র (২৬শ) মহেশ পঞ্চানন। গোপালের অন্য পুত্র (২৬শ) মুরহর তর্কবাগীশ। উভয়েই রতি বিষ্ণুর পিতৃব্য পর্য্যায়ের ব্যক্তি।

রামাচার্য্যের পুত্র (২৫শ) বিশ্বেশ্বর, তৎপুত্র (২৬শ) লক্ষ্মী-নাথ, তৎপুত্র (২৭শ) রামগোবিন্দ, তদীয় পুত্র (২৮শ বলরাম ঠাকুর। ইনি রতি বিষ্ণুর ভ্রাতৃপুত্র পরিচয়ের লোক।

(২৭শ) ফুলের রাজা মধুসূদন, গঙ্গাধর পাছ।
রতি, বিষ্ণু সমভাব, আর সব কাছ॥
বিষ্ণুদ্বয়, বলরাম, উলায় রমণ।
বাঘাণ্ডায় রঘু, বিশু, সম ছয় জন॥
দোসর সোসার নাই, মুরহর একা।
কি জানি কাহার সঙ্গে কবে হয় দেখা॥
অষ্ট দলে অষ্টজন-মধ্যে বলরাম।
গোপীনাথ সহ নৃত্য করে অবিরাম॥ মেলমালা।

(২৬শ) কি কব যাদুর কুল, তিতে কল্লে আধা-মূল,
শ্রীধর সমান ছিল ডাক।
বিধি কুলে হৈল বাম, নৈলে কেন জয়রাম,
এখন কুলের এক থাকুক॥

মেলবন্ধনের কৌলীন্য। পরিশিষ্ট ১২৭ পৃঃ। [illegible]

তিন তুলসী কুশড়ো, খেয়ে রামেশ্বরের হুড়া,
কুলের কুণ্ডুী ভেঙ্গে গেল।
পঞ্চানন মুলো কয়, তেজীয়ান্ ন দোষায়,
উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পোলো ॥ ২য় পরিঃ ৪৪পৃঃ।

(২৬শ) নীলের তনয় সাত, পুরোজাত রঘু।
শ্রীধর, গঙ্গাধর, বিষ্ণু নয় লঘু॥
রতিকান্ত, রাধাকান্ত, আর রামেশ্বর (২৭শ)।
যাহা নিয়ে কুল গাই ফুলের ভিতর॥ মেলমালা।

মেলবন্ধনের কৌলীন্য।

মনোহরে তিন পুত্র কুলে মনোহর।
সুসেন জগদানন্দ গঙ্গানন্দবর॥
সুসেনের তিন—শিব, ভবানী, কানাই।
জগদার বংশ প্রায় স্বভাবেতে নাই॥
গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য কুলীনের সার।
যাঁহা হইতে মেলকুল হইল উদ্ধার॥
নীলকণ্ঠ পুত্রাত্মজ গঙ্গাতুল্য কুলে।
আত্তি, ক্ষেম্য সমান, তাহাতে সব মিলে॥
গঙ্গার বংশের কথা অতি মনোহর।
শিবাচার্য্য-দৃষ্টি তাতে আছে যে বিস্তর॥
নীলকণ্ঠ বহুবংশ ফুলিয়া ভিতরে।
কিছু কিছু তার আছে অংশ দূরান্তরে॥
ইহার লিখন তাহে নাহি প্রয়োজন।
মিশ্রগ্রন্থে আছে তার বিস্তার-কথন॥

যাহাদের বহু অংশ বাস করে যথা।
কুলীন-সমাজে সেই নাম হয় তথা॥
উলায় আছে যে কিছু শিবাচার্য্য-বংশ।
ঐ বংশ বহু স্থানে হইয়াছে যে অংশ॥
প্রায়শঃ জাহ্নবী-তটে যত আছে গ্রাম।
নবদ্বীপ আশ পাশ চতুঃপার্শ্বে ধাম॥
ইহাদের বহু পাল্‌টি বল্লালের দেশে (বিক্রমপুরাঞ্চলে)
যশোহর লইয়া স্থান জানিহ বিশেষে॥
ভবানীর বংশ গুলি হরিপালে হয়।
কানায়ের বংশ প্রায় জানহ উলায়॥
হরিপালে কানায়ের পাল্‌টি-দল বাসে।
সব মনোহর অংশ, এইমত ভাবে॥
খড়দহে এইরূপে বাস পরিণয়।
বিশেষ কিঞ্চিদ্‌বংশ খাসবাড়ী রয়॥
সর্ব্বানন্দী সর্ব্বত্র প্রায় ব্যাপিয়া রয়।
খড়দহ সহ বহু মিশ্রিত যে হয়॥
তাহাদেরে' বাস হয় ঐমত স্থান।
বল্লভীর বংশ কিছু শান্তিপুরে ধাম॥
সুরাই মেলের লোক সর্ব্বদেশে রয়।
শ্রীকর চট্টের সহ বহু পরিণয়॥
দক্ষিণ রাঢ়েতে হয় ঐ সব বংশ।
খানাকুলে আছে তার কিছু কুল-অংশ॥
নদীয়া-সমাজ-মধ্যে মহেশপুর গ্রাম।
তাহাতেও আছে বহু সুরায়ের ধাম॥

সুরায়ের ধাম শুড় তথায় বসতি।
শিমলাল বংশ হেতু কুলীনের গতি॥ কুলচন্দ্রিকা-
ধৃতকুলার্ণব।

কি কব আনায়ের কুল,　　কাশীনাথ সমতুল,
রমানাথ পাছে পাছে ধায়।
আছিল বাপের পুণ্য,　　কুলে হল অগ্রগণ্য,
রামাচার্য্য করিয়া সহায়॥ পরিশিষ্ট ১০৮ পৃঃ।

নাঁদাব বাঁড়ুরীর মেয়ে বল্লভের বিয়ে।
দুর্গাবর পাণ্ডতে নঁদা তারে বর দিয়ে॥
হিরণ্য-কারণে নাঁদা গঙ্গানন্দে যায়।
নীলকণ্ঠে আর্ত্তি করি দ্বন্দ-দোষে পায়॥
কাঁটাদিয়া শ্রীনাথ বন্দ্য ক্ষেম্য তার পরে।
মুলুকজুড়ি ভ্রাতৃবৃত্তি শিবাচার্য্য-বরে॥
এই সব দোষে কুলে গঙ্গানন্দে ঘোষে।
শ্রীনাথ হইল পাল্টি সমাশ্রগত দোষে॥

আসীত্রা মধরাপাঃ কুলকুলতিলক। নির্ম্মলো রাঢ়বঙ্গে
সদ্বৃত্তৈঃ সদ্বিচারৈঃ সমকুলসদৃশ নাস্তি কশ্চিৎ কুলীনঃ।
শ্রীগোপীনাথনামা অজককুলবরৈস্তুল্যগোবিন্দমুখ্যো
বিশ্রাম লব্ধকীর্ত্তিঃ কুলদলবিজয়ী সাগরে সেতুবন্ধঃ

মনোহর পঞ্চম মধ্যে বিষ্ণু বলরাম।
শ্রীধর গঙ্গাধর কুলে অনুপাম॥
কাশীর বংশেতে মধু পরম পণ্ডিত।
কুশময়ী কন্যা করে কুলে কৈল স্থিত॥
রমাই, রাজবল্লভ দুই হরিবংশ সুত। ক্রোড়পত্র ৭৭-৮০ পৃঃ।
ঐ সব ব্যক্তি যে হয় কুলে দণ্ডযুত॥

রঘু, রামেশ্বর, রাঘে নীলের তনয়।
উচ্চ পরিচয়, কিন্তু কুলে কিছু নয়॥
গোপীশ্বর, রত্নেশ্বর, ঠাকুর নাম যার।
যজ্ঞেশ্বর, রামদেব, সম ব্যবহার॥
গোপীনাথ বংশে হয় শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর।
কানাই যে ছোট পুত্র সেই ছোট্‌ঠাকুর॥
এই সব ঠাকুর-সন্তানে নাম গাই।
ইহার পাল্‌টি প্রায় এ দেশেতে নাই (রাঢ়দেশে)॥
রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর, রাঘব, রমাকান্ত।
গাঙ্গবংশ, চট্টবংশ হয় যে নিতান্ত।
বহু অংশ বাস করে বল্লালের দেশে (বিক্রমপুরাঞ্চলে)।
বন্দ্যাদির প্রিয় বংশ জানহ বিশেষে॥
হিরণ্য-সন্তান সব গয়ঘড় অংশ।
আর যত আছে সেও ভগীরথ-বংশ॥
সে সব পুরুষ হইতে নবম, দশম।*
বর্ত্তমানে চলে বংশ কুলের নিয়ম॥
অধিক বলিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।
ইচ্ছা থাকে দেখ গিয়ে মিশ্র গ্রন্থ তায়॥

পরিশিষ্ট ৫১—১০৫ পৃঃ।

কুলের পরিচয়।

দেবীবর যবে কুলে খাটাইল পাল্‌টি।
প্রকৃতি হইল ভারি, নাও পড়ে উল্‌টি॥

অনিষ্ঠার ট্যাকে গিয়ে কেটে যায় গুণ্‌টি ।
খজনায় ঠেক খায়, ভেঙ্গে যায় ছমুটি ॥
আনায়ের নায়ে দেয় ফুলিয়ার হাইল্‌টি ।
আছিল বাপের পুণ্য, শুধে গেল চাইল্‌টি ॥
ফুলিয়া, খড়দহ, আর বল্লভীর মুড়াটি ।
রাঙ্গা ছিল, তার আগে সর্ব্বানন্দে গুঁড়াটি ॥
চাঁদাই, মাধাই, বীজ, তিন বন্দ্যঘটীটি ।
ডুবু ডুবু করে তার তিনে তিন তরিটি ॥
সুরানন্দ, শঙ্করানন্দ, শুভরাজখানীটি ।
দেখিতে দেখিতে ডুবে আচম্বিতা, ছাম্বাটি ॥
শ্রিয়া সহ রঙ্গ, আর বর্দ্ধিনীর কায়াটি ।
দৃষ্ট নাহি হয় পারি, দেহাটীর দেহটি ॥
মালাধর, বিদ্যাধর, ধরাধর, ধারাটি ।
ঘোষ, বালী, চন্দ্রপতি, রাইমেল, সুভোটি ॥
ভৈরবের রব নাই, রাঘবের চটীটি ।
গোপালের চলে পাছে, আছে বলে পটীটি ॥
হরি মজুমদার ছিল সুসেনের নাতিটি ।
দেখিতে দেখিতে তার ভেসে গেল গাঁতিটি ॥'
বাঙ্গাল আচার্য্য আর প্রমোদের পটীটি ।
তির্য্য গ্‌গমনা হলো পণ্ডিতের গতিটি ॥
কাকুৎস্থ কোথায় গেল দশরথঘটীটি ।
ভাসিতে ভাসিতে কূলে ভেসে গেল চটীটি ॥
দ্বিতীয় লক্ষ্মণ যবে হলায়ুধে পায় ।
লক্ষণে লক্ষণা-ভেদে লক্ষণ মিশায় ॥

অগ্রে হইল কার্য্য, পরে শাস্ত্রটী ফুটিল।
গোবর্দ্ধন, হলায়ুধ পশ্চাতে মিশিল॥
গোবর্দ্ধন, বহুরূপ আদি সঙ্গী হয়।
সঙ্গীর সঙ্গেতে হল উচ্চ দলে যায়॥
উচ্চ দলে গিয়ে হল আকর্ষণ করে।
হলেতে কর্ষিয়া আনে নিজ অধিকারে॥
এই হেতু লিখিলাম দ্বিতীয় লক্ষণ
লক্ষণে লক্ষণা-ভেদ বুঝ বিচক্ষণ॥

পরিশিষ্ট ১১০—২০০ পৃঃ।

বীরভদ্রী বর্ণন এবং সপর্য্যায় দোষাক্ষেপ বিচার।

চৈতন্যক-ভাগবতে শ্রীঅনন্তধাম।
বাঢ়ে অবতীর্ণ হইল নিত্যানন্দ রাম॥
অবধৌত, নাহি ছিল জাতির কথাটী।
হরিবোল, দেয় কোল, এই পরিপাটী॥
মহাপুরুষের কার্য্য দোষ বলা নয়।
ইহা বলি কুলাচার্য্য কুলে রাখি দেয়॥ কুলচন্দ্রিকা-
ধৃতকুলার্ণব।

যথা স্মৃতৌ—

কৃতানি যানি কর্ম্মাণি দৈবতৈর্মুনিভিস্তথা।
নাচরেত্তানি ধর্ম্মাত্মা শ্রুত্বা চাপি ন কুৎসয়েৎ॥

মনোবংশ অবতংস মাধব পণ্ডিত।
দুহিতা গঙ্গারে বরি করিলেক হিত॥
গঙ্গা সে দেখায় পথ পার্ব্বতীর ওরে।
সেই সে বিবাহ করে বীরের সুতারে॥

পার্ব্বতী রামের সুত, রাম সুত কার।
গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ফুলিয়ার সার॥
ফুলের মূলেতে ভাল পর্য্যা পাণ্টি আঁটা।
লক্ষ্মীর অঙ্গেতে লাগে পার্ব্বতীর ছটা॥
হরিবরে লক্ষ্মীনাথ বীরভদ্রে যায়।
রাঢ বঙ্গে এই কথা কুলাচার্য্য গায়॥
কিন্তু লক্ষ্মীসুত-সুত বন্দ্য রামদাস।
পিতৃবরে পার্ব্বতীর পুরাইল আশ॥
প্রকৃতি তনয়া হলে পাণ্টির তনয়।
সম পর্য্যা হলে পরে পাত্রত্ব পায়॥
কোন কোন কুলাচার্য্য আক্ষেপ মানে না।
হরিতে লাগায় ছায়া, লক্ষ্মীতে বলে না॥
লক্ষ্মীনাথ লভ্য বন্দ্য আনাই-তনয়।
পর্য্যা-সম্বন্ধেতে লোহা-চুম্বকেতে ধায়॥
নিতাই-তনয় বীরভদ্র নাম তাঁর।
স্বনামে হইল তাঁর ভাবের সঞ্চার॥
সিন্দুরামল্লক গাঁই আছিল নিতাই।
অবধোত-কল্পতরু বন্দ্যবংশ গাঁই॥
বংশ গাঁই হলে করি কুল অপচয়।
উদাসীন হলে কভু জাতি নাহি রয়॥
উভয় বর্জ্জনে বীর শঙ্কেত হইল।
কুলাচার্য্য বটব্যাল রটনা করিল॥ কুলকল্পতরু।

* কশ্চিৎ বড়ালঃ, কশ্চিৎ সিন্দ রায়ল-বন্দ্যাঃ,
ইতি দ্বিধাতো বীরভদ্রী শঙ্কেতঃ।

শত শত লোক ক্রমে বীরভদ্রী পায়।
বীরে পাক্ বীর-রসে নিকষ বোগায়॥
বীর-রসে ধীর-রস করিল আশ্রয়।
নিষ্ঠাবৃত্তি মধ্যে দেখি রসাভাস হয়॥
দ্বিজরাজ চক্রবর্ত্তী কারিকা ভাষায়।
কুলার্ণবেতে নব ভাবের উদয়॥ কুলচন্দ্রিকা।

বীরচন্দ্রসুত—গোপীজনবল্লভ, রামচন্দ্র এবং রামকৃষ্ণাদি যত।
বাস রাঢ়ে নোতা, বীরচন্দ্রপুর, এবং খড়দহে কত॥

বর্ত্তমান কালে দ্বাদশ ত্রয়োদশ পুরুষের মধ্যেই বংশ চলিতেছে। ধ্রুবানন্দাদি কুলজ্ঞগণ আক্ষেপ-বিষয়ে যাহা কহেন, তাহা এই—

কার্য্যারম্ভস্য প্রাক্ক্ষণানবচ্ছেদে কার্য্যসামানাধিকরণাভাবা-প্রতিযোগিত্বম্ আক্ষেপস্য কারণত্বম্।

এই কারণে পিতা ভাবান্তরীয় পুত্রের বিবাহকার্য্য সামানাধিকরণে নান্দিমুখ বৃদ্ধ্যাদি-শ্রাদ্ধ এবং বিবাহসভায় প্রবেশ করিবেন না; করিলে সেই কার্য্যের কারণ-কূট-সমূহের এক কারণীভূত হইয়া আক্ষেপ নামক দোষ পাইয়া থাকেন।

বীরভদ্রের পিতা নিত্যানন্দের সন্ন্যাস গ্রহণ হেতু জাতি ছিল না। সুতরাং তিনি নীচজাতীয়া কন্যা বিবাহ করেন এবং অনাচরণীয় শূদ্রের অন্ন পর্য্যন্ত খাইতেন। উদ্ধারণ দত্ত সুবর্ণ-বণিক ইহাঁর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। উদ্ধারণ হইতেই নিত্যানন্দ-পরিবার-মধ্যে স্বর্ণবণিক্ শিষ্য চলিতেছে।

সুবর্ণ বণিক্ ছিল দত্ত উদ্ধারণ*।
সর্ব্বভাবে নিতায়ের সেবিল চরণ॥ (১৯৯ পৃ, দেখ।)
চৈতন্যচরিতামৃত, আদিখণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।

---

* ইনি ত্রিবেণীর নিকট সপ্তগ্রামে ১৪০৩ শকে জন্মগ্রহণ করেন।

কাটোয়াঁর উত্তর উদ্ধারণপুর নামক স্থানে ৺গঙ্গাতীরে উক্ত দত্তের একটী বাঁধা প্রাচীন ঘাট ছিল এবং শ্রীবিগ্রহ-সেবা আছে, শুনা যায় ঘাটটী মৃত্তিকায় মগ্ন হইয়াছে।

ক্রোড়পত্র ৬৩ পৃঃ গাঙ্গ বা গাঙ্গুলি বংশ।*

আমাটে বসতি, গাঙ্গ-কুলপতি,
শিশু তাহার তনয়।
হলধর পরে, হয় গদাধরে,
আয়ুধ মহাশয়॥
বিনায়ক-বরে, শিব নাম ধরে,
পুরুষ উত্তম-মতি।
ভৈরব শ্রীধরে, নীলকণ্ঠ অপরে,
পরে জাত শ্রীপতি।
রামনাথ রাঘব-জাত, রামচন্দ্র মহামত,
হরিরাম নাম, বাস বেগে গ্রাম,
পরে বলিব সন্ততি॥ * কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে।

শ্রীপাদসমুদ্রনামক বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহার বিষয় বিশেষ বর্ণিত আছে। যথা—

শ্রীকর-নন্দন, দত্ত উদ্ধারণ, ভদ্রাবতী-গর্ভ-জাত।
ত্রিবেণীতে বাস, নিতায়ের দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিত॥
স্বর্ণের বাণিজ্য, স্বজাতীয় কার্য্য মলপ্রায় ত্যাজ্য করি।
পুত্র শ্রীনিবাসে রাখিয়া আবাসে, হইলা বিবেকাচারী॥
নীলাচল-পুরে, প্রভু মিলিবারে, সদা ইতি উতি ধায়।
আশা-বলি করে. ভিখারী হইয়ে. প্রসাদ মাগিয়া খায়॥

সাবর্ণি-গোত্রে বেদগর্ভ-বংশ।

ক্রোড়পত্র ৬৩ পৃঃ মতান্তর দেখ।

(১) বেদগর্ভ, (২) বীরভদ্র কুলপতি, (৩) শোভন, (৪) শৌরি, (৫) পীতাম্বর, (৬) দামোদর, (৭) কুলপতি, (৮) শিশু, (৯) আয়ু, (১০) হল, (১১) গদাধর, (১২) আয়ু, (১৩) নিহ্নো বা বল, (১৪) শিব, (১৫) পুরাই বা পরমেশ্বর, (১৬) ভৈরব। ভৈরবের তিন সন্তান—শ্রীধর, বিশ্বম্ভর ও রাঘব (ইতি সর্ব্বানন্দী মেলের পাল্‌টি)। রাঘবের ছয় পুত্র—কাশীনাথ, গৌরী, রঘুনাথ, লক্ষ্মীনাথ, যদু ও দৈবকীনাথ। (১৭) শ্রীধরের পুত্র (১৮) নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলি * খড়দহ মেলের প্রথম কুলীন। নীলকণ্ঠ পুত্র (১৯) শ্রীপতি, ইহাঁর পুত্রদ্বয়ের নাম রামনাথ ও জানকীনাথ। (২০) জানকীনাথের সহিত ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদির পাল্‌টি-প্রকৃতি-সম্বন্ধ। রামনাথের পুত্রের নাম রাঘব। (২১) রাঘব হইতে বেগর বটব্যাল বা বড়াল-সংজ্ঞা প্রসিদ্ধ। ইহাঁর পুত্র-চতুষ্টয় হইতে বেগর গাঙ্গুলি-সংজ্ঞা হয়। রাঘবের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাটের গাঙ্গুলি বলিয়া খ্যাত। বেগর গাঙ্গুলি-চতুষ্টয়ের নাম যথা—(২২) রামচন্দ্র, রঘুনাথ, শ্রীকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ। রামচন্দ্র সুত রামনারায়ণ ও হরিরাম। (২৩) হরিরাম-সুত আত্মারাম, রত্নেশ্বর, রামজীবন, রঘুদেব, সন্তোষ, বিনোদ ও রমাকান্ত। (২৪) আত্মারাম-সুত রাজারাম, সন্তোষ, সৃষ্টিধর, আনন্দিরাম, উদয়রাম, বিনোদরাম, নন্দদুলাল ও বৈদ্যনাথ। রমাকান্ত সুত (২৫) সুধারাম, উদয়চাঁদ, রূপরাম ও সীতারাম। (২২) শ্রীকৃষ্ণ ফুলিয়া দলে পাল্‌টি প্রকৃতি-সম্বন্ধে সংযুক্ত হয়েন।

---

* (১৮) নীলকণ্ঠের ভ্রাতৃপুত্রগণের সন্তান হইতে আমাটের গাঙ্গুলি দিগের সন্তান প্রসিদ্ধ; অর্থাৎ সকলেই বংশজ।

আত্মারামের অনন্তরায়, রমাকান্তের উদয়।
গয়ঘড়ে হিরণ্য বন্দ্য, উদয় কুলবর, চৈতলে আনাই ॥
কুলার্ণব।

অবসথী কি, তাহার বর্ণন।

আর্ত্তি কুল হলে পরে শিরোভূষা হয়।
ক্ষেম্য কুল পাদভূষা কুলাচার্য্যে কয় ॥
গাহীর বংশেতে দেখি নিয়ত আর্ত্তিত্ব।
স্পর্শমণি-স্পর্শে যথা লৌহের স্বর্ণত্ব ॥
সর্ব্বেশ্বর হয় সে যে গাহীর সন্তান।
অবসথ যজ্ঞ করি কুলে মহামান ॥
একে ত সাগ্নিক দ্বিজ, তাহে কুলে আর্ত্তি।
আহিত-বংশেতে যার ক্ষেম্য পরিবৃত্তি॥
বহুরূপ তুল্য যবে করিল লক্ষ্মণ। (রাজা)
তদবধি পর্য্যা-সম হন বিচক্ষণ ॥
গাহী-পিতা হন সেই চট্ট বহুরূপ।
সর্ব্বপিতামহকুলে তাঁহারই স্বরূপ ॥
যদবধি কুলাচার্য্য কুলেরে লিখিবে।
সর্ব্বকুলে আর্ত্তি গাহী-বংশটী পাইবে ॥
কিন্তু মধু গঙ্গানন্দ সকলের সার।
খড়দা ফুলিয়া মেলে মুখ বদ্ধ যার ॥
কুলচন্দ্রিকা ধৃতকুলার্ণব।

বর্ণব্রাহ্মণ-প্রকরণ।

কিছু পর দেবীবর করিয়া মনন।
পশ্চিম রাঢ়েতে গতি করিল তখন॥
পথিমধ্যে দেখে কিছু উপবীতধারী।
লাঙ্গল চালায় তারা হয়ে কৃষিকারী॥
ঘটক পুছিল নাম, কি বা গাঞি ধর।
আহিতাদি উনবিংশ করিল উচ্চার॥
দেবী বলে আমি হই বাঙ্গাল-কুলাচার্য্য।
কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করি বিবাহের কার্য্য॥
তাহাতে কহিল মাত্র সগোত্র ছাড়িয়া।
বিবাহ ব্যবহার হয় ব্রাহ্মণ দেখিয়া॥
এই কথা দেবীবর শুনিল যখন।
একেবারে করে সেই দেশ বিবর্জ্জন॥
তাহারা হইল শেষে দেবীবর-ছাঁটা।
যেমন দেবতা হন বিরূপাক্ষ কাটা॥
তাহাদেরি কিয়দংশ হইল দেবল।
বেতনেতে দেবপূজা করয়ে কেবল॥
অপরাংশ মধ্যে তার হইল বড় গোল।
মানের শূন্যতা দেখি ফিরাইল ভোল॥
কিছু কিছু হইল তার বর্ণ-পুরোহিত।
কিয়দংশ অগ্রদানে হইল পতিত॥
কিছু তার অংশ মধ্যে ভাটে মিশাইল।
এইমত সূত্রক্রমে বঙ্গে আসে গেল॥

আদিবংশ পরিচয়ে চেনা কিছু ভার।
বংশ-ব্যবসায় দেখে করহ বিচার॥
দেবীবর-কৃত এই মহাকার্য্য হৈল।
গুণময় পদার্থের বিচার করিল॥
ইতি হরিমিশ্রকৃত বর্ণব্রাহ্মণাদ্যধ্যায়।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সাময়িক কুল।

সাময়িক কুলে করি ভাবের প্রসঙ্গ।
কিমতে কুলীনগণ কুলে করে সঙ্গ॥
ঘণ্টা, ডিণ্ডী, চোৎখণ্ডী, মুণ্ডে দেয় কর।
কুলোভেতে হয় লোভী, কুলেতে তৎপর॥
কেহ বা ধরিছে হড়, কুলের তরঙ্গে।
কেহ বা দীঘাড়ী-খালে পড়িছে কুসঙ্গে॥
মহিন্তায় যায় কেহ, পিপ্পলী- আলয়।
বিপর্য্যায়-ভ্রমে কেহ রাইগাঁয় যায়॥
ক্রমশ করয়ে গতি যার যথা মন।
অনেকে লইল গুড়ি-শরণি-শরণ॥
গড়েতে গড়ায় কেহ, বিষম শয্যায়।
রজনীর বাড়ি কেহ রজনী পোহায়॥
নরেন্দ্র-ভবনে কেহ উঠিয়া পুড়িছে।
ভবানন্দ-ভবনেতে বিভাব লভিছে॥
কুলমধ্যে যদি করি ভবের প্রসঙ্গ।
তাহাতে অনেক চাঁদবল্লভের সঙ্গ॥ ক্রোড়পত্র দেখ ৭৭পৃঃ

ভবের তনয় রাজা রাঘবের খুড়া।
যাদবের* কন্যা দিলা প্রকৃতির চূড়া॥
তদবধি ফুলে মেল কেশরে ঘেরিল।
নবদ্বীপ অঞ্চলেতে কেশর ভাসিল॥
কেশরেতে যদি চাঁদবল্লভীতে যাই।
দানাদান অভ্যাবধি অকুলান নাই॥
যদ্যপিহ চন্দ্রলোকে দেখি আবর্জ্জনা।
তথাপি লইতে জ্যোতি তারা তা-মানে না
গাঙ্গ, চট্ট, বন্দ্য, মুখ, কুলের কলন।
ঐ থাকে দেখা যায় কেশর চলন॥
কিন্তু বুধ এই কথা করিল প্রচার।
ফুলেতে কেশর ভাল থাকের আকার॥
ফুল-মধ্যে দেখা যায় দো-থাকি কেশর।
শুদ্ধ ফুলে এক থাক, অপরে অপর॥
শুদ্ধ ফুলে উহা পেলে কেশরের ডাক।
তাহা ভিন্ন হয় চাঁদবল্লভীর থাক॥
এই হেতু চাঁদে দেখি কেশরী মার্জ্জনা।
চাঁদে প্রবেশিতে কভু মৃগেন্দ্র ডরে না॥

পারিতে নারীর লাভ বোলায় কুলীন।
পর্য্যায়ে শুধিতে নারি বাইশে মলিন॥ ক্রোড়পত্র দেখ।

---

* যাদব (যাদবেন্দ্র ঠাকুর) হইতেই কেশরের দীপ্তি; যথা—যাদোঃ কেশরকাশন ইত্যাদি কারিকা। ধ্রুবানন্দাদি।

দুরাশা-সময়ে সাতশতী করে গতি।
পঞ্চ-গোত্র-ভিন্ন তারা, পূর্ব্বের বসতি॥
কুলে-কুলে এক থাক অবসথী পাই।
ত্রিদোষে নিকষ থাকে খড়দহে গাই॥ পরিশিষ্ট দেখ।

তার পর কুলাকাশে নবগ্রহ লই।
খড়দহে বিশো-কুলে দল করি কই॥
চাঁচকুণ্ডা, পঞ্চসার, ওলান, বাজপুর।
শাণে যে নগর দেখি সন্দেহ প্রচুর॥
চুঁচড়া, চানক, বালী আর বাগআঁপা।
নবগ্রহ রাশি এই, কুলে নাই ছাপা॥
কিবা সু—ভ, কিবা কু—ভ, না হয় নিশ্চয়
কুলাচার্য্য মোটে মাটে নবগ্রহ কয়॥
খড়দহে নবগ্রহ বলি যেই দল।
সাময়িক কুলে তাহা অতি যে প্রবল॥

শাস্ত্রমধ্যে আছে পূর্ব্বাপরের বিচার।
পূর্ব্বেতে যে ভাব ছিল, পরে নাহি আর॥
এক কুলে নানা মূর্ত্তি ধরিবারে পারে।
উত্তম বিশ্রামে যদি সমতা না চরে॥
অতএব পদে পদে কুল দেখা চাই।
তার পিতা কোথা ছিল, তারে কোথা পাই॥
যার নামে বংশ চলে সে নাম হইতে।
প্রত্যেক পুরুষে দেখ কুল বিধিমতে॥ ২য় পরিশিষ্ট দেখ।

তবে তো তাহার হবে কুলের প্রচার।
নতুবা কুলের বলে চলা বহু ভার॥
কুলাচার্য্য পূজ্যপাদ করে যার স্তব।
বল্লাল-বিষয়ে ন্যূন বিশুদ্ধ-বৈভব॥
ঊর্দ্ধগামী হয় যারা সুমেরু পর্ব্বতে।
স্থানগুণে মান পায় পর্য্যা-শুদ্ধি-মতে॥
প্রধান বংশেতে যত ভঙ্গ-কুল হয়।
পর্য্যানিষ্ট-সাধিকার মানে খর্ব্ব নয়॥
দেবমূর্ত্তিমতে কুলপ্রতিমা বর্ণন।
আপাদ-মস্তক, আর শেষ বিসর্জ্জন॥
কুলার্ণবেতে এই ভাসিল চন্দ্রিকা।
দ্বিজরাজ চক্রবর্ত্তী* নামের কারিকা॥

কুলচন্দ্রিকা ধৃতকুলার্ণব।

—

কেশবরাম চক্রবর্ত্তীর কি কব কুলের কথা।
বিধি মতে হলো যার কুলের অবস্থা॥
প্রথমেতে বিয়ে করে গ্রাম রসুলপুর।
সে কন্যা হরে নিল আবদুল রসুল (মিথ্যা প্রবাদ॥
তার পর এক কন্যা ছিল তার ঘরে।
বিষ্ণুসুত রামদেবে দানাদান করে॥
বিষ্ণুসুত রামদেবের কুলের এই শেষ।
তার পুত্র সীতারাম গেল বঙ্গদেশ॥

* কুলরব রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান বং সাগর চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় রচয়িতা।

সীতারাম বিয়ে করে তের দিনের মেয়ে*।
দিবসে আঁধার হলো পথ-পানে চেয়ে॥

এলাই মাঘের রঙ্গ, চোংখণ্ডী নিলে সঙ্গ,
নিজস্ত্রী গেল নীচঘর।
খাইয়া অসৎ-ভাত, মাতায় মুছিল হাত,
তাহে শিবরামের বেঠর॥
হাত ঘুরায়ে মুলো কয়, এ সব কথা সত্য নয়,
তা হলে যবন হতো বামন।
ঐ দেখ ভ্রাণে পীরালি, লোকে করে ঠেলাঠেলি,
শূদ্রেও না করে গমন॥
অলীক কথা, ছেচাঁ জল, কবে কোথা থাকে প্রবল,
কেশব বিষ্ণু কুলের কমল।
দেব-অংশ প্রশংস্য তারা, লক্ষ্মী সরস্বতীই দারা,
তারা ত্রিসংসারে পূজ্য প্রবল॥

তাড়পাশার মহাশয় নারায়ণদাসী (পান-পাণি-দুষ্টা)। গোটপাড়ার মহাশয় কি শ্রোত্রিয়, কোন গ্রামবাসী, তাহার ঠিকানা নাই।

চাঁদবল্লভী বর্ণন।

বিশো-কুলে ক্ষণ জন্মা বল্লভ আর চাঁদ।
দেখহ নামের ছাঁদ দুই কুলে ফাঁদ॥
বাণী সিকদার সহ বিশ্রামেতে কুল।
তিন ভাই কুলে কৃতী হৃদয়ের মূল॥ মেলমালা।

---

* হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিবাহ।

চট্ট, গাঙ্গ আদি বংশ তাহাতে পড়িল।
যজ্ঞেশ্বর, রামদেব তাহাতে মজিল॥
ধনো চট্ট, রামনাথ কুলবৃত্তি হয়।
উদয়ের রামনাথ পরেতে উদয়॥
বাণীজ সহিত যবে মিলিল ভবানী।
মথুরা-সম্বন্ধে কিছু গন্ধর্ব্ব-কাহিনী॥
কুলের প্রায়শ্চিত্ত কুল, যদি কুলে চলে।
পাপের প্রায়শ্চিত্ত পুণ্য, শাস্ত্রে ইহা বলে॥
বল্লভের সুত গৌরী নারায়ণী-ভাব।
সহোদর বাণীনাথে তুল্য ধনো-লাভ॥
নারায়ণ নারায়ণে লাগে যদি ভান।
বৈদ্যনাথী নারায়ণ গন্ধর্ব্বেতে যান॥
এই যে নারাণ হয় গৌরীকান্ত সুত।
নামের সহিত দাস-শব্দটী সংযুক্ত॥
চাঁদসুত কাশী আদি হয় পাঁচ জন।
কাশীশ্বর নাম কাশী কুলের ভাজন॥
কাশীতে বিশ্রাম যবে নারাণ বাড়ুরী।
মুরহর একা পড়ি যান গড়াগড়ি॥
নারায়ণ যবে চলি চাঁদেতে মিশিল।
ফুলিয়ার ফুল-কুল চলিতে লাগিল॥
মধুসুত নারায়ণ ফুলিয়ার ঘর।
যাহার আশ্রয়ে ছিল মুখ্যো মুরহর॥
পুত্রসঙ্গে নারায়ণ কশীতে চলিল।
রমেশ সে সুত-সুত, কেশরে মিশিল॥ ১ম পরিঃ দেখ।

সেই সে সময়ে কুলে এই গেল লেখা।
দোসর সোসর নহে মুরহর একা॥
আনাই-তনয় রঘু, শুন পরিচয়।
রঘুর তনয় গিয়া কাশীতে লুকায়॥
রাঘবেন্দ্র, কাশী, বিশু, গোপাল, গোপীনাথ।
রঘু-লক্ষ্মী লৈয়া তারা কুলে হয় সাথ॥
এ হেতু হইল কাশী নীলের সমান।
রাঘবেন্দ্র-সুত নীল ফুলিয়ায় মান॥
সেই কালে কুলাচার্য্য এই কথা ভাবি।
ফুলিয়ায় নীলকণ্ঠ, খড়দহে কাশী॥
চাঁদের তনয় কাশী নামের ভাজন।
কামেতে বল্লভ চাঁদ, যোগে নারায়ণ॥
চাঁদের উদয় দেখি হৃদয় আকাশ।
কাটিয়া মেঘের অংশ হইল প্রকাশ॥
যদ্যপিহ সন্ধি পরে চাঁদের উদয়।
কুলাচার্য্য এই চাঁদে কুলেরে দেখায়॥
ইহাতেই দেখা যায় বহুবিধ লোক।
বন্দ্য মথুরাতে মুখ যাদবেন্দু যোগ॥
জ্যেষ্ঠা, মূলা, মুখ্য ফুল্যা তাহে চলি যায়।
রাধার সহিত কত অনুরাধা ধায়॥
কাশী চট্টসহ তথা রমাকান্তে পাই।
কেশরে বলাৎ হেতু তাহাতে লাগাই॥
রজনীর চাঁদ দেখ ইহারি ঈর্ষায়।
কলঙ্ক হৃদয়ে ধরি কাঁদিয়া বেড়ায়॥ কুলার্ণব।

কামের বংশেতে চাঁদ উদয়ের ডর ।
চচ্চুটে কণ্টকে পড়ে চট্ট দিনকর ॥
খড়দহে তিন থাকে কাশ্যপী প্রধান ।
লোকাংশে উপমা নাই' চাঁদের সমান ॥
আর দুই থাকে এত লোক নাহি থাকে ।
কাশ্যপ কাঞ্জিক, আর ত্রিদোষীয় থাকে ॥
কতগুলি লোকে এই বিতর্কতা পায় ।
ফুলিয়া খড়দা হয় বাধ্যতার দায় ॥
খড়দা হইলে ফুলে, ফুলে ত ডাকে না ।
তারা বুঝি জন্মাবধি চাঁদেরে দেখে না ॥
হরি, কৃষ্ণদাস যবে ছাড়ে ফুলদল ।
খড়দা ফুলের বাধ্য সন্ধিকাল বল ॥
এই স্থানে ফুলে যদি খড়দা হইত ।
খড়দহ মেলি তবে ফুলিয়া ডাকিত ॥
উভয় বর্জ্জনে চাঁদবল্লভীর থাক ।
কেহ নাহি পায় কার স্বতন্ত্রক ডাক ॥
দেখ দুইমেলী লোক একথাকী হল।
চন্দ্রকবল্লভী নাম ডাকিয়া উঠিল ॥
বিশো-কুল-মধ্যে চাঁদ-বল্লভ উদয় ।
দুকুল করিছে আলো হৃদয়-তনয় ॥
চক্রবর্ত্তি-অংশ ইহা করিল বর্ণন ।
বুঝিলে কুলজ্ঞ হয় কুলীন-নন্দন ॥ কুলচন্দ্রিকাধৃতকুলার্ণব।

বিশো—বিশ্বেশ্বরাচার্য্য, মুং উৎসাহ-পৌত্র ।
বং সাগর বাণী-সিকদার-সুত মথুরা ।
বং সাগর চন্দ্রকান্ত-বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাখা ।

মুং বিং কামদেব-পণ্ডিত-সুত শ্রীধর, তৎসুত হৃদয় তৎসুত চাঁদ, বল্লভ ও কৃষ্ণদাস।

মুং বিং যোগেশ্বর পণ্ডিতের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রামনারায়ণ।

রাধা=রাধাকান্ত ঠাকুর, বিষ্ণু ঠাকুরের ভ্রাতা।

চং চৈ মহেশ-সুত কাশীশ্বর, উদয়-কুলবর-প্রপৌত্র।

চং চৈ দিনকরের ক্ষেং বং কাং দেবাই।

বং গ গৌরীকান্ত-সুত বৈদ্যনাথ, পৌত্র নারায়ণদাস।

বং গ রঘুনাথসুত নারায়ণ। পরিশিষ্ট দেখ।

কি কব যাহ্নর কুল, তিতে করলে আধা মূল,
শ্রীধর সমান ছিল ডাক।
[illegible]ল হইল বাম, নৈলে কেন জয়রাম,
এখন কুলের এক থাক॥
তিল তুলসী কুশমোড়া, খেয়ে রামেশ্বরের হুড়া,
কুলের কুণ্ডী ভেঙ্গে গেল।
ডাক দিয়ে মুলো কয়, তেজীয়ান্ ন দোষায়,
উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাঁড়ে পলো॥ পণ্ডিতরত্নীমেল দেখ।

বলাই মাজির নৌকাখানা, গুণ টানে তার গুপে।
রঘো গিয়ে ফেলে দিলে কেশেড়ার ঝোপে॥
ঝোপে পড়ে নৌকাখানা, প্রলয়ের ঝড়।
দেবীর দুর্য্যোগ দেখে দেবা দিল রড়॥
টানাটানি করে গুপে লাগাইল কূল।
হাত ঘুরায়ে মুলো বলে, বেঁকেছে মাস্তুল॥
পরিশিষ্টে ফুলেমেল।

অলির কাব্যচ্ছলে কুলপ্রশংসা।

মধুকর, মধুপর, হইয়া আসক্ত।
দিনমান, মধুপান, করে অতিরিক্ত॥
মিহির-গমন-পর, নিশির উদয়।
মনে হয়, যেতে হয়, এখন বাসায়॥
দৃষ্টিহীন, মধুলীন, না পায় দেখিতে।
উড়িলেন, পড়িলেন, গোময়-পর্ব্বতে॥
বহু কীট, চিট পিট, করিছে তথায়।
ভয় হয়, পাছে তায়, পাখা কেটে লয়॥
নিজসম, অনুপম, তাহে এক কীট।
ঘুরিছেন, বেড়িছেন, ব্যাপি সেই বিট॥
দেখিলেন, কহিলেন, শুন মহাশয়।
পথিক অতিথি আমি, তোমার আলয়॥
নিজকুল, হবে মূল, ভাবিয়া অলিরে।
প্রাণপণে, নিশামানে, সেবিল তাহারে॥
দেখে নীত, বিশঙ্কিত, সমস্ত রজনী।
করে রক্ষা, তার পক্ষা, জাগিয়া আপনি॥
তুষ্ট হয়, অলি তায়, দেয় নিমন্ত্রণ।
মম স্থান, মধুপান, করহ গমন॥
ইহা বলি, সেই অলি, আনিল উহারে।
নব-দলে, সুকমলে, বাসা দেয় তারে॥
অনুদিতে, সুমুদিতে, আছিল কমল।
দ্বিজবরে, তুলে তারে, লয়ে অবিকল॥ মেলমালাধৃতকং।

কুলোপরে ফুলে করে, নকুলেরে দান।
নাই কুল যাহা হতে, সেই কুল পান॥
উদ্যমে হইল তার, মধুপান-ভোগ।
দক্ষের জামাই সহ, বিশ্রামেতে যোগ॥
সেই ফলে, কীট চলে, কৈলাস ভবন।
কুলসঙ্গ,এই রঙ্গ, বুঝ বিচক্ষণ॥
লোহারে করয়ে সোণা, পরশের ধর্ম্ম।
অসতের, সৎ করে, কুলীনের কর্ম্ম॥ কুলার্ণব।

উৎপত্তির্মম গোবিশোহনবরতঃ সঙ্গঃ স্বভৃঙ্গৈঃ সহা-
নীতং দর্গ্নিমঙ্কণং নিজগৃহে পানায় পাদ্মং মধু।
সৎপদ্মে চ মম স্থিতির্দ্বিজবরৈস্তুচ্ছিন্নঃ শম্ভোঃ শিরো
দত্তাঃস্তেন পদ্মং গতিং পরমিতঃ সৎসঙ্গতঃ স্বর্গতিঃ॥ উদ্ভট।

উক্তি-প্রত্যুক্তিচ্ছলে ব্রাহ্মণ্য-বিচার।

শুন রাঢ়ী বারেন্দ্রে, সাতশতী বিচার।
কেহ আগে, কেহ পাছে, এইমাত্র সার॥
কহে সাতশতীগণে, সে ব্রাহ্মণ পেয়ে।
কান্যকুব্জের বিবাহে, সাতশতী মেয়ে॥
অতএব সাতশতী, হেয় নয়, মান্য।
সুবুদ্ধিতে এই কথা, নাহি গণে অন্য॥
কর্ম্ম করে প্রকৃতি, পুরুষ হয় ধন্য।
সৎপাত্রে কন্যাদানে, পায় মাত্র পুণ্য॥
তবে এক কথা আছে, তাহা হয় যুক্ত।
সতের কাছে অসৎ, দোষ পায় মুক্ত॥ গোষ্ঠীকথা।

অবস্তু বস্তু হয়, ভাল বস্তু সনে।
সব ভাল, সব মন্দ, শ্রেষ্ঠ দোষ গুণে॥
অবস্তু হতে যে বস্তু, কে বা নাহি জানে।
তুষ বিনা বীজ কোথা, বীজাঙ্কুরোৎপাদনে॥
তুষ বীজের কে বড়, কহ সত্য কথা।
ছালে দেহ রক্ষা করে, আছে চিরপ্রথা॥
তাই কি কেহ তুষেরে, করে গণ্য মান্য।
ভস্মে মেজে ধাতু হয় মলিনতা-শূন্য॥
লৌহ প্রবল ধাতু, যোড়া লাগে কাদায়।
সোণা রূপা যোড়া দেয়, বিন্দু সোহাগায়॥
সূতায় সচ্ছিদ্র সূচী, ছিন্ন বস্ত্র যোড়ে।
কিন্তু বস্ত্র ফেলে কে বা, সূচী অঙ্গে "
শোণিত শুক্রেতে জীব, এ কে বা না জানে।
কিন্তু জীব ত্যজে কে বা, উহা পূত মানে॥
পঙ্কেতে জনমে পদ্ম, জ্ঞাত সবাকার।
সর্ব্ব রত্ন হতে রত্ন, দেব-উপহার॥
তথাপি তাহার যোনি, কর্দ্দমে কে করে।
যথোচিত সমাদর, নর বা অমরে॥
নিজের মহত্ব নিজ, কৃতিত্বে প্রকাশ।
স্ফটিক মণিই লয়, সবাকার ভাস॥
ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি, পঞ্চমে আকাশ।
ইহার মধ্যে কেবল, বারি লয় ভাস॥
যে যার আপন গুণে, লোকে হয় বড়।
অন্যের সাহায্যমাত্র, নিজগুণে দড়॥ গোষ্ঠীকথা।

পরাশর ক্রীড়া করে, নীচ স্ত্রীর সনে।
সে গর্ভের সন্তানে, সকলে ধন্য গণে॥
শূদ্রার গর্ভে জাত নারদ দেবঋষি।
বশিষ্ঠও ঐরূপ, তথাপি মহর্ষি॥
চন্দ্র শিবের মাথায় রয়ে তবু ক্ষীণ।
কপাল-গুণে আর তা, নাহি হয় ভিন॥
ফণি মণি ধরে, বলে, সদা সর্ব্বজন।
মৃত্যু ভিন্ন ভাবে তারে, কে অমূল্য ধন॥
অস্থি-ভস্মে হীরা-*-ভস্ম, কে বা মাখে গায়।
শরীর মলিন করে, তাই ঠেলে পায়॥
বিন্দু দধি দুগ্ধে করে আপন আকার।
কিন্তু তাই কি দুধের, যায় অন্তঃসার॥
অচল সচল হয়, সচলের কাছে।
চুম্বকের গুণে লৌহ, যায় আগে বেচে॥
যোগে কার্য্যসিদ্ধি, বিয়োগেতে না দেখি।
পৃথকে আপন ভাব, এই সদা পেখি॥
হীরকে উজ্জ্বল করে হীরাই কেবল।
ভাঙ্গে যে ভেড়ার শিঙ্গে, সে বজ্র প্রবল॥
মূলো বলে, প্রথা আছে, লয় অতি যত্নে।
নীচ হতে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা দুষ্কুল স্ত্রীরত্নে॥

প্রথম কারিকা গোষ্ঠীকথা।

---

* বৃত্রাসুর-বধোদ্দেশে দধীচি মুনির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মিত হয়। মহাভারত
বজ্র ও হীরক এক পদার্থ। যথা—বজ্রোঽস্ত্রী হীরকে পবৌ। অমরকোষ।

দ্বাদশপ্রকার ব্রাহ্মণ।

গৌড়ী আদি দশ দ্বিজ, কান্যকুব্জ খ্যাত।
মঘী আর চোবে দুই, বিধির কল্পিত॥
অব্রাহ্মণ্যের তীর্থে, কান্যকুব্জ নিয়োগ।
তথা তারা ব্রাহ্মণ্যের, করয়ে প্রয়োগ॥
যে দেশে নাই ব্রাহ্মণ্য-আচার-প্রচার।
তাদের আছে তথায় গমনাধিকার॥
এদের মধ্যে কেবল, যারা বেদ পড়ে॥
তাহাদেরই মাত্র, বৈদিক নামে গড়ে॥
গয়ার গয়ালী আর, মথুরায় চোবে।
কেবল আপন তীর্থে, ব্রাহ্মণ্যেতে সেবে॥
তীর্থভ্রষ্ট মঘী আর, চোবের দ্বিজত্ব।
নাহি মানে কান্যকুব্জ-মত শুদ্ধ-সত্ব॥
কান্যকুব্জ স্পর্শমণি, ধরয়ে যাহায়।
তাহারে করয়ে স্বর্ণ, লৌহ রত্ন হয়॥
আদিশূরের যজ্ঞের, পূর্ব্বাবধি যারা।
এ দেশে বিরাজিল, দশ শ্রেণীতে তারা॥
সে দশের নাম শুন, শুদ্ধবুদ্ধি বল।
সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, উৎকল॥
মৈথিল, বিন্ধ্য-উত্তর-দেশবাসী দ্বিজ।
পঞ্চেরে গণিল বিধি, পঞ্চগৌড়ী বীজ॥
কর্ণাট, তৈলঙ্গ, অন্ধ্র, দ্রাবিড়ী, গুর্জ্জর।
বিন্ধ্যের দক্ষিণে পঞ্চ, বিপ্রের নির্ভর॥

গোষ্ঠীকথাধৃত ২য় কারিকা।

এ দশের সাধারণ, নাম কান্যকুব্জ।
তারাই বেদ-পাঠে বৈদিক বিপ্র-অজ্ঞ॥
সৃষ্টি স্থিতি নাশ করে, যে অনায়াসে।
অকার্য্য দেখি তার, মূঢ় তা কর্ত্তে আসে॥
দেবতা মুনির কার্য্যে, নিন্দা করা নয়।
ক্ষতি বৃদ্ধি তাঁদের কি, মূর্খ পায় লয়॥
শঙ্কর শিষ্য-পরীক্ষা, করে অগ্নি খেয়ে।
শিষ্য বলে, জ্ঞান হলো,ঠিক দণ্ড পেয়ে।
তেজীয়ান্ অগ্নি সম, নাহি কোন দোষ।
দেব, গুরু, ঋষি কার্য্যে, কে বা করে রোষ॥
অকার্য্য সুকার্য্য তাতে, সব পায় লয়।
অগ্নিমুখে যাহা দেও, ক্ষণে হয় ক্ষয়॥
অতএব সুবোধ, শুন জ্ঞানের কথা।
হিত-উপদেশ-বাক্য, না কর অন্যথা॥
কান্যকুব্জ তেজীয়ান্, লয় সাতশতী।
মূর্খ নিন্দক দেখুক, তার যে কি ক্ষতি॥
সাতশতীর প্রভা, কান্যকুব্জের আভা।
মণি-কাঞ্চন-নিভা, স্ফটিকে জবা-শোভা॥
কাটানি কৌণ্ডিন্যাদি শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ।
কান্যকুব্জবিবাহে না হয় অন্বেষণ॥
হাত ঘুরায়ে বলে মুলো, শুন দ্বিজেন্দ্র। ৩৭পৃঃ টীকা দেখ।
সব শ্রেণীতে আছে, পূর্ব্বস্থিত বিপ্রেন্দ্র॥ দ্বিতীয় কারিকা।

কলিকাতা-নিবাসী দুর্গাচরণ পিতুড়ী সংগৃহীত, মুলো-পঞ্চানন-লিখিত গোষ্ঠীকথা, বুড়োনের প্রাননাথ চৌধুরীর সভায় পঠিত, বর্দ্ধমান জিলার পাঁচড়া নিবাসী ঘটক-বিশারদ ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রদত্ত।

রাঢ়ীয়কুলীনের মেলের স্থান-নির্ণয় (গ্রামের নাম)।

১ ফুলিয়া-মেল—নদিয়া জিলার ফুলিয়া ও উলা; হুগলীর বলাগড়ী, হরিপাল; যশোহর জিলার জয়পুর লক্ষ্মীপাশা, কাশীপুর, জঙ্গল বাধাল, কামালপুর, প্রতাপকাঠী; খুলনা জিলার সেনহাটী গ্রামেও ফুলিয়া মেলের নিকষ কুলীন বাস করেন। বৰ্দ্ধমান জিলার জোগ্রাম ও কুলীনগ্রামও ফুলিয়া ও খড়দার প্রধান আবাসস্থান বলিয়া গণ্য। অন্যান্য গঙ্গাতীরের সর্ব্ব স্থলেই কিয়ৎপরিমাণে বিমিশ্রভাবে সকল মেলেরই কুলীন দেখা যায়।

নদিয়া জিলার ফুলে বেলগড়িয়া গ্রামই ফুলিয়া মেলের সূতিকা-গৃহ বা আদিস্থান (অথবা থনি); বাঙ্গালা চলিত কথায় থান-জায়গা বলে। ফুলিয়া মেলের প্রকৃতি মনোহর মুখটীর পৈতৃক বাসস্থান ফুলিয়া গ্রাম কবিকৃত্তিবাসের জন্মভূমি। অনুগঙ্গ প্রদেশের ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে প্রায় ফুলিয়া মেল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২ খড়দহ—২৪ পরগণার হালিসহর, খাসবাড়ী; খুলনাজিলার সেনহাটী; হুগলি জিলার চুঁচ্ড়া, বালী, উত্তরপাড়া গ্রামাদি; নদিয়ার উলা, শান্তিপুর; যশোহরের কাশীপুর প্রভৃতি স্থলে খড়দার থনি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ সকল স্থলে খড়দহ মেলের নিকষ কুলীন দেখা যায়। পরিশিষ্ট দেখ।

খড়দহ মেলের উৎপত্তিস্থল খড়দহ। খড়দহ চানকের নিকট-বর্ত্তী। এই স্থানে যোগেশ্বরাদির বাস্তবাটী ছিল।

৩ বল্লভী—শান্তিপুর, ২৪ পরগণার কাদিহাটী, ফুটীগোদা, নারায়ণ পুর যশোহরের রাইগ্রাম অঞ্চল; খুলনা জিলার সেনহাটী অঞ্চল; হাওড়া জিলার শিবপুর ও কোন্নগরও বল্লভী মেলের নিকষ কুলীন আছেন। তথায় ফুলিয়াও দুষ্প্রাপ্য নহে।

বল্লভী মেলের আকরস্থান শান্তিপুর। যশোহর জিলার জয়পুর লক্ষ্মীপাশার ফুলে ও খড়দা মেলের পাল্‌টি প্রকৃতি অনেক আছেন। তদ্রূপ খুলনার মহেশ্বরপাশা ও সেনহাটী, ফরিদপুর জিলার অধিকাংশ সমাজস্থলে এবং বরিশালের কিয়দংশে বল্লভী মেলের কুলীন বিদ্যমান আছেন। বল্লভী মেলের মূলপ্রকৃতি দুর্গাবর পণ্ডিতের অধস্তন বংশীয়গণ তদীয় শান্তিপুরের বাস্তবাটীতে বিরাজ করিতেছেন। হুগলী জিলার কোন্নগরাদি স্থানেও বল্লভী মেল দৃষ্ট হয়। বন্দ্যবল্লভাচার্য্য নপাড়া ও শান্তিপুরবাসী।

৪ সর্ব্বানন্দী—নদিয়া জিলার বিল্বগ্রামে, শান্তিপুরে, ও ২৪ পরগণার বড়িশা অঞ্চলে অধিক পরিমাণে অবস্থান করেন।

সর্ব্বানন্দী মেলেরও আকরস্থান শান্তিপুর। পাটুলী, বিল্ব-গ্রাম, আড়িয়াদহ, ধর্ম্মদহ. গোবরডাঙ্গা, বেহালা প্রভৃতি স্থানে ও ফরিদপুর জিলায় অনেক পাল্‌টি প্রকৃতি আছেন।

অন্যান্য জিলায় অল্প পরিমাণে এই চারি মেলের নিকষ কুলীন অবস্থান করেন। তাঁহারাও নিজ নিজ পরিচয়-কালে ঐ সকল প্রধান স্থানের পরিচয় দিয়া পূর্ব্ব বংশ ও আবাসভূমির কীর্ত্তন করেন।

৫। সুরাই মেল—২৪ পরগণার নকীপুর অঞ্চল, বসিরহাট। কলিকাতা, যশোহরের মহেশ্বরপাশা, সেনহাটী, ইতিনা, হুগলীর খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থল সুরাই মেলের নিকষ কুলীনের প্রধান আড্ডা। শ্রীরামপুর নকফুল, গোর্ব্বাপুর জয় দিয়া, পুরন্দরপুর, শুঁতি, বোধখানা ও মহেশপুরে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ভঙ্গ। যত সুরাই আছেন, তাহার অধিকাংশই প্রায় ভঙ্গ বা বংশজ।

এই কয়েকটী মেল ব্যতীত অন্যান্য মেলের কুলীনগণ কোন

একটী বিশেষ স্থলে বিশেষ বিস্তৃত নহেন। কিন্তু রাঢ়দেশ অপেক্ষা পূর্ব্ব বঙ্গে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান দেখা যায়। রাঢ়দেশে এক্ষণে যে সকল শ্রোত্রিয় বাস করেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই প্রায় নিঃস্ব, সুতরাং অনেকের পক্ষেই পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সেই হেতুবশতঃই অনুগঙ্গপ্রদেশস্থ ও পূর্ব্ববঙ্গের শ্রোত্রিয়গণের সহিত সমকক্ষতা দেখাইতে সমর্থ নহে। নতুবা বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম, মেদিনীপুর ও হাবড়া জিলার ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের শ্রোত্রিয়গণ কুলক্রিয়া-হীন নহেন। শক্তি থাকিলেই সৎকুলীনে কন্যা-দান করেন; তদ্বিষয়ে পশ্চাৎ-পদ নহেন। অনেকেরই চতুঃসাগরী ও চারি মেলে কন্যা-সম্প্রদান দেখা যায়। মূর্খতা ও বহুবিবাহ নিবন্ধন রাঢ়দেশে উচ্চশ্রেণীর নিকষ কুলীন অপেক্ষাকৃত অল্প।

৬। আচার্য্যশেখরী—বরিশাল জিলার অনেক স্থানে এই মেলের কুলীন আছেন। যশোহরের ইতিনা, কাশীপুর, ব্যানা, সরগুনা, আফুরা, সেখহাটী, বাজোডাঙ্গা, নিমতা, এবং খুলনা জিলার মহেশ্বরপাশায় এই মেলের নিকষ কুলীন অন্য স্থান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছেন। পরিশিষ্ট দেখ।

৭। পণ্ডিতরত্নী—বালী উত্তরপাড়া, নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়া অঞ্চল ও হুগলী জিলার পশ্চিম-দক্ষিণ বিভাগে ও বারাসতে এই মেলের কুলীন অধিক পরিমাণে আছেন।

৮। বাঙ্গালপাশ—এই মেল স্বতন্ত্রভাবে বড় বেশী নাই, মিশিয়া গিয়াছে। নবদ্বীপ, বারাসত, শিবপুর ও বালীতে কিয়ৎ পরিমাণে আছে। ২৪ পরগণা ও ঢাকায় বিস্তর দেখা যায়।

৯। ছায়ানরেন্দ্রী—এই মেল এক্ষণে স্বতন্ত্রভাবে প্রায় নাই,

সুরাই মেলের সঙ্গে এই মেল মিশিয়া সুরাই মেলের ছায়া থাক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

১০। মাধাই রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুঁড়ী গোলকপুরের ও সপ্ত-পুষ্করিণীর জমীদারেরা মাধাই মেল, পরস্পর জ্ঞাতিভাবাপন্ন। নদিয়া জিলার উত্তর ভাগে ও বর্দ্ধমানের কালনা অঞ্চলের স্থানে স্থানে দুই এক ঘর দেখা যায়।

১১। পারিহাল—নদিয়া জিলার গোসাই দুর্গাপুরে চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে এই মেলের কুলীন অনেক আছেন।

১২। শ্রীরঙ্গভট্টী—এই মেল এক্ষণে স্বতন্ত্র আছে কি না, তাহা সন্দেহস্থল। অন্যান্য অনেক মেলে মিশ্রিত হইয়াছে, এজন্য সেই সেই মেলে শ্রীরঙ্গভট্টী দোষ হইয়াছে। বিক্রমপুরে আছে।

১৩। চন্দ্রপতি (চন্দ্রশেখরী)—এই মেলও অন্যান্য মেলের সঙ্গে মিশিয়াছে। বর্দ্ধমানের উত্তরাংশে. গ্রাম কালনায় ও ধাত্রীগ্রামে অতি অল্প স্বতন্ত্রভাবে আছে। ভূলোপরগণায় অল্প দৃষ্ট হয়।

১৪। শুভরাজখানি—এই মেল যশোহর জিলার শতখালীতে আছে। কুলীনগণ রায়-উপাধি-বিশিষ্ট। ক্রোড়পত্র—৭৭-৭৮ পৃঃ

১৫। শতানন্দখানি—বোধখানা ও তৈলকুপীর রায়।

১৬। কাকুস্থীমেল।—হালিসহর (কুমারহট্ট) অঞ্চলে দুই এক ঘর আছে।

অন্যান্য মেল পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ও অনুগঙ্গ প্রদেশে পরিশুদ্ধভাবে দেখা যায় না, পশ্চিম রাঢ়ে কিয়ৎ পরিমাণে স্বতন্ত্রভাবে আছে। রাঢ়-শব্দে বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, সিংহভূম, মানভূম ও মুর্সিদাবাদের পশ্চিমাংশ বুঝিতে হইবে।

রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয়দিগের স্থান-নির্ণয়।

পালধি—বর্দ্ধমানের চুপী ও রাজগাছী মামুদপুর, গোদা-গোবিন্দবাটী, অকাল পৌষ। গোপালপুর, নদিয়া জিলার উলা ও ডাঁইহাট মেটিরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান ও হুগলী জিলার ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান সকল।

ত্রিবেণী-নিবাসী, 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব-প্রণেতা, প্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান্, বিখ্যাত পণ্ডিত, প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপক জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য পালধি-বংশের কুলতিলক-স্বরূপ। ইহাঁর বুদ্ধির নিকট ইংরাজের বুদ্ধিও পরাভূত হইয়াছিল। চুপীর দেওয়ান মহাশয়, যাঁহার গীত অতি প্রসিদ্ধ, সেই প্রসিদ্ধ রঘুনাথ রায় পালধিবংশের শ্রোত্রিয় ও বাঙ্গালীর গীতের আদর্শস্থল।

পাকড়াশী।—বিখ্যাত সর্ব্ববিদ্যা-বংশ পাকড়াশী-গোষ্ঠী। খুলনার অন্তর্গত সেনহাটী, ঘাটভোগ, বেন্দাগ্রাম এবং ত্রিপুরা জিলার মেহারে সর্ব্ববিদ্যা-সন্তান বাস করেন। মৈমনসিংহ জিলার কাটীহালীর পূর্ণানন্দগিরি সন্তান পাবনা জিলার স্থলবসন্তপুরের পাকড়াশীরা বিখ্যাত; কিন্তু ঘটকের গ্রন্থে সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া ঘোষণা আছে। নদিয়া জিলার হরিবপুরের পাকড়শী অতি প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যশোহর, মুর্সিদাবাদ ও বর্দ্ধমানেও অনেক দেখা যায়

শিমলায়ী—নদিয়া জিলার কৃষ্ণনগরের ও মামজোয়ানীর সরকারগোষ্ঠী অতি প্রসিদ্ধ। হুগলি জিলার শ্রীবরায় ভট্টাচার্য্যও বিশেষ খ্যাত। শ্রীবরা মেদিনীপুর জিলা, গুপ্তিপাড়াতেও ইহাঁদিগের জ্ঞাতি আছেন। ক্রোড়পত্র ১৯ পৃঃ।

নদিয়ার মামজোয়ানীর পূজ্যপাদ ৺শ্যামাচরণ সরকার স্বয়ং

সিদ্ধবিদ্য। তৎকৃত ব্যবস্থাদর্পণ ও ব্যাকরণ অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। রাজা রামমোহন রায় অপেক্ষা নানা ভাষায় জ্ঞান বিষয়ে ইনি কোন অংশে ন্যূনকল্প ছিলেন না। পারসী ও ইংরাজী ভাষায় তদপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান্ ছিলেন। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান ইণ্টরপ্রেটর ও অনুবাদক পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্বে ঐ পদে আর কোন বাঙ্গালী লব্ধপ্রবেশ হয়েন নাই। ইহাঁর বার্ষিক আয় ন্যূনকল্পে অষ্টাদশ সহস্র মুদ্রা ছিল। কিন্তু তৎসমস্তই কলিকাতার বিদ্যার্থিগণের ও দেশস্থ নিরুপায় ও নিরন্ন ব্যক্তিবর্গের হিতার্থ ব্যয়িত হইয়া আসিয়াছে। তেমন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি কাশ্যপগোত্রীয় প্রসিদ্ধ কেশব ভারতীর বংশের নাম-গৌরবের যথার্থ পাত্র এবং শিমলায়ী-বংশের রত্ন স্বরূপ। কেশব ভারতী শ্রীচৈতন্য দেবের গুরু ছিলেন।

বটব্যাল—বরিশাল জিলার নাগপাড়া, ঢাকার বেগে নদিয়া জিলার মেটিয়ী, বাঁকা মিনাজপুর প্রভৃতি স্থান প্রসিদ্ধ।

কুশারি—খুলনা জিলার ঘাটভোগ, ঢাকা জিলার পিঠাভোগ নদিয়ার মহেশপুর বিখ্যাত।

কুসুমকুলি—গুপ্তিপাড়ায় কিসের হলাহলী রূপ বাঁড়ুরী ও কুসুমকুলি। বর্দ্ধমান ও মুর্সিদাবাদের উত্তরাংশে অনেক আছে। নদিয়া জিলাতেও কম নাই। অন্যান্য জিলায় কিছু কিছু আছে। মেদিনীপুরের স্থানে স্থানে অধিক আছে, গুপ্তিপাড়ায় প্রসিদ্ধ।

মাষচটক—যশোহর জিলার সেখহাটী ও কলিকাতার তালতলা; বর্দ্ধমান ও হুগলীরও অনেক স্থানে দেখা যায়।

অম্বুলী—ত্রিপুরা জিলার বিদ্যাকোট গ্রামে অনেক অম্বুলী বাস করেন। উত্তর রাঢ়েও দেখা যায়। কাটোয়ার আমুলগ্রাম।

কোঁয়াড়ী—যশোহর জিলার আফ্‌রা গ্রামে রাঢ়ীশ্রেণী বলিয়া কোঁয়াড়ী শ্রোত্রিয় বাস করেন।

পারি—যশোহর জিলার মল্লিকপুর গ্রামের মল্লিক-গোষ্ঠী পারি শ্রোত্রিয়। নদিয়া জিলার গোস্বামীদুর্গাপুর পারির আকরস্থান। মালার হাট গ্রামে ও অনেক আছে। হুগলী জিলার স্থানে স্থানে দুই চারি ঘর দৃষ্ট হয়। কাটোয়ার পালিগ্রাম।

কাঞ্জারী—যশোহর জিলার সারল কাঞ্জারীর আদিস্থান। নদিয়ার রাজগুরু ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠী কাঞ্জারী-শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মদহ, বহিরগাছী, শিমলা ও বাঘ-আঁচড়া ইহাঁদিগের নিবসতি-স্থান। খুলনা জিলার সেনহাটি গ্রামে অনেক কাঞ্জারী আছেন। অম্বিকা কালনার ভট্টাচার্য্যগণ এই বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন।

কাঞ্জারী বংশ বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য, সদাচার ও সৎক্রিয়ার জন্যই বিশেষ খ্যাত। এই বংশের রঘুমণি বিদ্যাভূষণের দত্তকচন্দ্রিকা দ্বারা ইংরাজগণ বুঝিয়াছিলেন যে হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্র সমস্ত সভ্য দেশের ব্যবহার-শাস্ত্র অপেক্ষা অতি বিশদ। রঘুমণি নদিয়ার রাজগুরু ভট্টাচার্য্য। মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ ৺তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য অম্বিকার বাঙ্গাল-ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠী-সম্ভূত, এবং এই বংশের পরিচয়ে প্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয়।

শিমলাল—নদিয়া জিলার মহেশপুরের ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠী অতি প্রসিদ্ধ। রাঢ়দেশের সর্ব্বত্র শিথলালবংশ আছে। কিন্তু নদিয়া জিলার খাসীখর বেজপাড়ার হাজরাগণ মহেশপুরের ভট্টাচার্য্য-দিগের জ্ঞাতি বলিয়া পরিচিত।

বাৎস্যগোত্রের কি কুলীন, কি শ্রোত্রিয়, সকলেই আবহমানকাল বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে প্রসিদ্ধ। এই গোত্রে যে কত বিদ্বান্, কত কবি, ও কত কৃতী পুরুষ জন্মিয়াছেন, তাহার সীমা করা কঠিন। অতি প্রসিদ্ধ মহাত্মগণের মধ্যে এই গোত্রেই অধিক সংখ্যা দেখা যায়। পূর্ব্বতন কালের কথায় প্রয়োজন নাই; অধুনাতনের কথাই বলা উদ্দেশ্য। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য শিমলাল-কুলের ও হিন্দুর ইন্দুস্বরূপ। তৎকৃত নাট্য-পরিশিষ্ট নাটক নামক অষ্টব্যাকরণ অতি প্রসিদ্ধ। উহাতে একাধারে নাটক ও ব্যাকরণের সূত্র, বৃত্তি ও উদাহরণ সমাবেশ করিতেছে। শব্দ-প্রয়োগের চাতুর্য্যে এমন দ্বিতীয় কবি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি কেবল শব্দশাস্ত্রে পণ্ডিত ও কবি ছিলেন, এমন নহে; দর্শন-শাস্ত্রেরও অদ্বিতীয় গ্রন্থকর্ত্তা। ইহাঁর কৃত শব্দ-শক্তি-প্রকাশিকা-পরিশিষ্ট দ্বারা দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনার পথ সুপরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছে। ইহাঁর প্রণীত অলঙ্কার-শাস্ত্র দেখিয়া পণ্ডিতবর্গ মোহিত হইয়া থাকেন। ইনি অতিদীর্ঘ জীবন পাইয়াছিলেন। শতাধিক বৎসর অতিক্রম করিয়া ১২৮০ সালের ভাদ্র মাসে স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তও ধীশক্তির কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। ইনি নদিয়া জিলার মহেশপুর-নিবাসী প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠী-সম্ভূত ৺রামলোচন তর্কসিদ্ধান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই বংশ পূর্ব্বাবধি বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য, সদাচার ও নিস্পৃহতা জন্ত সর্ব্বত্র বিখ্যাত। সেই-হেতু-বশতঃ নদিয়ার রাজগুরু ভট্টাচার্য্যেরা পূর্ব্বাবধি এই বংশীয়দিগকে গুরুত্বে বরণ করিয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মদহ, বহিরগাছী, শিমলা

ও বাঘ-আঁচড়ার গুরু ভট্টাচার্য্যগণ চিরকাল মহেশপুরের ভট্টাচার্য্য-দিগের বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য ও সদাচার রক্ষার জন্য যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহাদিগের দত্ত বৃত্তি দ্বারা মহেশপুরের ভট্টাচার্য্যগণ নিশ্চিন্ত-ভাবে বিদ্যা অর্জ্জন ও বিদ্যা দান করিতেন। এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। কাঞ্জারীগণও বাৎস্যগোত্রীয়।

দীঘল—কলিকাতার (চোরবাগানের) বিখ্যাত বিন্‌কার নন্দলাল দীঘল-বংশীয়।

পূশিলাল—ঢাকা জিলার বজ্রযোগিনীর পুশিলাল বিখ্যাত। ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ এই বংশীয়; কিন্তু ভূলাইবামন বলিয়া অপদস্থ। নদিয়া জিলার জয়রামপুর অপ্রসিদ্ধ নহে।

পোড়ারী—খুলনা জিলার আজোগাড়া গ্রামে এই শ্রোত্রিয় আছে। হুগলী জিলার শিমলাগড়ীর জমীদার রায় চৌধুরী বিশেষ খ্যাত। ২৪ পরগণা-বড়িশাগ্রামেও আছে।

কেশরগ্রামী—কৃষ্ণনগরের রাজা ও তদীয় জ্ঞাতিবর্গ। দিগম্বরপুর, গোটপাড়া, বড়গাছী, বাগুয়ান, জয়রামপুর, কুড়ালি-গাছী, ফতেপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর, সুখসাগর, আমুলে, শিবনিবাস, হরধাম, হবিবপুর ও বাদকুল্লা প্রভৃতি স্থান কেশরগ্রামী দ্বারা বিশেষ বিখ্যাত। ইহাঁরা ভবানন্দ মজুমদারের সন্তান।*

ডিংসাই—রাঢ়দেশে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন।

মহিন্তা—যশোহর জিলার তিমির অট্টালিকা গ্রাম (আঁধার-কোঠা) কলিকাতার বৌবাজারের মতিলাল ও বিক্রমপুর পরগণার মহিন্তা প্রসিদ্ধ। খুলনা ও বরিশালেও আছে।

---

* অন্য স্থানের কেশরগ্রামিগণ ভট্টনারায়ণ-সন্তান অথবা নীপ-বংশ বলিয়া পরিচিত। রাঢ়দেশে বহুবিস্তৃত।

গুড়—নদিয়া জিলার মহেশপুরের রায় চৌধুরী গোষ্ঠী। যশোহর নড়ালের নিকট বিছালী গ্রামের গুড়-বংশ কুল-ক্রিয়ার জন্য বিখ্যাত। যশোহরের চেঁউটে পরগণা কনকদন্তী গুড়ের আদিস্থান। শ্যামকুণ্ড, বাঘ-আঁচড়া, বেনাফুলী, কোটা, চূড়ামণ কাটী প্রভৃতি স্থানে যে সকল গুড় আছেন তাঁহারা বেনাফুলী গুড়।

পিপ্‌লাই— শান্তিপুরের উড়ে গোস্বামী, হালিসহরের পিপ্‌লাই, বরিশাল জিলার নাগপাড়া গ্রামের পিপ্‌লাই অবিরাম কুল-ক্রিয়া দ্বারা বিখ্যাত। গোস্বামী শ্রীক্ষেত্রের টোটা গোপীনাথের সেবায়তগণ পিপ্‌লাই। ইহারা শান্তিপুরের গদাধর সন্তান।

হড়—নদিয়া ও ২৪ পরগণার ইছাপুর ও গোবরডাঙ্গার হড়-শ্রোত্রিয় কুল-ক্রিয়ায় প্রসিদ্ধ। ইহাতেই কুলীন মধ্যে হড়-সিদ্ধান্তী দোষ হইয়াছে। যশোহরের গদখালিতেও হড় শ্রোত্রিয় আছেন। খুলনা জিলার সেনহাটী এবং কালিয়া বৈদায় (যশোর) গ্রামে হড় শ্রোত্রিয় বাস করেন। গুড় প্রায় সর্ব্বত্র আছে।

গড়গড়ি—বর্দ্ধমান জিলার রাইগ্রামের চৌধুরী, এবং মেদিনীপুর, মানভূম ও সিংহভূমের অনেক স্থলে কিয়ৎ পরিমাণে দেখা যায়। ২৪ পরগনার বিরলনহে। ক্রোড়পত্র ১৫ পৃঃ।

নন্দিগ্রামী—বাঁকুড়া জিলার চাঁচর, হুগলী জিলার বাজুয়া, মেদিনীপুরের স্বনামপ্রসিদ্ধ গ্রাম ও জাড়া প্রভৃতি গ্রামে নন্দিগ্রামী শ্রোত্রিয় অধিক অরিমাণে আছে। নদিয়ার বাদকুল্লা।

সাহরী—সাহরীগ্রামী শ্রোত্রিয়গণের অনেকেই বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে হীন নহেন। মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত চূড়ামণি শূলপাণি মহোদয় সাহড়িয়াল শ্রোত্রিয়। ইঁহার বংশ পশ্চিম রাঢ়ের অনেক স্থলেই বিদ্যমান আছেন। সাহড়ী বলিয়া পরিচিত। ক্রোড়পত্র ১৯ পৃঃ

বসুয়ারী—বর্দ্ধমান জিলার রায়গ্রাম-মাহুদপুর, পাটী বিষ্ণুপুর, ধাত্রীগ্রাম ও বাধাগাছীর বসুয়ারিগণ কুলকার্য্যে বিশেষ খ্যাত।

নবগ্রহ শ্রোত্রিয় দোষ।

১ চাঁচকুণ্ডা—এই স্থলের কুশারি অপ্রসিদ্ধ।
২ পঞ্চসার—ভূরিষ্ঠাল অপ্রসিদ্ধ ও আধুনিক। ক্রোড়পত্র ১৮ পৃঃ
৩ উলান—শিমলায়ী অতি আধুনিক ও অপ্রসিদ্ধ।
৪ বাজপুর—এই স্থলের শিমলায়ী আধুনিক ও অপ্রসিদ্ধ।
৫ শালনগর—চাকলানবীশ বটব্যাল সিন্দুরামল্ল-সন্দেহ।
৬ চুঁচুড়া—ডিংসাই ভট্টাচার্য্য (ডিণ্ডী) অতি অপ্রসিদ্ধ, সন্দিগ্ধ।
৭ চানক— ঐ ঐ ঐ
৮ বালী— ঐ ঐ ঐ
৯ বাগআঁপা—বটব্যাল (বড়াল) অপ্রসিদ্ধ (সন্দিগ্ধ)।

কৌলীন্য বিধানের পরে প্রসিদ্ধ গোষ্ঠীপতি সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের আবাস-নির্ণয়।

১ কাঞ্জারী (কোঁজেরী)—সারল, কুন্দরসী ও সেনহাটী। ধর্ম্মদহ।
২ কুশারি—পিঠেভোগ (খুলনা) ও কয়কীর্ত্তন, ঢাকা জিলা।
৩ মাষচটক—ভদ্রসার ও বিক্রমপুর।
৪ বড়াল (বটব্যাল)—বেগে, জিলা ঢাকা।
৫ শিমলায়ী—বাগপুর (ঢাকা)। বাঁকুড়ার রামপুরের মিশ্রগোষ্ঠী।
৬ শিমলাল—রসবতী (রসুই বেড়ালা), মুর্শিদাবাদ। মহেশপুর।
৭ পাকড়াশী—হরিবপুর, জিলা নদিয়া। কাটীহালী মৈমনসিং।
৮ পালধি—জামদহ, চুপী (বর্দ্ধমান), হাসনহাটী, মেটিরী (নদীয়া)।

ধর্ম্মদহ, বহিরগাছী, শিমলা ও বাঘ-আঁচড়ার কৈঞ্জেরী ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠী সারলের কাঞ্জারী। মহেশপুরের ভট্টাচার্য-গোষ্ঠী রসবতীর শিমলাল-বংশসম্ভূত।

কতকগুলি শ্রোত্রিয় মার্জ্জিত বা উত্থাপিত।

পূর্ব্বে যে সকল শ্রোত্রিয় সিদ্ধতা প্রাপ্ত হয়েন নাই, অধুনা প্রাপ্ত হইয়া সমাজে গোষ্ঠীপতিদিগের সমকক্ষভাবে চলেন, তাঁহাদিগের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

শিমলায়ী—শিমলায়ী শ্রীহরির সন্তান উপাধি মজুমদার মালদহ জেলার অধীন মাণিকচক থানার অন্তর্গত লালবাথানী গ্রাম। চারি মেলের কুলীনে কন্যাদান আছে।

পাকড়াশী—পাবনা জিলার স্থলের (বসন্তপুর) ভট্টাচার্য্য।

পলশায়ী—বরিশাল জিলার সর্ব্বমঙ্গলার।

ডিংসাই—ফরিদপুর খেলে ফতেজঙের এবং বড়দিয়ার চৌধুরী।

শিমলায়ী—নদিয়া জিলার মহৎপুরের মল্লিক। মুর্শিদাবাদের শিমলায়ী, সয়দাবাদ ও বোরাকুলীর গোস্বামী।

শিমলায়ী—বিক্রমপুর ও দেবগ্রামের পণ্ডিত রায়ের সন্তান।

পুবলীগ্রামী—জয়রামপুরের মল্লিক গোষ্ঠীপতি।

পলশায়ী—বর্দ্ধমান জিলার সিঙীর পালশায়ী রত্নেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মার্জ্জিত বা উত্থাপিত।

ঢাকা জিলার কাঁচাদিয়ার বড়াল (বিক্রমপুর)।

যশোহর জিলার বাগমারার কৈঞ্জেরী কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান, রামগোপালের বিবাহে মার্জ্জিত।

বরধাতাজীর আচার্য্য ও কয়াবিয়ানের কেঁজেরী বন্দ্যরঘুরাম সন্তানে উত্থাপিত।

নন্দিগ্রামী—বাদকুল্লার রায়। মেদিনীপুরের জাড়ার রায়-গোষ্ঠীও নন্দিগ্রামী। রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী সন্তানে উত্থাপিত।

বাঘমারা (ঢাকা জিলা) কেঁজেরী মঘ-দোষ-দুষ্ট, চন্দ্রশেখরী মেল দ্বারা মার্জ্জিত এবং উত্থাপিত।

কেলেবেঁদার সর্ব্ববিদ্যা-সন্তান পাকড়াশী যোগী অপবাদগ্রস্ত, চন্দ্রশেখরী মেল দ্বারা উত্থাপিত তথাপি ভুলাই ব্রাহ্মণ।

মাজিপাড়া (ঢাকা জিলা) চৌধুরী পূর্ব্বগ্রামী ভুলাই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। ঐ স্থানের মোহন রায়ের সন্তানগণ কেশরকুনী-অপবাদগ্রস্ত, তথাপি চন্দ্রশেখরী মেল দ্বারা উত্থাপিত।

যথা—"মঘঃযোগী ভুলায়িশ্চ কেশরস্থ চ মোহিনী।
এতৈর্দোষৈশ্চ পতিতো মেলশ্চন্দ্রস্য শেখরী।" মিশ্রগ্রন্থ।

নদিয়া জিলার বাগুয়ানের বড়াল, মেটিরীর মুনসী চক্রবর্ত্তী মুং ফুং নারায়ণ ঠাকুর দ্বারা উত্থাপিত।

টুঙীর ঘোষলী অধিকারী (৩৬ জাতি শিষ্য) চৈতল চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার-সন্তান ও শিবাচার্য্য-সন্তানের দ্বারা উত্থাপিত।

পূর্ব্বগ্রামী শ্যামকুণ্ডের সমাজদার বা সম্বাদার বিষ্ণু সন্তান শ্যামের ধারায় শিবচন্দ্রে খড়দা মেলের চৈতল চন্দ্রশেখরের ধারায় ও বল্লভী দুর্গাবর সন্তান দ্বারা উত্থাপিত।

হুগলী জিলার আক্না ও মেড়ে, বর্দ্ধমান জিলার জৌগ্রাম ও কুলীনগ্রামের সেয়ুকগণ শিবাচার্য্য-সন্তানে মার্জ্জিত। নদিয়া জেলার চুয়া ডাঙ্গার অন্তর্গত রুহিথন-পুরের সেয়ুক গ্রামী সান্ধ শ্রোত্রিয়েরা বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী মেলে মার্জ্জিত। এবং পরে

চারি মেলের কুলীনে কন্যাদান দেখাযায়। ইহারা অধিকারী সংজ্ঞায় অভিহিত।

চোৎখণ্ডী এই শ্রোত্রিয় হুগলী জিলার অনেক স্থলে আছেন।

২৪ পরগণার হালীসহর, (কুমারহট্টের) ও বীরভূমের দীঘলগাঁই, বটেশ্বরের ডিংসাই প্রভৃতি শ্রোত্রিয়গণ কোন না কোন মেলের কুলীনে কন্যা-দান করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারাও সেই সকল কুলীন ঠাকুরদিগের আশ্রয়স্থল। সমস্ত শ্রোত্রিয়ই কোন না কোন কুলীনের আশ্রয়স্থল অর্থাৎ সুমেরু তুল্য। শ্রোত্রিয়গণ শরীর, কুলীনেরা আত্মা বা দেবতা।

— —

রাঢ়ী-সমাজে চলিত সাতশতী।

ডাইয়া—খুলনার নিকট আজোগাড়া গ্রামে ডাইয়া শ্রোত্রিয় অনেক আছেন। ইহাদিগেরও কুলক্রিয়া আছে।

পিতাড়ী—হুগলি জিলার পাভুন গ্রামে এলং থানা শেয়াখালা সন্ধিপুর, কলিকাতার বৌবাজার, ও ২৪ পরগণার জয়নগর, পালাবাড়ী ও কুটীগোদা গ্রামে পিতাড়ী শ্রোত্রিয় আছেন। অনেক সাতশতী। পরাসর গোত্র। কুলক্রিয়ায় পশ্চাৎপাদ নহে।

দান্দুড়ী—খুলনার নিকট শ্রীফলতলার দান্দুড়ী কুল-ক্রিয়ার জন্য মান্য।

কাটানী—খুলনা জিলার সেনহাটী গ্রামের কাটানী-বংশ কুলক্রিয়া দ্বারা বিখ্যাত। সাতক্ষীরার জমীদার ৺প্রাণনাথ চৌধুরী এইবংশীয় ছিলেন।

উচ্চশ্রেণীর সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়-সংখ্যা ৮।

পাকড়াশী, পালধি, কাঞ্জারী, শিমলাল।
কুশারি, মাষচটক, শিমলায়ী, বটব্যাল ॥ ১ ॥ (এই আটঘর)
গৌণ* ত্যজে শ্রোত্রিয় যে বসুর আলয়।
কুলাচলে অষ্টবসু মেরুচূড়া কয় ॥ ২ ॥
সাধ্যমধ্যে বাপুলিয়াই সর্ব্বের প্রধান।
কুশারি-বদলে কভু সিদ্ধে পায় স্থান ॥ ৩ ॥
কাঞ্জারী, শিমলাল, বাৎস্যে ত্রৈবিশ্ব-সিদ্ধ।
পাকড়াশী, পালধি, শিমলায়ী তদ্বিদ্য ॥ ৪ ॥
বটব্যাল, কুশারি, মাষচটক তেমন।
এ আট ঘর সিদ্ধ দানাদানে সুজন ॥ ৫ ॥
প্রথম চারি মেল, সাগর-চতুষ্টয়।
সদা এ কন্যা প্রার্থনায় কাল করে ক্ষয় ॥ ৬ ॥
শ্রোত্রিয় সুমেরু বা কল্পতরুর কায়।
কেহ পাদ, কেহ শির, কেহ কর্ম্মে যায় ॥ ৭ ॥
তার মধ্যে আট ঘর কল্পতরুর ফুল।
অথবা সুমেরুর চূড়া, গুণে সমতুল ॥ ৮ ॥
কৈলাস বৈকুণ্ঠাদি দেবাধারে পরিচয়।
কয়কীর্ত্তনে কুশারি পিঠেভোগে রয় ॥ ৯ ॥
তন্ত্রসারে মাষচটক জানহ নিশ্চয়।
বেগের বটব্যালে বড়াল নাম কয় ॥ ১০ ॥

---

*দীর্ঘাঙ্গী কুলভিঃ পারিঃ সদৃশো রায়িকেশরী।
ঘণ্টা ডিণ্ডী পীতমুণ্ডী মহিন্তা গুড়পিপ্পলী।
বড়ো গড়গড়িশ্চৈব ইমে গৌণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

নদিয়া যশোরাদি বটব্যাল-কোটর।
শাণ্ডিল্যে বড়াল নামে মাত্র যে কঠোর॥ ১১॥
কাঞ্জারীর নিজবাস যশোর সারল।
নদিয়ার রাজগুরু শ্রোত্রিয় প্রবল॥ ১২॥
কুন্দরসী গ্রামে বাস, শিমলায়ী-গাঁই।
বাগপুর ও শ্রীবরা কাশুপেতে পাই॥ ১৩॥
শিমলাল রসবতী রসুই বেড়ালা।
রাঢ়েতে মধুসূদন-সন্ততি প্রবলা॥ ১৪॥
ডাঁইহাট মেটিরী পালধির আলয়।
যথায় রামেশ্বরের জ্যান্তে পিণ্ড দেয়॥ ১৫॥
ফুলের বাগানে সদা হবিঃপুর গন্ধ॥
পাকড়াশী আশে হরি ষষ্ঠী বিষ্ণুর ধন্দ॥ ১৬॥
আর সাধ্য শ্রোত্রিয় যতেক আছে গাঁই।
গন্ধরাজ মল্লিকা ফুলের গন্ধ পাই॥ ১৭॥
ইন্দীবর, কুমুদ, গোলাপ, শতদল।
স্বীয় স্বীয় গন্ধে হয় সর্ব্বত্র প্রবল॥ ১৮॥
কাঞ্জারী শিবলী, বাৎস্য গোত্রে জাত।
বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে উভয়ে তুল্য যশে খ্যাত॥ ১৯॥
মহেশপুরে শিবলী গুরুত্বে আবাস।
শিষ্য রাজগুরু ধর্ম্মদহে প্রকাশ॥ ২০॥
পূতিতুণ্ড-কুলচন্দ্র-বটক-ভণিতি।
সব শ্রোত্রিয় দেখ কিবা সতের নীতি॥ ২১॥

কুলক্রিয়ার পঞ্চবিংশতি কুলঘাতক-দোষ।

১ অকৃতী (আদান-প্রদান রহিত), ২ রণ্ডিকা গমন, ৩ জীবিতে পিণ্ডদান, ৪ স্বজনে বিবাহ, ৫ ক্ষিপ্ত, ৬ অগ্নিদগ্ধা, ৭ বলাৎকার, ৮ পোষ্য-পুত্র-গ্রহণ (দত্তক), ৯ ব্রহ্মহত্যা, ১০ জন্মান্ধ, ১১ কুষ্ঠ, ১২ খঞ্জ, ১৩ নীচ-বিবাহ, ১৪ নান্দিক, (পিতৃবর্ত্তমানে বিবাহে স্বয়ং নান্দিশ্রাদ্ধ করা) ১৫ ত্যাজ্যপুত্র, ১৬ বিপর্য্যায়, ১৭ অন্যপূর্ব্বা, ১৮ বয়োজ্যেষ্ঠা, ১৯ মাতৃনাম, ২০ সগোত্রা, ২১ দুষ্টা কন্যা, ২২ অঙ্গহীনা, ২৩ কাণা, ২৪ কুব্জা, ২৫ বাগ্‌জড়া। *

২ রণ্ডিকা—ইহা ত্রিবিধ; কন্যাভাব, কুলাভাব ও রণ্ডিকা-(রাঁড়)-গমন।

"কন্যাভাবাৎ কুলং রণ্ডঃ কুলাভাবাত্তথৈব চ।
রণ্ডিকা-গমনাৎ রণ্ডাম্ভি রণ্ডোঽপি জায়তে ॥" মিশ্রগ্রন্থ ধ্রুবানন্দ।

স্মৃতিতে অন্যবিধ।

---

* "কন্যাপুংসোরভাবে চ রণ্ডিকাগমনাদপি।
জীবিতে পিণ্ডদানেন স্বজনা ক্ষিপ্ত এব চ ॥
অত্যাবৃত্তে ভবেদ্দোষঃ কথিতঃ কুলপণ্ডিতৈঃ।
অগ্নিদগ্ধা নীচোদ্বাহো বলাৎকারস্তথৈব চ ॥
পোষ্যপুত্রো ব্রহ্মহত্যা জন্মান্ধঃ কুষ্ঠরোগিণঃ।
খঞ্জেনাপি কুলং তদ্বৎ নীচোদ্বাহে চ নান্দিকে ॥
ত্যাজ্যপুত্রো বিপর্য্যায়ঃ কুলঘাতকস্তথৈবচ।
অন্যপূর্ব্বা বয়োজ্যেষ্ঠা মাতৃনাম্নী সগোত্রিকা ॥
দুষ্টা কন্যাঙ্গহীনা চ কাণকুব্জাঽপি বাগ্‌জড়া।
পঞ্চবিংশতিদোষাশ্চ নিশ্চিতাঃ কুলনাশকাঃ
অত্যাবৃত্তৌষধাদোষঃ পতিতং তৎ কুলংতদা। মহেশ

৬ অগ্নিদগ্ধা—যাহার কেহ নাই।

১৬ বিপর্য্যায়—ইহা, ত্রিবিধ; কৃতিপুত্রবরে, পুত্রপশ্চাৎ ও ভ্রাতৃপশ্চাৎ। কুলার্ণব গ্রন্থ দেখ।

পরিবেত্তা পরিবিত্তি ——————'বিপর্য্যায়ঃ কৃতিপুত্রবরেণ চ।
ভ্রাতৃপশ্চাৎ পুত্রপশ্চাৎ বিপর্য্যায়াস্ত্রয়ো মতাঃ॥' মিশ্রগ্রন্থে হরিমিশ্র।

ফুলিয়া মেলের বিশেষ কথা।

মেলবন্ধন সময়ে ফুলিয়া গ্রামের মুখোপাধ্যায়দিগকে লইয়া অগ্রে কুল নিষ্পন্ন হয়, এইজন্য ইহার নাম ফুলিয়া মেল।

নাধা, ধাঁদা, বারুইহাটি ও মূলুকজুড়ি দোষের পরিপাকে ফুলিয়া মেল বন্ধন হয়। (দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ১৫৭শ।) পরে অন্য দোষও সংসৃষ্ট হইয়াছে। প্রথমে যে যে দোষে মেলবন্ধন হইয়াছে, পরে সেই সেই দোষের সহিত অন্য দোষ প্রায় প্রত্যেক মেলেই প্রবেশ করিয়াছে। সেই হেতু পৃথক্ পৃথক্ থাক আছে।

নাধা—নাধা-নামক স্থানবাসী বন্দ্যঘটীয়গণ বংশজ ছিলেন। গঙ্গানন্দের পিতা মনোহর মুখোপাধ্যায় এই বংশজকন্যা বিবাহ করিয়া বংশজ হন। মনোহরের কুলরক্ষার নিমিত্ত ঘটকেরা নাধার বাঁড়ুরীদিগকে মাম্সচটিক নামেশ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত করেন। তাহাতে মনোহরের কথঞ্চিৎ কুলরক্ষা হয়। ইহা নাধা-দোষ। নাধাগ্রাম নাধাই খাঁপুর নামে প্রসিদ্ধ। সবডিভিজন কানলা, জেলা বর্দ্ধমান।

ধাঁদা—শ্রীনাথ চাটুতির দুইটী অদত্তা কন্যা ধন্দনামক ঘাটে জল আনয়নার্থ গমন করে। হাঁসাই খানদার নামক

অনেক মুসলমান বলপূর্ব্বক ঐ দুই কন্যার জাতিপাত করে। এই কথা বিপক্ষেরা রটনা করে, বস্তুতঃ সত্য নহে। উহার এক কন্যা কংসসুত পরমানন্দ পূতিতুণ্ড, অন্য কন্যা গঙ্গাবর বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন। এই গঙ্গাবরের সহিত নীলকণ্ঠ গাঙ্গের আদানপ্রদান হয়। নীলকণ্ঠ গাঙ্গের সহিত আদান প্রদান দ্বারা গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ও এইরূপ মিথ্যাঅপবদযুক্ত যবন-দোষে দূষিত হন। ইহার নাম-ধাঁদা-দোষ।

"অনাথ-শ্রীনাথসুতা ধন্দঘাট স্থলে গতা।
হাঁসাই-খানদারেণ যবনেন বলাৎকৃতা॥
ধন্দস্থানগতা কন্যা শ্রীনাথচট্টাত্মজা।
যবনেন তু সংস্পৃষ্টা সোঢ়া কংসসুতেন বৈ॥" মিশ্রগ্রন্থ।

"নাথাই চট্টের কন্যা হাঁসাই খানদারে।
সেই কন্যা বিভা করে বন্দ্য গঙ্গাবরে॥ মেলমালা।

ইহা মিথ্যা অপবাদ। ধাঁদা খাল গুপ্তি পাড়ার পূর্ব্বদিকে ছিল।

বারুইহাটী—বারুইহাটী গ্রামে ভোজন করিলে ব্রাহ্মণের জাতিভ্রংশ ঘটিত; কাঁচনার মুখুটী অর্জ্জুন মিশ্র ঐ গ্রামে ভোজন করিয়া জাতিভ্রষ্ট হন। শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহিত আদান প্রদান করেন। এই শ্রীপতি বন্দ্যের সহিত আদান প্রদান দ্বারা গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ও সেই দোষে দোষী হন। ইহার নাম বারুইহাটী দোষ। বারুইহাটী গ্রাম কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত।

মুলুকজুড়ি—গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (ভট্টাচার্য্যের) ভ্রাতৃপুত্র শিখাচার্য্য, মুলুকজুড়ি-(সাতশতী)-কন্যা বিবাহ করিয়া কুলভ্রষ্ট ও সাতশতী-ভাবাপন্ন হন; পরে শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করেন। ইহা মুলুকজুড়ি দোষ।

মনোহর মুখুটী, শ্রীপতি বন্দ্যঘটী ও গঙ্গানন্দ চাটুতি ফুলিয়া মেলের মুখপাত-স্বরূপ। পরে খড়দহ মেলের নারায়ণ চট্টো ও শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলি ও ফুলিয়া মেলে প্রবেশ করেন।

ভট্টনারায়ণ-বংশ (শাণ্ডিল্যগোত্র)।

ভট্টনারায়ণের ষোল পুত্র। যথা—আদিবরাহ ১, রাম ২, নীপ ৩, নানো ৪, বিকো ৫, সাহ বা সাঢ়ু ৬, শুভ ৭, নিহো ৮, গুঁই ৯, মধু ১০, গুণ ১১, বটুক ১২, গুণ্ড ১৩, বিভু (দেব) ১৪, কাম বা শুভ ১৫, মহীপতি ১৬। ইহাঁদিগের মধ্যে আদিবরাহ বন্দ্য-বংশের মূল পুরুষ। ক্রোড়পত্র—১৪—১৭পৃ দেখ।

আদিবরাহ-বংশ যথা—পুত্র বৈনতেয়, পৌত্র সুবুদ্ধি, প্রপৌত্র বিবুধেশ, বৃদ্ধপ্রপৌত্র গুঁই, অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র গঙ্গাধর, বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্র সুহাস। ইহাঁর পুত্রের নাম শকুনি, ইনি ভট্টনারায়ণ হইতে ৯ম। ইহাঁর পুত্র মহেশ্বর ১০ম; ইনিই কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। ইহাঁর সহিত বন্দ্যবংশের আরও চারিজন কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগের নাম যথা—জাহ্লন, দেবল, বামন ও ঈশান (৩১৮ পৃঃ দেখ)।

মহেশ্বরের পুত্রের নাম মহাদেব (১১শ)। ইহাঁর তিন পুত্র যথা—তিকু, পূতি ও দুর্ব্বলী। ইহাঁরা ভট্ট হইতে ১২শ।

দুর্ব্বলীর পাঁচ পুত্র যথা—অনন্ত, হরি, ভাস্কর, নারায়ণ ও সঙ্কেত (১৩শ)। পরিশিষ্ট বংশবলী দেখ।

(১৩শ) হরি, পুত্র উদয় বামন এবং দ্যুমণি ১৪শ। উদয়সুত—মাধব ১৫শ। মাধবসুত বিষ্ণুমিশ্র (১৬শ), তৎপুত্র পৃথ্বীধর ও

ধ্রুবানন্দ (১৭শ)। পৃথ্বীধর-পুত্র গঙ্গাধর (১৮শ), তৎপুত্র ভগীরথ (১৯শ)। ভগীরথের পাঁচ পুত্র যথা—মনোহর, জিতামিত্র, দেবানন্দ, শ্রীমন্ত ও শ্রীপতি (২০শ)। পরিশিষ্ট-৯পৃ দেখ। ধ্রুবানন্দকৃত গ্রন্থের নাম কুলরাম মিশ্রীগ্রন্থ। ধ্রুবানন্দের উপাধি মিশ্র।

মনোহরো জিতামিত্রো দেবানন্দস্ততঃ পরঃ।
শ্রীমন্তঃ শ্রীপতিশ্চৈব ভগীরথসুতা ইমে॥ মিশ্রী।

(২০শ) শ্রীপতির পুত্র দুর্গাদাস (২১শ)। সাগরদিয়া গ্রামে বাস নিবন্ধন তাঁহার উপাধি সাগর হয়। দুর্গাদাসের চারি পুত্র; রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর, * রাঘব ও রামকান্ত (২২শ)। পরিশিষ্ট ১০পৃ দেখ। ইহাঁরা চারি চক্রবর্ত্তী নামে প্রসিদ্ধ ও বন্দ্যবংশে সাগরদিয়া নামে বিশেষ খ্যাত। সাগরের এই চারি অংশ যে কুল পবিত্র করিয়াছেন, তাহার নাম চতুঃসাগরী। যথা—

সাগর পূর্ব্বেতে ছিল মানের আলয়।
অভূতভদ্ভাব এতে আছয়ে প্রত্যয়॥
মেলবন্ধ-কালে যাতে সাগরের অংশ।
পড়িল, তাহারা কুলে হইল প্রশংস॥
সে কালে সাগর ছিল গাঙ্গবংশে যোগ।
তথা হইতে গঙ্গানন্দ পাইল সংযোগ॥
সমবারি-ভাবে তাহা সুচট্টেতে যায়।
গাঙ্গুলি-সম্বন্ধ যবে খড়দহে পায়॥

---

* আসীদ্রামেশ্বরাখ্যঃ ফুলকুলতিলকো নির্ম্মলো রাঢ়বঙ্গে
সদ্বৃত্তৈঃ সদ্বিচারৈঃ সমকুলসদৃশো নাস্তি কশ্চিৎ কুলীনঃ।
শ্রীগোপীনাথনাম্না অজককুলবরৈস্তুল্যগোবিন্দমুখৈ্য-
র্বিশ্রামে লব্ধকীর্ত্তিঃ ফুলদলবিজয়ী সাগরে সেতুবন্ধঃ॥ মিশ্রী—

চট্টবংশে মিশ্রিত হয় গাঙ্গুলির কুল।
পরম্পরা-সম্বন্ধে তাহা সর্ব্বানন্দে মূল॥
বল্লভীতে এই মত আছে তার অংশ।
চতুঃসাগরী ব'লে যে হইল প্রশংস॥
স্বাধিকার-নিষ্ঠাভাব চারি মেলে পায়।
অন্যথা-সিদ্ধতা-ভাব ঘটক না লয়॥
এই চারি মেল যেই শ্রোত্রিয়ের ঘরে। কুলচন্দ্রিকা।
শুদ্ধক শ্রোত্রিয় বলি তাহারে বিচারে॥ ধৃত—কুলার্ণব।

(২২শ) রাঘবের পুত্র জয়রাম (২৩শ)। ইহাঁর তিন পুত্র;
রুদ্ররাম, রঘুরাম ও কেশবরাম (২৪শ)।

এখানে কেহ কেহ বলেন যে—

"এক রাম প্রসবিল কৌশল্যা ধন্যা।
তিন রাম প্রসবিল কুমুদের কন্যা॥" মেলমালা।

কুমুদ ন্যায়ালঙ্কার সারলবাসী কাঞ্জিয়ারী গোষ্ঠী সম্ভূত। সারল যশোহর জিলার অন্তর্গত। নিম্নে রঘুরামের বংশের একদেশ দেখান গেল।

রঘুরাম (২৪শ)। বন্দ্যঘটীর মূল (১) আদিবরাহ হইতে পুরুষগণনা হয়, সুতরাং ভট্টনারায়ণ হইতে রঘুরাম ২৪শ পুরুষ। দুর্গারাম (২৫) পুত্র (২)। রামশরণ (২৬শ) পৌত্র (৩)। কৃষ্ণশরণ, কৃষ্ণপ্রাণ ও গোবিন্দ (২৭শ) প্রপৌত্র (৪)। কৃষ্ণপ্রাণসুত রাধানাথ (২৮শ) বৃদ্ধপ্রপৌত্র (৫)। তারকনাথ ও চন্দ্রনাথ (২৯শ) অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র (৬)। তারকসুত নীলমণি (৩০শ) বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র (৭)।

রঘুরাম প্রপৌত্র গোবিন্দ (২৭শ)। তৎপুত্র রাধাকিশোর ও

দ্বারকানাথ, (২৮শ)। রাধাকিশোর সুত উমাচরণ, গিরিশ, শ্রীশ, চন্দ্রশেখর, হরকুমার ও হরিশ (২৯শ)। নিম্নে কেশবরাম চক্রবর্ত্তীর বংশের একদেশ দেখান গেল। যথা—

কেশবের পুত্র আনন্দরাম বিদ্যালঙ্কার (২৫শ)। তৎপুত্র রাধাগোবিন্দ (২৬শ)। তৎপুত্র বিশ্বনাথ (২৭শ)। তৎপুত্র কাশীনাথ (২৮শ)। তৎপুত্র কেদার, জগবন্ধু ও যদুনাথ (২৯শ)। জগবন্ধুর পুত্র কুমুদ, বিনোদ ও লালবিহারী B. A. B. L. Pleader Narail (৩০শ)। বিনোদের পুত্র ফণি ও বিভূতি (৩১শ)। লালবিহারীর পুত্রত্রয় মহেশপুরের শিমলাল ভট্টাচার্য্য সিদ্ধ শ্রোত্রিয় পূর্ণচন্দ্রের দৌহিত্র। নিবাস জয়পুর, জিলা যশোহর। ফুলের মুখুটী কৃষ্ণজীবন সন্তানের সহিত পালটী-প্রকৃতি-ভাব।

রুদ্ররামের ধারার একদেশ। যথা—

পুত্র অভিরাম ২৪শ। পৌত্র রামরাম ও মধুসূদন ২৬শ। মধুসূদন সুত লক্ষ্মীনারায়ণ ২৭শ। তৎপুত্র গোলকচন্দ্র ২৮শ। তৎপুত্র ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যো ২৯শ। তৎপুত্র দেবেন্দ্র, বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় C. I. E. ও জীতেন্দ্র Bar.at-law।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামরামের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ।

জয়রাম (২১৩)। জয়রামের সহিত ফুলের মুখুটী রতি বিষ্ণুর যোগে কুল। জয়রাম জগাই নামে প্রসিদ্ধ। পরি-৩৮ পৃঃ

"জগাইয়ের যোগভঙ্গ, পাইয়ে রতির সঙ্গ,
হড়, গুড়, পোড়ারির দোষে।
রামদেব বলে খুড়া, কি হলো কুলের গোড়া,
ত্রিদোষ বলিয়া লোকে ঘোষে॥" মেলমালা।

।মকৃষ্ণ (২২শ)। রামকৃষ্ণের পুত্র গোপীনাথ (২৩শ), মেলের রমণ ঠাকুরের সহিত কুল। পরিশিষ্ট দেখ।

রামেশ্বর (২২শ)। তৎপুত্র গোপীনাথ, রামদেব, রঘুদেব, রামনারায়ণ, রামনাথ, লক্ষ্মণ ও কামদেব এই সাত জন (২৩শ)।

ফুলিয়ার মুখুটী রমণ রাজবল্লভের সহিত রামদেব ও রঘুদেবের কুল। মধুসূদন তর্কালঙ্কারের সহিত রামনারায়ণের পাল্‌টী-প্রকৃতি ভাব। জঙ্গলবাদাল-নিবাসী ফুলের মুখুটী রঘুনন্দনাদির সহিত রামনাথ ও লক্ষ্মণের কুল। জঙ্গলবাদাল যশোহরের অন্তর্গত গ্রাম বিশেষ।

রঘুরাম ত্যজে পিণ্ড গোপীনাথে খায়।
অবশেষে সেই পিণ্ড জগতে না পায়॥ মেলমালা।

গোপীনাথ রামদেব যোগ, লক্ষ্মণ রামনাথ যোগ,
রঘুদেব কামদেব যোগ। কুলপঞ্জিকা।

(২৪শ) **রুদ্ররাম পোড়ারী** দোষ হেতু ফুলের মুখুটী রঘু কেশবের দলে প্রবিষ্ট হয়েন।

(২৩শ) **রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীকে** অন্তিমকালে নবদ্বীপাধিপতি কেশরকুনী প্রাপ্ত করান। পূর্ব্ববঙ্গে সে দোষ অলীক বলিয়া উপেক্ষিত হয়। তদনুসারে মধুসূদন তর্কালঙ্কারের সহিত ইঁহার কুল-বন্ধন হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিবর্গ সাগরদিয়া বাড়ুরী বলিয়া খ্যাত। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ **গয়ঘড়ী বন্দ্য** বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বন্দ্যবংশে গয়ঘড়।

মহাদেবের পুত্র দুর্ব্বলী ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ১২শ।

দুর্ব্বলীর পুত্র হরি, অনন্ত ও ভাস্কর (: গিরিশ, অনন্ত-বংশের যাদবেন্দ্র গয়ঘড় গ্রামে বাস করিতেন। কশবরাম হইতে গয়ঘড়ী নামের উৎপত্তি। নীলকণ্ঠ ঠাকুর হইতে ফুলি-মেলের মুখুটীর সঙ্গে ইহাঁদিগের যোগ হয়। যথা—

> লবণযবনযোগাৎ সাগরো দগ্ধসারঃ
> কুসুমকুলকুলারিঃ কালকূটঃ কুলারিঃ।
> ইতি বিষমসময়ে নীলকণ্ঠোঽপি কুণ্ঠঃ
> গয়ঘড়কুলকেতুঃ কেবলং ত্রাণহেতুঃ॥ মিশ্রী।

(২২শ) রামচন্দ্রের পুত্র যাদবেন্দ্র, শিবরাম, মহাদেব ও পঞ্চানন (চন্দ্রচূড়)। (২৩শ)
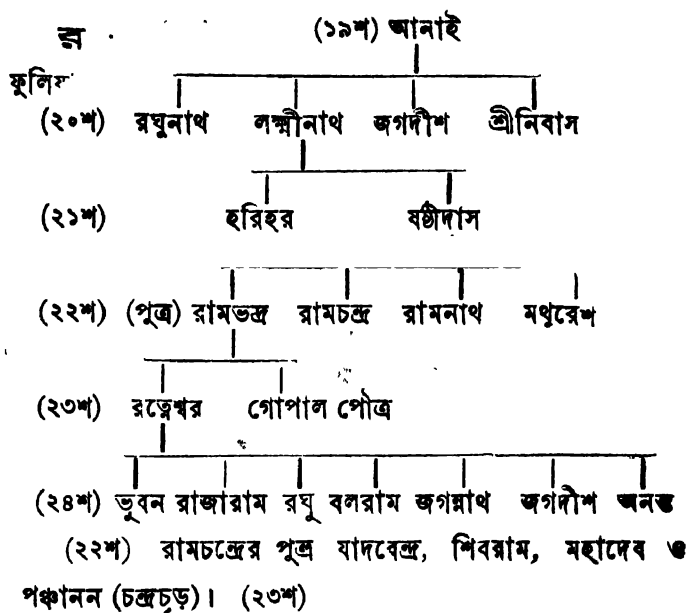
গয়ঘড় যাদবেন্দ্র পুত্র তিতু ইহার প্রকৃত নাম রামগোবিন্দ (২৩শ) শ্রীধর-দৌহিত্র। ২৩শ) কুলীন দৌহিত্র যাদবেন্দ্রের পুত্র শ্রীনারায়ণ ও রামনারায়ণ (২৪শ) শ্রীনারায়ণ, পুত্র জয়নারাণ, নরনারায়ণ ও প্রেমনারায়ণ (২৫শ)।

জয়নারায়ণ-সুত কৃষ্ণানন্দ (২৬শ)। তৎসুত হরনাথ ও গৌরীনাথ (২৭শ)। হরনাথ সুত আদ্যনাথ ও যদুনাথ (২৮শ)। আদ্যনাথ-সুত পঞ্চানন (২৯শ)। যদুনাথ-সুত পাঁচু (২৯শ)। পঞ্চানন-সুত শ্রীশিবদাস (৩০শ)। আদ্যনাথ শুড় ভাবাপন্ন।

নরনারায়ণ-(২৫শ)-সুত রামশরণ (২৬শ)। তৎসুত কালীনাথ (২৭শ)। তৎসুত কামাখ্যানাথ (২৮শ)। তৎসুত চন্দ্রনাথ

(২৯শ)। রামশরণের (২৬শ) বৈমাত্রেয় বৈদ্যনাথ (২৬শ)। তৎ-সুত কেশব ও ভবনাথ (২৭শ)।

প্রেমনারায়ণ-(২৫শ)-বংশ জিলা নদিয়া কুসুমপুরে বিরাজ করিতেছেন।

(২২শ) মথুরেশের পুত্র মধুসূদন, রামদেব, রতিকান্ত, রামদেব ও রামচরণ। (২৩শ)।

কাঁটাদিয়া-বন্দ্য।

কাঁটাদিয়া—(১০শ) মকরন্দ সুত কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটীর আদি-পুরুষ দাসু (১১শ), তৎসুত বনমালী (১২শ), তৎসুত ভীম ও ভব। (১৩শ) ইহা হইতে কাঁটাদিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভব (১৩শ), ইহাঁর ধারাবাহিক অধস্তন পুরুষগণের এক-দেশমাত্রের বংশাবলী যথা—জীয় ১৪। দিগম্বর ১৫। ভরত ১৬। মহেশ ১৭। দুর্গাদাস ১৮। রত্নেশ্বর ও রামেশ্বর ১৯। রামেশ্বরের বংশ আমুদপুরে আছে, ইহাঁরা পণ্ডিতরত্নী মেলে গত। ভব কাঁটাদিয়া গ্রামে বাস করিলেন। কাঁটোয়া।

কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটীর মধ্যে বৈদ্যনাথ, গৌরীকান্ত, রামভদ্র, রতিকান্ত, রামচন্দ্র, রামদেব ও রামকৃষ্ণ বল্লভী মেলে গত। পরিশিষ্ট দেখ। ১৮—২৩ এবং ১৬৫ পৃঃ।

বন্দ্যঘটী ত্রি-হিরণ্য, তাহে এক অগ্রগণ্য,
ফুল-কুল-কেতু গয়ঘড়া।
অন্য দুয়ে নাহি পুণ্য, বাঙ্গাল ও কুল শূন্য,
বেণে-বাড়ী শেষ গড়াগড়ি। *

---

* কুলশূন্য—অর্থাৎ বংশজ, শেষ—অর্থাৎ ছোট হিরণ্য দাসুবংশ। ১ম—বহুসুত, গয়ঘড়; ২য়—নারায়ণসুত; ৩য়—অর্থাৎ শেষ।
বাঙ্গাল হিরণ্য ম্লণ্য, নারায়ণ-সুত।
কাঁটাদিয়া হিরণ্য নিন্দ্য, দাসুবংশ-জুত।

বেণেনীর রূপ-ছটা শেষের বড়ই ঘটা,
সে রূপে ব্রহ্মতেজো লুকায়।
সমাজেতে ঠেলাঠেলি, হিরণ্যে বড়ই গালি,
এবে বেণেনী লয়ে পালায়॥
বেণেনীর পরিচয়, বাপের নাম লুকায়,
ইথে দায়াদ হইল কাল (কাঁটাদিয়া দাস্থ-বংশ)।
হিরণ্যের দেশে থাকা, তাহে অকথা কুকথা,
নানাবিধ ধরিল জঞ্জাল॥
পাইয়া জাতির হুড়া, একবারে দেশ-ছাড়া,
বর্দ্ধমানে বেণেনীর সঙ্গে।
ভৈরব-ভৈরবী-বেশে, ক্রীড়া করে নানা রসে,
কত লোক জোটে কত রঙ্গে॥
শিবের কুচনী সতী, কৃষ্ণের গোপ-যুবতী,
সেইমত হইল হিরণ্যে।
বেণেনীর গর্ভজাত, সন্তান হইল সাত,
পুত্র এক, তাহে ছয় কন্যে॥
চক্রেতে বিবাহ দেয়,* জাতির কি আছে ভয়,
লোকে তান্ত্রিক বামণ কয়।
হিরণ্য মরিয়া যায়, পুত্রাদির সাহস হয়,
দ্বিজ বলি দিতে পরিচয়॥

ভুয়ে বন্ধু ধোপা হাড়ী বেণে পরিবাদে।
সঙ্গে বীরভুঁয়ে বসন্ত-পত্নী খাঁ জুনিদে॥ দোষমালা।

* সংপ্রাপ্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮০॥
নাত্র জাতিবিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্।
চক্রমধ্যগতা বীরা মম রূপা ন চান্যথা॥ ১৮১॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র। ৮ম উল্লাস।

পুত্রের সন্ততি অষ্ট, পুত্র সপ্ত, কন্যা জ্যেষ্ঠ,
দ্বিজে কন্যা দিতে নাহি ভয়।
তন্ত্র-কাজে হৈল পটু, সে দেশে তান্ত্রিক বটু,
তবু সুদ্বিজে কন্যা নাহি লয়॥
পাপী দ্বিজে বিভা করে, পতিত-বামণ-ঘরে,
নীচ-কন্যা বর পায় ভাল।
পতিত উত্থিত হয়, অচলের এ সময়,
নাহি কোন প্রকার কুচাল॥
সাত পৌত্র সাত ঋষি, তুল্য সপ্তর্ষি দেবর্ষি,
তবু সুব্রাহ্মণে না চায়।
পুত্রপৌত্রাদিক্রমে, নানা দেশ পরিভ্রমে,
পার্টী-প্রকৃতি করিতে যায়॥
মেয়ে বেচা, মেয়ে কেনা, বামণ পেরেত দানা,
আছে তার কত মত ধারা।
তাদের সঙ্গে বিভায়, কিছু কাল গত হয়,
যেমন হাঁড়ী তেমনি সরা॥
পচা বংশজের ঘরে, আদান প্রদান করে,
বলে আদি বংশজ আমরা।
পণ্ডিতরত্নী, বাঙ্গালপাশী, সুখনালী, আশীবিষী,
ধোপা-বিলাসী যত পামরা॥
পুত্রের সন্ততি যত বিদ্যায় গীষ্পতিমত,
নানা দেশ ভ্রময়ে কথায় (পুরাণ কথা)।
ক্রমে শূদ্রাদি-যাজন, প্রথা আছে ত যেমন,
আস্তে আস্তে উঠিল সভায়॥

বয়োবর্ণবিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে।
অসপিণ্ডাং ভর্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ॥ ঐ। ৯।২৭৯।মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

বিদ্যায় গৌরবে লোকে, পাঠ পড়িতে ডাকে,
এই হৈল ব্রাহ্মণ্যের গোড়া।
শূদ্রযাজী দ্বিজ ডাক, হিরণ্যের এক থাক,
কেহ না পায় কুলের সাড়া॥
পঞ্চানন মুলো কয়, নাড়ীর দোষ অক্ষয়,
নৈলে চিকিৎসে কর্ত্তো জুড়ে।
নিয়ে দোপোড়া, তেপোড়া, খেত আর দু'চার পোড়া,
হিরণ্যের খাদি যেত উড়ে॥

গোষ্ঠী-কথা—বর্দ্ধমান জেলার পাঁচড়া-নিবাসী ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর কুলাচার্য্য-প্রদত্ত।

খড়দহ মেল।

খড়দহ গ্রামে বাস বলিয়া এই মেলের নাম খড়দহ।

আদৌ খড়দা, ফুলিয়া শেষঃ।
ফুলিয়া খড়দা নাস্তি বিশেষঃ॥ *

যোগেশ্বর পণ্ডিত হইতে খড়দহ মেল ধরা যায়। ইনি আহিত সহোদর মহাদেবের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র। মহাদেব শ্রীহর্ষ হইতে ১৪শ পুরুষ অন্তর। মহাদেবের দুই পুত্র; ঈশ্বর ও বিশ্বেশ্বর (১৫শ)। মহাদেবের পিতার নাম উৎসাহ। মহাদেবের সহোদরের নাম আহিত, অভ্যাগত, কামদেব, চক্রপাণি (১৪শ) প্রভৃতি দশ জন। পরিশিষ্ট দেখ।

---

* এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, (২১শ) যোগেশ্বর পণ্ডিত—(২৩শ) মনোহর মুখোপাধ্যায়ের খুল্লপিতামহ, সুতরাং তিনিই অগ্রগণ্য। মনোহর ভ্রাতৃপৌত্র, কাজে কাজেই পশ্চাদ্বর্ত্তী। পরিশিষ্ট ১৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

খড়দা মুখো মহাদেব-সুত বিশ্বেশ্বরের বংশাবলী।

(১৬শ) গাঙ্গ (গঙ্গাধর) গোপী ভব

(১৭শ) পশুপতি

(১৮শ) ধ্রুত কৃষ্ণ

(১৯শ) মহেশ্বর

(২০শ) বসু(সর্ব্বানন্দী) বল(বালী মেল) হরি

(২১শ) দিগম্বর যোগেশ্বর খড়দা (পরিঃ ১১১পৃঃ) কামদেব

(২২শ) শঙ্কর শত্রুঘ্ন মুকুন্দ ত্রিবিক্রম জানকী রুক্মিণী কমলাকর

(২৩শ) কুমুদ রাঘব সুরানন্দ নয়নানন্দ পূর্ণানন্দ

(২৪শ) রামভদ্র শিবরাম

(২৫শ) কৃষ্ণবল্লভ গোপীজনবল্লভ

(২৬শ) মধুসূদন প্রাণবল্লভ রঘুনন্দন রামনারায়ণ
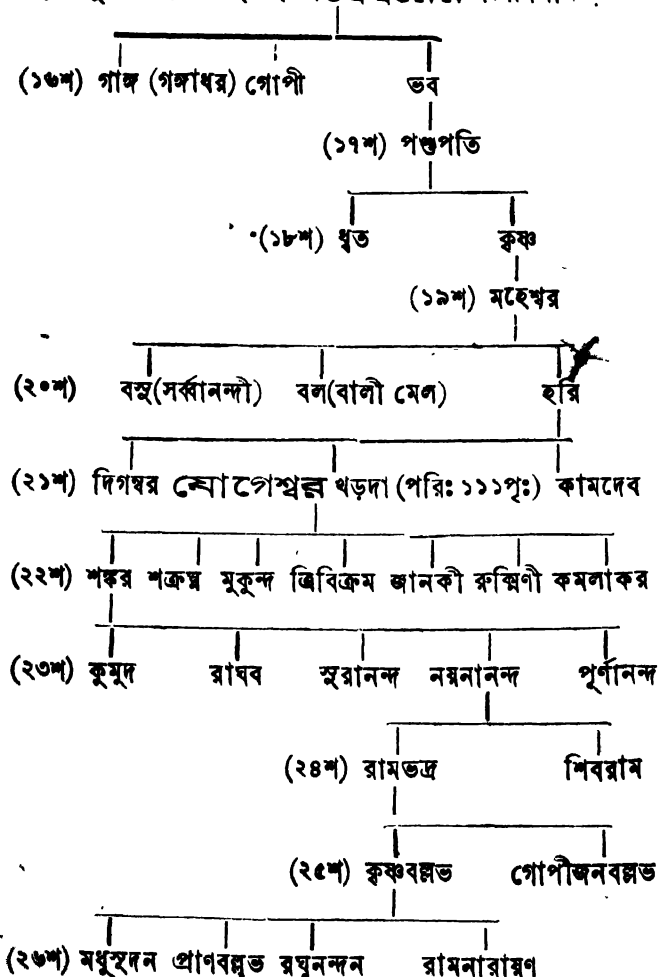
যোগেশ্বর পণ্ডিত রামনারায়ণের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ। যোগেশ্বর পণ্ডিত ও সহোদর কামদেব পণ্ডিত খড়দহ মেল প্রাপ্ত।

হন। রামনারায়ণ কাশ্যপ-কাঞ্জারী দোষ দুষ্ট। যোগেশ্বর সহোদর (২১শ) দিগম্বরও খড়দহ-মেলপ্রাপ্ত।

খড়দা মেলের কাশ্যপকাঞ্জারীতে যে ১৮ জন কুলীন সংস্পৃষ্ট হয়েন, তাঁহাদিগের নাম ও বংশ যথা।—

আদৌ গাঙ্গচতুষ্টয়ং ধনযুগং ধন্যঞ্চ বন্দ্যদ্বয়ং
সপ্তানামপি চৈতলী ত্রয়োমুখা এতে চ অষ্টাদশ। মেলমালা।

গাঙ্গ-বংশে—রামচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ ও রঘুনাথ (২২শ) এই চারি সহোদর, বেগের গাঙ্গুলি। ধন—চাটুতি-বংশের কৃষ্ণবল্লভ ও কৃষ্ণজীবন, এই দুই ব্যক্তি। বন্দ্য-বংশে—কৃষ্ণচরণ ও রামদেব, এই দুই ব্যক্তি। সপ্ত চৈতলী—রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, নারায়ণ, রমাপতি, মধুসূদন ও গোবিন্দ, এই পাঁচ ব্যক্তি রামচন্দ্র-তনয় (২৩শ); এবং যদু ও রঘু এই দুই ব্যক্তি সমেত সাত জন (এই সাত জন রামনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র)। মুখবংশে—রাম-নারায়ণ, রঘুনন্দন ও মধুসূদন। *

সত্যবানের দুইসুত, লোহাই (লয়াই), শুভাই (সবাই)।
মুকুন্দ শুভাই-সুত, বিবাহ ডিংসাঁই॥
রায়ের দোষে বিসম্ভাষে পড়ে সত্যবান্।
সেই কালে যোগেশ্বর মধু চট্ট পান॥
মধু চট্ট শিরে ধরি ভরদ্বাজ মুনি।
যোগেশ্বর অবতার শিব শিব গণি॥

---

* সপ্ত চৈতলীতে কোন কোন পুস্তকে বিদ্যাধর সার্ব্বভৌম, রাধাবল্লভ বিদ্যালঙ্কার, লক্ষ্মীনারায়ণ সার্ব্বভৌম ও রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম দেখা যায়।

আর গাঙ্গ চিন্তামণি চাঁদের চিয়ায়।
ত্রিদোষে পড়িয়া মলেন চট্ট মাধাই॥
কামদেবসুতাঃ সপ্ত, দামোদরসুতাবুভৌ।
যোগেশ্বরসুতাঃ সর্ব্বে মধুদোষেণ ঘূর্ণিতাঃ॥ মেলমালা।

যোগেশ্বর পণ্ডিতের পিতা হরি মুখটী গড়গড়ি-কন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপ্পলাই-কন্যা, বিবাহ করেন। এবং মধু চট্টোপাধ্যায়ও ডিংসাঁই রায় পরমানন্দের কন্যা-বিবাহে দুষ্ট। যোগেশ্বর এই মধু চট্টকে কন্যাদান করেন।

যোগেশ্বর পণ্ডিত, কামদেব পণ্ডিত, মধু চট্ট, নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলি ও ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খড়দহ মেলের প্রধান ব্যক্তি।

"গড়শ্চ পিপ্পলিশ্চৈব সুখনালী মধুস্তথা।
ডিঙীরায়স্য সম্পর্কাৎ খড়দা মেল উচ্যতে॥"
"খড়দহ মহাকুল, যোগেশ্বর যার মূল,
ডিঙী-দোষ বলি শূল, যাহাতে জন্মিল।" মেলমালা।

খড়দা মেলে—পঞ্চনর্থী দোষ।

খড়দা মেলের কতিপয় কুলীনমধ্যে পঞ্চানর্থী দোষ আছে।

যথা—১ বিষ্ণুঃ কুশারির্যবগ্রামী বা (সাতশতী) সন্দেহঃ। মধু চট্টের যজ্ঞেশ্বরের কন্যা-বিবহ।

২ বন্দ্যবৈদ্যসিদ্ধান্ত (কাহরিঃ। বাণীবরো রজনীকরঘটকস্য কন্যাবিবাহী) সন্দিগ্ধঃ শ্রোত্রিয়ঃ—কাশ্যপকাঞ্জারী (সাতশতী) সন্দেহঃ।

৩ বঙ্ককঃ পূর্ব্বগ্রামী ঘোষালো বা। আচার্য্যশেখরী বিষ্ণুঃ।

৪ সনাতনঃ সিমাবী গাঙ্গুলির্বা।

৫ শৃগালঃ পালধিশ্চট্টো বা। *

কাশ্যপ গোত্রে দক্ষ-বংশ।

(১) দক্ষ পুত্র সুলোচনাদি ১৬ জন। সুলোচন চট্টোপাধ্যায়বংশের মুলপুরুষ (২)। সুলোচন-পুত্র বাসুদেব ও মহাদেব (৩)। মহাদেবের সুত হলধর (৪)। তৎসুত নাম্নিদেব, কৃষ্ণদেব ও রূপদেব (৫)। নাম্নিদেব-পুত্র গাড়, হর্ষ ও লালো (৬)। লালোসুত গরুড়ধ্বজ ও ভাত (৭)। গরুড় পুত্র শ্রীকণ্ঠ ও হিরণ্য (৮)। শ্রীকণ্ঠ সুত বাঙ্গাল (৯)।। গরুড় কাশ্যপ-গোত্রের বাঙ্গাল ও বহুরূপাদি পঞ্চজন কুলীনের অন্যূন কল্প। বাঙ্গাল-সুত কীত (১০)। কীত-পুত্র নৃসিংহ (১১)। তৎসুত আভো (১২)। তৎপুত্র স্বপন (১৩)। স্বপন-সুত চৈতনা (১৪)। তৎসুত রঘু (১৫)। তৎ-সুত শ্রীবৎস (১৬)। তৎপুত্র বলভদ্র (১৭)। তৎপুত্র উদয় (১৮)। ইনি উদয় কুলবর নামে প্রসিদ্ধ। কুলবর কুলপতি সদৃশ উপাধি।। উদয় কুলবর তদীয় বৃদ্ধপ্রপিতামহ যাঁহার নাম সমাজে অতি প্রসিদ্ধ সেই

---

* মধোযজ্ঞেশ্বরোহনর্থী, বৈদ্যসিদ্ধান্তকো হরিঃ।
রজনী চ তথা বিষ্ণুঃ, কাশ্যপে বঞ্চকঃ,সনা।
আচার্য্যশেখরশ্চৈব পঞ্চানর্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ মেলমালা।
বহুরূপঃ শুচো নাম্না অরবিন্দো হলাযুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥ ধ্রুবানন্দ মিশ্র।
মুনীনাং দশসাহস্রং যোহন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ সবৈ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥ স্মৃতিশাস্ত্র। ধ্রুবানন্দ।

চৈতলীর নামে আপনার কীর্ত্তি খ্যাপন করিতেন। সেইহেতু উদয়-সন্ততিমাত্র চৈতলী বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। (চৈতল)

কৃষ্ণদেব-সুত বরাহ (৬)। বরাহ-সুত শ্রীধর, মহাবুদ্ধি, সুজো ও পিথাই (৭)। **শ্রীধর-সুত বহুরূপ** (৮)।

(১৪) চৈতলীর পৌত্র রঘু-সন্তান ঈশ্বর (১৬); ইনি শ্রীবৎস-সহোদর। তৎপুত্র **দিনকর, ত্রিপুরারি ও পুরন্দর** (১৭)। **পুরন্দর বল্লভী মেল-প্রাপ্ত।**

চৈতলীর পুত্র কিশো, বিশো, নিশো, মহী, রঘু, কুশো ও ধুশো (১৫) এই সাত জন। তন্মধ্যে রঘু চৈতলী বলিয়া খ্যাত, **মহী, চন্দ্রপতি ও কুশো ভাটাকুলিয়া** বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ভাটাকুল গ্রাম বর্দ্ধমান জিলায়।

চং চৈ ত্রিপুরারি দিনকর-সহোদর (১৭)। ত্রিপুরারি-পুত্র অমর ও গোরাই (১৮)। অমর-সুত দৈবকী, কামাই ও লক্ষ্মীনাথ (১৯)। লক্ষ্মীনাথ সুত গোপী ও গৌরী (২০)। **গোরাই পণ্ডিতরত্নী মেলে গত।** গোপী ও গৌরীর ফুলের মুখটী রাঘবেন্দ্র, কাশী, বিশু, গোপাল ও গোপীনাথের সঙ্গে একযোগে পাল্‌টী-প্রকৃতি ভাব হয়। (ফুলে)।

(৮) **বহুরূপের** পুত্র—গোবিন্দ, বাসুদেব, রাজো, মধুসূদন ঈশ্বর, কুশলী ও গাহী (৯)। **গাহীর পুত্র সর্ব্বেশ্বর** (১০)। **সর্ব্বেশ্বর অবসথ যজ্ঞ করিয়া অবসথী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন।** (১১) **সর্ব্বেশ্বর-পুত্র** অচ্যুত, বামন, দোকড়ী, তেকড়ী, ছকড়ী ও সম্পত্তি (১২)। (১২) দোকড়ী-সুত গোবর্দ্ধন, পাহু, শিরো, জয়পতি, শূলপাণি, ঈশ্বর, লখ, পুর, গণ ও ধন (১৩)।

গোবর্দ্ধন-সুত তপন (১৪)। তৎপুত্র কানাই, শ্রীকণ্ঠ ও সত্যবান্ (১৫)। সত্যবান্-সুত লয়াই (সবাই) ও শুভাই (১৬)। শুভাই-সুত জয় ও **মধু** (১৭)। **মধু-সুত** অনন্ত, বিশ্বনাথ, নরহরি, জগদীশ ও রঘুনাথ (১৮)। (১৮) অনন্ত-সুত কাশীবল্লভ, দেবিদাস ও কানাই (১৯)। (১৯) কাশী-সুত ঈশ্বর ও রামনাথ (২০) (২০) ঈশ্বর-সুত বল্লভ ও ঈশান (২১)। (১৭) **মধু চট্টোর দ্বারা** খড়দার মুল প্রকৃতি যোগেশ্বরে দোষ ঘটে। যথা— **যোগেশ্বরের যোগভঙ্গ, গাইয়ে মধুর সঙ্গ ইত্যাদি।** তেকড়ী (১৩) চট্টো অবসথী তেকড়ী-বংশ। তৎপুত্র সিধো, বিদো, নন্দ, গোপাল ও প্রভাকর (১৪)। সিধো-সুত লখো (লক্ষ্মীধর), মার্কণ্ডেয়, বশিষ্ঠ, দামোদর ও মাধু (১৫)। লক্ষ্মীধর-সুত হরি, দিগম্বর ও বিভাকর (১৬)। দিগম্বর-সুত পুরাই, হরাই, গুণ, শুভাই, প্রিয়ঙ্কর, রাঘব সর্ব্বানন্দ, জগন্নাথ ও দুর্গাবর (১৭)। (১৭) পুরাই-সুত লোহাই ও বিজয় (১৮)।

জগন্নাথ (১৭) জগন্নাথ-সুত চিত্রাঙ্গদ, মালাধর, (কালি-দাস) কালিদাস, গোপী, কেতন, শ্রীগর্ভ ও মধু (১৮)। **শ্রীগর্ভের সময়** মেলবন্ধন হয়। ইনি মেলবন্ধনের কুলীন। শ্রীগর্ভের পুত্র পঞ্চানন, ভগবান, কেশব, কামদেব, কুমুদ, চন্দ্রশেখর (বা ঈশ্বর) (১৯)। (১৯) ভগবান্-সুত ষষ্ঠীদাস, দেবিদাস নারায়ণ ও গঙ্গানন্দ (২০)। (২০) ষষ্ঠীদাস-পুত্র পূর্ণানন্দ, রাজেন্দ্র ও যাদবেন্দ্র (২১)।

গঙ্গানন্দ (২০) গঙ্গানন্দের পুত্র গোপীশ্বর, রামকৃষ্ণ, বিশ্বেশ্বর, জনার্দ্দন, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণবল্লভ (২১)। (২১) রামকৃষ্ণসুত রামদেব, মধু, গোপীশ্বর, নন্দকিশোর, বাসুদেব ও মদন (২২)।

(২১) বিশ্বেশ্বর-সুত রামনাথ, রাজারাম, প্রাণবল্লভ, রামদেব, রামগোপাল, রমাবল্লভ ও কৃষ্ণকিঙ্কর (২২)।

বহুরূপ-বংশে শ্রীকর খনিয়ার চাটুতি। গুণাকর পাটুলিয়া। শ্রীকৃষ্ণ ও পাটুলীর চাটুতি। ইনি সর্ব্বানন্দী মেলে গত। পুরো নাদোর নান্দাই গ্রামে চাটুতি বলিয়া খ্যাত। বিশ্বম্ভর বেতড়ায় প্রসিদ্ধ। কাশ্যপকাঞ্জারী থাকে খড়দার যে দুই-জন ধনোর চাটুতি সংসৃষ্ট হয়েন, সেই দুইজন ধনবংশের কৃষ্ণবল্লভ ও কৃষ্ণজীবন।

দক্ষ-বংশে চট্টোপাধ্যায়-কুলে মহাদেবপুত্র মহী, চলহ, শ্যামল ও হলধর প্রভৃতি দক্ষের প্রপৌত্র, সুতরাং অধস্তন চতুর্থ। দক্ষের বৃদ্ধ প্রপৌত্র হলধরপুত্র—কৃষ্ণদেব (৫)। অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র বরাহ (৬)। বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীধর অধ্বর্য্যু (শ্রীধর, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকর এক ব্যক্তি ক্রোড়পত্র ২৬ পৃঃ) (৭)। তৎসুত বহুরূপ (৮)। মহারাজ বল্লাল সেনের নিকট যে উনিশ মহাত্মা কৌলীন্য লাভ করিয়াছিলেন, বহুরূপ তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য।

(৮) চট্ট অরবিন্দ-প্রপৌত্র (১১) পভো (প্রভু)। তৎপুত্র শিব ও হিম (১২)। শিব-পুত্র (১৩) সুরেশ্বর।

(১১) চট্ট বিভো (বিভু)। তৎসুত নরসিংহ, বিশু, কুশো, ঈশান, মার্কণ্ডেয়, নিত্য ও পদ্মনাভ (১২)। (১২) নরসিংহ (নৃসিংহ)-পুত্র বাসু, বামন কামদেব, শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ, কানাই, ও নিধো (১৩)। (১৩) বামন-পুত্র লম্বোদর ও শুক্লাম্বর (১৪)। লম্বোদর-পুত্র বাণী, বিনোদ, হিরণ্য ও মুকুন্দ (১৫)।

(১১) চট্ট মনো-পুত্র জীয়ো, ব্যাচো, গোবিন্দ,

বনমালী, দুর্য্যো, সূর্য্যো (সূর্য্য) (১২)। দুর্য্যো-পুত্র চাঁদ (১৩)। তৎ-সুত তপন (১৪)। তৎপুত্র হরিদাস (১৫)। হরিদাস-সুত জগন্নাথ ও গৌরীদাস (১৬)। গৌরীদাস-সুত রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহেশ, মাধব, শিব ও বিশ্বেশ্বর (১৭)। **এই মাধব নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা। ইনি বীরভদ্রের সহোদরা গঙ্গাকে বিবাহ করেন।** নিত্যা-নন্দ সন্ন্যাস-গ্রহণ-হেতু প্রথমে উদাসীন ছিলেন। পরে ভেক-ছলে নীচজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার গর্ভে গঙ্গা ও বীরভদ্রের জন্ম হয়। তদবধি নিত্যানন্দ বান্তাশী বলিয়া নিন্দিত হয়েন। সেই হেতু শেষাবস্থায় সংসার পরিত্যাগ করেন। পুত্র বীরভদ্র সামাজিক ব্যাপার রক্ষা করেন।* সেই কারণে তাঁহার নামেই নিত্যানন্দ-বংশে বীরভদ্রী দোষ হয়।

গরুড়-সহোদর ভরত, মতান্তরে নামান্তর সামন্ত চট্টোপাধ্যায়, লৌলিকের পিতা। লৌলিক দক্ষ হইতে অধস্তন ৭ম পুরুষ। ইহাঁর পুত্র **শুচ, অরবিন্দ ও উষাপতি** (৮)। প্রথম দুই ব্যক্তি আদি কুলীনের অন্তর্নিবিষ্ট। (৮) অরবিন্দ-সুত আহিত (৯)। আহিত তৎসুত দ্যাকর (১০)। দ্যাকর-সুত পভো, ধনো, মনো ও বিভো (১১)। ধনো-সুত উৎসাহ, রাম, রঘু, গণ, জয় ও শ্রীপতি (১২)। আর একটী পুত্রের নাম বঙ্গভঙ্গক; কেহ কেহ ইহাঁকে হলায়ুধও কহিয়া থাকেন।

---

* পিতা বর্ত্তমানে পুত্রগণ অকৃতী, অর্থাৎ ভগিনী-দানে তাহাদিগের অধিকার নাই। পিতা বিদ্যমানে সকলেই সমান; তাঁহার অবর্ত্তমানাবস্থায় যে যেরূপ দোষ বা গুণ করে, সে নিজেই তাহার ভাগী।

গণপতি (১২) গণপতি-সুত ব্যাস, বশিষ্ঠ ও নারায়ণ (১৩)। ব্যাস-সুত আনাই ও জনাই (১৪)। আনাই-সুত বিজয়, চতুর্ভুজ, নাথাই, লথাই ও মাধাই (১৫)। **নাথাই-য়ের প্রকৃত নাম শ্রীনাথ,** কিন্তু এই অপভ্রষ্ট নামেই ইনি প্রসিদ্ধ। ইহাঁর কন্যা দ্বারাই **ধন্দ-দোষ ঘটে।** সেই কন্যা গঙ্গাধর বন্দ্য বিবাহ করেন। এই ধন্দ-দোষ দ্বারা **ফুলিয়া মেল হয়।**

(১৫) **নাথাইপুত্র গঙ্গা দাস ও গোবিন্দ** (১৬)। **গঙ্গাদাসপুত্র ভুবন** (১৭)। ভুবনের পুত্র রামনাথ ও রতিনাথ (১৮)। রামনাথের পুত্র রূপনারায়ণ ও রাঘব (১৯)। রতিনাথের পুত্র রামচন্দ্র, নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ ও রমাকান্ত (১৯)। (১৯) রামচন্দ্রসুত কৃষ্ণবল্লভ ও কৃষ্ণজীবন (২০)।

(১৯) **ভগবানের পুত্র গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়** (২০)। এই গঙ্গানন্দকে **অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও বলে।** ইহাঁর পুত্রগণের নাম যথা—বিশ্বেশ্বর, গোপীশ্বর, রামকৃষ্ণ, কৃষ্ণবল্লভ, রামচন্দ্র ও জনার্দ্দন (২১)। ১ম পরিঃ ২৯৯ পৃঃ মূল পুঃ ৩৯৫ পৃঃ।

(৮) **বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলাযুধ ও বাঙ্গাল [এই পাঁচজন বল্লালের নিকট কৌলীন্য প্রাপ্ত হন** (২৬৩পৃষ্ঠ দেখ)।

(১০) **সর্ব্বেশ্বর* হইতে অবসথী সংজ্ঞা হয়।**

* নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ প্রাজ্ঞো দানৈঃ কল্পমহীরুহঃ।
অবসথীতি বিখ্যাতো যজ্ঞাবসথপালনাৎ॥ ধ্রুবানন্দ।

(১৭) মধু চট্টো খড়দা। (২০) গঙ্গানন্দ চট্টো ফুলে।

---

(১৪) চৈতলীর বংশ।

চৈতলীর শ্রেষ্ঠ অংশ উদয় ·কুলবর (১৮)। উদয় কুলবরের সহিত কুলের মুখটী গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের যোগে কুল হয়। উদয় চট্টের পুত্র হরিদাস, শঙ্কর, নারায়ণ, শ্রীনিবাস ও কৃষ্ণদাস (১৯)। কৃষ্ণদাসের পুত্র মহেশ, মাধব ও চন্দ্রশেখর (২০)। মহেশের পুত্র কাশীশ্বর, রামেশ্বর, মহাদেব (বা রত্নেশ্বর) ও বিশ্বেশ্বর পর্য্যায় (২১)। রামেশ্বরের পুত্র যাদবেন্দ্র (২২), যাদবেন্দ্র সুত বেচারাম (২৩), তৎসুত কেবলরাম (২৪)। কেবল-সুত শিবানন্দ (২৫), তৎসুত বিশ্বম্ভর (২৬), তৎসুত ইন্দ্রকুমার (২৭), তৎসুত যোগেন্দ্র ও উপেন্দ্র (২৮)। যোগেন্দ্রসুত ধীরেন্দ্র (২৯), উপেন্দ্র-সুত রবীন্দ্র (২৯)। (ফরাসডাঙ্গাবাসী)।

(২১) মহাদেবের পুত্র রুদ্র (২২), পৌত্র কালিদাস (২৩), প্রপৌত্র শ্যামচরণ (২৪)।

(২১) বিশ্বেশ্বরের পুত্র হরি (২২), পৌত্র জগন্নাথ ও সদানন্দ (২৩)। সদানন্দের পুত্র কৃষ্ণানন্দ (২৪)।

মাধব (২০) মাধব-বংশ—পুত্র মধুসূদন (২১), পৌত্র নারায়ণ বাচস্পতি (২২) প্রপৌত্র রঘুরাম (২৩), বৃদ্ধপ্রপৌত্র কালীশঙ্কর (২৪)। ত্রিলোচন ও রাম লোচন। (২৪)

চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার-বংশ—চন্দ্র-

শেখর (২০) সুত রামচন্দ্র, রামনাথ ও রামদেব তর্কভূষণ (২১)। রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার পৌত্র। ইনি রামচন্দ্রের পুত্র (২২)। তাঁহার পাঁচ পুত্র যথা—রঘুনন্দন, সন্তোষ, রামনারায়ণ, রাজারাম ও রামকৃষ্ণ (২৩)। (২৩) সন্তোষের পুত্র বিশ্বেশ্বর, রামশরণ, কাশীনাথ, রামজীবন এবং হরেকৃষ্ণ (২৪)। পরিঃ ২৪০ পৃ।

(২৩) রামকৃষ্ণের পুত্র পদ্মলোচন (২৪), পৌত্র রামসুন্দর (২৫)।

(২১) রামনাথের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সার্ব্বভৌম (২২), পৌত্র রঘুনারায়ণ বাচস্পতি (২৩)।

(২১) রামদেব তর্কভূষণের পুত্রগণের নাম যথা—যাদব, গোবিন্দ ও মধুসূদন (২২)। ইহাঁদিগকে ফুলিয়া, খড়দা, উভয় মেলেই দেখা যায়।

চৈতলী–রজনীকরী থাকে—রুদ্র চট্টোপাধ্যায় (২৩) রুদ্রদেব নামেই প্রসিদ্ধ, ইনি উদয় কুলবর হইতে ছয় পুরুষ অন্তর। ইহাঁর পিতা কৃষ্ণদেব (২২), পিতামহ রতিকান্ত (২১), প্রপিতামহ রামরাম (২০), বৃদ্ধপ্রপিতামহ শ্রীনিবাস (১৯), অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ উদয় কুলবর (১৮)। ১ম—পরিশিষ্ট দেখ।

অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়-বংশের রামকৃষ্ণের বৃদ্ধপ্রপৌত্র শম্ভুরাম, এবং বিশ্বেশ্বরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র মদন, রাজারাম ও কৃপারাম প্রভৃতি রজনীকরী প্রাপ্ত। ইহাঁদিগের সহিত ফুলের মুখটী সুসেন বংশের হরি, পরমানন্দ ও রামকেশব; এবং রামেশ্বর- সন্ততির কৃষ্ণের পুত্র শঙ্কর, শ্রীবল্লভ প্রভৃতির কুল।

রজনীকরী থাকে খড়দা মেলের যোগেশ্বর

পণ্ডিতের বাণেশ্বর বংশের কৃষ্ণশরণ, আত্মারাম ও দর্পনারায়ণ প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ১ম—পরিশিষ্ট দেখ।

ধন চাটুতি বল্লভী-মেল—বিজয়-বংশ।

(১৪) আনাইসুত (১৫) বিজয়-পুত্র শ্রীহর্ষ, মুকুন্দ ও পুরুষোত্তম (১৬)। মুকুন্দ-সুত বনমালা ও নিমাই (১৭)। নিমাই-সুত রাঘব, কৃষ্ণ, নন্দন ও কন্দর্প (১৮)। রাঘব-সুত নারায়ণ, মথুরেশ, শ্রীবল্লভ ও রমাকান্ত (১৯); কাঁটাদিয়া গৌরীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-সন্তান নারায়ণ বাঁড়ুয্যের সহিত পাল্টী। ১ম—পরিশিষ্ট দেখ।

(৮) অরবিন্দের প্রপৌত্র ধন চাটুতি (১১)। ধন চাটুতি, এই থাকে গঙ্গাদাস (১৬), ভুবন (১৭), রতিনাথ (১৮), রামচন্দ্র (১৯), কৃষ্ণবল্লভ, কৃষ্ণজীবন, রামনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র (২০) প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা খড়দা প্রাপ্ত। শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ যথা—

দানে কর্ণ, জ্ঞানে গুরু, দেবে শ্রেষ্ঠ হরি।
কুলেতে কল্পতরু ভুবনো ভুবনোপরি॥ মেলমালা।

মুকুন্দ, নিমাই, রাঘব, রামকান্ত, মধুসূদন, গোপীশ্বর, ইন্দ্র-নারায়ণ, অযোধ্যারাম ও রামপঞ্চানন বল্লভী-মেল-প্রাপ্ত। রতিনাথ, নারায়ণ, রঘুদেব, রামবল্লভ প্রভৃতি ফুলিয়া, খড়দা উভয়-মেল-প্রাপ্ত।

"ফুল্ল-কুলে ভাল জীয়ে গঙ্গানন্দ ভট্ট।
কাছা ধরে বেড়ায় যার উদয় নামে চট্ট॥" মেলমালা।

সাবর্ণি গোত্রে বেদগর্ভ-বংশ (৩৯৪ পৃষ্ঠ দেখ)।

(৮) **শিশু গাঙ্গুলি।** বেদগর্ভ হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ, ইনি বল্লালের নিকট কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রপ্ত হন। ইহাঁর পিতা কুলপতি উপাধিতেই প্রসিদ্ধ। ইনিও পিতৃ-উপাধি-সদৃশ কার্য্য করিতেন বলিয়াই কুলপতি শিশু গাঙ্গুলি বলিয়া লোক-বিখ্যাত (৩৭৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

(১৮) **নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলির** সময় মেলবন্ধন হয়। শ্রীপতি নীলকণ্ঠের পুত্র (১৯)। শ্রীপতির পুত্রদ্বয়ের নাম রামনাথ ও জানকীনাথ (২০)।

ইহাঁদিগের সহিত গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য, ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় বংশের পাণ্টী-প্রকৃতি-ভাব। *

(২১) **রাঘব গাঙ্গুলি বেগে গ্রামে বড়াল**-(বটব্যাল)-কন্যা বিবাহ করেন। এই বড়াল-কন্যার গর্ভে রামচন্দ্র, রঘুনাথ, রামকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ এই চারি পুত্র জন্মে (২২)। বড়ালদিগের এই চারি দৌহিত্র হইতেই বেগে গ্রাম অতিশয় প্রসিদ্ধ হয়। ইহাঁদিগের সন্তান-পরম্পরা হইতেই বেগের গাঙ্গুলির নাম ও সম্ভ্রম বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই সময় হইতেই কাশ্যপকাঞ্জারী-সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত ইহাঁদিগের সংস্রব ঘটে। বেগে ঢাকা জিলার অধীন বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত। ২২ রামচন্দ্রের পুত্র হরিরাম, ২৩ পৌত্র আত্মারাম, ২৪ প্রপৌত্র রাজারাম (২৫)।

সাবর্ণি গোত্রের বেদগর্ভ-সন্ততির কুন্দগ্রামী বংশের **রোষাকর** বল্লালের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু দেবীবরের সময় তদীয়

---

* গঙ্গা আর্ত্তি ভগীরথ, গঙ্গাধরের শিরে।
নীল আর্ত্তি গঙ্গানন্দ, তারে ধরে শিরে। মেলমালা

অধস্তন বংশের সন্ততিগণ বংশজ-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন ইহা সমুদায় কুল গ্রন্থ সম্মত। যথা—

কুন্দলালে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ। মেলমালা।

চৈতলীর প্রশংসা।

চৈনলীর দলে দেখি দ্বিদলে উদয়।
উদয়*-সম্বন্ধ-বন্ধ দেখি ফুলিয়ায় ॥ ১ ॥
হরি-কৃষ্ণ-রূপ পরে নয়নে লাগিল।
তার পর পূর্ণানন্দ ভাবেতে মিশিল ॥ ২ ॥
ফুলের বাগানে ছিল চৈতলীর মূল।
স্তবকে স্তবকে কত ফুটিযাছে ফুল ॥ ৩ ॥
গোপী, গৌরী আদি সেই ফুলে সাক্ষী দেয়।
এই হেতু রামেশ্বর গোবিন্দেরে পায় ॥ ৪ ॥
যজ্ঞেশ্বর খড়দা কুলের সমবায়।
ফুলের উদ্যানে তার বংশ বদ্ধ রয় ॥ ৫ ॥
শঙ্কর, নারায়ণ আর শ্রীনিবাস দলে।
না ত্যজে চৈতলী তারা অভ্যাবৃত্তি-বলে ॥ ৬ ॥
ফুলের উদ্যানে ছিল বড়ই বাহার।
উদ্যম বিশ্রামে হতো উহা ব্যবহার ॥ ৭ ॥
হাটে, ঘাটে, মাঠে, বাটে চৈতলী বিকায়।
মনোহর-ফুলে-কুলে চৈতলী উদয় ॥ ৮ ॥
যখন আছিল ফুলে চৈতলীর মান।
ঘটক ষট্পদ কবি করে গুণ গান ॥ ৯ ॥
বীরভূঁয়ে বসন্ত আসি ফুলেতে উঠিল †।
মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

---

* উদয় কুলবয়। † জুনিদ খাঁ-সংগ্রব।

পঞ্চানর্থী হয় পঞ্চশরের সমান।
ঘটক কোকিল মিলিহানে পঞ্চবাণ ॥১১॥
খড়দা মধু মিলে যজ্ঞেশ্বরে অনর্থী।
বৈদ্যসিদ্ধান্তকে হরি নহেন আৰ্ত্তি ॥১২॥
রজনীর বিষ্ণু তাহে, কাশ্যপে বঙ্ক।
সনাতন আচাৰ্য্যশেখরে মেংক ॥ ১৩ ॥ — পঞ্চানর্থী।

এ পঞ্চ ব্যক্তি খড়দা অনর্থের মূল।
নবগ্রহ এই সঙ্গে কুলে হয় শূল ॥ ১৪ ॥
তথাপি ফুলিয়া হতে চৈতলী ছাড়ে না।
সঙ্গী কি সঙ্গকে ছাড়ে, ইহা কি জান না ॥ ১৫ ॥
রজনী অবসথী ফুলের থাকে পাং।
তাহাতেও কিছু কিছু চৈতলী বসাই ॥ ১৬ ॥
রজনীর ক্ষেত্র হয় গঙ্গার (গঙ্গা : আর ; কানাই*।
তাহাতেও মাঝে মাঝে চৈতলী লাগাই ॥ ১৭ ॥
কেবল চৈতলী ফুলে নাহে ধুলগন্ধ।
মধুর সহিত তাহে বজনী সম্বন্ধ ॥ ১৮ ॥
যেহেতু চৈতলী-অংশে ঈশ্বর উদয়।
সেই হেতু পায় মান বশিষ্ঠ -সভায় ॥ ১৯ ॥
যাহার প্রসাদে তিঁহ আৰ্ত্তিতা পাইল।
চৈতলীর বলে তিঁহ মস্তকে উঠিল ॥ ২০ ॥
মুরহর-বংশে কিছু তার অংশ পাই।
রঘুনাথ তার পুত্র, সেই কুলে গাই ॥ ২১ ॥
উভয় কুলেতে দেখি চৈতলী সাজায়।
ধ্রুবানন্দ অংশ এই রূপক কহয় ॥ ২২ ॥ — মেল-পরিচয়।

---

* ছোট্ট ঠাকুর। † নপাড়ী সর্ব্বানন্দী।

বল্লভী মেল।

"রণ্ডপিণ্ডাদি-দোষৈর্ম্বিদানীং যা চ কুলশ্রীঃ, সা বল্লভী।"

"ডুগু মনু দুটী ভাই, যা নিয়ে কুল গাই, ফুলের ভিতর।"

শ্রীহর্ষের অধস্তন ২১শ পুরুষ লক্ষ্মীধর। ইহাঁর দুই পুত্র; একের নান দুর্গাবর, অপরের নাম মনোহর। দুর্গাবর পণ্ডিত হইতেই বল্লভী মেল গণনা করে। দুর্গাবর ও মনোহরের অপভ্রংশ বা সংক্ষিপ্ত নাম যথাক্রমে ডুগু ও মনু। পরিশিষ্ট দেখ।

বল্লভাচার্য্যের* নামানুসারে বল্লভী মেল নাম হয় এইরূপ অধিকাংশ মেলই প্রকৃতি বা পাল্টীর নামানুসারে নাম পাইয়াছে।

বল্লভাচার্য্যের পিতার থাড়ীমুখ বিবাহ নিজের পিণ্ডপ্রাপ্তিরূপ দোষ, সর্ব্বানন্দ ঘোষালের সহিত কুলকার্য্যে পোড়ারি, বিপর্য্যায় ও পুনঃপ্রাপ্তি দোষ (অর্থাৎ পুনর্জ্জীবন)।

"থাড়ীমুখঃ পোড়ারিশ্চ বিপর্য্যায়স্তথৈব চ। সঙ্গী পুরন্দর চট্টো। পিণ্ডদ্বয়েন সম্পর্কাৎ মেলোহভূদ্বল্লভী যতঃ॥" মেল সন্ধি।

দুর্গাবরের অধস্তন মুকুটয়ায়ীবংশের মহেশপুত্র গৌরীশ ও চারুচন্দ্র পর্য্যায় ৩৬। ১ম পরিঃ ১১৫ পৃঃ। ১৪ পং ধন বিজয় চট্টোপাধ্যায়, পুরন্দর চট্টোপাধ্যায় এবং বন্দ্য বল্লভাচার্য্য দুর্গাবরের পালটী।

---

* বল্লভাচার্য্য বন্দ্য নপাড়ী বনমালি-সন্তান। ইহাঁর সহোদরের নাম বন্দ্য নপাড়ী গদ। পিতার নাম অনন্ত। অনন্ত হইতে বন্দ্য বিনায়ক উর্দ্ধতন পঞ্চম, অর্থাৎ বৃদ্ধপ্রপিতামহ। বিনায়কসুত বৈ, আপী ও বাপী। বৈ-সুত ঈশান। ঈশান-সুত রাম ও লক্ষ্মণ। রাম-সুত অনন্ত। ভট্টনারায়ণবংশ-পরিশিষ্ট ও ক্রোড়পত্র দেখ।
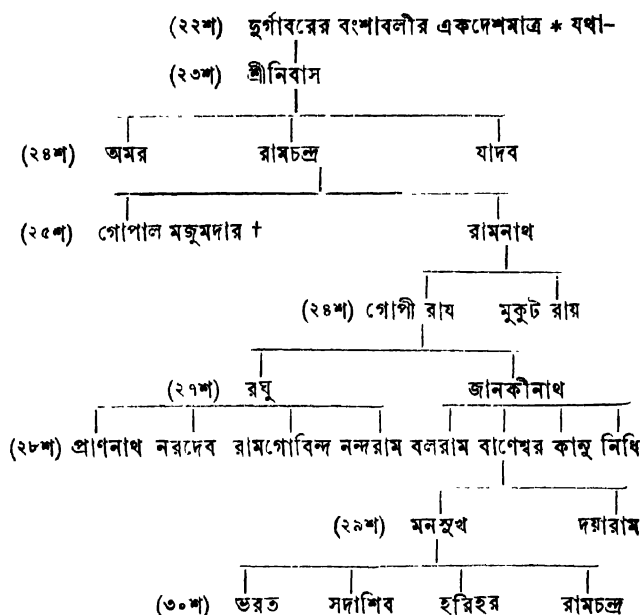
বল্লভী মেলের প্রধান স্থান শান্তিপুর।

---

* সম্পূর্ণ বংশাবলী ১ম পরিশিষ্টে ১১৩ পৃঃ দেখ।

† (২৫শ) গোপাল মজুমদার-বংশের একদেশ যথা—(২৬শ) হরিমোহন ন্যায়ালঙ্কার। (২৭শ) কৃষ্ণবল্লভ ন্যায়বাগীশ। (২৮শ) যদুনন্দন বিদ্যালঙ্কার। (২৯শ) গৌরীচরণ ও কালীপ্রসাদ। (৩০শ) দীননাথ। (৩১শ) উপেন্দ্র। (২৩শ) উপেন্দ্র-সুত গোবর্দ্ধন ও উদ্ধব; নিবাস, কলিকাতা পটোলডাঙ্গা। চট্টোপাধ্যায় বংশের ধন-চাটুতি বিজয়-সন্তানের সহিত ও বন্দ্য কাঁটাদিয়ার বৈদ্যনাথ-বংশের সহিত পাল্‌টী-প্রকৃতি-ভাব।

সর্ব্বানন্দী মেল।

"সর্ব্বানন্দী মহিন্তয়া।"

মহিন্তা গৌণ বটে, নহে সর্ব্বানন্দে।
মহিন্তায় যায় তারা পরম আনন্দে॥ মেলমালা।

মুখ-বংশের মৃত্যুঞ্জয় ২২শ হইতে ধারাবাহিক অধস্তন সপ্তম পুরুষ সর্ব্বানন্দী মেলে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন। যথা মৃত্যুঞ্জয় ২২। রাম ২৩। রাজীব ২৪। রঘুনন্দন ২৫। দুর্গারাম ২৬। দুর্গাদাস ২৭ ও রাঘব ২৮।

রিশড়াতে ২৬ দুর্গারামের সহোদর মহাদেবের বংশাবলী আছে। মহাদেবের পুত্রের নাম দুর্গাদাস ২৭, পৌত্রের নাম শ্রীনারায়ণ ২৮।

সর্ব্বানন্দ বন্দ্যঘটী নাম সর্ব্বানন্দী।
মহিন্তা কুল-অরি মূল জগদানন্দী॥ মেলমালা।
"পূর্ব্বং পঞ্চাননে রণ্ডঃ পিণ্ডং দত্ত্বা দীনস্য চ।
বলাৎকারে বিপর্য্যায়ে মহিন্তাসদৃশো মতঃ॥" মেলপরিচয়।

রাঘব গাঙ্গুলিকে যখন সর্ব্বানন্দ প্রাপ্ত হন, তখন নিম্নস্থ দোষ গুলি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—রণ্ড, পিণ্ড, বিপর্য্যায়, মহিন্তা ও শুকনালী।

না পারি বশিষ্ঠ-সুতের মহিন্তারে বিয়া।
রাঘব গাঙ্গুলি করেন আনন্দিত হ'য়া॥
রণ্ড, পিণ্ড, বলাৎকার, বিপর্য্যায় পা'য়া।
কাঁদিতেছে সর্ব্বানন্দ ভূমিতে পড়িয়া॥
সর্ব্বানন্দী বলি তারে দেবীবর বলে।
রাঘব গাঙ্গুলি পাল্‌টী রাঘাই হইল পরে॥

ধান্ধু বামন বিশো চট্টো বর্ণসঙ্কর।
আর যত আছে তারা অন্য-মেল-চর॥ মেলমালা।

পরে রবিকর চট্টোপাধ্যায়, পৃথ্বীধর মুখোপাধ্যায় ও কংসারি ঘোষাল ইহাতে প্রবেশ করেন। পরিশিষ্ট দেখ।

সর্ব্বদ্বারী বিবাহ (২য় পরিঃ ৮৬ পৃঃ) রহিত হইলে ছান্দড় বংশের ঘোষালকেও সর্ব্বানন্দী মেলে প্রবেশ করিতে দেখা যায়।*

ঘোষাল-বংশ।

ছান্দড় ১। সুরভি ঘোষাল ২। পিঙ্গল ৩। শির ৪। উধ ৫। কৌঁচ ৬। আভ ৭। তৎপুত্র গদ, পশু, গেঁথো, মার্কণ্ডেয়, গোপী, পীতাম্বর, পূরো ও নাথ ৮। পশুপতি-সন্তান তেঁই, রুদ্র ও হিঙ্গল ৯। বংশাবলী পরিশিষ্টে ২৭৫ পৃঃ দেখ।

পূর্ব্বদেশী ঘটকের পুস্তক এবং রাঢ়দেশী ঘটকের পুস্তক দৃষ্টে ফুলিয়া সমাজের পুস্তকের বংশাবলীর পর্য্যায় সংখ্যার অনৈক্য হয়। ঐ ইতর বিশেষ অধিকাংশ পুস্তকের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সুতরাং পূর্ব্বদেশী প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের এবং রাঢ়দেশী পাঁচড়া নিবাসী বিখ্যাত ভৈরব

---

* সুরভিস্তত্র ঘোষালঃ কাঞ্জিলালঃ কবিস্তথা।
রবিঃ পূতিশ্চ চোৎখণ্ডী ভানুর্ভানুর্বিবাহভবৎ॥ মেলমালা।

বন্দ্য নপাড়ী লক্ষ্মণের প্রপৌত্র সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বানন্দী মেলের মূল প্রকৃতি। ১৬শ সর্ব্বানন্দের পিতা যাদব। পিতামহ হরি। প্রপিতামহ লক্ষ্মণ। ব্যাস, বশিষ্ঠ, জগন্নাথ ও পরমানন্দ ইহাঁর পিতৃব্য। সর্ব্বনন্দ-সুত বলভদ্র। তৎসুত অনন্ত, জানকী, কাশী, শ্রীনিবাস, সুধাকর ও গুনানন্দ খাঁ (গুণানন্দ-খানী দোষ)। অনন্ত-সুত শিবু, শঙ্কর ও গৌরীকান্ত। ১ম পরিঃ ২০ পৃঃ।

বিদ্যাসাগর কুলাচার্য্যের লিখিত বংশাবলী এখানে গ্রহণ করা গেল। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত ভৈরব বিদ্যাসাগরের লিখিত বংশাবলীর কিঞ্চিত বিভিন্নতা আছে। এক পুরুষের অভাব ও সদ্ভাব।

বংশীবদন বিদ্যারত্ন প্রদত্ত—ছান্দড় ১। তৎসুত সুরভি ২। তৎসুৎ সাগর ৩। মনোরথ ৪। বিশ্বামিত্র ৫। জিতামিত্র ৬। ভগবান ৭। পিঙ্গল ৮। পিঙ্গলসুত শিরঃ ভাস্কর, হিঙ্গল, মাঙ্গলিক, শূলপাণি, মদন ও বিশ্বরূপ ৯।

ভৈরব বিদ্যাসাগর প্রদত্ত—পিঙ্গল ৮। তৎসুত সুবুদ্ধি ৯। শিরঃ ১০। উধ (উদ্ধব), বিশ, সঙ্কেত ১১। উধসুত কোঁচ, মার্কণ্ডেয় ১২। কোঁচসুত আভ ১৩। আভসুত পশু ১৪। পশুসুত ত্রিলোচন ও হিঙ্গল ১৫। ত্রিলোচনসুত উদয় ১৬। উদয়সুত বামন ১৭। বিশ্বনাথ, সাধু ও মাধু ১৮। বিশ্বনাথসুত কংসারি মিশ্র ও অরবিন্দ ১৯। কংসারিসুত শ্রীধর, ভবানন্দ, ভুবনাচার্য্য প্রভৃতি ২০। ভবানন্দসুত চক্রপাণি ২১। চক্রপাণিসুত হরিহর ২২। হরিহরসুত রাম তর্কবাগীশ ও গোবিন্দ ২৩। রাম তর্কবাগীশ সুত রাঘব, মহাদেব, শিবদেব, যাদবেন্দ্র, রঘুদেব, রুদ্রদেব ২৪। শিবদেব পুত্র রাঘনাথ বাচস্পতি ও কেশব প্রভৃতি ২৫। কেশব পুত্র জগন্নাথ ২৬। সন্তোষ, সুধারাম, রামকানাই, বলরাম, গোকুলচন্দ্র, রামতনু ও উমাকান্ত ২৭। ইহারা আঁড়িয়াদহ বাসী।

লিঙ্গল (১৬) সুত নাম্নিদেব, মহীপতি ও বিনায়ক ১৭।

ফুলিয়া সমাজের পুস্তকে শিরঃ ছান্দড় হইতে অধস্তয়ন ১১শ পুরুষ। উহার মীমাংসা ক্রোড়পত্রে ৬৫ পৃষ্ঠা দেখ।

আঁড়িয়াদহের ঘোষালগণ সর্ব্বানন্দী মেলের কুলীন।

এই স্থানে চক্রপাণি ঘোষালের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র কানাই ঘোষালের বংশ আছে। ১ম পরিশিষ্ট ২৭৭ পৃঃ দেখ।

চক্রপাণির পুত্রের নাম হরিহর, পৌত্র রাম তর্কবাগীশ, প্রপৌত্র শিবদেব, বৃদ্ধপ্রপৌত্র জগন্নাথ, অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র কানাই। কানাইয়ের পিতৃব্যের নাম কেশব। ১ম পরিশিষ্ট দেখ।

নদীয়া জিলার বিল্বগ্রামে রাম তর্কবাগীশের পুত্র রঘুদেবের পৌত্র দয়ারামের বাস। দয়ারামের পিতার নাম মধুসূদন। ইনি আঁড়িয়াদহের ঘোষাল।

পাটুলীর চাটুতি কৃষ্ণের সন্তানগণ সর্ব্বানন্দী মেলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। দক্ষবংশ ও ১ম পরিশিষ্ট ২৪৭ পৃঃ দেখ।

সর্ব্বানন্দী মেলের উৎপত্তিস্থল মহিন্তা, সুতরাং মহিন্তা এই মেলের প্রধান শ্রোত্রিয়। ২য় পরিশিষ্টে মেলপ্রকরণ দেখ।

"আনাইশ্চ বিভাইশ্চ সত্যবাণস্ততো মতঃ।
লম্ভো বাণেশ্বরো বন্দ্যো গৌরীবরো যথোচিতঃ।
ন্যূনোচিতঃ শতানন্দো ষট্ ক্ষেম্যান্ ক্রমশঃ শৃণু॥
চণ্ডীবরো বিদ্যাধরস্তেজাইশ্চ বিভাকরঃ।
সবাইশ্চ জিতামিত্রো ডিণ্ডীন্দ্রপরিবর্জ্জিনঃ॥
মহিন্তা জগদানন্দো দন্ধবাটী গজেন্দ্রকঃ।
ডিণ্ডী চ পরমানন্দস্ত্রয়ো রায়াঃ কুলান্তকাঃ॥ মেলমালা।

সুরাই বা (সুরায়) মেল।

"পূতিতুণ্ডে সুরানন্দে প্রভাকরতনূদ্ভবে।
ছায়ান্তপূর্ব্বপিণ্ডৈশ্চ সুরায়ো মেল উচ্যতে॥" মেলমালা।
অন্তপূর্ব্বাগৃহীতে চ মৈলশ্চৈব সুরায়িকঃ। ঐ।

হড় এবং গুড় সুরাই মেলের উৎপত্তিস্থল, এ জন্য ঐ দুই ঘর কষ্ট শ্রোত্রিয় ইহাঁদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান।

হড় গুড় সুরাযোগে প্রভা করে সুরা।
কভু হড় ত্যজে নাহি, ত্যজে গৌড়ী তারা॥ মেলপ্রকাশ।

বাৎস্য গোত্রের ছান্দড়-বংশসম্ভূত ভূধর পৌত্র সুরাই, সদাশিব চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র করিলেন, কিন্তু নিজে অপবিত্র হইলেন বলিয়া তৎসংসৃষ্ট কুলীনমাত্র সুরাই নামে খ্যাত। সুরাই পূতিতুণ্ডের পিতার নাম প্রভাকর। যথা—

"চট্ট বসি ভাবে ঘরে, বলে কে বা লবে মোরে,
পরে তার উপায় করিল।
ভূধর,তনয়-বর পূতিরাজ প্রভাকর,
তার সুত সুরাই বাখানি।
সদাশিব আসি পরে, কন্যা দিল শুনি বরে,
প্রভাকর-সংজ্ঞা কুলে জানি॥
সুরাই বসিয়া ভাবে, কে বা আজি মোরে লবে,
অন্যপূর্ব্বা-দোষেতে দূষিত।
বরাই নিতাই সুত, আনাই তাহার যূথ,
ছায়া-দোষে তারা যে ভাবিত॥
সুরাই তাহাতে যায়, ছায়া দোষ পেলে তায়,
এই হেতু সুরাই ডাকিল নাপিত॥" মেলমালা।

সুরাই মেলের মধ্যে কংসারি-তনয় পরমানন্দ পূতিতুণ্ডের নাম অতি বিখ্যাত। পূতিতুণ্ড বংশের প্রথম কুলীন গোবর্দ্ধনাচার্য্য। মহাকবি গোবর্দ্ধনাচার্যের ছয় পুত্র; যথা—উদয়ন, গুণ, শিক, যোগী, নৃসিংহ ও ঋষি। ১ম পরিশিষ্টে বংশাবলী দেখ।

এক্ষণে পূতিতুণ্ড-বংশকে পণ্ডিতরত্নী ও ভৈরব-ঘটকী প্রভৃতি-তেও দেখা যায়। যথা—চক্রপাণি-সুত ভূধর, জটাধর, শম্ভু ও শশী ভৈরব-ঘটকী। পূতিতুণ্ড প্রভাকর-সন্তানগণ পণ্ডিতরত্নী মেলগত।

এক্ষণে কাঁচনার মুখুটী দ্যাকর, খনের চাটুতি শ্রীকর, সুলোচন ও ত্রিলোচন, এবং কাঁটাদিয়া বন্দ্য দাসুবংশও বাঙ্গালপাশী নিত্যানন্দ-সন্তানের সহিত পাল্টী-প্রকৃতি ভাব। রোধখানা, সুঁতি ও মহেশ্বরপাশা সেনহাটীর দ্যাকর-সন্তান প্রসিদ্ধ। ইহারা সুরাই মেলের প্রধান প্রকৃতি। পূতিতুণ্ড আদিম প্রকৃতি। কাঞ্জিলালও এই মেলের পাল্টী প্রকৃতির অন্তর্গত। ফরিদপুর জিলায় হরিদাসপুরের কালিদাস-বংশ কাঞ্জিলালের শ্রেষ্ঠ। যশোহরের পান্তাপাড়ার কাঞ্জিলালগণ কালিদাস-সন্তান। বন্দ্যবংশে রাজা রামমোহন রায় প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভঙ্গ। কাশ্মীর-রাজের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় দ্যাকরবংশীয়, কিন্তু ভঙ্গ।

বোধখানার রায়বংশে গুড়সংশ্রবে পীরালী অপবাদ আছে। মহেশ-পুরের গুড় চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষ নরেন্দ্র রায় পীরালী-সংস্পৃষ্ট ছিলেন। তখন তাঁহার বাস চেঁউটে পারগণার নরেন্দ্রপুরে ছিল। দ্যাকর-বংশীয় রায়রেঁয়ে গোপীনাথ রায়ের পুত্র রাম রায় নরে-ন্দ্রের কন্যা বিবাহ করিয়া দুষ্ট হয়েন। তদবধি বোধখানার রায়-গোষ্ঠীতে রামরায়ী দোষ হয়। মহেশপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার চৌধুরীগণ গুড়গ্রামী মণ্ডলেশ্বর হওয়াতে নানাবিধ যজ্ঞ, প্রায়শ্চিত্ত ও কুলক্রিয়া করায় তাঁহাদের সে দোষ পরিপাক হইয়া গিয়াছে।

সুরাই মেল প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; যথা—ছায়া ও

বাণ। কিন্তু আচার্য্যশেখরী মিশ্রিত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্তই কুলাচার্য্যগণ কহেন, এক সুরা তিন প্রকার; অর্থাৎ গোড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী। এ শ্লেষের অর্থ ঘটকেরাই বিশেষ জানিতেন, তথাপি যতদূর জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহা এই—মুখ, চট্ট ও বন্দ্য এই তিন-গোষ্ঠী-সম্ভূত তিন বাণেশ্বর শর্ম্মা বন্ধুত্বভাবে বিরাজ করিতেন; তন্মধ্যে একজন কুষ্ঠী, দ্বিতীয় মদ্যপায়ী, তৃতীয় মোদকাদি প্রস্তুত করাইয়া নবাব-সেনার রসদ যোগাইতেন। ব্রাহ্মণ-সমাজে এই ত্রিবিধ-দোষ-দুষ্ট ব্যক্তিই পতিত। পতিত ব্যক্তির কুল থাকে না। কিন্তু ইহাঁরা দল বাঁধিয়াছিলেন, নিকষ কুলীন ছিলেন, এবং কিছু ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতাও ছিল; এবং তিন গোত্রে তিন জন পৃথক্ বংশসম্ভূত হওয়ায় আদান-প্রদানের কোন অসুবিধা ঘটিল না দেখিয়া তাঁহারা দলবদ্ধ হইলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে বন্দ্যঘটীয় বাণেশ্বর কাঁটাদিয়া দাসু বন্দ্যোর বংশীয়। কাঁটার অপভ্রংশে বাঙ্গাল ঘটকেরা কাটা করিয়া ফেলিয়াছেন। তদবধি সুরাই মেলের বন্দ্য বাণেশ্বর কাটা বাণ নামেই প্রসিদ্ধ। এ কথায় সত্যাসত্যের প্রমাণ থাকুক আর নাই থাকুক, কিংবদন্তী এইরূপ। কাটা বাণ সম্বন্ধে অন্যপ্রকার জনশ্রুতিও আছে। বাণেশ্বরের ভবনের নিকটবর্ত্তী কোন বংশজ-ভাবাপন্ন চট্টোপাধ্যায়ের অনূঢ়া কন্যাকে তিনি নাতনী সম্বোধন করিতেন। এক দিন পরিহাস ছলে তাহার গলায় নিজের মালা দিয়া কহিলেন, তোর সঙ্গে আজি আমার মালা-বদল হইল; তুই আজি হইতে আমার গৃহিণী হইলি। কন্যার মাতাও শুনিয়া কহিলেন, তবে আমি এই সময়ে একটু হুলুধ্বনি করি। বিপক্ষেরা অমনি বাণেশ্বর

বন্দ্যোর কুলচ্যুতি রটনা করেন। অলীক কথা হেতু উহা গ্রাহ্য হইল না সত্য, তথাপি কুলে কাঁটা পড়িয়া তাঁহার নাম কাঁটা বাণ হইল। "তিন বাণ একযোগে পাল্টী প্রকৃতি সমভাগে", মেল দোষ।

কুলাচার্য্যদিগের মেলমালার কারিকায় ছায়ানরেন্দ্রী সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা অন্যপ্রকার। যথা—

সুরাই ভাঙ্গিয়া ছায়া, মেল করে যারে ল'য়া,
ভাবি ব্যস্ত তাহার কারণ।
নিত্যানন্দ বন্ধপাশী, রঘু-সুত তারে ভাষি,
শুন তবে তার বিবরণ॥
অবসথী-বংশ সদা, শিব যেয়ে আনে তদা,
কহে, কর কুলের বিধান।
তোমার তনয় সবে, কন্যা দিব, কুল হবে,
কিন্তু জান হইল বাগ্দান॥
শুন বলি তার পর, খনিয়াকুলেতে ঘর,
বৃহস্পতি উধোর সন্তান।
শুঙ্গো-বংশ বিভা করি, গড়* পর্য্যা ত্বরাত্বরি,
যায় যথা দ্বিসন্ধির স্থান॥
রাম-বংশ স্বল্প ফুলে, তার পরিচয় পেলে,
কুৎসিত বলাই গাঙ্গ তায়।
সুতার মঙ্গল জানি, তাহারে দুয়ারে আনি,
বৃহস্পতি গাঙ্গে কন্যা দেয়॥

---

* সর্ব্বানন্দ গড়গড়ি।

এই সব দোষে দোষী, বৃহস্পতিকে সকলে ভাষি,
নরেন্দ্র তাহার সুত হৈল।
সেই নরেন্দ্রকে জানি, নিত্য-সুত নরে আনি,
বলে ধরি ভগ্নী তারে দিল॥
পরে তায় বন্দ্য নিতু (নিত্য), কুৎসিত পর্য্যায় হেতু,
জ্যান্তে পিণ্ড পুত্র নাম ধরি।
এহেতু নরাই দোষী, ভাবিছে কত যে বসি,
তাহে আছে মনে কোপ করি॥
পরে শুন বন্দ্য নিত্য, কুল হবে শুদ্ধ সত্ব,
কথা আছে সদাশিব সনে।
নিত্যসুত নর শু'নি, চট্টসুত নর আনি,
পরামর্শ করে কোপ মনে॥
পিতা মোর নিত্যানন্দ, মোরে থুলা করি মন্দ,
বরাই আদি ভাই সু হবে।
নিকট বসতি করে, সদাশিব চট্টবরে,
তার সঙ্গে পিতৃকুল রবে॥
শুন ভাই চট্ট নর, আমার বচন ধর,
সহোদরা ভগ্নী দেখ ঘরে।
তোমারে করিব দান, বাপের ঘাটাব মান,
ভাই সব মাৎসর্য্য না করে॥
বিবাহ-দিবস তায়, নিশ্চয় করিয়া যায়,
ঘরে যেয়ে সুসজ্জিত হৈল।
ছায়ার মণ্ডপ করি, আনে দানের সামগ্রী,
হেন কালে চট্ট নর আইল॥

ছায়ার মণ্ডপে আসি, সশঙ্কিত হয়ে বসি,
বলে বিয়ে দাও ত্বরা করি।
বন্দ্য নর শুনি ইহা, ত্বরাত্বরি পায় যাহা,
তাহে ইন্দুমুখী ইচ্ছাবরী॥
নিত্যানন্দ ছিল দূরে, এ কথা শুনিল পরে,
বরাই আদি পুত্র ধাইল।
হতভম্ব চট্ট নর, ইন্দু কাঁপে থর থর,
মণ্ডপ হৈতে ঘরে আনিল॥
তাই চট্ট নরসুতে, অকস্মাৎ এই হৈতে,
ছায়া-দোষ কুলেতে ঘটিল।
বন্দ্য নিত্যানন্দ-সুত, নরেন্দ্র জ্যান্তেই মৃত,
অন্য পুত্রে এ দোষ বসিল॥
তার পর শুন কই, চট্ট সদাশিব বই,
আর নাহি পাত্র এ সমান।
দুষ্ট কথা যদা হয়, কাক-মুখে সদা ধায়,
সদাশিবে অন্য পূর্ব্বা-দান॥
সদাশিব বিভা করি, দুশ্চিন্তায় মরি মরি,
পাইল পূতিতুণ্ডের সন্ধান।
ভূধর-তনয়বর, পূতি-সুত প্রভাকর,
তার পুত্র সুরাই নন্দন॥
কত শত করি নয়, কন্যার যে পরিণয়,
দেয় ধরি সুরায়ের করে।
শিবের হৈল প্রত্যোষ, কুলেতে সুরাই-দোষ,
ছায়া, অন্যপূর্ব্বা সহ ধরি॥

তাহার কারণ এই, নিতুর পৌত্র আনাই,
তৎসুতে সুরাই কন্যা দেয়।
শ্রীধর কাঞ্জিরলাল, কন্যার ছিল জঞ্জাল,
বঙ্গপাশী কাশী-সুতে নেয়॥
হড়, গুড়, পোড়ারির, কন্যা লয়ে যে অস্থির,
তাহে এক (মুখ্যো) ভার্গবের বাণ।
দাস্থ-বংশ উমাপতি, কুলেতে সুত উৎপতি,
সেও হয় নামে বন্দ্য বাণ॥
তাহে পাটুলিয়ার, চট্ট উপাধি যাহার,
নারায়ণ নামে যার ধ্বনি।
তার সুত যেই হয়, বাণের তৃতীয় কয়,
ভগ্নী কাটি কাটা নামে গণি॥
তিন বাণ এক ঠাঁয়, কুল শীল সব যায়,
সন্ধি পায় ডিণ্ডী পরমানন্দ।
কন্যা-দানে মন্ত্র করি, গজেন্দ্র কুলের অরি,
আর মহিন্তা জগদানন্দ॥
রায়-রেঁয়ে তিন ভায়, ত্রিকুলে আছে পরিচয়,
তিন বাণে তিন কন্যা দান।
ধনে, মানে, কুলে, শীলে, আচার্য্যশেখরে মিলে,
শেষে গুড়িশরণে প্রস্থান॥
ভূধর পূতির রাজা, প্রভাকর তার প্রজা, (পুত্র।)
গুড়িশরণে লয় শরণ।
গুড় ধরি মুং ফুং কেশব রয়, প্রভাকর তাতে যায়,
হড় গুড় সুরায় কারণ॥

স্মরে কালীর চরণ, রামহরি পঞ্চানন,
ভাষে কুলাচার্য্য মেল-মালা।
নবদ্বীপ-অধিকারে, শাস্তা-ডাঙ্গা গ্রামবরে,
সদা বাণী-সঙ্গে করে খেলা॥ মেলপ্রকাশ।

ভরদ্বাজ-গোত্রে—দ্বাকর-বংশ।

রাম, নৃসিংহ, দ্ব্যাকর, তিন সহোদর।
কুলীন উৎসাহের বৃদ্ধ-প্রপৌত্রবর॥ মেলমালা!

কাঁচনার মুখটী বংশের একদেশ দেখান গেল। শ্রীহর্ষের বংশাবলী এই পুস্তকে ও পরিশিষ্ট দেখ। মুখটী-বংশ অধিকাংশ মেলের প্রকৃতি।

১৭ দ্ব্যাকর (কাঁচনার মুখটী; কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর কর্ত্তৃক যজ্ঞে আনীত শ্রীহর্ষের বংশীয়)।
|
১৮ সারঙ্গ, বা (সারদা)। { পরিশিষ্ট ৪৮ পৃঃ।
|
১৯ ধর্ম্ম, কবি, বিজয় ও ব্রহ্ম। { ক্রোড়পত্র ৩৩ পৃঃ।
|
২০ পুরুষোত্তম, পুণ্ডরীকাক্ষ, উমাপতি, জয়পতি, শঙ্কর, যদু, মাধব, কৃষ্ণ ঘটক, তেকড়ী ও কুবের।
|
২১ জগন্নাথ ঘটক।
|
২২ গোবিন্দ, চতুর্ভুজ ও কংসারি ঘটক*।
|
২৩ পরমানন্দ, অনন্ত, বিদ্যানন্দ, কমলাকান্ত ও সুরানন্দ।
|
২৪ ভবনাথ, পূর্ণানন্দ, লোকনাথ ও রঘুনাথ*।

---

* সুরারি মেলের শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

২৪ শ্রীকৃষ্ণ, গোপীনাথ রায়,* রাজীব, রূপনারায়ণ,
| ও বাসুদেব।
|
২৬ রাজারাম, মহাদেব ও জনার্দ্দন।
|
২৭ রামেশ্বর।
|
২৮ নন্দরাম, † যোগেশ্বর ও শ্যাম।
|
২৯ ব্রজরাম।
|
৩০ রামসুন্দর, নীলমণি ও রামধন।
|
৩১ হরচন্দ্র।
|
৩২ সারদাচরণ, চন্দ্রকুমার ও নবকুমার।
|
৩৩ যতীন্দ্র, নগেন্দ্র, ধীরেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র।†

ফুলের মুখটী ও পীরালীর ঠাকুর উপাধির কারণ।

"শ্বশুর, ভাশুর, গুরু, বাপ, যে ঠাকুর।
নিকৃষ্টোৎকৃষ্ট দ্বিজ আর মৃতো, যে ঠাকুর॥" মেলমালা।

---

* এই মেলে দ্বাকর হইতে নন্দরাম (অধস্তন ১২ পুরুষ) পর্য্যন্ত সকলেই প্রসিদ্ধ।

† শ্রীহর্ষ-বংশের যে অংশে দৃষ্টি কর, সর্ব্বত্রই অধস্তন ৩২, ৩৩, ৩৫ বা ৩৬ পুরুষ দেখিতে পাইবে।

শিবাচার্য্য মনোহর, মিশ্রার্জ্জুন গঙ্গাবর,*
পরানন্দ পুতি কংস-সুত।
নীলকণ্ঠ গাঙ্গ-কুলে, নাথু † লয়ে হয় ফুলে,
পঞ্চতত্ব জ্ঞানে সুবিশ্রুত ॥ ১ ॥
শিবাচার্য্য বেদ-জ্ঞানে, অর্জ্জুন ভাব-ব্যাখ্যানে,
পরমানন্দ ‡ কাব্যে কুশল।
নীলকণ্ঠ § শিক্ষা, কল্পে, গঙ্গা-শ্রুতির অনল্পে,
অধ্যাপনায় ছিল প্রবল ॥ ২ ॥
তাদের শিষ্য প্রশিষ্যে, কৃতার্থ ভাষে সভাষ্যে,
কোটি-সংখ্যা মান্য গণ্য দ্বিজ।
সমাজেতে সুসম্ভ্রান্ত, ক্রিয়া-কাণ্ডে পরাক্রান্ত,
যাহে বশ্য ছিল মনসিজ ॥ ৩ ॥
নাথুর সে গ্লানি শুনি, সবাই একতা গুণি,
গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মেলে।
গুরু-পদ করি ধ্যান, স্মরি তদ্দত্ত সুজ্ঞান,
সবে অন্ন খান আসি ফুলে ॥ ৪ ॥
সর্ব্বব্যাপী বিদ্যা-দান, কোথা তাহে হেয়-জ্ঞান,
আত্ম-ত্যাগে তারা স্বয়ং ব্রহ্ম।
অর্জ্জুনাদি ‖ শঙ্করের অবতার এ যুগের,
গরল খেয়েও রাখে ধর্ম্ম ॥ ৫ ॥

---

* গঙ্গাবর বন্দ্যো। † শ্রীনাথ ভট্ট।

‡ কবি গোবর্দ্ধন বংশ। § গাঙ্গ কুলপতি-বংশ।

‖ অর্জ্জুন মিশ্রের পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় (২৭১ পৃষ্ঠে দেখ)। ত্যাকর-সুত চক্র, হল, নীল, শার্ঙ্গ (শ্রীহর্ষ হইতে ১৮)। নৃসিংহের ভাইপো, ইটী কুলের ব্যজ।

ঠাকুরদ্বের নিদান, বিষ্ঠা, পুষ্প সম-জ্ঞান,
তপ্ত লৌহ-পিণ্ড সুখে খায়।
সেই কার্য্যাকার্য্য দেখে, সাধু তত্ত্ব জ্ঞান শেখে,
ইথে থাকে জাতির অপায়? ॥ ৬॥
পঞ্চানন মুলো বলে, জ্ঞানী কবে ধনে ভুলে,
পাপ-ক্ষয় বিদ্যা অন্ন দানে।
রায়রেঁয়ে সুরূপণে, পীরালী দ্বিজ-নন্দনে,
অপকৃষ্টে ঠাকুরদ্ব ভণে॥ ৭॥

বৰ্দ্ধমান জিলার বহরকুলী ইছা-পুর-নিবাসী রামধন বৃহস্পতি কুলাচার্য্য-সংগৃহীত, বর্দ্ধমানাধী-শ্বরের সভাসদ্ তারকনাথ তত্ত্ব-রত্ন প্রদত্ত।

বাৎস্যগোত্রে—কাঞ্জিলাল-বংশ।

কানু-কুতূহলাবেতৌ কাঞ্জিকুলপ্রতিষ্ঠিতৌ। মেলমালা।

কাঞ্জিলাল-বংশের প্রথম কুলীন কানু, ইনি ছান্দড়ের অতি-বৃদ্ধপ্রপৌত্র, অর্থাৎ ইনি ছান্দড় হইতে ছয় পুরুষ অধস্তন।

শার্ঙ্গ-সুত চারি, কবি, ধর্ম্ম, বীজ, ব্রহ্ম।
দেব-পিতৃ-বরে যেন তেজ স্বয়ং ধর্ম্ম (১২শ পর্য্যায়)॥
বীজের বিষ্ণু, মাধব, ভরত, অর্জ্জুন (৩০শ পর্য্যায়)।
কর্ম্মফল শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিয়া নির্গুণ॥
সে অর্জ্জুনে নিমন্ত্রিল বারুহাটী বন্দ্য।
অন্ন-দোষে কুল-চ্যুত মিশ্রার্জ্জুন নিন্দ্য॥ মেলমালা।

দেবীবরের সময় কানুর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ আচার্য্যকৃষ্ণ ও মধুসূদন কৌলীন্য প্রাপ্ত হন। ইহাঁদিগের পিতার নাম নরপতি। কাঞ্জিলাল-বংশের আদি হইতে কৃষ্ণকিঙ্কর পর্য্যন্ত একবিংশ পুরুষের বংশাবলীর একদেশ দেখ। রাঢ়দেশী পুস্তকে কিছু বিভিন্নতা আছে। ক্রোড়পত্র ৬৭ পৃঃ দেখ।

বাৎস্যগোত্রীয় ছান্দড় ১। বঙ্গদেশী পুস্তকের লেখা শ্রীধর কাঞ্জিলাল ২। বেদগর্ভ ৩। বেদগর্ভের দুই পুত্র—বীর ও বসুন্ধর ৪। বীর উত্তর-রাঢ়বাসী। বসুন্ধরের পুত্র হিঙ্গু ৫। ইহাঁর দুই পুত্র—**কানু ও কুতুহল** ৬। ইহাঁরা উভয়েই কৌলিন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। কানুর পুত্র চাঁদ ৭। চাঁদের চারি পুত্র—তেঁই, রুদ্র, হিঙ্গন, ও গণ ৮। তেঁই-পুত্র গোপী, তপন, ভীম ও গঙ্গাধর ৯। গোপীর দুই পুত্র—কুশল ও কৌতুক ১০। (৯ তপনের পুত্র বসু, মিত ও মাধব ১০)। কুশলের দুই পুত্র—একের নাম কাঞ্জিনর, অপরের নাম নরপতি ১১। নরপতির দুই পুত্র—প্রথমের নাম আচার্য্যকৃষ্ণ, দ্বিতীয়ের নাম মধুসূদন ১২। ইহাঁদিগের সময়েই মেল বন্ধন হয়। আচার্য্যকৃষ্ণের বংশাবলী যথা—ইহাঁর পুত্রদ্বয়ের নাম প্রজাপতি ও বিষ্ণু ১৩। প্রজাপতির পুত্রচতুষ্টয়ের নাম রামচন্দ্র, রামভদ্র, পুরুষোত্তম ও গঙ্গাধর ১৪। রামচন্দ্রের দুই পুত্র—শ্রীগর্ভ ও রত্নগর্ভ ১৫। রত্নগর্ভের পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ ১৬। তৎপুত্র হরি ১৭। ইহাঁর পুত্রদ্বয়ের নাম ধীর, মার্কণ্ডের ও গঙ্গারাম ১৮। মার্কণ্ডেয়ের পুত্র গুণজ্ঞ ও হৃদয়ানন্দ ১৯। হৃদয়ানন্দের পুত্র শম্ভু ও গঙ্গারাম ২০। শম্ভুর পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর প্রভৃতি ২১। পরিশিষ্ট দেখ।

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত টগরবন্ধ ও পিঙ্গলিয়া গ্রামের কাঞ্জিলাল ও যশোহরের পান্তাপাড়া ও ইতিনার কাঞ্জিলালও প্রসিদ্ধ ও নিকষ কুলীন।

পুরন্দরপুর, মহেশপুর, মৃজাপুর ও কোঁচমালীতে কাঞ্জিলাল-বংশ আছে। প্রথম তিনটী স্থান নদিয়া জিলার অন্তর্গত। ছান্দড়-বংশের কানু ও কুতূহল, ছান্দড় হইতে ছয় পুরুষ অন্তর। কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দেহ করেন। শ্রীহর্ষ-বংশের উৎসাহ, শ্রীহর্ষ হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ অন্তর। বল্লালের কৌলীন্য-মর্য্যাদা-প্রদান-সময়ে কানুর সহিত উৎসাহ আট পুরুষ অধস্তন ছিলেন। অনেকের মতে ইহাও সন্দেহজনক। এখনও শ্রীহর্ষের অধস্তন চতুস্ত্রিংশ পুরুষ বিষ্ণু-সন্তান শ্যামের ধারায় রায় শ্যামাধব মুখো-পাধ্যায়ের সহিত ছান্দড়-গোষ্ঠীর শিমলাল-বংশ-সম্ভূত অষ্টাবিংশ পুরুষ পাঁচু (তারাপদ) ভট্টাচার্য্যের ঐক্য কর, সাত পুরুষ অন্তর দেখা যাইবে। শ্রীহর্ষের বংশাবলী ২৭১—৭৩ পৃষ্ঠে দেখ।

সুরাই মেলের কুলীন।

কাঞ্জিলালবংশের এক দেশ।

কাঞ্জিলাল বংশ বহু বিস্তৃত অনেক স্থলেই বংশ পাওয়া যায়। কিন্তু বংশাবলীর ধারা অনেকেই জানেন না তদ্ধেতু একটী ধারা দেখান গেল। উহা রাঢ়দেশী পুস্তক সম্মত।

১ ছান্দড়। ২ শ্রীধর। ৩ বেদগর্ভ। ৪ বিষ্ণু। ৫ সুজিষ্ণু বা যজ্ঞেশ্বর। ৬ কোল বা ধীর। ৭ ধ্রুবন্ধর বা বসুন্ধর। ৮ প্রাণেশ্বর বা বাণেশ্বর। ৯ গুণাকর। ১০ নিশাপতি। ১১ **কানু ও কুতূহল**। ১২ কানু পুত্র চাঁদ, জয়মান, অগস্ত্য, উধ, তিল,

মকরন্দ ও দাস ১২শ। ১২ চাদসুত ত্রিলোচন, বাসুদেব ও নরসিংহ ১৩। ত্রিলোচন সুত জন, বিষ্ণু, পশু, নিশু ১৪। জনসুত গোপী, তপন, গঙ্গাধর ও ভীম ১৫। তপনসুত কৌতুহল, ভৈরব ১৬। কৌতুহল পুত্র বিশু ও নরপতি ১৭। **এই সময়ে দেব্বী বরের মেল বন্ধন হয়।** অবশিষ্টাংশ ১ম পরিশিষ্ট ২৭২—৭৪ পৃঃ।

ছান্দড়বংশ শিম্বলাল (বাৎস্য) গোত্র।

কুলিয়া সমাজের প্রাচীম ও প্রসিদ্ধ কুলজ্ঞ রামধন বিশারদ লিখিত, উলা গ্রাম নিবাসী বিখ্যাত মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় (নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ) সংগৃহীত। তথা হইতে মহেশপুরের বিখ্যাত কুলাচার্য্য কুলচন্দ্র ঘটক শিরোমণি কর্ত্তৃক প্রতিলিপিকৃত। মহেশপুরের শিমলাল সিদ্ধশ্রোত্রিয় চন্দ্রমোহন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের গৃহে প্রাপ্ত; ও তথা হইতে আনীত।

কর্বেভয়াপহো জাত স্তস্মাৎ কিরণ এব চ।
তস্মাদ্দেবোপমঃ পুত্রো গৌতমস্তস্যগৌতমঃ ॥১॥
গৌতমস্য সুতা জাতা লোকে বিখ্যাতপৌরুষাঃ।
একস্তেষাং দয়ানাম দ্বিতীয়ো দশ সংজ্ঞকঃ ॥২॥
কর্ণবালস্তৃতীয়োঽভূৎ সর্ব্বেষাং সহ জন্মনাম্।
চত্বারঃ কর্ণবালস্য দেবদুর্লভ পুত্রকাঃ ॥৩॥
আদ্যোবিকর্ত্তনস্তেষাং দ্বিতীয়স্তু রবেঃ করঃ।
তৃতীয়ো রজনী নাম্না গঙ্গাধরশ্চতুর্থকঃ ॥৪॥
গঙ্গাধর সুতা যে যে তেষামাদ্যো ভগীরথঃ।
তৃতীয়স্তুশ্চন্দ্রচূড়োঽভূৎ দ্বিতীয়ো মহীমণ্ডলঃ ॥৫॥

শুক্লাম্বর ধরো (শুদ্ধবুদ্ধিঃ) যোহসৌ কনিষ্ঠস্তাস্ত মাতৃকঃ।
ভগীরথ সুতাঃ পঞ্চ খ্যাতাঃ সত্য (যোগ) পরায়ণাঃ ॥৬॥
শ্রীরামাচ্যুত গোবিন্দাধরধীরা দ্বিজোত্তমাঃ।
শ্রীরামস্য ত্রয়ঃপুত্রাঃ কুশীলবরুদায়িকাঃ ॥৭॥
সাগরো লবকাজ্জাতঃ হাজরেতি নিগদ্যতে।
তস্মাৎ পৃথ্বীধরো জাতঃ কুলরক্ষণতৎপরঃ ॥৮॥
পৃথ্বীধরস্য দ্বৌ পুত্রৌ বলোবাণী চ সঙ্গিতৌ।
বলকস্য তথা জাতৌ (বলভদ্রসুতৌ খ্যাতৌ)
(পাঠান্তর) সোমনাথ জগায়িকৌ ॥৯॥
জগতস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কেশব মদনাঙ্গদাঃ।
মদনস্য তথা জাতাঃ গঙ্গাগোবিন্দ কৃষ্ণকাঃ ॥১০॥
গঙ্গারামস্য চত্বারঃ পুত্রা বিখ্যাত পৌরুষাঃ।
রাজারামঃ শিবো দুর্গা ভবানী চ দ্বিতীয়কঃ।
(পাঠান্তর) (ভবানীতি চতুষ্টয়া প্রকীর্ত্তিতাঃ) ॥১১॥
একএব নিধিঃ সূনুঃ রাজারামাৎ পরন্তপঃ।
যাজ্ঞিকানাং নিধিঃ শ্রেষ্ঠো ধর্ম্মকর্ম্মবিচক্ষণঃ ॥১১॥
একোহভূৎ সোমনাথস্য বাণনামা মহামতিঃ।
হাজরেতি সুবিখ্যাতঃ সৈনাপত্যে ক্ষিতীভুজাং ॥১৩॥
পুত্রত্রিকং সোপি লেভে কার্য্যেণ ভুবি বিশ্রুতং।
তেষামাদ্যো রামকৃষ্ণো হরিরামো দ্বিতীয়জঃ ॥১৪॥
রাজারামস্তৃতীয়োভূল্লোকানাস্ত হিতব্রতঃ।
পুত্রকা রামকৃষ্ণস্য চত্বারো ভুবি বিশ্রুতাঃ ॥১৫॥
জন্মতঃ (জন্মনা) প্রথমঃ শ্যামঃ দ্বিতীয়ঃ পাণ্ডুসঞ্জকঃ।
তৃতীয়ঃ কৃষ্ণনামা বৈ চতুর্থো রাজুরেব চ ॥১৬॥
শ্যামকস্য সুতা জাতা বেণীমসুশ্চ বারকঃ।
ষটসুতা রুদ্রদেবস্য সর্ব্বে বিখ্যাতপৌরুষাঃ ॥১৭॥

রুদ্রস্তু পৃথিবী পালো রাজংল্লোকহিতে রতঃ।
নাম্না বিষ্ণুশ্চক্রপাণিশ্চতুর্ভুজঃ শঠায়িকঃ॥১৮॥

লম্বোদরশ্চার্জ্জুনমিশ্রঃ ষড়েতে ক্রমশোঽভবন্।
একঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুদেহাৎ জজ্ঞে নারায়ণঃ স্বয়ং॥১৯॥

শ্রীমতস্তু ত্রয়ঃ পুত্রাঃ সর্ব্বে লোকেষু সংস্তুতাঃ।
তেষামাদ্যো মধুদেবো দ্বিতীয়ঃ কৃষ্ণ সংজ্ঞকঃ॥২০॥

দমনকস্তৃতীয়েঽভূন্নাস্তি তেষাং চতুর্থকঃ।
হাজরেতি সমাখ্যাতো নাম্না মধুঃ বিভুঃ স্বয়ং॥২১॥

রাঢ়ে রসবতী ধন্যা যত্রাস্তে মধুসূদনঃ।
দানে মখে তথা শব্দঃ শশ্বন্মধুরেব নাম্নঃ॥২২॥

পুত্রা যস্য প্রকীর্ত্ত্যন্তে সাধুভিশ্চ বহুশ্রুতৈঃ।
স এব পুরুষো ধন্যো নাম্নৈব মধুসূদনঃ॥২৩॥
নারায়ণো যদোর্নন্দো মকরন্দস্ত্রিবিক্রমঃ।
মকরন্দঃ প্রথমো জাতো নারায়ণো দ্বিতীয়কঃ॥২৪॥

অধুনা মধুনা সমো নাস্যঃ শিমলিককুলে।
শ্রোত্রিয়াণাং মধুঃশ্রেষ্ঠো ঋষীণাং হি যথা ভৃগুঃ॥২৫॥

কুলকার্য্যে তথা দক্ষো যথা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ।
গোষ্ঠীষু সর্ব্বতো মান্যঃ সভায়াং পংক্তি পাবনঃ।
পিতৃতুল্যা গুণৈঃ সর্ব্বে চত্বারো মধুসূনবঃ॥২৬॥
শ্রীকৃষ্ণরত্ন গোবিন্দাঃ সর্ব্বে বিখ্যাত পৌরুষাঃ।

কুলেষু কুল বিক্রান্তা জাতা মকরসূনবঃ॥২৭॥
যোপুত্রোস্মমহাবীর্য্যো শ্রীকৃষ্ণস্য তনূদ্ভবো।
শঙ্করঃ প্রথমো জাতঃ শেষো গন্ধর্ব্ব সংজ্ঞকঃ॥২৮॥
শঙ্করস্য সুতাজাতা চত্বারোভুবি বিশ্রুতাঃ।
কন্দর্পো মদনোরূপঃ শ্যামকঃ ক্রমশোঽভবৎ॥২৯॥

গন্ধর্ব্বস্য সুতা যে যে সর্ব্বে বিদ্যা বিশারদাঃ।
জয়তোজীবনো জ্যেষ্ঠঃ শরণস্তু দ্বিতীয়কঃ ॥৩০॥
অভিরামঃ কনীয়াংশঃ হরি বামস্তৃতীয়কঃ।
জীবন শরণয়ো নাম রাম পূর্ব্বং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥৩১॥
নারায়ণস্ত গোবিন্দো জাতঃ পুত্রো বহুশ্রুতঃ।
সোপি কর্ম্মসু নাম্নৈব রাম পূর্ব্বং প্রচক্ষ্যতে ॥৩২॥
গোবিন্দস্য এয়োরামাঃ সর্ব্বে পুত্রা বিচক্ষণাঃ।
উদয়ঃ প্রথমো রামঃ দ্বিতীয়ো রামদেবকঃ ॥৩৩॥
রামচন্দ্রস্তৃতীয়োঽভূন্নাসীত্তেষাং চতর্থকঃ (তুরীয়কঃ)।
ত্রিবিক্রমাৎসুতৌ জাতৌ সুমেরু শিব সঙ্গিতৌ ॥৩৪॥
শিবস্যাপি দ্বৌ তনয়ৌ নাম্না চাঁদ কার্ত্তিকৌ।
চত্বারশ্চাঁদ রায়স্য সুনবঃ সুগুণান্বিতাঃ ॥৩৫॥
ত্রয়োনারায়ণ পরা একো রামপরশ্চহ।
শ্রীরেব প্রথমোজাতঃ দ্বিতীয়ো লক্ষ্মী সংজ্ঞকঃ ॥৩৬।
ইন্দ্রদেব স্তৃতীয়োঽভূদ্ রাজারামশ্চ চতুর্থকঃ।
সুমেরু সম্ভবা যে যে ত্রয়স্তেষাংকুলোজ্জ্বলাঃ ॥৩৭॥
ভগবান্ প্রথমঃ পুত্রো দ্বিতীয়ঃ কানুসংজ্ঞকঃ।
শেখরেস্তু কনীয়াংশো নাগরেপি প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৩৮॥ •
একমেবসুতংলেভে ভগবান্ মাধু সংজ্ঞিতং।
মাধবস্য সুতৌ জাতৌ শ্রীগর্ভ শ্রীকাশীশ্বরৌ ॥৩৯।
শ্রীগর্ভ সম্ভবো রামতস্মাৎ পুত্রাস্ত্রয়ো মতাঃ।
প্রথমো রঘুরেবঃ স্যাৎ দিতীয়ো রাজবল্লভঃ ॥৪০॥
তৃতীয়ঃ খ্যাত লোকে যঃ বলাগ্নি সংজ্ঞিতশ্চসঃ।
রঘুস্তু চতুরঃপুত্রান্ লেভে পরম পণ্ডিতান্ ॥৪১॥
এক স্তেষাং রাম রামঃ রাজারাম স্তথৈবচ।
তৃতীয়ো রাম শরণশ্চতুর্থোঽন্ন জয়ামকঃ ॥৪২॥

রাজারাম সুতৌখ্যৌচ রত্নেশরূপরামিকৌ।
রত্নেশ সম্ভবৌ লোকে দয়া শঙ্করা এবচ ॥৪৩॥
রূপস্যাপি সুতৌ জাতৌ লোকে বিখ্যাত পৌরুষৌ।
অনন্ত ধরণী সংজ্ঞৌ পরস্পর বিমাতৃজৌ ॥৪৪॥
অনন্তস্য পরংজাতাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ পরন্তপাঃ।
প্রথমো রামগোবিন্দঃ মহাদেবো দ্বিতীয়কঃ ॥৪৫॥
শেষোরামকিশোরোঽভূৎ সর্ব্বেষাস্তু হিতব্রতঃ।
পুত্রকা গোবিন্দ রামস্য চত্বারো ভুবি বিশ্রুতাঃ ॥৪৬॥
রাধাকান্তঃ প্রথমোঽভূদ্রামগোপো দ্বিতীয়কঃ।
তৃতীয়ো রাম দুলালো মাণিক্য শ্চাবরোমতঃ ॥৪৭॥
কাশীনাথো মহাদেবাৎ জাতঃ পরম পণ্ডিতঃ।
তস্যৈব বহবঃ পুত্রা রাঢ়ে বঙ্গে সমাশ্রিতাঃ ॥৪৮॥
গোপীনাথো মৃতাপত্যো বৈদেশী কমলাকরঃ।
হাড় কোপি মৃতাপত্যো নির্ব্বংশ ইতি কথ্যতে ॥৪৯॥
নিঃশঙ্কস্য সুতা জাতা গোপালগোপীহাড়কাঃ।
নিঃশঙ্কসুবুদ্ধিসংজ্ঞৌ যদুনন্দন নন্দনৌ ॥৫০॥
সুবুদ্ধি সম্ভবা যে যে তেষামেকউমাপতিঃ।
মধুসূদন তুল্যোসৌ কর্ম্মণা খলু ভারতে (কুলকর্ম্মা কুলোজ্জ্বলঃ) ॥৫১॥
গঙ্গাদাসঃ সুত স্তস্য সর্ব্বশাস্ত্রবিচক্ষণঃ।
তস্মাৎ পুত্রদ্বয়ং জাতং কুল কার্য্যেষু বিশ্রুতং ॥৫২॥
অনয়োরভয়ঃ শ্রেষ্ঠঃ লক্ষ্মী নাথোজঘন্যজঃ।
অভয়স্য সুতাঃ পঞ্চ তেষাং মেকোবহুশ্রুতঃ ॥৫৩॥
নাম্না স রাম গোপালঃ খ্যাতোভূৎ কুল সাগরে।
তস্যাপি বহবঃ পুত্রাঃ দ্বৌতু তেষাং কুলোজ্জ্বলৌ ॥৫৪॥
তয়োর্হির্বলভো নাম যতস্তৌ পিতৃবৎসলৌ।
তৌহিনাম্না বিশিষ্যেতে পৃথক্ পৃথগুপাধিনা
তয়োরেকো রমা নাম শেষস্তু কৃষ্ণ সংজ্ঞকঃ ॥৫৫॥

বিদ্যাবাগীশসিদ্ধান্তৌ তয়োঃক্রমে বিশেষণৌ।
অতিবিদ্যে তয়োঃপশ্চাৎ ভট্টাচার্য্যেতিগৌরবং ॥

শিমলাল-বংশ।

পূর্ব্বোক্ত কারিকানুসারে ছান্দড়ের শিমলাল-গোষ্ঠীর এক-দেশমাত্র। যথা—ছান্দড় (১)। **কবি (শিমলাল)।** (২)। ভয়াপহ (৩)। কিরণ (৪)। গৌতম (৫)। কর্ণবাল, দয়া ও দশরথ (৬)। কর্ণবাল পুত্র গঙ্গাধর, বিকর্ত্তন, রবিকর ও রঞ্জনী (৭)। গঙ্গাধরপুত্র ভগীরথ, মহীমণ্ডল, চন্দ্রচূড় ও শুক্লাম্বর (৮)। ভগীরথ-সুত রাম, অচ্যুত, ধর, ধীর ও গোবিন্দ (৯)। রাম-সুত রুদাই বা রুদ্র, লবাই ও কুশাই (১০)। লবাই-সুত সাগর হাজরা (১১)। পৃথ্বীধর (১২)। বাণী ও বলাই (১৩)। বলাই-সুত জগাই ও সোমনাথ (১৪)। জগাই-সুত মদন, কেশব ও অঙ্গদ (১৫)। মদন-পুত্র গঙ্গারাম, গোবিন্দ ও কৃষ্ণ (১৬)। গঙ্গারাম-পুত্র রাজারাম, ভবানী, শিব ও দুর্গা (১৭)। রাজারাম-সুত নিধি (১৮)।

(১৪) সোমনাথ-পুত্র বাণু হাজরা (১৫)। রামকৃষ্ণ, হরিরাম ও রাজারাম (১৬)। রামকৃষ্ণ-পুত্র শ্যাম, পাণ্ডু, কৃষ্ণ ও রাজু (১৭)। শ্যাম-সুত বেণী, ঘনু ও দ্বারকা (১৮)। (সর্ব্বেবিদ্যাবিশারদাঃ)

(১০) রুদ্র-সুত বিষ্ণু, চক্রপাণি, চতুর্ভুজ, শঠাই, লম্বোদর ও অর্জ্জুন (১১)। বিষ্ণু-পুত্র শ্রীমান্ (১২)। তৎপুত্র **মধুসূদন** হাজরা * (ইহার অধস্তন সন্তানেরা মধুসূদন হাজরার সন্তান বলিয়া

* "রাঢ়ে রসবতী ধন্যা যত্রাস্তে মধুসূদনঃ।" মেলমালা।

পরিচয় দিয়া থাকেন), কৃষ্ণ ও দমনক (১৩)। মধুসূদনের পুত্র মকরন্দ, নারায়ণ, ত্রিবিক্রম ও যদুনন্দন (১৪)।

(১৪) মকরন্দ-সুত শ্রীরত্ন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগোবিন্দ (১৫)। শ্রীকৃষ্ণ-সুত শঙ্কর ও গন্ধর্ব্ব (১৬)। শঙ্কর-সুত কন্দর্প, মদন, রূপ ও শ্যাম (১৭)। সর্ব্বেঽপি ন্যায়ভূষণসংজ্ঞতাঃ।

(১৬) গন্ধর্ব্বসুত রামজীবন, রামশরণ, হরিরাম, অভিরাম (১৭)। তর্কাদিশাস্ত্রৈরুপশোভিতা এতে।

(১৪) নারায়ণ-পুত্র রামগোবিন্দ (১৫)। উদয়, রামদেব ও রামচন্দ্র (১৬)। এতে বেদান্তাদিবিদ্যাবিচক্ষণাঃ।

(১৪) ত্রিবিক্রম-সুত সুমেরু ও শিব (১৫)। শিব-সুত চাঁদ ও কার্ত্তিক (১৬)। চাঁদ-সুত শ্রীনারায়ণ, লক্ষ্মী, ইন্দ্র ও রাজারাম (১৭)। স্মার্ত্তাঃ সর্ব্বেপ্রকীর্ত্তিতাঃ।

(১৫) সুমেরু-সুত শেখর, কানু ও ভগবান্ (১৬)। ভগবান্-সুত মাধব (১৭)। শ্রীগর্ভ ও কাশী (১৮)। শ্রীগর্ভ-সুত রামচন্দ্র (১৯)। রঘুনন্দন, রাজবল্লভ ও বলাই (২০)। রঘুনন্দন-সুত রাজারাম, অনন্তরাম, রামরাম ও রামশরণ (২১)। রাজারাম-সুত রত্নেশ্বর ও রূপরায় (২২)। রত্নেশ্বর-সুত শঙ্কর ও দয়ারাম (২৩)। তান্ত্রিকাঃ পৌরাণিকাশ্চ সর্ব্বে।

(২২) রূপরায়-সুত ধরণীধর ও অনন্তরাম (২৩)। অনন্তরাম-সুত রামগোবিন্দ, মহাদেব ও রামকিশোর (২৪)। রামগোবিন্দ-সুত রাধাকান্ত, রামগোপাল, রামদুলাল, মাণিক ও রামজীবন (২৫)। জ্যোতির্বিদ্যাধিচক্ষণা এতে।

(১৪) মহাদেব-সুত কাশীনাথ (২৫)।

যদুনন্দন পুত্র নিঃশঙ্ক ও সুবুদ্ধি (১৫)। নিঃশঙ্ক-পুত্র গোপাল,

কমল, গোপী ও হাড় (১৬)। গোপাল অকৃতদার। কমল বিদেশস্থ। গোপী অপুত্রক। হাড় নির্ব্বংশ। পর্য্যায় ১৬শ এতে সার্ব্বভৌমাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

(১৫) সুবুদ্ধি-সুত উমাপতি (১৬)। গঙ্গাদাস (১৭)। অভয় ও লক্ষ্মী (১৮)। অভয়-সুত রামগোপাল (১৯)। তৎসুত রমাবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ (২০)। কাব্যেষু কবিরাজো বিশেষণৈঃ।

রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও কৃষ্ণবল্লভ সিদ্ধান্তবাগীশ নদিয়া জিলার মহেশপুর গ্রামে আবাস গ্রহণ করেন। তদবধি নব-দ্বীপাধিপতির গুরুর অধ্যাপক হয়েন। তৌহি সর্ব্বশাস্ত্রপারগৌ।

কৃষ্ণবল্লভের দুই পুত্র, রূপরাম ও গঙ্গাধর (২১)। রূপরামসুত ইন্দ্রনারায়ণ (২২)। রামনিধি, কালী ও কাশীনাথ (২৩)। রামনিধির পুত্র রামধন ও ভোলানাথ (২৪)। রামধনের পুত্র গোপাল ২৫। তৎসুত যজ্ঞেশ্বর ২৬শ। ভোলানাথসুত বিজয় (২৫)।

(২৩) কাশীনাথ-সুত আনন্দ, গদাধর, মদন, গৌর, পরাণ ও মাধব (২৪)। আনন্দ-সুত উপেন্দ্র (২৫)।

(২১) গঙ্গাধর-সুত বলরাম, চন্দ্রশেখর ও রামকিশোর (২২)। বলরাম-পুত্র সদাশিব ও নীলমণি (২৩)। সদাশিব-সুত কৃষ্ণ-মোহন, বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণ (২৪)। কৃষ্ণমোহন-পুত্র বিহারী ও কালীবিলাস (২৫)। কালীবিলাসসুত জিতেন্দ্র, রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র ২৬।

(২২) চন্দ্রশেখর-সুত হরকুমার (২৩)। গিরিশ (২৪)। (২২) রামকিশোরের পুত্র রামকুমার (২৩)। কালীপ্রসন্ন (২৪)।
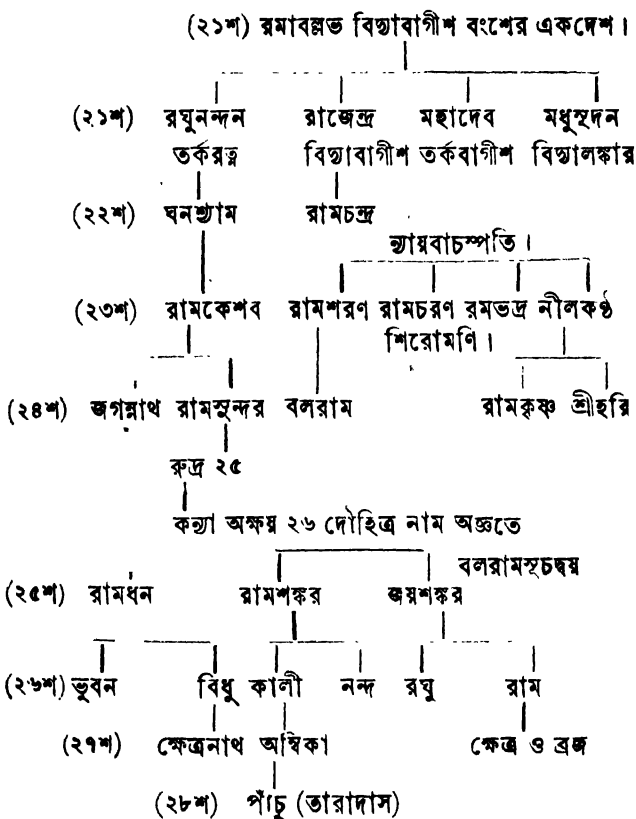
(২০) রমাবল্লভ-প্রমুখ রাজেন্দ্র-(২১) বংশ—রামচন্দ্র (২২)। রামচন্দ্র-সুত রামশরণ, রামচরণ, রামভদ্র রামকান্ত ও নীলকণ্ঠ (২৩)। রামচরণ-সুত কাশীনাথ (২৪)। তৎপুত্র তারণ (২৫)। কন্যা সৌদামিনী (২৬)। দৌহিত্র ষষ্ঠীদাস বন্দ্যো (২৭)। কাশীনাথের সহোদর বিশ্বনাথ, শিবনাথ ও বৈদ্যনাথ (২৪)। (২৪) বিশ্বনাথ-সুত পীতাম্বর (২৫), পুত্র দুর্গানন্দ (২৬), পৌত্র

ক্ষেত্রনাথ (২৭)। (২৪) বৈদ্যনাথ-সুত কৃষ্ণমোহন (২৫)। পৌত্র শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ (২৬)। প্রপৌত্র কুমারীশ (২৭)। তৎ-পুত্র ননী, বিভূতি ও ফকির পর্য্যায় ২৮শ। (২৩) নীলকণ্ঠের পুত্র রামকৃষ্ণ ও (শ্রীহরি (২৪) নিঃ সন্তান।) রামকৃষ্ণের পুত্র গোবিন্দ বা তিতু (২৫)। তিতু-সুত ধ্রুবানন্দ (২৬)। পুত্র জ্ঞানানন্দ, মনোমোহন, সুখানন্দ ও সত্যানন্দ (২৭)। জ্ঞানসুত সুধীর (২৮)। রামভদ্র বা রামকান্তের পুত্র রামজয় (২৪) বংশাভাব।

(২০) রমাবল্লভ-বংশ—রঘুনন্দন, রাজেন্দ্র, মহাদেব ও মধু-সূদন (২১)। (২১) মধুসূদন-সুত রামরাম তর্কপঞ্চানন (২২)। কালীশঙ্কর, রামলোচন তর্কসিদ্ধান্ত, কমললোচন ন্যায়ভূষণ ও পদ্মলোচন (২৩)। কালীশঙ্করের পুত্র রামকিঙ্কর ও রাধামাধব (২৪)। রামকিঙ্কর-সুত ভোলানাথ, রামকানাই ও শ্রীনায়ক (২৫)। ভোলানাথ-সুত নৃসিংহ, হরিদাস ও যদু (২৬)। যদুর দুইটী পুত্র, যোগেন্দ্র ও নগেন্দ্র। ২৬শ। নগেন্দ্রসুত নাম অজ্ঞাত

(২৪) রাধামাধব-সুত গঙ্গাদাস ও অঘোর (২৫)। অঘোরসুত শিবদাস ২৬শ।

(২৩) রামলোচন-পুত্র কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি সরস্বতী, পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, রমেশ ও শ্রীপতি (২৪)। শ্রীপতি নিঃসন্তান। কৃষ্ণানন্দের পুত্র কাশীপতি, উমাপতি ও সীতাপতিশিরোমণি (২৫)। (২৪) পরমানন্দ-সুত রঘুপতি ও শীতলচন্দ্র (২৫)। শীতল-চন্দ্রের পুত্র শশী ও কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য B.A., (২৬)।

(২৪) রমেশ-পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও লালমোহন বিদ্যানিধি (২৫)। পূর্ণচন্দ্র মৃতপুত্রক; ইহাঁর মৃত পুত্রের নাম ভূধর ও তারক (২৬)।

পূর্ণচন্দ্রের কন্যা নির্ম্মলা দেবী। জামাতা লালবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়—কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান, মুংফুং বিষ্ণু-ঠাকুরের ধারায়, কৃষ্ণজীবন মুখোর পাল্‌টী—নিবাস জয়পুর, জেলা যশোহর। লালমোহনের বিশ্বেশ্বরাদি পাঁচ পুত্র (২৬)। বিশ্বেশ্বরসুত ভূদেব ও বিমলাচরণ ২৭শ।

(২৩) কমললোচন-পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর, রাধামোহন ও কালিদাস (২৪)। কৃষ্ণকিঙ্করের দত্তক পুত্র কেদার (২৫)। পুত্র যামিনী, মাণিক ও মাখন (২৬)। যামিনীর পুত্রের নাম হাজরা ও সরসীমোহন (২৭)।

(২৪) রাধামোহন পুত্র শ্রীধর (২৫)। বিধু, কালাচাঁদ, নিশি ও রাজেন্দ্র (২৬)। বিধুসুত অমূল্য ২৬। কালিদাস নিঃসন্তান। (২৩) গদ্মলোচন-পুত্র ব্রজমোহন, মদনমোহন, দুর্গাদাস শিরোরত্ন ও চন্দ্রমোহন তর্কালঙ্কার (২৪)। ব্রজের পুত্র হরি, গোপী, জগ, রাজ (২৫)। হরির পুত্র ভব (২৬)। ভব নিঃসন্তান মৃত। (২৪) মদনমোহন-সুত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষাধ্যাপক পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য (২৫)। পঞ্চাননপুত্র শিবপদ ২৬।

শ্রোত্রিয়গণ প্রায়ই দীর্ঘজীবী; ষট্‌কর্ম্মশালী ও কুলক্রিয়ান্বিত এবং বিদ্যাব্রাহ্মণ্য সৌজন্যাদি সদ্‌গুণে কুলীন ও শ্রোত্রিয় সমাজে বিশেষ বিখ্যাত। এই বংশের অনেকেই দীর্ঘজীবন পাইয়াছেন। কেহ শতাধিক বর্ষ বাঁচিয়াছিলেন। মহেশপুর-নিবাসী রামলোচন তর্কসিদ্ধান্তের প্রথম পুত্র পরম পণ্ডিত ৺কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি ৯৭ বৎসর বয়ংক্রম সময়ে লোকান্তরিত হয়েন; ইহা অনেকেই অবগত আছেন। রামধন ও ভোলানাথ চিরকাল স্বচ্ছন্দ-শরীরে বিরাজ করিয়াছেন।

উভয়েই নবতি বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব ক্ষণ পর্য্যন্ত দিব্য-জ্ঞানে কথা কহিয়াছিলেন। মহেশপুরের ভট্টাচার্য্যেরা মধুসূদন হাজরার সন্তান। দিগ্বাব্রাহ্মণ্যে প্রসিদ্ধ।

দেবীবরের মেল-বন্ধনের সময় হইতে যাঁহারা কুলীন, তাঁহারই এক্ষণে কুলীন-পদ-বাচ্য; দেবীবরের পূর্ব্বের কুলীন অর্থাৎ যাঁহারা উৎসাহ, গরুড় বা বহুরূপাদির নামে পরিচয় দেন, তাঁহারা এক্ষণে কুলীন নহেন। দেবীবর ছাঁটা-বংশজ। অতি ঘৃণিত।

পণ্ডিতরত্নী মেল। (৬)

খালকুলী জাতিগত দোষ, আনন্দ-ঘোষালী দোষ ও যবন দোষ। পুরো গাঙ্গের সুত গৌরীর গোলক * দোষ। মুখটী উৎসাহবংশীয় দৈবকীনন্দনের কুণ্ড * দোষ; ইনিই মেলের প্রধান।

যোগেশের উপজায়া, প্রসবিল যোগ, ছায়া,
দৈবকীনন্দন উধোর পত্নী।
দেবীবর-মতে কাজ, দুষ্ক্রিয়ায় নাহি লাজ,
কুণ্ড গোলকে পণ্ডিতরত্নী। মেলচন্দ্রিকা।
পঞ্চানন মুলো কয়, দৈব-দত্ত পিণ্ডচয়,
ক্ষেত্রী বীজী কেহ নাহি ছাড়ে।
পণ্ডিতের বুধ খ্যাতি, নহ্যমূলা জনশ্রুতি,
উধোর পিণ্ডী পড়ে বুধোর ঘাড়ে॥

---

* পরদারেষু জায়েতে দ্বৌ সুতৌ কুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ॥ মনু ৩।১৭৪।

বাঙ্গালপাশী মেল। (৭)

শ্রীধর চট্টের পুত্র মুকুন্দ দ্বারা বাঙ্গাল মেল হয়। মুকুন্দের মদ্যপানাদি দোষ; নারায়ণ-সুত হিরণ্যের হেড়া-দোষে অন্ত্য-জত্বপ্রাপ্তি; মুখো বিপ্রদাসের ধোপা-পরীবাদ, পরিবেত্তাদি দোষ। মুকুন্দ, হিরণ্য বন্দ্যোর সহিত কুল করাতে হেড়া, রণ্ড ও মদ্য দোষ প্রাপ্ত হন। ইহাই বাঙ্গাল মেল। ২য় পরিঃ দেখ।

"হেড়া হিরণ্যস্য মুকুন্দ-সঙ্গাৎ (প্রায়শ্চিত্তানর্হত্বাৎ)
রণ্ডাভিযোগাচ্চ বাঙ্গাল-মেলঃ।" মেলমালা।
পরিবেত্তা, পরিবিত্তি, আর কুণ্ড, গোলে।
হেড়া হিরণ্যের দোষে বঙ্গপাশী বোলে॥ মেলচন্দ্রিকা।

বাঙ্গালপাশী মেল পণ্ডিতরত্নীর বাধ্য; সুতরাং পণ্ডিতরত্নী ও বাঙ্গালপাশী পরস্পর তুল্য-সম্বন্ধ। ক্রোড়পত্র ৩৯ পৃঃ।

মেলবিজয় পণ্ডিতী। (৮)

কলুপরিবাদ, বালাৎকারে কুলচ্যুতি, ম্লেচ্ছ সংসর্গাদি ও শুড় দোষ॥ মহেশ্বর-বংশীয় বন্দ্য বিজয় পণ্ডিত প্রধান।

কলু-বাদ পরমাদ, সদাশিব-সঙ্গ।
বলভদ্র চট্ট কুল বিজয়ের রঙ্গ॥
এ মেলে নিকষ নাই, লিপিমাত্র সার।
যারে জিজ্ঞাস সেই বলে দোষ যে অপার॥ মেলচন্দ্রিকা।

গোপাল-ঘটকী মেল। (৯)

বারুইহাটী, হেড়া-রুটী, অগম্যা-গমনাদি ও হড় দোষ। উৎসাহ-বংশীয় মুখ গোপাল ঘটক প্রধান।

গোপাল ঘটকের কুলনির্ম্মল ছিল।
পুত্রের কারণে সেও সব দোষ পেল॥ মেলপ্রকাশ।

আচার্য্যশেখরী মেল। (১০)

অক্কতি দোষ, গুড় দোষ, রায় দোষ ও যবন দোষ। মহেশ্বর-বংশীয় বন্দ্য ত্রিলোচন আচার্য্যশেখর প্রধান।

আচার্য্যশেখরে দোষ প্রধান যবন।
এ কুলে দেখি কুলীন নাহি একজন॥ মেলপ্রকাশ।

ছায়ানরেন্দ্রী মেল। (১১)

অকথ্য কুসঙ্গ, গুড় দোষ, শ্রীমন্ত খাঁর দোষ. পিণ্ড দোষ ও ছায়ামণ্ডপী দোষ। মহেশ্বর-বংশীয় নিত্যানন্দ বন্দ্যো প্রধান।

ছায়ানরেন্দ্রীর মেল স্থরায়ের বাধ্য।
ইহাতে মহাপাপ নাহি ছিল অসাধ্য॥ মেলমালা।

চাঁদাই মেল। (১২)

ব্রহ্মবধ, গুড় দোষ, অন্ত্যজ-জাতি-সম্পর্ক দোষ ও চোৎ-খণ্ডী। মহেশ্বর-বংশীয় চাঁদ বন্দ্যো প্রধান। ১ম পরিঃ ৭ পৃঃ লম্বোদর ১৬। স্থত চাঁদাই মাধাই প্রভৃতি ছয়জন ১৭শ। চাঁদাই-

সুত জীবধর ১৮। দেবকী ১৯। হরিদাস ২০। রাজেন্দ্র ২১। বিনোদরাম ২২। কিঙ্কর ২৩। রাজারাম ২৪। গঙ্গারাম ২৫। অভয়াচরণ ২৬। ভোলানাথ ২৭। বামাচরণ ২৮। বামাচরণ-সুত ইন্দ্রনাথ, সূর্য্যনাথ ও কেদারনাথ বন্দ্যো ২৯। ইনিই সেই পঞ্চানন্দের সুরসিক লেখক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ, বি, এল, উকীল। নিবাস গঙ্গাটিকুরী জিলা বর্দ্ধমান থানা কেতুগ্রাম। পুত্রের পর্য্যায় ৩০।

লম্বোদর-সুতের দুই, চাঁদাই মাধাই।
ব্রহ্মহত্যাদি চোৎখণ্ডী দোষে না পাই ঠাঁই॥ মেলচন্দ্রিকা।

মাধাই মেল। (১৩)

শ্রীমন্ত খাঁর দোষ ও পিণ্ড প্রভৃতি দোষ। মহেশ্বর-বংশীয় মাধব বন্দ্যো প্রধান। ১ম পরি ৭। ১৩০।৩১। ২য় পরি—৫০ পৃঃ

চাঁদাইমাধাই দুই, দোষ কত কই।
ব্রহ্মহত্যাদি পাপের সদা করেন বৈ॥ মেলপ্রকাশ।

মাধাই মেলের কিবা দিব পরিচয়।
কেহ কহে বন্দ্য বঙ্গপাশী লম্বোদর তনয়॥
কেহবা বলে মুখো কুলপতি নিদান।
বস্তুতঃ তাহা নহে বন্দ্যই ত প্রধান॥
মুখুটী প্রায় নায়ক অধিকাংশ মেল।
বন্দ্য চট্টাদি নায়ক আছে প্রকৃতি শেল॥
মাধাই মেলে মাধব, চাঁদাই মেলে চাঁদ।
মুখো বন্দ্যো নাম সাম্যে আছে পরীবাদ॥

দুই কুলে মহাপাপী চাঁদাই মাধাই।
যুক্ত বন্ধু, দোষ যে, একে, আরে চাপাই॥
তাই সন্দেহে মুখুটী, বন্দ্যাই নিশ্চয়।
পঞ্চানন মুলো যাহা মীমাংসায় কয়॥
তাই মুখো বন্দ্যোর যে আঁটিল সংশয়।
বন্দ্যবংশে মাধাই মূল করয়ে প্রত্যয়॥
পাল্‌টী প্রকৃতি নামে মুখুটী মাধাই।
কেহ না ছাড়ে কাহারে সঙ্গী সঙ্গে যায়॥

মেলপ্রকরণ গোষ্ঠী কথা—

৭৯ পৃঃ ক্রোড়পত্র—মেলনায়ক মীমাংসা।

রামফুলিয়ার বংশের মুখোপাধ্যায় মাধাই সন্তানের কেশবের ধারা জিলা রংপুরের কুণ্ডী গোপালপুর ও সদ্যপুষ্করিণী গ্রামদ্বয়ে বিদ্যমান আছেন। ইহাঁরা প্রসিদ্ধ ভূস্বামী,অতি সৎক্রিয়ান্বিত,সচ্চরিত্র, বদান্য এবং গুণগ্রাহী প্রাচীন জমীদার। ইহাঁরা মানসিংহের সময় হইতে রাজদ্বারে সম্মানিত। কলিকাতার বাহিরে (মফঃসলে) ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন ও প্রচার জন্য ও নানাবিধ সৎকার্য্যে এই জমীদারগণই অগ্রগামী। স্বর্গীয় রাজমোহন রায় চৌধুরী সৎ-কার্য্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তিনি একজন মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। তাহার পথের অনুসরণকারী কালীচন্দ্র ও কাশীচন্দ্র রায়চৌধুরী। তাঁহাদিগের উৎসাহে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন হয়। বাঙ্গালা ভাষায় আদিনাটক কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। রংপুর বার্ত্তাবহ সংবাদপত্র ও পদ্মিনী উপাখ্যান প্রভৃতি কাব্য ইহাঁদিগের অর্থ সাহায্যেই মুদ্রিত ও লোকসমাজে প্রচারিত হয়। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (প্রভাকর সম্পাদক) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি

গ্রন্থকার ইহাঁদিগের অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন। সুতরাং ইহাঁরা বঙ্গসমাজে বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র এবং মহাত্মা ও আদর্শ পুরুষ বলিয়া চিরঃস্মরণীয়। সদ্যপুষ্করণীতেই কেশবের ধারায় মৃত্যুঞ্জয় ও বিনোদবিহারী ও তৎপুত্রাদিকে প্রকৃত ধারায় গণ্য করে। কালীচন্দ্রের দৌহিত্র শ্রীশচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই কালীচন্দ্রের উত্তরাধিকারী। রাজমোহন পৌত্র ফণীন্দ্র ও সুরেন্দ্র ইহারা পৌনে চার আনির বড় তরফের জমীদার। কাশীচন্দ্র পুত্র পূর্ণচন্দ্র বড় তরফ। জ্ঞাতীদত্তক বংশাবলী ও ইতিবৃত্ত এই বংশের পরম কল্যাণভাজন শ্রীমান্ সুরেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরী লিখিত প্রবন্ধ পুস্তকের শেষে দেখ।

বিদ্যাধরী মেল। (১৪)

ছায়া দোষ, গুড় দোষ, নর্ত্তক-বৃত্তি দোষ ও ডিংসাই পরমানন্দী দোষ। বহুরূপ-বংশীয় চট্ট বিদ্যাধর পাঠক প্রধান।

অকথ্য বলাৎকারাদি দোষে মরি মরি।
বিদ্যাধরীকে (পত্নী) সবাই করে ধরাধরি॥ মেলমালা।

পারিহাল মেল। (১৫)

অসৎসংসর্গ, পারি-শ্রোত্রিয় বিবাহ, স্বজনা দোষ, সন্ন্যাসিত্ব ও বলাৎকার। বহুরূপ-বংশীয় রাঘব চট্ট, অবসথী দিগম্বর ও পজো-সুত নিধাই প্রধান। ভৈরবঘটক-সুত রাঘবের পারিহাল-কন্যা-বিবাহ। ৬০ পৃঃ দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

পশু-বন্দ্যো-বেটা পাঁচু, নানা দোষে দোষী।
রাঘব কন্যার দান তারে কৈল খুসী॥ মেলচন্দ্রিকা।

শ্রীরঙ্গ-ভট্টী মেল। ১৬

ভাট-সংস্রব, মহিন্তা দোষ, কুলভি দোষ, অন্যপূর্ব্বা ও গুড় প্রভৃতি দোষ। পূতি গোবর্দ্ধন-বংশীয় শ্রীরঙ্গ ভট্ট প্রধান। পিতৃ-পর্য্যায়ে—বিপর্য্যায়ে বিবাহ। ২য় পরিশিষ্ট দেখ।

পিতৃপর্য্যা মাতৃসমা শ্রীরঙ্গের কথা।
মালাধরী ভাট-দোষে যার নাহি ব্যথা॥ মেলদোষ।

মালাধর-খানী মেল। ১৭

কুন্দলালে নিষ্কুলে বিবাহ, অকৃত প্রায়শ্চিত্তীর একান্ত সঙ্গ, দোপোড়া বিবাহ ও রায় দোষ। উৎসাহ-বংশীয় মালাধর খাঁ প্রধান। কুন্দলালে কুলং নাস্তি নকলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।

অকথ্য অগম্যায় করে নানা রঙ্গ।
নিতাই হরিদাস মালাধরের সঙ্গ॥ মেলচন্দ্রিকা।

কাকুৎস্থী মেল। ১৮

ধাঁড়ি দোষ, যবন দোষ ও বলাৎকার প্রভৃতি অকথ্য দোষ। বাঙ্গালবংশীয় চট্ট চৈতন কাকুৎস্থ প্রধান। ২য় পরিঃ দেখ।

ধাঁড়ী-হাড়ী-সংসর্গে কাকুৎস্থের শেষে।
কাঞ্জিবিল্লী শাঁখারীর আরো দোষ ঘোষে॥ মেলচন্দ্রিকা।

হরি-মজুমদারী মেল। ১৯

অস্পৃশ্য-সংসর্গ, হড়, গড় ও চোৎখণ্ডী প্রভৃতি দোষ ও দোপোড়া ও বর্ণসঙ্কর বিবাহ। অরবিন্দ-বংশীয় বিভোর সন্তান হরি চট্ট প্রধান। শ্রীনিবাস ঘোষাল ও সুদর্শন চট্ট সহযোগী।

হরি মজুমদারের কথা বড়ই অদ্ভুত।
দোপোড়া বর্ণসঙ্কর হরির জগতে বিদিত॥
পিতার ছিল হাড়ি, নিজে বিবাহ পোড়ারি।
এই দোষে হৈল মেল হরি-মজুমদারী॥ মেলপ্রকাশ।

শ্রীবর্দ্ধনী মেল। ২০

গোলক, অন্যপূর্ব্বা, পিণ্ড দোষ, যবন দোষ ও পিতাড়ী প্রভৃতি দোষ। উৎসাহ-বংশীয় শ্রীবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় প্রধান।

প্রমোদিনী-বাধ্য-কুল শ্রীবর্দ্ধনী মেল।
গোলক, অন্যপূর্ব্বা, সপ্তশতী শেল॥ মেলচন্দ্রিকা।

প্রমোদিনী মেল। ২১

রণ্ডিকা, অস্পৃশ্য, বিপর্য্যায় ও গুড় প্রভৃতি দোষ। উৎসাহ-বংশীয় জিতামিত্র মুখোপাধ্যায় প্রধান। বিপর্য্যায়ে পূতিতুণ্ড বিবাহ।

বিজয় সুরাই-বাধ্য আর বিপর্য্যায়।
প্রমোদা অস্পৃশ্য রণ্ড-কুল কুলাচার্য্যে কয়॥ মেলচন্দ্রিকা।

দশরথঘটকী মেল। ২২

অকথ্য ও অগম্যা-গমন, ষণ্টেশ্বরী বিবাহ, কুসংসর্গ ও বলাৎকার প্রভৃতি দোষ। উৎসাহ-বংশীয় মুখো দশরথ ঘটক প্রধান।

দশরথে দশ দোষ, ঘটক-প্রধান।
সঙ্গদোষে হয় দোষী, বাধ্য নাহি আন॥ মেলদোষ।

শুভরাজ-খানী মেল। ২৩

পিতাড়ী বিবাহ ও যবন-নীতা কন্যা-বিবাহে অকৃতপ্রায়শ্চিত্তী। বন্দ্য মকরন্দ-বংশীয় মাধব শুভরাজ খাঁ প্রধান।

আখণ্ডল,বংশে নাম মাধব বাঁড়ুরী।
শুভরাজ-খানী ছিল সে উপাধি-ধারী॥
মাধবের বাপের বিয়ে পীতমুণ্ডী হয়।
গৌরীবর গাঙ্গ-যোগ পরেতে সে পায়॥
গৌরীর যবন-দোষ প্রকাশ্য যে ছিল।
তার কন্যা কীর্ত্তি চট্টো বিবাহ করিল॥
প্রজাপতি গাঙ্গ-সঙ্গে দোষে কুল হল।
যবন-দোষ, বলাৎকার, রণ্ডে লেগে গেল॥ মেলমালা।

নড়িয়া মেল। ২৪

গজেন্দ্র রায় ও রণ্ড দোষ ও বর্ণসঙ্কর-বিবাহ। মাধব গাঙ্গুলির সুত গঙ্গাধর ও গোপাল প্রধান। ক্রোড়পত্র ৭৭ পৃঃ।

গুণাকরে অশুস্তি দোষ, শুড় দোষ পেয়ে।
পিতৃ-বরে বিভা করে মাতৃ-তুল্যা মেয়ে॥ মেলমালা।

রায় মেল। ২৫

ডিণ্ডী দোষ ও রণ্ডিকা-গমন-জনিত রণ্ড দোষ। কাঞ্জিলাল কানু-বংশীয় সদানন্দ কাঞ্জি-প্রমুখ দুষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রায় মেল কেহ বলে, মহিন্তা, পীতমুণ্ডী।
পুত্র-দোষে দেবাই বন্দ্য বাপের রণ্ডী॥

চৈতল চট্টজ বিষ্ণু পশুপতি কয়।
ইহাতে মেল জানিহ রায়-বাধ্য হয়॥
গ্রাম-দোষে থালকুলে, জাতি-দোষ আর।
পারী-বালী-বাধ্য হয়ে করিল সঞ্চার। মেলমালা।

চট্ট-রাঘবী মেল। ২৬

হেড়া-রুটী দোষ, রায় দোষ ও বাঙ্গালপাশী সংশ্রব। অরবিন্দ চট্ট বংশে রাধব চট্ট প্রধান। নড়িয়ার গঙ্গাধর ও পরমানন্দ চট্টের দোষ একত্র মিশ্রিত হয়। ২য় পরিশিষ্ট দেখ।

নড়িয়া আর বাঙ্গাল রাঘু চট্ট মেল।
ব্রাহ্মণ্য এই দলে যা ছিল, সব গেল॥ মেলচন্দ্রিকা।

দেহাটা মেল। ২৭

নিন্দিত স্থানে বিবাহ, স্বজনা দোষ, মদ্যপানাদি দোষ ও যবন দোষ। বহুরূপ-বংশে শ্রীপতি চট্ট প্রধান। ক্রোড়পত্র ৭৮ পৃঃ।

বহুরূপ-বংশে চট্ট ছিল শ্রীশ্রীপতি।
কারে না জিজ্ঞাসি, বিভায় হারাইল জাতি॥ মেলমালা।

ছয়ী মেল। ২৮ (২য় পরিশিষ্ট দেখ)

শ্রোত্রিয়-পরিণীত-কন্যা এবং যবন-দোষ-দূষিত-কন্যা-বিবাহ বলাৎকার, রণ্ড দোষ, খঞ্জ দোষ, ও কন্যা-গমন—এই ছয় দোষে ছয়ী মেল হইয়াছে। বহুরূপ-বংশের চট্ট ছয়ী প্রধান।

ছয়েতে হইল ছয়ী, (ছোকু) ঘটকে যে কয়।
ইহাতে দোষ ছিল সব পূর্ণ মাত্রায়॥ মেলমালা।

খনিয়ার চট্টো বশিষ্ঠ-পুত্র ছয়ীর (ছোকুর) কন্যা শ্রোত্রিয়-পাত্রে প্রদত্ত হয়। সেই কন্যার আবার বন্দ্যবংশের সাগরদিয়া অর্ক বিবাহ করেন। ইহাতে দোপোড়া ও শ্রোত্রিয়াস্ত দোষ ঘটে। তাহাতে ছয়ীর (ছোকুর) নামে প্রথমে ছয় দোষ ঘটে। শেষে নানা দোষে এই মেল-বন্ধন হয়। যথা—

খনিয়া-বংশেতে ছয়ী (ছোকু = ছ কড়ী) বশিষ্ঠ-তনয়।
শৌর্য্য-দোষে কর্ম্মফলে শ্রোত্রিয় হয়॥
সৌদামিনী ছয়ি-কন্যা জানহ নিশ্চয়।
কংস-হাড়ী বাদে অর্ক দোপোড়া মেয়ে লয়॥
ছয়ীর ছয় সংস্রবে সব মেল চূর্ণ।
সমদোষে সমগুণে সব মেল পূর্ণ॥ মেলচন্দ্রিকা।

ভৈরব-ঘটকী মেল। ২৯

বলাৎকারাদি ও সপ্তশতী দোষ, গুড় দোষ ও পিণ্ড দোষ। বন্দ্য মহেশ্বর-বংশীয় বাবলা—ভৈরব বন্দ্য ঘটক প্রধান।

ভৈরবের রব নাই, আচম্বিতা-বাধ্য।
এই মেলের না ছিল কিছু যে অসাধ্য॥ দোষমালা।

আচম্বিতা মেল। ৩০

গুড় দোষ ও স্বজনা দোষ। উৎসাহ-বংশীয় চক্রপাণি মুখো প্রধান। ইত্যাদি নানা দোষে দূষিত ব্যক্তিবর্গে আচম্বিতা মেল।

বালী মেলের বাধ্য হয় আচম্বিতা-কুল।
মহাপাপে পাপী তারা, সাধু-চক্ষু-শূল॥ মেলপ্রকাশ।

ধরাধরী মেল। ৩১ (২য় পরিশিষ্ট দেখ)

যবন দোষ প্রভৃতি কুসংসর্গ, গুড় দোষ, পীতাড়ী দোষ ও পিণ্ড দোষাদি। শিরো ঘোষাল বংশের ধরাধর ঘোষাল প্রধান।

ধরাধর ঘোষাল সগোত্রে পূতি-ধরা। (পূতিতুণ্ডের কন্যা)
অকথ্য নানা দোষে সে ছিল জ্যান্তে মরা॥ মেলদোষ।

বালী মেল। ৩২

মহারোগগ্রস্ত ব্যক্তিগত দোষ, কেশরকুনী ও রায় দোষ, হেড়্যা-রুটী ও ম্লেচ্ছ দোষ। বহুরূপ চট্ট-বংশের কেশব চট্ট প্রধান।

কি কররে খাসী খুসী আমরা ঘোড়ার ঘাসী।
সুখনালী, পণ্ডিতরত্নী কুটুম্ বিপ্রদাসী॥
শ্রোত্রিয়ান্ত বালী মেল, কুষ্ঠী আর শূল।
কেন যে লইল লোকে, ভাগ্য তার মূল॥
চট্ট কেশব সহ না হয় সতের কুল।
সঙ্কেত-সুত আঁড়িয়া রাঘব যার মূল॥ মেলপ্রকাশ।

রাঘব ঘোষালী। ৩৩

খালকুলী বিবাহ, অস্পৃশ্য ও খাঁড়ি মুখটী বিবাহ দোষ। শিরো ঘোষাল-বংশ রাঘব ঘোষাল প্রধান।

অর্জ্জুনের পৌত্র বাসু, কাঁচনার মুখুটী।
রাঘব ঘোষাল মহাপাপী যে হয় পালুটী॥ মেলমালা।

শুঙ্গো সর্ব্বানন্দী মেল। ৩৪

পিণ্ড দোষ, গুড় দোষ, পারিহাল দোষ ও বলাৎকার দোষ। উৎসাহ-বংশীয় সর্ব্বানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রধান।

অষ্ট কুলে অষ্ট দোষ পেয়ে মেল-সন্ধি।
পারিহালে বলাৎকারে শুঙ্গো সর্ব্বানন্দী। মেলদোষ।

সদানন্দ-খানী মেল। ৩৫

কেশরকুনী দোষ, রজক পরীবাদ ও খালকুলিয়া দোষ। মুখ উৎসাহ-বংশীয় সদানন্দ খাঁ প্রধান। দোষমালা দেখ। যথা—

পণ্ডিতরত্নী-বিদ্যাধরী-বাধ্য সদানন্দী।
দোষ কব কি বা, নিত্য (অপরিহার্য্য) দোষে খানি সদানন্দী॥

চন্দ্রপতি বা চন্দ্রশেখরী মেল। ৩৬

ঘোষলী, শ্রোত্রিয়ান্ত দোষ, জ্যেষ্ঠা-সত্ত্বে কনিষ্ঠা-বিবাহ ও গজেন্দ্র রায় দোষ। (মঘ, যোগী, ভুলাই ও কেশর দোষ-দুষ্ট) উৎসাহ-বংশে চন্দ্রপতি মুখোপাধ্যায় প্রধান।

মঘ, যোগী, ভুলাই দ্বিজে চন্দ্রশেখর মজে।
তাই কেশরী অজের কুল ধর্ম্মে বিরাজে॥ মেলমালা।
কোথা হড়, কোথা গুড়, কোথা দেখি ডিণ্ডী।
কোথা বা মহিন্তা দেখি, কোথা বা চোৎখণ্ডী॥
ছত্রিশ মেলিতে দেখি এই সব কথা।
দেবীবর এক ক্ষুরে মুড়াইল মাথা॥
কিন্তু (১ম) চারি মেলে দেখি সাগরের অংশ।
চতুঃসাগরী বলি হইল যে প্রশংস। মেলমালা।

ফুলিয়া প্রভৃতি চারি মেলের বিশেষ কথা।

১ম পরিশিষ্ট—৪৬—৫০ পৃঃ।

মেল-বন্ধনের অনেক পরে যে স্থানের শ্রোত্রিয়গণ গোষ্ঠী-পতি বলিয়া বিশেষ মান্য, তাঁহাদিগের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। এই সকল স্থলে ফুলিয়া, খড়দহ, এই উভয় মেলেরই পাল্‌টী-প্রকৃতি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী মেলের পাল্‌টী প্রকৃতিও আছে।

গ্রাম	বংশ	জিলা	পরগণা	মন্তব্য
কোলা	মাষচটক	ঢাকা	বিক্রমপুর	সিদ্ধশ্রোত্রিয়।
কাঁকড়	পাকড়াশী	ঐ	ঐ নদীয়ার	হবিবপুরী শ্রেষ্ঠ
সর্ষুনা	ঐ	২৪পং ও খুল্লা	কলিকাতা	দ্বিতীয় কল্প

ঘাটভোগ, স্থল, নকীপুর, বেঁদা ও সেনহাটীর, পাকড়াশীগণ সর্ষুনার পাকড়াশী। মৈমনসিংহের কাটীহালীর পাকড়াশীও বিশেষ মান্য।

খলসিনী, ইছলামপুর, মিনাজপুর, কলাবাড়ী, গোপালপুর প্রভৃতির শিমলায়ী; চাঁদপ্রতাপের পুষীলাল (পুষলী); ফরিদ-পুর জিলার কালামের্দ্ধার দীঘল; বটেশ্বর, আমগাঁ ও খেলের ডিংসাই, ঢাকা জিলার কুকুটিয়ার চৌধুরী; মুলুকজুড়ী সাগাই ও নালসী গ্রামী। হারীত গোত্র—সাতশতী—এই সকল স্থলে ফুলে ও খড়দহ মেলের কুলীনগণ মাতামহাশ্রয় বলিয়া বসতি করেন।

তাড়পাশার মহাশয়গণ পূর্ব্বাপর ভূলাই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, চোংখণ্ডী বা দীঘল সন্দেহ। প্রথমে চন্দ্রশেখরী মেল দ্বারা উথাপিত, পরে মুংকুং বিষ্ণু সন্তান সীতারাম ও বন্দ্য সাগরদিয়া কেশব চক্রবর্ত্তী দ্বারা মার্জ্জিত; পরে বিষ্ণু-সন্তান নারায়ণের

একান্ত আশ্রয়স্থান হইয়া পড়ে। **নারায়ণ ঠাকুরের বংশের একদেশ নিম্নে দেখ।**

বিষ্ণুঠাকুর-প্রমুখ নারায়ণ (২৯) সুত রামকান্ত, কৃষ্ণকিঙ্কর, মুলুকচাঁদ, নিমাই (বা শঙ্কর) (৩০)। রামকান্তের পুত্র রামসুন্দর, রামকিশোর ও রামকানাই (৩১)। রামসুন্দর-সুত কাশীনাথ, হরিনাথ ও বৃন্দাবন (৩২)। মুলুকচাঁদ-সুত গোপাল (৩১)। পুত্র অন্নদাপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ ও বৃন্দাবন (৩২)। বিষ্ণুঠাকুর বংশ ৩৮৩ পৃষ্ঠা দেখ।

এক্ষণে যেখানে যত বিষ্ণুসন্তান আছেন, অন্মধ্যে ইহাঁরা পাল্‌টী-প্রকৃতির শুদ্ধতায় আপনাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মান্য ব্যক্তি জ্ঞান করেন। শিবপ্রসাদ ও বৃন্দাবন তাড়পাশার মহাশয়দিগের দৌহিত্র। মাতামহাশ্রয়ে বাস জন্য এক্ষণে তাড়পাশা-বাসী। অন্নদা-সুত হরিপ্রসন্ন, হরপ্রসন্ন, তারাপ্রসন্ন, আনন্দপ্রসন্ন, নন্দ-প্রসন্ন ও সর্ব্বপ্রসন্ন (৩৩)।

বিষ্ণুঠাকুর-প্রমুখ রামদেব-সন্তুতি—শ্যামের (৩০) বংশ প্রধানতঃ ফুলিয়া-(স্বস্থান)-বাসী। **সীতারামের** (৩০) বংশ যশোহরের কামালপুর, নদিয়ার বহিরগাছি ও মহেশপুর নিবাসী। **কৃষ্ণজীবনের** (৩০) বংশ প্রধানতঃ ফুলিয়া (স্বস্থান), কলিকাতার বৌবাজার, আহিরীটোলা, হাতীবাগান ও দর্জীপাড়া বাসী। (৩০) **কন্দর্প-বংশ** বিক্রমপুর-নিবাসী। (৩০) **খেলারামের** বংশাভাব। (৩০) রাজকিশোরের বংশাভাব। (৩০) (**পাঁচু**) শালনগরে ও সারুলে নবগ্রহ-দোষ-দুষ্ট।

শালনগরে, সারুলে আগে গেল পাঁচু।
কুম্ভাচার্য্যে ডেকে বলে, পাঁচু খেলে কচু॥ মেলমালা।

(৩০) **কৃষ্ণজীবনের পুত্র মধুসূদন**, রামদেব, রামগোপাল, নন্দগোপাল ও মদনগোপাল (৩১)। কৃষ্ণজীবন-সুত মধুসূদন দ্বারা দোস্তের শিমলায়িগণ উত্থাপিত, পরে কেশব চক্রবর্ত্তি—সন্তানে মার্জ্জিত। যথা—

দোস্তের গোস্ত খানা, খাটা তায় যে কদু।
সেই খাঁনা খেয়ে গেল বেলগড়ের মধু॥ মেলমালা।

দোস্তের রায়-বংশে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ রায় তৌর্য্যত্রিক-বিদ্যায় অদ্বিতীয়।

বিষ্ণুঠাকুর-প্রমুখ কৃষ্ণজীবনের ধারার একদেশ। যথা—(৩১) মদনগোপাল। (৩২) হরনাথ। (৩৩) গুরুদাস, ঈশ্বর, কৈলাস ও ভুবন। গুরুদাস-সুত রাজকুমার (৩৪)। তৎপুত্র নলিনীকান্ত, শশধর ও প্রবোধ (৩৫)। ইহাঁদিগের পাল্‌টী জয়পুরের কেশব চক্রবর্ত্তি সন্তানের সহিত। রাজকুমারের পৌত্রের পর্য্যায় ৩৬।

৩৩। ভুবন সুত সিদ্ধেশ্বর ৩৪। পৌত্র চুনীলাল, কিশোরী, আশুতোষ ও গণেশ ৩৫। চুনী সুত পান্নালাল ৩৬। কিশোরী সুত সত্যনারায়ণ ৩৬। ভুবনের পাল্‌টী সাগরদিয়া বন্দ্য রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর ধারায় শ্রীহরি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুংফুং কৃষ্ণঠাকুরের ধারার একদেশ।

ফুলিয়া মেলের গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের পুত্র রামাচার্য্য-সুত গোপীনাথের পুত্রের নাম **কৃষ্ণ ঠাকুর** (২৬)। পুত্র রূপনারায়ণ, রাধাকান্ত, রাধাবল্লভ ও রামচন্দ্র (২৭)। নদিয়া জিলার গৌরীপুরে (গরীবপুর) ও হুগলী জিলার জনাই গ্রাম কৃষ্ণ ঠাকু-

রের বংশ আছে। চৈতলী মহেশ ও মাধবের সন্তানের সঙ্গে পাল্‌টী-প্রকৃতি ভাব। বেগের গাঙ্গুলি হরিরাম-সন্তান কৃষ্ণ গাঙ্গুলি-বংশেরও সহিত পাল্‌টী প্রকৃতি-ভাব-নিবন্ধন ইহাঁ-দিগকে ফুলিয়া ও খড়দহ, উভয় মেলেই দেখা যায়।

(২৬) কৃষ্ণ-ঠাকুর-প্রমুখ (২৭)—রামচন্দ্র-সুত কন্দর্প, ঘনশ্যাম, অভিরাম ও রাজারাম (২৮)। ঘনশ্যাম-সুত সীতারাম (২৯)। তৎসুত রামজয় (৩০)। তৎসুত রামধন (৩১)। পুত্র নৃসিংহরাম (নসীরাম), ও রাজনারায়ণ (৩২)। নসীরাম-সুত হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, M. A. B. L. Late Principal Bhagalpure college. ও চন্দ্রভূষণ (৩৩)। চন্দ্রভূষণের পুত্রের নাম নকুল ও অমিয় (৩৪)। রাজনারায়ণ-সুত কালী প্রসন্ন ও রামনাথ (৩৩)। কালীর পুত্র অদ্যানাথ, প্রমথনাথ, কালাচাঁদ ও বিশ্বনাথ (৩৪)। রামের পুত্র নরেন্দ্র (৩৪)।

শ্রীহর্ষ-বংশে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সর্ব্বত্র ৩৩।৩৪ পুরুষের কম দেখিতে পাওয়া যায় না। বারেন্দ্র-শ্রেণীতে দত্তক পুত্র গ্রহণদ্বারা অপেক্ষা কৃত দুই এক পুরুষ অধিক দেখাযায়। ঐ শ্রেণীতে ৩৭।৩৮ পর্য্যন্ত হইয়াছে।

ত্রিকূলে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব পুরুষগণের সময় হইতে ফুলিয়া মেলে ত্রিকুলে পাল্‌টীর হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তৎকালে যাঁহাদিগের ত্রিকুলে পাল্‌টী ছিল, তাঁহাদিগের গৌরব কিছু আধিক্য বিবেচিত হওযায়, কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ জামাতা

শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কুলের গৌরব অন্নদা মঙ্গল গ্রন্থে বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

যথা—শ্রীগোপাল ছোট সবে, ফুলের মুখুটী।

আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকুলে পাল্‌টী॥ অন্নদামঙ্গল।

ত্রিকুল শব্দে বন্দ্যবংশের মকরন্দের অধস্তন ত্রয়োদশ সন্ততি **বিশ্বেশ্বরের বংশ**, চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালের অধস্তন ত্রয়োদশ **মথুরানাথ-সন্ততি** ও মুখো উৎসাহের অধস্তন ত্রয়োদশ **নন্দন-সন্ততিকে** বুঝিতে হইবে। এই তিন ব্যাক্তির সময়ে ত্রিকুলে পাল্‌টীর সুব্যবস্থা হয়। বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে গাঙ্গও চট্টোপাধ্যায়-কুলের সহিত পাল্‌টী প্রকৃতিভাব রহিত হইয়াছে। কেবল বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের সহিত পাল্‌টী-প্রকৃতি ভাব আছে। সুতরাং বহুবিবাহ অপরিহর্য্য।

পূতিতুণ্ডবংশাবলীর একদেশ।

বাৎস্যে (১) ছান্দড় মূল। (২) রবি। (৩) জৈমিনি। (৪) লক্ষ্মীধর। (৫) বল। (৬) অংশু। (৭) বল্লভ। (৮) নীলাম্বর [উৎসাহাচার্য্য (৮)। পূতি গোবর্দ্ধন] (৯)।

পূতির্গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ। মেলমালা।

শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনঃ। গীতগোবিন্দ।

গোবর্দ্ধন-পুত্র শিক (১০) প্রভৃতি চারি জন। (১১) পীতাম্বর। (১২) রাম, তৎসহোদর মাধব ও চক্রপাণি প্রভৃতি। মাধব-পুত্র (১৩) আদিত্য প্রভৃতি। আদিত্য-সুত) সুকণ্ঠ বা শ্রীকণ্ঠ (১৪)। সুকণ্ঠসুত (১৫) কংসারি। কংসারি-পুত্র

পরমানন্দ মিশ্র (১৬)। পূতিতুণ্ড পরমানন্দ, (নাথাই) শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা।

ধন্দঘাটগতা কন্যা শ্রীনাথচট্টজাত্মজা।

যবনেন সংস্পৃষ্টা সোঢ়া কংসসুতেন বৈ॥ মেলমালা।

(১৩) চক্রপাণির বংশ—চক্রপাণির পুত্র—পূরো, ব্যাস, বশিষ্ঠ, দট, শর্মা, ভূধর, শম্ভু, ধূসর ও পুণ্ড্র (১৪)। পুণ্ড্র সুত গোপাল (১৫)। তৎপুত্র **শ্রীরঙ্গভট্ট** (১৬)। ইনি **শ্রীরঙ্গভট্টী মেলের (নায়ক) কুলীন।** পুণ্ড্র-সহোদর পূরো প্রভৃতির বংশ শ্রোত্রিয়ান্ত বংশজ; কিন্তু বরিশাল অঞ্চলে শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত।

চক্রপাণি-সুত (১৪) বশিষ্ঠ-বংশ—(১৫) কাক। (১৬) তরণি। (১৭) মধু। (১৮) পিথো বা পৃথ্বীধর। (১৯) আনন্দরাম। (২০) কৃষ্ণকান্ত। (২১) জগচ্চন্দ্র। (২২) মদন। (২৩) হরানন্দ। (২৪) বৈদ্যনাথ। (২৫) রমাকান্ত। (২৬) লক্ষ্মীনারায়ণ। বরিশাল অঞ্চল হইতে মগের ভয়ে জাতি মান রক্ষার্থ সর্ব্ব প্রথমে সপরিবারে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মাদারিপুর মহকুমার নিকট কেন্দুয়া গ্রামে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন। বরিশাল জিলার অন্তর্গত রাকুদিয়া প্রভৃতি গ্রামেও এই বংশ দেখিতে পাওয়া যায়। পূতি—শ্রোত্রিয় লক্ষ্মীনারায়ণের বংশধরগণ মধ্যে (৩২) গিরিশ ও দুর্গাদাস হুগ্‌লিতে বাস করিতেছেন, অন্যান্য সকলে উক্ত কেন্দুয়া গ্রামে বাস করেন। লক্ষ্মীনারায়ণপুত্র (২৭) কৃষ্ণদেব। তৎপুত্র (২৮) দুর্গারাম। তৎপুত্র (২৯) রামহরি। রামহরি সুত (৩০) শম্ভুনাথ ও লোকনাথ। (৩০) শম্ভুনাথসুত। (৩১) রামকুমার। পুত্র (৩২) গিরিশ। (৩৩) যতীন্দ্রনাথ (দত্তক পুত্র)। (৩০) লোকনাথ

সুত পার্ব্বতী নাথ ৩১। পার্ব্বতী সুত শ্রীদুর্গা দাস চক্রবর্ত্তী B.A., Assistant Settlement Officer Midnapur পর্য্যায় ৩২। তৎসুত জিতেন্দ্র নাথ পর্য্যায় ৩৩।

রামকুমারের পুত্র গিরিশকে ধরিলে ছান্দড় হইতে পূতি-তুণ্ডবংশ-পর্য্যায়ে ৩২ পুরুষ হয়। এই গোত্রের অন্য বংশের পর্য্যায় মিলন করিলে এই বংশে অনেক ঊর্দ্ধ সোপান দেখা যায়। গোবর্দ্ধনাচার্য্যের বংশের কতকবংশজ, কতক শ্রোত্রিয়; এবং কতক সুরাই মেলের কুলীন এ রহস্যের মর্ম্ম ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন ও আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। বাস্তবিক গোবর্দ্ধনাচার্য্যই কৌলীন্য প্রাপ্ত হয়েন। নবগুণের অভাবে অন্যেরা শ্রোত্রিয়। ইহাতেই ঠিক হয় কৌলীন্যবংশগত ছিল না। গুণবত্তায় ছিল।

পরিশুদ্ধ কৌলীন্য-নিবন্ধন গোবর্দ্ধনাচার্য্যের বংশে বাল্য-বিবাহের আধিক্য হইয়াছিল। সেই হেতু ছান্দড়-বংশের ঊর্দ্ধতনে ৩৪শ পুরুষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

মেলসংক্রান্ত বচন।

মেলসংক্রান্ত কয়েকটী বচন এখানে উদ্ধৃত করা গেল ইহা দেখিলে সমাজের পূর্ব্বাবস্থা জানা যায়।

"পোড়ারির ভাব অন্য কুলে নাহি হেরি।
(বন্দ্য) কেশব রঘুর ভাই রুদ্রক পোড়ারি॥ ১॥
দীর্ঘাঙ্গী নাম শুনি, সে নহে দীর্ঘাঙ্গ।
বড় খাট ভাবে তারা কুলেতে আসঙ্গ॥ ২॥
চতুর্দ্দশ গৌণ কুল ভাব লেখা গেল।
কেশর অপেক্ষা এরা সকলি অচল॥ ৩॥

কুন্দগ্রামী ছাড়ি কুল শুনি যে সাত গাঁই।
তার মধ্যে তিন গাঁই সগোত্রেতে পাই ॥ ৪ ॥
কাঞ্জি, পূতি, ঘোষাল, ছান্দড়ের তিন অংশ।
পূর্ব্বাপর হইল যে কুলীনের বংশ ॥ ৫ ॥” কুলচন্দ্রিকা।
“নাধা, ধাঁদা, বারুহাটী আর মুলুকজুড়ী।
কুলের প্রধান যাতে পড়ে হুড়োহুড়ী ॥ ১ ॥
মনোহর বিয়ে করে নাধার বাঁড়ুরী।
পরে কুলে ভেঙ্গে পড়ে শোঁধার আকুঁড়ী ॥ ২ ॥
এই সব দোষ যদি যথার্থ হইত।
চারি মেলে কুল আর কোথায় রহিত ॥ ৩ ॥
অপভ্রংশ লোকে মাত্র অপবাদ দেয়।
রামেশ্বরের কুলে* যথা পিণ্ড-দোষ পায় ॥ ৪ ॥ (বন্দ্য)
ঘ্রাণমাত্র পীর আলি দেখে সর্ব্ব জন।
সাক্ষাৎ যবন-স্পর্শে কি হয় আচরণ ? ৫ ॥

---

* সাগরদিয়া রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী ভট্টনারায়ণ হইতে ২২শ পুরুষ অধস্তন ইহাঁর সাত পুত্র, যথা—গোপীনাথ, রামনারায়ণ, লক্ষ্মণ রামনাথ, রঘুদেব৭, রামদেব ও কামদেব (২৩)। এখানে গোপীনাথের বংশের ধারাবাহিক অধস্তনের একদেশ দেখান গেল। যথা—গোপীনাথ-বংশে কৃষ্ণরাম (২৪), তনুরাম (২৫), জয়নারায়ণ (২৬), শ্যামচাঁদ (২৭), চন্দ্রকান্ত (২৮) ভঙ্গ। চন্দ্র-সুত নিত্যগোপাল, রামগতি ও কালীপদ (২৯)। নিত্যগোপাল-সুত কালীকৃষ্ণ, M.A., B.L., তারাকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র (৩০)। রামগতি-সুত বিজয়কৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ ও কুমুদকৃষ্ণ (৩০)। কালীপদ-সুত খগেন্দ্র, নগেন্দ্র, সুরেন্দ্র গিরীন্দ্র ও। যোগেন্দ্র (৩০)। কালীকৃষ্ণ ও তারাকৃষ্ণের পুত্রদিগের পর্য্যায় ৩১শ। চন্দ্রকান্তপ্রণীত কৌলীন্য গ্রন্থের নাম কুলজ্ঞালোপক্রণিকা। বলাগড়।

নাথাই চট্টের কন্যা হাঁসাই থানদারে।
সেই কন্যা বিভা করে বন্দ্য গঙ্গাধরে ॥৬॥
হাঁসাই থানদারের কথা সত্য সত্য নয়।
চট্ট সুতা ঝড় দেখি লইল আশ্রয়।
ব্যাজ দেখি যত সখী কাব্য-কথা কয় ॥৭॥
আইলা আইসো বসো বসো, বুঝিলাম অই।
ছল করি থানদারী ভেটা আইলা সই ॥৮॥

সাগর দিয়া বন্দ্যো—রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর অন্য পুত্র রামনাথের বংশাবলীর এক দেশে ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত হইয়াছে। ইহারা শিক্ষিতসম্প্রদায়।

সম্বন্ধনির্ণয় পরিশিষ্ট ১১ পৃঃ দেখ। কাঁচ কুলী বাসী—রামেশ্বর (২২শ) বংশ পুত্র রামনাথ ২৩শ। রামজীবন ২৪। কৃষ্ণরাম ২৫। রামপ্রসাদ ও রঘুরাম ২৬। রামপ্রসাদ পুত্র নৃসিংহনাথ ২৭। তৎপুত্র হরিনাথ ভূ(তপূর্ব্ব অধ্যাপক সংস্কৃত কলেজ), ও রুক্মিণীনাথ ২৮। হরিনাথ হইতে শিবপুরে বাস পুত্র গোপাল চন্দ্র বন্দ্যো- পাধ্যায় B. L. Judge, Dacca., মহেন্দ্র B. L. উকীল, যোগীন্দ্র, চারুচন্দ্র B. L. উকীল, সনৎ, উপেন্দ্র ও নরেন্দ্র B. L. উকীল ২৯।

২৯ গোপালচন্দ্র (কেশর ভাবাপন্ন) সুত যতীন্দ্র L. M. S. Doctor, জ্ঞানেন্দ্র M. A. Dy. Magistrate, বীরেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, রাঘবেন্দ্র ও সচীন্দ্র ৩০। ২৯ মহেন্দ্র পুত্র বলেন্দ্র, ভুপেন্দ্র, শৈলেন্দ B. A. Bar-at-law, দ্বিজেন্দ্র রমেন্দ্র ৩০।

২৮ রুক্মিণীনাথ পুত্র নবীন ২৯। তৎপুত্র ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় M. A. ৩০ Professor. (শান্তিপুরের হরিপ্রসন্ন মুখো M. A. মাতুল।)

২৬ রঘুরাম পুত্র কালীকান্ত (জজ পণ্ডিত) ও নবকান্ত (জজ পণ্ডিত) ২৭ কালী কান্ত পুত্র রাধানাথ ও মদন ২৮। রাধানাথ পুত্র উমেশ ও মহেশ ২৯। মহেশ পুত্র সতীশ, ক্ষিতীশ, যতীশ প্রভৃতি চারি জন ৩০। ২৮ মদন পুত্র অ[illegible] ও শ্রীশ ২৯। ২৭ নবকান্ত পুত্র শশি ভূষণ ২৮

তাহা শুনি কাণাকাণি বিপক্ষেতে করে।
এদেশ ওদেশে অন্য দেশেতে সঞ্চরে ॥৯॥
সেই হইতে বিপক্ষেতে ধাঁধা ধাঁধা কয়।
কিন্তু জানি মিশ্র মানি পরমার্থ নয় ॥১০॥
মিথ্যা বলি যদি গালি মহতের হয়।
মহিমার হানি তার জানিহ নিশ্চয় ॥১১॥” মেলমালা।
দত্তপুলের ঠাকুরদাস চট্ট বলি তায়।
রামেশ্বরপুরের শ্যাম চট্টু্বিতা-দায় ॥
উলোর মধ্যে শিবশঙ্কার সপ্তশতী পায়।
বুড়োনের বিষ্ণুরাম (নিজ) ভাগ্য বলি ধায় ॥ মেল প্রকাশ।
আর গাঙ্গ চিন্তামণি চাঁদেরে চিয়াই।
ত্রিদোষে পড়িয়া মলেন চট্ট মাধাই ॥ ৬ ॥
গুড়মহিষী, আর মাধব সর্ব্বানন্দী।
মঘজুগী ঘোষলী, খানি যে গুণানন্দী ॥ ৭ ॥
গুপ্তিপাড়া সমাজে কিসের হুলাহুলী।
বল্লভ বাঁড়ুরী, আর রূপ কুসুমকুলি ॥ ৮ ॥
কেহ হড়, কেহ কেশর, কেশব গুড় ধরি।
নির্ব্বংশ হরিহর পুত্র বিদ্যমান করি ॥ ৮ ॥
এক বাপের দুই বেটা শুন পরিপাটী।
রাম হলেন ডিঙী-সাঁই গোপাল মুখটী ॥ ১০ ॥ সারাবলী।
রূপকূপে ত্রয়ো মগ্নাঃ ষড়্ দগ্ধা দগ্ধমন্দিরে (পোড়ারি)।
সুগন্ধিত্বং সমাসাদ্য পতিতঃ কুলকুঞ্জরঃ ॥ ১১ ॥ মধুসূদন
তর্কলঙ্কারের সুত জয়রাম, ১। মুংকুংগঙ্গাধর ও রামদেব।

যদি ভবতি নিতান্তং বারিধির্বারিশূন্যো
যদি হয়গজয়োর্ব্বা দৃশ্যতে শৃঙ্গসৃষ্টিঃ।
রবিকরনিকরশ্চেৎ শীতভাবং প্রয়াতি
তদপি নহি (ভবেৎ) পিতাড়ীমিশ্রিতা সৎকুলশ্রীঃ ॥ ১২ ॥

আনাই! কি কব তোমার কুল, কাশীনাথ-সমতুল,
রামনাথ পাছে পাছে ধায়।
আছিল বাপের পুণ্য, কুলে হলো আগ্রগণ্য,
রামচার্য্য (মুং ফুং) করিয়া সহায় ॥ ১৩ ॥

পণ্ডিতরত্নী মেলে কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটীর (১১) দাশু প্রমুখ রত্নেশ্বর বংশের রামরাম, বাসুদেব, কৃষ্ণদেব ও কৃষ্ণদেব-পুত্র রামনাথ বিশেষ প্রসিদ্ধ। রত্নেশ্বরের পিতার নাম দুর্গাদাস, পিতামহ মহেশ, প্রপিতামহ ভরত, বৃদ্ধপ্রপিতামহ দিগম্বর, অধি-বৃদ্ধপ্রপিতামহ জীব, বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ভব। ভবপিতা বনমালী। পিতামহ দাশু (১১)।

এই মেলের কুলীনগণ হুগলী জিলার উত্তরপাড়া ও নদীয়া তেঘরীতে ও বায়াসাতে অধিক; পশ্চিম রাঢ়েও কম নাই।

নিত্যানন্দের বংশ মর্য্যাদা।

ঈশ্বর আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হইল নিত্যানন্দ রাম ॥
মাঘ মাস শুক্ল পক্ষ ত্রয়োদশী দিনে।
পদ্মাবতী-গর্ভে একচাকা নাম গ্রামে ॥
হাড়াই পণ্ডিত-নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব-পিতা তারে করি পিতা-ব্যাজ

রাঢ়েদেশে একচাকা-নামে আছে গ্রাম।
যথা অবতীর্ণ হৈল নিত্যানন্দ-রাম॥ চৈতন্য-ভাগবত।
নিত্যানন্দের অপত্য গঙ্গা আর বীরু।
মাধব গঙ্গার পুতি সর্ব্বশাস্ত্র-গুরু॥ কুলচন্দ্রিকা।

ফুলের মুখুটি গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের পৌত্র পার্ব্বতীনাথ বীরভদ্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তদবধি পার্ব্বতীনাথে বীরভদ্রী দোষ স্পর্শ করে। নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গার সহিত অরবিন্দ প্রমুখ মনো বংশের মাধব চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র সম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার দর্পণের প্রথম ভাগে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর লিখন বলিয়া যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তদনুসারে জাহ্নবা দেবীর প্রণামে বীরভদ্রের মাতা বলিয়া উল্লেখ হয়; তদনুসারে জাহ্নবাদেবীকে জননী বলিতে হয়। কিন্তু সুস্পষ্ট জননী শব্দে নির্দ্দেশ না থাকায় কুতর্কী ব্যক্তিবর্গ সন্দেহ করেন। কহেন :—সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতী মনুঃ॥ সুতরাং কার্য্যতঃ।

প্রভু নিত্যানন্দের তিন পত্নীই বীরভদ্রের মাতা কে জননী? কিন্তু নিত্যানন্দ বসুধা দেবীকেই পাণি গ্রহণ মন্ত্রে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করেন। জাহ্নবা বাদ্‌দত্তা, ঠাকুরাণী যৌতুকে প্রাপ্তা তাঁহাদিগের সহিত বৈবাহিক মন্ত্রের পাঠ হয় নাই। আপিতু কুশণ্ডিকাও হয় নাই। সুতরাং বীরভদ্র জাহ্নবার গর্ভজাত সন্তান হইলেও দশ-সংস্কারে সংস্কৃত পত্নীর গর্ভজাত নহেন বলিয়া তৎকালে সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়। কন্যা ও পুত্রেরউভয় বংশই প্রসিদ্ধ। পুত্রের বংশের নাম নিত্যানন্দগোষ্ঠী বীরভদ্র-বংশ, কন্যা গঙ্গা-সন্ততির নিত্যানন্দ-গোষ্ঠী অন্বয় গঙ্গা-বংশ। সারাবলী।

হাড়াই পণ্ডিতের পিতার নাম সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরী। বীর-ভদ্রের সন্তানগণ শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বটব্যাল বলিয়া পরিচয় দেন। হাড়াই পণ্ডিতের অন্য বংশের সন্তানগণ, যাহাঁরা রাঢ়দেশে আছেন, তাঁহারা সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরীর সন্তান বলিয়া আপনা-দিগের পরিচয় দিয়া থাকেন। * বস্তুতঃ বংশজ।

* (১) সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরী সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয়; নিবাস অম্বিকার একচাকা গ্রাম বৰ্দ্ধমান জিলা। কেহ বলেন বীরভূমি জিলার কেন্দুবিল্লীর একচাকা।

(২) হড়াই পণ্ডিতের প্রিয়তম পুত্রের নাম নিত্যানন্দ। ইহাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। ইনি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা-প্রভাবে অনেক মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন।

(৩) সন্ন্যাসাশ্রমের পর আর আশ্রম নাই। কিন্তু নিত্যানন্দ সন্ন্যাসা-শ্রম গ্রহণের পরে ভেকে এক অজ্ঞাতকুলশীলের লাবণ্যবতী কন্যাকে গ্রহণ করেন। প্রবাদ অম্বিকা-নিবাসী সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা জাহ্নবীকে বিবাহ করেন ও তাঁহার বসুধা ও ঠাকুরাণী নাম্নী কন্যাদ্বয়েকে যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন।

(৪) বীরভদ্রের পিতা নিত্যানন্দের সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় বটব্যাল বলিয়া পরিচয় দিবার পৈতৃক নির্দ্দিষ্ট সমাজ স্থান ছিল না। কেবল তিন স্থানে তিনটী মঠ ছিল; যথা—নোতা, মালদহ ও খড়দহ। প্রবাদ আছে, এক কলুর কন্যা সর্পাঘাতে মরে। নিত্যানন্দ ঐ কন্যাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। যাহা-দিগের কন্যা, তাহারা পেতিনী বলিয়া গৃহে লইল না। ঐ কন্যার বন্ধুগণ যখন উহাকে পরিত্যাগ করিল, তখন নিত্যানন্দ একবার তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তদীয় দৃষ্টি পাতমাত্র কন্যার রূপে ভুবন আলোকিত হইল; এবং প্রত্যাদেশ হইল যে, এই কায়াতে স্বয়ং লক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়াছেন। উহাকে দাররূপে পরিগ্রহ করায় নিত্যানন্দের কোন প্রত্যবায় বা পাতক ঘটিবে না। তিনি দৈববাণীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভেকে ঐ ললনার পাণি-গ্রহণ করেন। তখন তিনি গৃহস্থাশ্রম-ত্যাগী, সুতরাং স্বজাতি-বিজাতি-ভেদ-জ্ঞান-রহিত মহাপুরুষ; সুতরাং যে কোন জাতির কন্যা ভেকে গ্রহণ

ব্রাহ্মণ্য ও কৌলীন্য লোপ।

হিন্দুর রাজত্ব-কালে, সর্ব্ব সুখ ছিল ভালে,
বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য সর্ব্বপ্রধান।
হিন্দু-সূর্য্য অস্তমিত, অজ্ঞানান্ধ আবির্ভূত,
লক্ষ্মী সরস্বতী অন্তর্ধান॥ (রাঢ়দেশী পুস্তক।)
(শ্রুতশীলতা করে প্রয়াণ॥ পূর্ব্ব-দেশী-পুস্তক।)

সদাচার-শূন্য দেশ, দ্বিজ শূদ্র এক-বেশ,
অর্থের প্রতি একান্ত স্পৃহা।
প্রবৃত্তির সোজা পথে, দাস বিপ্র একসাথে,
ধর্ম্ম-নাশে নাহি বলে আহা॥

করিতে অধিকারী। কিন্তু নিজে যাহার জীবন দান করিলেন, তাহাকে বিবাহ করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পর পুনর্ব্বার গৃহস্থাশ্রম-প্রবেশে ধর্ম্মতঃ বান্তাশী হইতে হয়। কারণ তিনি তৎকালে সংসার-সম্বন্ধে মৃতকল্প ব্যক্তি-মধ্যে গণ্য। মহাপুরুষ বলিয়া তাঁহার সমুদয় দোষ মার্জ্জিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রে দোষ স্পর্শিল। নিত্যানন্দের পুত্রের নাম ভদ্র। নিত্যানন্দের তান্ত্রিক মতে বীরাচার শেষ-পত্নী-গ্রহণ হইয়াছিল বলিয়া সামাজিক দোষে পুত্রের বিশেষণ বীর হয়। বীরভদ্রের তিন পুত্র যথা—গোপীবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র।

(৫) গোপীবল্লভ (নোতা) জিলা বর্দ্ধমান, থানা সাহেবগঞ্জ। রামকৃষ্ণ (মালদহ); রামচন্দ্র (খড়দহ)।

গোপী বল্লভের বংশাবলীর একদেশ দেখান গেল। যথা—

(৬) যাদবেন্দু, মাধবেন্দু, সর্ব্বেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বম্ভরও জনার্দ্দন

(৭) গোবিন্দানন্দ। (৮) কৃষ্ণানন্দ। (৯) স্বরূপলাল।

(১০) নন্দলাল (মোহনপুর, জিলা বর্দ্ধমান, থানা সাহেবগঞ্জ)।

সবে ধন-বশীভূত, সদাচার বহির্ভূত,
নামে মাত্র কুলীন শ্রোত্রিয়।
কুলীনেতে কুল-ক্রিয়া, শ্রোত্রিয়-শব্দের প্রিয়া,
বিদ্যাশূন্য সকল-গোত্রীয় ॥*
সংজ্ঞা আছে ভট্টাচার্য্য, ধন-কথাই বিচার্য্য,
রজস্তম বিশেষ প্রবল।
অর্থ, কাম পুরুষার্থ, অপবর্গ অযথার্থ,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিতান্ত দুর্ব্বল ॥
কেহ হয় যবনের, সুবিশ্বস্ত লবণের,
প্রধান অমাত্য কর্ম্মকর।

---

(১১) প্রেমলাল, ব্রজলাল, মোহনলাল, পতিততারণ, শিবচন্দ্র, নিত্যানন্দ, জগত্তারণ, কানাই, বলাই, শ্রীদাম ও মোহনলাল।

(১২) নবলাল ও নবদ্বীপ।

(১৩) যজ্ঞেশ্বর, যুগলকিশোর ও রামকিশোর।

(১৪) ক্ষেত্রমোহন, বিজয়গোপাল, রমণীমোহন, কালাচাঁদ ও কুলচন্দ্র।

বীরভদ্রের ভগিনীর নাম গঙ্গা। গঙ্গার সহিত মাধব চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। হুগলী জিলার অন্তর্গত জিরেটের গোস্বামিগণ গঙ্গা-বংশ বলিয়া বিশেষ পরিচিত, কিন্তু বীরভদ্রী-দোষ-দুষ্ট কুলীন। এখন ভঙ্গ।

বসুধা দেবী বন্ধ্যা, যাহারা পুত্রবতী বলিয়া তাঁহার প্রণাম মন্ত্রদ্বারা বীরভদ্রকে মান্য অথবা বীরভদ্রকে ভদ্র করিবার ইচ্ছা করেন তাঁহারই সাধুমানসেই বীরাচারে গৃহীত পত্নীর সন্তান হইতে বিভেদ করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রণাম মন্ত্র দেখাইয়া থাকেন। যথা—নিত্যানন্দৈক প্রাণায় দেব্যাবসুধয়াসহ।

মাত্রে শ্রীবীরভদ্রস্য জাহ্নবায়ৈ নমো নমঃ। বৈষ্ণবাচারদর্পণ।

এ লেখাটীও অল্প দিনের নহে, প্রায় চারিশত বৎসর অতিক্রান্ত হইল। এখন কুলীনগণ মধ্যে বীরভদ্রী দোষ এক প্রকার পরিপাক হইয়া আসিতেছে।

প্রধান দাসত্ব পেয়ে, বলায় যে রায়-রেঁয়ে,
সেই ত অনর্থের আকর॥
ভাই বন্ধু রায়-রেঁয়ে, দস্যু-কার্য্যে দেশ ছেয়ে,
জল-পথে স্থল-পথে বীর।
পাতশার সৈন্যগণে, স্বেচ্ছামত রসদ্‌ দানে,
গো-ব্রাহ্মণ-হত্যাতেও সুস্থির॥
এইরূপে শুদ্ধ বংশ, অসৎ-ক্রিয়ার অংশ
পেয়ে একবারে জ্ঞান-হীন।
জ্ঞান যদি হলো গত, সবে মন্দ কার্য্যে রত,
বিপ্র হয় দস্যুর প্রবীণ॥
কেহ দোষ-পরিপাকে, কুলীন-তনয় ডাকে,
গো-হিরণ্য-সহ কন্যা দানে।
পাপ-কার্য্যে প্রায়শ্চিত্ত, কলির দান সদ্‌-বৃত্ত,
দোষ ঢাকে অন্ন বিসর্জ্জনে॥
কুলীনের অসৎ-সুত, পাপ-পঙ্কে নিপতিত,
ধেনুবৎ চির অবসন্ন।
পাপ-পঙ্ক হতে দূর, ঘরে বিবাহ দস্যুর,
তাহে আরো অজ্ঞান আচ্ছন্ন॥
শ্রুতশীল কুলীনজ, নহে এরূপ নির্ব্বেজ,
তারা নিষ্পাপীর কন্যা লয়।
স্পৃহা শূন্য ধন্য মান্য কুলে হয় অগ্রগণ্য,
সৎপুত্র জন্মে স্বদারে রয়॥
শ্রুতশীল সৎ শ্রোত্রিয়, গন্ধ পুষ্পে আরত্রিয়,
তার তার কন্যা-সম্প্রদান।

স্বস্তি বলি ধরে কর, পত্নী প্রসবে অমর (বুধ),
আশীর্ব্বচনে 'হও সাবিত্রী-সমান' (রাঢ়দেশীপুস্তক, রামনাথ),
(মনে ভাব সাবিত্রীর সমান। কুলচন্দ্রের পাঠ।)
সে শ্রোত্রিয় ও কুলীন, সুখে কাটয়ে যে দিন,
সৎ পুত্র জনমের তরে।
জন্মিলে উভয় কুল, পরস্পর অনুকূল,
পবিত্র করে যে বিশ্বম্ভরে॥
পঞ্চানন মুলো কয়, সার্ব্বভৌম কবে হয়,
পিতৃ মাতৃ সুকৃতি ব্যতীত।
অতএব শুন সবে, শ্রোত্রিয় কুলীন দেবে,
হও নবগুণে সুপ্রথিত॥ গোষ্ঠীকথা।

ভিক্ষাপুত্র।

কিছু কাল হতে রাঢ়ে চলেছে কুপ্রথা।
উপবীতে কতি দ্বিজে শূদ্রে দেখে মাথা॥
শূদ্রার প্রথম ভিক্ষা, ভিক্ষা-মাতা হয়।
নামে দ্বিজ, কাজে ভ্রষ্ট, বিপ্র-পরিচয়॥
ব্রাহ্মণ্য লক্ষণে পৈতা কেবল দেখায়।
পাচকতা, নীচতা, পিষ্টকাদি বিক্রয়॥
নানা অকার্য্যে ভিক্ষার ধনে উচ্চ কয়।
বলে পঞ্চ ঋষি সুত, না কর সংশয়॥
অকথ্য অনাচারে না হয় কভু ভীত।
এ সকল দ্বিজ চির সমাজে পতিত॥
কুপ্রথা যত নিকৃষ্ট দ্বিজাভাসে দেখি।
সদ্বংশ সম্ভূত বিপ্রে কভু নাহি পেখি॥

কদাচারী বিপ্র ত্যাজ্য বিত্ত ব্যবহারে।
কন্যাদানে কুল নষ্ট, কুলজ্ঞে প্রচারে॥
দেবীবর ছাঁটা দ্বিজ বিপ্রাভাস মাত্র।
সর্প বটে, বিষে ঢোঁড়া গতি যত্র তত্র॥
পঞ্চানন মুলো কয়, অজ্ঞ ত ডরায়।
বিজ্ঞেরও ভয়ে রজ্জুতে সর্পের নিশ্চয়॥ গোষ্ঠীকথা।

কুলক্রিয়ান্বিত প্রসিদ্ধ বংশজ-সমাজ।

কতকগুলি বংশজের সমাজ কুলক্রিয়ায় বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে; বস্তুতঃ কুলীনের কুল ভঙ্গ করাই তাঁহাদিগের মূল উদ্দেশ্য। কুলধ্বংস বিষয়ে যাঁহারা একান্ত কৃতসঙ্কল্প ও যাঁহাদিগের শাখা প্রশাখা বহু বিস্তৃত, তাঁহাদেরই কতিপয়ের বিবরণ লেখা গেল।

বন্দ্য আখণ্ডলের বংশ—নলডাঙ্গা ও সুঁতিতে আছে (জেলা যশোহর)। রাজা রায় উপাধি বিশিষ্ট। নলডাঙ্গার আখণ্ডলেরা আপনাদিগের উপাধির পূর্ব্বে দেব রায় এই রাজা উপাধিসংযোজনা পূর্ব্বক বংশ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহাঁরা শাণ্ডিল্য গোত্রীয়।

শোভাকর বংশ—কাশ্যপ—গুপ্তিপাড়ার ভট্টাচার্য্য, নদীয়া জেলার হরিপুরের ও ব্রহ্মশাসনের ঘটক। যশোহর জেলার ঝাঁপার ঘটক সন্তান ও জয়দিয়ার চৌধুরীগণ শোভাকর বংশীয় চট্টোপাধ্যায় কুল সম্ভূত। শোভাকর ভট্টাচার্য্য দেবীবরের গুরু দেব। ইনি অবসথী সর্ব্বেশ্বরের প্রপৌত্র। ইহার পিতার নাম মদন। পিতামহ অচ্যুত, প্রপিতামহ সর্ব্বেশ্বর; ইনি চট্ট কুলের গাঙ্গীর পুত্র। গাঙ্গীর পিতার নাম বহুরূপ; ইনি কাশ্যপ গোত্রের প্রথম কুলীন এবং দক্ষ হইতে অধস্তন নবম (৪৫০পৃষ্ঠ

এবং পরিশিষ্ট দেখ)। দেবীবর কর্ত্তৃক শোভাকর নিষ্কুল হয়েন।

বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী—ইহাঁরা সাবর্ণি গোত্রীয়, গাঙ্গুলি। আমাটের গাঙ্গুলি শিবের সন্তান। বাঘনাপাড়ার গোস্বামীরা পাটুলির চাটুতি কৃষ্ণের সন্তান, সর্ব্বানন্দী মেল; শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পারিষদ শ্রীরমাই বংশায়। বাৎস্য গোত্রে কাঞ্জিলাল কানু ও—কলিকাতার ঘোষাল পশুপতির সন্তান প্রসিদ্ধ।

যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়ে অনভিজ্ঞ, অথচ সদ্বংশ তাঁহাদিগের মধ্যে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় বংশজগণ ফুলের মুখুটী রামনৃসিংহ ছাকরের (দিবাকর) সন্তান, এবং বন্দ্যোপাধ্যায়গণ কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটী দাসু বাঁড়ুযোর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। তদ্রূপ চট্টোপাধ্যায়গণ থনের চাটুতি শ্রীকরের সন্তান,ও গাঙ্গুলিগণ আমাটের গাঙ্গুলি শিবের সন্তান, বাৎস্য গোত্রের কতকগুলি, কাঞ্জিলাল কানুর সন্তান ইত্যাদি ঊর্দ্ধতন পুরুষের পরিচয়ে পরিচিত হইয়া আপনাদিগের আভিজাত্য ও মর্য্যাদা খ্যাপান করিয়া থাকেন। তদ্দারা কুলচ্যুতির লক্ষণ অনায়াসে সম্পষ্ট অনুমিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা মেলবন্ধনের কুলীনে অসংস্পৃষ্ট ও পাল্‌টী প্রকৃতিতে বর্জ্জিত, সেই সকল ব্যক্তিবর্গ কুল-ভঙ্গ-নিবন্ধন বংশজ। এবং পূতিতুণ্ড-বংশের ও সাবর্ণি গোত্রে অধিকাংশ আমাটের গাঙ্গুলী কুন্দগ্রামিক ও বংশের সমুদয় সন্তান এক্ষণে বংশজ। ইহাঁরা সকলেই কুল ভঙ্গ-করিয়া থাকেন। নিকষ কুলীনের দর্প চুর্ণ করাই ইহাঁদিগের মহতী ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা। ইহাঁদিগের যত্নে ও প্রলোভনেই কুলীনগণের অধঃপতন হইয়াছে ও হইতেছে। এই কয় বংশের কতিপয় ব্যক্তি নবাবের রায়রেঁয়ে ও সৈন্যদিগের রসদ্-দাতা ছিলেন। ভঙ্গ কুলীনেরাই বহু-

বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী। কালীঘাটের হালদারেরা আবার স্বকৃতভঙ্গকে পুনর্ভঙ্গ (চূর্ণ) করেন, অর্থাৎ তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার নরক দর্শন করাইবার জন্ত উৎসৃষ্ট করেন। এইখানে মুলো পঞ্চাননের কারিকাটী বলিলে মন্দ হয় না।

যথা—বাসুদেবের তিন শিষ্য, চৈয়ে রঘোম্বর*।
নদের লোকে এদের নামে জীয়ে রয়॥১॥
চৈয়ে ছোঁড়া বড় দুষ্ট, নিমে তার নাম।
রঘো বেটা মোটাধুদ্ধি, ঘটে করে ধাম॥২॥
কাণা ছোঁড়া ধুদ্ধে দড়, নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষধরে যে করেছে মাথ॥৩॥
তিন জনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।
ন্যায়, স্মৃতি, ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ॥৪॥
কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায়-গৌতমাদি হত।
প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হাতে গত॥৫॥
শচী-ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়।
মাতা, পত্নী, দুই ত্যাগী, সন্ন্যাসেতে দড়॥৬॥
এইকাংল র'ঢ়ে রঙ্গে পড়ে গেল ধুম।
বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধূম॥৭॥
কিছু পরে সঙ্কোতের বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর, লোকে যারে বলে॥৮॥
সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে ভাগ।
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ†॥৯॥

---

* রঘুনন্দন ও রঘুনাথ। † ছত্রিশ মেল।

দোষ দেখে কুল করে, এ কি চমৎকার ।
অজ্ঞান কুলীন-পুত্র কুলে হয় সার ॥১০॥
দেবীবর যাহা বলে, লিখে যাই তায় ।
মেলমালা বলি লোকে পাবে পরিচয় ॥১১॥ মেলমালা ।
হাত ঘুরাইয়ে বলে নুলো, আ মরি এই কি তোমার কুল ।
দেখ, ছিল ঢেঁকী, হলো তুল, আরও পরে হবে যে নির্ম্মূল* ॥১২॥

বারেন্দ্র দেশে যাজ্ঞিক পঞ্চ মহর্ষির ভ্রাতৃগণের আবাস গ্রহণ।

যজ্ঞস্যান্তে মুনিবরগণা যাচিতা শ্চেতি রাজ্ঞা
প্রীতিস্নিগ্ধান্ প্রকৃতি সুভাগান্ হন্তরতেষাং সুবাসান্ ।
বস্তুংকামাঃসুনিপুণকথা যে ব আস্তিক্যমন্ত্রা
অন্যেহপ্যেবং সুমতিকবয়ঃ স্থাপনীয়াঃ প্রচারে ॥ ১ ॥
আনীতাস্তৈ নৃপতি বচনাৎ পঞ্চবিপ্রাঃ সপুত্রা
স্তেষাংবন্ধুনিতিচনৃপতেজ্জ্ঞানগম্যং যদাভূৎ ।
হর্ষাল্লেভে মনসি স নৃপো নাস্তিযেষামিয়ত্তা
তস্মাত্তেষাং বসতি ভবনান্ গৌড়কে দত্তবান্ সঃ ॥ ২ ॥
তে বারেন্দ্রা ইতি তু কথনং রাঢ়কানাংপ্রভেদা
দন্যোন্যানাং যদিতুনিয়মৈঃসংস্থিতির্দূরদেশে ।

---

* জাতে ব্যাকরণং হতং কলিযুগে শ্রীবোপদেবে কবৌ,
জীমূত প্রভৃতৌ কলৌ কলিভটে নষ্টা স্মৃতিঃ শাশ্বতী ।
গঙ্গেশপ্রভৃতৌ প্রলুপ্তমপি তন্ন্যায়াদিশাস্ত্রং পরং,
শ্রীমদ্ভাগবতে কুবিন্দকবিনা খ্যাতে পুরাণং হতম্ । উদ্ভট ।

উপরি উক্ত গাথা দৃষ্টে বোধ হয়, এই উদ্ভট কবিতা নুলো পঞ্চানন কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। এই অবসরে বারেন্দ্রবিভাগ দেখান আবশ্যক ।

উদ্বাহৈশ্চ শ্রুতিনিগদিতৈর্ব্বর্দ্ধিতং পূর্ব্বমৈত্রং
তস্মাদেষাং পিতৃসখিগণৈর্ভিন্নভাবং ন জাতং ॥ ৩ ॥
নামান্যেষাং কথয়তি তদা রাজদূতে সুবিজ্ঞে
বাক্যেনালং নিগদতি নৃপতৌ মন্ত্রিমুখ্যৈস্তদোক্তং।
নাম্নাকিংবা প্রকটয়তিশুভং যেষু বো নাস্ত্যভিজ্ঞা
মৌনীভূতে সদসি বদতি জ্ঞাতসারঃ সুমন্ত্রী ॥ ৪ ॥
জানাম্যেষাং বসতিভবনান্ কান্যকুব্জপ্রদেশে
গোত্রাণ্যেষাং সদসি কথিতান্যাদ্যবিপ্রৈর্যথার্থং।
দায়াদাশ্চ প্রথিত কবয়ঃ যাজ্ঞিকাঃ পূর্ব্বসভ্যাঃ
ধন্যো গৌড়ো দশমুনিসমাবেশ বাসৈরিদানীং ॥ ৫ ॥
গৌতমাদিচতুর্ভিশ্চ ভট্টনারায়ণৈঃসহ।
সম্রাড্‌নিবসতিং প্রাপ্য সম্মানঞ্চযথাপুরা
আশীর্ব্বাদং প্রযুক্তঞ্চ সম্রাজঃস্বস্তিহেতবে ॥ ৬ ॥
সম্রাজা শিরসা পাদাস্তেষাং জগৃহিরে মুদা।
আতিথ্যং সংবিধায়ৈব পপৃচ্ছে কুশলংততঃ ॥৭॥
চিরমবস্থিতিস্তেষাং প্রচারায় শ্রুতেরিহ।
যাচিতা তেন রাজ্ঞাবৈ ব্রাহ্মণ্যায়চ পৌণ্ড্রকে ॥ ৮॥
জ্ঞাত্বা প্রভোরভিপ্রায়ং প্রাহ দানমমাত্যকঃ।
তেভ্যঃ সংশ্রা বয়ামাস পৌণ্ড্রদেশান্ যথাক্রমং ॥ ৯ ॥
মিথিলায়াঃ পূর্ব্বভাগো যাম্যো হিমবতস্তথা।
যস্যাস্তি দক্ষিণে গঙ্গা প্রাচ্যাং ব্রহ্মসুতো নদঃ ॥ ১০ ॥
কথ্যতে পৌণ্ড্রদেশো হয়ং দুর্গাগিরিসমন্বিতঃ।
বরেন্দ্রঃ কথ্যতে নব্যো গৌড়মণ্ডল মিত্যুতঃ ॥ ১১ ॥
ভবচ্ছ্রাবয়া তস্য কথয়ামি বিভাগকান্।

পূতত্বং রমণীয়ত্বং বাস্তব্যং ভবতাং তথা ॥ ১২ ॥
যত্র দ্বিজাঃ সুখায়ন্তে দৈব পৈত্রাদি কর্ম্মণা ।
পশ্চিমে মলদঃখ্যাতো যত্র রেজে সরিদ্বরা । ১৩ ॥ (মালদা)
এষ গৌড়েশ্বরাবাসা রাজধানীতি কথ্যতে ।
যত্র তিষ্ঠন্তি স্রোতাংসি নাব্যানি প্রতরাণিচ ॥ ১৪ ॥
অতঃ (যত্র) সর্ব্বাণি বস্তুনি প্রাপ্যন্তে সুকরৈঃ (সহজৈঃ) সদা।
পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ইতো হন্যো উত্তরস্যাং দিশিস্থিতঃ ॥ ১৫
আন্যো কৃষ্ণাজ্জয়াদীনৈরেষো দেশো প্রপূরিতঃ ।
তস্মাদয়ং পৌণ্ড্রদেশো দীনাজিপুর ইষ্যতে ॥ ১৬ ॥
যদ্যত্র বহবঃ সন্তি নদী হ্রদাশ্চপল্বলাঃ ।
তথাপ্যয়ং কদাচিত্তু ন কথ্যতে নদীপ্রস্থঃ ॥ ১৭ ॥
পৃথিব্যাং যানি রত্নানি তানি সন্তিচ পৌণ্ড্রকে ।
অপূর্ব্বা ব্রীহয়ঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বযজ্ঞ সুসাধকাঃ ॥
(অত্রত্যা নীবারাঃ স্বর্গীয়া ইত্যুদাহৃতাঃ ।) পাঠান্তরং ১৮।
ব্রীহিবদ্মাক্ষিকানাঞ্চ (মধুনাঞ্চ) সাদৃশ্যং নাস্তি কুত্রচিৎ ।
এতস্যাঃপূর্ব্বসীমায়াং তৃতীয়ো ভাগ ঈরিতঃ ॥ ১৯ ॥
ত্রিস্রোতা করতোয়াচতিষ্ঠতি যস্য সীময়োঃ ।
এতয়োরঙ্গপূরত্বাৎ কথ্যতে রঙ্গপূরকঃ ॥ ২০ ॥ (রংপুর)
শস্যৈঃ পূর্ণাস্তথাপুষ্পৈঃ ফল মূলৈশ্চ স্নিগ্ধকৈঃ।
এতস্য বহ্নিভাগেতু সুসং দুর্গাপুরঃ স্থিতঃ ॥ ২১ ॥
যমুনা ব্রহ্মপুত্রেণ যত্র সঙ্গচ্ছতে মুদা ।
দেশোহয়ং পুণ্যদো রম্যঃ সর্ব্ব শস্যৈঃ প্রপূরিতঃ ॥ ২২ ॥
রজো যত্র জনৈঃ সহ্যং রাজসো হি স কথ্যতে। (রাজসাহী)
যত্র নদ্যো বিরাজন্তে যজ্ঞমীনৈ ঽনেকধা ॥ ২৩ ॥

তাষাং সকর্দ্দমৈঃ পূরৈঃ ষন্মাসান্ব্যাপ্যতে ক্ষিতিঃ।
পদ্মাবত্যাস্তথামানং ধূলিভিঃ সা প্রপূর্য্যতে॥ ২৪॥
নদী মাতৃক ভূমিত্বাৎ সর্ব্ব শস্যৈঃ সমৃদ্ধকঃ।
পঞ্চামৃতপ্রসূত্বেন সর্ব্ব দুঃখহরঃ সদা॥ ২৫॥
দৈবপৈত্র ক্রিয়াযোগ্যং দ্রব্যজাতং সুলভ্যতে।
এষ দেশস্তু বঃ স্বেচ্ছাবাসায় রোচতে স্বতঃ॥ ২৬॥
শ্রুতি প্রচারণে পশ্চাৎ দীয়তে শাসনং শতং।
পুত্র পৌত্রাদিকৈ গ্রামা ভুজ্যতাং শতসংখ্যকাঃ॥ ২৭॥
স্বীক্রিয়তে স্ম তদ্বাক্যং পশ্চাদুপস্থিতৈ র্দ্বিজৈঃ।
দদৌ পুণ্যদিনে রাজা গ্রামানষ্টোত্তরশতং॥ ২৮॥
স্বাচক্রুস্তেপি বিপ্রা দানং স্বস্ত্যত্তরৈঃ সহ।
কে তে বিপ্রা হি বারেন্দ্রাঃ শৃণু নামানি যত্নতঃ॥ ২৯॥
নারায়ণস্তু শাণ্ডিল্যো বাৎস্যো ধরাধরঃস্মৃতঃ।
পরাশরস্তু সাবর্ণিঃ কাশ্যপো বীতরাগকঃ॥
পরাসরস্তু সাবর্ণিঃ পশ্চাৎ দক্ষে সমাগতাঃ॥ পাঠান্তর। ৩০॥
গৌতমোহি ভরদ্বাজঃ পঞ্চৈতে থব্বথাগতাঃ।
তেভ্যশ্চ প্রদদৌ ভূপো বাসায় পৌণ্ড্র রাজ্যকং॥ ৩১॥
এড়ুমিশ্রেণ যদ্বাক্তং যদুক্তং রাজভাটকৈঃ।
তেষাং বাক্যেষু বিশ্বাদেকো নারায়ণো দ্বিধা॥ ৩২॥
অগ্রে ভট্টো দদে রাঢ়েঃ মায়ঃশেষে বরেন্দ্রকৈঃ।
অগ্রপশ্চাদ্বিশিষ্যকৈ রেকঃ স নাস্তি সংশয়ঃ॥ ৩৩॥
এষাঞ্চ ব্রহ্মবাদিত্বং নৈপুণ্যং যজ্ঞ কর্ম্মসু।
প্রথিতং কান্যকুব্জে ২পি বশিষ্টস্যৈব মে শ্রুতং॥ ৩৪॥
সর্ব্বং নিবেদিতং পূর্ব্বং পুন র্নিগদ্যতে ময়া।

অবিশ্বাসং নকর্ত্তব্যং দ্বৈধংকিমপি ত্বয়া ॥ ৩৫ ॥

পাঠান্তর্ঃ । নারায়ণস্তু শাণ্ডিল্য সুষেণঃ কাশ্যপস্তথা ।

বাৎস্যো ধরাধরঃ জ্ঞেয়ো ভরদ্বাজোহি গৌতমঃ ॥

পরাসরস্তু সাবর্ণি য়েতে পঞ্চ সমাগতাঃ ॥ ৩৬ ॥

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের নূতন গাঁই-সৃষ্টি ।

উদয়নাচার্য্য-মতে কুলীন-শ্রোত্রিয়-বিভাগ ।

আদৌ মৈত্রস্তথা ভীমো রুদ্রঃ সংখামিনী তথা ।

লাহিড়ির্ভাদুড়িশ্চৈব ভাদড়া পঙক্তিপূবকাঃ ॥ বারেন্দ্র কুল।

বারেন্দ্র শ্রেণীর সাত ঘর কুলীন। সেই সাত ঘর মধ্যে সাধু বাগ্‌চির নাম এই কারিকা-মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ধরিতে গেলে, পীতাম্বরের তিন পুত্র—সাধু, রুদ্র ও লোকনাথ,—এই তিন সহোদরেই নৌলীন্য-মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

পীতাম্বর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ ভট্ট হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ অধস্তন বাক্তি। (২৪)

ভাদড় গ্রামীণেরা কুলীন নহেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে কৌলীন্য খ্যাপন করিয়া থাকেন। অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করে, ভাদুড়ী-গ্রামী যথন কুলীন, তথন ভাদড় অকুলীন হইবেন কেন? তাঁহারা মনে করেন, ভাদড় ও ভাদুড়ী এই দুইটী এক বংশ ও এক প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। কারিকা অনুসারে ভাদুড়ীর কৌলীন্যের নিত্যত্ব আছে। ভাদুড়ী কাশ্যপ-গোত্রীয়; ভাদড় ভরদ্বাজ-গোত্রীয়; সুতরাং উভয়ে এক-প্রকৃতিক ও এক বংশ নহেন। ভাদড়ের কৌলীন্য বৈকল্পিক। বস্তুতঃ প্রকৃত কুলীনের নিকট ভাদড়ের

কৌলীন্য অসিদ্ধ, ভাদড় পদটী কারিকার পঙ্‌ক্তিপূরক মাত্র। বহু পূর্ব্বে শ্রীহট্ট অঞ্চলে ভাদড়ের কৌলীন্য ছিল। বারেন্দ্র-দিগের ৯৩ গাঁই শ্রোত্রিয় মধ্যে আট ঘর সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। অবশিষ্ট ৮৫ গাঁইর কতক সাধ্য ও কতক অরি।

রাজা কংসনারায়ণের সময় এই বিভাগ হয়। যথা—

করঞ্জো নন্দনাবাসী ভট্টশালী চ লাড়ুলী।
চম্পটী ঝম্পটী চৈব আদিত্যঃ কামদেবতা॥ উদয়নাচার্য্য।

কাশ্যপে ... ... করঞ্জ।
শাণ্ডিল্যে ... ... চম্পটী ও নন্দনাবাসী।
বাৎস্যে ... ... ভট্টশালী।
ভরদ্বাজে ... ... লাড়ুলী, ঝম্পটী বা ঝামাল, আদিত্য ও কামদেবতা।
আদিত্যকে আতুর্থিও বলে।

বারেন্দ্র শ্রেণীর গাঁই-সংখ্যার কারিকা অনুসারে আদিত্য (আতুর্থি) ও কামদেবতা নির্দ্দিষ্ট; কিন্তু গণনায় শত-সখ্যকের অতি-রিক্ত হয়। শাণ্ডিল্যে যে চতুর্ব্বিংশতি গাঁইর সংখ্যা আছে, তাহা হইতে দুই ঘরকে বাদ না দিলে এই দুই গাঁইকে চতুর্ব্বিংশতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে না। নচেৎ অতিরিক্ত স্বীকার করিতে হয়। বারেন্দ্রের নব্য ও ভব্য কুলজ্ঞেরা কহেন, এখনও নূতন নূতন গাঁই সৃষ্টি হইতেছে। এই দুই ঘর যখন সিদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তখন ইহারা পূর্ব্ব হইতেই শত-সখ্যকের অন্তর্নিবিষ্ট। নূতন গাঁই-কল্পনা ও স্বীকার করিলে সাতশতী-ভাব অনিবার্য্য। সুতরাং নবীনের প্রাচীনত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু নব্যের অর্ব্বাচীনতা চিরপ্রসিদ্ধ। যখন কৌলীন্য-সংখ্যার

অতিরেক অগ্রাহ্য, তখন সিদ্ধ শ্রোত্রিয়-সংখ্যার আধিক্য, ও নূতনত্ব কি প্রকারে স্বীকৃত হয়, ইহা সামান্য বুদ্ধির নিতান্ত অগম্য। সাঙ্কর্য্য ব্যতীত নূতনত্ব জন্মে না, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত।

যথা—শাণ্ডিল্যে সিদ্ধ, চম্পটী ও নন্দনাবাসী।
এই দুই ধন্য মান্য, আর সব ভুষী ॥১॥
কাশ্যপে করঞ্জ সিদ্ধ, আর যত অরি।
বাৎস্যে ভট্টশালী, এইমাত্র ধরি ॥২॥
ভরদ্বাজে ঝম্পটী, আর লাড়ুলী-কন্যা।
আদিত্য কামে নিয়ে কুলীন হয় ধন্যা ॥৩॥
সাবর্ণে বর্ণ-ব্রাহ্মণ প্রায়শঃ বিদিত।
দুই এক ঘর আছে সমাজে চলিত ॥৪॥
পাকড়ী ও সিংদেয়াড় মজুম্‌দারে জানে।
নাটোর, মৈমনসিঙে সাবর্ণেরে মানে ॥৫॥

নবদ্বীপাধিপতির সভাসদ্ কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী রসসাগর-প্রণীত, শতখালির লাহিড়ী গোষ্ঠীর পুস্তক দৃষ্টে লিখিত। কৃষ্ণনগর-নিবাসী কালীচরণ লাহিড়ী-প্রদত্ত কারিকা।—যথা

ক্ষিতীশ তনয়দ্বয় নারায়ণ, দামু।
নারায়ণ সুত ষোল, তার আদি রামু॥
কেহ বলে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ওঝা হন আদি।
কেহ কহে বরাহই শ্রেষ্ঠ সর্ব্ববাদী॥
আদি সুত জয়মণি ক্ষিতির প্রপৌত্র।
তৎপুত্র হরিকৃষ্ণ কুজ খ্যাত সর্ব্বত্র॥
তাঁহার তনয় শিব নামেতে আচার্য্য।
গণ্য মান্য কত পুত্র খ্যাত সোমাচার্য্য॥

তার সুত পঞ্চ, জ্যেষ্ঠ হন উগ্রমণি।
তপোবলে সে পাইল সুত তপোমণি॥
বহু পুত্র তার, সিন্ধুসাগর প্রধান।
তাহার তনয়দ্বয় অতি জ্ঞানবান্॥
সভা জয় করি জ্যেষ্ঠ জয়ের সাগর।
ইহা হতে বারেন্দ্রের গাঞির আদর॥
বিদ্যা দানে বিদ্যার ও সাগরের নাম।
বরেন্দ্র ভূমি ত্যজি রাঢ়ে কৈল ধাম॥
রাঢ়ী বারেন্দ্র এই হতে হয় বিভাগ।
পদ্মার উত্তর ভূমি বরেন্দ্রেতে দাগ॥

কোঁড়কদীর রামধন তর্কপঞ্চানন সংগৃহীত বারেন্দ্র বংশাবলী, নবদ্বীপাধিপতির প্রধার অমাত্য দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায় মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

বারেন্দ্র বংশের ভরদ্বাজ গোত্রের লাড়লী গ্রামিগণের বংশের একদেশ দ্বারা পঞ্চ মহর্ষির সন্তানগণ বঙ্গে আসিয়া ঐ শ্রেণীতে কত পুরুষ অধস্তন সোপানে অবরোহণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট অনুমিত হইবে।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় ধীর (বা বীর) সূনু মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষ-সহোদর (১) গৌতমের ধারা। (ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক অধস্তন অঙ্ক দেখ)। (২) বিভাকর। (৩) প্রভাকর। (৪) বিষ্ণু মিশ্র। (৫) কাকুৎস্থ। (৬) গোপীনাথ। (৭) বাচস্পতি। (৮) আকাশ-বাসী। (৯) অগ্নিহোত্রী বর্দ্ধমান। (১০) পৃথ্বীধর। (১১) শর-ভাচার্য্য। (১২) মাতঙ্গ। (১৩) জিষ্ণুনি। (১৪) ভাস্কর বৈদান্তিক। (১৫) সায়নাচার্য্য। (১৬) আরুণি। (১৭) যদুনাথ পণ্ডিত। (১৮)

শ্রীপতি। (১৯) কুলপতি। (২০) বিভাকর। (২১) প্রভাকর। (২২) প্রভাকরস্সুত নৃসিংহ লাড়ুলী। (২৩) বিদ্যাধর। (২৪) ছকড়ি। তৎপুত্র (২৫) কুবেরাচার্য্য।

"কুবেরস্তস্য পুত্রোঽভূদগ্নিহোত্রী মহাতপাঃ।

পঞ্চাননতয়া খ্যাতঁ আশ্বালায়নশাখিকঃ॥ অদ্বৈত-বংশাবলী।

কুবের-পুত্র (২৬) অদ্বৈত আচার্য্য।

শ্রীমানদ্বৈতাচার্য্যঃ প্রখ্যাতস্তস্য চাত্মজঃ।

মহেশ্বরাবতারো যো নির্ণীতস্তত্ত্ববিত্তমৈ॥ অদ্বৈত-বংশাবলীঃ।

অদ্বৈত-পুত্র অচ্যুতানন্দ, বলরামমিশ্র, গোপাল, রূপ, জগদীশ। ১ম পরিশিষ্ট ৩২০পৃঃ দেখ। (২৭) কৃষ্ণ মিশ্র। (২৮) রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী। (২৯) যাদবেন্দ্র হইতে শান্তিপুরের মদন গোপাল গোস্বামী বংশের ধারা চলিতেছে ২৯। যাদবেন্দ্র (৩০)। রামদেব (৩১) নন্দকিশোর। (৩২) কুঞ্জবিহারী। (৩৩) মোহনচন্দ্র। (৩৪) নবকান্ত। (৩৫) রাধাকিশোর। (৩৬) যদুনাথ। (৩৭) সচ্চিদানন্দ।

রাঢ়ীয় শ্রেণীতে শ্রীহার্ষের বংশাবলী ৩৫।৩৬ পুরুষ হইয়াছে। তৎসহোদর গৌতমের ধারায় দুই এক পুরুষ অধিক দৃষ্ট হইতেছে। কি রাঢ়ী-শ্রেণী, কি বারেন্দ্র-শ্রেণী, উভয় শ্রেণীতেই ভরদ্বাজবংশের ধারা অনেক নিম্ন সোপানে অবতীর্ণ হইয়াছে দেখাযায়। শ্রীহর্ষ বা, গৌতমের অন্য সঙ্গিগণের সন্ততির ধারা ২৬।২৭, ন্যূনাধিক্যে। ৩২।৩৩ পর্য্যন্তের অতিরিক্ত দেখা যায় না। সুতরাং শ্রীহর্ষ অতি নিতান্ত বৃদ্ধবয়সেই প্রপৌত্র প্রদৌহিত্রাদির মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক যে, এখানে আসিয়াছিলেন, তৎপক্ষে সংশয় করা যায় না।

নাটোরের রাজা রামজীবনের দত্তক রাজা রামকান্ত, তৎপত্নী দানে অন্নপূর্ণা-সমা প্রাতঃস্মরণীয়া প্রসিদ্ধ রাণী ভবানী। তদীয় দত্তক

রাজা রামকৃষ্ণের গোষ্ঠী, পুঁটিয়ার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের পত্নী শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরীর দত্তক ও তাহিরপুরের রাজা কংস-নারায়ণগোষ্ঠীর অধস্তন সন্তানগণকে ধরিলে এইপ্রকার সংখ্যাই দেখা যায়। কিন্তু বাৎস্য-গোত্রে রাঢ়ী-শ্রেণীদিগের কোন কোন বংশ সদৃশ অধিকাংশ বংশেই ৩০শ সোপানের নিম্নে নামে নাই। বারেন্দ্র-শ্রেণীতে দত্তকের কৌলীন্য বিদ্যমান থাকায় এবং ধনবানের অতি অল্প বয়সে বিবাহ হেতু রাঢ়ী-শ্রেণী অপেক্ষা বারেন্দ্র-শ্রেণীতে ২।৪ পুরুষ অধিক দেখা যায়।

রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের পিত্রাদির পরিচয়।

বাৎস্যগোত্রে ছান্দড় ও ধরাধর।

বাৎস্যে সুধানিধির্জাতশ্ছান্দড়স্তৎসুতানুজঃ।
ধরাধরো হৃষীকেশো বিভূতির্ভূতভাবনঃ॥ ১॥
দেবঃ কল্যাণমিত্রশ্চ ষড়েতে ভিন্নমাতৃকাঃ।
সর্ব্বেঽপি বিদ্যয়া রাজন্ পূজিতা বিদুষাং পুরঃ॥ ২॥
ছান্দড়স্ত সমানীত আদিশূরনৃপেশ্বরৈঃ।
পুত্রায়েষ্টিং সমাধাতুং পুত্রদারৈঃ সমন্বিতঃ॥ ৩॥
পশ্চাদ্ধরাধরঃ সূরির্গৌড়রাজ্যং সমাগমৎ।
ধরাধরস্ত সূনূনাং বেদো বেদাঙ্গপারগঃ॥ ৪॥

কুলপঞ্জিকা এবং বাচস্পতিমিশ্রধৃত কুলার্ণব।

সাবর্ণিগোত্রে বেদগর্ভ ও পরাশর।

কান্যকুব্জে দ্বিজাঃ পূজ্যাঃ পঞ্চগোত্রসমুদ্ভবাঃ।
শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপো বাৎস্যঃ সাবর্ণির্ভরদ্বাজকঃ॥ ১॥

সাবর্ণিগোত্রে সম্ভূতঃ সৌভরির্মুনিসত্তমঃ।
তস্যাপি বহবঃ পুত্রা লোকে বিখ্যাতপৌরুষাঃ॥ ২॥
পরাশরো রত্নগর্ভো বেদগর্ভস্তথাপরে।
তেষাঞ্চ নামভী রামো বিভুঃ সোমো মহাতপাঃ॥ ৩॥
তে কাশ্যপো বশিষ্ঠশ্চ সর্ব্বে বিদ্যাসু পারগাঃ।
বেদগর্ভো মহাপ্রাজ্ঞঃ সমানীতঃ স্তুতক্রতৌ॥ ৪॥
পশ্চাৎ পরাশরো ধীমান্ সংপ্রাপ গৌড়মণ্ডলম্।
পরাশরস্য পুত্রা যে তেষাং মহীপতির্বরঃ॥ ৫॥

কুলরমা এবং মহেশ্বর-ধৃত কুলপঞ্জিকা।

শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণ।

৩৩৪ পৃষ্ঠে। ১ম ও পরিশিষ্টে ভট্টনারায়ণের বিষয়ে কুলরমার বচন দেখ। অবশিষ্ট এই—

আপালেনাদিশূরেণ ভট্টনারায়ণো ঋষিঃ।
যাজকত্বে সমানীতঃ শ্রীহর্ষপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ॥

কুলার্ণব ও কুলরমার বচন।

কাশ্যপগোত্রে দক্ষ ও সুসেন।

কাশ্যপগোত্র-সঞ্জাতঃ কৃষ্ণমিশ্রো মহাতপাঃ।
তন্মিশ্রস্তৎসুতো জাত ওঙ্কারস্তৎসুতোঽভবৎ॥ ১॥
ওঙ্কারাৎ স্বর্ণকো জাতঃ জয়াখ্যস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ।
বীতরাগস্ততো জাত আগতো গৌড়মণ্ডলম্॥ ২॥
তস্মাদ্দক্ষঃ সুসেনশ্চ ভানুমিশ্রঃ কৃপানিধিঃ।
সুভদ্রাগর্ভসম্ভূতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পারগঃ॥ ৩॥

অপরে সূনবো যে চ তেষাং পঞ্চ সুকীর্ত্তিতাঃ।
ইন্দ্রশ্চন্দ্রো মহেশশ্চ জীবঃ সোমঃ ক্রমাদ্বরঃ॥ ৪॥
সূরিশ্রেষ্ঠো ঋষির্দক্ষো গৌড়রাজ্যং সমাবিশৎ।
কান্যকুব্জেশ্বরামাত্যৈঃ সংপ্রেষিতঃ সুতাধ্বরে॥ ৫॥

কুলপঞ্জিকা এবং এড়ুমিশ্র।

সুষেণোঽপি সমাগচ্ছৎ পশ্চাদ্গৌড়ং সুপূজিতঃ।
তস্যাপি বহবঃ পুত্রা ব্রহ্মাদ্যাঃ ষট্ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৬॥

ভরদ্বাজে শ্রীহর্ষ ও গৌতম।

আসীদ্ধীরো * ভরদ্বাজো মহামতির্দ্বিজোত্তমঃ।
তস্মাজ্জাতাঃ সুতাঃ সপ্ত সপ্তর্ষিসমতাং গতাঃ॥ ১॥
সূর্য্যোঽভবৎ সুধাংশুশ্চ হংসো নীলো গুরুঃ কবিঃ।
মেধাতিথিঃ কনীয়াংস্তু ধীরপুত্রেষু সপ্তসু॥ ২॥
অমাতৃকঃ সূরিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
স এব হীরো ভূষায়াং ধ্রিয়তে মুকুটে বুধৈঃ॥ ৩॥
তস্যাপি বহবঃ পুত্রা আদ্যো মধ্যঃ সুবিশ্রুতঃ।
শ্রীহর্ষঃ সর্ব্বতো মান্যো ভ্রাতৃণাঞ্চ প্রধানকঃ॥ ৪॥
কবীনাং সর্ব্বতঃ পূজ্যঃ সভায়াং তিলকং কৃতী।
গৌতমঃ শ্রীধরঃ কৃষ্ণঃ শিবো দুর্গা রবিঃ শশী।
হর্ষপ্রিয়ানুজা এতে অথস্যাস্তু ধ্রুবাদয়ঃ॥ ৫॥

---

* বোম্বাই অঞ্চলের মন্বাদি ছাপার পুস্তকে মেধাতিথির পিতারনাম "বীর" ইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় হস্তলিখিত মন্বাদির টীকায় মেধাতিথির পিতার নাম "ধীর" এই পাঠ আছে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নামে বীরত্ব-বোধক শব্দ-প্রয়োগ অপেক্ষা ধীরত্ব-বোধক শব্দ থাকাই সম্ভব।

গৌতমোঽপি সমাগচ্ছৎ শ্রীহর্ষং গৌড়মণ্ডলে।
বিভাকরাদয়ঃ সপ্ত পুত্রাস্তস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৬॥ *

এড়ুমিশ্র এবং কুলরমা।

অধস্তন বংশে শাণ্ডিল্য-গোত্রের বর্ণন-স্থলে মহেশ্বরের নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকায় ভট্টনারায়ণের অধস্তন ১০ম পুরুষে শ্রেণীবিভাগ-বিষয় অনুরূপ কথা লিখিত আছে।

ভরদ্বাজ-গোত্র-বর্ণন-স্থলে মহেশ্বর বচন—যথা—

শ্রীহর্ষান্বয়সম্ভূতো বেদগর্ভা ইতি স্মৃতঃ।
চত্বারস্তস্য সঞ্জাতাঃ পুত্রাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ॥ ৩৭।

---

* এই সকল বচন দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে যে, রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বিভাগ প্রথমতই হইয়াছিল। বারেন্দ্রদিগের কুল-শাস্ত্রের বচনে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ ভট্টের অধস্তন ১০ম পুরুষ জয়সাগর ও বিদ্যাসাগর বাৎস্য-গোত্রীয় ধরাধর ভট্টের অধস্তন ধন ও শুক্র, সাবর্ণি-গোত্রীয় পরাশরের অধস্তন ৮ম অনিরুদ্ধ ও গুণার্ণব, কাশ্যপ-গোত্রীয় সুষেনের অধস্তন ১০ম স্বর্ণরেখ ও ভবদেব ভট্ট, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় গৌতমের অধস্তন ৯ম ভাস্কর ও পরাশর বৈদান্তিক, এই দশ ব্যক্তির সময়ে উভয় সমাজে এই দশ ব্যক্তিকে লইয়া রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বিভাগ হয়, এই কথা কোনক্রমেই সুসঙ্গত ও প্রকৃত বলিয়া কদাপি প্রতীতি হয় না। বসতি নিবন্ধন রাঢ়ীয়গণ ও বারেন্দ্রগণ প্রথম হইতেই পৃথগন্ন ও পৃথক্‌ক্রিয় হইয়াছিলেন। তবে এ সকল কথা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যাবৎকাল কৌলীন্য-মর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয় নাই, তাবৎকাল-পর্য্যন্ত পরস্পর জ্ঞোত্যান্নতা ও পরিণয়-সূত্রে কন্যাপাত্রের আদান প্রদানে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। পরবর্ত্তী সময় হইতে আদান প্রদান রহিত হয় এইমাত্র। অশৌচগ্রহণ হইত। (৩১৫ হইতে ৪০০ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ)।

† শ্রীহর্ষের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ শত, তৎপুত্র বেদগর্ভ।

জনকো দিবাসিংহশ্চ হরির্নীলাম্বরস্তথা।
দিব্যসিংহো মধ্যদেশী রাঢ়ীয়া জনকাদয়ঃ ॥৩৮॥ (কুলরমা)

বাৎস্য-গোত্র-বর্ণন-স্থলে মহেশ্বর-বচন—যথা—

বেদগর্ভস্ততো জাতস্তস্মাদ্বিষ্ণুরুদারধীঃ।
তস্মাচ্ছরণিশর্ম্মা চ ততোঽভূৎ কোলনামকঃ ॥৩৯॥
কোলপুত্রাবিমৌ জাতৌ নাম্না ধীরধুরন্ধরৌ।
ধুরন্ধরো দাক্ষিণাত্যো রাঢ়ীয়ো ধীরসংজ্ঞকঃ ॥৪০॥
কাশ্যপে তু মহাদেবঃ সাবর্ণে প্রথিতো ভৃগুঃ।
তে দ্বে মিত্রে মধ্যদেশে জগ্মতুঃ স্বেচ্ছয়া স্বয়ম্ ॥*৪১॥ কুলরমা।

বন্দ্য—সাগরদিয়া ফুলিয়া।

সাগরদিয়া বন্দ্যো জয়রাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র রঘুরাম চক্রবর্ত্তী ভট্টনারায়ণ হইতে পর্য্যায় ২৪শ। তঁহার অধস্তন ধারায় ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত করা গেল। তঁহার ১৫ পুত্র। যথা—

২৪।—রঘুরাম চক্রবর্ত্তী সুত দুর্গারাম, কৃষ্ণচন্দ্র, রবিলোচন, নন্দকিশোর, কালাচাঁদ, শ্রীধর, ভৃগুরাম, ঘনশ্যাম, উদয়নারায়ণ, সন্তোষ, গঙ্গারাম, শ্যামসুন্দর, রাজারাম, গঙ্গাপ্রসাদ, রামপ্রসাদ পর্য্যায় ২৫শ।

দুর্গারাম বংশ—সুত দর্পনারায়ণ, রামশরণ ও কৃষ্ণশরণ ২৬।

---

* অতিদূর ও বিভিন্নদেশে বাসজন্য রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের শ্রেণী-বিভাগ হইলেও বহুদিন পর্য্যন্ত পরস্পর ভোজ্যান্নতা ও বৈবাহিক-সূত্রে আদান প্রদান হইত। হরি মিশ্রের বচন পূর্ব্বাঙ্ক ৫২০—৫২৪ পৃঃ দেখ—

দর্পনারায়ণ সুত ঈশানচন্দ্র ও হরচন্দ্র ২৭। ঈশান সুত দীনেশ ২৮। দ্বিজেন্দ্র ও সতীশ ২৯শ সাঃ কালাম্রেধা জিলা ফরিদপুর।

(২৬) রামশরণ সুত কৃষ্ণপ্রাণ, গোবিন্দপ্রসাদ, ব্রজকিশোর, রাজকিশোর নন্দদুলাল, শ্যামকিশোর, কাশীনাথ, ও শম্ভুনাথ ২৭শ। (বংশ স্থল বসন্ত পুর) কৃষ্ণপ্রাণের বংশ এই পুস্তকের ৪৩৩ পৃঃ দেখ।

(২৭) গোবিন্দ সুত দ্বারকা নাথ ও রাধাকিশোর ২৮। পুত্র প্রসন্ন প্রভৃতি। ২৯শ। প্রসন্ন সুত নীলরতন ও যাদব ৩০। নীলসুত কৃষ্ণ, হরি ও জনার্দ্দন ৩১। গোপীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কুল।

(২৮) রাধাকিশোর পুত্র গিরিশ ২৯। সুত নিশিকান্ত, হরলাল ও যামিনীকান্ত ৩০শ। নিশি সুত গোপাল ও নলিনী ৩১। হরলালসুত বিজয় ও হীরালাল ৩১। কুল জয়দেবপুরের বৃন্দাবন সন্তান বিলাস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ভাওযালী দোষ। রাধাকিশোকপুত্র ২৯।হরিশ সুত দিনেশ ও অবিনাশ ৩০। অবিনাশের সঙ্গে শ্যাম সন্তান শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বেলগড়ে নিবাসী নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কুল। ইনি ঢাকায় বাস করেন। ২৮। রাধা কিশোর সুত উমাচরণ পুত্র বিপিন ও কুঞ্জবিহারী ৩০। বিপিনসুত আশু ৩১। গোবিন্দপুত্র দ্বারকানাথ (২৮) সুত মথুরানাথ ও কৃষ্ণদাস ২৯। কৃষ্ণদাস বন্দ্য শ্যাম সন্তান বেলগড়িয়ার সর্ব্ব মুখোপাধ্যায়ের ভাগিনেয়। মথুরানাথ সুত কানাই লাল ও হারাণচন্দ্র ৩০। (আমগাঁ)। কৃষ্ণদাস সুত অক্ষয় কুমার ৩০।

(২৭) নন্দদুলাল সুত আনন্দ ও রাধামোহন ২৮। আনন্দ সুত নবীন ও প্রেম ২৯। নবীন সুত জগৎ তারণ ও জগদীশ

৩০। নিবাস পাবনা জিলা স্থল বসন্তপুর। প্রেমসুত জগবন্ধু ৩০। তৎসুত মনমোহন ৩১শ সাং আমগাঁ।

(২৮) রাধামোহন সুত গুরুপ্রসাদ ২৯। ভুবন ৩০। জগদীশ, মথুরানাথ, শম্ভু, শশী ও প্রসন্ন ৩১।

(২৭) রাজকিশোর সুত অভয় ও শ্রীহরি ২৮। অভয় সুত অক্ষয় প্রভৃতি ২৯। শ্রীহরি সুত রাম ২৯।

শ্যাম কিশোর সুত কৃষ্ণকুমার, গুরুপ্রসাদ ও পার্ব্বতী ২৮। পার্ব্বতী সুত ললিতবিহারী ও যোগেশ ২৯।

২৫। রঘুরাম সুত শ্রীধর ২৬। পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ ও কীর্ত্তিনারায়ণ ২৭। পৌত্র কীর্ত্তিনারায়ণ সুত রামরাম ও জগন্মোহন ২৮। জগন্মোহন সুত রাজকৃষ্ণ ও যুগলকৃষ্ণ ২৯। রাজকৃষ্ণ সুত কৃষ্ণকুমার ৩০। পুত্র প্রসন্নকুমার বসন্তকুমার ও কালীকুমার ৩১। প্রসন্ন সুত অবনী কুমার ও ধীরেন্দ্র ৩২। (৩১) পর্য্যায় বসন্ত সুত সুরেন্দ্র, বীরেন্দ্র, অতীন্দ্র ও ইন্দুভূষণ ৩২। (৩১) পর্য্যায় কালী কুমার সুত প্রফুল্ল নির্ম্মল ও সুধাংশু ৩২। নিবাস মিতড়া মুন্সীগঞ্জ, পং বিক্রমপুর। শ্রীযুক্ত প্রসন্ন জয়দেবপুরবাসী ঢাকা। কালীকুমার স্থল বসন্তপুর নিবাসী, পাবনা জিলা পাল্‌টী নারায়ণ ঠাকুরের ধারায় মুলুকচাঁদ প্রমুখ বীরেশ্বরপুত্র রমেশ্বর, উমেশ্বর ও কেদারেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কুল। প্রসন্নকুমারের দৌহিত্র কালীচরণ সুত রণদাচরণ (তারানন্দ) মুংফুং নারায়ণের ধারা। কালীচরণ পাল্‌টী প্রকৃতি হেতু প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা, বৈবাহিক ও শ্যালক। সুতরাং ভগিনীপতি শ্বশুর ও সম্বন্ধে প্রসন্নকুমার পূজ্য।

আমগাঁর কানাই লাল ও জয়দেবপুরের প্রসন্ন প্রদত্ত তালিকা।

বন্দ্য কাঁটাদিয়া গঙ্গাগতি (১৭) বংশ মেল সর্ব্বানন্দী।

(সম্বন্ধনির্ণয়—পরিশিষ্ট ১৭ পৃষ্ঠা দেখ।)

ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত করা গেল (১৭) গঙ্গাগতি দেবাই ১৮। ভুবনানন্দ ১৯। জগন্নাথ, রামভদ্র, জানকীনাথ ও বিষ্ণুদাস ২০। জগন্নাথ সুত রমানাথ, রামভদ্র, গণেশ ও রাজেন্দ্র ২১। রমানাথ সুত গোপীকান্ত ও রাধাকান্ত ২২। গোপীকান্ত সুত মধুসূদন ও রামচন্দ্র ২৩। মধুসূদন সুত রামদেব, মহাদেব ও কৃষ্ণদাস এই তিন জন দেবগ্রামে ভঙ্গ ২৪। রামচন্দ্র সুত যাদবেন্দু ২৪। যাদবেন্দু সুত রামনারায়ণ, সাতু ওরফে রামনাথ ২৫। রামনারায়ণ (এড়েদহে ভঙ্গ) ২৫ সাতু ওরফে রামনাথ সুত শ্যামসুন্দর, ও কালীপ্রসাদ ২৬। শ্যাম সুত রামতনু, জগন্নাথ, বনমালী ও গঙ্গানারায়ণ (ইহার বাস বেহালায়) ২৭। রামতনু সুত সুধারাম, উদয়রাম, গঙ্গাধর ও শ্রীধর (কন্যা জয়মণি শান্তিপুরের কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কুল) ২৮। সুধারামসুত দীনবন্ধু ২৯। তৎসুত শরৎ, কুমুদ ৩০। শরৎসুত চণ্ডী ও চুনী ৩১। ইহাদের বাটী মণিথালি কৃষ্ণনগরের নিকট পুটিয়াথালিতে বাস। কুমুদসুত কৃষ্ণ ও কোকিলেশ্বর ৩১। ইহাদের বাস বেহালা। (উদয়রাম সুতা কৈলাসী পুত্র সারদা অপুত্রক ও ভবানী। ভবানী সুত শীতল ৩০)। ২৭ জগন্নাথ সুত শিবনারায়ণ, প্রসন্ন, ও আনন্দ, ২৮ দীন শিবনারায়ণ ২৮ সুত দণ্ডপাণি, ও সীতানাথ ২৯। দণ্ডপাণি সুত চুনীলাল ৩০। সীতানাথ সুত রসরাজ ৩০। (আনন্দের এক কন্যার বিবাহ বেহালাগ্রামে, দৌহিত্র নিবারণ ও মাখন। সারদার এক কন্যা দৌহিত্র সুরনাথ)। আনন্দ সুত

বিশ্বেশ্বর, গোপাল, বাস ইছাপুর ; ও কালাচাঁদ ২৯। গোপাল কন্যা নিভাননী ৩০। কালাচাঁদ সুত বিনোদবিহারী ৩০।

২৭ বনমালী সুত রামকমল (বাস এঁড়েদহ) ২৮। সুত দীননাথ, যদুনাথ ও কেদারনাথ ২৯। যদুনাথ সুত বিহারী লাল (বাস বেহালা) ৩০। তৎসুত বিজয়কৃষ্ণ সাহসখানী ৩১। কেদারনাথ সুত হরিনাথ (পাল্‌টী পাটুলিয়া কৃষ্ণচট্ট) স্বভাব, খাকরাঘাই—চট্টরাঘবী মেল। বাস শান্তিপুর সর্ব্বানন্দী ভট্টাচার্য্য পাড়া ৩০। তৎসুত শ্যামাকিঙ্কর ও কালীকিঙ্কর ৩১। ২৭ গঙ্গানারায়ণ সুত তারক নাথ ও হরগোবিন্দ ২৮।

২২—রাধাকান্ত সুত রামকৃষ্ণ ও মধুসূদন (অজ্ঞাত) ২৩। রামকৃষ্ণ সুত বিশ্বনাথ, কাশীশ্বর, রামসন্তোষ ও রামনাথ ২৪। বিশ্ব সুত কালীচরণ (নিঃ সঃ) ও রামচরণ ২৫। রামচরণ সুত মহাদেব ও রামনারায়ণ ২৬। কাশীশ্বর পুত্র রামদেব ২৫। তৎ-সুত গঙ্গারাম ও রূপরাম ২৬। রূপরাম সুত কালাচাঁদ ২৭। তৎসুত শিবচন্দ্র ২৮। তৎসুত তারাপ্রসন্ন ২৯। রামসন্তোষ সুত রত্নেশ্বর, রঘুরাম, রামসুন্দর ও রামপ্রসাদ ২৫। রত্নেশ্বর (গৈপুরে ভঙ্গ)।

রঘুরাম সুত রামদাস ২৬। তৎসুত মদন ২৭। তৎসুত ক্ষেত্র, নিবারণ ও যাদব (নিঃসঃ) ২৮। ক্ষেত্র (সাঁইসায় বাস) সুত গিরীন্দ্র, ফণীন্দ্র, মণীন্দ্র ও ননীভূষণ ২৯। রামসুন্দর সুত রামজয় শোনালির সাবর্ণ রায় চৌধুরীর বাটীতে ভঙ্গ ২৬। রাজকুমার (ইনি বর্দ্ধমান জিলায় শ্রীধরপুরে বাস করিতেছেন), গোপীনাথ ও (শ্রীনাথ নিঃসঃ) ২৭। রাজকুমার সুত প্রসন্ন ও অক্ষয় ২৮। গোপীনাথ সুত শীতল ২৮। তৎসুত প্রমথ ২৯।

রামপ্রসাদ সুত নাম অজ্ঞাত (বাস নেপাকাটী) ২৬। তৎসুত নবীন ২৭। নবীন সুত শ্যামলাল ২৮।

মেলবন্ধনে কুলীনের পূর্ব্ব দোষ প্রায় মার্জ্জিত।

রূপকূপেত্রয়ো মগ্নাঃ ষড়্‌দগ্ধা দগ্ধমন্দিরে।
সুগন্ধিত্বং সমাসাদ্য পতিতৌ কুলকুঞ্জরৌ॥ কুলরমা।

রূপরায়কুসুমকুলী কষ্ট শ্রোত্রিয়—তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণে মুংফুং—নীলকণ্ঠ ঠাকুরের পুত্র রতিঠাকুর ১। এবং কৃষ্ণঠাকুরজ রূপরাম ২। মুংথং শ্রীরামজ মধুসূদন ৩। এই তিন ব্যক্তি রূপকূপে মগ্ন অর্থাৎ সমাজে অন্যে উদ্ধার না করিলে এই তিন ব্যক্তির উপরে উঠিবার ক্ষমতা ছিল না।

ষড়্‌দগ্ধাদগ্ধমন্দিরে—অর্থাৎ পোড়ারি কষ্ট শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণে বং সাং রমাকান্তজ বল্লরাম। ১। বং সাং গোপীকান্তজ হরিরাম। ২। ৩। ৪ বংসাং জয়রামজ—রুদ্ররাম ও কেশব। চং চৈ মহেশজ। ৫। মহাদেব তর্কবাগীশ। মুংফুং মুরহরজ রঘুদেব। ৬

১। ২। বংসাং রামকান্তজ বলরাম ও রূপবাঁড়ুরী। ৩। বংসাং গোপীকান্তজ হরিরাম। ৪। ৫ বংসাং জয়রামজ রুদ্ররাম ও কেশবরাম চক্রবর্ত্তী। ৬ চং চৈ মহেশজ মহাদেব তর্কবাগীশ। এখানে কোন কোন কুলাচার্য্য রূপ বাঁড়ুরীর পরিবর্ত্তে—মুংফুং মুরহরজ রঘুদেবের নাম করেন। তখন রূপ বাঁড়ুরী ও রঘুদেব মুখোপাধ্যায়কে সোদাঁর আকুড়ীতেও নিপতিত করেন।

তখন সুগন্ধ্যায় মুংফুং মধুসূদন তর্কালঙ্কারাজ জয়রাম এবং গদাধরজ রামদেবকে ধরিতে হয়। ইদানীং এ সমুদায় দোষ

প্রায় মার্জ্জিত হইয়াছে। যখন বংশজ ও ভঙ্গের সঙ্গে বৈবাহিক ব্যাপারে কুলনষ্ট হয়—তখন ভঙ্গ বলে। নিম্নে বন্দ্য জিতা মিত্রের বংশের এক দেশ দেখান গেল।

বন্দ্য জিতামিত্র পর্য্যায় (২০) বংশের এক দেশ।

সম্বন্ধনির্ণয় পরিশিষ্ট ১০।৩৯ পৃঃ দেখ।

পুত্র বাণীশিকদার ২১। পৌত্র হরিনাথ ও ভবনাথ প্রভৃতি ২২। প্রপৌত্র মধুসূদন ২৩। বৃদ্ধপ্রপৌত্র বাসুদেব ২৪। অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্র দুর্গাচরণ ২৫। ইনি উত্তরপাড়ায় সাবর্ণ চৌধুরী মধুসূদন রায়ের কন্যাগ্রহণ ভঙ্গ। দুর্গাচরণ পুত্র পঞ্চানন প্রভৃতি পর্য্যায় ২৬। পঞ্চাননপুত্র কালাচাঁদ প্রভৃতি আট সহোদর (৩ পুরুষে পর্য্যায় ২৭)। কালাচাঁদ সুত জগদ্বন্ধু ও রামনাথ ২৮। জগদ্বন্ধু সুত বামাচরণ ও প্রমদাচরণ ২৯। বি, এ, বি, এল্,। প্রমদাচরণ আলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ। বামাচরণ সুত ক্ষেত্রমোহন ও (ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র) তড়িৎমোহন ৩০। প্রমদাচরণ সুত ললিতমোহন, যামিনীমোহন ও রজনী-মোহন ৩০। (মেলখড়দহ)

খড়দামেল মুংবিং ২২ কামদেব পণ্ডিতপ্রমুখ হৃদয়-সন্ততির ধারার এক দেশ।

([ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত] সম্বন্ধনির্ণয় পরিশিষ্ট ১৮৬ পৃঃ)।

পর্য্যায় ২৩ হৃদয়। ২৪ বল্লভ। ২৫ গৌরীকান্ত অথবা গৌরীদাস। ২৬ মথুরানাথ ও পরমানন্দ। মথুরাসুত, রাজীব, নরোত্তম, ও

রামনাথ পর্য্যায় ২৭। রাজীবসুত আত্মারাম, ইন্দ্রনারায়ণ ও রামচন্দ্র ২৮। আত্মারামসুত জগন্নাথ, বলরাম, আনন্দিরাম, রামকৃষ্ণ, কৃষ্ণচন্দ্র ও নন্দকুমার ২৯। নন্দকুমারসুত বলুচন্দ্র ৩০। পুত্র কমললোচন ৩১। পৌত্র পরেশনাথ ও শ্রীনাথ ৩২। শ্রীনাথসুত জানকীনাথ ৩৩। তৎপুত্র ভূতনাথ, অঘোরনাথ ও প্রিয়নাথ পর্য্যায় ৩৪। জানকীনাথ মালদহ জিলায় লালবাথানী গ্রামের সিদ্ধ শ্রোত্রিয় শিমলায়ী কাশ্যপগোত্র মজুমদার বংশের গুরুনারায়ণের কন্যা কৈলাসবাসিনী দেবীকে বিবাহ করেন। ইহাঁর নিবাস মালদহ জিলায় নসীপুর পুখুরিয়া। ভূতনাথ প্রভৃতি তিনসহোদর নরনারায়ণ মজুমদারের ভাগিনেয়। ভূতনাথ বি,এ, ও অঘোরনাথ বি, এ,। ভূতনাথের পত্নীর নাম শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী। বাৎস্যগোত্রীয় শিমলাল সিদ্ধ শ্রোত্রিয় মধুসূদন হাজরার সন্তান লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যের পৌত্র'। বিশ্বেশ্বরের কন্যা। পূর্ব্বনিবাস মহেশপুর, এক্ষণে শান্তিপুর। সুতরাং প্রসঙ্গত এখানে ভূতনাথের মাতুলবংশের পরিচয় লেখা আবশ্যক। যথা—

(কাশ্যপ শিমলায়ী—মূল পুরুষ শ্রীহরি।)

মালদহ জিলার মাণিকচক থানার অন্তর্গত গ্রাম লালবাথানী **উপাধি মজুমদার**। মূল রামচন্দ্র। পুত্র রামনিধি। পৌত্র প্রপৌত্র শিবশঙ্কর, রামদয়াল, দুর্গারাম ও জয়গোপাল। ৩ শিবশঙ্কর সুত জয়রাম, তারাশঙ্কর ও নবকিশোর ৪। ৩ রামদয়াল পুত্র গুরুনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ ও কন্যা সিদ্ধেশ্বরী দেবী পর্য্যায় ৪। বিবাহ গুরুচরণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত। মেল বল্লভী মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরের বংশবাটী নিবাসী। জ্ঞাতিগণের বাস খুলনা জিলায় ধুলীহর গ্রাম। মজুমদার গুরুনারায়ণ পুত্র রাজেন্দ্র

নারায়ণ ও নরনারায়ণ এক কন্যা কৈলাসবাসিনী ৭। নরনারায়ণ পুত্র যতীন্দ্রনারায়ণ ও হরেন্দ্রনারায়ণ, কন্যা বসন্তকুমারী, নলিনী ও পঙ্কজবাসিনী ৮। বসন্তের স্বামী সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় খড়দহ-মেল নিবাস জঙ্গীপুরের নিকট বেদড়া গ্রাম। নলিনীর বিবাহ দিনাজপুর জিলায় উদয় গ্রাম বাসী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের সহিত। মেল খড়দা। পূর্ব্ব নিবাস বর্দ্ধমান জিলায় সিঙী গ্রাম। যতীন্দ্র পুত্র সত্যেন্দ্রনারায়ণ (৯)।

সিদ্ধ শ্রোত্রিয়গণ প্রথম চারি মেলের নিকষ কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। ভগিনী, ভাগিনেয়, কন্যা ও দৌহিত্রাদি অবশ্য পোষ্য বলিয়া পরিগণিত ও প্রতিপাল্য। এই হেতুবশতঃ অনেক সময়ে অনেক স্থলে দুস্থ শ্রোত্রিয়গণের বিবাহ হয় না। বংশ ধ্বংস হইয়া যায়। পূর্ব্বাবধি বহু বিবাহ নিবন্ধন কুলীনের বংশ বহুবিস্তৃত হইয়াছে। এখানে প্রসাঙ্গতঃ বল্লভীমেলের বন্দ্যোপাধ্যায় দিগের একটী বংশের ধারার এক দেশ দেখান গেল।

বল্লভীমেল বন্দ্য নপাড়ীবিনায়ক প্রমুখ বল্লভাচার্য্য বংশ। (পর্য্যায় ১৭)।

(সম্বন্ধনির্ণয় পরিশিষ্ট ২৯ পৃঃ)

বল্লভাচার্য্যের প্রপৌত্র রূপনারায়ণ ২০। চতুর্ভুজ ২১। গোপাল ২২। রামকান্ত ২৩। রাম নিধি ২৪। রাস বিহারী ২৫। পুত্র হরচন্দ্র ও সর্ব্বচন্দ্র ২৬।

হরচন্দ্র শান্তিপুর বাসী
সর্ব্বচন্দ্র মামজোয়ান বাসী। } পিতৃ নিবাস বাদকুল্যা

২৬ হরচন্দ্র পুত্র সূর্য্যকুমার রামযাদু, গোপাল ও কটিক ২৭।

সূর্য্যসুত সতীশ চন্দ্র, অধর চন্দ্র, হৃদয় চন্দ্র, এম, এ, অরুণ চন্দ্র ও অনুকুলচন্দ্র ২৮। সতীশ—পুত্র পূর্ণ ২৯। অধর—সুত রাজীব ও হেমন্ত ২৯। অরুণ—সুত সুরেশ। (কানু বা প্রকাশ) ও পঞ্চানন ২৯। অনুকূল সুত নির্ম্মল, বিমল, সুধীর ও বলাই ২৯। ২৮। রামযাদু অপুত্রক। হৃদয়ের পুত্রের নাম অজ্ঞাত। ২৭। গোপাল পুত্র অতুল ২৮। পৌত্র চণ্ডীচরণ ২৯। ২৭—ফটিক চন্দ্র স্বকৃতভঙ্গ (অম্বিকার কৃষ্ণদেব পুরের ঘোষাল কন্যা গ্রহণ) পুত্র হরিদাস ও কৃষ্ণদাস ২৯।

২৬। হরচন্দ্র ও সর্ব্বচন্দ্র পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সর্ব্বসুত জগবন্ধু অপুত্রক ২৭। দ্বিতীয় লাল মোহন ২৭। পুত্র অভিলাষ ও কালিদাস ২৮। তৃতীয় পুত্রের নাম গোপাল ইহার পাঁচ পুত্র যথা—ললিত, প্রভাত, প্রকাশ, মুরারি ও নন্দলাল ২৮।

ইহাদিগের পালটী প্রকৃতি মুখো দুর্গাবর পণ্ডিত বংশ, চট্ট-ধন বংশের বিজয় সন্ততি রামেশ্বর, গোপেশ্বর, রাজারাম, নীলকণ্ঠ ও অযোধ্যারাম। পুরন্দর চট্টোপাধ্যায় বংশের সন্তানগণও ইহাদিগের পাল্টী। সম্বন্ধনির্ণয় পরিশিষ্ট দেখ। ২২৯ পৃঃ।

রাস বিহারী বন্দ্যোর পিতামহ রামকান্ত (২৩) নদিয়া জিলার বাদকুল্যা গ্রামে নন্দীগ্রামী শ্রোত্রিয় ঘরে ১ম বিবাহ করেন। সেই পত্নীর অভাবে ২৪ পরগণার নকীপুরে সহস্রাধিক একমুদ্রা এবং পাঁচশত আশী বিঘা নিষ্কর ভূমি বিবাহের পণ স্বরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক তথাকার নন্দীগ্রামী শ্রোত্রিয় কন্যা পত্নীত্বে স্বীকার করেন। এখানে রামকান্তের পাঁচপুত্র যথা—রামনিধি, রামহরি, বিনোদরাম, কৃষ্ণ গোবিন্দ ও শিবচন্দ্র ২৭। রামহরি পুত্র বিষ্ণুচন্দ্র ২৮। অপুত্রক দৌহিত্র বিদ্যমান ৩০। রামকান্তের তৃতীয়

পক্ষে ২৪ পরগণায় খলসিটী গ্রামে যে পত্নী গৃহীত হয়েন তাহার গর্ভজাত পুত্রের নাম কমলাকান্ত ২৭। পাল্‌টী ধনবিজয় ও পুরন্দর চট্টো চৈতলীর প্রপৌত্র পর্য্যায় ১৭। ১ম পরিশিষ্ট ২২৯ পৃঃ।

মুংফুং রতিঠাকুরের বংশের একদেশ।

(পর্য্যায়ক্রমে অধস্তনে অঙ্কপাত।)

প্রথম পরিশিষ্ট ২৬১ পৃষ্ঠা দেখ।

২৯ রামরাম সুত রামসুন্দর ৩০ তৎপুত্র রামধন ৩১। শ্যামাচরণ ৩২। গোপাল ও হরিচরণ ৩৩। গোপালসুত চারুচন্দ্র ও নলিনচন্দ্র ৩৪। ৩১ সীতারাম সুত (প্রতাপচন্দ্র (ভঙ্গ) মধুসূদন, ও জলধর) ৩২ প্রতাপচন্দ্রসুত উমেশ, গিরিশ, মহেশ, যদুনাথ ও জগবন্ধু ৩৩। মহেশ নিঃসন্তান। উমেশ সুত বিহারী ও সাতকড়ি ৩৪। বিহারী নিঃসন্তান সাতকড়ি সুত নিমাই, বৈদ্যনাথ, তারকনাথ, কেদারনাথ, শিবরাম ও ভোলানাথ ৩৫।

গিরিশচন্দ্র ৩৩। মতিলাল, অক্ষয়, নারায়ণ, বেনওয়ারী, অনুকূল ৩৪। মতিলালসুত গঙ্গানারায়ণ ৩৫। বেনওয়ারী সুত মনোমোহন, লালমোহন, ললিতমোহন, সনৎ ও চণ্ডী ৩৫। অনুকূলসুত মোহিনীমোহন, মুরারীমোহন ও তারকব্রহ্ম ৩৫। ৩৩ যদুনাথসুত ভবেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ৩৪। ৩৩ জগবন্ধুসুত সুরেন্দ্র ও পাঁচুগোপাল। হরেকৃষ্ণপুত্র গণেশ (ভঙ্গ) ৩১। সুত রাধাচরণ, জীবনকৃষ্ণ, শশিভূষণ, উমাচরণ, জগদবন্ধু, কাঙ্গালী, রাম ও গোবিন্দ ৩২। রাধাচরণ সুত রাজেন্দ্র ৩৩। তৎপুত্র ক্ষেত্র ৩৪। জীবনকৃষ্ণসুত হরিচরণ ৩৩। তৎসুত ভূতনাথ ৩৪ শশিভূষণসুত ইন্দুভূষণ, কেদারনাথ, আশুতোষ ও হীরালাল ৩৩। ইন্দুভূষণসুত

রাখালদাস ৩৪। কেদারনাথসুত ক্ষিতীশ চন্দ্র ৩৪। আশুতোষের-সুত অহিভূষণ, হেমচন্দ্র ও মণিভূষণ ৩৪। জগবন্ধু ৩২। সুত রাধিকা, ব্রজেন্দ্রনাথ, বিন্দুলাল ও রাখাল ৩৩। কাঙ্গালী ৩২ সুত দেবেন্দ্র ও হরি ৩৩। রাম ৩২। সুত রামসত্য ৩৩। ৩২। গোবিন্দ-সুত বৃন্দাবন। ৩৩।

জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী মহকুমা নড়াইলের অন্তর্গত সারলগ্রামের কাঞ্জারি বংশের বিবরণ।

মহারাজাধিরাজ আদিশূরের যজ্ঞে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ছান্দড়ের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ পরিচায়ক যদুনন্দন বিদ্যালঙ্কার সারলে বাস করেন। তাঁহার ৩ পুত্র। গোপাল, সিদ্ধান্ত, নারায়ণ তর্কবাগীশ ও শ্রীরাম পঞ্চানন (১৩শ)। গোপালের পুত্র কুমুদ ন্যায়বাগীশ ১৪। কুমুদের পুত্র রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ১৫। নদীয়ার রাজা রাঘব রায়কে শিষ্য করিয়া সারল হইতে বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া নদীয়া জেলায় কাঁদবিলা গ্রামে বাস করেন। তাঁহার বংশধরেরা এক্ষণে ধর্ম্মদা, বহির্গাছি, সিমলা, বাগ আঁচড়া গ্রামে বাস করিতেছেন। শ্রীরামপঞ্চাননের বংশোদ্ভবগণ সম্প্রতি খুলনা জেলায় সেনহাটী গ্রামে বাস করিতেছেন। নারায়ণ তর্কবাগীশের সন্তানগণ সারলে বাস করিতেছেন। তাঁহার বংশের সংক্ষেপ বিবরণ।

১৩। নারায়ণ তর্কবাগীশ তৎপুত্র ১৩। যথা,

গোপীনাথ তর্কাচার্য্য, হরিনাথ ও রামনাথ ১৪।

গোপী সুত রামকৃষ্ণ বিদ্যাবাচস্পতি ও রামদেব বাচস্পতি ১৫।

রামকৃষ্ণ সুত রঘুদেব তর্কালঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ রাম-গোপাল ও দুর্গাদাস ১৬।

রামগোপালসুত রামরাম ১৭। তৎসুত

তৎসুত কৃষ্ণকিঙ্কর ন্যায়ালঙ্কার, রামবল্লভ ও গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাভূষণ ১৮।

কৃষ্ণকিঙ্করসুত গৌরচন্দ্র, দুর্গাপ্রসাদ ও শিবচন্দ্র ১৯।

গৌরসুত মহিমাচন্দ্র বিদ্যারত্ন ২০।

তৎসুত চারুচন্দ্র স্মৃতিভূষণ, যদুনন্দন, সুরেশচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র ২১।

তৎসুত প্রকাশচন্দ্র, ও তারাদাস ২২।

সারলবাসী কুমুদ ন্যায়ালঙ্কার-বংশ।

এক রাম প্রসবিল কৌশল্যা ধন্যা।

তিন রাম প্রসবিল কুমুদের কন্যা ॥ মেলমালা।

এই কুমুদ কে? ইনি সারল-বাসী কাঞ্জারি-গোষ্ঠী সমুদ্ভূত কুমুদ ন্যায়বাগীশ। ইহাঁরই কন্যার নাম কৌশল্যা। কুমুদের দৌহিত্র বন্দ্য রুদ্ররাম, রঘুরাম ও কেশবরাম চক্রবর্ত্তী (সাগর-দিয়া)। কুমুদ ন্যায়বাগীশ বাৎস্য-বংশাবতংস ছান্দড় হইতে; অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ।

এই স্থলে নবদ্বীপাধিপতির গুরু ধর্ম্মদহ বহিরগাছী নিবাসী কাঞ্জারি ভট্টাচার্য্য-বংশের একদেশ দেখান গেল। পাঠকগণ ইহা দ্বারা এই বংশের ধারাবাহিক ব্যক্তিবর্গের বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের পরিচয় বুঝিতে পারিবেন।

যথা—(১৪) কুমুদ ন্যায়বাগীশ। (১৫) পুত্র রঘুনাথ সিদ্ধান্ত-

বাগীশ, ইনি নবদ্বীপাধিপতি রাজা রুদ্ররামের গুরু ইনি প্রথম রাজগুরু। (১৬) পৌত্র কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ। (১৭) প্রপৌত্র রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার। ইহাঁর চারি পুত্র—(১৮) রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, রামগোপাল তর্কসিদ্ধান্ত, রামকেশব তর্কালঙ্কার ও রামশরণ তর্কসিদ্ধান্ত। বৃদ্ধপ্রপৌত্রগণের মধ্যে রামভদ্র জ্যেষ্ঠ এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইষ্টদেব।

এই চারি সহোদর ক্রমান্বয়ে বহিরগাছী, ধর্ম্মদহ, বাঘ-আঁচড়া ও শিমলা-নিবাসী। প্রত্যেক ব্যক্তির সন্তানই রাজগুরু ভট্টাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং রাজ-পরিবারবর্গের একতমের গুরু। ইহাঁদিগের সন্তানগণ স্বীয় স্বীয় আবাসস্থানে বিরাজ করিতেছেন।

রামভদ্রের পুত্র (১৯) রামরাম তর্কবাচস্পতি, রামেশ্বর সার্ব্বভৌম, রামকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, রামহরি তর্কসিদ্ধান্ত, রামগোবিন্দ বিদ্যাবাগীশ, ও রামানন্দ ন্যায়রত্ন (১৯)। রাম রামের পুত্র রঘুরাম তর্কবাচস্পতি ও রামশঙ্কর বিদ্যানিধি। (২০) রামশঙ্করের পুত্র রুক্মিণীনাথ, রাধানাথ ও রুদ্রনাথ (২১)। ইহাঁদিগের উপাধি ক্রমান্বয়ে শিরোমণি, ন্যায়পঞ্চানন ও বিদ্যাবাচস্পতি। এই পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি যে বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার উপাধি তদনুসারে হইয়াছিল।

রাধানাথের পুত্র গোপীনাথ বিদ্যারত্ন (২২) রাজা শ্রীশচন্দ্রের গুরুদেব। গোপীনাথের মধ্যম পুত্র লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কার (২৩) রাজা সতীশচন্দ্রের গুরু। লক্ষ্মীকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র স্মৃতিরত্ন (২৪) মহারাজা শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্রের গুরু।

(১৮) রামভদ্র-প্রমুখ রামরাম তর্কবাচস্পতি সুত রঘুরাম (২০)। পুত্র কালীকান্ত, নীলাকান্ত ও শ্রীকান্ত (২১)। নীলা-

কান্তের পুত্র নন্দগোপাল (২২) পৌত্র ক্ষেত্রনাথ (২৩)। শ্রীকান্তের পুত্র মধুসূদন তর্ক- পঞ্চানন সুকবি (২২)। হরিহর ও কুঞ্জ ২৩। কুঞ্জসুত নৃসিংহ প্রভৃতি। (২৪)

রামভদ্র প্রমুখ রামেশ্বর-বংশ—রঘুনন্দন ও রঘুদেব (২০)। রঘুনন্দন-সুত রামতনু, রামকুমার, রামকিঙ্কর ও রামমোহন (২১)। রামকিঙ্কর সুত রামগোপাল (২২)। পৌত্র লোহারাম, খগেন্দ্র ও হরিপদ (২৩)। কমলাপতি পুত্র কাশীনাথ (জটায়ু) ২২। পৌত্র হরিদাস (২৩)। (২০)। রঘুদেব সুত কমলাপতি কাশীপতি ও রুক্মিণী পতি (২১)। কাশীসুত রাধামোহন (২২)। নবীন ও উমেশ (২৩)।

রামভদ্র-প্রমুখ রামকান্তের বংশ—রামনিধি ও রামসুন্দর (২০)। রামনিধি-সুত অন্নদা (২১)। তৎসুত সর্ব্বেশ্বর (২২)। ২০ রামসুন্দর-সুত কাশীপ্রসাদ (২১)। তৎসুত নিমাইচাঁদ (২২)। তৎসুত তিনকড়ি ও কামাখ্যা (২৩)।

রামভদ্র-প্রমুখ রামহরি-বংশ—রামলোচন, রাজবল্লভ ও রামরত্ন (২০)। রামলোচন-সুত রুদ্রদেব। ২১ তৎপুত্র হারাধন ও কৃষ্ণধন (২২)। কৃষ্ণসুত তারক (২৩)। ২০ রাজবল্লভ-সুত জগন্মোহন ও দ্বারকানাথ (২১)। জগন্মোহন-সুত ক্ষেত্রনাথ (২২)। দ্বারকানাথ-পুত্র যোগীন্দ্র ও উপেন্দ্র (২২)।

রামভদ্র-প্রমুখ রামানন্দ-বংশ—রঘুমণি বিদ্যাভূষণ (২০)। দত্তক-চন্দ্রিকাগ্রন্থ ইহাঁরই কৃতি। তৎসুত কাশীশ্বর (২১)। ইহাঁর পুত্র বিশ্বেশ্বর, চন্দ্রকান্ত ও শ্যামাচরণ (২২)। রঘুমণির সহোদর— রঘুপতি ও কালীপ্রসাদ ন্যায়বাগীশ (২০)। রঘুপতি-পুত্র বৈদ্যনাথ, শ্যামাচরণ ও নীলকমল (২১) বৈদ্যনাথ-সুত হরিমোহন, যদুনাথ ও

নবীন (২২) শ্যামাচরণ-সুত রাধিকানাথ (২০)। পুত্র কালী প্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন (২৩)। ২১ নীলকমল-সুত বিনোদ (২২)। হরিমোহন সুত মনো মোহন ও রামচন্দ্র (২৩)। নবীন সুত কালিদাস প্রভৃতি (২৩)।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের গুরু রামশঙ্কর চূড়ামণি। রাজা শিবচন্দ্রের গুরু রামরাম তর্কবাচস্পতি।

কুমুদ ন্যায়বাগীশের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম নিম্নে দেওয়া গেল। যথা—

ছান্দড় (মূল) (১)। তৎসুত নারায়ণ, কাঞ্জারি বংশের আদিপুরুষ (২)। ইনি ছান্দড়ের নিকট 'হরিনারায়ণ' এই নামে আখ্যাত হইতেন। এবং নিজের সাগ্নিক ক্রিয়া ও সর্ব্ব-কার্য্যে সিদ্ধি জন্য 'মাধব' এই রংশ্যাশ্রিত নামেও কীর্ত্তিত হইতেন। ইনি সেই জন্য হরি, নারায়ণ ও মাধব এই তিন নামেই প্রসিদ্ধ। পুত্র বিশ্বম্ভর (৩)। পৌত্র গুণাকর (৪)। প্রপৌত্র শৌরি ও ধোয়ী (৫)। শৌরি-সুত জীয় (বা জীব) (৬)। তাঁহার তিন পুত্র যথা—সাহ (সাঢ়), গুড়াকেশ ও বিকর্ত্তন (৭)। বিকর্ত্তন-সুত মহাদেব (৮)। মহাদেব-সুত হিরণ্যাক্ষ, বেদগর্ভ, কমলাক্ষ ও মনোহর (৯)। হিরণ্যাক্ষ-সুত নিধিপতি (১০)। তৎপুত্র গুণার্ণব (১১)। গুণার্ণব-সুত যদুনন্দন বিদ্যালঙ্কার ও রঘুনাথ বিদ্যানিধি (১২)। বিদ্যানিধির বংশধরগণ সেনহাটীতে বিরাজ করিতেছেন।

যদুনন্দনের এক পুত্র কবি গোপাল (১৩)। গোপাল-পুত্র কুমুদ ন্যায়বাগীশ সহোদর শ্রীনারায়ণ তর্কবাগীশ ও শ্রীরাম পঞ্চানন (১৩)। ছান্দড় হইতে কুমুদ ন্যায়বাগীশ পর্য্যন্ত অধস্তন চতুর্দ্দশ

পুরুষ। অক্ষয়চন্দ্রের পুত্র শিবপ্রসন্ন, কুমুদ ন্যায়বাগীশ হইতে ধারাবাহিক অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। এই কুমুদ হইতে ছান্দড় ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ। সুতরাং কাঞ্জারি-বংশের কোন গোষ্ঠীতেই অদ্যাপি ২৭ বা ২৮ পুরুষের অধিক হয় নাই। ছান্দড় মহোদয় যে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ মহর্ষির সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন, ইহা তাহার একটী দেদীপ্যমান প্রমাণ।

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার ছান্দড় হইতে ১৮শ পুরুষ অধস্তন। তৎপৌত্র রঘুরাম বিদ্যানিধির (২০) বংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

(২২) গোপীনাথের বংশ—চন্দ্রকান্ত তন্ত্ররত্ন, লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কার, রতিকান্ত, দ্বারকাকান্ত, সূর্য্যকান্ত ও গঙ্গাকান্ত এই ছয় সহোদর। ২৩। লক্ষ্মীকান্তের পাঁচ পুত্র—অক্ষয়, সুত-শিব। কেদারপুত্র দ্বিজ প্রভৃতি ও যোগেন্দ্র পুত্র কনিষ্ঠ ভবেন্দ্র প্রভৃতি (২৫)। রতিকান্তের পুত্র মদনাদি (২৪)। দ্বারকা-নাথের পুত্র নীলমণি ও রোহিণী (২৪)। গঙ্গাকান্তের পুত্র প্রমথ ও মন্মথ (২৪)। সূর্য্যকান্ত সুত প্রসন্ন রজনী ও বসন্ত (২৪)।

রামভদ্র-প্রমুখ ধর্ম্মদহ-নিবাসী রামগোপালের বংশের গোপী-মোহন, কালীবিলাস ও কেদার ধর্ম্মদহের গুরু ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীর দিবাভাগের দীপশিখা-মাত্র। গোপীমোহন পুরাণপাঠ ব্যবসায়ী। ইহার পুত্র প্রমথ মোহন। গোপীর পিতা কৃপারাম পিতামহ রাম নাথ। ১৯। কেদারের পিতা কালী কিঙ্কর। পিতামহ রমাকান্ত। ১৯ পুত্র শৌরীন্দ্র ২২। রমাকান্তের রুক্মিণী সুত রমণের পত্নী মাত্র কাশীবাসী। রামগোপালের চতুর্থ পুত্র রাম দুলালের ১৯ সুত রামচাঁদ পৌত্র নারায়ণ ও কাশী (২১)। রামগোপালের ৫ পুত্র রামনাথ, রামচরণ, রামরুদ্র, রামকান্ত ও রামদুলাল। রামরুদ্রের

দৌহিত্র রামধন মুখোপাধ্যায়—পরিশিষ্টে বলরাম ঠাকুরের ধারা দেখ (১৯)।

বাঘ আঁচড়ার রামকেশরের প্রপৌত্রের ধারায় যে কয়েকটী-মাত্র পুরুষ আছেন, তাঁহারাও নিঃস্ব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন।

শিমলার রামশরণ-বংশের ধন, মান, বিদ্যা ও গৌরব অনেক দিন ছিল; এক্ষণে নির্দ্ধনতা-হেতু পূর্ব্ব গৌরব লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

(১৮)। রামশরণের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় তর্কভূষণ ও রামজয় বিদ্যালঙ্কার (১৯)। মৃত্যুঞ্জয়-সুত ষষ্ঠীদাস তর্কবাগীশ ও নিমাইচাঁদ শিরোমণি (২০)। ষষ্ঠীসুত পূর্ণানন্দ, অরুণানন্দ ও যমুনন্দ (২১)। পূর্ণানন্দ-সুত পঞ্চানন (২২)। নিমাই-সুত অশোকজীবন (২১)। রামজয় (১৯) বংশে কয়েকটীমাত্র সন্তান আছে। কাঞ্জারি-বংশে অনেক স্থলে ছান্দড় হইতে ২৪।২৫ পুরুষের অধিক হয় নাই।

সারলের কাঞ্জারী রূপনারায়ণ সন্ততির এক দেশ।

নারায়ণ তর্কবাগীশের ৪র্থ পৌত্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ। তৎপুত্র রূপনারায়ণ ও রামনায়ণ। রূপসুত কৃষ্ণরাম তর্কভূষণ, পৌত্র রামগঙ্গা বিশারদ, প্রপৌত্র তারিণীচরণ সিদ্ধান্তসাগর। বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাধানাথ, অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র যোগেন্দ্র। বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ উপেন্দ্র নাথ। রামেশ্বরসুত রামদুলাল। পৌত্র ঈশানচন্দ্র প্রপৌত্র অবিনাশ।

নারায়ণ তর্কবাগীশের অধস্তন ৫ম পুরুষ—দুর্গানন্দ, তৎপুত্র হরেকৃষ্ণ, পৌত্র চন্দ্রনারায়ণ, প্রপৌত্র রামচরণ, বৃদ্ধপ্রপৌত্র শশিভূষণ। নারায়ণ তর্কবাগীশের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ অচ্যুতানন্দ তৎপুত্র রামরত্ন বিদ্যাবাগীশ। পৌত্র রামচন্দ্র, প্রপৌত্র প্রিয়নাথ,

বৃদ্ধপ্রপৌত্র মহেন্দ্র। নারায়ণের অধস্তন ৭ম পুরুষ রামবল্লভ, তৎপুত্র ভবানীপ্রসাদ, পুত্র অভয়চরণ, প্রপৌত্র অক্ষয়কুমার। ঐ ৭ম পুরুষের একতম গঙ্গানারায়ণ পুত্র কালীপ্রসাদ, পৌত্র মদন চন্দ্র, প্রপৌত্র উমেশচন্দ্র, বৃদ্ধপ্রপৌত্র ভুবনমোহন।

সারলবাসী কাঞ্জারি ভট্টাচার্য্য বংশের তালিকা দ্বয় নবদ্বীপাধিপতি পরমকল্যাণ ভাজন শ্রীমান্ মহারাজা—ক্ষিতীশ চন্দ্রের সভাসদ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত।

বন্দ্যবংশ—মেলবল্লভী কাঁটাদিয়া দাশুসন্তান।

গৌরীকান্তের ধারা—সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ২:পৃ: দেখ।

ঘনশ্যাম পর্য্যায় ২৪। যাহার পিতা অথবা পিতৃব্যের বরে অর্থাৎ অনুমতিতে কুল হয়, তাহার নামেই, ঘটকেরা বংশাবলী লেখেন।

ঘনশ্যামের পিতার নাম রামজীবন (২৩) তৎপুত্রের নাম অভিরাম, তিতুরাম, ঘনশ্যাম, হরিনারায়ণ ও রামনারায়ণ ২৫। কোন পুতিতে ঘনশ্যামের পিতার নাম রামনাথ দেখা যায়। বস্তুতঃ পিতার অবর্ত্তমানে পিতৃব্যের বরে অর্থাৎ অনুমতিতে কুল করিলে ঘটকেরা তাঁহার ধারায় বংশ লেখেন।

ঘনশ্যামসুত ষষ্ঠীদাস ২৬। পৌত্র রামপ্রসাদ ২৭। প্রপৌত্র রামনারায়ণ ২৮। বৃদ্ধ প্রপৌত্র যথা—শ্রীনাথ, জানকীনাথ, উমেশ ও গিরিশ ২৯। প্রথম দুই ব্যক্তি অপুত্রক। উমেশসুত হরিপদ ৩০। তৎপুত্র অমূল্য ৩১। গিরিশসুত হেমচন্দ্র, রামচন্দ্র, বিশ্বনাথ, হরিমোহন ও বিনয় ৩০। হেমচন্দ্র পুত্র উপেন্দ্র ৩১। উপেন্দ্রসুত সন্তোষকুমার ও পদকুমার ৩২। রামচন্দ্রসুত ননী-

গোপাল ও রাধারমণ ৩১। বিশ্বনাথসুত রাখালচন্দ্র ৩১। ইহা-দিগের জ্ঞাতি হুগ্লী জিলার নান্নাগ্রামে বল্লভী মেলের দুর্গা-বরের পাল্‌টী কাঁটাদিয়া বন্দ্য বল্লভাচার্য্যের সন্তানগণ বিরাজ করিতেছেন। শান্তিপুরে—মুখোপাধ্যায় দুর্গাবরের ধারা। দৃষ্টান্ত ৩৪। মহেশসুত গিরিশের পুত্র গৌরীরশ ও চারুচন্দ্র ৩৫। চারুচন্দ্র নান্নার বন্দ্যো দৌহিত্র। তথায় মাতুলালয়ে বাস। গৌরীশপুত্র—হরেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও পরেশ ৩৬। ইহাদিগের পুত্রের পর্য্যায় ৩৭। সুতরাং শ্রীহর্ষের প্রাচীনত্বনির্ব্বিবাদ।

২১ নারায়ণ বন্দ্যোর বংশ (বেলেশিখরের)।

(উর্দ্ধতন পুরুষের ধারা ২য় পরিশিষ্ট ৬ পৃঃ দেখ।)

নারায়ণ পুত্র কৃষ্ণ বল্লভ ও মধুসূদন ২২। তৎসুত বিষ্ণু রাম মহাদেব রাধাকান্ত ও কৃষ্ণ রাম ২৩। পৌত্র রামচরণ, দুর্গাচরণ মনোহর, রামজীবন, নিধিরাম, বলরাম, রামনাথ ও গোপী নাথ ২৪।

২৪ মনোহর পুত্র রামলাল ও নন্দদুলাল ২৫। নন্দদুলালপুত্র আনন্দ, মোহনচন্দ্র ও মহেশ ২৬। মোহনসুত করুণাময়, অন্নদাপ্রসাদ, রামচরণ ও কৈলাসনাথ ২৭। করুণাময়পুত্র আশুতোষ ২৮, তৎপুত্র কমলাপতি ও দুর্গশান্তি ২৯। অন্নদাসুত বারাণসী ২৮। দুর্গাগতিসুত যদুনারায়ণ ও সত্যনারায়ণ ৩০।

মহেশপুত্র কালিদাস ২৭। পুত্র প্রিয়নাথ, গৌর ২৮। কৈলাস-বেলেশিখরা বাসী। জনায়নিবাসী জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন॥ জগন্মোহন ইং ১৭৯৩ শনের ইংরাজ শাসনের দশ শালা বন্দোবস্তের সময়ে বেহারের বন্দোবস্ত করেন।

কৈলাস্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনাই পক্ষে পুত্র কেদার, শান্তিপুর পক্ষে হরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা মৃণ্ময়ীর গর্ভজাত পুত্র তিনকড়ী। শিঙের কোণের পক্ষে দাশরথি, কৌরপাঁচপাড়ার পক্ষে কালী পর্য্যায় ২৮। কালী মহেশপুরের—গুড়ভাবাপন্ন ৺গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কুসুমকুমারীর স্বামী। পুত্রাদির নাম অজ্ঞাত। দাশরথির পুত্রাদির নামও অজ্ঞাত। কৈলাসের কন্যাদ্বয় অন্নপূর্ণা ও গিরিবালা দেবী, শান্তিপুর ৺মহিষখাগীনাম্নীপীঠস্থানের নিবাসী চৈতল ঈশানচন্দ্রের পত্নী ও হরনাথের পুত্রবধূ।

গয়ঘড়ী বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের নারায়ণ সন্ততিগণ বেলেশিখরের পরিচয় দেন। মেল খড়দা। নারায়ণের পিতা রঘুনাথ। ২০পর্য্যায় লক্ষ্মীনাথ সুত হরি ও ষষ্ঠীদাসের সন্ততিগণ ফুলিয়া মেল স্বস্থানবাসী। বেলেশিখরের বন্দোপাধ্যায়গণ ডিংসাঁইদিগের বিশেষ পৃষ্টপোষক।

বটেশ্বরের ডিংসাঁই শ্রেষ্ঠ, বিড়াল দীঘী মধ্যম।

সুতরং প্রসঙ্গতঃ ডিংসাঁই বংশ লিখিত হইল।

১ম পরিশিষ্ট—৩০৫—৩০৬; ক্রোড়পত্র ১৯ * পৃঃ দেখ।

কুলচন্দ্রের সারাবলীর লিখনে যাহা পাওয়া যায় তাহা এই। দিগুীরায় পরমানন্দের পিতার নাম—শ্রীরামানন্দ, পিতামহ সদানন্দ, প্রপিতামহ দুর্গারাম মুলোপঞ্চানন ধৃত মহেশ্বর কারিকায় পরমানন্দকে কুলধ্বংসকারী বলিয়া উল্লেখ করে। যথা—

* প্রসঙ্গতঃ সম্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্রে ৪৯ পৃঃ ভ্রম সংশোধিত হইল। যথা—নাউডাঙ্গার পাড়াসী বক্সী জগন্মোহন পুত্র ভুবনমোহন সুত মনোমোহন লেখা আছে। বস্তুতঃ তিনি ঔরসপুত্র নহেন, দত্তকপুত্র। নাউডাঙ্গার পাকড়াশী গোষ্ঠীর কেহ কখনও কোচবিহারের রাজমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়েন নাই। ৪৯ পৃঃ হইতে ৫২ পর্য্যন্ত যেখানে রাজমন্ত্রী শব্দ আছে তথায় সভাসদ মাত্র পাঠ করিতে হইবে। ৫২ পৃঃ দেখ। শুদ্ধপাঠ ঐ ৫৪ পৃঃ পুতিতুণ্ড বংশের সেহানবীশ বিপিনমোহন উন্নতব্রাহ্ম নববিধান সম্প্রদায় বিধবাবিবাহী। পুত্রাদিও তদ্ভাবাপন্ন। অর্থাৎ জাত্যভিমান পরি শূন্য।

মহিন্তা জগদানন্দো দগ্ধবাটী গজেন্দ্রকঃ।
দিণ্ডী শ্রীপরমানন্দস্ত্রয়ো রায়াঃ কুলিঙ্গকাঃ॥

মহিন্তা জগদানন্দ, পোড়ারি গজেন্দ্র এবং ডীংসাঁই পরমানন্দ এই তিন ব্যক্তিই যে সময়ে পাতসার রায়রেঁয়ে পদে অভিষিক্ত ছিলেন, সে সময়ে উচ্চপদস্থ হইলেও উঁহারা সমাজে যবনের ভৃতিভুক্ বলিয়া সামাজিক ব্যক্তিবর্গের নিকট অপদস্থ ও অপাঙ্‌ক্তেয় রূপে খ্যাত। তাই ঘটকেরা উহাদিগকে জঘন্যরূপে বর্ণন করেন ইহাদিগের পৌত্রপরম্পরায় কুলীনে কন্যাসম্প্রদান দ্বারা সমাজে পরিগৃহীত হইলেন। এখন কুলীনগণের নিকট মার্জিত শ্রোত্রিয়। তদনুসারে বটেশ্বর ও বিড়াল দীঘী গ্রামে প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ কুলীন সন্তানের মাতমহাশ্রয় হইয়াছে। কুলচন্দ্রের সারাবলীর লিখন।

যথা—পরমানন্দসুতাঃ সপ্ত রামঃ, কামঃ, শিবঃশশী।
জ্যেষ্ঠানুক্রমযোগেন সোমো দেবোঽহরিশ্চ হ॥
তেষাং বহূন্যপত্যানি কুলকার্য্যেষু কন্যকাঃ।
তৈঃ ক্রিয়তে তদ্দানং কুলীনেভ্যো তদেচ্ছয়া॥
কুলীন ভাগিনেয়ত্বাৎ মাতুলো ধন্য এব হি।
ন কেবলং মাতুলাদ্যা সপ্রমাতামহাদিকাঃ॥

পরমানন্দের কুলাঘাত পৌত্রাদিতে বিলুপ্ত হয়।

রামাৎ শ্যাম ইতি খ্যাতস্তৎ সুতো যদুনন্দনঃ।
দুর্গানন্দো যদোঃ পুত্রস্তৎ সুতো বল্লভশ্চ হ।
বল্লভাদ্দুর্লাভো জাতো স তু বৃদ্ধাতিবৃদ্ধকঃ॥
পরমানন্দের কুলাঘাত, পৌত্রাদিতে কুলীনে সাথ
এখন দেখ ডীংসাঁইর পরিপাটী।

রামানন্দ, শ্যামানন্দ, যদু
কন্যাদানে কুলোজ্জ্বলে করে আঁটাআঁটী॥ সারাবলী

ইহা দ্বারা পরমানন্দেরই নিজের অকৃতিত্ব এবং হেয়ত্ব জন্মিয়াছিল; ইহাই অনুমান হয়। সে যাহাই হউক এক্ষণে সকল মেলেই ভিংসাঁই পরিগৃহীত দেখা যায়।

(কোঁচবিহার।) রংপুর জিলায় উত্তর গোবরাছড়ায় ডিংসাঁইগণের ধারাবাহিক বংশাবলী দেওয়া গেল। ইঁহারা সামবেদী কুসুমশাখী শ্রোত্রিয়। রিড়াল দীঘীর ডিংসাঁই বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত।

কারিকা দ্বারা স্থির হইল যে, ১। পরমানন্দের পুত্র রামানন্দ ২। পৌত্র শ্যামানন্দ, ৩। প্রপৌত্র যদুনন্দ ৪। বৃদ্ধ প্রপৌত্র দুর্গানন্দ ৫। অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র রায় বল্লভাচার্য্য ৬। তৎপুত্র দুর্ল্লভ নারায়ণ মজুমদার ৭। ইহার উর্দ্ধতন দুই চারি পুরুষ হুগ্লী জিলায় ত্রিবেণী নিবাসী। পরবর্ত্তী সন্ততিগণ শাঁকোয়া গ্রামে অবস্থান করেন। সুসং দুর্গাপুর। জিলা মৈমন সিংহ।

১। ডিংসাঁই রূপনারায়ণ ৮ম মজুমদার (মুস্তফী) ইনি ইং ১৬৬৫ শতাব্দে কোঁচবিহারের মহারাজ মোদ নারায়ণের নিকট মচ্ছুদি পদে নিযুক্ত হয়েন। রাজদত্ত উপাধি মুস্তফী। ইনি কোঁচবিহারের দিন হাটা মহকুমার অন্তর্গত ভিতর কুটী নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন। ইহার সন্তানগণ গোবরাছড়া গ্রাম বাসী। (কোঁচবিহার।) ইনি দুর্ল্লভের পুত্র।

দুর্ল্লভনারায়ণ পৌত্র বিশ্বনাথ এবং রুচিনাথ ৯। বিশ্বনাথ সুত কালিকাপ্রসাদ, বিমলাকান্ত ও ভগবতীপ্রসাদ ১০। কালিকাসুত গৌরীনন্দন ও শচীনন্দন ১১। গৌরীনন্দন সুত শিবপ্রসাদ ১২। পৌত্র বিষ্ণুপ্রসাদ ১৩। ইহাঁর কন্যা শ্যামাসুন্দরী দেবী ১৪।

স্বামী গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পুত্র শ্রীশচন্দ্র নিকষ কুলীন। গ্রাম আট ঘড়ি। মৈমনসিং জিলা।

১১ শচীনন্দন পুত্র শ্রীনন্দন, হরনন্দন ও ব্রজনন্দন ১২। শ্রীনন্দন দৌহিত্র অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কাশীবাসী। হরনন্দন সুত কালীশ চন্দ্র ১৩। পুত্র শ্যামচন্দ্র ১৪। পৌত্র জগদীশ, যোগেশ ও কামাখ্যাপদ ১৫। জগসুত ক্ষিতি ১৬। যোগসুত অমূল্য ১৬।

ব্রজনন্দন ১২। পুত্র ঈশানচন্দ্র ১৩। পৌত্র বৈকুণ্ঠচন্দ্র মুস্তফী ১৪। প্রপৌত্র শতীশচন্দ্র ও সুরেশ চন্দ্র মুস্তফী ১৫।

২ক। (বিশ্বনাথ) ও রুচিনাথ ইনি কোঁচ বিহার রাজার মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত হয়েন। মহীন্দ্র নারায়ণের সময় পর্য্যন্ত ঐকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

৩ক। কালিকা প্রসাদ মুস্তফী ১০।

মাহারাজ রূপনারায়ণের সময়াবধি মুচ্ছুদ্দির পদে নিযুক্ত ছিলেন।

৪ক। গৌরীনন্দন ও শচীনন্দন ১৭১৪—৩৫ ১১

গৌরী নন্দন মুস্তফী মহারাজ উপেন্দ্র নারায়ণের সময় পর্য্যন্ত খাস নবীশ ও প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত থাকেন।

১৭৬৩ খৃঃ অঃ ১৭৭৫ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণ রাজা, শচীনন্দন মুচ্ছুদ্দি ও খাস মন্ত্রী। এই সময়ে ভুটি য়ারা কোঁচ বিহারে নিতান্ত দৌরাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়। এমন কি মহারাজার ভ্রাতা রামনারায়ণের বধ সাধন করে। ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের সময়ে শচীনন্দন ও মহারাজ ভুটিয়ার চেচাখাতায় ভোটে আবদ্ধ হয়েন। পরে ইংরাজের সহিত সন্ধিবন্ধনে লালবন্দী দেওয়া স্বীকার করায়

ভুটিয়াদিগের হস্ত হইতে রাজা ও মুচ্ছুদ্দি প্রভৃতির উদ্ধার হয়। পরে শিবপ্রসাদ মুস্তফী রাজ সকারের রাজস্ব পরিদর্শক হয়েন।

শচীনন্দন কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, ইনি ইং ১৭৭৫ মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের নিকট ৬৬২৪/ বিঘা ভূমি ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হয়েন। অপিতু তৎসঙ্গে সম্মানচিহ্ন ডঙ্কাদি মনসব প্রাপ্ত হয়েন।

৫ক। শচীনন্দন মুস্তফীর ধারায় পুত্র শ্রীনন্দন, (হরনন্দন মুস্তফী হিসাবিয়া) ও ব্রজনন্দন ১২।

১২। ব্রজনন্দনের ধারায়—পুত্র ঈশানচন্দ্র, ১৩। পৌত্র বৈকুণ্ঠ-চন্দ্র মুস্তফী ১৪। প্রপৌত্র সতীশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র ১৫। সতীশ মুস্তফী ইনি কলিকাতার বৌবাজারের হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যমপুত্র সুরেন্দ্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র ও নির্ম্মলচন্দ্র, কন্যা সুভাষিণী, সরোজিনী, নীলাজ বাসিনী ১৬। সুরেশ কন্যা রাধারাণী দেবী ১৬।

৬ক। শিব প্রসাদ রাজ সর্কারে দেওয়ানী, ফৌজদারী আদা-লতের আহেল কারী, সরবরাহকারী ও থানগির ও দ্বারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

৭ক। বিষ্ণুপ্রসাদ ১৩। শিবেন্দ্রনারায়ণ—রাজার সময়ে কোন কাজ না করিলে ও খোরাকি স্বরূপ মাসিক নারায়ণী ২৫ টাকা পাইতেন।

৮ক। রবিনন্দ (শ্রীনন্দন) মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণ ও রাজেন্দ্র নারায়ণের সময়ে মন্ত্রী ছিলেন। (হরনন্দন হিসাবিয়া)

৯ক। ব্রজনন্দন। ইনি মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের সময়ে খাস মুচ্ছুদ্দি হয়েন। সর্ব্বদাই সকল প্রকার উচ্চ আদালতের প্রধান কার্য্য সরবরাহ করিতেন।

সতীশচন্দ্র মুস্তফী বিশেষ শিক্ষিত, বিনীত, ভদ্র, সভ্য ও বিদ্বান

ব্যক্তি। ইহাঁর পুত্রগণ ও পিতৃবৎ সদ্‌গুণান্বিত। ইহার কন্যা সুভাষিণী দেবীর সহিত কৃষ্ণ নগর নিবাসী রায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র-নাথ রায়-বাহাদুরের পুত্র শ্রীমান্ মল্লিনাথের বিবাহ হইয়াছে। টৈন্তল চন্দ্র-শেখর সন্তান। বিকয কুলীন কেশর ভাবাপন্ন। সুরেশচন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী রাধারাণীর স্বামীরনাম শ্রীমান্ তরুণাঙ্গ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গরল গাছা, জেলা হাওড়া নিবাসী শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র (নিকষ কুলীন)।

১০। বিমলাকান্ত মুস্তফী পুত্র দর্পনারায়ণ ১১। পুত্র রামসুন্দর ১২। পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র, ১৩। তৎপুত্রে শম্ভু নিসন্তান, পত্নী, কাশী বাসী।

১০। ভগবতী প্রসাদ মুস্তফী। পুত্র সীতারাম ১১। পৌত্র রাম প্রসাদ মুস্তফী (মুনসী) ১২। জামাতা শিবপ্রসাদ বক্‌সী ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী নাউ ডাঙ্গা। প্রপৌত্র তারিণী চন্দ্র মুস্তফী (মুনসী) ১৩। বৃদ্ধপ্রপৌত্র তারক চন্দ্র মুন্সী ১৪। অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র তারাপ্রসন্ন মুন্সী ১৫। কোঁচ বিহার দিন হাটা সব ডিবিজান, মুন্সীর হাট।

কালীশচন্দ্র ১৩। হরনন্দন সুত মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের সময় ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে রাজে জমীর কার্য্য কারক ছিলেন। তৎপরে আপীল আদালতের বিচারক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কালীশ সুত ১৪। শ্যামচন্দ্র মুস্তফী। রাজ সরকারে কার্য্য না করিলে ও বিদ্যা বত্তা, নানা সদগুণ ও পরোপকারিতা এবং সভ্য সমাজে প্রবেশ ক্ষমতা দ্বারা মান্য হইয়া ছিলেন। ইংরাজ দরবারে ও ইহার নাম প্রসিদ্ধ।

১৪। বৈকুণ্ঠ নাথ। ইনি পূর্ব্ব পুরুষের সম্মান রক্ষা করিয়া-ছিলেন। নরেন্দ্র নারায়ণ ভূপের সময় নিকাশী কার্য্যের প্রধান কার্য্য কারক হয়েন। কিছুকাল পরে দেওয়ানের সহকারী পদে-ও

অভিষিক্ত হয়েন। ১৮৭৫ইং। ১৩৮২বাং সনে ইনি কোঁচবিহার কালেজে ১০০০ সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন। তাহার সুদে সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতার জন্য একটী বার্ষিক বৃত্তি চলিতেছে। পুত্র সতীশচন্দ্র কোঁচবিহার রাজ্যের আহেলকার ও ডেপুটী মাজি-ষ্ট্রেটী পদে নিযুক্ত আছেন। সুরেশচন্দ্র কার্য্য করেন না বটে কিন্তু পৈতৃক সম্মান রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই জ্যেষ্ঠের অনুগত এবং আজ্ঞানুবর্ত্তী। ইহাঁদিগের পৈতৃক সম্মান সূচক রাজদত্ত মর্য্যাদার আশা, শোঁটা, থাস, নিশান, ডঙ্কা প্রভৃতি ব্যবহারে ভূস্বামিগণের মত সংপূর্ণ অধিকার আছে।

রায় পরমানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীহরিপ্রমুখ মধুসূদন।

এখানে শ্রীহরির ধারার এক দেশ ও দেখান গেল। যথা—

বিড়ালদীঘীর ডিংসাই রায়পরমানন্দের অধস্তন সপ্তমে মধুসূদন চক্র বর্ত্তী ১। যশোহরের ১৮ খাতা গ্রাম বাসী, মাগুরা মহখুমা। পুত্র রাজারাম (২)। পৌত্র ভবানী প্রসাদ ও জগন্নাথ (৩)। ইহারা দুই ভ্রাতায় নবদ্বী-পাধিপের নিকট নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় রাজদত্ত ব্রাহ্মোত্তর লাভ করিয়া তদধিকারে নদিয়া জিলার পূর্ব্বাংশে আলমপুর গ্রামের অধিবাসী হয়েন। ভবানীর পুত্র হরনাথ (৪)। তৎপুত্র দীননাথ, রাধানাথ, সীতানাথ ও কুঞ্জ বিহারী (৫)। দীন নাথ পুত্র উপেন্দ্র ও গিরীন্দ্র (৬)। গিরীন্দ্র পুত্র নাম অজ্ঞাত (৭)। রাধা নাথ সুত শ্রীগোপাল ও বিশ্বেশ্বর ৬। শ্রীগোপালের পুত্রের নাম ভগীরথ ৭। পুত্রাদি পরিজন সহ রাধানাথ কলিকাতা বাসী। কুঞ্জ সুত যুগলকিশোর ৬।

মুং ফুং মধুসূদন তর্কালঙ্কারের দ্বিতীয় প্রপৌত্র কেশবের পরিচয় (৩৮৪ পৃঃ) ।

ফুলের রাজা মধুস্থদন, গঙ্গাধর পাছ।
রতি, বিষ্ণু সমাভাব, আর সব কাচ ॥ ১ ॥
গঙ্গানন্দ সুত রাম আচার্য্য সুমতি ।
তার সুত ছয় জন, কনিষ্ঠ পার্ব্বতী ॥ ২ ॥
রাঘবেন্দ্র, কাশী, বিশু, গোপাল, গোপীনাথ ।
পারু, গোপী-বাদে সবাই ছিল একসাথ ॥ ৩ ॥
কাশী-সুত তিন, রমা, জগ, হরিহব ।
রমার বিষ্ণু সিদ্ধান্ত, মধু তর্কালঙ্কার ॥ ৪ ॥
কাশী-প্রিয় রমানাথ, পৌত্র মধুস্থদন ।
বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্যে, কৌলীন্যে সভার পূজন ॥ ৫ ॥ *
জয়, শিব মধুর পুত্রের শেষে রাম ।
ভদ্রে, চরণে, জীবনে অগ্রে রাম-নাম ॥ ৬ ॥
রাম, জগ, শ্যাম লখ, জীবে পুত্র চারি।
জীবের আজ্ঞা রক্ষায় প্রতিজ্ঞা সবারি ॥ ৭ ॥
জগন্নাথে অনন্ত, কেশব হরিহর ।
তিনের লোভী কেশব, ধরে গুড়ঘর ॥ ৮ ॥
মধু-প্রপৌত্র কেশব, মধু-অভিলাষী ।
দৈবে দেখিল কনকে গুড়ের কলসী ॥ ৯ ॥
কনকে গুড় বটে, মাতিয়ে সুরা রাজ ।
ভাবে সুরা গ্রহণ, এত কেশবের কাজ ॥ ১০ ॥

---

* কাশীশ্বর পৌত্র ও রামনাথ-সুত মধুসূদন তর্কালঙ্কার।

অন্ন দেবে † নাহি কয়ে, গুড়ের কন্যকা লয়ে,
তাহে কেশব হল অজ্ঞান।
গুড়-কন্যা রমা, শ্যামা, কেশবের প্রিয়তমা,
চরণে ধরি তাঁরে চেতান ॥ ১১ ॥
পুত্রে পৌত্রে নাহি পেয়ে কনকেতে গুড়।
ধরি বেণাফুলে কবে পেটে হুড় হুড় ॥ ১২ ॥
সূর্য্যদ্বীপ যোগেন্দ্র, মহেশপুরে ধাম।
ভণে গোষ্ঠী-কথা পূতি কুলচন্দ্র নাম ॥ ১৩ ॥
সারাবলী, মহেশপুর-নিবাসী
শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ-প্রদত্ত।

গুড়-বংশের পরিচয়।

অধিকাংশ মেলেই গুড়-দোষ দৃষ্ট হয়, সুতরাং গুড়গ্রামী মণ্ডলেশ্বরদিগের বংশের একদেশ দেখাইলে পঞ্চ মহর্ষির মধ্যে দক্ষের অধস্তন পুরুষে গুড়বংশ কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে। ধারাবাহিক অধস্তনে ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত করা গেল। যথা—(১) দক্ষ, (২) ধীর গুড়গ্রামী মণ্ডলেশ্বর, (৩) তরণি (৪) বিকর্ত্তন, (৫) শরণি (বা শরণ), (৬) কুশধ্বজ, (৭) শ্রীদত্ত, (৮) ভবদত্ত (অথবা বামন খাঁ রায়রেঁয়ে), (৯) কার্ত্তিক পণ্ডিত। ইহাঁর সাত পুত্র—(১০) রঘুপতি, জয়পতি, ভূপতি, সভাপতি পৃথ্বীপতি, বাণীপতি ও শ্রীপতি।

(১০) রঘুপতির কনকদণ্ডী গ্রামে বাস-নিবন্ধন তৎসন্ততি বর্গ কনকদণ্ডী গুড় বলিয়া খ্যাত। রঘুপতির উপাধি আচার্য্য।

† কুটুম্ব=নারায়ণস্বরূপ, জ্ঞাতি-ঠাকুরগণকে=মুখপাধ্যায় দিগকে।

রঘুপতি-সুত কাশীপতি, রমাপতি ও গণপতি (১১)। রমাপতির পুত্র সর্ব্বানন্দ ও জ্ঞানানন্দ (১২)। তৎপুত্র জয়কৃষ্ণ ব্রহ্ম-চারী (১৩)। তৎসুত রামবল্লভ ও হরিবল্লভ (১৪)। হরি-সুত কামদেব ও জয়দেব (১৫)। জয়-সুত গৌরীদাস (১৬)। গৌরী-সুত বল্লভ রায় বা নরেন্দ্র রায় (১৭)। ইহাঁরা যশোহর জেলার চেঁউটে পরগণায় প্রসিদ্ধ জমীদার ছিলেন। নরেন্দ্র রায়ের পীরালী সংস্রব থাকায় তথায় পতিত থাকেন। পরে বাদ-সাহের রায়রেঁয়ে সুরাই মেলের রায় গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ক্রোকসাঁজোয়াল রাম নাথ রায়কে কন্যা সম্প্রদানপূর্ব্বক তৎ-সাহায্যে মহেশপুরে আগমন করেন। এখানে আসিয়া নানা মেলের কুলীনে কন্যা ও পৌত্রীর বিবাহ দিয়া এবং নানাবিধ সৎক্রিয়া, দান,ধ্যান ও প্রায়শ্চিত্তাদি সমাধানপূর্ব্বক নানা যজ্ঞ করিয়া পরিশুদ্ধ হয়েন। সেই কারণে অধিকাংশ মেলে গুড়-দোষ দেখা যায়। *

নরেন্দ্রের পুত্র শরণি বা শরণ (১৮)। ইনি কুলক্রিয়ায় প্রসিদ্ধ। শরণির পুত্রগণ ক্রমে চেঁউটে গরগণা নরেন্দ্রপুর (যশোহর

---

* রঘুরামে যেমন পোড়ারী-দোষ ঘটে, কেশব চক্রবর্ত্তীতে সেইপ্রকার গুড়-দোষের আক্ষেপ হয়। আবার রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীতে পিণ্ড-দোষ স্পর্শে ; তাহার কারণ তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর কুচক্র। রমাকান্ত ভ্রাতাকে কুলে খাট করিবার জন্য জ্যেষ্ঠের (রামেশ্বরের) মৃত্যুসংবাদ প্রচার করেন। শ্রাদ্ধ-দিনে রামেশ্বর মেটিরীতে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত সকলব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নবদ্বীপাধিপতির নিকট রমাকান্তের কুব্যবহার বর্ণন করেন। মহারাজ রাঘব রায় রমাকান্তের অন্তিম কালে তদীয় ভাগিনেয়ী রাঘবেন্দ্র ঠাকুরের কন্যার সহিত বলপূর্ব্বক তাহার বিবাহ দিয়া রমাকান্তের দর্প চূর্ণ করেন। তদবধি নবদ্বীপাঞ্চলের কুলাচার্য্য ও কুলীনগণ রমাকান্ত-বংশকে কেশর-দোষ দুষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদেশের কুলাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উহা বলাৎকার বলিয়া উল্লিখিত ও উপেক্ষিত হয়।

জিলা এখন ফুলতলা E, B. S. R. ষ্টেসনের নিকট) আপন অধিকারে আনয়ন করেন। শরণি-সুতগণের মধ্যে রামবল্লভ জ্যেষ্ঠ ও সৎকার্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি মহেশপুরেই অবস্থান করিলেন।

হরিবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ চেঁউটে পরগণায় পুনঃ প্রবেশ করিয়া লোকান্তরিত হইলেন। ইহাঁরা উভয়েই কন্যা-মাত্রের জনক ছিলেন ও পিতৃ-জীবন-কালেই গতাসু হয়েন। কন্যাগণ পিতামহ শরণ কর্ত্তৃক কুলীন পাত্রে প্রদত্ত হইল। রায়মহাশয় শরণ বন্দ্য ভগীরথ বংশের গোবিন্দ শিকদারে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সুরাই মেলের প্রধান শ্রোত্রিয় হইলেন। সুরাই মেলের উৎপত্তি এই গুড়িশরণ হইতে।

শরণ-সুত রামবল্লভ (১৯)। রামবল্লভ-সুত জগন্নাথ মজুম-দার (২০)। তৎসুত শ্রীমন্ত, কন্দর্প, চন্দ্রশেখর ও রতিনাথ(২১)। শ্রীমন্ত-সন্তানগণ মহেশপুর অন্তর্গত মৃজাপুরে অবস্থান করেন। কন্দর্প প্রভৃতি সুলতানপুর, যোগিনীদহ, সূর্য্যদিয়া (সূর্য্যদ্বীপ), মহেশপুর ও হলদা পরগণা প্রভৃতি নানা পরগণার জমীদার হইলেন। এই জমীদারীকে জেলে রাজার জমীদারী কহিত। এই সময় হইতে ইহাঁরা রায়চৌধুরী নামে প্রসিদ্ধ। চন্দ্রশেখর নিঃসন্তান। রতিনাথের বংশে পাঁচ পুরুষ ক্রমান্বয়ে এক এক সন্তান জননহেতু পঞ্চম পুরুষে কন্যা-সন্তানে বিষয় সংক্রামিত হয়। কন্দর্পের পুত্র রামচন্দ্র, রামেশ্বর ও কেশবচন্দ্র (২২)। কেশব প্রবলপরাক্রান্ত জমীদার। তথাপি নবদ্বীপাধিপতি রুদ্ররায়ের নিকট পরাস্ত হয়েন। রুদ্ররায় কেশবের ভাগিনেয়। কেশব-সহোদর রামেশ্বর। ২২। রামেশ্বর অপুত্রক। এইহেতু তৎপ্রাপ্য এক তৃতীয়াংশ, তদীয় ভাগিনেয় রাজা রুদ্ররায়

তাঁহার মাতামহী কন্দর্পরায়ের পত্নীর নিকট হইতে যৌতুকস্বরূপ গ্রহণ করেন। তন্নিবন্ধন এই সময় হইতে হলদা পরগণা নবদ্বীপাধিপতির অধিকৃত হয়। পরে তিনি মহেশপুরাদিরও অধিকাংশ ক্রমে ক্রমে ছলে, বলে, কলে ও কৌশলে অধিকার করেন। ইতিপূর্ব্বে মহেশপুরের পূর্ব্ব ভাগে নবদ্বীপাধিপতির অধিকারছিল না। শুলতানপুর E.B.R.S. বাণপুরের উত্তর।

(২২) **রামচন্দ্রের সন্তানগণ** তালুকদার নামে খ্যাত। ইহাঁর অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র চন্দ্রভূষণ দক্ষ হইতে অধস্তন (২৭শ)।

(২২) কেশব রায়চৌধুরীর দুই পক্ষে আট পুত্র জন্মে। প্রথম পক্ষে রামরাম ও রামকৃষ্ণ (২৩) দ্বিতীয় পক্ষে রাঘবেন্দ্র-রামদেব, রামনারায়ণ, রূপনারায়ণ, মধুসূদন ও সন্তোষ (২৩)। রামরাম ও রামকৃষ্ণ সাত আনী জমিদার। অবশিষ্ট ছয় সহোদর নয় আনী জমিদার। কিন্তু রামকৃষ্ণ সমস্ত রাজ্যের এগার পাই সম্পত্তি অধিকার করেন, এইজন্য ইহাঁর সন্ততিবর্গ সাত আনী গোষ্ঠীর এগার পাই বলিয়া খ্যাত। মহেশপুরের পশ্চিমও ইছামতির পূর্ব্বাংশ সূর্য্যদ্বীপ।

ক্রমান্বয়ে এক এক ব্যক্তির বংশের এক একদেশ দেখান গেল। (২৩) রামরাম, (২৪) রামজীবন, (২৫) পুরুষোত্তম, (২৬) গোকুলচন্দ্র, (২৭) সভাচাঁদ ও মোহনচাঁদ। সভাচাঁদ-সুত ঈশানচন্দ্র (২৮)। (২৯) নীলচন্দ্র, রণজিতচন্দ্র, কৃষ্ণ, তিলক, কীর্ত্তি, কামদেবও রাজ। (২৯) [illegible]জিত-সুত (৩০) বিপ্রদাসও সহায়রাম। বিপ্র-সুত প্রফুল্ল (৩১) [illegible] তৎসন্ততি শিবদাস দক্ষ হইতে (৩২)। মোহনচাঁদ-সুত ([illegible] প্রসন্নচন্দ্র ও বিষ্ণুচন্দ্র। প্রসন্ন-সুত (২৯) অমরেশ। তৎপুত্র কালাচাঁদ মৃত, তৎ পত্নী ইন্দুমতী দেবী (৩০)। কালাচাঁদের পিতৃভাগিনেয় পঞ্চানন বন্দ্যো-

পাধ্যায় গয়ঘড় ফুলিয়া। বিষ্ণুচন্দ্র নির্ব্বংশ ও নির্বিষয় হইয়া কালপ্রাপ্ত হয়েন।

রামরায়-প্রমুখ ইন্দ্রনারায়ণ-সুতদিগকে পঞ্চপাণ্ডব বলে। এই ধারার শৌরেশ-পুত্র অ শীন্দ্র (৩০)। কেশবরায়-প্রমুখ রামকৃষ্ণের বংশে প্রেমচন্দ্র রায়ের পৌত্র, রাজকৃষ্ণ-পুত্র অরুণ (২৯)। কেশব-রায়-প্রমুখ রাঘবেন্দ্রের বংশে সূর্য্যকান্ত পুত্র শিশির প্রভৃতি কেশব রায় হইতে অধস্তন ৭ম অর্থাৎ দক্ষ হইতে (২৯)। কেশবরায়- প্রমুখ সন্তোষের ধারায় জয়কৃষ্ণের পৌত্র নন্দলাল (২৯)।

এই রবংশাবলীর মধ্যাংশ পরিশিষ্টে ৩৩৮—৩৪৭ পৃঃ দেখ।

এরূপ প্রবাদ আছে যে বল্লাল সেন, পুত্র লক্ষ্মণকে পাইয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশজন্য নিজ পুত্রের আনেতা সূর্য্য মাঝীকে যে ভূসম্পত্তি নিষ্কর প্রদান করেন, তাহাই হলদা ও মহেশ-পুর। এই দুইপরগণার সঙ্গে আর যে দুই পরগণা ছিল, তাহার একের নাম যোগিনীদহ, অপরের নাম সুলতান পুর। সূর্য্য মাঝীর অধস্তন ৫ম পুরুষ সুলতান মাঝী সূর্য্যদিয়ার শেষ ভূম্যধিকারী। জোর (বল) যার, মল্লুক (রাজ্য) তার এই প্রবাদের বশবর্ত্তী হইয়া মুসলমান ভূপতিগণের প্রথম অধিকার সময়ে মহেশপুরে রায়- চৌধুরীগণ সূর্য্যদিয়া, যোগীনীদহ সুলতান-পুর, মহেশপুর ও হলদা এই পাঁচ পরগণা অধিকার করিবার পূর্ব্বেই ধীবর-রাজকে সবংশে ধ্বংস করেন।

মহেশপুরের সমাজশাস [illegible] সভ্যতা ও ভব্যতা প্রভৃতি সদগুণ সমূহ সকল সমাজেরই [illegible] ছিল। "সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই।" এখন মনুষ্যত্বের অভাব।

গুড়গ্রামী বিবরণ। (শেষাংশ)

মহেশপুরের গুড় গোষ্ঠীর ইদানীন্তন সন্ততিবর্গের নাম।

সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ৩৩৭ হইতে ৩৪৭ পৃঃ দেখ। যথা।

৩১ প্রফুল্লপুত্র শিবদাস পর্য্যায় ৩২। ২৯। শৌরেশপুত্র অতীন্দ্র ৩০। সুত সুরেন্দ্র ও ত্রিপুরেন্দ্র ৩১। ২৮ শশধরপুত্র সমরেশ, শৈলেশ ও ধীরেন্দ্র ২৯। সমরেশপুত্র কমলেশ ৩০।

২৮। রাখাল সুত নীললোহিত (মনোমোহন) ২৯ ললিনী সুত সরসিমোহন ৩০

সাতানীর কালাচাঁদপুত্র মতিলাল ২৭। পৌত্র কেনারাম ও বীরেশ্বর ২৮।

মন্মথসুত ২৯ বৈদ্যনাথের পুত্র হাজারী ৩০। ২৯ বিমলা চরণ সুত বিনয় ভূষণ ৩০।

গণপতির পৌত্র বিশ্বনাথ ৩১। সনৎকুমার পুত্র ভোলানাথের পুত্রেরনাম ভূপেন্দ্র ২৯। সূর্য্য পৌত্র ললিতকুমার ও নীলমণি ২৯। রুদ্রকান্তের ঔরসপুত্র সীতানাথের দত্তক কুমুদনাথ (প্রকাশ্য নাম ফটিক) সুত শিবপদ ২৯।

নয়আনীর ২৮ জয়কৃষ্ণ পৌত্র নন্দলাল (৩০) (অবিনাশের পুত্র)। যামিনী ২৮। পুত্র কৃষ্ণমোহন ও পঞ্চানন (২৯)। ব্রজপুত্র কালিদাস ২৯। উপেন্দ্রপুত্র ভূপেন্দ্র (২৯) প্র[illegible]পপৌত্র পাচু (২৯)।

২৭। অপরেশপুত্র শ্যামাপদ [illegible]। নয়আনীর ভুবন ২৭। শশিভূষণ পুত্র ২৮। সুত স[illegible]রঞ্জন ২৯। বিধুভূষণ সুত পাঁচুলাল ২৯। ইন্দুভূষণ পুত্র ফণি[illegible]ষণ ও তারাভূষণ প্রভৃতি ২৯

রজনী সুত ললিত মোহন, র[illegible]মোহন ও সরসি মোহন। ২৮। নিমচাঁদের পুত্র পঞ্চানন ২৮। পৌত্র গৌরচন্দ্র ২৯। অধর পুত্র হরেন্দ্র নারায়ণ ও নরেন্দ্র নারায়ণ ২৮। তারণ পৌত্র ক্ষীরোদ ভূষণ ও হারাধন ২৯।

নয় আনীর কৃষ্ণরাম পর্য্যায় (২৪) পুত্র গঙ্গাধর ২৫। পৌত্র গুরু প্রসাদ ২৬। প্রপৌত্র শ্যামচাঁদ ও গৌর চাঁদ ২৭। গৌরচাঁদ পুত্র কালী প্রসন্ন ২৮। পুত্র শরৎকুমার ২৯। পৌত্র ফকির চাঁদ ২৮।

২৬। কৃষ্ণ কান্তের পৌত্র শচীপতি ২৮। ২৬ সীতাকান্তের পৌত্র শান্তিময়। ২৮

২৬। রাধাচরণের দত্তক পুত্র ২৭ কৈলাস। পৌত্র শশিভূষণ ২৮ প্রপৌত্র ভীষ্মদেব ২৯। বৈদ্যনাথের কুমাশপুত্র কৃষ্ণ প্রভৃতি ২৯।২৭ এগার ২৯ পাই দেবেন্দ্রপুত্র নরেন্দ্র। সুরেন্দ্রপুত্র হপিদাস। ৩০

২৮ রাজকৃষ্ণ পৌত্র বনমালী ৩০ (নলিনী সুত)

২৮ দীননাথের পুত্র অনিকিনী সুত কাশীনাথ ৩০। উর্ব্বীনাথ সুত নিখিল নাথ। ৩০

মহেশ পুরের গুড়গোষ্ঠী রায় চৌধুরী জমীদারদিগের মধ্যে উর্দ্ধতন পরিচয়ে নয় আনায়, ননীগোপাল, জ্যোতিশ্চন্দ্র ও অপরেশ চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। অর্থাৎ দক্ষ হইতে ২৭। এবং সাত আনীর প্রফুল্ল চন্দ্রের পুত্র শিবপদ সর্ব্ব নিম্ন অর্থাৎ দক্ষ হইতে পর্য্যায়ে ৩২। মহেশপুরে আর এক সম্প্রদায় গুড়গোষ্ঠীর ধারা বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদিগেরউপাধি চক্র বর্ত্তী। ইঁহারা শূদ্র যাজী। সাধারণত ইহাদিগকে ঘাট কুলে চক্কত্তি এইরূপ কহিত। তদ্বংশের বৈদ্যনাথ শিরোমণি পৌত্র, মধুপৌত্র ও মাণিক পৌত্র নদীয়া জিলার বাদকুল্লা, [illegible]জোয়ান প্রভৃতি গ্রামে ব্রাহ্মণগণের পৌরহিত্য সূত্রে মহেশপুরে বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহারা কনক দণ্ডী গুড় নহে। বেণী ফুদী গুড়। কিন্তু ইহারা ইহাদিগের নিকট জাতি কোথায় [illegible] পরিচয় দিতে অসমর্থ।

রংপুরের অন্তর্গত নাউ ডাঙ্গার গুড় গোষ্ঠীগণ কনক দণ্ডী গুড়। রঘুপতি আচার্য্যের অধস্তন শাখার শ্রীমন্তের ধারা মৃজাপুর।

কণকদণ্ডীগুড় নাউডাঙ্গা (রংপুর)।

সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট—৩৩৭-৪২ পৃঃ

নদিয়া জিলার মৃজাপুরের শ্রীমন্ত রায়ের পুত্র হরিদেব দক্ষ-হইতে অধস্তন অন্বয়ে ২২শ পুরুষ। তিনি প্রসিদ্ধতীর্থ পর্য্যটক-ছিলেন। ৺কামাখ্যাদেবীর পীঠস্থান কামরূপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে কোঁচ বিহারে উপস্থিত হয়েন। তথায় নিজের মহিমা প্রদর্শন করায় রাজ সংসারে রাজস্ব সম্বন্ধে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু অচিরেই বিষয় বৈরাগ্য হেতু জন্মভূমি মৃজাপুরে প্রত্যাগত হইয়াই পুত্র রামদেব ও পৌত্র ভবানী প্রসাদকে বলেন আমি আর সংসারাশ্রমে থাকিব না। তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে জীবন অতি বাহিত করিব। তোমরা যদি ধনাকাঙ্ক্ষাকর কোঁচ বিহার যাও তথায় আমার নাম করিলে তোমাদিগের সসন্মান বৃত্তি রক্ষা হইবে; এবং রাজ সভায় মর্য্যাপন্ন পদ লাভ ও বাঞ্চিত হইবে না।

ভবানী প্রসাদ ৺কামাখ্যাদেবীর পূজা সমাধা করিয়া কোঁচ বিহারে আগমন করেন। এখানে মহারাজাধিরাজ হরেন্দ্র-নারায়ণের নিকট নিজ পিতামহ শ্রী[illegible] রায় চৌধুরীর নাম সমন্ধে পরিচিত হইয়া নিজ কৃতিত্ব প্রদশন [illegible], মহারাজ সরকারে বক্সীর পদে নিযুক্ত হইলেন। এখন যেমন রেল পথে অতি দুর্গম ও দূর স্থানও অতি সুগমতার সহিত উপ[illegible]ত হওয়া যায়; তখন তাহা ঘটিত না। দূরস্থান অতি দুর্গম জ[illegible]ঙ্গল ও বহুকালে গমন সাধ্য এবং বহুব্যয় সাপেক্ষ ছিল। অয়ং যত্র স্থিতিস্তত্র।

ইংরাজ রাজের শাসনে সে সমস্ত বাধাই একপ্রকার অন্তর্হিত

হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভাবিয়া দেখিলে স্বপ্নবৎ বোধ হইয়া থাকে। আর এক কথা এখন যেমন টাকা শস্তা পূর্ব্বকালে তেমন ছিল না। উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারীদিগকেও অর্দ্ধেকবেতনে কার্য্য করিতে হইত। তবে তাঁহাদিগের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য অপরার্দ্ধবেতনের প্রতিভূস্বরূপ ভরণ পোষণ যোগ্য ভূমি জায়গীর বা নিষ্কর দেওয়া হইত। এই প্রথা অনুসারে ভবানী প্রসাদ বক্সী পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে নিজ পরিবারগণের চিরকাল সসম্মানে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্ত কিছু ভূমি সম্পত্তি, জীবিকা বৃত্তি স্বরূপ পাইলেন। এখন পর্যান্ত ঐ স্থানের নাম **বক্সীর পেটভাতা**। এবং এতদ্ব্যতীত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর রূপে অনেক ভূসম্পত্তিও তিনি পাইয়াছিলেন। অধিবাস জন্য নাউডাঙ্গা গ্রামে শ্রোত্রিয়দ্বয়ের (পূতিতুণ্ড ও পাকড়াশী এই দুই ঘর ব্রাহ্মণের) প্রতিবেশী হইলেন।

এখন ভবানী প্রসাদ রায় চৌধুরী বক্সী নামেই অভিহিত ও প্রসিদ্ধ। তিনি দক্ষ হইতে ২৪শ পুরুষ অধস্তন। ভবানীর পুত্রের নাম রঘু প্রসাদ বক্সী ২[illegible]। তৎপুত্র শিবপ্রসাদ বক্সী ২৬। ইনি অতি বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, [illegible]জ্ঞ, বিচক্ষণ, সভাসদ ও সুমন্ত্রী ছিলেন। এবং ব্যবহারদর্শনের কার্য্য[illegible]লতা হেতু অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে ইনিই কোচবিহারের রাজ মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত ও বিশেষ প্রশংসিত হয়েন।

See the Cooch Be[illegible] State History and Administration. page 282. At Krishnanagar Narendra Narayau lived in a [illegible]ouse wiihin a compound of its own at the Mo[illegible] [illegible]aja of Nadia's residence. Raj Montri Shiba Pra[illegible] was for a time allowed to live with him."

এই সময়ে মন্ত্রীপদাধি[illegible] পরম পূজ্য ও বৃদ্ধ রাজসভাসদ

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও ক'বিবর ৺কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি সরস্বতীর সহিত শিবপ্রসাদের সাক্ষাৎ হয়, এবং তিনি পূর্ব্বপিতামহ-গণের পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন। তদ্ধেতুই পরস্পরের বিশেষ বন্ধুতা জন্মে। শিবপ্রসাদের পুত্র অম্বিকাচরণ (২৭) বিবাহ কৃষ্ণনগরেই অতি সমারোহে সমাধা হয়। ইহার শ্বশুরের বাস কৃষ্ণনগর মাঝেরপাড়া। নাম শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়। ইহার পিতার নাম হরকুমা তৎ পিতা প্রমথনাথ। ইনি উলার চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র।

অম্বিকাপুত্র প্রমদারঞ্জন বক্সী ২৮। ইহাদিগের বৈবাহিক ব্যাপারে নদীয়া জিলার কৃষ্ণনগর উলা, শান্তিপুর ও মুর্সিদাবাদের গো-ঘাটা পাটীকাবাড়ী প্রভৃতির মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়গণের সমাজ চির পরিচিত। প্রমদা রঞ্জনের কন্যাদ্বয়ের নাম বীণাপাণি দেবী ও ইন্দুমতী দেবী। পুত্রের নাম বীরেশ্বর ২৯। প্রমদারঞ্জনের মাতামহাশ্রয় কৃষ্ণনগর মাঝের পাড়া।

মহেশ পুরের মৃজাপুর নিবাসী ২১। শ্রীমন্তপুত্র হরিদেব ২২। রতিদেব ২৩। ভবানী প্রসাদ ২৪। রঘুপ্রসাদ ২৫। শিব-প্রসাদ ২৬। অম্বিকাপ্রসাদ ২৭। প্রমদারঞ্জন বক্সী ২৮। পুত্র বীরেশ্বর ২৯। গুড়ীশরণি কণকদর্প / রঘুপতি আচার্য্য হইতে অষ্টমপুরুষ অধস্তন। তৎপুত্র রামপ্রসাদ পর্য্যায় ১৯। পৌত্র জগন্নাথ মজুমদার ২০। প্রপৌত্র শ্রীমন্ত ২১।

নাউডাঙ্গার পাকড়াশী বংশ ক্রোড়পত্রে আছে ৪০ পৃ০ দেখ।

১। ভট্টনারায়ণ-প্রমুখ কেশর গ্রামি-বংশ।

১। ভট্টনারায়ণ-প্রমুখ কেশরগ্রামীণ-বংশের একদেশ দেখান গেল। ইহাদ্বারা কেশরগ্রামীদিগের (কেশরকুনীদিগের) বংশ

কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা অনুমিত হইবে। ধারাবাহিক অধস্তনে ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত করা গেল।

(২) নীপ। (৩) হলায়ুধ। (৪) হরিহর। (৫) কন্দর্প। (৬) বিশ্বম্ভর। (৭) নরহরি। (৮) নারায়ণ। (৯) প্রিয়ঙ্কর। (১০) ধর্ম্মাঙ্গদ। (১১) তারাপতি। (১২) কামদেব। কামদেবের চারি পুত্র, তন্মধ্যে বিশ্বনাথ জ্যেষ্ঠ (১৩)। ইনিই নবদ্বীপের প্রথম রাজা। এইখানেই জ্যেষ্ঠাধিকার প্রবর্ত্তিত হয়। কামদেব পর্য্যন্ত ১২ পুরুষ কেশর গ্রামে অবস্থান করেন।

ক্ষিতীশ-বংশাবলীতে ভট্টনারায়ণ নিজেই ভূস্বামী বলিয়া উল্লিখিত আছেন। বিশ্বনাথের পুত্র (১৪) রামচন্দ্র। (১৫) সুবুদ্ধি। (১৬) কংসারি। (১৭) ত্রিলোচন। (১৮) ষষ্ঠীদাস (১৯) কাশীনাথ। এই সাত পুরুষ কাঁকণী পরগণার জমীদার বা রাজা ছিলেন। কাশীনাথ রাজস্ব অনাদায় হেতু দিল্লীর কারাগারে রুদ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেন।

তৎকালে তাঁহার প[illegible]ী আসন্নপ্রসবা ছিলেন। তিনি বাদসাহ ও নবাবের ভয়ে নিজ [illegible]াস পরিত্যাগ করিয়া বাগুয়ান পরগণার অন্তর্গত আন্দুলিয়ার ভূ[illegible]ধিকারী হরিকৃষ্ণ সমাদ্দারের শরণাপন্ন হয়েন। তিনি তাঁহাকে [illegible]জ তনয়াসদৃশ জ্ঞানে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করি[illegible] কিছুদিন পরেই কাশীনাথ-পত্নী এক পুত্র প্রসব করিলেন। হরিকৃষ্ণ নিতান্ত প্রাচীন ও অপুত্রক হেতু নব প্রসূত কাশীন[illegible] সন্তানকে পরমানন্দের সহিত নিজ সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করিলে[illegible]। তখন তাঁহার নাম রাম হইল। সমাদ্দারের উত্তরাধিকারী [illegible]লেন বলিয়া তাঁহার উপাধি সমাদ্দার এবং তদবধি রাম [illegible]দার নামে প্রসিদ্ধ হইলেন (২০)।

রাম সমাদ্দারের চারি পুত্র—ভবানন্দ, জগদীশ, হরিবল্লভ ও সুবুদ্ধি (২১)। ভবানন্দ জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময় ঢাকার নবাব ইস্মাইল খাঁর নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর, এই চারি সুবার কাননগুই-ভার প্রাপ্ত হয়েন, তজ্জন্য তাঁহার উপাধি মজুমদার হয়। তদুপলক্ষেই তিনি রাজ্য বিস্তার করেন।

ভবানন্দের ভ্রাতা (২১) হরিবল্লভ ফতেপুরে, (২১) জগদীশ কুড়ালীগাছীতে, ও (২১) সুবুদ্ধি পাটিকাবাড়ীতে বাস করেন। ইঁহাদিগের বংশধরগণ ঐ সকল স্থানে বিরাজ করিতেছেন। সুবুদ্ধি-সন্তানের কতক অংশ রাঢ়ী পাড়া, বাদ-তেহট্ট ও বড়গাছী গ্রামে বিস্তৃত হইয়াছেন।

(২১) **ভবানন্দের** তিন পুত্র—গোপাল গোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ (২২)। গোপাল নবদ্বীপের রাজা, **গোবিন্দ দেব দিগম্বরপুরের** জমীদার, শ্রীকৃষ্ণ রাজার বৃত্তিভোগী। (২২) শ্রীকৃষ্ণের সন্ততিবর্গ শ্রীকৃষ্ণপুর, শিবালয়, সন্তোষপুর ও কোঁড়কদী গ্রামে আবাস গ্রহণ করিলে[illegible]

দিগম্বরপুরের জমীদার (২২) গোবিন্দ দেবের তিন পুত্র—রাঘবেন্দ্র, যাদবেন্দ্র ও রাজারাম (২৩)। গোবিন্দ দের গোট-পাড়া গ্রামে গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। বর্গীর হঙ্গাম-ভয়ে দিগম্বরপুরের কাছারী-বাড়ীতে সপরিবারে অবস্থান করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘবেন্দ্র দিগম্বরপুরের বাটীতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। গঙ্গাস্নান ও পর্ব্বাহ উপলক্ষে সময়ে সময়ে গেটপাড়ায় যইতেন। রাঘবেন্দ্রের চারি পুত্র—রামদেব, রামেশ্বর, কৃষ্ণদেব ও হরিদেব (২৪)।

(২৪)-রামদেব-পুত্র রামগোবিন্দ (২৫), পৌত্র কমলাকান্ত, হরপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ ও চণ্ডীপ্রসাদ (২৬)। কমলাকান্তের ধারায় মতিলাল-পুত্র বারাণসী ও জিতেন্দ্রিয় প্রভৃতি ভট্টনারায়ণ হইতে (২৯)। (২৬) হরপ্রসাদের ধারায় কৈলাস ও যদুনাথের পুত্রগণ (২৮)। দুর্গাপ্রসাদের ধারায় কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্র কানাই (২৮)। ভৈরব-সুত উমাশঙ্কর ও নবকুমার (২৭)।

(২৪) কৃষ্ণদেব-প্রমুখ শম্ভুনাথের পৌত্র কৈলাসচন্দ্রের দত্তক ইন্দ্রের সুত (৩০)। দেবীচরণের বংশে গণেশ (২৮), পূর্ণচন্দ্রের দত্তক কমলেশ (২৭)। কামদেব-প্রমুখ ভৈরব-বংশের কিনুর পুত্র ক্ষেত্র (২৯)। হরিদেব প্রমুখ ভবানীশঙ্করের পৌত্র রমেশের পুত্র বিহারী-সুত (২৯)। ১ম পরিশিষ্ট ২৯২—৯৪ পৃঃ।

নবদ্বীপাধিপতির রাজ্যে যে ব্রাহ্মণ রাজদত্ত ব্রহ্মত্র ভূমি প্রাপ্ত হয়েন নাই, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য নহেন। রাজ-জ্ঞাতিগণও সুব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন। রাজ-জ্ঞাতি-প্রদত্ত ব্রহ্মত্র-ভোগী বিপ্রগণও বিশেষ মান্য বটেন। রাজা তাঁহাদিগকেও বি[illegible]ষ সম্মান করিতেন।

নবদ্বীপাধিপতি গো[illegible] (২২)। পুত্রত্রয় রাঘব, রামেশ্বর ও নরেন্দ্র (২৩)। রাঘবের [illegible]ত্র রাজা রুদ্ররাম রায় (২৪)। রুদ্রের সহোদর প্রতাপনার[illegible] রায় (২৪)।

রাজা রুদ্ররাম রায়—[illegible]দসাহ আলমগিরের নিকট হইতে প্রজারঞ্জন-জন্য প্রশংসা স[illegible] রাজাধিরাজ' এই মহা-[illegible] প্রাপ্ত [illegible]ন। তৎসহ কতকগুলি সম্মান-সূচক অনন্য-সাধারণ ক্ষমতাও প্রা[illegible] হয়েন। ইহাঁর পূর্ব্বে কোন বঙ্গীয় ভূপতিই বাদসাহ হইতে [illegible]রূপ সম্মান প্রাপ্ত হয়েন নাই।

অন্য ভূপতিগণ ইহার পরবর্ত্তী বাদসাহের নিকট হইতে ঐরূপ সম্মান লাভ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কেহই এই বংশের ভূপতিগণ অপেক্ষা অতি উচ্চ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন নাই। সম্মানের কারণ কেবল প্রজারঞ্জন।

রাজা রুদ্ররামের দুই পক্ষে দুই পুত্র। প্রথম পক্ষে রামকৃষ্ণ, দ্বিতীয় পক্ষে রামজীবন। (২৫) রামকৃষ্ণের যাদৃশ সদ্‌গুণ ছিল, অসদ্‌গুণও তদপেক্ষা অল্প ছিল না। তথাপি তিনি নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীর উন্নতি-কল্পে অর্থ দিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই চির-স্মরণীয় থাকিবেন। ঐ বৃত্তি নবদ্বীপের কালেক্টার সাহেবের অধীনে আছে। নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে বিদেশীয় ছাত্রগণ ঐ বৃত্তি ভোগ করেন। পিতৃপুরুষের বা নিজের দানের কীর্ত্তন করিলে পুণ্যক্ষয় হয় বলিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে ঐ সম্বন্ধে কোন কথা ঘুণাক্ষরেও কীর্ত্তন করান নাই।

রাজা রামকৃষ্ণ, সহোদর রামজীবনকে [illegible]রের কারাগারে রুদ্ধ করেন। পরে অনুতপ্ত হইয়া একটা অলীক অপবাদ আত্মশিরে বিন্যাসপূর্ব্বক বাদসাহের কারাগারে নীত হইয়া রুদ্ধ হইলেন। ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। রামজীবন কারাগার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নবদ্বীপের রাজা হইয়াই, সমাজসংস্করণে প্রবৃত্ত হয়েন।

রামজীবনের পুত্র রঘুরাম, রা[illegible]রাম, কৃষ্ণরাম ও রাম-গোপাল (২৬)। রঘুরাম-সুত মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজেন্দ্র বাহাদুর অগ্নিহোত্রী ও [illegible]জপেয়ী (২৭)। ইনি তৎ-কালে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরাম কখন [illegible]নগর, কখন বা কৃষ্ণনগরে

থাকিতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় আবাসস্থান শিবনিবাস; কৃষ্ণনগর কাছারীবাটী। রাজধানী শিবনিবাসে রাজাধিরাজের অধিককাল বাস হেতু সমস্ত গুণিগণ ও পণ্ডিতবর্গ তথায় অবস্থান করিতেন। এবং সকলেই রাজদত্ত ভোজ্য পাইতেন। তজ্জন্যই এই প্রবাদ রচিত হয়। যথা—

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ সুরেন্দ্রধরণী মাঝ
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে শশী ঝাঁপ দেয় দুখে
যাঁর যশে হয়ে অভিমানী॥ অন্নদামঙ্গল।

"শিবনিবাসী তুল্য কাশী, ধন্য নদী কঙ্কণা।"

ভবানন্দ-প্রমুখ গোপাল-পুত্র নরেন্দ্রের (২৩) উত্তরাধিকারিবর্গ নবলা, শ্রীনগর, শিমলে, আন্দুলে, দুর্গাপুর ও শালিগ্রামে অবস্থান করেন। রামেশ্বরের (২৩) বংশীয়েরা বেড়ী পলতায় অবস্থান করেন। রাঘ[illegible] দ্বিতীয় পুত্র প্রতাপনারায়ণের সন্ততিগণ বাগোয়ানে যাইয়া আবাস গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথম [illegible]ক্ষে পাঁচ পুত্র, দ্বিতীয় পক্ষে এক পুত্র ইহা পূর্ব্বেই স্থানান্তরে উল্লে[illegible] করা গিয়াছে। শিবচন্দ্র জ্যেষ্ঠ, মধ্যম পুত্র শম্ভুচন্দ্র (২৮)। ইহাঁর পু[illegible] হরধামের রাজা। পঞ্চম পুত্র ঈশান-চন্দ্রের বংশধরগণ শিবনিব[illegible]র রাজা। তৃতীয় ভৈরবচন্দ্রের দৌহিত্র-সন্ততিবর্গ, এবং চতুর্থ ম[illegible]শচন্দ্রের পৌত্রের দৌহিত্র সন্তানবর্গ কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কে [illegible]জ করিতেছেন। শিবচন্দ্রেরসন্তান-গণই (নবদ্বীপাধিপতি) কৃ[illegible]রের রাজা। রাজা গঙ্গেশচন্দ্র হইতে শিবনিবাসের বংশ লোপ [illegible]য়াছে; দৌহিত্র-বংশ আছে।

ভৈরবচন্দ্রের দৌহিত্র বংশে রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর অতি-

প্রসিদ্ধ, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও সদাশয় বলিয়া বিশেষ খ্যাত ছিলেন। ইহাঁর সহোদর কুমারনাথ, কৃষ্ণনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূনকল্প নহেন। বিদ্যা, বিনয়, মর্য্যাদা, সভ্যতা ও ভব্যতা বিষয়ে ইহাঁরা জ্যেষ্ঠের নিকট শিক্ষিত। ইহাঁরা চৈতল চট্ট-বংশাবতংস চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার-সন্তান। এই বংশ শিষ্ট-প্রকৃতি বলিয়া সর্ব্বত্র বিশেষ বিখ্যাত। সামাজিকতায় শ্রেষ্ঠ।

রাজা রামকৃষ্ণের সন্তানবর্গ আশান্নগর (আসন্ননগর) অধিকার করেন। তদবধি রামকৃষ্ণের বংশাবলী আশান্নগর গ্রামেই অবস্থান করিতেছেন।

রামজীবন-প্রমুখ রামগোপালের সন্তানবর্গ কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত শালিগ্রাম দোগাছিয়াতে বাস করিতেছেন। জয়রামপুর ও বাদকুল্লার কেশরকুনীগণ ও ভবানন্দ-বংশের গোবিন্দ দেবের শাখা-প্রশাখামাত্র। এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থলের কেশরগ্রামিবর্গ ভট্টনারায়ণ-সন্ততি বলিয়া পরিচয় দেন। উর্দ্ধতন পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্নগণই ভট্টনারায়ণ-সন্তান বলিয়া পরিচিত।

নবদ্বীপাধিপতির দৌহিত্রগণ রায় [illegible] আখ্যায় অভিহিত হয়েন

মহারাজাধিরাজ—কৃষ্ণচন্দ্রের ধারা ও তদীয় ভাগিনেয় বংশের পরিচয় যথা—

২৭। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথম পক্ষে পাঁচপুত্র। যথা—শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র মহেশচন্দ্র, হরচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র। দ্বিতীয় পক্ষে শম্ভুচন্দ্র ২৮। প্রকৃত পক্ষে শম্ভুচন্দ্র শিবচন্দ্রেরই কনিষ্ঠ। সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যম পুত্র। অন্নদামঙ্গলের লিখন যথা—

দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুইপক্ষ সদাজ্যোৎস্নাময় ॥ ৫ ॥
প্রথম পক্ষেতে পাঁচ কুমার সৃজন।
পঞ্চদেহে পঞ্চমুখ হৈলা পঞ্চানন ॥ ৬ ॥
প্রথম সাক্ষাৎ শিব শিব চন্দ্র রায়।
দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র ভৈরবের প্রায় ॥ ৭ ॥
তৃতীয় হরচন্দ্র হর অবতার।
চতুর্থ মহেশ চন্দ্র মহেশ আকার ॥ ৮ ॥
পঞ্চম ঈশান চন্দ্র তুলা দিতে নাই।
ফুলের মুখুটী জয় গোপাল জামাই ॥ ৯ ॥
দ্বিতীয় পক্ষের যুবরাজ রাজ কায়।
মধ্যম কুমার খ্যাত শম্ভুচন্দ্র রায় ॥ ১০ ॥

শিবচন্দ্র স্বয়ং এবং শিবচন্দ্রের ধারা—নবদ্বীপাধিপতি, রাজেশ্বর। শম্ভুচন্দ্রাদি পাঁচপুত্র বৃত্তি ভোগী।

শম্ভুচন্দ্র হরধামের রাজা। (আনন্দধাম সুখাবাসস্থান) তাঁহার এক প্রপৌত্রের সন্তান [illegible]পাল চন্দ্র। তদীয় দৌহিত্র ৺ খেলারাম মুখোপাধ্যায়। পুত্র ভূপে[illegible] প্রভৃতি ৪ জন। শিমহাট গ্রাম, বাসী। আধুনিক অবস্থান স্থান

ভৈরবচন্দ্রের তিনকন্যা। [illegible]নগর চাঁদ সড়ক রাজবাটীর দীঘীর পশ্চিম তটে দৌহিত্র সন্ততি [illegible] বাস। প্রথমাকন্যার স্বামীর নাম গিরিজা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় [illegible]ধর ঠাকুর সন্তান। বকিম গাছীর গুরুভট্টাচার্য্য দৌহিত্র। [illegible] ১ম পরিশিষ্ট ৬৯ পৃঃ দেখ। জ্যোতিঃপ্রসাদ সুত অনন্তপ্রস[illegible] [illegible] ৩৭।

মধ্যমা কন্যার স্বামীর না[illegible] তারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চৈতন্যচন্দ্র শেখর বিদ্যালঙ্কার সন্ততি। [illegible]শাবলী১ম পরিশিষ্ট ২৩৮ পৃঃ।

কনিষ্ঠার স্বামী—মুং ফুং শ্রীধরঠাকুর সন্তান। পুত্রের নাম কমলাকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত। লক্ষ্মী দৌহিত্র সাগরদিয়াবন্দ্য জীবনকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ ও (কেদারকৃষ্ণরায় বিষ্ণুপুরে অবস্থিত)। কমলাকান্ত রায়ের পুত্র পীতাম্বর (পৌত্র দত্তক জ্যোতির্ভূষণ)। কমলাকান্তের দৌহিত্র (১ম কন্যায়) শরৎ গোপাল বন্দ্যো। (২য় কন্যার) সুপ্রসন্ন বন্দ্যো। কুসুমপুরে তৃতীয়া কন্যার পুত্র ছয়জন যথা বন্দ্যো লাল মোহন ও মুরারি প্রভৃতি। আর এক কন্যার ধারায় সুশীল গঙ্গোপাধ্যায় চাঁদ সড়ক।

২৮। মহেশচন্দ্র শিবনিবাসের রাজা (১ম পরিশিষ্ট ৩৭২ পৃঃ) (এই স্থানই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী ও মনো রঞ্জন কারী নিব সতি স্থান।) পুত্র নৃসিংহচন্দ্র ও উমেশচন্দ্র ২৯। প্রথম নিঃসন্তান। উমেশ সুত গণেশ চন্দ্র, কালীকেশ চন্দ্র ও মথুরেশচন্দ্র ৩০। গণেশের কন্যা শ্রীমতী কামেশী দেবী ইহার পুত্রের নাম নিশানাথ ও লোকনাথ; স্বামীর নাম কুমারনাথ রায় (চৈতল চন্দ্রশেখর সন্তান) বংশাবলী ১ম পরিশিষ্ট ২৩৮ পৃঃ দেখ। নিশানাথের অপর পুত্রের নাম কালীনাথ। পর্য্যায় ৩০।

২৮ রাজা মহেশচন্দ্রের কন্যা ভবসু[illegible]রী দেবী। স্বামী শ্রীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মুং ফুং বলরাম ঠাকুর[illegible]মুখ জয়রামের ধারা। (১ম পরিশিষ্ট ৮৬ পৃঃ) শ্রীপ্রসাদের দুই পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ শ্রীকুমার রায়। কনিষ্ঠ বিষ্ণুকুমার। [illegible]ঃসান। শ্রীকুমারের ছয় পুত্র যথা—জয়পতি, উষাপতি, ত্রিলোক[illegible]পতি, গিরিজাপতি ও কমলা পতি রায়। একজনের নাম —

জয়পতির পুত্রের নাম কেদারনাথ পৌত্রদ্বয়ের নাম অজ্ঞাত। উষাপতির তিনপুত্র যথা বিশ্বেশ্বর, [illegible]রেশ্বর ও কনিষ্ঠ নকুলেশ্বর।

ইহার অতুল গোপাল ও সুরেশ্বর প্রভৃতি ৬পুত্র। তন্মধ্যে সুরেশ্বরের পুত্র অমূল্য চন্দ্র। কনিষ্ঠ নকুলেশ্বরের সুধীর প্রভৃতি তিনপুত্র।

ত্রিলোক পতি রায়ের চারিপুত্র। জ্যেষ্ঠ কামাখ্যানাথ রায় ইহার পুত্রদ্বয়ের নাম অজ্ঞাত। মধ্যম বিপিন বিহারী রায় ইহার পুত্রদ্বয়। রামগোপাল ও হরি গোপাল।

শ্রীযুক্ত গিরিজা পতি রায়ের বসন্ত কুমার প্রভৃতি নয়টী পুত্র

শ্রীযুক্ত কমলা পতি রায়ের পুত্রের নাম শিবদাস।

শ্রীকুমার মহেশচন্দ্রের দৌহিত্র ইহার সহোদরা হরমোহিণীদেবী রাজ দৌহিত্রী। ইহাঁর দুই পুত্র রুদ্রেশ্বর ও জগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। রুদ্র অপুত্রক। জগদীশ্বরের পুত্র ত্রয় যথা কালীপদ, কালীবর ও কালীজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবনিবাসের রাজ বাটীর মধ্যেই অবস্থিতির স্থান। কালীপদ বন্দোপাধায় জলপাইগুড়ীর উকীল। কালীবর ডাক্তার। ইহারা রুদ্ররাম চক্রবর্তীর ধারা।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথম পত্নীর কন্যার দুই পুত্র ও এক কন্যা। গঙ্গাকান্ত ও নীলকান্ত। মুং ফুং ব্রহ্মণ্য রাজ ব্রহ্মতের ধারায়। [illegible]কান্তের পুত্রের নাম শ্যামানন্দ, সারদা নন্দ ও সুখানন্দ। রায় [illegible]পাধিভূষিত।

গঙ্গাকান্তের কন্যার পু[illegible]র নাম রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পুত্রে মাধবচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র বং শা[illegible] রামেশ্বর চক্রবর্তীর ধারা। কৃষ্ণচন্দ্র মেদিনীপুরের নাড়াজোলের [illegible] রাজার সহকারী ম্যানাজার। শ্যামানন্দের ধারায়—গঙ্গাকান্তে[illegible] প্রপৌত্র সনৎকুমার রায়। সারদা নন্দের ধারায় গঙ্গাকান্তের [illegible] রামাচরণ প্রভৃতি তিনজন।

মহারাজ শম্ভুচন্দ্রের ভা[illegible]নেয়—যজ্ঞভদ্র রায়। এবং তদীয় দৌহিত্র জ্ঞান পতি বন্দ্যোপা[illegible]্যায়। শিব নিবাস বাসী। মহারাজ

শিবচন্দ্রাদির ভাগিনেয়ের পৌত্র হরধামের মধুসূদন মুখোপাধ্যায় (রায়)। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ভাগিনেয় সদাশিব রায়। তৎপুত্র (দত্তক) শ্যামাকান্ত ও দেবীকান্ত. চৈতল চট্টোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর বংশীয়। শ্যামাকান্তের বংশ ধ্বংস। দেবীকান্তের পুত্র অনাথ্যা কান্ত ও ত্রিগুণাকান্ত। অনাথ্যা সুত (পঞ্চানন) সুরেন্দ্র ও অভিলাষ রায়। ত্রিগুণা কান্তের দুই পৌত্র ভক্তহরি ও বৃন্দাবন রায়। শিবনিবাস। এক্ষণে নিঃস্ব অবস্থায় স্ববৃত্তিকারী।

মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভাগিণেয় চন্দ্রশেখর রায়। ইহাঁর দত্তক পুত্র দুর্গানন্দ রায়। তাঁহার দুই পুত্র উমানন্দ ও ত্রিপুরানন্দ রায় (মুখোপাধ্যায়)। উমানন্দ পুত্র অভয়ানন্দ ও কুমারনন্দ। অভয়ানন্দের পুত্র জগদানন্দ ও সুধানন্দ প্রভৃতি ও কুমার নন্দের পুত্র ললিতানন্দ প্রভৃতি। কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক।

চন্দ্রশেখর রায়ের দুই কন্যা। এক কন্যার পুত্রদ্বয় যথা—রামচন্দ্র ও ভবচন্দ্র বংসাং রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর ধারা, রামচন্দ্রের পুত্র দুখীরাম, পৌত্র নবীন ও ঋষি। ভবচন্দ্রের পুত্র গঙ্গেশ, যোগেশ ও বামন চন্দ্র। গঙ্গেশ নিঃসন্তান। যোগেশের দুই পুত্র-ভবেশ ও দিনেশ। ভবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত এম্ এ, Oriantal scolar.। বামনচন্দ্রপত্র কুমারীশ

কাশ্যপকাঞ্জারী পাল্টা [illegible] স্বভাবেস্থিত।

যশোহর-কাশীপুর [illegible] [illegible] চট্টোপাধ্যায়

এই পুস্তকের ৪৪৮পৃঃ [illegible] [illegible] ১মপরিশিষ্ট ২২৮ পৃষ্ঠ।

কৃষ্ণ বল্লভ এবং কৃষ্ণ [illegible] [illegible] ২০ পর্য্যায়।

কৃষ্ণবল্লভ সুত রাম বল্লভ, রাম [illegible] রাম গোবিন্দ ২১। রাম

বল্লভ সুত রামানন্দ ২২। তৎসুত রামরত্ন, রামনিধি, গোকুল-চাঁদ, হৃদয়রাম, রাজকিশোর, তিলকচন্দ্র ও কেবলকৃষ্ণ ২৪। চংধং রামনিধি সুত হরমোহন, কৃষ্ণমোহন, নীলমণি, গৌর-মোহন ও ব্রজ মোহন ২৫। হরমোহন সুত মহেশচন্দ্র নবীন চন্দ্র, প্রসন্নচন্দ্র, ২৬। মহেশ সুত উমেশ ২৭। তৎপুত্র হেমচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, কুমারীশচন্দ্র ও লাল গোপাল ২৮। নবীন সুত ভুবন মোহন, চন্দ্র মোহন, রাজ মোহন, লাল মোহন, ললিত মোহন, বিহারী লাল চট্টোধ্যায় (মুনসেফ), কুঞ্জলাল এবং মণিলাল ২৭। বিহারীসুত যোগেন্দ্র, হরেন্দ্র, দাশরথি চট্টোপাধ্যায় B, L. Dy. Magistrate. চুঁচড়ার শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোর জামাতা ২৮। চন্দ্র মোহন সুত নলিনীমোহন ২৮। ২৫ গৌরমোহন সুত অভয়াচরণ, কালীচরণ, দুর্গাচরণ (হিরণ্যগর্ভ যজ্ঞ কর্ত্তা) ২৬ অভয়া সুত সীতা-নাথ, চন্দ্রনাথ, শ্রীশচন্দ্র ও দ্বারকানাথ ২৭ (Pleader Khulna)। কালীচরণ সু: শরৎ (ভঙ্গ), প্রতাপ ২৭। প্রতাপ সুত প্রমথ ২৮ (ইনি চুচুঁড়ার শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোর জামাতা)।

(২৪) কেবলকৃষ্ণ সু: রামচাঁদ, কালিদাস, গঙ্গাদাস, কৃষ্ণচন্দ্র ও মধুসূদন ২৫। রামচাঁ সুত উমাচরণ (ভঙ্গ) ও শ্যামাচরণ ২৬। কালিদাস সুত শীতল, [illegible]র, প্যারিমোহন, মদন, তারক ও ভুবন ২৬। শীতল সুত [illegible]লাল ও হর লাল ২৭।

(২১) রামনাথ সুত [illegible]যোধ্যারাম, চন্দ্রনারায়ণ ও কৃষ্ণ-চন্দ্র ২২। অযোধ্যানাথ সু: রামলোচন ও রামমোহন ২৩। রামলোচন সুত ভৈরব, [illegible]নাথ, দুর্গাচরণ, ভবাণীচরণ, কালীচরণ, বৈদ্যনাথ (ভঙ্গ) কৃষ্ণকান্ত ও তারিণীচরণ ২৪। ভৈরব সুত গোলোক, রাম[illegible] ও নিমাই ২৫। গোলক সুত

শ্যামা চরণ ২৬। রামতনু সুত প্রসন্ন ২৬। (বৈদ্যনাথ ভঙ্গ ২৪)

কৃষ্ণকান্ত সুত মোহন, কানাই, অভয়, গোবিন্দ, গুরুদাস ২৫। কানাই সুত রজনীকান্ত, উমাকান্ত, পার্ব্বতী, নীলরতন ২৬। রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় Late Dy. Magistrate পুত্র শরৎ ও (হেমচন্দ্র Dy. Magistrane) ২৭। উমাকান্ত সুত রেবতী ২৭।

(২৩) রামমোহন সুত কাশীনাথ, যুগল, কীর্ত্তিনারায়ণ রাধানাথ, স্বর্গনারায়ণ, গদাধর, গোপীনাথ, নীলাম্বর ২৪। কাশীনাথ সুত আনন্দ, হরনাথ, শ্রীনাথ ২৫। হরনাথ সুত রজনীনাথ, তারকনাথ ও মথুরা নাথ ২৬। তারক সুত বিধু, বলরাম, আশু ও প্রিয়নাথ ২৭।

(যুগল সুত আনন্দ ভঙ্গ), রামকিশোর, বলরাম ২৫। আনন্দ সুত চন্দ্রকান্ত, পার্ব্বতী, মহানন্দ, করুণাকান্ত, কৈলাশচন্দ্র ও জানকী ২৬। স্বকৃতভঙ্গের পুত্র চন্দ্রকান্ত সুত দ্বারকা নাথ ও বসন্ত (ভঙ্গকুল) ২৭। মহানন্দ সুত হরানন্দ, জগদানন্দ মহেন্দ্র, রসরাজ (ভঙ্গকুল ২৭।) কাশীপুর জিলা যশোহর।

কুলাচার্য্য শ্রীঅক্ষয় কুমার তর্কভূষণ প্রদত্ত। ইচ্ছাপুর—ঢাকা।

মুং ফুং নীলকণ্ঠ সুত রামেশ্বর মুখ বিশ্বেশ্বরের ধারা।

মুং ফুং নীলকণ্ঠ ঠাকুর ২৬। রামেশ্বর ২৭। তৎপুত্র বিশ্বেশ্বর ২৮। পুত্র কেশব ২৯। লক্ষ্মণ, শোভারাম ও কৃষ্ণরাম ৩০। ১১৬৬সাল লক্ষ্মণ দিনাজপুরের কাছে জমীর দেওয়ানী গ্রহণ করেন। লক্ষ্মণ পুত্র গঙ্গারাম, কৃপারাম ও অভয়রাম। ৩১। ৩০ রামরাম

পুত্র দর্পনারায়ণ ৩১। কৃষ্ণরাম পুত্র ভবানীচরণ, শিবচন্দ্র, (স্বকৃত ভঙ্গ) কালীপ্রসাদ, (নীলমণ স্বকৃত ভঙ্গ) ৩২।

৩১ ভবানী চরণ পুত্র শ্যামাচরণ ও দুর্গাচরণ ৩২। শ্যামাচরণ পুত্র রামকালী ৩৩। দুর্গাচরণ পুত্র কাত্তিক ও অন্নদা। ৩৩। শিবচন্দ্র পুত্র কালীকিঙ্কর ও নবকুমার—৩২

৩১ কালী প্রসাদ পুত্র রাধানাথ (স্বয়ং ভঙ্গ) পুত্র গোপাল চন্দ্র ৩২ (Inspector of Police Roy Bahadur)

৩১ নীলমণি পুত্র লালমোহন, কিশোরী মোহন ও গৌর মোহন। ৩২। লালমোহন সুত রমেশ ৩৩।

৩২ কিশোরী মোহন সুত মধুসূদন ৩৩। বেলগড়ে নিবাসী। মধুসূদন সুত কৈলাস ও রামদাস (কৈলাস সব জজ ছিলেন) ইনি বেলগড়িয়া গ্রামে সাধারণের হি·ার্থে হাঁসপাতাল (অর্থাৎ চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহার তত্ত্বধান কার্য্য গবর্ণমেণ্টের হাতে। নদিয়ার কালেক্টারীতে অনেক টাকা জমা দেওয়া আছে। তাহার শুদে চলে।

৩২ গৌর মোহন পুত্র চন্দ্র কান্ত ৩৩।

৩১ গঙ্গারাম তৎপুত্র কালীপদ ৩২। তৎপুত্র যদুনাথ ৩৩। তৎপুত্র গণেশচন্দ্র কলিকাতা—পুলীশ কোর্টের উকীল। ৩১। কৃপারাম সুত কালিদাস উকীল ছিলেন। ৩২ কালিদাস পুত্র কান্তিচন্দ্র ৩৩। ইনি Ex [illegible] Assistant Commeessioner of Assam ছিলেন।

৩১ রঘুরাম পুত্র ঈশান [illegible] ।৩২। ঈশান পুত্র বিহারী ৩৩ (নবকুমারের কন্যা চি[illegible]

৩১ রাম রাম পুত্র দর্পন[illegible] ।৩২। পৌত্র রাধানাথ ৩৩। তৎপুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ ৩৪।

বাঁকুড়া রামপুরবাসী কশ্যপ শিমলায়ী বংশ।

কাশ্যপ গোত্র শিমলায়ী বংশ। এইবংশ কোন জিলাতেই দুষ্প্রাপ্য নহে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে শিমলায়ী সিদ্ধ শ্রোত্রিয়গণ অনেক স্থলেই বিশিষ্ট সৎক্রিয়ান্বিত ও কুলকার্য্যে সুপ্রসিদ্ধ এবং গোষ্ঠীপতি বলিয়া সমাজে বিশেষ মান্য হইয়াও পূর্ব্ব পিতামহগণের ধারাবাহিক বংশাবলী রক্ষা করেন নাই। বংশাবলী না রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর দেন। জ্ঞাতি ও দায়াদগণের সহিত বিবাদ হেতু একজন অন্যকে বঞ্চনা করিয়া নিদর্শন পত্র ধ্বংস করিয়া থাকেন, তাহাতেই বংশাবলীর তালিকা সহজে বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রকৃত বংশাবলী থাকা প্রতারক ধূর্ত্ত ও নষ্টমতি লোকের চক্ষু শূল; ২য় অনেক সময় তে রাজ্যেশ্বরের অত্যাচার এবং নিজ অনবধানতা হেতু কীট পতঙ্গ ও কাল কবল হইতে উহা রক্ষা করা ও সুকঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। সে যাহা হউক এক্ষণ অন্যান্য অনেক অন্তরায় সত্বেও ইতিপূর্ব্বে অনেক শ্রোত্রিয় অশৌচ গ্রহণ হেতুই স্বকীয় গৃহস্থের সংসারে একটী একটী ধারাবাহিক বংশাবলী লিখিয়া রাখিতেন। কিন্তু আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও স[...]য় শ্রোত্রিয়ের বংশাবলী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলাম না। [...]হাই বিশেষ পরিতাপের বিষয় ও দুঃখজনক।

এখানে পশ্চিম রাঢ়ের বাণকুণ্ডা[...] [...]াম পুরের মিশ্র উপাধিতে প্রসিদ্ধ শিমলায়ীগণের দশপুরুষের ব[...] লিখিত হইল। যথা-

ইহারা কহেন ইহাঁদিগের [...]ালয়স্থ ৺ রঘুনাথ বিগ্রহ ১৫৬১শকে উৎকল শ্রেণীর এক[...] নাম মানশাহ পাণ্ডা কর্ত্তৃক রামপুরে আনীত হয়েন। এবং [...]পুরের তদানীন্তন ভূপতি

রঘুনাথ সিংহ প্রদত্ত দেবোত্তর স্বরূপ রামপুর গ্রাম ও অন্যান্য ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন। মান সাহ পাণ্ডা নিঃসন্তান হেতু তদীয় গুরুদেব কাশ্যপ শিমলায়া জিতরাম মিশ্রকে শ্রীরঘুনাথ বিগ্রহ এবং রামপুরাদি সমস্ত ভূসম্পত্তি প্রদান করেন।

ইঁহার রামপুরে আবাস গ্রহণের কাল ১৬৫২ শক।

রামপুরের মিশ্রবংশের আদি পুরুষ (১) জিতারাম মিশ্র। পুত্র কেবল রাম ২। পৌত্র বৈকুণ্ঠরাম ৩। প্রপৌত্র শোভারাম ৪। বৃদ্ধ প্রপৌত্র মাণিক রাম ৫। তাঁহার তিন পুত্র কার্ত্তিকরাম, সীতারাম ও মধুসূদন ৬। কার্ত্তিক সুত রামধন ও অনন্ত ৭। মধুসূদন সুত অম্বিকা চরণ ৭। সীতারাম নিঃসন্তান।

৭। রামধন মিশ্র সুত দ্বারকানাথ, ব্রজনাথ, ও ভোলানাথ ৮। দ্বারকানাথেরপুত্র জানকী নাথ ৯। ব্রজনাথ সুত অমর-পদ ও বিষ্ণু পদ ৯। ভোলানাথ মিশ্র সুত রামগোপাল ৯। ৭ অনন্ত। পুত্র মহেন্দ্র ৮। পৌত্র কৃষ্ণগোপাল ও নবগোপাল ৯। ৮ অম্বিকাচরণ পুত্র গদাধর, অক্ষয়, রামনাথ ও আশুতোষ ৯। গদাধর সুত জগদ্বন্ধু ১০

বাঁকুড়া ময়নাপুরে মুং ফু[illegible]তি ঠাকুরের বংশ। যথা—

শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যা[illegible] জ্যোতিশ্চন্দ্র পৌত্র রাখাল রাজ। এই রাখালরাজ রামপুরের [illegible]রকানাথ মিশ্রের দৌহিত্র। সূর্য্য-নারায়ণ সুত ভূপতি, গণপ[illegible] ও পার্ব্বতী মুখোপাধ্যায়

মহেন্দ্রনারায়ণ পুত্র কি[illegible] মোহন, হরি মোহন ও প্যারী-মোহন মুখোপাধ্যায়। সুরেন্[illegible]য়ণ সুত জগচ্চন্দ্র, রামনাথ সতী পতি, পশুপতি ও উমানাথ মু[illegible]পাধ্যায়। প্রসঙ্গত বাঁকুড়া জিলায় শ্রীধর ঠাকুরের ধ[illegible]র নির্দ্দেশ করা যায় যথা—ক্রোড়

পত্রের ১০১পৃ। ৩১। শম্ভুর পুত্র রামচন্দ্র ৩২। অপর পুত্র গোলোক নাথ ৩২। জামকুণ্ডা মাতুলালয়ে অবস্থিত। উঁদা-গ্রামের রাম মোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার সঙ্গে বিবাহ। পুত্র তারা চাঁদ, গঙ্গানারায়ণ, গুরু-চরণ ও রামধন ৩৩। রামধন সুত শ্রীপতি মুখো ও যুগল কিশোর ৩৪।

শ্রীপতি বিষ্ণুপুরের মুন্সেফ কোর্ট, সগোল জামতাড়ার পুলীশ সব ইন্‌পেক্টর।

বিষ্ণুপুর অঞ্চলের লোক পরম্পরার জন শ্রুতি দ্বারা পূর্ব্ব কালীন গ্রামের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

কাঁকিলা (মণিপুর) প্রাচীন কঙ্কগ্রাম দ্বারকেশ্বর নদীতটে। বিষ্ণুপুর হইতে দুই ক্রোশ। ব্যবধান মাল।

কুলীন, শ্রোত্রিয় ও বংশজের উচ্চ নীচত্ব

দেখ কুলীন শ্রোত্রিয় বংশজ এ তিন।
কার্য্যতঃ পৃথক্ আছে নহে [illegible]অভিন্ন ॥ ১ ॥
কুলীন দেবতা তুল্য আপ[illegible]ায়ারণ।
স্থান ভ্রষ্ট হো'লে তার [illegible] পতন ॥ ২ ॥
শ্রোত্রিয় স্পর্শমণি সদা [illegible]কে সমান।
ক্ষয় বৃদ্ধি রহিত সুমেরু [illegible]র্ণ স্থান ॥ ৩ ॥
বংশজ নষ্ট দুষ্ট ভুজঙ্গ[illegible] বিষ তু।
কুলনাশক শত্রু তাদে[illegible] সিদ্ধিয়ন্ত ॥ ৪ ॥
তার কন্যা পরিগ্রহে কুল হয় চূর্ণ।
কুলীন হতবুদ্ধি পাপে [illegible]য়েন পূর্ণ ॥ ৫ ॥

স্বকৃত অসির ধারে কাটে না কি মাথা।
তেমনি নিজ পাপে স্বকৃত ভঙ্গ কথা ॥ ৬ ॥
শ্রোত্রিয় স্পর্শমাণ শুন সে বিবরণ।
বংশজ কন্যা, কুলীন-কুল করে হরণ ॥ ৭ ॥
সেইত শ্রোত্রিয় দারা হোলেত উজ্জল।
আর না, সে, গর্ভজা মাতৃ দোষে কল্লোল ॥ ৮ ॥
সে কন্যা কুললক্ষ্মী শ্রোত্রিয় পুত্রী বলি।
দুষ্ট কুলে শুদ্ধতা মামাশ্বশুরে গালি ॥ ৯ ॥
পঞ্চানন নুলোকয় বিভাব্যবহারে।
উচ্চনীচ কাজে হয় দেখ ত্রিসংসারে ॥ ১০ ॥
নীচ হতে উচ্চবিদ্যা স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলে।
প্রথমা গ্রাহ্যা অন্যা কুলীনের প্রতি কূলে ॥ ১১ ॥
বংশজ কন্যা কি রত্ন? শুদ্ধ কি সে ধূলে।
শ্রোত্রিয় স্পর্শমণি ভস্তাব তারে ছুঁলে ॥ ১২ ॥
চুম্বক স্বতঃ লৌহ টানে আপনার গুণে!
শ্রোত্রিয় [illegible] তথা কর্ষে সুবৃত্তি গুণে ॥ ১৩ ॥

কুলাচার্য্য বংশীবদ[illegible] বিদ্যারত্ন প্রদত্ত। গোষ্ঠীকথা।

রাঢ়ীয়া বিপ্রা দ্বিবিধা[illegible] : কুলীনাঃ শ্রোত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
শ্রোত্রিয়া[illegible] ।ঃ কুলীনা দেবতা স্বয়ং ॥
আধারাধেয়সম্বন্ধে[illegible] । শুবকঃ খলু।
কুলক্ষয়েনাপশ্রৌ[illegible] [illegible]ক্ষীরকঃ ॥
কন্যানাং গ্রহণেচৈ[illegible] । তথৈবতু।
পরিবর্ত্তো বিধিঃ ক[illegible]্যঃ কুলীনৈঃ শ্রোত্রিয়ৈঃসহ
শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দে[illegible] । কুলীনো নিষ্কুলো ভবেৎ।

এতত্তু কন্যকানাং হি পরিবর্ত্তৈর্বিনাস্মৃতং।*
হেয়ত্বে বংশজানাং হি পরিগ্রহো নিষিদ্ধকঃ।
স্পর্শমণির্যথা শুদ্ধঃ ক্ষয়বৃদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ।
হেতৈঃ সম পবিত্রশ্চ সর্ব্বত্র শ্রোত্রিয়ঃশুচিঃ।
কুলীনৈঃ শ্রোত্রিয়া কন্যা দারত্বে গৃহ্যতে সদা।
তেষাং কুলেচ যে দারা তৎসমা ইতি তে স্মৃতাঃ।
বংশজা সম্ভবা কন্যা কৌলীন্যেহি প্রদূষ্যতে।
কিন্ত্বাসাং শ্রোত্রিয়ত্বে গ্রহণং ন নিন্দ্যতে॥
যত স্ততঃ প্রগৃহ্যন্তে শ্রোত্রিয়ৈঃ কন্যকাঃ শুভাঃ।
ন তত্র বিদ্যতে কশ্চিৎ দোষঃ শ্রোত্রদ্বিজন্মনাম্॥
বংশজানাংহি দৌহিত্রী শ্রোত্রিয়া সম্ভবা যদি।
তদা দোষ বিনির্মুক্তা কৌলীন্যেচ প্রগৃহ্যতে॥
কুলীন ভর্ত্তৃকা ভূত্বা কৌলীন্যং পরিরক্ষতি।
হরিমিশ্র ধৃত এড়ুমিশ্রের নির্দ্দোষ কারিকা॥ বংশীবদন।

মৈমনসিংহ জিলা কাটিহালী [illegible]াকড়াশী।

সম্বন্ধনির্ণয় ক্রোড়পত্র ৪০ পৃঃ হইতে [illegible] পৃঃ পর্য্যন্ত।

ভ্রম সংশোধন। পূর্ণানন্দ গিরির [illegible] রংপুর জিলার নাউ-ডাঙ্গা গ্রাম নহে। তিনি খৃঃ ১৪শ [illegible]ব্দীর শেষ ভাগে মৈমনসিংহ জিলার কাটীহালীগ্রামে জন্ম [illegible]হণ করেন। তৎকালের

---

* দেবীবরের সময়ে এই পরিবর্ত্ত [illegible]প হয়। তখন নব গুণের শান্তি হলে কুলীনে কুলীনে পরিবর্ত্তই "[illegible]" হয়। শ্রোত্রিয়ের সঙ্গে কুশময়ী কন্যার আদান প্রদান মাত্র বাচনিক হইত। [illegible]ই প্রথা এখন ও বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলের কারণ অর্থাৎ বর কন্যার পক্ষে বাচ[illegible] সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক উভয় কুলের সামঞ্জস্য হয়। এবং ঐ কুশময়ীকন্যা [illegible]পাত্র জলপূর্ণ হাঁড়ীতে রক্ষিত হয়।

পাকড়াশী · নন্দীশ্বর ও রত্নেশ্বর স্বস্থান (কাটিহালী) পরিত্যাগী উত্তর দেশ নাউডাঙ্গা বাসী। জিলা রংপুর।

পরমহংস—নাম জগদানন্দ ভট্টাচার্য্য। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পুস্তক বিষ্ণুপুরাণে যে শ্লোক আছে তদ্দ্বারা ইহা প্রমাণ হয়, যে উহা ১৪৪৮ শকের লেখা—যথা—

শাকে নাগাব্ধি বেদৌষধিপতি সহিতে বাসরে ভূসুতস্য
একাদশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে সরসিজনয়নং বাসুদেবং প্রণম্য।
পুণ্যাং বিষ্ণোশ্চরিত্রং প্রথিতমনুপদং যত্নতো * ধীমান্
চৈত্রে শ্রীমান্ পুরাণম্বিদমিহ জগদানন্দশর্ম্মা লিলেখ॥

ক্রোড়পত্র ৫২ পৃঃ ভ্রমসংশোধন।

পূর্ণানন্দ গিরির সন্তান মধ্যে কেহই কোঁচ বিহার মহারাজের মন্ত্রী বা সভাসদের পদে অভিষিক্ত হয়েন নাই। পূর্ণানন্দের সন্ততির নন্দীশ্বর ও রত্নেশ্বর স্বস্থানভ্রষ্ট। অন্য কেহই উত্তর দেশে আগমন করেন নাই। তাঁহারা মৈমন সিংহের কাটীহালী বাসী। পূর্ণানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র মথুরেশ শিরোমণি মৈমনসিংহের ডোহা খালি নিবাসী। ২য় পুত্র রামেশ্বর সন্ততি কাটী হালীর নহাটা এবং বিয়াড় গ্রাম নিবাসী এবং নশিরে জিয়াল পরগণার রাজ প[illegible]। লেখক রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, পূর্ণানন্দ গিরির [illegible]। [illegible] সিদ্ধান্ত বাচস্পতি সন্ততি শ্রীহরকিশোর ভট্টাচার্য্য। উক্ত [illegible] বাচস্পতি মহাশয়ের স্বকৃত তত্ত্ব দীপিকা নামক গ্রন্থে লি[illegible]আছে। যথা—

মথুরেশস্য পৌত্রো [illegible] রামেশ্বরস্য সূনুনা।
হরিরামেণ ধীরে[illegible] ক্রিয়তে তত্ত্ব দীপিকা॥

এই ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠী, (পাকড়াশীগণ) কহেন তাহাদের নসিরেজিয়াল পরগণায় রাজ পণ্ডিত পদের ব্র.হ্মাত্তর প্রাপ্তি সনন্দ, অদ্যাপি ইহাদিগের ঘরে সুরক্ষিত আছে।

প্রত্ন-তত্ত্বে ঐতিহাসিক রহস্যে পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংস বিশেষ প্রসিদ্ধ। তৎকৃত শ্যামা'রহস্য, শাক্তক্রম, শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণি, তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী, যোগ চিন্তামণি প্রভৃতি তত্ত্ব গ্রন্থ যিনি একবার পাঠ করিয়াছেন, তিনিই গ্রন্থ প্রণেতা পরমহংস মহাপুরুষ পূর্ণানন্দ গিরির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বঙ্গ দেশের বিদ্বৎকুলের মধ্যে এতাদৃশ মহামহিমান্বিত ভাবুক মহাত্মা ব্যক্তি যে জিলা মৈমনসিংহের কাটীহালী গ্রামে বাস পূর্ব্বক ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ছিলেন ইহাই আশ্চর্য্য। এখন যে মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে সে ভস্ম তিরোহিত হইল। সুতরাং রংপুরের নাউডাঙ্গার পাকড়াশী গোষ্ঠী তাঁহার দোহায় দিতে কখনই বঞ্চিত হইতে পারেন না। নাউডাঙ্গার উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ও রেবতী নন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নন্দীশ্বর ও রত্নেশ্বরের অধস্তন বংশাবলীর একতম।

লেখক শ্রীহরিকিশোর দেবশর্ম্মা ভট্টাচার্য্য।

বল্লভী মেল দুর্গাবর [illegible]সন্তান।

১ম পরিশিষ্ট ১১৫ পৃঃ শিব হইতে [illegible]ক্তির পরে পাঠকর—

রত্নেশ্বর ৩০। পুত্র [illegible] ৩১। পৌত্র রামমোহন ও তিলক চন্দ্র ৩২। তিলক [illegible]চক্রবর্ত্তী প্রসাদ ৩৩। তৎপুত্র পঞ্চানন ৩৪। ইহার পুত্র [illegible], প্রিয়নাথ, কেদারনাথ নলিনী নাথ ও অঘোর নাথ ৩৫। [illegible]প্রিয় নাথ সুত নাম অজ্ঞাত ৩৬। সাং শান্তিপুর—এবং বগুড়া ডিঃ [illegible] বীরগ্রাম।

মুং বিং খড়দা যোগেশ্বর প্রমুখ পূর্ণানন্দের ধারা :

১ম পরিশিষ্ট ১৫১—১৫২পৃঃ মধুসূদনের ধারা২৫। শশিভূষণ মুখো ৩১। পুত্র বিধুভূষণ, সুরেন্দ্র মোহন, প্রমথভূষণ, মন্মথভূষণ ৩২। বিধুভূষণ সুত অবনীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণ ৩৩। এবং সুং চন্দ্রমোহন সুত যতীন্দ্র মোহন ৩৩। ধর্ম্মদহ নিবাসী তুষভাণ্ডার। মাতামহাশ্রয়।

ঐ ১৫১ পৃঃ রামহরি সুত কৃষ্ণকিশোর ২৯। পৌত্র চন্দ্র মোহন ৩০ প্রপৌত্র বিহারী ৩১। বৃদ্ধ প্রপৌত্র যামিনী ও চণ্ডী ৩২। ১৫২ পৃঃ ধর্ম্মদহের—কৃষ্ণধনের ধারায় নীলমাধবের পুত্র ক্ষিতীশ সুত শ্রীসুধাংশুভূষণ ও শ্রীসীতাংশুভূষণ ৩৩।

মুং ফুং শিবাচার্য্য বংশে রত্নেশ্বর প্রমুখ রঘুনন্দনের ধারার এক দেশ।

৩৮২ পৃঃ দেখ। ২[illegible] রের সুত রঘুনন্দন, রামকৃষ্ণ, বিষ্ণু ও বীরেশ্বর ২৬। রঘু[illegible] গোবিন্দ ২৭। গোবিন্দ সুত গণেশ, পঞ্চানন, [illegible] নিধিরাম, সীতারাম, প্রাণ বল্লভ, জানকীরাম, রামেশ্বর ও [illegible]ব পর্য্যায় ২৮। পঞ্চানন সুত রাম, লক্ষ্মণ, মুচিরাম, কৃপারাম, ভরত, বাসিরাম, সদাশিব, পরীক্ষিত মৃত্যুঞ্জয়, হরেকৃষ্ণ ও বিশ্বেশ্বর ২৯। বিশ্বেশ্বর সুত নয়ন চন্দ্র ৩০। তৎপুত্র রাসবিহারী, ভাস্কর, দেবনারায়ণ, শম্ভুচন্দ্র, কৃষ্ণকান্ত, গৌরীকান্ত, দুর্গাদাস ও চিন্তামণি ৩১। ভাস্কর সুত রামচন্দ্র, রামধন রামগোপাল ও হরি[illegible] ৩২।

৩২। রামচন্দ্র সুত নবীন চন্দ্র পর্য্যায় ৩৩। তৎপুত্র সূর্য্য কুমার, কীর্ত্তিচন্দ্র, উমেশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র ৩৪। নিবাস চান্না জিলা বর্দ্ধমান। সূর্য্য সুত ক্ষেত্র, কুমার হংসেশ্বর, জয়গোবিন্দ, রাধাগোবিন্দ ও গোপালগোবিন্দ ৩৫। ভাস্কর চম্পাইনগরের কসবাগ্রামের নিকট পতসপুরে বাস করিয়াছিলেন। পরে তৎপুত্র রামচন্দ্র চান্না গ্রামে চংচৈতল চন্দ্রশেখরী গুরু প্রসাদের কন্যার পরিগ্রহে ভঙ্গ। শ্রীসূর্য্য কুমার মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত তালিকা চান্না, থানা গলসী বর্দ্ধমান জিলা।

পাল্তিপুর বেজপল্লীর সর্ব্বানন্দী মুখোপাধ্যায়।

ক্রোড় পত্র ২৫ পৃঃ পুষ্করাক্ষ। ৬ পংক্তি হইতে ২০ দেখ।

শ্রীরাম ৩৩। পুত্র শশিভূষণ ৩৪। ৩৩ শ্রীপতি। পুত্র শিবচন্দ্র ও হাজারী ৩৪। ৩২ রামধন বিদ্যাবাগীশ। দ্বারিক ও রামযাদু ৩৩। রামযাদুর পুত্র হরিমোহন এবং দ্বারিক সুত হরিনাথ ৩৪। হরিমোহণ সুত নৃসিংহপ্রসাদ ও রাসবিহারী ৩৫। হরিনাথ সুত ৩৪। ললিত মোহন ৩৫। নারায়ণ ২৯। পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও রাম গোপাল ৩০। কৃষ্ণচন্দ্র সুত হরশঙ্কর, শিবশঙ্কর, শম্ভুশঙ্কর ও ভবশঙ্কর ৩১। হরশঙ্করের পুত্র পার্ব্বতী চরণ ন্যায় বাচস্পতি ৩২। পুত্র মহেশ, কালীচরণ বিশ্বেশ্বর, অন্নদাপ্রসাদ ও নীলমণি ৩৩। মহেশ পুত্র আনন্দ, অম্বিকা চরণ ও প্রসন্ন কুমার ৩৪। প্রসন্ন সুত বিপিন ৩৫। ৩৩ কালীচরণ। পুত্র উমাচরণ ৩৪। কালীর পৌত্র সত্য[illegible] ৩৫। ৩৩ অন্নদা প্রসাদ পুত্র আশু নাথ ৩৪। অন্নদা পৌত্র [illegible] B. A. ৩৫। তৎসুত

অরুণনারায়ণ, ও প্রভাতনারায়ণ এবং কিরণনারায়ণ ৩৬।

৩৩ নীলমণি পুত্র তারাপদ ৩৪।

৩১ ভবশঙ্কর পুত্র দেবীচরণ ৩২। পৌত্র ঈশ্বর ৩৩। প্রপৌত্র কেদার ৩৪। বৃদ্ধ প্রপৌত্র ননীগোপাল ৩৫। ৩১ কৃষ্ণানন্দের অপর পুত্র রামচন্দ্র ৩২। পুত্র বিজয়, ৩৩। পৌত্র মধুসূদন ৩৪। পঞ্চানন ৩৫ ৩২ রামনৃসিংহের অপর পক্ষে সন্তান ব্রজনাথ ও দীননাথ ৩৩ ব্রজসুত রাম গোপাল ৩৪। তৎপুত্র শিবরাম ৩৫।

৩৩ দীননাথ পুত্র সহায় রাম ৩৪।

রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ধারায় রাম চন্দ্র সন্ততিগণ বাউগাছী। সদাশিবের সন্ততি বর্গ গুরপেকে পাড়া।

সকলেই অশূদ্র প্রতিগ্রাহী। অধিকাংশ সৎ কুলীনের গুরু। শান্তিপুর মতিগঞ্জ নিবাসী সর্ব্বানন্দী শ্রীযুক্ত নন্দলাল মুখোপাধ্যায় বি, এ, প্রদত্ত তালিকা।

সর্ব্বানন্দী মেলপ্রাপ্ত যোগেশ্বর পুত্র জানকী মুখোপাধ্যায়ের ধারার এক দেশ।

এই পুস্তকের ৩৪২ [illegible] এবং ১ম পরিশিষ্টের ১১১ পৃঃ দেখ।

ক্রমাবরে অঙ্কপাত। [illegible]২ জানকী—১ম পরিশিষ্ট ১৫৪ পৃঃ অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র মধুদেব ২[illegible] পুত্র রামচন্দ্র, রামভদ্র, যাদবেন্দ্র ও রাজেন্দ্র ২৭। রামচন্দ্রের পুত্র [illegible] ২৮। পৌত্র প্রসিদ্ধ খেলা রাম মুখোপাধ্যায় গোবর [illegible] ২৯। প্রপৌত্র কালীপ্রসন্ন বাবু ৩০। বৃদ্ধ প্রপৌত্র [illegible] বাবু ৩১। অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র গিরিজা প্রসন্ন, অন্নদা প্রসন্ন, [illegible] প্রসন্ন ও প্রমদা প্রসন্ন ৩২।

২৭ রামভদ্র মুখো। পুত্র নীলকণ্ঠ ও শ্রীরাম ২৮। নীলকণ্ঠ

সুত রামানন্দ ২৯। পৌত্র রামলোচন, রামনাথ এবং শিবচন্দ্র ৩০। ইহাদিগের নিবাস কুল্যাগ্রাম, জিলা যশোহর। ৩০ রাম লোচন। সুত গৌরমোহন ও দীপচন্দ্র মুখো ৩১। গৌরমোহন সুত রামপ্রাণ, কালী মোহন, হলধর ও মহিমাচন্দ্র ৩২। রাম প্রাণ সুত তারকনাথ ৩৩। পৌত্র রামনাথ ৩৪। নিবাস বিল্লগ্রাম। তৎসুত শ্যামানাথ ৩৫। পর্য্যায় ৩২। কালী মোহন সুত শ্রীগোপাল ৩৩। তৎপুত্র ননী গোপাল, বিনয়গোপাল,' শরৎ-গোপাল ও কৃষ্ণগোপাল ৩৪। পর্য্যায় ৩২ হলধর পুত্র হারাণ চন্দ্র ৩৩। পর্য্যায় ৩২ মহিমা চন্দ্র পুত্র আশুতোষ ৩৩।

৩১ দীপচন্দ্র পুত্র কালাচাঁদ ৩২। তৎপুত্র অক্ষয় ও বামনদাস ৩৩। অক্ষয় সুত বিধুভূষণ ও বিভূতিভূষণ ৩৪। পর্য্যায় ৩৩ বামনদাস পুত্র ভূপতিভূষণ ৩৪।

৩০ রামনাথ পুত্র গোবিন্দলাল ও দ্বারকানাথ ৩১। গোবিন্দ সুত যোগেন্দ্র ৩২। দ্বারিকসুত মহেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ৩২। মহেন্দ্রসুত জ্ঞানেন্দ্র ও হরেন্দ্র ৩৩। সুরেন্দ্র সুত বীরেন্দ্র ৩৩।

৩০ শিবচন্দ্র পুত্র ভৈরবচন্দ্র ৩১। তৎপুত্র অম্বিকা চরণ ও ক্ষেত্রনাথ ৩২। অম্বিকাসুত শারদা[illegible]রণ ও প্রমথনাথ ৩৩। প্রমথসুত বিনয়গোপাল ৩৪। ক্ষে[illegible]নাথ সুত যতীন্দ্রনাথ ৩৩।

শ্রীরমানাথ মুখোপাধ্যায় প্রদ[illegible] তালিকা সাং কুল্যাগ্রাম। যাদবপুর পোষ্ট B. C. R. জিলা যশোহর।

মুং ফুং ২৭ বিষ্ণুঠাকুর প্রমুখ—সীতারামের ধারা।

১ম পরিশিষ্ট ৭০১ ২২৪ পৃঃ। কুশারিরে [illegible]। রামদেব ২৮।

২৯ সীতারামের পুত্র রাম রাম ৩০। পৌত্র [illegible]কান্ত ৩১।

প্রপৌত্র ভগবান্, (গোস্বামী মালিপাড়ার পুনর্ভঙ্গ) পর্য্যায় ৩২। ইনি সীতারামের প্রপৌত্র। ইহার পুত্র দীননাথ, দয়ালচাঁদ এবং কিশোরীমোহন ৩৩। ইহাদের নিবাস গোস্বামী মালিপাড়া। দীননাথ ৺ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের কন্যা বিবাহী। প্রেমচাঁদ অদ্বিতীয় কবি ও অবসথি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় সন্তান। (ক্রোড়পত্র ১৩১ পৃঃ) দীননাথ সুত হরিদাস (গোস্বামী মালিপাড়া)। রাজেন্দ্র (করন্দা)। (গোপাল চন্দ্র বালি) ৮ (ব্রজলাল এম, এ, ইনি প্রেমচন্দ্র দৌহিত্র শিবপুর) ও তিনকড়ী—চাঁদভাগ পর্য্যায় ২৪)। তিনকড়ীর পুত্র রাধাপ্রসাদ ৩৫। গোপাল সুত হরপ্রসাদ, দেবপ্রসাদ এবং শিবপ্রসাদ ৩৫ ব্রজলালসুত মিহিরলাল, অমৃতলাল. পান্নালাল, রাজেন্দ্রলাল ও শচীন্দ্রলাল ৩৫।

৩৩। দয়াল (কলিকাতা শ্যামপুকুর) পুত্র যোগীন্দ্র, উপেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র ৩৪। উপেন্দ্রসুত যতীন্দ্র ও শচীন্দ্র পর্য্যায় ৩৫। ৩৩ কিশোরীমোহন (বালসী)।

মুং ফুং ২৬ নীলকণ্ঠ প্রমুখ রামেশ্বরঠাকুরের ধারার একদেশ। ১ম পরিশিষ্ট—৭১ পৃঃ দেখ।

২৭ রামেশ্বর। ২৮ [illegible]বরাম। ২৯ গোপাল। ৩০ গদাধর। পুত্র সদানন্দ ও পূর্ণানন্দ ৩১ (পালীঘাটেকঙ্গ) পূর্ণানন্দের ৬ পুত্র যথা—রামধন (মালিপাড়া) নীলমণি মালিপাড়া। রতন, মালিপাড়া 'জয়চন্দ্র মালিপাড়া। ঈশানচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ৩২। ঘোড়াগড়ী ঈশান পুত্র কালীপ্রসন্ন ও যোগীন্দ্র নাথ ৩৩। যোগীন্দ্র সুত নলিনাক্ষ ৩৪। পূর্ণানন্দের কনিষ্ঠপুত্র নবীনচন্দ্র ৩২।

তৎপুত্র তারাপ্রসন্ন ৩৩। পৌত্রভূপতি, শ্রীপতি ও পশুপতি ৩৪। নিবাস বোড়াগড়ী।

মেল খড়দা বেগের গাঙ্গলী আত্মারামের ধারা।

১ম পরিশিষ্ট ৪২ পৃঃ। ২৪ সন্তোষ। সুত ষষ্ঠীধর প্রভৃতি ৭জন তন্মধ্যে প্রেমনারায়ণ বা রামসন্তোষ একতম; পর্য্যায় ২৫। তৎপুত্র ভবানীশঙ্কর ২৬। পৌত্র জগন্মোহন ২৭। প্রপৌত্র উমাচরণ ২৮। তৎসুত রাজেন্দ্রলাল ২৯। তৎপুত্র তারাপ্রসন্ন, দুর্গাপ্রসন্ন, বগলাপ্রসন্ন, হরিপ্রসন্ন, দেবীপ্রসন্ন গুরুপ্রসন্ন ও রাধিকাপ্রসন্ন ৩০। চং ধং রামনাথ সন্তত, খড়দা মুং বিং যোগেশ্বর সন্তান, বন্দ্য ভগীরথ সন্তান পাল্টী। বেগে, বিক্রমপুর, ইচ্ছাপুর, কাশীপুর, খানবাড়ী হালিসহর, চুচুঁড়া ও বালী। কাশ্যপ কাঞ্জারীর গরিষ্ঠ সমাজ নৈকষ্যের গুরুতায় শ্রেষ্ঠ।

মুং ফুং নারায়ণ ঠাকুরের ধারায় একদেশ।

৫০১ পৃঃ (বৃন্দাবন ১৯ পঙক্তি দেখ) পর্য্যায় ৩২।

তাড়পাশা গ্রাম, জিলা ঢাকা। বৃন্দাবন পুত্র স্বরূপচন্দ্র ৩৩। পৌত্র হরিচরণ ও উমাচরণ ৩৪। হরিচরণ সুত বিনোদ ও চিন্তাহরণ ৩৫। বিনোদসুত আশুতোষ ৩৬। উমাচরণ ৩৪। তৎসুত রাজেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, জিতেন্দ্র ও মতিলাল ৩৫। রাজেন্দ্রনাথ কাউনীপাড়ার জমিদার বংশজ হেরম্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা পরিগ্রহে ভঙ্গ। কাউনীপাড়া বটেশ্বরের নিকট।

.গঙ্গানন্দ, চট্ট অবসথী নন্দগোপাল বা নন্দকিশোর বংশ।

প্রথম পরিশিষ্ট—২৪৩ পৃঃ দেখ। (ভঙ্গকুল)

২৬ জয়নারায়ণ সুত নকুড়চন্দ্র ও দেবনাথ ২৭। নকুড় সুত নীলমণি ও সারদা প্রসাদ ২৮। নীলমণি সুত অবিনাশ কার্ত্তিক চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র ও আশুতোষ ২৯। আশুসুত বিষ্ণু প্রভৃতি ৩০। কার্ত্তিকসুত জিতেন্দ্র প্রভৃতি ৩০। সারদাসুত অনুকূল, সত্যব্রত ও পঙ্কজ কুমার ২৯। অনুকূল সুত হিমাংশু ও সুধাংশু ভূষণ ৩০। নিবাস নিমতাগ্রাম ২৪ পরগণা।

অবসথি গঙ্গানন্দের মদনের ধারার একদেশ।

৪৪৭ পৃঃ শেষ পংক্তি। ২২ চট্টমদন। পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ২৩। সাতকড়ী ২৪। ধর্ম্মদাস ২৫। পুত্র রামমোহন ও সূর্য্যমোহন ২৬। ইহার সন্ততিগণ মধ্যে এই তিন নাম দেখা যায়। যথা—অক্রূর, বামাচরণ ও কাশী। জিলা বর্দ্ধমান এড়োয়গ্রাম। সূর্য্যমোহন সুত যজ্ঞেশ্বর ২৭। তৎপুত্র কেদারেশ্বর ২৮। পুত্র জিতেন্দ্রনাথ ও গুরুপদ ২৯। বর্ত্তমান নিবাস বাঁকুড়া জিলার পাত্রসায়রগ্রাম। পূর্ব্ব নিবাস গুরুয়ার নিকট গোপীনাথ বাটী। তথায় জ্ঞাতিগণ ও দেবদেবী সেবা আছে।

রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীরধারা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাত্মা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্বিতীয় চিকিৎসক ও বিদ্বান [illegible] [illegible] অসাধারণ

তেজস্বিতা ছিল। ইনি সাগরদিয়া বন্দ্য রুদ্ররাম চক্রবর্তীর সন্তান। ইঁহার পিতার নাম গোলোকনাথ বন্দ্যো। তিনিই মণিরামপুর হইতে উঠিয়া কলিকাতায় অবস্থান করেন। তদবধি ইঁহারা কলিকাতা-বাসী। ফুলের মুখুটীদিগের সহিত ইঁহাদিগের পল্টী-প্রকৃতি-ভাব। প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও সিবিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাচরণ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র এবং জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কনিষ্ঠ পুত্র। বাঙ্গালীর মধ্যে প্রসিদ্ধ বলিষ্ঠ পুরুষ ও ব্যারিষ্টার।

রুদ্ররাম আদিবরাহ হইতে ২৩শ ভট্টনারায়ণ হইতে ২৪। ইঁহার দশ পুত্র—রামচন্দ্র, অভিরাম কৃষ্ণরাম, অনন্তরাম, মুকুন্দরাম, নন্দরাম, গোবিন্দরাম, রাজবল্লভ, যাদব ও শঙ্কর (২৫)। রামচন্দ্রের সুত রতি ও রূপ ২৬। রূপ-সুত নিধি (২৭) ভঙ্গ। ছয়ঘরিয়া-নিবাসী রামচন্দ্র রায়ের কন্যা বিবাহ। পুত্র চণ্ডীচরণ, কালিদাস ও কালীপ্রাণ (২৮)। (২৫ কৃষ্ণরামের ধারার একদেশ যথা-হরিহর (২৬), রাধাকান্ত ও শিবপ্রসাদ (২৭)। শিবপ্রসাদের—জয়, উদয়, রামধন, রামনিধি, গৌর ও কাশীনাথ (২৮শ)। গৌরসুত মথুরানাথ (২৯শ), পৌত্র কালিদাস (৩০শ)। রুদ্ররামের ধারায় ৩০।৩১ পুরুষের অধস্তন অতি অল্প দেখা যায়। (২৫) অভিরামের ধারায় পুত্র মধুসূদন ও রামরাম বন্দ্য (২৬)। মধুসুত লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্য (২৭)। পৌত্র গোলোকচন্দ্র (২৮)। তৎপুত্র ডাক্তার দুর্গাচরণ (২৯)। জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ৩০।

অভিরামের অপর পুত্র রামরামের প্রপৌত্র কবিবর

হেমচন্দ্র (২৯)। ইহার পিতার নাম কৈলাস (২৮)। পিতামহ ১ম গোলোকচন্দ্র (২৭) ইনি স্বকৃতভঙ্গ।

কবি রঙ্গলাল (প'দ্মিনী উপাখ্যান লেখক) কেশবচক্রবর্ত্তীর ধারায় কীর্ত্তিনারায়ণের পৌত্র, কীর্ত্তি স্বকৃত ভঙ্গ। প্রপিতামহ রামকান্ত। বৃদ্ধ প্রপিতামহ হরিনারায়ণ, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ কেশবরাম চক্রবর্ত্তী (২৪)। ১ম পরিশিষ্ট ২৪ পৃঃ।

খড়দহের মেল-নায়ক-প্রশংসা।

খড়দহে যোগেশ্বর, কাম, দিগম্বর।
তিন সহোদরে ছিল পাণ্ডিত্যে প্রবর॥
অন্নদানে, বিদ্যাদানে, ধৈর্য্যে অগ্রসর।
সর্ব্ব শাস্ত্র পারদর্শী, সবে বিজ্ঞবর॥
কৌলীন্যের নবগুণে, আর ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ।
তাই তিনে পায় 'পণ্ডা'-উপাধি গরিষ্ঠ॥
অসাধ্যসাধন পঞ্চতপ করে তারা।
অহোরাত্র শিষ্য শিক্ষা, ধৃতি হয় দারা॥
পরোপকার নিত্য-ক্রিয়া তিনে সমান।
অজ্ঞে প্রাজ্ঞে তাদের ছিল সমান জ্ঞান॥
চতুর্ব্বর্গের ত্রিবর্গ, তারা তিন ভাই।
অজ্ঞের দোষ নষ্ট সে চরণ-ধূলায়॥
তিনের নিজের কথা কি দিব উপমা।
দানে কর্ণ, ধৈর্য্যে পার্থ, জ্ঞানে বিধি সমা॥

তৃণ-দ্বীপে তিন ভাই থাকে এক বাসে ।
পরদুঃখ-শ্রুতিমাত্র প্রাণপণে নাশে ॥
ব্রাহ্মণ-লক্ষণ ক্ষমা, সর্ব্বজীবে দয়া ।
ষট্‌কর্ম্মশালী, জ্ঞানে ধনী, ধৃতি জায়া ॥
ষড়ৈশ্বর্য্যে যারা ধনী, দোষ কোথা রয় ।
রাজা আসি মাথা খুঁড়ি মৌনী, পায় ভয় ॥
অগ্নি, গোময়, সলিল, পবিত্র প্রধান ।
সাগ্নিক দ্বিজ তারা, নাহি দোষের স্থান ॥
পঞ্চানন মুলো কয়, একের পাপ দশে লয়,
ভাগে তিল তিল অণু অংশ ।
প্রায়শ্চিত্তে তারো ক্ষয়, সময়ে লঘু হয়,
ইজ্যায় যে সব দোষ-ধ্বংস ॥ গোষ্ঠিকথা ।

বল্লভী-মেল-নায়ক-প্রশংসা ।

নপাড়ী বন্দ্য বল্লভ মুখুটী দুর্গাবর ।
হল অগ্রগণ্য, আর চট্ট পুরন্দর ॥
শৌর্য্যে, বীর্য্যে পরাক্রমে, পাণ্ডিত্যে বিখ্যাত ।
কিন্তু তারা অনাথ দুঃখীর অনুগত ॥
বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে, এ বলে আমায় যে দেখ ।
দান ধ্যান যা কর, বলে গোপনে রাখ ।
দৃঢ়তায়, স্থিরতায় ভূধর-সমান ।
দোষরাশি স্পর্শমাত্র হয় চূর্ণ্যমান ॥
দুর্গাবরের তপস্যায় ইন্দ্র পায় ভয় ।
আপনি অন্তরে থাকি পাত্র-দূতে কয় ॥

রণ্ড পিণ্ডে বলাৎকারে দুর্গারে কর চূর্ণ।
নহিলে ত্রিলোক যায়, ধর্ম্মে হয় পূর্ণ॥
কলি-পুণ্য পাদমাত্রা শাস্ত্রের লিখন।
দুর্গাবরের পুণ্যে দীপ্যমান ভুবন॥
তাই দুর্গাবরে বল্লভাচার্য্য-প্রধান।
পুরন্দর=(চট্ট ও ইন্দ্র) মজাইল, সবে হতজ্ঞান॥
• গোষ্ঠীকথা।

সর্ব্বানন্দী-মেল-নায়ক প্রশংসা।

রায়রেঁয়ে মহিন্তা দ্বিজ জগদানন্দ।
যার দোষে দুষী হয় বন্দ্য সর্ব্বানন্দ॥
সর্ব্বানন্দের মহিমা ত্রৈলোক্যে অপার।
যার তেজে দেবরাজ গাজে রঘুবর॥
মুখো-কুলে হরি, মিশ্র-রূপে আবির্ভাব।
ছলে, বলে, ইচ্ছা করে, তপস্যা-অভাব॥
সর্ব্বানন্দের তপস্যা বিধি বিষ্ণু জানে।
শিব-তুল্য, তাই ধ্যান ভাঙ্গে পঞ্চবাণে॥
জগদানন্দ গিরিরাজা, কন্যা যার গৌরী।
সে কুল-গণেশ-মাথা উড়ায়, হয়ে সৌরি॥
গৌরী স্বয়ং অন্নপূর্ণা, সর্ব্বানন্দ শিব।
দুস্থ লোকে অন্ন দেন উভে রাত্রিন্দিব॥
সর্ব্বানন্দ সর্ব্বতন্ত্রে স্বয়ং ভগবান্।
আগম-নিগম-ব্যাখ্যা, ছিল তত্ত্ব-জ্ঞান॥
তাই কুলীন দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ ছিল যতেক

শিষ্য হল, জ্ঞানী মানী শত সহস্রেক ॥
মুলো কয়, সর্ব্বানন্দ সত্য ষট্‌কর্ম্মা।
পাপে প্রকৃত ভয়, নহে পরধর্ম্মা ॥ গোষ্ঠীকথা

পণ্ডিতরত্নী ও বাঙ্গালপাশাদি।

পণ্ডিতরত্নের চূড়া দৈবকীনন্দন।
থাকুক, দোষ যত পাণ্ডিত্যে তা খণ্ডন ॥
বিদ্যায় ব্যাস-সম, কার্য্যে বশিষ্ঠ তুল্য।
তপস্যায় বিশ্বামিত্র, জ্ঞানে রত্ন অমূল্য ॥
প্রতিভা কত যে ছিল, বর্ণন না হয়।
চতুর্দ্দশ বিদ্যায় জ্ঞান যার অক্ষয় ॥
এইরূপ ছত্রিশ মেলের নায়ক যত।
জ্ঞানে, মানে, অন্ন-দানে, সৎকর্ম্মে ভূষিত ॥
ধৈর্য্যে, পরাক্রমে, দানে, সবাই অগ্রগণ্য।
যাদের পূর্ব্বপিতামহ গুণে ধন্য মান্য ॥
যাদের জীবন ছিল পরোপকারে স্থির।
তাদের সন্তানাদি কেন হবে অধীর ? ॥
সত্য, সারল্য, দাক্ষিণ্য, দয়ার আধার।
অধ্যাপনা-যাজনাদি ষট্‌কর্ম্ম সার ॥
দৈবে দোষ করে, কদা না করে অস্বীকার।
তাই তাদের পাপ-বিভাগেতে বিচার ॥
বঞ্চক, শঠ, নিষ্ঠুর, কৃপণ, যাচক।
তাদের পক্ষে কেহ নহে নিন্দাসূচক ॥
আজি যেমন পণ্ডিতরত্নে গণ্ডর্থমু।

ধূর্ত্ত শিরোমণি, নাস্তিক কথাটা রুক্ষ ॥
দৃষ্টান্ত আছে কত, কি কয় তার কথা।
অজ্ঞে, বর্ণব্রাহ্মণে পণ্ডিত বলা প্রথা ॥
তেমনি ঠাট্টা রহস্যে চতুরে রত্ন কয়।
পূর্ব্বকালে সুধীজনে এ নিন্দা না রয় ॥
মহামহোপাধ্যায় হলে পণ্ডিত নাম।
চতুরস্র-বুদ্ধি, সাধু, রত্নের বিশ্রাম ॥
তাই যোগেশ্বরাদি মহাজন যতেক।
দোষ-সত্ত্বেও প্রশংসা পায় সহস্রেক ॥
দৈবকীনন্দন সর্ব্বগুণেতে মণ্ডিত।
মুখকুলে পণ্ডিত, জ্ঞান-রত্নে ভূষিত ॥
পঞ্চানন ঘুলো কয়, ছিল গুণরাশি।
তাই মেলগত দোষ কুটী কুটী নাশি ॥
পণ্ডিতরত্নী দৈবকীনন্দনের স্বতন্ত্র বাটী।
গরুড় দেবাই লইয়া যার কুলের পরিপাটী ॥
আঠা কাঠী দুই ভাই, বন্দ্যঘটী আগে।
রায়দোষ, ববাৎকার, মুখনালী লাগে ॥
প্রজাপতির দোষ গালি সর্ব্ব লোকে ঘোষে।
মেলেতে পণ্ডিতরত্নী পিতৃমাতৃদোষে ॥ দোষাবলী।

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ ॥ কুমারসম্ভব।

দোষান্ মেলয়তি, একস্থ দোষান্ গুণবতাং গুণসমুদ্রেষু প্রক্ষিপতীতি মেলম্। সারাবলী।

সেয়ুক গ্রামী শ্রোত্রিয়গণ রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর যোগে ও রমণ রাজবল্লভের দ্বারা উত্থাপিত।

নদিয়া জিলা—রুইথনপুরের সেয়ুকগ্রামী শ্রোত্রিয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয় তাঁহাদিগের বংশের ইতিবৃত্ত ঘটিত একটী বিস্তৃত বিবরণ সম্বন্ধনির্ণয়ের অঙ্গপুষ্টির নিমত্ত আমাকে প্রদান করিয়াছেন। অন্থোপান্ত পাঠ করিয়া সাধারণের মনোরম পাঠ্য কিছুই তাহা হইতে সঙ্কলিত করিতে সমর্থ হইলাম না। বরং বিশেষ দুঃখিত হইলাম। **ভট্টনারায়ণ হইতে সেয়ুকবংশের** অধস্তন অন্বয়ে কত পুরুষ নিম্ন সোপানে অবতরণ করিয়াছে তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। সেয়ুকগ্রামীর আদিপুরুষ **শান্তেশ্বর**। তদন্বয়ে কোন মহাপুরুষ মহতীধীশক্তির কি কার্য্য দ্বারা সংসারের কি হিত সাধন করিয়াছেন, তাহারও কোন উল্লেখ নাই। তবে আধুনিক আর্য্যপুরুষ মধ্যে কুলকার্য্য, দেবকার্য্য ও দান ধ্যানে প্রসিদ্ধ বলিয়া ব্যক্তি বিশেষের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে এই মাত্র। তবে সুরেন্দ্রনাথ নিজের পূর্ব্বপিতামহের নাম সংকীর্ত্তনে বড়ই আনন্দিত ও কৃতসংকল্প। তন্মাত্র পাঠ করিয়াই কি পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তি হইবে? বোধ হয়, না। সুতরাং তাহার প্রেরিত তালিকার বংশাবলী মাত্র এখানে প্রদত্ত হইল। যথা—

সুরেন্দ্রের পুত্র শৈলেন্দ্র হইতে (১) **রঘুদেব** অষ্টম পুরুষ উর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন। তিনিই সুরেন্দ্রের চরম লক্ষ্য। তৎপুত্র **রামনারায়ণ** (২) কুলীন ও শ্রোত্রিয় সমাজে মাল্য চন্দনে সৎক্রিয়া ও সদনুষ্ঠানে অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎপুত্র

(৩) ব্রজকিশোর বর্দ্ধমান জিলার গোবলা গ্রাম হইতে নদিয়া জিলার কুইথনপুরের অধিবাসী হয়েন। তদবধি এই স্থানে এই বংশ বিরাজিত। কুইথন পুর চুয়াডাঙ্গা সবাডিভিজান।

পুত্র বঙ্কুবিহারী, গোকুল গঙ্গাধর ও ধরণীধর। ৪।

শাণ্ডিল্য গোত্র সেয়ুক গ্রামী বংশের এক দেশ।

(৪) বঙ্কুবিহারী সুত সাফলরাম, পরীক্ষিত, উদয়নারায়ণ, গোবিন্দ ও গোলক ৫। (৫) সাফলরাম সুত পরমানন্দ, ক্ষুদীরাম, জগন্নাথ ৬। (৬) পরমানন্দ সুত রামলাল, সীতানাথ, যদুনাথ ও ভুবন ৭। (৬) ক্ষুদীরাম সুত চিন্তামণি ৭। (৫) পরীক্ষিত সুত রাধানাথ ও নকড়ী ৬। ৫ গোবিন্দ চন্দ্র সুত মথুরা নাথ, চন্দ্রকান্ত ও নবীন ৬। (৬) মথুরা সুত কালীপ্রসন্ন ও বেণী ৭। (৭) কালী-প্রসন্ন সুত সুরেশ ও শৌরেশ ৮ ৫ গোলোক সুত গগন চন্দ্র এবং মধুসূদন ৬। গগণ সুত কালী ও নরেন্দ্র ৭। ৪ গোকুল সুত গোরাচাঁদ ও হরচন্দ্র ৫। গোরাচাঁদ সুত গোপীনাথ ৬। গোপী-নাথ সুত জগবন্ধু ও মধুসূদন ৭। জগবন্ধু সুত নীলমণি, কামাখ্যা প্রিয় ও প্রফুল্ল ৮। ৮।—নীলমণি সুত ভোলানাথ ও শিবনাথ প্রভৃতি ৯ । মধুসূদন ৭। সুত শরৎ ও কৃষ্ণ ৮। ৫ হরচন্দ্র সুত রামেশ্বর ও নসীরাম ৬।

৪। গদাধর সুত শম্ভুনাথ, স্বরূপ, রামজয় এবং গৌর ৫। শম্ভুনাথ সুত দীন বন্ধু ৬। স্বরূপ সুত গঙ্গাধর ৬। গঙ্গাধর সুত রজনী, রাজেন্দ্র যতীন্দ্র ও মহেন্দ্র ৭। ধরণী ধর কুলকার্য্যে বিশেষ প্রতিষ্টিত। ইহার ৮ পুত্রের মধ্যে হারাধনের বংশ লিয়ে দেখ। হারাধন পরোপকারী বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ধার্ম্মিক ও

সৎক্রিয়া শালী বলিয়া কুলীন সমাজে প্রসিদ্ধ। ইহার পুত্র পূর্ণচন্দ্র পিতার ন্যায় সর্ব্বগুণ সমন্বিত। হারাধন পুত্র কৈলাস, উমেশ ও পূর্ণচন্দ্র ৬। পূর্ণচন্দ্র সুত সুরেন্দ্র, মহেন্দ্র ও যতীন্দ্র ৭। সুরেন্দ্র সুত শৈলেন্দ্র ৮। কন্যা সরোজ কুমারী দেবী।

(৪) ধরণী সুত ফকীর, রামচন্দ্র, গুরুপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ প্রাণকৃষ্ণ, হারাধন ও জীবনকৃষ্ণ ৫।

(৫) ফকীর চাঁদ সুত ভাগবত, ভৈরব, সর্ব্বানন্দ, কাশী নাথ ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয় ৬। অক্ষয়, হরিপ্রসাদের পালন পুত্র। কাশীনাথ ৬। সুত ত্রিলোচন ৭। ইহার পুত্র ফণিভূষণ ও ননীভূষণ প্রভৃতি পর্য্যায় ৮।

৫। গুরু প্রসাদ সুত বাউলচন্দ্র ও নসীরাম পর্য্যায় ৬। হরিপ্রসাদ ৫। সুত অক্ষয় (পালন পুত্র) ৬। তৎপুত্র কেদার ৭।

৫। প্রাণকৃষ্ণ সুত গিরিশ, গণপতি ও বীরেশ্বর ৬। বীরেশ্বর সুত রাধিকাপ্রসাদ ও বিষ্ণুপদ ৭। (৫) জীবনকৃষ্ণ সুত মোহন ৬। সুত বনমালী ৭।

শ্রোত্রিয় সেয়ুক বংশ পরিচয় ২৩ পৃঃ দেখ। এবং ক্রোড়পত্রের ১৬ পৃঃ পাঠ কর। কুলকারিকা। যথন—

শ্রোত্রিয় সেয়ুক বংশ।

পশ্চিম রাঢ়ের কুলাচার্য্যগণ কহেন, যখন শাণ্ডিল্য গোত্রের বটব্যাল শ্রোত্রিয়গণ বিশেষ সম্মন লাভ করিলেন, তখন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় অসহায় অন্য জাতিক সেয়ুক ,করাল ও বসুয়াটির প্রভৃতি শ্রোত্রিয়গণ বটব্যাল বলিয়াই পরিচয় দিতে লাগিলে। তাহাতেই রাঢ়ীয় শ্রেণীর মধ্যে বটব্যালের সংখ্যা অতি বিস্তৃত দেখা যায়।

সেয়ুকগণের প্রচলিত সাধারণ উপাধি সার্থেল। বীরভূম

বাঁকুড়া মানভূম ও বৰ্দ্ধমান, প্রভৃতি পশ্চিম রাঢ়ের সার্থেলেরা সাধারণত বটব্যাল বলিয়াই পরিচয় দেন। নদিয়া যশোহরাদি জিলাতেই যে এপ্রকার হয় নাই, সে কথাই বা কে বলিতে পারে?

"সৰ্ব্বঃ স্বার্থং সমীহতে" নতুবা সেয়ুক বংশের এমন দুৰ্গতি হইবে কেন? যেখানে যত সার্থেল দেখিয়াছি পরিচয়ে অমনি কহিলেন বটব্যাল। বস্তুতঃ যে সেয়ুকের অপভ্রংশে সার্থেল এই উপাধি প্রচলিত হইয়াছে তাহাজানেন না। তায় কি তাঁহারা বটব্যালের অন্তস্ত অন্বয় কহিতে সমর্থ? "ইতোভ্রষ্ট" স্ততো নষ্টঃ।

ভট্টনারায়ণ সূনূনামেকঃ শাণ্ডেশ্বরঃ স্মৃতঃ।
সেয়ুকগ্রামসংজ্ঞোঽসৌ শ্রোত্রিয়ো বেদকীৰ্ত্তনাৎ॥
তস্য বহুস্যপত্যানি তেষাং পঞ্চ সুপণ্ডিতাঃ॥
আদ্যো বিকৰ্ত্তনো নাম মধ্যমঃ শিবসংজ্ঞকঃ
তৃতীয়ো রামকান্তো হভু নৃসিংহশ্চ তুরীয়কঃ।
পঞ্চমো দেবনাথশ্চ সৰ্ব্বেষাঞ্চ সদা প্রিয়ঃ॥
নৃসিংহপুত্রঃ শ্যামোহ ভূত্তস্য পুত্রোধুরন্ধরঃ।
ধুরন্ধরস্য দ্বৌপুত্রৌ নাম্না রুদ্রগদাধরৌ॥
গদাধরস্য যে পুত্রাস্তে শ্রীহরি হরাঃ খ্যাতাঃ।
শ্রীনায়ক সুতৌ দ্বৌতু হেমাঙ্গভূধরাভিধৌ।
হেমাঙ্গসূনবোযে চ তেষা মেকো রতেঃ পতিঃ॥
রতিপতেঃ সুতাঃ সপ্ত তেষা মাদ্যো ভগীরথঃ।
ভগীরথ সুতাঃ পঞ্চ ভূঃশ্রীঃরামদেবাত্মকাঃ॥
ভূদেবস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ নীলঃ কৃষ্ণো হরশ্চহ।
চত্বারোহর সূনূনাং সামদেবঃ কুলোত্তমঃ॥
তস্যচবহবঃ পুত্রাস্তেষামর্কো বহুশ্রুতঃ।
তস্য পুত্রঃ শিবানন্দো রাজকাৰ্য্যে বিচক্ষণঃ॥
রাজদত্তপদেসোঽপি সারথেলেতি সংজ্ঞিতঃ।

শিবানন্দ সুতা যে যে তেষামে কো জনার্দ্দনঃ।
জনার্দ্দন সুতাঃসপ্ত হেমদাদৌ রঘুত্তমৌ।
উত্তমস্য সুতা লোকে পৌরাণিকা ইতি শ্রুতাঃ।
দমদামাদি সংজ্ঞাভিঃ সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিতাঃ।
দমোদামোদরা জ্যেষ্ঠঃ শ্রীদামস্তু তৃতীয়কঃ।
সুদামস্তু কনীয়াংশ্চ রাজকার্য্যে শিখাংদরাঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে বরেন্দ্রেচ মজুমদারাঃ শিকোদরাঃ।
চতুর্ধুরীতি সর্কারাঃ সার্খেলাশ্চেতি সংজ্ঞিতাঃ।
কুলাচার্য্য সাত কড়ী ঘটক সংগৃহীত ওলানিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত।

অতি পাপে মহা পাপে দণ্ডশিরশ্ছেদ।
অনুকল্পে মাতা মুড়া এইত প্রভেদ॥
এই আজ্ঞা দেয় যারা তারা শিখাদরা।
যবনরাজের দত্ত সংজ্ঞা শিকোদরা॥
তাদের রাজত্বে মানী খাঁ মজুমদার।
মল্লিক, বিশ্বাস আর রায় সরকার॥
চৌধুরী, মুন্সী, বক্সী, হাজরা, তরফদার।
সমাদ্দার রায়, রেঁয়ে আর জোয়াদ্দার॥
সদা যার আজ্ঞা বিনা নাহি যাহা ঘটে।
তার সম্মানে সে সংজ্ঞা সমাজে রটে॥
কি শ্রোত্রিয় কি কুলীন বৈধ ব্যাপারে।
প্রশংসাহেতু উপাধি সামাজিকের পরে॥
পাঞ্চানন্ মুলোকর দাসত্বের কথা।
রায়রেঁয়ে, ফৌজদার, অহঙ্কার বৃথা॥
সমাজের উচ্চস্থলে না বসিতে পাও।
রাজদর্ব্বারে লোকের মাতামুড়াতে যাও॥
প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা ভটাচার্য্য হাতে।
কার্য্য কর্ম্মান ত মাত্র সমাজের মতে॥

সমদোর যখন যারে দেন যে অভয়।
তারি বলে সদা তার, হয়, পাপ ক্ষয়॥
সমাজ প্রবেশ শুল্ক পাপীর সু দণ্ড।
আন্তরিক অনুতাপে পাপ খণ্ড খণ্ড।
পাপীর দণ্ডই হয়, সমাজ রক্ষা হেতু।
দান, ধ্যান প্রায়শ্চিত্ত তপ আর ক্রতু॥
নিশ্চয়াত্মক অনুতাপে পাপ হয় ক্ষয়।
অতিদানে আত্মত্যাগে পায়, যে অভয়॥
অনাথ নিরাশ্রয় আর দরিদ্র পালন।
সমাজ রক্ষার হয় প্রধান কারণ।
সে কার্য্যে সাহায্য কারী সমাজের অঙ্গ।
তার গ্রহণে দানের হয় যে প্রসঙ্গ।
কুমতি কাপুরুষে আত্ম দোষ না মানে।
পুরুষোত্তম স্বদোষ স্বীকার কর্ত্তে জানে॥
একের পাপ গুরু বটে, শতাংশে রতি।
তায় সমাজ দেয় প্রায়শ্চিত্তে অনুমতি।
প্রায়শ্চিত্ত ও তপস্যায় দোষ হয় খণ্ডন।
মরণান্ত অনুকল্পে ঘোল ঢালা মুণ্ডন॥
আরো আছে শাস্তি গাদা পীঠে আরোহণ।
স্লোকবলে এ অপেক্ষা ভাল যে মরণ॥ গোষ্ঠি কথা।

মুং ফুং সীতারামের ধারা।

১ম পরিশিষ্ট ২২৩ পৃঃ নিম্ন হইতে শেষ পঙক্তি।

আনন্দ মুখোপাধ্যায় ৩২। চতুর্থ পুত্র নীলমণি ৩৩। দ্বিতীয় পুত্র সতীশ ৩৩। তৎপুত্র দুর্গাপদ ও যতীন্দ্র ৩৪। আনন্দের কন্যার নাম ১ ফুলকুমারী, ২ রাজকুমারী ও ৩ অন্নদাকুমারী ৩৩। ফুলকুমারীর স্বামীর নাম হেমকুমার বন্দ্যো, কেশব চক্রবর্ত্তীর ধারা।

পুত্রের নাম অজ্ঞাত। ধূলীহর দেঁতো পং খুলনাজিলা। রাজকুমারীর স্বামীর নাম কালীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় কেশব চক্রবর্ত্তীর ধারা। সাং বজ্রযোগিনী (পুরোহিত পাড়া ঢাকা।) পুত্র সুধীর, সুকুমার, ধীরেন্দ্র, ও শরৎকুমার। তৃতীয়া কন্যা অন্নদার স্বামী লালমোহন বং সাং রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর ধারা। রূপদিয়া ঢাকাজিলা।

শ্রোত্রিয় ও বংশজের তারতম্য।

বংশজের প্রতিজ্ঞা কুল ভাঙ্গিবারে।
শ্রোত্রিয়ের শুভ ইচ্ছা রাখে কি প্রকারে ॥ ১ ॥
লোভী অজ্ঞ কুলীন এই দোষ হেতু।
বংশজ সুতা লয় ভাষে কুলের কেতু ॥ ২ ॥
ক্রমে অর্দ্ধ, শিকি, আনা, পাই শেষ রতি।
তদ্‌গুণ যোগে তদ্ভাবে পরিণতি ॥ ৩ ॥
কৌলীন্য রাখিবারে শুদ্ধ সত্ত্বকুলীন।
কষ্ট, সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয় না করেত হীন ॥ ৪ ॥
শ্রোত্রিয় স্পর্শমণি আর তুল্য কাঞ্চন।
অমেধ্য অপবিত্র সে নহে ত কখন ॥ ৫ ॥
মুলো বলে শুন সবে দুষ্টি পরিচয়।
উদ্ধার পাইলে তবু সন্দিগ্ধের ভয় ॥ ৬ ॥
তুলাগ্নি মধাগ্নি পূর্ব্বলাপে লাল হয়।
কেশব চক্রবর্ত্তী যোগে সীতারাম লয় ॥ ৭ ॥
অদ্যাপি আম তণ্ডুলে পিণ্ড ভোগ দান।
বিষ্ণুর নারায়ণ করে শ্রোত্রিয় জ্ঞান ॥ ৮ ॥

নহিলে আজি হোতো যে সন্দিগ্ধ তৈলবাটী।
সাত শতী গুপ্ত কথা বজ্র যোগিনীটী॥ ৯॥
কাশ্যপে কাঞ্জারী গাঁয়ি কেহ শুনে নাই।
রামনারায়ণের বিভা তাহে দেখা যাই॥ ১০॥
মজে পাল্টী প্রকৃতিতে কুলীন আঠার।
চারি অংশে গাঙ্গুলীর পড়িল কুঠার॥ ১১॥
সঙ্গে চট্ট ধন যুগ বন্দ্য দুই জন।
তিন মুখো সাত চৈতলী হোলো যে মিলন॥ ১২॥
আজি কাশ্যপে কাঞ্জারী সাতশতী দোষে।
শ্রীরামপুরী রায় উদ্ধৃত হোলো শেষে॥ ১৩॥
কাশ্যপকাঞ্জারী শ্রেষ্ঠ হয় খড় দহে।
শ্রোত্রিয় সংজ্ঞাহেতু কৌলীন্য যে রহে॥ ১৪॥
কষ্ট শ্রোত্রিয় কন্যায় নাহি যায় কুল।
ভাব মাত্র হড় গুড় কেশরী ত মূল॥ ১৫॥
মানভূঁয়ে সিন্দুর পুরে পূর্ব্ব গ্রামিসেবী।
তথাপি গাঙ্গী ভায়োলী মোথি জয়দেবী॥ ১৬॥
ভাল খেলা খেল্লে বাপু কুলীন পো হয়ে।
আজি হেরে যেতে, না বলতো শ্রোত্রিয় মেয়ে॥ ১৭।
খেল্লে ভালো দিলে আলো সন্দিগ্ধ দলে।
কুলীনের কুলগেল কারসাধ্য কে বলে॥ ১৮॥
অচল সচল হোলো চুম্বকের গুণে।
অন্য ধাতুর সাধ্য কি লৌহৈত টানে॥ ১৯॥
যব গ্রামী আদি কতি জানা সাত শতী।
কুলীনে কন্যাদানে শ্রোত্রিয়ে পায় জাতি॥ ২০॥

বিষ্ণু কেশবাদি কুলীনের কৃপায়
শ্রোত্রিয়ত্বে পরিচয় না থাকে অপায় ॥ ২১ ॥
কুলীন ত অগ্নিসম বংশজ যে জল।
উভে শত্রু তাহে না থাকে অগ্নির বল ॥ ২২ ॥
হলেও সে অগ্নিতেজে অতিতেজীয়ান।
তথা বংশজা সঙ্গে কুলের অবসান ॥ ২৩ ॥
হাত ঘুরায়ে মুলো বলে করেছ ভাল।
সাতশতী মেয়ে নিয়ে কুল নহে কাল ॥ ২৪ ॥
বংশজে ভেঙ্গে তোমায় কুম্ভ মাটী মত।
ছু পা দিয়ে ছেন্তো, তারা কয়ে কত শত ॥ ২৫ ॥
সাতশতীতে মচ্‌কে বলে, পাল্টী প্রয়োজন।
সে যে অগদ হয়ে দোষ করে খণ্ডন ॥ ২৬ ॥
সিদ্ধ পরিগ্রহে পূজ্য হতে দেব মত।
পাল্টী প্রকৃতি খুঁজ্‌তো মুতে অবিরত ॥ ২৭ ॥

বালীর শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য সংগ্রহ। গোষ্ঠী কথা—

ধনচাটুতি বল্লভিমেল বিজয় বংশ ৪৫৩ পৃঃ

৫ পঙক্তি বিজয় পুত্র শ্রীহর্ষস্থলে কোন পুস্তকে শ্রীহরি এই পাঠ আছে। ১ম পরিশিষ্ট ২২৯-২৩০ পৃঃ শ্রীহরির নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। নিমাই পুত্রগণের মধ্যে কৃষ্ণস্থলে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকান্ত এই নাম দেখা যায়।

২৫৮পৃঃ১ম পরিশিষ্ট এইপুস্তকের ৪৫৩ পৃঃ মুকুন্দ পুত্র নিমাইরাঘব ১৮। রমাকান্ত ১৯। মধুসূদন ২০। আছে নিমাই ১৭। রামেশ্বর ২১। রামনাথ ২২। পঞ্চানন ২৩। শুকদেব ২৪। রামশঙ্কর ২৫। রামতনু ২৬। জগৎরাম ২৭। বৈকুণ্ঠ ২৮। তৎপুত্র হারাণচন্দ্র ২৯।

২৯। ইহা হারাণচন্দ্রের লিখিত পত্র। সাতক্ষীরা মহখুমা জিলা খুলনার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামে বর্ত্তমান বাস। ইতি পূর্ব্বে ধুলিয়াপুরের। সুরনগরের নিকট ছুলাবালাগ্রামে শুকদেবের পিতৃভূমি ছিল। কাদীহাটীতেও এই বংশ আছে।

ভবনীপুরের জমীদার বঙ্গজ কায়স্থ বাবু নন্দকিশোর রায়চৌধুরীর নিকট ৩০০ তিনশত বিঘা ভূমি ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁর প্রপৌত্র বর্ত্তমান জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

রামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র যদুনাথ ও শ্রীনাথ প্রভৃতি পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর ভূমি উপভোগপূর্ব্বক ভবানীপুরের অধিবাসী। ২৪ পং কাদীহাটীতে অপর ব্যক্তিবর্গের বাস। ১ম পরিশিষ্ট ২৫৮ পৃষ্ঠের ভুল এই প্রকারে সংশোধন কর।

চট্ট—চৈতল চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার।

৪৫১—৫২ পৃঃ। এবং ১ম পরিশিষ্ট ২৪০ পৃঃ দেখ।

রামভদ্র প্রমুখ রামনারায়ণ বংশ।

২২শ চট্ট রামনারায়ণ সিদ্ধান্ত। পুত্র রামগোবিন্দ, রামকান্ত ও রামজয় ২৩। রামগোবিন্দ সুত গুরুপ্রসাদ, নন্দরাম, (বা নন্দকুমার) রামচরণ ও কালীপ্রসাদ ২৪। (২৩) জগন্নাথ সুত অভয়াচরণ, রামধন ও রামচাঁদ ২৫। রামচাঁদ সুত কৈলাসপতি, শ্রীপতি, ভূপতি ও গুরুচরণ ২৬। কৈলাস সুত সতীপতি ২৭। তৎপুত্রের নাম অজ্ঞাত পর্য্যায় ২৮। ভূপতি সুত কালীচরণ ও ব্রজপতি বা ব্রজরাজ চট্টোপাধ্যায় ২৭। পুত্রের নাম অজ্ঞাত। পর্য্যায় ২৮। ইহারা বালীনিবাসী। ব্রজ নদিয়াজিলার পুঁটীখালি মেদিনীপুরবাসী। ফুলে খড়দা মিশ্রিত মুখো, বন্দ্যো ও গাঙ্গীর পাল্‌টী প্রকৃতি।

মুংফুং শিবাচার্য্য রামদেবের ধারা—১ম পরিশিষ্ট ৬৫ পৃঃ।

দেবেন্দ্র সুত রিপুঞ্জয়; জ্ঞানঞ্জয় ও পুরঞ্জয় ৩৫। ৩৪ জ্যোতিশ্চন্দ্র সুত গোলোক, মৃত্যুঞ্জয়, ধনঞ্জয় ও জনার্দ্দন ৩৫। ৩৪। বিশ্বেশ্বর সুত যুগলকিশোর ৩৫। ৩৪ শ্রীশের পুত্রগণের জ্যেষ্ঠ প্রফুল্ল বি,এল, নবেন্দু বি,এল, অর্দ্ধেন্দু বি,এ, শরদেন্দু, পূর্ণেন্দু ও জগদেন্দু ৩৫। প্রফুল্ল সুতঃসনৎকুমার ও নীলমণি ৩৬। ৩৩ নৃসিংহ তৎপুত্র বঙ্গেন্দু B.L,, দ্বিজেন্দু, বিমলেন্দু ও নির্ম্মলেন্দু ৩৪। ৩৩ বামনদাস M.A.B.L., তৎপুত্র সজীবেন্দু ও অমরেন্দু ৩৪।

৩৩ আশু তৎসুত হেমন্ত প্রভৃতি পর্য্যায় ৩৪। ৩৩ রামসুত গুহ ও মূর্ত্তিমান্ ৩৪। পুঁটিখালি মেদিনীপুর, নদিয়া জিলা।

খড়দা মুং বিং যোগেশ্বর পণ্ডিতবংশ।

জানকী প্রমুখ যাদবেন্দ্র ২৪। ১ম পরিশিষ্ট ১৫৫ পৃঃ।

[পুত্র বল্লীদাস ২৫। বলরাম ২৬। নিমাই বিদ্যালঙ্কার ২৭। ক্ষীরগ্রাম-বাসী। কাটোয়া। গোবিন্দ তর্কবাগীশ ২৮। ইহার পুত্র ঈশ্বর, ভগবান ও হারাধন ২৯। ঈশ্বরসুত হরিনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, ও রাজনারায়ণ ৩০। ঈশ্বর—শান্তিপুরের চৈতন্ত কালীপ্রসাদের ভাগিনেয়, কৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র। গঙ্গানারায়ণ পুত্র রাখালদাস ৩১। রাজনারায়ণ পুত্র ফণী ৩১ ভঙ্গ। হরিনারায়ণ পুত্র আশু ৩১। স্তেফিটে গোস্বামী দৌহিত্র।

মুংফুং শিবাচার্য্য (২৪) পুত্র রত্নেশ্বরের ধারা।

১ম পরিশিষ্ট ৫১ পৃঃ দেখ রত্নেশ্বর পুত্র শ্রীরাম (ভঙ্গ) ২৬। শ্রীরাম সুত চাঁদ পরশুরাম, রামচন্দ্র, সন্তোষ, মুনিরাম বা মণিরাম ও নিধিরাম ২৭। মুণিরাম সুত হাড়ো, রামভদ্র, অযোধ্যারাম, কৃপারাম, কানাই, বলরাম, বিষ্ণুরাম, রামানন্দ ও রাম সুন্দর ২৮। রামানন্দ সুত মহীরাম, কুড়ারাম, রামহরি ও রামপ্রসাদ ২৯। রাম প্রসাদ সুত রাম চন্দ্র ৩০। তৎপুত্র হরচন্দ্র ৩১। তৎপুত্র মহেন্দ্র নাথ ৩২। পূর্ব্ব নিবাস হুগলী জিলার মুণ্ডলিকা গ্রামে ছিল। তথায় ইহাদিগের জ্ঞাতি বর্গ বাস করিতেছেন। মহেন্দ্র নাথ পুত্র শ্রীরাজেন্দ্র নাথ (৩৩) শালিখা বাসী। পুত্র সুরেন্দ্র ও গুরুপ্রসাদ (৩৪)।

ইতি সম্বন্ধনির্ণয়ে বিশেষকাণ্ড সমাপ্ত।

উপসংহার।

রাঢ়ীয় ষট্পঞ্চাশৎ গ্রামাণের কুলীন-শ্রোত্রিয়াদির নির্ণয়-পত্র।

শাণ্ডিল্য গোত্রে ভট্টনারায়ণ-বংশ	কাশ্যপ গোত্রে দক্ষ-বংশ	ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ বংশ	বাৎস্য গোত্রে ছান্দড়-বংশ	সাবর্ণি গোত্রে বেদগর্ভ বংশ
* বন্দ্য	* চট্ট	* মুখুটী	* কাঞ্জিলাল * ঘোষাল * পূতিতুণ্ড	* কুন্দ * গাঙ্গুলি
† বটব্যাল † মাষচটক † কুশারি	† পাকড়াশী † পালধি † শিমলায়ী		† শিমলাল † কাঞ্জারী	
১ কুসুম ২ ঘোষলী ৩ কুলকুলী ৪ সেয়ুক ‡	১ অম্বুলী ২ তৈলবাটী ৩ ভূরিষ্টাল ৪ পুষলী ‡	‡ সাহরী ‡ বা সাহড়ী	বাপুলী ‡	১ পুংসিক ২ নন্দিগ্রামী ৩ সিয়ারিক ৪ সাটেশ্বরী ‡

* কুলীন। ৮ ঘর † সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। ৮ ঘর ‡ সাধ্য শ্রোত্রিয়।

শাণ্ডিল্যে	কাশ্যপে	ভরদ্বাজে	বাৎস্যে	সাবর্ণিতে
৫ আকাশ ৬ বসুয়ারি ৭ করাল ‡	৫ মূলগ্রামী ৬ কোয়ারী ৭ পলশায়ী ৮ ভাট্টাচার্য্য ‡	ডিণ্ডী বা ডিংসাই (শত) ‡		৫ দায়ী ৬ নায়েরী ৭ পারিহাল ৮ বালী ৯ সিম্বল ‡
১ দীর্ঘাঙ্গী ২ পারিহা ৩ঃকুলভি ৪ গড়গড়ি ৫ কেশরী §	১ পোড়ারি ২ হড় ৩ গুড় ৪ পীতমুণ্ডী	১ ডিংসাই (জন) ২ রাই গাঞি §	১ মহিন্তা ২ পিপ্‌লাই §	ঘণ্টেশ্বরী §

‡ সাধ্য শ্রোত্রিয়। ২৭ ঘর § কষ্ট শ্রোত্রিয়।

সিদ্ধ শ্রোত্রিয়—পূর্ব্বদেশে কেজেয়ারি, দক্ষিণে গদাই।
পশ্চিমে মধুসূদন, উত্তরেতে নাই। } মেলমালা।

রাঢ়ে রসবতী ধন্যা যত্রাস্তে মধুসূদনঃ। মধুসূদন হাজরা বাৎস্যে শিমলাল। ঐ।

ব্রাহ্মণদিগের বেদ-নির্ণয়।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ এবং বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বর্গ কাণ্যকুব্জ মাতৃক ও পরস্পর ভ্রাতৃভাবাপন্ন। রাঢ়দেশ-নিবাসী বিপ্রগণ বারেন্দ্র ভূম-নিবাসী ভ্রাতৃগণকে বঙ্গদেশীয় সাতশতী দ্বিজগণের দৌহিত্র বলিয়া ঘৃণা করেন। পরন্তু তদ্বিপরীতে বারেন্দ্রগণ রাঢ়ীয় শ্রেণীর বিপ্রগণকে ঐপ্রকারে এদেশীয় বিপ্রকন্যার সন্তান বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতে ত্রুটি করেন না। বস্তুতঃ প্রথমতঃ কোন পক্ষেই এদেশীয় ব্রাহ্মণের কন্যা গৃহীত হয় নাই। রাঢ়ীয়দিগের অধস্তন বংশে, এমন কি ২৪শ ২৫শ পুরুষেও সাতশতীয় কন্যা গ্রহণ দেখা যায় না। মুখকুলের (২৪) শিবাচার্য্য মুলুকজুড়ী-কন্যা গ্রহণ করিয়া পতিত হয়েন এবং কুলচ্যুত হইয়াছিলেন। (ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত কুকুটিয়া গ্রামের চৌধুরী-বংশ হারীত গোত্রীয় মুলুকজুড়ী, সাঁরাবলীতে চতুর্ব্বেদী বলিয়া পরিচিত, সাতশতি)।

অর্জ্জুন মিশ্র (রত্নাকর-বংশীয়, ইনি কাঁচনার মুখটী) পিতাড়ী-কন্যা-বিবাহে কুলীন সমাজে অতি হেয় ও অপদার্থ বলিয়া গণ্য হয়েন। পিতাড়ীগণ ঋগ্বেদী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতেন (পরাশর গোত্র)।

অধুনা কুলীনগণের সাতশতী-কন্যা গ্রাহ্য দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চ মহাপুরুষ এদেশে আসিয়াই রাজার অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া এদেশীয় বিপ্রগণের কতক-গুলি কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মিল, ভট্টনারায়ণাদি তাঁহাদিগকে লইয়া রাঢ়দেশে বাস করিতে আসিলেন। তাহাকেই তৎক্ষণাৎ

৫৬ বা ৫৯টী গ্রাম রাজাকে অগত্যা দান করিতে হইল। এবং পক্ষান্তরে, ভট্টনারায়ণাদির পৈতৃক-বসতি-স্থলে যে সকল গৃহিণীগণ ও সন্ততিবর্গ ছিলেন, তাঁহারা তথায় পতিত রহিলেন। অনাজ্য-যাজকের পত্নী ও পুত্রাদি বলিয়া হেয়রূপে গণ্য হওয়ায়, অগত্যা তাঁহাদিগকেও বঙ্গদেশে আবাস গ্রহণ নিমিত্ত আসিতে বাধ্য হইতে হয়। ইহা বারেন্দ্রদিগের কথা।

অনভিজ্ঞ বারেন্দ্রগণ এই সকল কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য নানাপ্রকার ছল ও বিতণ্ডা করিয়া থাকেন।

১মতঃ বলেন, যদি শ্রীহর্ষাদি সাতশতী-কন্যা গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পাঁচটী পত্নীতে কিপ্রকারে ৫৬টী পুত্র জন্মিল? যদি তাহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঐ ৫৬ বিবাহ জন্য আর ৫৬টী কন্যা আবশ্যক, সুতরাং পঞ্চ মহর্ষির প্রত্যেকের গড়ে ২৩টী সন্তান তৎকালে উৎপাদন করা আবশ্যক। পাঁচটী-মাত্র স্ত্রী কি প্রকারে কন্যা-পুত্রে ১১২টী সন্তান প্রসব করিতে পারে? অতএব ভট্টনারায়ণাদি কাম-পরতন্ত্রতা হেতু এদেশীয় বহুপত্নী-গ্রহণে বৈমুখ্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সেই কারণে রাঢ়ীয়-কুলে অতি অল্পকাল মধ্যে ৫৬ বা ৫৯ গ্রামীণ সন্তান দেখা যায়।

এ প্রশ্নেরউত্তর এই, ভট্টনারায়ণাদি কি নিতান্ত কামুক ও অর্ব্বাচীন ছিলেন? তাঁহাদিগের কি পূর্ব্বপত্নী ও সন্তানগণকে মনে পড়ে নাই? তাঁহাদিগের কি ধর্ম্মভয় ছিল না? তাঁহারা বিনাপরাধে অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ ধর্ম্মপত্নী ও আত্ম-প্রাণ-প্রতিম পরম স্নেহাস্পদ পুত্র-কন্যাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, বিভিন্নদেশীয়া, বিভিন্ন ভাসা ভাষিণী ভিন্ন প্রকৃতিক ললনাদিগকে পরম যত্নে ভার্য্যা-

রূপে পরিগ্রহ করিতে কি কুণ্ঠিত হয়েন নাই? অথবা পাপভাগী হইবেন, ইহা মনে করেন নাই? যদি বলেন, বহুবিবাহ দোষাবহ নহে; তাহাতেই এই অকার্য্য ঘটিয়াছিল। এ কথা যদি স্বীকার কর, তবে পূর্ব্বেই স্বদেশে বহুবিবাহ করিয়াছিলেন, সেইখানেই পাঁচজনেব ঔরসে অনেক পত্নীর গর্ভে অনেক পুত্র-কন্যা হয়। ১১২ জন কেন তদপেক্ষাও অধিক সন্তানের জন্ম-পরিগ্রহ বিষয়ে বিচিত্রতাই বা কি? বিশেষতঃ ভট্টনারায়ণাদির কেহই নিতান্ত তরুণ বয়সে যজ্ঞ কবিতে এখানে আগমন করেন নাই।

পঞ্চ মহামুনি যখন বঙ্গে আগমন করেন, তখন শ্রীহর্ষের বয়ঃক্রম অন্যূন নবতি বর্ষ। ভট্টনারায়ণ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূনকল্প। দক্ষ মহোদয়ও তৎকালে বৃদ্ধমধ্যে পরিগণিত। বেদগর্ভ মহোদয় বিশেষ বৃদ্ধ নহেন বটে, কিন্তু বিবাহের কাল গত হইয়াছিল; তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশতের অধিক। কেবল ছান্দড় মহাশয় প্রকৃত যুবা পুরুষ, তিনিই বিবাহ করিলে হইত বটে; কিন্তু স্বয়ং গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী যাঁহাকে সর্ব্বদা প্রণয়-নয়নে দৃষ্টি করেন, তাঁহার কি অন্য দিকে দৃষ্টি পতিত হয়? কদাচ না। তাঁহাদিগকে যুবতীগণ কেনই বা মনোনীত করিবেন? বিশেষতঃ এদেশীয় কামিনীগণ ও কান্য-কুব্জবাসী মহাপুরুষগণ এ উভয়ে একপ্রকার আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী ছিলেন না। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বপত্নীগণের প্রতি কি-প্রকারে বিরাগ জন্মিল? তবে যদি তাঁহারা পাঁচজনেই এক-কালে স্বীয় স্বীয় সহধর্ম্মিণীর ব্যভিচার ও পুত্রাদির মহাপাতক-জনক দুষ্ক্রিয়া দেখিয়া থাকেন, তবেই হঠাৎ উঁহাদিগকে পরি-

ত্যাগ করিয়া সকলেই নবানুরাগে ও যুবতীর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইতে পারেন এবং পূর্ব্বতন পুত্রদিগকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে ও বিস্মৃত হইতে পারেন। নতুবা এরূপ অসদৃশ ব্যবহার তাঁহাদিগের পক্ষে শোভা পায় না।

২য় আপত্তি। বারেন্দ্রগণ কহেন, রাঢ়ীয়গণ যদি সাতশতী-দৌহিত্র না হইতেন, তবে কেন তাঁহাদিগের মধ্যে চতুর্ব্বেদের চর্চ্চা রহিত হইয়া গেল? অতএব অনুমান হয়, ভট্টনারায়ণাদি বিবাহ করিয়া কিছুকাল বঙ্গদেশে অবস্থান করেন। তৎপরে পূর্ব্ব পত্নী ও পূর্ব্বের সন্তানগণের মমতা বিস্মৃত হইতে না পারিয়া, স্বদেশে প্রস্থান করেন। তাহাতেই ভট্টনারায়ণাদির রাঢ়ীয় সন্তানগণ "সামবেদী সাতশতী" মাতুল কর্তৃক উপনীত হওয়ায় সামবেদী হইয়া গিয়াছেন।

এই কথার উত্তর এই যদি ভট্টনারায়ণাদি এদেশীয় পুত্রগণের প্রধান সংস্কার উপনয়নকালে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের এদেশে বিবাহ করিবার ও পুত্রোৎপাদনের প্রয়োজন দেখা যায় না। তৎকালীন লোকে কোনরূপ কাম চরিতার্থ জন্য দারপরিগ্রহ করিতেন না। তাঁহারা ধর্ম্মবুদ্ধিতে পুত্রের জন্য সজাতীয়-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। বিশেষতঃ, এক এক জনের ২।১২টী সন্তান জন্মিতে অনেক সময় গত হইয়াছে; এক আধ বৎসরে কখনই সম্ভব হয় না। যদি তাঁহাদিগের স্বদেশ যাত্রা স্বীকার কর, তাহা হইলেও ২৫।৩০ বৎসর এদেশীয় পুত্র-কলত্রাদির সহিত তাঁহাদিগের বাস করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। এই দীর্ঘকাল-মধ্যে নিজ পুত্রাদির অবশ্য কর্ত্তব্য প্রধান বৈদিক সংস্কারাদি নিজের কুলাচার

অনুসারে করিলেন না। পঞ্চ মহর্ষিই নিজের পৈতৃক নান্দীমুখ ও আভ্যুদয়িক ক্রিয়ায় নিতান্ত বৈমুখ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক, অনভিজ্ঞ অবৈদিক শ্যালকগণের প্রতি ভার দিয়া, প্রত্যেকেই নিশ্চিন্ত-ভাবে বৃদ্ধ বয়সে পুনর্ব্বার কামোন্মত্ত হইয়া, স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্ম একবারে বিস্মৃত হইলেন! কি আশ্চর্য্যজনক কথা! ভট্টনারায়ণাদি কি বর্ব্বর ও পামর ছিলেন? তাই স্বীয় কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়াছিলেন? বস্তুতঃ সাতশতীগণ কান্যকুব্জদিগের আগমনের পর ইহাঁদিগের নিকট ত্রিবেদ অধ্যয়ন করিয়া ত্রিবেদী হইতে চেষ্টা করেন।

অপিচ আর্য্যজাতির আচার-ব্যবহার দৃষ্টে ইহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় যে, পত্নী বা পুত্র স্বামী ও পিতার অবাধ্য হইতে পারে না। স্বামী বা পিতাকে পরিত্যাগ করিতেও পত্নী বা পুত্রের ক্ষমতা নাই। যেখানে সে ক্ষমতা দেখা যায়, তথায় সে সকল স্ত্রী বা পুত্র মহাপাতকী ও পতিত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যাঁহারা সমাজে ঘৃণিত, অপাঙ্‌ক্তেয়, স্বামীর অবাধ্য ও পিতৃদ্বেষ্টা বলিয়া পরিত্যক্ত হইলেন, তাঁহারা লোক-সমাজে কিরূপে শ্রেষ্ঠ ও মান্য হইলেন, তাহা সামান্য বুদ্ধির অগম্য। অতএব অনভিজ্ঞ বারেন্দ্রগণ আপনাদিগকে লূতার ন্যায় স্বকৃত জালে আবদ্ধ করিতেছেন। (তাহার প্রমাণ, বারেন্দ্রদিগের মধু মৈত্রেয়ের প্রথম পক্ষের পুত্রগণ পিতৃদ্বেষ্টা বলিয়া কুলচ্যুত হয়েন।) সাত-শতীরা বেদজ্ঞান-বিহীন। যাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞ, তাঁহারা কি-প্রকারে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপনয়ন, সাবিত্রী-গ্রহণ ও সমাবর্ত্তন-রূপ বৈদিক সংস্কার সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতে পারেন?

স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি? (সাধয়িতুমসমর্থঃ)। শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া।

সাতশতীগণের বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান ছিল না। তাহা হইলে আদিশূরকে কান্যকুব্জ হইতে বেদপারগ পুরোহিত আনাইতে হইত না। সুতরাং তাদৃশ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির আচার্য্য-পদে প্রতিষ্ঠা লাভ করা কদাচ সম্ভবে না। তাহা হইলে অন্ততঃ উত্তরকালে অর্থাৎ বল্লালের সময় সাতশতীগণের কোন মহাপুরুষ কৌলীন্য-পদে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইতেন।

৩য় প্রশ্ন। বারেন্দ্রগণ কহেন, ভট্টনারায়ণাদির মৃত্যু ঘটিলে পূর্ব্ব-পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ স্বীয় স্বীয় পিতৃশ্রাদ্ধে তদ্দেশীয় জ্ঞাতি কুটুম্বকে প্রাপ্ত হয়েন নাই, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অগত্যা বাধ্য হইয়া এ দেশে আসিতে হয়। এ দেশীয় বৈমাত্রেয়গণ নিকৃষ্ট-মাতৃজ-জ্ঞানে তাঁহাদিগের সংস্রবে একত্র বাস করা আপনাদিগের পক্ষে অসম্মানজনক বোধে রাজার নিকট বরেন্দ্র-ভূমে আবাস-গ্রামের প্রার্থনা করেন। ইহাঁরা ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত ও জ্যেষ্ঠ সন্তান, সুতরাং আপনাদিগের আত্মাভিমান রক্ষাপূর্ব্বক পৃথক্ থাকিবেন, ইহাই একমাত্র অভিলাষ সেই কারণে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের পরস্পর আহার ব্যবহার নাই।

একথা বলিলে বারেন্দ্রগণকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পঞ্চ মহর্ষির শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে তদীয় কান্যকুব্জস্থ পুত্রগণ বোধ হয় তথায় ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি ব্যাপারজনক সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন নাই। যদি করিয়া থাকেন, ২৫।৩০ বৎসর কাল তথাকার সমাজে স্থগিত ছিলেন।

৩য়. প্রশ্নের উত্তর এই, যদি বারেন্দ্রগণ ভট্টনারায়ণাদির মৃত্যু-সংবাদে শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণ না পাইয়া এ দেশে আসিয়া থাকেন এবং এদেশীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত ঐক্য-বাক্য ও আহার-ব্যবহার না করাই অভিপ্রেত জ্ঞান করিয়া এ দেশে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বঙ্গদেশে আগমনে ভ্রান্তি হইয়াছিল। যে পাঁচ ঘর কান্যকুব্জ এ দেশে আসিলেন, তাঁহারা এ দেশে না আসিয়াই সেই দেশের সেই পাঁচ ঘরে পরস্পর আদান প্রদান পূর্ব্বক বৈবাহিক সম্বন্ধে বিরাজ করিতে পারিতেন; এখানে আসিবার আবশ্যকতা কি ছিল? এখানেও পাঁচ জনের অতিরিক্ত লোকের সহিত সংস্রব করেন নাই। আর এক কথা, ভট্টনারায়ণাদির সকলেই কি এক সময়ে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলে এবং একদিনেই কি তাঁহাদিগের পাঁচজনের পর্ণনরদাহপূর্ব্বক এক অমাবস্যায় অথবা এক কৃষ্ণৈকাদশীতে শ্রাদ্ধ হইয়াছিল? তাই শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণের অভাব ঘটিয়াছিল? এরূপ ঘটনা হয় নাই; সকলে এককালে মরেন নাই, বিভিন্ন কালে স্বর্গারোহন করিয়াছেন; বিভিন্ন সময়ে শ্রাদ্ধ করিলে ঐ পাঁচ ঘরের মধ্যে ব্রাহ্মণের অভাব হইত না। বিশেষতঃ তাঁহারা কহেন, তাঁহারাই জ্যেষ্ঠ; তাঁহাদিগেরই পুত্র-পৌত্রাদি পরিবার-সংখ্যা অধিক। পরিবার অধিক হইলে বহু ব্যক্তির সহিত কুটুম্বিতা করিতে হয়। ভট্টনারায়ণাদির প্রত্যেকের দুইটী দুইটী মাত্র পুত্র নহে, তাঁহারা প্রত্যেকেই বহু পুত্রের পিতা। প্রমাণগুলি সংস্কৃতে লেখা আছে, ৫২৯-৩২পৃঃ দেখ।

শ্বশুর, মাতুল, বৈবাহিক, কেহই ইহাঁদিগের অনুকূল হইলেন না। এবং কান্যকুব্জেশ্বর কেনই বা জানিয়া শুনিয়া

ভট্টনারায়ণাদি মহাপুরুষদিগকে পতিত করিলেন? যদি বলেন, একজনের শ্রাদ্ধকালেই সমাজচ্যুতি দৃষ্টে ভীত হইয়া যুগপৎ-সমবেতভাবে সকলে এ দেশে আগমন করেন। তাহা হইলে এদেশীয় ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া কিছুকাল আদান প্রদান করিতে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। *

আর এক কথা—ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চ মহর্ষি ত্রিংশৎ বর্ষ সুদীর্ঘ কাল মধ্যে একটী পুত্রেরও উপনয়ন-সংস্কার করিতে সমর্থ

---

* রাঢ়ী-বারেন্দ্রের কাশ্যপ-গোত্রের মূলপুরুষ বীতরাগ, তাঁহার বহু পুত্র। তন্মধ্যে দক্ষ, সুসেন; ভানুমিশ্র ও কৃপানিধি, এই চারি জন সুভদ্রা-গর্ভসম্ভূত। অন্য পক্ষে যে সকল পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে সোম, জীব, মহেশ, চন্দ্র ও ইন্দ্র বিখ্যাত। রাঢ়ী-বারেন্দ্রের বাৎস্য-গোত্রের মূলপুরুষ সুধানিধি, ইহাঁর এক পক্ষে একমাত্র পুত্র ছান্দড়। অপর পক্ষে ছয় পুত্র; যথা—ধরাধর, হৃষীকেশ, বিভুতি, ভূতভাবন, দেব ও কল্যাণমিত্র। রাঢ়ী-বারেন্দ্রের সাবর্ণি-গোত্রের মূলপুরুষ সৌভরি, তিনি বহু পুত্রের পিতা। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে পরাশর, রত্নগর্ভ, বেদগর্ভ, রাম, বিভু, মহাতপ, কাশ্যপ ও বশিষ্ঠ বিশেষ বিখ্যাত। রাঢ়ী-বারেন্দ্রের ভরদ্বাজ-গোত্রের আদিপুরুষ মেধাতিথি, ইহাঁর উপাধি মুকুটালঙ্কর-হীর। ইনি মনু-স্মৃতির ভাষ্যকার। ইহাঁর পিতার নাম ধীর বা (বীর)। ধীরের পুত্রগণ-মধ্যে মেধাতিথি সর্ব্ব-কনিষ্ঠ এবং মাতৃহীন। মেধাতিথির পুত্রগণ-মধ্যে শ্রীহর্ষ জ্যেষ্ঠ। কনিষ্ঠদিগের মধ্যে গৌতম, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, রবি ও শশী বিশেষ বিখ্যাত; ধ্রুবাদি তাদৃশ বিখ্যাত নহেন। শাণ্ডিল্য-গোত্রে রাঢ়ীয়মতে ভট্টনারায়ণ, বারেন্দ্রমতে নারায়ণ ভট্ট, বস্তুতঃ এক ব্যক্তি। রাঢ়ীয়মতে জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিবরাহ, বারেন্দ্রমতে আদিগাঁই ওঝা, বস্তুতঃ এক ব্যক্তি।

হইলেন না, ইহা কি যুক্তিযুক্ত কথা? পুত্র-জনন-কার্য্য তৎকালে প্রতিনিধি দ্বারা হইত না; সুতরাং শেষ সন্তানটীর জননকাল পর্য্যন্ত ভট্টনারায়ণাদিকে এ দেশে থাকিতে হইয়াছিল। যদিই বা শেষ সাত আটটী সন্তানের সাবিত্রীগ্রহণ-সময়ে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও প্রথম পাঁচ সাতটী সন্তানের উপনয়ন-সংস্কার-কার্য্য তাঁহারা নিজেই সম্পাদন করিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করিতে হয়, নতুবা উপায়ান্তর দেখা যায় না। যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ সন্তানের সাবিত্রী গ্রহণ করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই সংস্কারগুলি ভট্টনারায়ণাদির কুলক্রমাগত আচার অনুসারে সমাধা হইয়াছিল। প্রথম পুত্রে যে বিধান অনুসারে কার্য্য হয়, অন্যগুলিরও সেইপ্রকার হইয়া থাকে। তবে পিতৃমাতৃহীন অজ্ঞাতকুলশীল পুত্রাদিরই সংস্কার, সংস্কার-কর্ত্তার অভিলাষানুরূপ হইতে পারে। রাঢ়ীয়গণ কি তদ্রূপ অপহৃত ছিলেন? ভট্টনারায়ণাদির প্রত্যেকেই কি স্বকীয় আবাসে কেবল এক একটী পুত্রের জন্ম দিয়াই এখানে সমাগত হইয়াছিলেন? অথবা বহু পুত্রের পিতা ও বহু পত্নীর পতি-রূপে তথায় অবস্থান করিতেন? কোন ব্যক্তিই কি পৌত্র 'মুখ সন্দর্শন করেন নাই? অবশ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁরা বহুপত্নীক ও অনেক পুত্রের পিতা ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যখন এ দেশে আইসেন, তখন সদারাপত্যেই আসিয়াছিলেন। অপত্য শব্দে পুত্র-পৌত্রাদি বুঝায়। অতএব যৎকালে ভট্টনারায়ণাদির পুত্রেরা গ্রাম পাইলেন, তখন তাঁহাদিগের অনেকেরই পৌত্রাদি জন্মিয়াছিল। যাঁহারা তৎকালে অকৃতদার

ছিলেন, তাঁহারা ও এদেশে আগত ঐ পঞ্চ-মহর্ষি-পুত্র-কন্যার সহিত বৈবাহিক সূত্রে নিতান্ত সংসৃষ্ট হইলেন।

পিতৃপঞ্চক ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি, ওসৌভরি আদিশূরের পুত্রেষ্টি-ব্যাপারে কর্ত্তা নহেন। তাঁহারা এক-বারমাত্র গৌড়ে আদিশূর ভবনে আগমন করিয়াছিলেন। ভট্ট-নারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভই যজ্ঞকর্ত্তা। পরাশর, গৌতম, সুসেন, ও ধরাধরও যজ্ঞকর্ত্তা নহেন। ইহাঁরা সহোদর বা বৈমাত্রেয়; পুত্রেষ্টি ব্যাপারের বহুপরে গৌড়ে সমাগত। অন্য ভ্রাতৃগণ কান্যকুব্জে অবস্থিত ছিলেন।

ভট্টনারায়ণাদি চতুর্ব্বেদী, ত্রিবেদী বা দ্বিবেদী, অর্থাৎ চৌবে, তেওয়ারী ও দোবে হইলেও ইহাঁরা সকলেই প্রধানতঃ সামবেদী ছিলেন। (পরে প্রমাণ দেখ।) সেই কারণেই সমস্ত রাঢ়ীয়-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে প্রধানতঃ সামবেদীরভাগ অধিক দেখা যায়। বারেন্দ্রগণও ইহা পৃথক্‌রূপে নিশ্চয়তা সহকারে দেখাইতে পারেন না যে, অমুক গোত্রের ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট অমুক বেদী। যদি তাহা নির্দ্দিষ্ট না থাকিল, তাহা হইলে কিপ্রকারে বলা যায় যে, সেই পাঁচ জনের প্রত্যেকেই বিভিন্নরূপে এক বেদী ছিলেন। কিন্তু সকলেই প্রধানতঃ সামবেদী, ইহা কহিলে কোন দো দেখা যায় না।

"একাং শাখাং সকল্পাং বা" ইত্যাদি ১০ম পৃষ্ঠে দেখ।

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রম মাবশেৎ। মনু,৩অ

৪র্থতঃ। বারেন্দ্রগণ কহেন, সাতসতী ব্রাহ্মণ যেমন রাঢ় শ্রেণীতে মিশিয়াছেন এবং ঐ শ্রেণীতে যেমন ধারা যায়, তেম

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে নহে। সুতরাং রাঢ়ীয়বিপ্রগণ সাতশতী-দ্বিজ দৌহিত্র।

ইহার উত্তর এই, সাতশতীবিপ্রগণের রাঢ়ীয়-শ্রেণীতে মিশিবার যো ছিল না। যদিও এক্ষণে মিশিবার উপায় হইয়াছে বটে, তথাপি উহাঁদিগের কোন ক্রমেই গুপ্ত থাকিবার উপায় নাই। ইহাঁদিগের গাঁই গোত্র নিতান্ত অসংখ্য নহে, এখনও নূতন সৃষ্ট হয় না, এবং সংস্কৃত শ্লোকেও লেখা আছে, সুতরাং ধরা পড়ে। সাতশতীগণ বারেন্দ্র-কুলে একবারে অন্তর্ভাব হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং তথায় ধরা পড়িবার কোন হেতু দৃষ্ট হয় না। যদি তদ্রূপে না মিশিতেন, তাহা হইলে কিপ্রকারে অল্পকাল-মধ্যে বারেন্দ্রদিগের পাঁচ জনের মধ্যে নূতন নূতন গাঁই-সৃষ্টি হইতেছে।

বারেন্দ্রগণের বিপক্ষে আবার রাঢ়ীয়গণ বলেন, বারেন্দ্রগণই সাতশতীগণের গর্ভজাত সন্তান। যে পাঁচ জন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নামের সহিত বারেন্দ্রদিগের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের নামের ঐক্য নাই। এবং যে পাঁচ জন ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিলেন, বারেন্দ্রদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত তাঁহা-দিগের কোনরূপ ভৃত্যভাব সম্বন্ধ নাই কেন? ভট্টনারায়ণাদির পূর্ব্ব-পল্লীজ হইলে ভৃত্যগণ অবশ্যই ইহাঁদিগের নামাদির পরিচয় দিতেন। আর যখন বারেন্দ্রগণ পুণ্যভূমি অনুগঙ্গ প্রদেশ রাঢ় অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রাপ্ত হয়েন নাই, তখন ইহাঁরাই সাতশতীর গর্ভজাত সন্তান। বস্তুতঃ এরূপ কথাও বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিণাম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? প্রকৃত পক্ষে পরস্পর বিভিন্ন স্থানে বসতি নিবন্ধনই উভয়েরমধ্যে এত পার্থক্য ও অনৈক্য জন্মিয়াছে।

ঐ সকল সগোত্রীয় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ পরস্পর সহোদর বা বৈমাত্রেয়। উভয় শ্রেণীর যিনি যাহাই বলুন না কেন, ঐ উভয়ই পাশ্চাত্য-পত্নীজ সন্তান।

প্রথমে এই উভয়ের কোন কুলেই সাতশতী-সংস্রব ঘটে নাই। এক্ষণে উভয় শ্রেণীতেই সাতশতী লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। কান্যকুব্জ-প্রদেশে বসতি-কালে পরস্পর বিমাতৃ গর্ভজাত হওয়াতেই বা বাধা কি? পূর্ব্বেও যে পরস্পর পার্থক্যভাব ছিল না, ইহা কে বলিতে পারে? নতুবা অন্য ভ্রাতৃগণ এখানে আসিলেন না কেন?

৫মতঃ। বারেন্দ্রগণ-মধ্যে কুত্রচিৎ ত্রিবেদের চর্চ্চা আছে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা স্পর্দ্ধা করেন যে, রাঢ়ীয়গণ-মধ্যে অধিকাংশ বংশে যখন এক সামবেদ ভিন্ন অন্য বেদের অনুষ্ঠান নাই, তখন উঁহারাই সাতশতী-দৌহিত্র। পঞ্চ যাজ্ঞিক পুরুষ মধ্যে চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন; সুতরাং ঐ পাঁচ জনের সন্তান-মধ্যে চারি বেদের অনুষ্ঠান থাকাই সম্ভব। কিন্তু বারেন্দ্রগণ-মধ্যে ঋক্, যজুঃ, সাম, এই তিনের একতম মাত্র দৃষ্ট হয়; অথর্ব্ববেদের নাম গন্ধও কুত্রাপি দেখা যায় না। পঞ্চ যাজ্ঞিকের মধ্যে যিনি প্রধানতঃ অথর্ব্ববেদী ছিলেন, তাঁহার সন্তানগণ মধ্যে বেদভ্রংশ ঘটিয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; নতুবা গত্যন্তর নাই। শ্রীহর্ষ প্রধানতঃ অথর্ব্ববেদী, তদীয় পিতা মেধাতিথিকে সুতরাং অথর্ব্ববেদী কহিতে হয়; তাহা হইলে তাঁহার পুত্রগণ অবশ্যই অথর্ব্ববেদী। তদনুসারে বারেন্দ্রকুলের ভরদ্বাজ-গোত্রীয় গৌতমকে অথর্ব্ববেদী বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিতে হয়। সুতরাং ঐ শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রেও বেদভ্রংশ ঘটিয়াছে, বলিতে

হইবে; অতএব ভরদ্বাজ-গোত্রমাত্র সাতশতী; আরও দেখা যাইতেছে যে, বারেন্দ্রদিগের মধ্যেও এক গোত্রে এক বেদ নির্দ্দিষ্ট নাই। যখন তাহা নাই, তখন ঐ শ্রেণীতেও বেদভ্রংশ-দোষ ঘটিয়াছে, ইহা কথনই অস্বীকার করিবার উপায়ান্তর দেখা যায় না। যথা—বারেন্দ্র-শ্রেণীর ভরদ্বাজ ও বৎস্য গোত্রের কতকগুলি ঋগ্বেদী ও কতকগুলি সামবেদী। কাশ্যপ গোত্রের অধিকাংশ যজুর্ব্বেদী, অল্পাংশ সামবেদী, কতক ঋগ্বেদীও দেখা যায়। শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রায়শঃ সামবেদী, অত্যল্পাংশ ঋক্ ও যজুর্ব্বেদী।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, বারেন্দ্রগণের পঞ্চ গোত্রেও পৃথক্‌রূপে বেদ নির্দ্দিষ্ট নাই, বেদভ্রংশ হইয়াছে। সুতরাং কে বেদভ্রষ্ট, কে বেদরক্ষক, তাহা বলিবার পথ দেখা যায় না। অতএব বারেন্দ্রগণ যে প্রমাণ-বলে রাঢ়ীয়দিগকে সাতশতী-দৌহিত্র কহিতেছেন, সেই প্রমাণেই তাঁহারা সাতশতী-দোষ-সংস্পর্শ হইতে কোনক্রমেই মুক্ত হইতেছেন না। সামবেদ-নিবন্ধন যদি রাঢ়ীয়গণকে সাতশতী দৌহিত্র বলিতে হয়, তাহা হইলে সাতশতীগণকে সর্ব্বাদৌ সামবেদী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ সাতশতীরা বেদে অনভিজ্ঞ ছিলেন; যদি বেদজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে কান্যকুব্জ হইতে বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন জন্য গৌড়েশ্বরের ব্যস্ত হইবার আবশ্যকতা ছিল না। যৎকালে কান্যকুব্জ-সন্তানগণ নিতান্ত হীনবিদ্য ও হীনক্রিয়, তৎকালেই সহজ উপায়ে ধর্ম্ম্য ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই কারণে তান্ত্রিকতায় ষড়ঙ্গ বেদের চর্চ্চা রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। সামবেদের প্রশংসা অধিক দেখিয়া

অনেকে তাহাই অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এই স্থানে গতানুগতিক ন্যায়ানুসারে সামবেদীয় ভাগ অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। সমস্ত ব্রাহ্মণ-মধ্যে সামবেদীয়ই ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ক্ষিতীশস্তস্য পুত্রোঽভূদাগতো গৌড়রাজ্যকম্।
তস্যামী বহবঃ পুত্রা জাতাঃ সর্ব্বে গুণান্বিতাঃ॥ *

ভট্টনারায়ণের ভ্রাতৃগণ-মধ্যে বারেন্দ্র-শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষ দামোদরের নাম দেখা যায়। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ঘটকের লেখার সহিত ঐক্য আছে। শাণ্ডিল্য ক্ষিতীশের গুণান্বিত বহু পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে দামোদর, শৌরি, বিশ্বম্ভর, শঙ্কর ও ভট্ট-

---

* দামোদরস্তথা শৌরির্বিশ্বম্ভর উদারধীঃ।
শঙ্করো লোকবিখ্যাতো ভট্টনারায়ণোঽপি চ॥

বাচস্পতি মিশ্র-কৃত কুলরমা।

দামোদরো হি বরেন্দ্রদেশে বসতিত্বাদ্বারেন্দ্র ইতি খ্যাতঃ। শৌরির্দাক্ষিণাত্যঃ। বিশ্বম্ভরো বেদবিহিতত্বাৎ বৈদিকঃ; শঙ্করো হি পাশ্চাত্যঃ। ভট্টনারায়ণো রাঢ়ী রাঢ়দেশে বসতিত্বাৎ।

মহেশ্বর-রচিত কুলপঞ্জিকা।

শাণ্ডিল্যে—দামোদরো হি বারেন্দ্রো বিশ্বরূপস্তু বৈদিকঃ।
দাক্ষিণাত্যোঽভবচ্ছৌরিঃ পাশ্চাত্যঃ শঙ্করাভিধঃ॥
অনুগঙ্গং সমুদ্বীক্ষ্য ভট্টনারায়ণো মুনিঃ।
সমাবিশদ্রাঢ়দেশং চতুর্ভিঃ সহযোগিভিঃ॥
কাশ্যপে তু মহাদেবঃ সাবর্ণিঃ প্রথিতো ভৃগুঃ।
তে দ্বে মিত্রে মধ্যদেশে জগ্মতুঃ স্বেচ্ছায়া স্বয়ম্॥

এড়ুমিশ্র।

নারায়ণ অতি প্রসিদ্ধ ও বিপ্র-ব্রাহ্মণো লোক বিখ্যাত। এই-রূপ অন্য চারি জনের ভ্রাতৃগণ পরবর্ত্তী কালে এ দেশে আসিয়াছিলেন (শ্লোক প্রমাণ দেখ), এবং তৎকালে বারেন্দ্রভূমে আবাস-গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন। কালক্রমে তাঁহাদিগের অধস্তন পুরুষে রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বিভাগ ও পৃথক্ সংজ্ঞা হয়। প্রথমে উভয় কুলেরই কান্যকুব্জ আখ্যা ছিল। পরে অবস্থিতির স্থান নিবন্ধন রাঢ়ী ও বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। এখনও এই উভয়েই কান্যকুব্জ বলিয়া অন্য ব্রাহ্মণের নিকট পরিচিত। (৫২০—২৪ পৃঃ।)

রামায়ণ, মহাভারত, মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে পৌণ্ড্রাদি দেশ অব্রাহ্মণ্য বলিয়া পরিগণিত আছে।

ব্রাহ্মণ্য দেশ সমুদ্ভব দ্বিজগণ (কান্যকুব্জাগত) কেন অনুগঙ্গ রাঢ়ভূম পরিত্যাগপূর্ব্বক অব্রাহ্মণ্য পৌণ্ড্রাদি দেশে (বরেন্দ্র-ভূমে) বাসস্থান গ্রহণ করিবেন? এইটী দৃষ্টেই অনভিজ্ঞ রাঢ়ীয়-গণ বারেন্দ্রগণকে এদেশীয় ব্রাহ্মণের দৌহিত্র মনে করেন। রাঢ়ীয়গণ কহেন, ব্রাহ্মণ্য-তীর্থেই কান্যকুব্জদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। অব্রাহ্মণ্য-তীর্থে বৈদিকগণ আবাস গ্রহণ করিতেন। তদনুসারে সাতশতীগণের পূর্ব্বপুরুষেরা বৈদিক বলিয়া সমাখ্যাত ছিলেন, পরে বৌদ্ধগণের প্রভাবে অবৈদিক ও লুপ্তক্রিয় হয়েন। কান্যকুব্জ-সন্তানগণের প্রভাবে তাঁহারা একেবারেই নিস্তেজ হইলেন; এবং সাতশতী নামে অভি-হিত হইতে লাগিলেন। উত্তর-কালে যখন অত্যন্ত ঘৃণিত হয়েন, তখন ক্রমশো নবাগত সভ্য-শ্রেণীতে অন্তর্ভাব হইয়া আসিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর পুত্রেষ্টি-সময়ে তদধিকৃত রাজ্যের ব্রাহ্মণগণের দ্বারা তদীয় অভিলষিত পুত্রেষ্টি ক্রিয়া সমাধা হইতে

পারে কি না, তজ্জন্য বঙ্গদেশীয় সমুদয় দ্বিজের সংখ্যা গ্রহণ করেন' গণনায় সাত শত ঘর হয়। তাহাতেই ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে কান্যকুব্জ-সন্তানগণ সাতশতী-সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা কেহই বেদজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন না। সকলেই অজ্ঞ ছিলেন; এবং পরস্পর পৃথক্-শ্রেণী ও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ছিলেন। পঞ্চ-গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বা পঞ্চ-দ্রাবিড়ীয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। বঙ্গভূমি পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের প্রধান উপনিবেশ-স্থান ছিল। কালক্রমে ঐ ঔপনিবেশিকেরা অধিবাসী হইয়া পড়িলেন। অধিবাসী হইলেন বলিয়া সকলেরই সাধারণ নাম বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ হইল বটে, কিন্তু কালক্রমে বেদচর্চ্চা লোপ হওয়ায় সামান্যতঃ সমস্তই গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হয়েন। সকলে একশ্রেণী বা একরূপ আচার ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারিলেন না; স্ব স্ব বংশের পূর্ব্বতন আচার ব্যবহার অনুসারে চলিতে লাগিলেন। এই হেতু বশতঃ সাতশতীগণের মধ্যে নানাবিধ প্রভেদ দেখা যায়।

বারেন্দ্রগণের গাঁই বা আদি বসতিস্থান পদ্মানদীর উত্তর ধার এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর প্রদেশ সমূহ। যথা—মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও ঢাকা জিলার পশ্চিমাংশ ও সুসঙ্গ দুর্গাপুর প্রভৃতি পার্ব্বতীয় প্রদেশ। বারেন্দ্রগণের কুলপঞ্জিকার বচনানুসারে তাঁহাদিগকে বল্লালের নিকট গ্রাম গ্রহণ করিতে দেখা যায়, এবং তৎকালেই রাঢ়ী বারেন্দ্রের বিভাগ-কল্পনা। বল্লাল ও আদিশূর

পিতা-পুত্র,সম্বন্ধের ব্যক্তি নহেন। আদিশূরের অধস্তন ১০।১২ পুরুষের ব্যক্তি বলিলেও বিশেষ দোষ স্পর্শ করে না। এরূপ স্থলে অনভিজ্ঞ বারেন্দ্রগণ কিপ্রকারে বলিতে সাহসী হইতে পারেন যে, তাঁহারা পাশ্চাত্য-পত্নীজ এবং রাঢ়ীয়গণ সাতশতী-দৌহিত্র? রাঢ়ীয়গণ আদিশূরের নিকট বসতিস্থান পাইয়াছিলেন। ভিন্ন দেশ হইতে সগু সগু আগমন না করিলে বাসস্থানের অভাব হইবে কেন? অভাব হেতুই নিবসতি-স্থানের প্রার্থনার অ:বশ্যকতা হইয়াছিল। তদ্বিপরীতে যাঁহারা এদেশীয় ব্যক্তিবর্গের জামাতা বা দৌহিত্র, তাঁহাদিগের বাস-স্থান-প্রাপ্তি বিষয়ে চিন্তা করিতে হয় নাই। যখন আপনা-দিগের মধ্যে অন্তর্ব্বিচ্ছেদ ঘটে, তখনই নূতন বাসস্থানের প্রয়োজন হয়। সুতরাং বারেন্দ্রগণকে অন্তর্ব্বিচ্ছেদ-কালেই বল্লালের নিকট গ্রাম লইতে হয়। রাঢ়ীয়গণ বল্লালের নিকট গ্রাম গ্রহণ করেন নাই, কেবল তৎপ্রদত্ত কৌলীন্য-সূচক মর্য্যাদা স্বীকার করেন। সুতরাং রাঢ়ীয়গণকে প্রথমাবস্থায় সাতশতী-সংসৃষ্ট বলিবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। উত্তর-কালে রাঢ়ীয়-কুলে উহাঁরা মিশিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সাতশতী-সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের কুলে কলঙ্ক-লেখা আছে।

এখন ইহা একপ্রকার সপ্রমাণ হয় যে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই উভয় কুলেই কিয়ৎ পরিমাণে সাতশতী-সংস্রব ঘটিয়াছে। অতএব বৃথা অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঘৃণা ও বিদ্বেষ-ভাব দেখান উচিত হয় না।

উভয় কুলই পরিশুদ্ধ ও সেই সেই মূলপুরুষের সন্তান, তদ্বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই "নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং

দুষ্কুলাদপি” এই বচনানুসারে পঞ্চ-ব্রাহ্মণ-সন্তানের পরস্পর যখন বাঙ্গালী-ভাবাপন্ন, তৎকালে সাংশতী-কন্যা-গ্রহণ দোষাবহ হয় নাই। আর এক কথা এই যে, উৎপত্তি-স্থানের লাঘব বা গৌরব অনুসারে সচরাচর মর্য্যাদা হয় বটে, কিন্তু যেখানে নিজের মাহাত্ম্য নাই, সেখানে পৈতৃক সম্মান রক্ষা হয় না। সমুদায়ই নিজের কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে। দেখ, গঙ্গা বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা হইলেও সকল দেবের আরাধ্যা; এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, ও বরাহ সামান্য জীব হইলেও তাহাদিগ হইতেই বেদের রক্ষা, পৃথ্বীর ধারণ ও প্রলয়-পয়োধি হইতে মেদিনীর উত্তোলন হইয়াছে। ঈশ্বর হীন-যোনিতে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াও নিজের ঐশী শক্তি দেখাইয়াছিলেন। দেখ, ঈশ্বর মনুষ্যভাবেই দৈত্যদানবাদি অসুর-দিগকে বধ করিয়া ভূমির ভার-হরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরশুরাম, বুদ্ধ, ব্যাস, নারদ ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ কর। আরও দেখ, অগস্ত্য কুম্ভসম্ভব, দ্রোণ দ্রোণীজাত, কর্ণ কানীন, পাণ্ডবেরা কুণ্ড; অথচ ইহাঁরাই সর্ব্বত্র মান্য, এবং বিশ্বামিত্রের জাতি ও পরাভব স্মরণ কর; দেখিবে, তিনি প্রথমে অপদস্থ হইয়াছিলেন; সেই বিশ্বামিত্রই শেষে ব্রাহ্মণ-গণের আদর্শ হইলেন। শুক্তির উদরে মুক্তার জন্ম। অন্ধ-কারময় খনির গর্ভে মণির উৎপত্তি। চন্দ্র মানব-নয়নে জন্মিয়াও দেবদেব মহাদেবের শিরোভূষণ হইয়া আছেন। আরও দেখ, মহাবৃক্ষ-প্রসূন (অতিক্ষুদ্র) শেফালিকা, বিল্বদল ও তুলসীর পত্র-পুষ্পাদি ভূপতিত হইলেও নিজ মাহাত্ম্যে দেব-শিরোপরি উত্থিত হয়। কিন্তু শাল্মলী ও পারিজাত-পুষ্প গুণ-হীনতা প্রযুক্ত মহাবৃক্ষ সম্ভব হইয়াও লোকের নিকট নিতান্ত

অগ্রাহ্য। আরও দেখ, পঙ্কসম্ভূত ইন্দীবর, কুবলয় ও কোকনদাদি নীচ লোক কর্ত্তৃক উত্তোলিত বিক্রীত এবং পর্য্যুষিত ছিন্ন ভিন্ন অবস্থাতেও স্বীয় সৌরভে সর্ব্ব সময়েই আদরণীয় হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিজের মাহাত্ম্যই ইহ সংসারে মর্য্যাদার প্রধান কারণ।

সদ্বংশ-প্রসূতদিগের জন্ম-স্থানের উচ্চতা নীচতা অনুসারে মর্য্যাদার লাঘব ও গৌরব হয় সত্য, কিন্তু তথায় অসদ্‌গুণ জন্মিবার সম্ভব অতি অল্পই বিদ্যমান থাকে। কারণ সৎপদার্থ-সম্ভব বস্তু দোষাশ্রিত হইলেও, দোষের দূরীকরণ হইবামাত্র পরিশুদ্ধ হয়। এবং অনেক সময়েই দেখা যায় যে, সদ্বংশ-প্রভব অবিদ্যাবান্ ব্যক্তিও প্রায়ই পৈতৃক বিনয়াদি গুণবিরহিত হয় না। এই জন্যই সৎকুল-প্রসূত সন্তানের এত আদর।

অসদ্বস্তুর গ্রহণে সর্ব্বভুক্ অগ্নির কখন দোষ জন্মে না বা মালিন্য হয় না। বোধ হয়, এই হেতু কৌলীন্য মর্য্যাদাধারাবাহিক।

সলিল স্বভাবতঃ স্বচ্ছ, পবিত্র, দ্রবময় ও শীতল। উহাতে কারণবশতঃ কাঠিন্য, উষ্ণতা ও আবিলতা দোষ জন্মিলেও দোষের হেতু দূরীভূত হইলেই উহা স্বীয় স্বাভাবিক গুণ পুনঃ প্রাপ্ত হয়। এই কারণেই সদ্বংশের গৌরব এত অধিক।

যাজ্ঞিক পঞ্চ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের বেদ-নির্ণয়।

ছান্দড়ো হি চতুর্ব্বেদী চতুর্ম্মুখ ইব স্বয়ম্।
স্যাৎ ত্রিবেদী দ্বিজো দক্ষঃ ক্ষিতৌ দ্বিতীয় কাশ্যপঃ ॥ ১ ॥

অথর্ব্বাঙ্গিরসো হর্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পারগঃ।
বেদব্যাসঃ স্বয়ং ব্রহ্মা বেদগর্ভস্তথা বভৌ ॥ ২ ॥
কেভ্যোঽপি ন শ্রুতৌ হীনো ভট্টনারায়ণো মুনিঃ।
ক্রিয়াসু নিপুণা এতে সাগ্নি বিশ্রুতগৌরবাঃ ॥ ৩ ॥
অমীষাং পিতরঃ পূর্ব্বাঃ পুরা গৌড়ং সমাগতাঃ।
পিতুর্বর প্রসাদেন তেঽপি গৌড়ং সমাযযুঃ ॥ ৪ ॥
শুভাশিষে প্রযুক্তং যদমৃতমর্ঘ্যসংজ্ঞিতম্।
গৃহে বিলম্বনাদ্রাজ্ঞো মল্লকাষ্ঠে সমর্পিতম্ ॥ ৫ ॥
শুষ্কমপ্যর্ঘ্যসংসর্গাৎ কাষ্ঠং সপদি জীবিতম্।
আলৌকিকমিদং দৃষ্ট্বা সর্ব্ব আশ্চর্য্যমাগতাঃ ॥ ৬ ॥
রাজা তৎ সংপরিজ্ঞায় নিজদোষং ন্যবেদয়ৎ।
পাদেষু পতিতঃ পশ্চাৎ গুরুপাদে যথা সুতঃ ॥ ৭ ॥
মহেশের কুলপঞ্জিকা।

তস্মৈ তে প্রদদুর্হর্ষমাশিষঞ্চ যথা পুরা।
নৃপোঽপি তৎ সমাদায় তানস্তাবীদ্যথাবিধি ॥ ৮ ॥
ভবতাং চরণন্যাসৈর্বচনৈশ্চ সুভাষিতৈঃ।
পূতং মে হৃদয়ং জাতং গৃহ্নীতার্ঘ্যং প্রসীদত ॥ ৯ ॥
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং যন্ময়ি ভবদাশিষঃ।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ॥ ১০ ॥
ক্ষমধ্বং কৃপয়া যূয়ং পাপং যদ্যন্ময়া কৃতম্।
পূর্ব্বজন্মকৃতং পাপং নশ্যন্তি ভবতাং গিরঃ ॥ ১১ ॥

সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ কুলচন্দ্র ঘটক-
ধৃত এড়ু মিশ্র-কৃত কুলার্ণবের বচন,
সাম্নাবলী গ্রন্থ।

বেদবাণাহিমে (৮৫৪) শাকে বিপ্রাঃ পঞ্চ সমাগতাঃ।
ক্ষিতীশস্তিথিমেধশ্চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ॥ ১॥
সৌভরিশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা পঞ্চদাসৈঃ সমন্বিতাঃ।
এতেষাং সূনবো যে তু তেষু পঞ্চ সুকীর্ত্তিতাঃ॥ ২॥
ভট্টনারায়ণো দক্ষশ্ছন্দড়ো হর্ষ এব চ।
চত্বারো বেদ গর্ভেণ পঞ্চ বিখ্যাতকোবিদাঃ॥ ৩॥
বেদজ্ঞা মন্ত্রনিপুণাঃ প্রেষিতা গৌড়রাজকে।
মনঃপ্রাণৈর্বিভিন্নাস্ত কার্য্যৈকত্বং সমাশ্রিতাঃ॥ ৪॥
পুত্রেষ্টি-করণার্থায় পুত্রদারৈঃ সমন্বিতাঃ।
ক্রিয়াসু নিপুণা রাজন্ সর্ব্বযজ্ঞেষু পারগাঃ॥ ৫॥
ছান্দড়ো হি চতুর্ব্বেদী সাম্নি বিশ্রুতগৌরবঃ।
বেদগর্ভশ্চ তত্তুল্যো বিশেষে নাস্তি তত্ত্বতঃ॥ ৬॥
ত্রৈবিদ্যবিদ্যো দক্ষঃ স্যাদ্ভট্টনারায়ণোঽপি চ।
অথর্ব্বাঙ্গিরসো হর্ষো শ্রুতৌ বিধিরিব স্বয়ম্॥ ৭॥
আদিশূরেণ তে সর্ব্বে পূজিতাশ্চ যথাবিধি।
পিতুর্বরপ্রসাদাত্তু তে চ গৌড়ং সমাযযুঃ॥ ৮॥

সারাবলী গ্রন্থে মুলো পঞ্চানন-ধৃত কুলার্ণবের বচন, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পাঁচড়া-নিবাসী কুলাচার্য্য ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘটকচূড়ামণি-প্রদত্ত।

ভরদ্বাজ গোত্রে—শ্রীহর্ষান্বয়সম্ভূতো বেদগর্ভ ইতি স্মৃতঃ।
মধ্যদেশীয়ঃ সঞ্জাতঃ পুত্রাস্তস্য গুণান্বিতাঃ॥
জনকো দিব্যসিংহশ্চ হরির্নীলাম্বরস্তথা।
বেদগর্ভসুতা এতে সর্ব্বে বিখ্যাতপৌরুষাঃ॥

মহেশ্বর।

Cont.

শ্রীহর্ষের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ শত ডিংসাঁই, তৎপুত্র বেদগর্ভ (ভরদ্বাজগোত্র), তৎপুত্র দিব্যসিংহ, ইনি মধ্যদেশী।

দিব্যসিংহো মধ্যদেশী রাঢ়ীয়া জনকাদয়ঃ।
দাক্ষিণাত্যো ধুরন্ধরঃ। মহেশ্বরের নির্দ্দোষ-কুলপঞ্জিকা।
বাৎস্যগোত্রের বর্ণনস্থলে।

রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিকে বিভা কভু বলে।
দেবী, ধ্রুব উপহাসে উড়ায় যে ছলে॥
সমাজে না চালায় তিনেই এ প্রথা।
এড়ু হরি লেখেন বৃথা প্যাঁচালো কথা॥

পূর্ব্ব কথা মুলো কয়, দেবযানী-পরিণয়,
বিপ্র-কন্যা ক্ষত্রিয়ের ঘরে।
অঘটন ঘটেছিল, শাপে তারে বিড়ম্বিল,
সুপ্রথা কবে কে উল্টা করে॥

রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিভা আর বৈদিক বলে।
সমাজের সৃষ্টি-কালে সব কার্য্য চলে॥
পৃথক্-অন্ন পৃথক্-ক্রিয়া ধর্ম্ম-হেতু।
ক্রমে মনের বিচ্ছেদে নষ্ট হয় ক্রতু॥
বিদ্বেষ-অনল হৃদি বিদ্যুতের গতি।
ভ্রাতৃভাব পিতৃভক্তি নাশে সতী মতি॥
এড়ু মিশ্র হরি মিশ্র লেখে বিভা-কথা।
সমাজ-সংস্কারে দেখি অনেক অন্যথা॥
আপামর সাধারণ যেইরূপে চলে।
তাহাকেই যথাযথ সুসংস্কার বলে॥

কোটি কোটি মানবের একে যাহা করে।
তাহাকে কভু কেহ সামান্য নাহি ধরে॥
একের কার্য্যাকার্য্য তাতেই পায় লয়।
নিন্দামাত্র সমাজের তারি অপচয়॥
যার পাদস্খলন, সে পিছলে পড়ে মরে।
তারি নামে ত সমাজ আহা উহু করে॥
রাঢ়ী বারেন্দ্রে অনৈক্য বিভা ব্যবহারে।
ছিল সমভাব পাক, যজ্ঞ ও আহারে॥
দূর-দেশে থেকে ক্রমে পরিচয়ে দূর।
পরস্পর-দোষে হয় বিচ্ছেদ প্রচুর॥
এমন সময়ে নাহি দেখি ঐক্য-ভান।
এড়ু মিশ্র লেখেন দু-শ্রেণী-মিল-গান॥
কিন্তু কবে কোথা কার কন্যা-পুত্রে বিভা।
কোন্ কুলে কে করিল এপ্রকার সভা॥
নাহি আছে তার কিছুমাত্র লেখা যোখা।
থাকিলে প্রমাণ গণ্য যথা স্বর্ণ-রেখা॥
ইত্যাদি প্রমাণ বিনা না হয় প্রত্যয়।
তায় মুলো বলে, আছে বিস্তর ব্যত্যয়॥
স্বকুলে মর্য্যাদাবান্ না হয় শ্রেণী-হারা।
মহেশ তাই না ভাঙ্গে শ্রেণী-রূপ কারা॥
দেবীবর যথা দেখে পরিচয়ে দোষ।
তথায় সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয় গালি, করে রোষ॥
ধ্রুবানন্দ তাহা দেখি করে নির্দ্ধারণ।
কেবল শূদ্রযাজীতে নাহি মহাজন॥

তাদেরই বংশ কেহ কোন ছল বলে।
করেছিল বিবাহ ভিন্ন-শ্রেণীর কুলে॥
এখনো যে না হয় ত্যাগ, ইহা ত নয়।
স্বদলে বিদলে নিন্দ্য হয় পরিণয়॥

গোষ্ঠীকথা মুলো পঞ্চাননের সারাবলী

খড়দহ কামদেব-বংশ।

হরি-মিশ্র সুত যোগ, কাম, দিগম্বর।
সবাই পণ্ডিতে খ্যাত, খড়দহে প্রবর॥
যোগেশ্বরের যোগ-ভঙ্গ মধু চট্ট পেয়ে।
কামদেব-সুত-সপ্ত দোষী মধু খেয়ে॥
কামদেব-সুত-সংখ্যা রুদ্র-পরিমাণ।
তার সাতজন মধু-দোষে ঘূর্ণ্যমান॥ *
তথাপি তাদের ছিল বহুল পাণ্ডিত্য।
মৃত্যুর সাক্ষাতে ধর্ম্ম করিত যে নিত্য॥
ভ্রাতৃ-মধ্যে সবে বিজ্ঞ মধু ভট্টাচার্য্য।
নবধা কুললক্ষণে না ছিল অবর্জ্জ্য॥
মধু-সুত শ্রীতর, সন্তোষ ও অনন্ত।
সৎকার্য্যে সন্তোষ মুকুটরায়ী জীবন্ত॥
সে হড়ে জড়িত হয়ে চট্ট-সুতা লয়।
সেই দোষে কৃষ্ণদাস-সুত মৃতপ্রায়॥ †

---

* কামদেবসুতাঃ সপ্ত মধুদোষেণ ঘূর্ণিতাঃ।

† হড়েন জড়িতাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণদাসসুতাস্ত্রয়ঃ। মেলমালা।

. পূতিতুণ্ডে কন্যাদানে গোপী হন ভঙ্গ।
জ্যেষ্ঠ গোবিন্দের গুড়-কন্যায় আসঙ্গ॥ মেলমালা।

কামদেব পণ্ডিতের এগার সন্তান মধ্যে সাত জনের সুধা-পান দোষ দেখে। ইহার মূল তান্ত্রিকতার বীরাচার। ইহা তান্ত্রিকতায় শাস্ত্রীয় ও বৈধ হইলেও উহা মত্ততার নিদান বলিয়া সাধু-পথ বিগর্হিত। সে যাহাই হউক, পাণ্ডিত্য ও সৎক্রিয়া দ্বারা তৎকালে ইহাঁরা লোকসমাজে কুলীন বলিয়া বিশেষ মান্য হইয়াছিলেন।

কামদেব পণ্ডিতের অধস্তন ১১শ সন্তান পর্য্যায় লোকবিখ্যাত প্রসিদ্ধ বিদ্বান্, পুণ্যবান্ ও বদান্য মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় C. I. E. মহোদয়ের পুত্র গোবিন্দদেব ও মুকুন্দদেব পর্য্যন্তেও বিদ্যা-বিনয়াদি যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এখানে কামদেব পণ্ডিতের বংশের এব দেশ এবং কারিকা দেখান গেল।

কামদেবের পিতা হরি মিশ্র শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২০শ পুরুষ। ধারাবাহিক অধস্তনে ক্রমিক সংখ্যা-পাত করা গেল। কামদেব (২১)। শ্রীধর, শ্রীকণ্ঠ, অনিরুদ্ধ, মধুসূদনাচার্য্য, ভাস্কর, ভরত, বাণীনাথ; মৃত্যুঞ্জয়, বৈকুণ্ঠ, সুধাকর ও সুনন্দ (২২)। মধু সুত সন্তোষ ও অনন্ত (২৩)। সন্তোষ সুত রমাকান্ত, রাজীব ও চণ্ডিদাস (২৪)। রমাকন্ত-সুত গোবিন্দ, গোপীবল্লভ, রামচন্দ্র, মদন, রত্নেশ্বর, বাণেশ্বর, কাশী, শ্রীকৃষ্ণ ও নন্দ (২৫)। গোপীবল্লভ-সুত রামকানাই (২৬)। রামেশ্বর (২৭)। হরিনারায়ণ (২৮)। বিশ্বনাথ-রামায়ণ-প্রণেতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ (২৯)। সামাজিক প্রবন্ধাদি গ্রন্থ-প্রণেতা ভূদেব (৩০)। গোবিন্দ- দেব ও মুকুন্দদেব M. A. Dy. Majissrate (৩১)। গোবিন্দ-সুত বটুক-

দেব M. A. রামদেব ও ভবদেব (৩২)। মুকুন্দ-সুত গণদেব, কুমারদেব ও সোমদেব (৩২)।

চোৎখণ্ডী, দীঘল ও পূর্ব্বগ্রামী, এই তিন ঘর শ্রোত্রিয় প্রথমে খড়দহে চলিত হয়। যথা—

পূর্ব্বগ্রামী ও দীঘল চোৎখণ্ডী, তিন দল,
শ্রোত্রিয় বাৎস্যে ছান্দড়-সম্ভূত।
মূলে সিদ্ধ, সাধ্য, অরি ইথে কোথা নাহি ধরি
অরি-মিত্র শত্রু পরিচিত।
পঞ্চানন মুলো কয়, কাশ্যপে কাণ্ডারী হয়,
কেহ কি করে তার সন্ধান।
যথা দেখে বহু জোত্র, কুলীনের গতি তত্র,
লোভী কুলজ্ঞে সাধ্যে বন্দান॥

জাতিগত নীচতা পরিহার-জন্য ঋষিগণ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন—অনুলোম বিবাহে সপ্তম বা পঞ্চম পুরুষে ক্রমে জাতির উৎকর্ষ হয়; যথা—প্রত্যেক বারেই ব্রাহ্মণে বিবাহ। প্রতিলোম বিবাহে জাতির উৎকর্ষ হয় না, বরং তাহাতে অধমত্ব ঘটে।

জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ পঞ্চমে সপ্তমেঽপি বা।
ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চাধরোত্তরম্॥

বর্ণজাতিপ্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্য।

দোষ-পরীহার-বাক্য।

আচারো ব্যাসরূপে, বিনয়বরগুণো রামভূপে প্রসিদ্ধো,
বিদ্যা জীবে, প্রতিষ্ঠা সগরকুলসুতে যেন গঙ্গাবনীগা।

সদ্বীণাগানতানৈর্লসদমলমতো নাবদে তীর্থদৃষ্টি-
নিষ্ঠাবৃত্তির্বশিষ্ঠে, ধ্রুব ইতি চ তপো, দানমেবঞ্চ কর্ণে॥
নানাব্যক্তৌ প্রথিতনবগুণাধারচিহ্নাঃ কুলীনাঃ।

ধ্রুবানন্দ-ধৃত উদ্ভট কবিতা, রাণাঘাট-
নিবাসী কালীময় ঘটক-প্রদত্ত।

খ্যাতঃ শক্রো ভগাঙ্গো, বিধুরপি মলিনো, মাধবো গোপজাতো,
বেশ্যাপুত্রো বশিষ্ঠঃ, সরুজপদযমঃ, সর্ব্বভক্ষা হুতাশঃ।
ব্যাসো মৎস্যোদরীয়ঃ সলবণ উদধিঃ পাণ্ডবা জারজাতা,
রুদ্রঃ প্রেতাস্থিধারী, ত্রিভুবনবসতাং কস্য দোষো ন জাতঃ॥

ধ্রুবানন্দ মিশ্র ধৃত উদ্ভট কবিতা।

বারেন্দ্র কুলজী।

কাশ্যপগোত্রে ভাদুড়ী।

কাশ্যপে বীতরাগ কান্যকুব্জ-সন্তান।
বিখ্যাত অনেক পুত্র, সুসেন প্রধান॥ ১॥
তৎপুত্র ব্রহ্ম ওঝা, পৌত্র হন দক্ষ।
সতীর পিতা বটে, নহে যে অপ্রত্যক্ষ॥ ২॥
তৎসুত শান্তনু, পৌত্র পীতাম্বরে জান।
পীতাম্বর সুত হয় হিরণ্য মহামান॥ ৩॥
ভূগর্ভ, বেদগর্ভ, হিরণ্য পুত্র-পৌত্র।
ক্রমে দেখ জগন্মণি তাঁহার প্রপৌত্র॥ ৪॥
জগন্মহামুনির পুত্র স্বর্ণ ও ভব।
বারেন্দ্র স্বর্ণরেখ, রাঢ়ীয় ভবদেব॥ ৫॥

স্বর্ণরেখ-পুত্র সিন্ধু চির অপুত্রক।
বংশরক্ষা-হেতু করে গরুড়ে দত্তক ॥ ৬ ॥
গরুড়-ঔরস দুই, ক্রতু আর মতু।
বল্লাল-কৌলীন্যে ভাদুড়ী হয় ক্রতু ॥ ৭ ॥
মৈত্র-গ্রাম লয় মতু কৌলীন্য-বাঞ্ছক।
সপ্ত-কুলীন মধ্যে সর্ব্বের যে রক্ষক ॥ ৮ ॥
ক্রতুর তনয় হয় সঙ্কর্ষণ মুনি।
ভল্লুক আচার্য্য হন পৌত্র মহাজ্ঞানী ॥ ৯ ॥
যোগেশ আদি-সুত পায় যে পিতৃবর।
ভল্লুকের দুই পুত্র, যোগেশ, দিবাকর ॥ ১০ ॥
তাহাতে হৈল কুলীন-প্রধান ভাদুড়ী।
দিবাকর স্থানভ্রষ্ট, করঞ্জে আনাড়ী ॥ ১১ ॥
দিবাকর সন্তান শ্রোত্রিয়ের প্রধান।
কৌলীন্য না থাকায় হৈল ম্রিয়মাণ ॥ ১২ ॥
ভাদুড়ী যোগেশের পুত্র যে পুণ্ডরীক।
তৎসুত বৃহস্পতি, প্রসিদ্ধ যাজ্ঞিক ॥ ২৩ ॥
উদয়ন বংশধর বৃহস্পতি-সুত।
কুসুমাঞ্জলি-করণে কুলে হৈল পূত ॥ ১৪ ॥
উদয়ন বারেন্দ্রের মর্য্যাদার হেতু।
পরিবর্ত্ত বার্ত্তা রাখি কুলে বাঁধে সেতু ॥ ২৫ ॥
তাঁহার পক্ষদ্বয়, সুয়া আর যে দুয়া।
দুয়া স্ত্রীর গর্ভে বহু পুত্র, এক সুয়া ॥ ১৬ ॥
সুয়া-পুত্র পশুপতি পিতৃবৎ কুলীন।
দুয়া-পুত্র আঢ্য কাপ কৌলীন্যে মলিন ॥ ১৮ ॥

ভূ, ভবানী, চণ্ডী, গৌরী, রুদ্রাণী ও শচী।
সকলের নামে পতি, কুলচ্যুত অশুচি॥ ১৮॥
পশুপতি-সুত সপ্ত, আগাই অগ্রমণি।
অন্তে অপুত্রক, তিনি বংশে শিরোমণি॥ ১৯॥
আগাই-সূনু বলাই, অংশুমান্ পৌত্র।
মুকুন্দ প্রপৌত্র, ধন্য মান্য যে সর্ব্বত্র॥ ২০॥
শ্রীকৃষ্ণ ইহার পুত্র, পাপে হৈল মগ্ন।
দর্পনারায়ণী অবসাদে মনে ভগ্ন॥ ২১॥
শ্রীকৃষ্ণের তিন পুত্র,সুবুদ্ধি, কেশব।
তৃতীয় জগদানন্দ অতুল বিভব॥ ২২॥
প্রথম দ্বিতীয় পান নবাবী আখ্যান।
এই হৈতে ব্রাহ্মণে যবন-সংজ্ঞা-দান॥ ২৩॥

মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ { কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী রসসাগর-কৃত বারেন্দ্র কুল-পঞ্জিকা, ফরিদপুর জিলায় বেলেকাঁদীর গোপীনাথ মৈত্রেয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

কাশ্যপে মৈত্রেয়-গাঁই।

মৈত্রে মতু, স্থিরাচার্য্য পুত্র-মধ্যে খ্যাত।
স্তৌ (স্তো) পৌত্র, প্রপৌত্র-রূপে মহানিধি জাত॥ ১॥
বৃদ্ধপ্রপৌত্র ভিক্ষুক আর বৃহস্পতি।
ভিক্ষুক বিদ্যাশূন্য, বর্ণ-ব্রাহ্মণে গতি॥ ২॥
বৃহস্পতি-সুত দুই, সবল, কোপন।
ওঝা উপাধি দুয়ের না ছিল গোপন॥ ৩॥

সবল থাকে সাতোটা, মধ্যগ্রামে কূপ।
ভ্রাতৃদ্বয়ে প্রীতি বড়, মন্দ কাজে চূপ॥ ৪॥
কূপের পুত্র দুই, গণ্ডক আর নসে।
নরসিংহ-সুত ছয়, শুকী পিতৃবাসে॥ ৫॥
বুকী, মনো, তপস্বী, হিঙ্গু, আর যে লেংটা।
বুকী খাজনা, মনো বাউলা, তপস্বী মণ্ডলটা॥ ৬॥
শুকী-সুত দুই, ইচ্ছা ও মধু প্রধান।
মধুর প্রথম-পক্ষে-পুত্র কাপে যান॥ ৭॥
আনাই, অর্জ্জুন, রক্ষিত, আনন্দ ও নন্দ।
গদ, মাধু, এই সপ্ত কাপে সদানন্দ॥ ৮॥
দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র লাড়ুলী-দৌহিত্র।
কুলে শীলে অগ্রগণ্য, বংশের পবিত্র॥ ৯॥
কাশ্যপে করঞ্জ গাঁই, মঙ্গল ওঝা আদি।
আমাটে বাহিরবন্দ মাণ্ডলী বামন্দী॥ ১০॥
বেতড়া নারিটীর চক্রবর্ত্তী ও ভট্ট।
করঞ্জে সুসেন-বংশে দিবাকর শ্রেষ্ঠ॥ ১১॥

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী কৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা
ফরিদপুর জিলায় বেলেকাঁদীর গোপীনাথ
মৈত্রেয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

শাণ্ডিল্য গোত্র।

শাণ্ডিল্যে জয়সাগর বারেন্দ্রের কবি।
মাধব, মৌন, স্বর্ণ, পীতাম্ কুল-রবি॥ ১

মাধব চম্পটীগ্রামী, মৌন ভট্ট নন্দনা।
শ্রীহরি স্বর্ণরেখ, সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়ে মন্থণ। ॥ ২ ॥
সাধু, রুদ্র, লোক, তিন পীতাম্বর-পুত্র।
বাকৃচীতে দুই, লোকে লাহিড়ার সূত্র ॥ ৩ ॥
বল্লাল-দত্ত কৌলীন্য তিনেই সমান।
সাধু-পৌত্র চক্রপাণি, পুত্র ত লবাণ ॥ ৪ ॥
রূপ ওঝা, ঋষি দীক্ষিত, ক্রম-নিম্ন-সম্বন্ধ।
কুলীনের কুল-মধ্যে কাশ্যপে সুবন্ধ ॥ ৫ ॥
ঋষির সন্তান পাঁচ, জানে ত সবাই।
আহু, শুহি, গদা, শিমাই, বিমাই ॥ ৬ ॥
বিমায়ের চারি পুত্র, হরি যে প্রধান।
শ্রীকণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, আর মন্দারকে পান ॥ ৭ ॥
হরিহর-সুত অষ্ট, বলাই ত শ্রেষ্ঠ।
তৎপুত্র ধেঁয়ী বাগচী মানেতে গরিষ্ঠ ॥ ৮ ॥
ধেঁয়ী-সোদর বামন-বংশে বৎসাচার্য্য।
তদীয় অধস্তনে রামচন্দ্র সংমার্জ্য ॥ ৯ ॥
পুঁটিয়ার রামচন্দ্র ঠাকুর প্রধান।
ইচ্ছা পাঁচুড়িয়া-দোষ করে তিরোধান ॥ ১০ ॥
রুদ্র বাগচী দলে লোক বিখ্যাত অনেক।
কিন্তু বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে শ্রেষ্ঠ হন এক ॥ ১১ ॥
জিগনি ওঝা রুদ্রের অধস্তন ষষ্ঠ।
ধনে মানে কুলে শীলে সবাকার শ্রেষ্ঠ ॥ ১২ ॥
লোক-সুত ভূতনাথ শাণ্ডিল্যের বংশ।
তৎসূনু দিগম্বর, চ্যুত তারি অংশ ॥ ১৩ ॥

চ্যুত-পুত্র তিন জন, হলী, বলী, বল্ল।
হলী নিন্দ্য, বলী মধ্য বল্ল ধৈর্য্য-তুল্য ॥ ১৪ ॥
হলী অযাজ্য-যাজনে বর্ণের ব্রাহ্মণ।
বলীর ক্রিয়াকাণ্ডে বিপ্র-লক্ষণ ॥ ১৫ ॥
বল্লভাচার্য্য মান্য গণ্য উদয়-জামাতা।
কারণে লীলাবতীর পাণির গ্রহীতা ॥ ১৬ ॥
লীলাবতীর পুত্র সব কুলেতে মান্য।
লাহিড়ী-কুলে কেশব দনুজার্ক ধন্য ॥ ১৭ ॥
ভাদুড়ী-দোষে দনুজ থাকে যে চয়ড়া।
অর্ক হন ঢাক ঢোল, কেশব নকড়া ॥ ১৮ ॥

বারেন্দ্র-বংশাবলী, কোঁড়কদীর
পদ্মলোচন সান্যাল-সংগৃহীত,
কাদবিলার শশিশেখর লাহিড়ী-প্রদত্ত।

শাণ্ডিল্যে নন্দনাবাসী।

মৌন-বংশে নন্দনাবাসী কুল্লূক তিলক।
যাঁর বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে ভূলোক দ্যুলোক ॥ ১৯ ॥
সে বংশে আর না পাই অদ্য মহাজন।
তদীয় ভ্রাতার বংশে দেখি একজন ॥ ২০ ॥
দিবাকর যে নন্দনাবাসীর অগ্রগণ্য।
গুরুত্বে যে হয় লোকে স্বীয় যশে ধন্য ॥ ২১ ॥
তাঁহারো অধস্তনে বিদ্যার বিলোপ।
তাহা দেখি ধর্ম্মের যে হল অতি কোপ ॥ ২২ ॥
দিবার অধস্তন সপ্তম কামদেব।
ভট্টাঘাতে দগ্ধ করে কামে মহাদেব ॥ ২৩ ॥

কামের পৌত্র উদয়ে বাহির-ভাব সৃষ্টি।
একালে যে এখানে নিরাবিলে শ্রীদৃষ্টি ॥ ২৪ ॥
তদবধি উদয় নন্দনাবাসী-রাজা।
হৃদয়, জীবন, হরি, আত্মতুলা প্রজা ॥ ২৫ ॥
সকলের নাম-শেষে যুক্ত নারায়ণ।
হরিসুত ভট্ট রাজা কংসনারায়ণ ॥ ২৬ ॥
ভট্ট কংসনারায়ণ বারেন্দ্র-তিলক।
কাপ, কুলীন, শ্রোত্রিয়-মর্য্যাদা-রক্ষক ॥ ২৭ ॥
কংসনারায়ণ হন শ্রোত্রিয়-ভূপতি।
বিষয় বিভবে তাহিরপুরে বসতি ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী-কৃত বারেন্দ্র-বংশাবলী, কৌড়কদীর পদ্মলোচন সান্ন্যাল-সংগৃহীত, লোকনাথপুরের কুঠীর দেওয়ান নকড়ি সান্ন্যাল-প্রদত্ত।

শাণ্ডিল্যে চম্পটী-গাঁই।

শাণ্ডিল্যে চম্পটী-গাঁই নন্দনা-সমান।
বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে ক্ষীণ, তবু পায় যে মান ॥ ২৯ ॥
স্বর্ণের কিঙ্কিণী শীহরি সংস্থাপক।
পুত্র চলাচল দক্ষিণোত্তর-জ্ঞাপক ॥ ৩০ ॥

বারেন্দ্র-বংশাবলী।

বাৎস্য-গোত্রে সঙ্গামণি।

বাৎস্যগোত্রের আদি ধরাধর শর্ম্মা।
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে না ছিল কেহ তুল্যকর্ম্মা ॥ ১ ॥

পুত্র বেদ, পৌত্র সিধু, প্রপৌত্র হিতয়।
বেদান্ত-বারেন্দ্র, দামু-রাঢী-সংজ্ঞা পায় ॥ ২ ॥
বেদান্তের পুত্র পাঁচ, সবে মান্য গণ্য।
হরি, দিবো, জয়, শশী, আর লক্ষ্মী ধন্য ॥ ৩ ॥
সঙ্গ্রামণির মূল সান্যালে হয় গণ্য।
পুণ্য-হেতু বল্লালীয় পায় যে কৌলীন্য ॥ ৪ ॥
লক্ষ্মীধর-অধস্তন সান্যাল শিকাই।
বারেন্দ্র-পরিবর্ত্তে সাধু ছিল একাই ॥ ৫ ॥
অধস্তনে আজো আছে বিস্তার পরিচয়।
পুকুরের সান্যালে শ্রী দেখ নিঃসংশয় ॥ ৬ ॥
বাৎস্যে ভীমকালী ছিল, গুণের আকর।
কীর্ত্তিতে পূর্ব্বপুরুষ তুল্য ধরাধর ॥ ৭ ॥
ভীমবংশ অবশেষে দোষের যে খনি।
চারি ভায়ের পাপের কি কব কাহিনী ॥ ৮ ॥
বাৎস্যে ভট্টশালী শ্রোত্রিয় প্রবল।
দানাদানে, কুলে, মানে আছে যে সবল ॥ ৯ ॥
এই বংশে সরস্বতী চির দয়াবতী।
ময়ূর ভট্টের নামে বংশে ছিল খ্যাতি ॥ ১০ ॥
ময়ূর ভট্ট পূর্ব্ব কবি ময়ূর সদৃশ।
আজো নাহি দেখি তার কিছু বিসদৃশ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী কৃত বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকা, কাশীধাম নিবাসী দিনাজপুরের ভূতপূর্ব্ব সব-জজ্ গোবিন্দচন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক সং ও প্রদত্ত।

ভরদ্বাজ-গোত্র।

ভরদ্বাজে মহামতি গৌতম সুধন্য।
পুত্রে, যশে, তোয়ে দেখি তাঁর আছে পুণ্য ॥ ১ ॥
গৌতমের অধস্তন ত্রয়োবিংশাপত্য।
মধু মৈত্রে কন্যা-দানে নৃসিংহই সত্য ॥ ২ ॥
নৃসিংহের প্রপৌত্র কুবেরাদ্বৈত-পিতা।
অদ্বৈত শিবাবতার, চৈতন্যের মিতা ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী কুলীনের সন্তান।
ভণিল বারেন্দ্র-দ্বিজ-বংশ-গুণ-গান ॥ ৪ ॥
তাহে দেন উপনাম রসের সাগর।
নবদ্বীপ-ভূপ, করি বহু সমাদর ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী রসসাগর-কৃত কুলপঞ্জিকা,
নবদ্বীপাধিপতির দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায়-প্রদত্ত।

আদি বা (আঢ্য) কাপ-পরিচয়।

উদয়ের আদি-পুত্র ছয়ে পিতৃ-শাপ।
ভু, ভবানী, চণ্ডী, গৌরী, রুদ্র, শচী, কাপ ॥ ১ ॥
দ্বিতীয়-পক্ষ-পুত্র একাই পশুপতি।
পিতৃবরে কুলীন, ভাদুড়ী-কুলে স্থিতি ॥ ২ ॥
ধৈর্য্য বাগচী কহে, মধু কেন চিন্তান্বিত।
কুপুত্রে ত্যজি, ধর্ম্মে মন কর সমাহিত ॥ ৩ ॥
সচ্ছ্রোত্রিয় স্পর্শমণি স্থিতস্থাপক।
ত্রিপথগা-সুধা-সম চতুর্ব্বর্গ-ব্যাপক ॥ ৪ ॥
দৈববাণী লাডুলী-কন্যা ধন্যা জেনো পশ্চাৎ।
নৃসিংহ পর্ণবিক্রয়ী * (তাম্বূল) যদা ছিল খ্যাপং ॥ ৫ ॥

নিষিদ্ধ-বস্তু-বিক্রয়ী দ্বিজ হয় পাপী।
পর্ণ-বিক্রয়ে * (তাম্বূল) দোষ নাহি দেখি কদাপি ॥ ৬ ॥
দ্বিজে নিষিদ্ধ-দুগ্ধাদি যে করে বিক্রয়।
রসদাতা তাহে গণ্য, পাপের সঞ্চয় ॥ ৭ ॥
আপতেও দাস্ত ত্যজ্য, দ্বিজের পাতক।
আজি সে বিপ্রেও কেহ না করে আটক ॥ ৮ ॥
তারা ত আজি গণ্য মান্য, কুলে প্রধান।
লাড়ুলীর কন্যা লয়ে, তু হস্ অপমান ॥ ৯ ॥
আজি দেখি তোরে কে করে হেয়-জ্ঞান।
তোর ঔরসে লাড়ুলী দৌহিত্র ভাগ্যবান্ ॥ ১০ ॥
আনাই, অর্জ্জুন, আজি হলো যে নিষ্কুল।
লাড়ুলী ভাগ্যে শেষ-পক্ষে হবে মহাকুল ॥ ১১ ॥
নৃসিংহ দৌহিত্র পাঁচ, কুলীন-প্রধান।
রক্ষ, আন্দ, নন্দ, গদ, আর ত মাধান ॥ ১২ ॥
মৈত্র-কুলে পাঁচ নভা, রক্ষ মধ্যগ্রাম।
আন্দের গুড় নই, নন্দা গাণ্ডিল ধাম ॥ ১৩ ॥
গদ-স্থিতি বাক্যশরে, মাধু মাটিকোপ।
অন্যে না পায় কৌলীন্য যাহে পিতৃ-কোপ ॥ ১৪ ॥
রসসাগর কহে, জেনো পিতা ঈশ্বর।
পিতৃ-কোপে দ্বিজেযো ম্লেচ্ছত্ব, সে পামর ॥ ১৫ ॥

রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী কৃত বারেন্দ্র-বংশাবলী, শান্তিপুর-নিবাসী শ্রীরাম ন্যায়-বাগীশ-সংগৃহীত, হরলাল মৈত্রেয়-প্রদত্ত।

গ্রহাচার্য্য বা দৈবজ্ঞ।

দৈবজ্ঞ, ভাট, মহান্ত, আর যে জুগী।
চারি জাতি অপভ্রষ্ট, পঞ্চমে বৈরাগী ॥ ১ ॥
দৈবজ্ঞের কথা শুন, কি বা পরিপাটী।
বলে পিতা চর্ম্মকার, মাতা ব্রহ্ম-নটী ॥ ২ ॥
সহোদরের বৃত্তি বাদ্যের বাদন।
নিজ-বৃত্তি জ্যোতির্ব্বিদ্যা গ্রহাদি গণন ॥ ৩ ॥
পাইয়া সদ্‌বৃত্তি, লয় দ্বিজের লক্ষণ।
ফলিত সিদ্ধান্তে গণে মুনির মতন ॥ ৪ ॥
তিথ্যাদি শুনায় বিপ্রে, স্বর্ণো অভিবাদি।
ব্রাহ্মণ ইথে নহে কভু যে প্রতিবাদী ॥ ৫ ॥
শান্তি-স্বস্ত্যয়নে পায় গ্রহ-পূজা-দ্রব্য।
মুচি-সুত-অপবাদ অকথ্য ও অশ্রাব্য ॥ ৬ ॥
না হয় অনুমান অস্পৃশ্য ও অধম।
বরং দেখি ব্রহ্ম-বিদ্যা উচ্চারে অধম ॥ ৭ ॥
প্রণব-উচ্চারে যার আছে অধিকার।
না জানি কিসে তার ব্রাহ্মণ্যে অনধিকার ॥ ৮ ॥
দ্বিজত্ব না থাকিলে, কি সে হয় গণক।
উপবীত ধরে হয় দ্বিজ-মাণবক ॥ ৯ ॥
ষড়ঙ্গ বেদ, জ্যোতিষ তার একখান। *
সে জ্যোতিস্তত্ত্বে কেমনে হয় জ্ঞানবান্ ॥ ১০ ॥

---

* ষড়ঙ্গবেদানাম্—শব্দশাস্ত্রং মুখং জ্যোতিষং চক্ষুষী,
শ্রোত্রমুক্তং নিরুক্তঞ্চ, ছন্দঃ করৌ।
যা তু শিক্ষাস্য বেদস্য সা নাসিকা,
পাদপদ্মদ্বয়ং ছন্দ, আদ্যৈর্বুধৈঃ। (শীঘ্রতে)

অতএব শুন তার নীচত্ব-কারণ।
মনঃপ্রিয় গণনায় লোকের রঞ্জন ॥ ১১ ॥
তাহে সত্য ছেড়ে হয় মিথ্যার রচন।
নাক্ষত্রী দৈবজ্ঞ জনে অবাচ্য কথন ॥ ১২ ॥
নক্ষত্র-সূচক হয়, শঠ, প্রবঞ্চক।
নিজ নিত্য-কর্ম্ম-ত্যাগী, সর্ব্বত্র বাচক ॥ ১৩ ॥
শাঠ্য প্রবঞ্চনাদি মন্দ-ক্রিয়া যতেক।
তাহে দ্বিজে দোষ জন্মে একেতে শতেক ॥ ১৪ ॥
লুব্ধ নীচপ্রকৃতি দ্বিজে দোষ অপার।
নীচকর্ম্মা বিপ্র কভু পায় সদাচার ॥ ১৫ ॥
নারী, মূর্খ ভুলাইতে নক্ষত্র দেখায়।
মিথ্যুক, বঞ্চক, শঠ, ব্রাহ্মণ্য না পায় ॥ ১৬ ॥

বেদশ্চক্ষুঃ কিলেদং স্মৃতং জ্যোতিষং দ্বিজাতেস্তু তথোক্তস্কন্ধাদিত্রয়-বেত্তৃত্বরূপগণকস্ত প্রশংস্তত্বাৎ।

সিদ্ধান্তসংহিতা হোরারূপস্কন্ধত্রয়াত্মকম্।
বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষুর্জ্যোতিঃশাস্ত্রমকল্মষম্ ॥
বিনৈতদখিলং শ্রৌতং স্মার্ত্তকর্ম্ম ন সিধ্যতি।
তস্মাজ্জগদ্ধিতায়েদং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
অতএব দ্বিজৈরেতদধ্যে তব্যং প্রযত্নতঃ ॥
ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবত্তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্বেদবিদ্ দ্বিজঃ ॥

বাচস্পত্য অভিধান,
গ্রহাচার্য্য শব্দ দেখ।

সত্য, সারল্য, ক্ষমা, ব্রাহ্মণ-লক্ষণ ।
নির্লোভ হন বিপ্র, এ লুব্ধ সর্ব্বক্ষণ ॥ ২৭ ॥
পঞ্চানন মুলো কয়, সত্ব-গুণে দ্বিজ ।
তমো গুণে শূদ্রবৎ, না ভাব অন্ত্যজ ॥ ১৮ ॥

নাটোর রাজ্যের অধীশ্বর আনন্দনাথ
রায়ের ডাক্তার ও সভাসদ্ চন্দ্রকুমার
(রায়) মৈত্র-প্রদত্ত ।

বৈষ্ণব ।

বৈষ্ণব বৈষ্ণবী জেনো জুগীমত ধারা ।
কেহ নেড়া, কেহ নেড়ী, ধরা দেখে সরা ॥ ১ ॥
কিন্তু তারা কভু গোত্র প্রবর না চায় ।
অযোগ্য হলে যোগ্য করি যে ভেক লয় ॥ ২ ॥
বিষ্ণু সেবী ত্রিতয়, গিরি, পুরী, ভারতী ।
নিমাত রামাত আদি, মাধু, আরো কতি ॥ ৩ ॥
এরা সংসার-ত্যাগী কৌমার-ব্রত-ধারী ।
যোগাভ্যাসে রত, যেন ঠিক ব্রহ্মচারী ॥ ৪ ॥
বৈষ্ণবের সব জাতি সমান-প্রমাণ
সম্প্রদায় ভেদে কিছু উঁচু-নীচু জ্ঞান ॥ ৫ ॥
চৈতন্য-সম্প্রদায়ে বিপ্রেতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ।
তিনি পুরুষোত্তম, নদীয়া জন্মস্থান ॥ ৬ ॥
তায় নদীয়ার ধামে স্বর্গতুল্য মানে ।
লুপ্ত তীর্থ গুপ্ত বলি বৃন্দাবনে জানে ॥ ৭ ॥

শ্রীচৈতন্য স্বয়ং বিষ্ণু, শান্তির অবতার*।
নেড়া তাঁর শুদ্ধ মত করে ছারখার ॥ ৮ ॥
পঞ্চানন মুলো কয়, শাক্ত, বৈষ্ণব, জাত নয়,
ধর্ম্ম-তত্ত্বে পৃথক্ পন্থাচয়।
শিব, শক্তি, বিষ্ণু, ভিন্ন জ্ঞানে পূজা হয় ছিন্ন,
দেব দেবী কভু, ভিন্না হয়? ৯ ॥
নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত চূড়ামণি ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

যুগী বা যোগী।

যোগ-ভ্রষ্ট ব্যক্তি যদি যোগী নাম ধরে।
মৃৎ, শিলা, কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিংহ, অজগরে ॥ ১ ॥
লোকে ডরাত ভয়ে কম্পিত-অন্তরে।
ভরান দূরে থাকুক, হাসে নিরন্তরে ॥ ২ ॥

---

* চৌদ্দ শত সাত শক, মাসের ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হল শুভক্ষণ॥
সিংহ রাশি, সিংহ লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ, অষ্ট বর্গ, সর্ব্ব শুভক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর, তার কিবা প্রয়োজন॥
এত বলি রাহু চন্দ্রে করিল যে গ্রাস (
চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১৩ পরিচ্ছেদ॥

যোগভ্রষ্ট যোগীর নাম যে বান্তাশী।
মলবৎ ত্যক্ত বস্তুর কে হয় প্রত্যাশী ॥ ৩ ॥
সংসার বিষ্ঠা সম জ্ঞানেতে যে ত্যজে।
পুনঃ যে অমৃত ভেবে সুখে তাতে মজে ॥ ৪ ॥
সে যে স্বর্গ হতে হঠে নরকেতে পড়ে।
উচ্চ হতে নীচে পড়্‌লে দুনো ব্যথা বাড়ে ॥ ৫ ॥
সংসারত্যাগী হয় সদা সর্ব্বভক্ষক।
তাহে উচ্চ নীচ জাতি না থাকে লক্ষক ॥ ৬ ॥
তার কাছে সুখ দুঃখ সম হয় জ্ঞান।
পুনঃ সংসারে আসে কি, সে হয়ে অজ্ঞান ॥ ৭ ॥
তত্ত্বজ্ঞান ত্যজি জুগী ইন্দ্রিয়-নিরত।
অশেষ পাতকে পাপী, মনে অসংযত ॥ ৮ ॥
এই হেতু পুত্র-কন্যা করে নীচ-বৃত্তি।
ডোম চণ্ডালমত তাদের যে কুকীর্ত্তি ॥ ৯ ॥
কু আচার ব্যবহার পূর্ব্বাপর দেখে।
জাতিভ্রষ্টে ম্লেচ্ছ বলে শাস্ত্রে যে লেখে ॥ ১০ ॥
নামে মাত্র যোগী সে যে, কাজেতে ভৈরব। (কপালী)
ভৈরবী নামে যোগিনী, কপাল-বৈভব * ॥ ১১ ॥

---

* 'কপাল-বৈভব' শব্দে মুর্দ্দাফরাশ। সুতরাং এই মতে যুগী হইতে জুগীর উৎপত্তি। যুগী (পুং) স তু বর্ণসঙ্কর-জাতি-বিশেষঃ। স তু গঙ্গাপুত্র-কন্যায়াং বেশধারী জাতঃ। যথা—

গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ।
বভূব বেশধারী চ পুত্রো যুগী প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ডম্।, জুগী ইতি ভাষা। শব্দকল্পদ্রুমধৃত বচন।

নানা নীচ জাতি মিশে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী।
কুণ্ড গোলকে তেমন ভৈরব ভৈরবী ॥ ১২ ॥
জুগী পুত্র শিব গোত্র, শিবের বচন।
কাশ্যপে কন্যাগণ, ভৈরব-লিখিন ॥ ১৩ ॥
সগোত্রে বিভা বাদ, দ্বিজে এই বিচার।
অন্ত্যজ জাতিভ্রষ্টে না দেখি সদাচার ॥ ১৪ ॥
জাতভ্রষ্ট গর্ভস্রাব, গোত্র কোথা পায়।
একটা গোত্র নিয়ে সে জাত ধর্ত্তে চায় ॥ ১৫ ॥
শিব-বীর্য্যে কোঁচের যেমন শিব-গোত্র।
অধম চণ্ডাল ভিন্ন দ্বিজ বলে কুত্র ॥ ১৬ ॥
তাই কেহ জুগীর দ্বিজত্ব নাহি গণে।
কণ্‌ফট্ ওড়ংঘট্ট কানিপাদি জনে ॥ ১৭ ॥
আগম পুরাণ তন্ত্রে সন্ধান না পায়।
অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জুগী চতুর্থকে যায় ॥ ১৮ ॥

ভ্রষ্টের কি বল্‌বো কথা বংশের উল্লেখ বৃথা,
এক-গোত্র শ্বশুর জামায়।
শ্বশ্রূ বধূর প্রবর, দুয়ে, এক গোত্র ধর,
সদা অন্ত্যজে এ প্রথা ধায় ॥ ১৯ ॥

জুগীদিগের নিজের প্রচারিত বল্লালচরিতে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে জানা যায় যে, এদেশীয় জুগীরা যুঙ্গী হইতে পৃথক্ জাতি; যে হেতু আশ্রমী যোগীদিগের যে দশবিধ সংস্কার প্রচলিত আছে, তাহা বেদ-বিহিত; যুঙ্গীদিগের ঐরূপ সংস্কার নাই। বৈদিক দশ সংস্কার এই—(১) গর্ভাধন, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকরণ, (৫) নামকরণ, (৬) অন্নপ্রাশন, (৭) চূড়াকরণ, (৮) উপনয়ন, (৯) সমাবর্ত্তন ও (১০) বিবাহ। সুতরাং মুলো পঞ্চাননের লিখিত জুগীর সহিত দশবিধ-সংস্কার-সম্পন্ন যোগীর বিভিন্নতা আছে

পঞ্চানন মুলো বলে, ম্লেচ্ছ, দ্বিজ হবে কালে,
কলির সন্ধিমাত্র এখন।
মদ্য হৃদ্য সেব্য বটে, বারনারী চিত্তপটে,
গুরু ত্যাজ্য, যবন পূজন॥ ২০॥

বর্দ্ধমানাধীশ্বরের সভাসদ্ পদ্ম-লোচন ন্যায়রত্ন-সংগৃহীত, নব-দ্বীপাধিপতির গুরুদেব লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কার-প্রদত্ত।

জুগী দিগের অনুকূল বিষয় যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত পদ্মচন্দ্র নাথ কর্তৃক প্রকাশিত বল্লালচরিতের বাঙ্গালা অনুবাদে ও মন্তব্যে যোগি-সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা দেখিতে পারেন। নিম্নে উহা অবিকল উদ্ধৃত হইল (৩২ পৃষ্ঠ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত)। যথা—

যোগিগণ সকলেই রুদ্র হইতে জন্মিয়াছেন; তাঁহাদের শ্রেণী-বিভাগ লিখিত হইতেছে। কণ্ ফট্, অওঘড়্, মচ্ছেন্দ্র, শারঙ্গী-হার, কানিপা, ভরীহার, অঘোরপন্থী, সংযোগী * ও ভর্ত্তহরি

* ইহাদিগকে আশ্রমী যোগী কহে। নেপাল, দেরাডুন, বহর, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে ইহারা অধিকাংশ বাস করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশ ব্যতীত উক্ত কয়েক স্থানের যোগীর পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে যজ্ঞসূত্র, যোগপট্ট ও রুদ্রাক্ষমালা ধারণ, গৈরিক বস্ত্র পরিধান ও ললাটে রক্তচন্দন লেপন করিয়া থাকেন এবং গুরুর ন্যায় সর্ব্বস্থানে পূজনীয় হইয়া আসিতেছেন। কেবল বঙ্গদেশীয় যোগীরা বল্লালের অন্যায় শাসনে অগত্যা যজ্ঞসূত্রাদি ত্যাগ করিয়া আচার ব্যবহারে নীচজাতির ন্যায় হইয়া গিয়াছিলেন (পুনরায় ইহারা ক্রমশঃ যজ্ঞসূত্রাদি গ্রহণ করিতেছেন, ইহার বিশেষ বিবরণ বল্লালচরিতের

—যোগি-জাতির এই সকল সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছেন। রুদ্রদিগের অনেকগুলি পুত্র ও অনুচর ছিলেন, (তাঁহারা সকলেই) শিবগোত্রীয়, * তাঁহাদিগের বিষয় পুরাণে যথাক্রমে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহান্ রুদ্রের ঔরসে সূর্য্যাবতীর গর্ভে বিন্দুনাথ † জন্মগ্রহণ করিয়া-

---

ভূমিকার টীকায় দ্রষ্টব্য); কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও ইঁহারা পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণবৎ দশরাত্রাশৌচ অন্নপ্রাশন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার, পিতৃ মাতৃশ্রাদ্ধে অন্নের পিণ্ড, সামবেদোক্ত কার্য্যানুষ্ঠান, স্বয়ং চণ্ডীপাঠ শিবপূজা এবং শালগ্রাম-শিলা স্পর্শপূর্ব্বক তাঁহার পূজা ও দব দেবীকে অন্নের ভোগাদি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে ইহাঁরা রাজসংসারে চাকরি, চিকিৎসা ও ব্যবসায় বাণিজ্যাদি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

* যোগিমাত্রেরই 'শিব' গোত্র অথবা 'অনাদি' গোত্র এবং যোগিনী অর্থাৎ যোগীদিগের স্ত্রীমাত্রেরই 'কাশ্যপ' গোত্র। শিব অথবা অনাদি গোত্রের প্রবর ৫টী—শিব, শম্ভু, সয়ম্ভ, ভূধর, আপ্নবং; কাশ্যপগোত্রের প্রবর ৩টী—কাশ্যপ, অপ্সার নৈধ্রুব। (সগোত্রে বিবাহ অশাস্ত্রজত্বের প্রমাণ। মনু দেখ।)

† ইহাঁর দেহ ত্যাগ করিবার পর তাঁহার পুত্র আরিনাথ (মতান্তরে আদিনাথ) পিতামহ ও মাতামহকে দেহ-সংস্কারের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে মহাযোগী মহারুদ্র বলিলেন, যোগি-দেহের সমাজ দিতে হইবে; কিন্তু মহামুনি কশ্যপ বলিলেন, তাহা নহে, বিন্দুনাথ সংসার-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার দেহ অগ্নি-সংস্কারে সংস্কৃত হইবে। তখন আরিনাথ তাঁহার মাতা কৃষ্ণার অনুমতি লইয়া দেবর্ষি নারদকে আনাইয়া এই সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত করান; তাহাতে তিনি, মহারুদ্র ও কশ্যপ উভয়ের মান রাখিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিলেন, যে, মৃতদেহ প্রথমে মন্ত্রপূত করিয়া মুখাগ্নি করিবে, তাহার পর তাহার সমাজ হইবে। তদবধি নারদ গোস্বামীর ব্যবস্থাই যোগীদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে।

ছিলেন; * তাঁহাদিগের (মহান্ ও সূর্য্যবতীর) এবং সেই যোগনাথ (বিন্দুনাথ) হইতে নাথবংশ বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে †। মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যোগসিদ্ধ পুরুষেরা সর্ব্বত্র সকলের পরিচিত; নাথবংশীয় সকল পুরুষেরই নামের শেষে 'নাথ' শব্দ দিয়া তাঁহাদিগের নাম বলা যায়।

পূর্ব্বে গঙ্গার গর্ভে, তদভাবে শ্মশানে ও শিবালয়ের মধ্যে সমাজ দেওয়া হইত, এক্ষণে ইংরাজের রাজ্যে গঙ্গার গর্ভে সমাজ দেওয়া রহিত হওয়ায় অধিকাংশ স্থলেই কশ্যপ মুনির ব্যবস্থাই চলিতেছে, অর্থাৎ মন্ত্রপূত করিয়া মুখাগ্নির পর দেহ ভস্ম করা হয়।

* চন্দ্রাদিত্যপরমাগমের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে, সূর্য্যবংশীয় সুধন্য রাজার কন্যা সূর্য্যবতী মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার, এবং তদীয় ঔরসে পুত্রলাভ করিবার জন্য তপস্যা করেন। তাহাতে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তদীয় সমীপবর্ত্তিনী নর্ম্মদা নদীর তটে একটী পদ্মপত্রোপরি বিন্দু-পরিমাণ নিজ শক্তি স্থাপন করেন। দৈবাৎ সূর্য্যবতীর পিপাসা হওয়াতে তিনি ঐ পদ্মপত্রপুটে নদীর জল পান করেন। তাহাতে গর্ভবতী হইয়া যথাসময়ে একটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারই নাম যোগনাথ। মহাদেবের শক্তিবিন্দু হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তিনি বিন্দুনাথ বলিয়াও বিখ্যাত হন। স্বয়ং মহাদেব, আচার্য্য ও গুরু হইয়া তাঁহাকে উপনয়নাদি সংস্কার প্রদানপূর্ব্বক নিগম, আগম ও যোগ প্রভৃতি সমস্তই শিক্ষা প্রদান করেন; তদ্দ্বারা ইনি সিদ্ধ হন।

† উপরিলিখিত বিন্দুনাথ কশ্যপ ঋষির সুরতি-(আগম-সংহিতার মতে কৃষ্ণা) নাম্নী দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়া তদীয় গর্ভে আদিনাথ, মীননাথ, সত্যনাথ, সচেতননাথ, কপিলনাথ, নানকনাথ, গিরিনাথ, পুরনাথ-ভারতীনাথ, শৈলনাথ, নাগনাথ, সরস্বতীনাথ, রামানন্দিনাথ, জ্ঞানানন্দিনাথ, সুকুমারনাথ ও অচ্যুতনাথ—এই ১৬ পুত্র উৎপাদন করেন। ইঁহাদের

(যোগী) আদিনাথ * মৎস্যেন্দ্রনাথ, † সারদানন্দ, ভৈরব, ‡ চৌরঙ্গী § মীননাথ, গোরক্ষনাথ ¶ বিরূপাক্ষ, বিলেশয়, মন্থান-ভৈরব, সিদ্ধবোধ, ‖ কন্থড়ী, কোরণ্ডক, সুরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটী, কর্ণেরি, ** পূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কাপালী, †† বিন্দুনাথ, কাকচণ্ডীশ্বর, ময়, ‡‡ অক্ষয়, §§ প্রভুদেব, ঘোড়া-

মধ্যে প্রথম ৬ জন গৃহবাসী ও শেষোক্ত ১০ জন সন্ন্যাসী হন। ইহাঁরাই নাথবংশীয়দিগের আদিপুরুষ। যোগনাথের (বিন্দুনাথের) ঔরস-জাত বলিয়া ইহাঁদিগের 'যোগী' নাম হয়। ইহাঁরা ব্রাহ্মণদিগকে ভ্রষ্টাচার দেখিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

* আদিনাথ স্বয়ং মহাদেব। ইহাঁ হইতেই নাথবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। বিন্দুনাথের এক পুত্রের নামও আদিনাথ (মতান্তরে আয়িনাথ)।

† মৎস্যেন্দ্রনাথ আদিনাথের শিষ্য। ইনি পূর্ব্বে মৎস্যরূপী ছিলেন, আদিনাথ-কর্ত্তৃক পার্ব্বতীর নিকট বর্ণিত যোগোপদেশ শুনিয়া স্থিরভাবে থাকাতে আদিনাথ তাঁহাকে জল দ্বারা প্রোক্ষিত করেন। তাহাতেই তিনি দিব্যকায় লাভ করেন এবং সিদ্ধ হন।

‡ গ্রন্থান্তরে শাবর ও আনন্দভৈরব এইরূপ পাঠভেদ ও পদচ্ছেদ দেখা যায়।

§ চৌরঙ্গী প্রথমে হস্তপাদহীন ছিলেন, পরে মৎস্যেন্দ্রনাথের কৃপায় হস্ত ও পদ প্রাপ্ত এবং সিদ্ধ হন।

¶ গুরু গোরক্ষনাথ আদিনাথের পৌত্র এবং মৎস্যেন্দ্রনাথের পুত্র বলিয়া খ্যাত। কিন্তু বস্তুতঃ শিষ্য বলিয়াই বোধ হয়। ইনি হঠযোগ-বিষয়ে চারিটী উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

‖ মতান্তরে সিদ্ধি ও বুদ্ধ নামে দুইজন সিদ্ধ পুরুষ।

** মতান্তরে কানেরী। †† মতান্তরে কপালী।

‡‡ কেহ কেহ ময় নামক কোন সিদ্ধ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। §§ মতান্তরে অল্লাস।

চূণী, * টিণ্টিনী, ভল্লটি, † নাগবোধ, ‡ খণ্ড, কাপালিক—এই সকল ব্যক্তি হঠযোগ, § বলে বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ হইয়া যমদণ্ড খণ্ডনপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া থাকেন।

অগ্নিকুল সম্ভব ক্ষত্রিয়।

পঞ্চকোটাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের ইতিবৃত্ত ও বংশাবলী।

গৌড়দেশের ভূপতিগণ মধ্যে পঞ্চকোটের বা পঞ্চকুটের * মহারাজাই সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহাঁদিগের মুদ্রিত যে বংশাবলী আছে তদ্দ্বারা তাঁহারা দেখান যে বর্ত্তমান ভূপতি (মহারাজা) শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ দেব বাহাদুর হইতে মহারাজাধিরাজ চন্দ্রশেখর সিংহ দেও বাহাদুর ৭৯ পুরুষ উর্দ্ধতন ব্যক্তি। মহারাজা চন্দ্রশেখরের অধস্তন একাদশ দামোদরশেখর সিংহ হইতে ৬৯ পুরুষ ধারাবাহিকরূপে নিরুপদ্রবে পঞ্চকোটের রাজত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং লোকের জ্ঞাতব্য ও পাঠ্য।

---

* মতান্তরে ঘোড়াচোলী। † মতান্তরে ভানুকী। ‡ মতান্তরে নারদেব।

§ প্রাণায়াম প্রভৃতি ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করাকে হঠযোগ বলে। হঠপ্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার প্রক্রিয়া সকল সবিস্তর লিখিত আছে।

* কূট শব্দের অর্থ শৃঙ্গ। কোটির অর্থ ধনুকাদির প্রান্তভাগ। মানভূম প্রদেশের কিংবদন্তী নিম্নে দেওয়া গেল। রামগড় পর্ব্বতের পাঁচটী শৃঙ্গ বিদ্যমান ছিল। তাহার অধিত্যকায় এই রাজবংশের বিলাসভবন ছিল বলিয়াই রাজ্যের নাম পঞ্চকুট হইয়াছে অথবা এই রাজ্যকে পঞ্চকোটিতে অর্থাৎ ঐ পর্ব্বত পাঁচ দিকে ধনুকের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে বলিয়াই পঞ্চকোট নাম হইয়াছে। রামগড় পর্ব্বতের পাঁচ স্থানে পাঁচটী বিচ্ছেদ আছে। তথাকার অধিত্যকায় রাজাদিগের সুখাবাসের হর্ম্ম্য ছিল। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের প্রজাবিদ্রোহে নষ্ট হয়। উহা ইংরাজের নিকট পাচেট বলিয়া বিখ্যাত।

পঞ্চকোট মানভূম জিলার অন্তর্গত। রাজধানীর নাম কাশীপুর (kashipur)। E. I. R. Chinpina ষ্টেশনের দক্ষিণ ৩ ক্রোশ।

ইহাঁদিগের বংশাবলীর ইতিবৃত্ত যাহা লেখা আছে তাহা এই—শৌনক মুনির যজ্ঞে হোমকুণ্ডের অগ্নি হইতে যে চারিজন ক্ষত্রিয় সম্ভূত হয়েন তাহারই একতম উজেন্ পহ্লমার (পম্মার) বংশের অধস্তন ধারা হইতে চন্দ্রশেখরের জন্ম।

অগ্নিকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় চতুষ্টয়ের পহ্লমার (পম্মার) জ্যেষ্ঠ, মুলংক্সি দ্বিতীয়, চোহান তৃতীয় এবং পারহার চতুর্থ।

চন্দ্রশেখর হইতে অধস্তন দশ পুরুষের রাজত্বকালের ইয়ত্তা করা নাই। সুতরাং সেই সকল মহারাজাদিগের নামোল্লেখ মাত্র করিয়া মৌনাবলম্বন করিতে হইল। এই বংশের রাজাদিগের নামের পূর্ব্বে মহারাজাধিরাজ ওপরে সিংহ দেব বাহাদুর উপাধি যোগ করিতে হয়। চন্দ্রশেখর পুত্র গন্ধর্ব্ব সেন সিংহ ২। পৌত্র বিক্রমাদিত্য সিংহ ৩। প্রপৌত্র মুক্তিশ্ সিংহ ৪। বৃদ্ধ প্রপৌত্র উদয়াচল সিংহ ৫। অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র জগদ্দেব সিংহ ৬। বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র সপ্তম (সগুন) সিংহ ৭। অষ্টম অর্থাৎ সকুল্য হক্কার সিংহ ৮। নবম উদিয়াজিৎ সিংহ দেব বাহাদুরকে ইহাঁরা পশ্চিম দেশের ধারানগর রাজ্যের অধিরাজ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। দশম জগৎ সিংহ ইনিও ধারানগরের অধিরাজ ছিলেন; তৎপুত্র মহারাজাধিরাজ দামোদরশেখর সিংহ দেব বাহাদুর ১১। ইহার সময় শালীবাহন শক আরম্ভ হয়। তিনি নিজ ক্ষমতায় পঞ্চকোটের চাক্লার মহারাজ হইয়া ২ শক হইতে ৬২ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপুত্র ইন্দুশেখর (১২শ) ইনি শকাব্দা

৬৩ হইতে শকাব্দা ১০১ পর্য্যন্ত ৩৯ বৎসর পঞ্চকোটির রাজত্ব ভোগ করেন। তৎপুত্র (১৩শ) মুকুন্দশেখরের রাজত্ব ১০২ শক হইতে ১৪৬ শক পর্যান্ত ৪৪ বৎসর। তৎপুত্র রামচন্দ্রশেখব (১৪শ)। ইনিও পিতৃরাজ্যে ২৯ বৎসর কাল রাজত্ব উপভোগে সমর্থ ছিলেন। তৎপুত্র ১৫শ পুরুষোত্তম ইহার রাজ্যাধিকারের সীমা ১৭৬ শক হইতে ২০২ শক পর্য্যন্ত ২৭ বৎসর। তৎপুত্র ১৬শ শঙ্করশেখর। ইনি পৈতৃক রাজ্যে ৪৭ বৎসর কাল আধিপত্য করেন। ইঁহার পুত্রের নাম ১৭শ ভগবন্তশেখর। ইহার রাজত্বকালের সীমা ২৬৪ শক পর্য্যন্ত ১৯ বৎসর। তৎপুত্র (১৮শ) অনিরুদ্ধশেখরের রাজত্ব ৩০১ শক পর্য্যন্ত ৩৭ বৎসর। তৎপুত্র (১৯শ) জগন্নাথ-শখরের রাজত্বের পরিমাণ পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র। (২০শ) উদ্ধবশেখর পিতা অপেক্ষা দুই বৎসর কাল অধিক রাজত্ব ভোগ করেন। তৎপুত্র (২১শ) অনন্তশেখরের রাজত্ব কাল ৩৬৭ শক পর্য্যন্ত ৩৪ বৎসর। (২২শ) চতুর্ভুজশেখরের রাজত্ব কাল ৪১২ শক পর্য্যন্ত ৪৫ বর্ষ। সুতরাং ইনি পিতৃপিতামহাদি হইতে দীর্ঘকাল রাজত্ব উপভোগ করিয়াছিলেন। (২৩শ) রাঘবেন্দ্রশেখর ৪২৫ শক পর্য্যন্ত ১৩ বৎসর মাত্র পঞ্চকোটির রাজত্ব ভোগ করেন। (২৪শ) হরবৈদ্যনাথশেখর ইনি একবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। (২৫শ) জয় অনন্তশেখর পিতা অপেক্ষা চারি বর্ষ ন্যূন কাল রাজত্ব করিতে অধিকারী হয়েন। (২৬শ) যুধিষ্ঠিরশেখর ৪৮২ শক পর্য্যন্ত ১৯ বৎসর রাজত্ব করেন। (২৭শ) পুরানন্দশেখ-রের (৫১৩ শক পর্য্যন্ত ৩১ বৎসর) রাজত্বের সীমা। (২৮শ) ভীমশেখর ৫৩৮ শক পর্যন্ত ২৫ বর্ষ রাজত্বে অধিকারী। (২৯শ) সুন্দরশেখর ইহার রাজত্ব কাল চতুর্দ্দশ বর্ষ মাত্র। ইহার পুত্র

(৩০শ) গোবিন্দশেখরের রাজ্য শাসনের সময় তদীয় পিতার সময়াপেক্ষা পঞ্চবর্ষ মাত্র অধিক। (৫৫৩ হইতে ৫৭১ শক)

(৩১শ) রঙ্গনশেখরের রাজ্যশাসনের সময় ৫৭২ শক হইতে ৫৯৮ পর্য্যন্ত ২৭ বৎসর। (৩২শ) জগন্মোহনশেখর ৬৩৬ শক পর্য্যন্ত ৩৮ বর্ষ পঞ্চকোটিতে পৈতৃক রাজ্যে প্রজাপালন করিয়াছিলেন। (৩৩শ) বিক্রমশেখর পিতা তপেক্ষা তিন বর্ষ মাত্র ন্যূনকাল রাজ্যরক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন। (৩৪শ) শেখর ইন্দ (ইন্দুশেখর) ৬৯৩ শক পর্য্যন্ত ২২ বৎসর রাজত্ব করেন। (৩৫শ) দুর্য্যোধনশেখর এই দুর্য্যোধন কৌরববংশীয় দুর্য্যোধনের ন্যায় ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র কাল রাজত্ব করিয়া অকালে গতাসু হয়েন। (৩৬শ) হরিশ্চন্দ্রশেখর ইহার রাজ্য শাসনের পরিধি একত্রিংশৎ বর্ষ। (৩৭শ) বৈদ্যনাথশেখর ৭৫৪ শক পর্য্যন্ত ১৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া লোকান্তরিত হয়েন। (৩৮শ) রাঘবশেখরের রাজত্ব কালের সীমা ৪১ বৎসর। (৩৯শ) প্রভুনাথশেখর ৮০৮শক পর্য্যন্ত ১৩ বৎসর রাজত্ব করেন। (৪০শ) সহদেবশেখর ৮৩৪ শক পর্য্যন্ত ২৬ বৎসর রাজত্বে ব্যাপৃত ছিলেন। ৪১শ প্রণতিশেখর ৮৪৭ শক পর্য্যন্ত ১৩ বর্ষ পৈতৃক রাজ্য ভোগ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। (৪২শ) মহারাজাধিরাজ শ্রীকীর্ত্তিনাথশেখর সিংহ দেব বাহাদুর ৮৪৮ শক হইতে ৮৭২ শক পর্য্যন্ত পঞ্চবংশতি বর্ষ পিতৃরাজ্য পঞ্চকোটিতে প্রজাপালন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। কীর্ত্তিনাথ শেখরের রাজত্বের মধ্যভাগে অর্থাৎ ৮৬৪ শক (শালীবাহন), সংবৎ (বিক্রমাদিত্যের) ৯৯৯ অব্দে আদিশূরের পুত্রেষ্টিতে সাগ্নিক পঞ্চ মহর্ষির বঙ্গে আগমন হয়। **আদিশূর পঞ্চগৌড়েশ্বর সম্রাট।** অর্থাৎ বিন্ধ্যগিরির উত্তরাংশের

যাবতীয় ভূভাগের সার্ব্বভৌম। তদীয় আদেশক্রমে পঞ্চকোটির সামন্ত মহারাজ কীর্ত্তিনারায়ণ সম্রাটের সম্মানিত পূজ্যপাদ ভট্টনারায়ণকে মানভূমির নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইত হয়। তদবধি কাশীপুরে রাজধানী সম্বন্ধনির্ণয় ক্রোড়পত্র ১১ পৃষ্ঠে কুলাচার্য্য এড়ু মিশ্রের বচন দেখ। *

আশীর্ব্বচনং সংসগাৎ দীয়তে শাসনং ময়া।
ভট্টনারায়ণাদিভ্যঃ প্রণিপত্য তদিচ্ছয়া॥
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম।
যস্মদধি কৃতেরাজ্যা ব্রাহ্মণ্যাং সং ভবিষ্যতি॥ এড়ুমিশ্র।

পঞ্চকোটি রাজ্যকে পাচেট বলে উহা রামগিরি পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমি মাত্র।

(৪৩শ) অভয়নাথ শেখর ৮৭৩ শক হইতে ৮৮৮ অর্থাৎ (সংবৎ ১০২৩) পর্য্যন্ত পঞ্চকোটি রাজ্যের অধীশ্বর সামন্ত রাজা। ইনি আদিশূরের প্রেরিত যাজ্ঞিক শ্রোত্রিয় ব্রহ্মর্ষি ভট্টনারায়ণের সন্ততিবর্গকে নিজাধিকারে যথেষ্ট ব্রহ্মোত্তর দান করেন। তদবধি নিম্নলিখিত গ্রাম সমূহে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের আবাস হয়।

গ্রামের নাম	থানা	মন্তব্য
১। মণিহারা	গৌরাংডী	নবদ্বীপের পূর্ব্বাংশ
২। মধুতটী	রঘুনাথপুর	জলময় প্রদেশ বলিয়া
৩। নডিহা	পাড়াতল	কান্যকুব্জেরা রাঢ় দেশ-
৪। নধূড়কা	পুরুলিয়া	কেই মনোনীত করেন।
৫। দেদাঁর	ঐ	এই সকল স্থানে পূর্ব্বে
৬। শিয়াল ডাঙ্গা	ঐ	ভট্টনারায়ণের সন্ততি-
৭। শালুক চাপড়া	ঐ	বর্গের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ও
৮। শাঁকড়া	ঐ	ব্রহ্মোত্তর ছিল। উত্তর-

গ্রামের নাম	থানা
৯। উলানশিলা	পুরুলিয়া
১০। চীনপীনা	ঐ
১১। রামচন্দ্রপুর	ঐ
১২। ঝালদা	ঐ
১৩। রঘুনাথ গঞ্জ	ঐ
১৪। যশপুর	ঐ
১৫। কোটালডি	
১৬। মুরারি	
১৭। প্রচণ্ডপুর	
১৮। তিলুড়ি	

এদেশের লোকে কহেন পূর্ব্বনামের পরিবর্ত্তে নূতন নাম হইয়াছে।

মন্তব্য

কালে বল্লাল সেনের কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদানের সঙ্গে এই সকল স্থান রাঢ়ায় প্রধান কুলীন সন্তানের বিশেষ নিবসতি স্থান হয়। এক্ষণে এ সমুদায় স্থানে শ্রোত্রিয়ের সংখ্যা অপেক্ষা কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানের সংখ্যাই অধিক। এরূপ ঘটনা ইহাদিগের আশীর্ব্বাদের বলে অথবা শ্রোত্রিয় দিগের দুর্ভাগ্য বশত সর্ব্বত্র শ্রোত্রিয় বংশ প্রায় ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে।

এই সকল ব্রাহ্মণ প্রধান স্থানে ফুলিয়া, খড়দা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কুলীন ও নিম্ন শ্রেণীর কুলীন সংজ্ঞা দেখা যায়। কিন্তু সচ্ছোত্রিয় ও নিকষ কুলীনের ভাগ অতি অল্প। ভঙ্গের সংখ্যাই অধিক।

(৪৪শ) হরিনাথ শেখর ইনি ৮৮৯ শক হইতে ৯০২ শক পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ বর্ষকাল ব্যাপক কালের জন্য রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়েও বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য দেখিয়া বিপ্রগণকে

বৃত্তি ও ব্রহ্মোত্তর দেওয়া হয়। ইহার পুত্র (৪৫শ) অভয়ভঞ্জন শেখরের রাজত্ব কাল ৯১৯ শক পর্য্যন্ত ১৭ বর্ষ মাত্র। (৪৬শ) লছমন্ শেখর (লক্ষ্মণ শেখর) পিতৃ রাজ্যে ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৯৪৩ শকে স্বর্গারোহণ করেন। (৪৭শ) গজরাজ শেখর পিতৃ রাজ্যে ১৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৯৫৬ শকে স্বর্গবাসী হয়েন। (৪৮শ) পদ্মমন শেখর পিতৃ রাজ্যে ১৭ বর্ষ রাজত্বের পর ৯৭৩ শকে বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিতে নিমন্ত্রিত হয়েন। (৪৯) অর্জ্জুন শেখর ১২ বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া ৯৮৫ শকে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। (৫০) দিগ্বিজয় শেখর ১৮ বৎসর কাল পিতৃ পরিত্যক্ত রাজ্য পালন করিয়া ১০০৩ শকে ইহলোক পারত্যাগ করেন। (৫১শৎ) জালীম্ শেখর ইনি ও পিতৃ সদৃশ সময় মাত্রের জন্য রাজ্যে শাসন কর্ত্তা ছিলেন। তৎপরে ১০২২ শকে পিতৃ লোকে গমন করেন। (৫২শৎ) মধুকর শেখর ইনি চতুস্ত্রিংশৎ বৎসর ব্যাপক কাল রাজত্ব করিয়া শেষে ১০৭৬ শকে পিতৃ ভবনে প্রস্থান করিতে আদিষ্ট হয়েন। ইনি নিজের রাজত্ব কালে যথেষ্ট সৎকার্য্য করিয়া লোক সমাজে প্রশংসিত ছিলেন। (৫৩) শ্রীযুবরাজ শেখর ইনি দ্বাবিংশতি বর্ষ রাজত্ব করিয়া ১০৭৮ শকে পরলোকে প্রস্থান করেন। (৫৪শৎ) নিরঞ্জন শেখর দ্বাচত্বারিংশ বর্ষকাল ব্যপক সময় পঞ্চকোটের পৈতৃক রাজ্য শাসন পূর্ব্বক প্রজারঞ্জন পুরসঃর তাৎকালিক যাবতীয় মহৎকার্য্যের সূত্রপাত করিয়া আত্মক্রিয়া সম্পাদন করণান্তর ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ্য রক্ষণের সদুপায় ব্যবস্থা করিয়া ১১০১ শকে স্বর্গারোহণ করেন।

(৫৫) হরিশ্চন্দ্র শেখর, **ইনি দ্বিতীয়।** ঊর্দ্ধে ৩৬ ধারায় এক হরিশ্চন্দ্র ছিলেন সুতরাং দ্বিতীয় এই হরিশ্চন্দ্রও দান

ধ্যান ও তপস্যাদি সৎকার্য্যে ধার্ম্মিক সমাজে বিশেষ মাননীয় ছিলেন। পিতৃ সদৃশ গুণান্বিত এবং তদ্রূপ দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া প্রজারঞ্জনে যথার্থ রাজা বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কাল (১১০২—১১৭৩) শক ৪২ বর্ষ।

৫৬। বিশ্বম্ভর শেখর ইনিও ১১৪৪—১১৭৬ শক পর্য্যন্ত তেত্রিশ বৎসর কাল পিতৃ পিতামহাদির ন্যায় সৎকার্যের অনুষ্ঠানে সুখ্যাতির সঙ্গে রাজত্ব করেন। (৫৭) প্রেম শেখর ইহার রাজ্য শাসনের সময় অপেক্ষাকৃত স্বল্প। ১১৭৭ হইতে ১১৯৩ শক ১৭ বর্ষ মাত্র। এই শাসনকাল মধ্যে তিনিও সুপ্রশংসিত ছিলেন। (৫৮) ভবানী শেখর ইনি পিতৃ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তদপেক্ষা দুই বর্ষ মাত্র কাল অধিক রাজত্ব উপভোগ পূর্ব্বক ১২১২ সালে মানব লীলা সংবরণ করেন। (৫৯) জগবান্ শেখর ষড়বিংশতি বর্ষকাল পৈতৃক রাজসিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক লোক রঞ্জন কারী হইয়া ১২৩৮ শকে স্বর্গে গমন করেন। (৬০) চন্দন শেখর ইহার রাজ্য সাশনের সময় ১২৩৯ হইতে ১২৬৯ শক পর্য্যন্ত ; এক ত্রিংশৎ বর্ষ। এই দীর্ঘকাল মধ্যে ইনিও স্বকীয় প্রজাবর্গের উপকারার্থে অনেক সদানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন।

৬১। পুরন্দন (পুরন্দর) শেখর ১২৭০ হইতে ১৩১১ শক পর্য্যন্ত ৪২ বর্ষ কাল রাজাধিরাজ শব্দে লোক সমাজে কীর্ত্তিত হইতেন। এবং তদনুরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে কদাচ পরাঙ্মুখ ছিলেন না। (৬২) চন্দ্রশেখর ইনি হরিনারায়ণ নামেও অভিহিত হইতেন। ইহার রাজত্ব কাল ১৩১২ হইতে ১৩৫০ শক পর্য্যন্ত। তৎকাল মধ্যে তাহার সৎকীর্ত্তি লোক সমাজে বিখ্যাত হয়। (৬৩) রাঘব-শেখর ইনি যদিও মুসলমানের অধীনতায় ভীত হইয়াছিলেন

তথাপি ইহার রাজত্বকাল মধ্যে ইহার সুশাসনে কোন প্রজাই মুসলমানের পক্ষ অবলম্বন করে নাই। ইহার রাজত্ব কালের সীমা অর্দ্ধশতাব্দী। ১৩৫১ হইতে ১৪০১ শক পর্য্যন্ত। (৬৪) শ্রীনাথশেখর ইহার দ্বিতীয় নাম বিষ্ণুনারায়ণ। ইনি রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যের অনেক শুভকার্য্য সাধন পুরঃসর ১৪৪১ শকে দেহত্যাগ করেন। ৬৫ হীরালাল দ্বিতীয় নাম গণেশনারায়ণ ন্যূন কল্পে ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন; ইনিও পিতৃ পিতামহাদির ন্যায় সদ্গুণ সম্পন্ন ও বিবেচক রাজা ছিলেন। ৬৬ জগন্মোহন শেখর অপর নাম গরুড় নারায়ণ সিংহের রাজত্বকাল ১৪৮৪ হইতে ১৫১০ শক পর্য্যন্ত ২৭ বৎসর। ৬৭ হরিশ্চন্দ্রশেখর (তৃতীয়) ওরফে হরিনারায়ণ সিংহ ৩৭ বর্ষ পৈতৃক রাজ্যভোগ করিয়া ১৫৪৭ শকে স্বর্গারোহণ করেন। (৬৮) রামচন্দ্র শেখর দ্বিতীয় নাম রঘুনাথ নারায়ণের রাজত্ব কাল ১৫৪৯ শক পর্য্যন্ত ১২ বর্ষ।

(৬৯)। বলভদ্র শেখর অন্য নাম গরুড়নারায়ণ ইহাঁর তুল্য দীর্ঘকাল ব্যাপক সময় রাজত্ব করিতে ইতিপূর্ব্বে ইহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কাহাকেও দৃষ্ট হয় না। ইহা সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। অধিকন্তু নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা এই যে তিনি এতাদৃশ দীর্ঘকাল মধ্যে কদাপি কোনরূপে কাহারও নিকট সুপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত অপ্রতিষ্ঠার বাক্যে ও অবিহিত হয়েন নাই। রাজত্বকাল ১৫৬০ হইতে ১৬২৫ শক পর্য্যন্ত ৬৬ বর্ষ।

(৭০) বাঁকেড়া রায় ইহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ জগন্নাথ শেখর, কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন শেখর। বাঁকেড়া রায় পিতৃবর্ত্তমানে শ্রীক্ষেত্রে স্বর্গারোহণ করিলে মহারাজ বলভদ্র আপন পৌত্র জগন্নাথ শেখরকে রাজ টিকা দিয়া রঘুনাথ নারায়ণ দেব আখ্যায় রাজা করায়

ঐ জগন্নাথ শেখর ষোড়শ বর্ষ মাত্র কাল আপন পিতামহের পঞ্চকোটী রাজ্য ভোগ করিয়া ১৬৪১ শকে স্বর্গারোহণ করেন।

(৭১)। জগন্নাথ শেখরের সহোদর শত্রুঘ্ন শেখর অপর নাম গরুড়নারায়ণ ১৬৪২ হইতে ১৬৭৩ শক পর্য্যন্ত ৩২ বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া ভূলোক পরিত্যাগ করেন।

শত্রুঘ্ন শেখর পুত্র ভিক্ষণলাল শেখর (৭২)। তৎপুত্র মণি লাল শেখর (৭৩)। ভিক্ষাণ লাল শেখর পিতা বর্ত্তমানে কাল গ্রাসে পতিত হইলে পর (৭৩) মণি লাল" আপন পিতামহের পঞ্চ-কোটি রাজত্ব ১৬৭৪ হইতে ১৭১২ শক পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া পরে স্বর্গে যাত্রা করেন।

(৭৪)। মণিলাল শেখর পুত্র ভরত শেখর ইনি দশশালা বন্দোবস্তের পরবর্ত্তী রাজা। ইহার রাজত্ব কাল ১৭১৩ হইতে ১৭৩৬ শক পর্য্যন্ত ২৪ বৎসর মাত্র। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব পিতামহাদির ন্যায় এ সময়েও ইনি ব্রহ্মোত্তরাদি নিষ্কর ভূমি দান করিতে কিঞ্চিত মাত্র পরাঙ্মুখ হয়েন নাই।

(৭৫)। ভরত পুত্র চেৎলাল সিংহ দ্বিতীয় নাম রঘুনাথ নারায়ণ-রাজ্য শাসনের সীমা ১৩বৎসর মাত্র।

(৭৬)। জগজ্জীবন ওরফে গরুড় নারায়ণ সিংহ পিতা অপেক্ষা একাদশ গুণ অধিক কাল রাজ সিংহাসন বিভূষিত করিয়া ছিলেন। ১৭৪০ হইতে ১৭৭২ শক তেত্রিশ বৎসর।

(৭৭)। তৎপুত্র নীল মণি সিংহ ইনি ইংরাজি ১৮৫৭ শালে কুলোকের কুচক্রে ইংরাজের নিকট রাজ দ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত হয়েন। এবং রাজ্য হইতে পরিচ্যুত হইয়া নজর বন্দী রূপে শান্তিপুরে আনীত হয়েন। পরে মহাত্মা লর্ডক্যানিংএর

নিকট নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে পুনর্ব্বার স্বরাজ্য পঞ্চ কোটিতে সংস্থাপিত হয়েন। ইহাঁর তুল্য সদ্‌গুন সম্পন্ন, সাহসী, সুবিজ্ঞ ও সুবক্তা নৃপতি বঙ্গদেশে তৎকালে দুর্ল্লভ হইয়াছিল। বাঙ্গলা—১৩০৫ সালের ভাদ্র মাসে মৃত্যু। মহারাজ উপাধি অক্ষুণ্ণছিল।

মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীনীল মণি সিংহ বাহাদুরের তিন পত্নী। ইহাদিগের গর্ভে নীলমণির ঔরসে ১৩ পুত্রের জন্ম হয়। প্রথমা পত্নীর সন্তান তিন, * দ্বিতীয়ার গর্ভ সম্ভূতা আট † তৃতীয়া পত্নী দুইটী মাত্র পুত্রের জননী ‡। পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জয় নারায়ণ পিতার জীবদ্দশায় অকৃতদার মৃত।

(৭৮)। ২য় পুত্র হরিণারায়ণ সিংহ দেব মহারাজ বাহাদুর; ইনি বাঙ্গালা ১৩০৫ শালে পঞ্চকূট রাজ্যের অধীশ্বর হয়েন। এবং বাং ১৩০৯ সালে ইহ-লোক পরিত্যাগ করেন।

(৭৯)। মহারাজা হরিনারায়ণ পুত্র পরমকল্যানভাজন **মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীজ্যোতিঃ প্রসাদ সিংহদেব বাহাদুর** এক্ষণে রাজ সিংহাসনের অধিকারী। রাজান্বয়ের সংখ্যায় ইনি ৭৯ পুরুষ অধস্তন সোপানে অবস্থিত। এবং ইনি পঞ্চকূট রাজ্যের অষ্ট ষষ্টিতম ভূপতি বলিয়া অভিহিত হয়েন।

মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীজ্যোতিঃ প্রসাদ সিংহদেব বাহাদুরের পুত্রত্রয়ের মধ্যে যুবরাজ শ্রীশ্রীকল্যাণী চরণ সিংহদেব বাহাদুর।

---

* ৩য়, ৬ষ্ঠ, ও ১০ম পুত্র প্রথমা পত্নীর।

† ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম; ৭ম, ৮ম ৯ম এবং ১১শ পুত্র দ্বিতীয়া পত্নীর।

‡ ১২শ ও ১৩শ পুত্র তৃতীয়া পত্নীর গর্ভজাত।

দ্বিতীয় পুত্র কুমার শ্রীশ্রীরাজকৃষ্ণ লাল সিংহদেব বাহাদুর।৩ তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীশ্রীঅজিত প্রসাদ সিংহ দেব বাহাদুর ৮০।

নীল মণি সিংহের তৃতীয় পুত্র রাজকুমার (৭৮) রামনারায়ণ সিংহ প্রকাশ্য উপাধি সাঁজীলাল। অভিধেয় অর্থ সেজোরাজ কুমার। ইনি প্রথম পত্নীর গর্ভ সমূদ্ভব।

নীল মণির চতুর্থ পুত্র কুমার শ্রীশ্রীদেবী লাল ৭৮।

পঞ্চম পুত্র কুমার শ্রীশ্রীতারা লাল ৭৮।

৬ষ্ঠ কুমার হইতে ১১শ কুমার পর্য্যন্ত এই ছয় ব্যক্তি অকৃতদার মৃত। ক্রমান্বয়ে তাহাদিগের নাম এই—যথা ৬ষ্ঠ—গৌরী লাল, ৭ম—উমালাল, ৮ম—অভয়ালাল, ৯ম ভগবতী লাল, ১০ম—নয়ন কিশোর ১১শ—রণলাল ৭৮।

নীলমণির দ্বাদশ সংখ্যক রাজপুত্রের নাম শ্রীশ্রীযুগল কিশোর লাল সিংহদেব বাহাদুর। নীল মণির কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীশ্রীরাম কিঙ্কর লাল সিংহদেব বাহাদুর (৭৮)। সম্ভাবিত পুত্র।

সাঁজিলাল শ্রীশ্রীরাম নারায়ণ সিংহদেব বাহাদুর সুত শ্রীশ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ লাল, শ্রীশ্রীদেবেন্দ্র নারায়ণ লাল, শ্রীশ্রী-উপেন্দ্র নারায়ণ লাল ও শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্র নারায়ণ লাল পর্য্যায় সংখ্যা (৭৯)।

রাজকুমার শ্রীশ্রীদেবীলাল সিংহ বাহাদুর সুত শিবনারায়ণ লাল সিংহ ৭৯।

রাজকুমার শ্রীশ্রীতারা লাল সিংহ দেব বাহাদুর সুত শ্রীশ্রীধ্রুবেশ্বর লাল ও শ্রীশ্রীপ্রকৃতীশ্বর লাল (৭৯)।

রাজকুমার শ্রীশ্রীযুগল কিশোর সিংহ দেব বাহাদুর সুত

শ্রীশ্রীজনার্দ্দন কিশোর লাল ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ কিশোর লাল (৭৯)।

পঞ্চকূটের রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় বর্গ অগ্নিকুল সম্ভব। যজুর্বেদী, মাধ্যন্দিন শাখী, গর্গ গোত্র।

এই বংশের বৈবাহিক ব্যাপারে আদান প্রদানের সমাজ কেঁউঝোড়, পালকোট (ছোট নাগপুর), বামড়া, সরগুজা (শিরগুজা) এবং উড়িষ্যার ৩৬ কেল্লার ক্ষত্রিয়গণ।

সামাজিক ব্যবহারে জাতি সমূহের উচ্চনীচতা স্থির হয়।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই চারি জাতি।
আছে দ্বিজে পরিচয় অন্যে শূদ্র খ্যাতি॥
আচার ভ্রষ্টে হয় ম্লেচ্ছাদি যবন।
কদাচারে হয়, তারা, অন্ত্যজে গনন॥
হারালে দ্বিজত্ব কভু আর কেহ কি পায়?
কুস্থানে পতিতামৃত অপূত বলায়॥
তেমনি স্বপদ ভ্রষ্ট জাতি মাত্র কথা।
উৎকৃষ্ট নহে (সে) নিকৃষ্ট কভু নহে অন্যথা॥
সগর যজাতি সুত হয় জাতি ভ্রষ্ট॥
তৎসন্ততির কেহ আর কি হয় শ্রেষ্ঠ?
ভাই কুলীন শ্রোত্রিয়ে অসমত্বে দৃষ্টান্ত।
নবগুণ হোলেও নহে সে কুলাক্রান্ত॥
কুলীন শ্রোত্রিয়ে বিভা ছিল সর্ব্বধারি।
সবে ভাব তুল্য মূল্য নহে অবিচারি॥

বল্লাল সৃষ্ট শ্রোত্রিয় কুলীন (যে) পৃথক্ ।
তদবধি উচ্চ নীচ হল যে কতক ॥
শ্রোত্রিয়ের মধ্যে হল ভাগ মাত্র তিন ।
উচ্চ নীচ মধ্যম হয় যে ভিন ভিন ॥
একই বংশে কুলীন আর আছে শ্রোত্রিয় ।
আজি সম মর্য্যাদায় নহে সগোত্রীয় ॥
কুলীন মেলেতে আছে ছত্রিশের অংশ ॥
কার্য্যাকার্য্যে হয় তারা উচ্চ নীচৈক বংশ ॥
স্থির দৃঢ় ভিত্তি দেখ সমাজ বিচারে ।
ব্রহ্মার পৌত্র সবে কে সাম্য নিতে পারে ?
আজি যে যতটুকু পায় মর্য্যাদা বা জ্ঞান ।
প্রমাণ প্রয়োগে কেহ না পায় পূর্ব্ব স্থান ॥
সমাজের শক্তি দেখ রাজ শক্তি মাথে ।
আচারে চলে সঙ্গে নহে কথার সাথে ॥
যুগী ভাট দৈবজ্ঞ দেয় দ্বিজ পরিচয় ।
তাহে কি কভু করে ব্রাহ্মণত্বে প্রত্যয় ॥
সর্ব্বত্র যে নূলো দেখে সমাজ বিচার ।
অপসদ অগ্রদানীর দ্বিজ সংস্কার ॥

নূলোপঞ্চাননের গোষ্ঠী কথা—

জাতি সাধারণ উন্নতি কামনা ।

নিজের উন্নতি করা মানুষ মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য । সুতরাং সামাজিক ব্যাপারে যে সর্ব্ব জতিই আপন আপন উন্নতির অভিলাষ করিবেন ইহা বিচিত্র ব্যাপার নহে । এবং তদ্বিষয়ক

চেষ্টাকারিদিগকে প্রশংসা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু অযথা উদ্যোগী পুরুষ হাস্যাস্পদ ও নিন্দনীয় হয়েন। যদি কেহ বলেন সমাজের নিকট তদ্রূপ উদ্যোগে কোন ফল দর্শে না। তাহা সদ্য সদ্য না হউক তথাপি তদ্দ্বারা শুভফলের অঙ্কুর উৎপাদনের সূত্রপাত্র ধরিতে হয়। এবং কালান্তরে ফলও ফলিতে পারে। কিন্তু অযথা উদ্যোগ-কারীর চেষ্টা বৃথা, এবং সমাজের নিকট তিনি হাস্যাস্পদ ও নিন্দ-নীয়। যাহা দেখিতেছি তাহাতে প্রামাণ পাওয়া যায় যে এখন সমাজের গতির চাঞ্চল্য হইয়াছে। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দেখ, চতুরতার পথে কষ্ট শ্রোত্রিয়ের কেহ কেহ নিজ নিজ গোত্রের সাদৃশ্য দেখাইয়া কৌলীন্য খ্যাপন পূর্ব্বক কুলীন বলিয়া পরিচয় দিয়া নিকষ কুলীনের ঘরে বিবাহ করেন। কুলাচার্য্য নাই কে কাহাকে কি বলিবে। ধনবত্তা ও চাতুর্য্যই এই অনর্থের মূল ও হেতু। বিদ্যাবত্তা স্থলে স্পর্দ্ধা দেখাইয়া বলা হয় কুলীন সন্তানের নবগুণ কোথায়? সুতরাং বিদ্বান্ ব্যক্তি কুলীন সন্তান অপেক্ষা মান্যও প্রধান। ইত্যাদি নানা দৃষ্টান্ত পথের অনুসরণে সকল জাতিই নিজ নিজ জাতিকে উচ্চ সোপানে উত্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। উঁহারা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন কিনা তাহা সন্দেহ স্থল। কারণ সমাজের শক্তি এখন ও অতি উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় আছে।

সমাজ সমুদ্র স্বরূপ। ইহাতে সামান্য উদ্যোগ, জল-বিন্দু প্রক্ষেপ মাত্র।

দৈবজ্ঞ, ভাট, কায়স্থ, সদোপ, স্বর্ণবণিক সূত্রধর, জুগী ও সুড়ী, কোঁচ, পলিয়া, পোধ, পুঁড়ো, কপালী, মহান্ত (ভট্টিদার) প্রভৃতি ও অন্যান্য অন্ত্যজ জাতি স্বীয় স্বীয় জাতির উন্নতি কল্পে

ও পূর্ব্ব নষ্ট অধিকার পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্ত একান্ত উদ্যোগী ও ব্যগ্র। ইহাদিগের সম্প্রদায় বিশেষের ব্যক্তিবর্গের কেহ না কেহ পূর্ব্ব পুরুষের হারাণ ধন উদ্ধারে যত্নবান হইয়াছেন। নষ্টোদ্ধারের ব্যাপারে, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ পুস্তকও মুদ্রিত করিয়া সমাজে দেখাইয়াছেন। সমাজ তাহাতে কটাক্ষপাত করিলেও তাহাদিগের পূর্ব্ব নষ্ট অধিকার দানের প্রার্থনার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও অনু কূল দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। সুতরাং সামাজিক লোককে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়।

একটা উদাহরণ দেখাইয়া প্রস্তাবের উপসংহার করাই কর্ত্তব্য। যথা—শ্রীযুক্ত বিহারী লাল রাম সূত্রধর তত্ত্ব লিখিয়া মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছেন। সূত্রধর জাতির পশ্চিমাঞ্চলে বৈশ্যত্ব আছে, ইহা সমাজে প্রদর্শন করাই প্রধান উদ্দেশ্য। পশ্চিমাঞ্চলের সূত্রধর দিগের তুল্য রূপে বঙ্গীয় সূত্রধর দিগের বৈশ্যত্ব প্রাপ্তি। পশ্চিমাঞ্চলের সূত্রধরগণ (তাহারা) বাড়ুই সংজ্ঞায় অভিহিত। শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ যাহা ঐ পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্দ্বারা তাহার উদ্যোগ, মনস্বিতা, স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি এবং সমাজের নিকট বিনীতভাব বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। সুতরাং বিহারী বাবু বিশেষ প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র। তৎপ্রণীত সূত্রধর তত্ত্ব দেখিলে সকলেই পরিতুষ্ট হইবেন। সাধারণের দেখা কর্ত্তব্য।

সমাজে গাঁড়ারের ও ছুতারের (সূত্রধরের) চিড়া (চিপিটক), মুড়ি প্রচলিত দেখা যায়। তখন বঙ্গদেশের সূত্রধর জাতিকে জল আচরণীয় শূদ্র মধ্যে পরিগণিত করিলে সমাজের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ ইহাদিগের আচার ব্যবহারে কোন নীচ বৃত্তি দেখা যায় না।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিবাদ

কায়স্থ গণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে ইহাদিগের কোন কোন সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি বিশেষ উদ্যোগী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুতরাং ইহারা ইহাতে সমাজে কেবল হাস্যাস্পদ ও নিন্দনীয় মাত্র নহে, বরং ধর্ম্মপথের প্রতিকূলাচারী ব্যতীত আর কিছুই নহেন। কারণ ইহা অযথা উদ্যোগ ও অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। দেখ শূদ্রগণের দত্তক গ্রহণ বিষয়ে ভাগিনেয় দত্তক পুত্র রূপে গৃহীত হইতে পারে। ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম। তদনুসারে কায়স্থ জাতি সর্ব্বত্র শূদ্রত্ব স্বীকার করিয়া ভাগিনেয় ও শ্যালককে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্যালক দত্তক স্থলে এই প্রমাণ দেন যে দত্তক কর্ত্তার বিবাহের পূর্ব্বে গ্রহিতব্য দত্তকের জননীর অনূঢ়া অবস্থায় যদি তাহার সহিত বিবাহ সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে তদ্গর্ভজ সে শ্যালক হইলেও দত্তক পুত্রত্বে অগ্রাহ্য নহে। এইত, দেদীপ্যমান্ কায়স্থের শূদ্রত্বের বিশেষ প্রমাণ। দৃষ্টান্ত যথা— পাইকপাড়ার রাজা প্রসিদ্ধ লালা বাবুর প্রপৌত্র ৺ ইন্দ্রচন্দ্রের পত্নী মৃণালিনী দাসী তাহার ভ্রাতাকে দত্তক গ্রহণ করেন। ঘোষ, বসু ও মিত্র মধ্যে অনেক স্থলে ভাগিনেয় দত্তক রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। যথা—

(১) শ্রীনারায়ণ মিত্র (বনাম) শ্রীমতী কৃষ্ণ সুন্দরী দাসী (২) মহাশয় শশীনাথ ঘোষ (বনাম) শ্রীমতী কৃষ্ণ সুন্দরী দাসী (৩) ইন্দ্রমণি চৌধুরাণী (বনাম) বেহারী লাল মল্লিক (বসু) (৪) নিত্যানন্দ দাস ঘোষ (বনাম) কৃষ্ণ দয়াল দাস ঘোষ। ইন্দ্রমণি চৌধুরাণীর স্বামী গোপাল লাল মল্লিক মুরসিদাবাদ জিলার

অন্তর্গত নিমতা গ্রামে ব্রজ সুন্দরীর বাটীতে তৎ কর্ত্তৃক্ হারাণ চন্দ্র দত্তক গৃহীত হয়েন। ইহা জেলা কোর্ট ও বিলাত আপিলের মকর্দ্দামায় বাদী ও প্রতিবাদীর নাম রিপোর্টে মুদ্রিত আছে। হাই কোর্টের ল রিপোর্টস্ দেখ (Vide Calcutta High Cort Law Reports) সুতরাং শূদ্রত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ প্রমাণ। অপিতু পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাকুক এমণ কি বঙ্গদেশের ক্ষত্রিয়েরাও ইহাদিগকে সজাতি বলিয়া বাক্যমাত্রেও কদাচ স্বীকার করিবে না। বৈবাহিক ব্যাপারত সুদূর পরাহত। কায়স্থদিগের উপবীত ধারণ করা কার্য্যটা চৈত্র সংক্রান্তির গাজনের সন্ন্যাসীর সূত্র ধারণের তুল্য। অশৌচ সংক্ষেপ ব্যাপারে ডোমের ও মুচিদের অপেক্ষা ন্যূন হইবার সম্ভাবনা নাই। ডোমের সম্প্রদায় বিশেষ ত্রিরাত্র অপেক্ষা অধিক দিন অশৌচ লয় না। মুচিরা ঋষি পুত্র এই অভিমান করিয়া উর্দ্ধ সংখ্যায় ব্রাহ্মণ-বৎ দশদিন অশৌচ গ্রহণ করে। সুতরাং কায়স্থের ক্ষত্রিয় রূপে উচ্চাভিমান নিষ্ফল। পরিশিষ্ট, ক্রোড়-পত্র ও মূল পুস্তকের কায়স্থ প্রকরণ বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা কর। ফল কথা ইহারা চণ্ডাল শ্রেণীস্থ জাতিগণকে হারাইতে পারিবেন না। তবে জুগী দিগের ন্যায় ভট্টাচার্য্য সংজ্ঞা-ধারণ করিয়া জোলার মত স্থূলবস্ত্রবয়ন পূর্ব্বক ললনা দ্বারা হট্টে বিক্রয়ার্থ প্রসার করিবেন না, এটা নিশ্চয় কথা।

স্বর্ণবণিকেরা সহস্র উদ্যোগ করুন সহস্র প্রকারে প্রমাণ প্রদর্শণ করুন না কেন? তদ্‌জাতির পুরোহিতকে অন্ততঃ নবশায়কের পুরোহিতের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে এবং ভোজ্যান্নতায় সামঞ্জস্য না করিতে পারিলে তাহাদিগের উদ্যোগ বৃথা। যদি ঐ রূপ সামঞ্জস্য করিতে পারেন তাহা হইলে কালান্তরে স্বর্ণবণিক-

দিগের জল সমাজে কথঞ্চিদ্ভাবে আচরণীয় হইতে পারিবে। ক্রমোন্নতির চেষ্টা অগ্রে কর্ত্তব্য। নতুবা উচ্চ সোপানে উঠিতে কদাচ পারাযায় না। বৈশ্যত্ব প্রাপ্তিত অনেক দূরের কথা। অগ্রে তজ্জাতির সংস্পৃষ্ট জলের অস্পৃশ্যত্ব দূরকরাই বিধেয়।

সদ্গোপ, তিলী, তাম্বুলী প্রভৃতির বৈশ্যত্বে অভিমান।

সদ্গোপেরা যে কি নিমিত্ত বৈশ্যত্ব প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছেন তাহা সামান্য বুদ্ধির অগম্য। কারণ বৈশ্য শ্রেণীতে উঠিবার জন্য অনেক জাতিই বিশেষ ধাবমান ও উন্মুখপ্রায়। যথা স্বর্ণবণিক, গন্ধবণিক, বারুই, কাঁসারি, শাঁখারি, তিলী ও তামুলী প্রভৃতি জাতি; কিন্তু স্বর্ণবণিক ব্যতীত উল্লিখিত অন্য কয়েক জাতির বৈশ্যত্ব প্রাপ্তিতে সদ্গোপ জাতির ক্ষতি বৃদ্ধি বা মান সম্ভ্রমের হ্রাস বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু স্বর্ণবণিক এবং সদ্গোপ জাতির বৈশ্যত্ব প্রাপ্তিতে যে সংঘর্ষ দাড়াইবে উহা কি সদ্গোপ জাতির স্পৃহণীয় হইবে? তাহাতে তাহাদের মর্য্যাদা কি বৃদ্ধি পাইবে? বরং স্বর্ণবণিক জাতির সহিত বৈশত্বে সমতা হইলে বঙ্গীয় স্বর্ণবণিকেরা অগ্রে সদ্গোপ জাতির সঙ্গে ভোজ্যান্নতায় এবং বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলে সদ্গোপ জাতি বৈশ্য বলিয়া আপনাদিগকে কি স্বর্ণবণিক হইতে উচ্চ মনে করিতে পারিবেন? এখন ত সদ্গোপ জাতি স্বর্ণবণিক অপেক্ষা অতি উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় আছেন। সময়ে সময়ে ইহারা যে আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া উল্লেখ পূর্ব্বক কায়স্থাদি সৎশূদ্র অপেক্ষা আপনাদিগকে উচ্চ মনে করেন ইহাই উত্তম কল্প।

প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নষ্টোদ্ধার করিয়া উপাধীত গ্রহণ ও অশৌচ সংক্ষেপ ও বৈশ্যবৎ প্রায়শ্চিত্তাদি আচার পরিবর্ত্তন কপূর্ব্ব লোক সমাজে কতিপয় নব্য, সভ্য, ভব্য, কায়স্থের ন্যায় এই জাতির উপহাসাস্পদ ও নিন্দনীয় হওয়া কর্ত্তব্য নহে। পশু পালন, কৃষি, বাণিজ্যাদি কার্য্য দ্বারা অপনাদিগকে কথা মাত্রে বৈশ্য বলিয়া উল্লেখ করাই যথেষ্ঠ। কায়স্থেরা সদ্গোপ জাতিকে কদাচ আপনাদিগের অপেক্ষা নীচ কহিতে পারেন না॥ সকল বিষয়েই সদ্গোপেরা কায়স্থের সমকক্ষতা দেখায়।

তিলী, গন্ধবণিক, শাঁখারি, কাঁসারি, বারুই ও তাম্বুলী প্রভৃতি জাতির বৈশ্যত্ব প্রাপ্তির চেষ্টাও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্তিসদৃশ ব্যার্থ। কারণ এই সমস্ত জাতি বৈশ্য হইলে সকলি তুল্য হইবে। কিন্তু পরস্পর কি ভোজ্যান্নতা এবং বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবেন ? অথবা পশ্চাত্য বৈশ্যেরা ইহাদিগকে সজাতি বলিয়া স্বীকার করিবে ? কিম্বা তদুপলক্ষে অশৌচ সঙ্কোচ ও উপবীত ধারণ করিয়া সমাজে অধিকতর মাননীয় হইবেন ? ডোম অপেক্ষা কোন জাতিই অশৌচ সংক্ষেপ করিতে পারিবেন না। তাহারা উর্দ্ধ সংখ্যায় ত্রিরাত্র মাত্র গ্রহণ করে। সুতরাং অতি উচ্চ জাতি।

দৈবজ্ঞ, ভাট, মহান্ত (তষ্টিদার), জুগী, সুড়ী, কপালী এবং কোঁচ, পলিয়া, পোধ, পুঁড়ো প্রভৃতি এবং অন্যান্য প্রকার অন্ত্যজ জাতির কথা পূর্ব্বেই এই পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে। পুন নির্দ্দেশ করা পৃষ্ঠ পেষণ মাত্র।

নারদ সংহিতার দ্বাদশ বিবাদ পদে যাহা লিখিত আছে তাহা এই—

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।

প্রাতি লোম্যেন যজ্জন্ম সজ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥

জাতীয় বিচার ক্রোড় পত্র ১০৩ হইতে ১২৩ এবং ১৫০ হইতে ১৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

জাতিসম্বন্ধে সাধারণ কথা।

উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ স্বর্গে শূদ্র রূপেই পিণ্ড গ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয় বলিয়া পিণ্ড প্রদান করিলে তথায় পরিগৃহীত হইবে না। কারণ ত্রয়োদশ দিনের পিণ্ড অশৌচে অস্পৃশ্য। ৩১০ দিনের পর অশৌচ দূর হয়। পূর্ব্বপুরুষণ অধস্তন পুরুষের উন্নতিতে উন্নত হয়েন না। স্বর্গে তদ্ভাবেই অবস্থান করেন। বিশ্বামিত্র যখন ব্রাহ্মণ তখন ও তাঁহাকে পিতৃপিণ্ডদানে ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিতে হইয়াছিল। কি কহিব! অন্যের কথাত সুদূর পরাহত। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এ কথা প্রকৃত সত্য, কিন্তু তাঁহার মাতা ভৃগুপ্রদত্ত ব্রহ্মণবীর্য্যসম্পন্ন চরু ব্রাহ্মণ কন্যার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি এ কথাও অনুধাবন করা উচিত।

উপবীতধারী কায়স্থগণের কথা ত পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। পুনরুল্লেখ বৃথা ও পিষ্টপেষণ মাত্র। যাঁহারা ধর্ম্মভীরু ও লোক-নিন্দায় মর্য্যাদার হানি মনে করেন তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় সমাজের নাম নির্দ্দেশ করিলাম। তাঁহারা জানেন যে চিরকাল আজন্মপরিশুদ্ধ সচ্ছূদ্রের উচ্চ সোপানে কায়স্থগণ অধিরূঢ় আছেন। কেবল বিপ্রেরকিঙ্কর ও চরণ সেবক মাত্র।

যে সকল কায়স্থ সমাজে অতি উচ্চ তাহারা ক্ষত্রিয় হইয়া

অপদস্থ হইতে চাহেন না। তাঁহাদিগের তালিকা ১৬০ পৃঃ হইতে ১৭১ এবং ১৩১ হইতে ১৫৯ পৃঃ দেখ। কায়স্থজাতি সম্বন্ধে প্রকৃত ব্যবহারের সংবাদ পরমক্ষেমাস্পদ শ্রীমান্ দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। ইনি হুগ্লী জিলার ইল্‌ছোবা-মণ্ডলাই গ্রামের প্রসিদ্ধ। মধ্যাংশ কুলীন ঘোষবংশের প্রশংসিত ভূতপূর্ব্ব মুন্‌সেফ তারা প্রসন্ন ঘোষের ভ্রাতা। ইনি পূর্ব্বতন সোমপ্রকাশের একজন সুলেখক ও সুপরিচিত ব্যক্তি। ফল কথা ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, দত্ত, দেব, কর, পালিত ও সেন প্রভৃতি হুগ্লী, যশোহর ২৪ পরগণা ও বর্দ্ধমানের এবং কলিকাতা সভাবাজারের রাজ-পরিবারবর্গের কেহ ক্ষত্রিয় হইবার জন্য কিঞ্চিন্মাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন না। তাঁহারা পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। দুরাকাঙ্খার বশবর্ত্তী নহেন। সর্ব্বত্র সমান মর্য্যাদাপন্ন।

সদেগাপজাতিবৎ তিলী, তামুলী ও বারুই প্রভৃতি জাতি বৈশ্যত্বের দাবী করেন। বৌদ্ধাধিকারে সকল জাতিই ভ্রষ্টাচার হইয়া গিয়াছেন। এখন নষ্টোদ্ধার হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না মৌনাবলম্বন করাই যুক্তি যুক্ত; কারণ আচণ্ডাল জাতি উচ্চ হইতে ইচ্ছা করে। এখন ত পিরালীরাও মহর্ষি পদবাচ্য হইতে পরাঙ্মুখ নহেন। তখন অতি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ অত্যাতি মহর্ষি অথবা দেবর্ষিরূপে আপনাদিগকে পরিচয় না দিবেন কেন? তখন ত সমুদায় স্বেচ্ছায় চলিবে। শাস্ত্রের শাসন গ্রাহ্য হইবে না বিপ্রেরা কহিবেন আমরা উর্দ্ধ সংখ্যায় একরাত্রের অশৌচগ্রহণ করিব। স্নানে শুদ্ধ হইব। সদ্য পিণ্ডদান হইবে। কে কত উচ্চ সোপানে উঠিবে বল? সমস্ত জাতি যুগপৎ উচ্চ হইবে যথা পূর্ব্বং তথাপরং।—

কায়স্থের জাতি-বিচার

পূর্ব্বপক্ষ—কায়স্থ সচ্ছূদ্র, পাক-যজ্ঞ অধিকারী।
শূদ্র বলিলে গালি, নয় অসদাচারী ॥ ১ ॥
স্মৃতির শাসন, বিচারে ত্যজ্য শূদ্র।
সে যে ধর্ম্মাসনে বসে লেখে হয়ে ভদ্র ॥ ২ ॥
কায়স্থ হ'ত যদি শূদ্র, পুরাণ তন্ত্রে।
অকৃতার্থ হ'ত, জ্যোতিষাদি ও মন্ত্রে ॥ ৩ ॥
মসীশ কায়স্থ-নাম, আর লিপিকর।
লিখনে নিপুণ চিত্রসেন-বংশধর ॥ ৪ ॥
জাতি-সাধারণ-বিদ্যা লিখন পঠন।
আগম, পুরাণ, তন্ত্রে দেখিবে বচন ॥ ৫ ॥
শূদ্রের পৌত্র বটে, নহে যে শোককারী।
কায়স্থ নাম মাত্র, দ্বিজ-শুশ্রূষাকারী ॥ ৬ ॥
কায়স্থের তিন পুত্র, জানে সর্ব্বজন।
বিচিত্র, চিত্রগুপ্ত, আর যে চিত্রসেন ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মার আদেশে হয় ত্রিলোকে লেখক
চিত্রগুপ্ত স্বর্গস্থিত, ধর্ম্মে প্রবর্ত্তক ॥ ৮ ॥
বিচিত্র পাতালবাসী, তথা বিচারক।
চিত্রসেন ইহ লোকে লিপি-নিয়ামক ॥ ৯ ॥
ইহা কি শূদ্রের কার্য্য, দেখ শূদ্র-জাতি।
নবগুণে কৌলীন্য, তাতেও পায় ভাতি ॥ ১০ ॥
আরো কত ছিল শূদ্র, বিনয়-ভূষিত।
কেন তারা নৃপ- কাছে না হল পূজিত ॥ ১১ ॥

আসনে বসিলে যার কটি কর্ণ নাশে।
সে শূদ্র-সাধ্য কি ব্রহ্ম-পাক-যজ্ঞ-আশে? ॥ ১২ ॥
উত্তরপক্ষ—ব্রাহ্মণে কহিত বিভা, চারি জাতি মেয়ে।
শূদ্রা-গর্ভে জাত শূদ্র, দেখ শাস্ত্র লয়ে ॥ ১৩ ॥
তেমনি ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ঔরসেতে জাত।
ক্ষেত্রের প্রাধান্য হেতু শূদ্রজাতি খ্যাত ॥ ১৪ ॥
পৃথ্বীর নিঃক্ষত্রিয়া-কালাবধি কায়স্থ।
অনুপনীত ব্রাত্য সে শূদ্র অপদস্থ ॥ ১৫ ॥
ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-আচারে হয়ে প্রতিষিদ্ধ।
মহাসঙ্কটে ভার্গব-হাতে পরিরুদ্ধ ॥ ১৬ ॥
চন্দ্রকেতুর পুত্র, ক্ষত্রিয় হতে চ্যুত।
দাল্‌ভ্য মুনি ও ভার্গব-রাম-আজ্ঞা-মত ॥ ১৭ ॥
ব্রাত্যের ক্রিয়ার লোপ, মাসের অশৌচ।
বেদ যজ্ঞে হীন, না করে পূর্ব্বমত শৌচ ॥ ১৮ ॥
শিষ্টজন-প্রকৃতি নিষিদ্ধে নিবারণ।
মাসাশৌচ, না করে পূর্ব্বের আচরণ ॥ ১৯ ॥
কত অন্ত্যজ লয় অশৌচ দশ রাতি।
তায় কি পায় তারা কায়স্থ-মত ভাতি? ॥ ২০ ॥
দশ-রাত্রের শুদ্ধি শ্বপচ-চণ্ডালাদি।
আর্য্যা, মাতা, শূদ্র পিতা—ইহা সর্ব্ববাদী ॥ ২১ ॥
বিলোমে অনার্য্যভাব, অনুলোমে আর্য্য।
সৎশূদ্র অনুলোমজ, সে না করে অকার্য্য ॥ ২২ ॥
হাত ঘুরায়ে নুলো কয়, কলিতে ব্রাত্য।
ক্ষত্র-বীর্য্যে শূদ্রা-গর্ভে শূদ্রই ত সত্য ॥ ২৩ ॥

হরি মিশ্র, এড়ু মিশ্র, আর ধ্রুবানন্দ।
জাতি-বিচার করি হয়েছিল সানন্দ ॥ ২৪ ॥
তাই তাঁরা লিখেছেন, কায়স্থ সচ্ছূদ্র।
শূদ্রজাতি হলেও ব্যবহারে সুভদ্র ॥ ২৫ ॥
কুত্র ক্ষেত্র, কুত্রও বীজের প্রাধান্য।
শূদ্রার গর্ভজে ক্ষেত্র, বীজত অমান্য ॥ ২৬ ॥
দেখ শাস্ত্র, ব্রহ্ম বীর্য্যে শূদ্রা গর্ভ-জাত।
শূদ্র বলে সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব দেশে খ্যাত ॥ ২৭ ।
শূদ্র হলে ব্রাহ্মণ-পাদ-পদ্ম-সেবক।
স্বয়ং বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ পাদ-ধৌত-কারক ॥ ২৮ ॥
ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা যাঁর পাদোদ্ভবা।
সে উপেন্দ্র দ্বিজভক্ত, করে পদ-সেবা ॥ ২৯ ॥
দৈত্য, দানব, অসুর, দেব, নাগ, যক্ষ।
সকলি ব্রাহ্মণ-সুত, আরো দেখ রক্ষ ॥ ৩০ ॥
অশান্ত প্রায়, অসুর-নামে পরিচিত।
গুণে আদিত্যগণ, দেবত্বে যে স্থাপিত ॥ ৩১ ॥
দৈত্যকুল নিন্দ্য বটে, প্রহ্লাদ ভাগবত।
কারণ কেবল ধর্ম্ম রক্ষণে সংযত ॥ ৩২ ॥
বিনয়াদি সদ্‌গুণে ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ্য।
অবিনয়ে সগর-যজাতিজ জঘন্য ॥ ৩৩ ॥
তাদের মধ্যে কেহ ঝল্ল, মল্ল, কিরাত।
চীন, হূন, শক, ম্লেচ্ছ, যবনাদি-জাত ॥ ৩৪ ॥
এরা পিতৃ-পরিচয়ে বলায় ক্ষত্রিয়।
দেব, দৈত্য, দানব, অসুর-বৈমাত্রেয় ॥ ৩৫ ॥

ঝল্ল, মল্ল, খস, শক, যবন, পারদ ।
চীন, হূন, ভিল্ল, ম্লেচ্ছ, শবর, দরদ ॥ ৩৬।
আর পুলিন্দ-আদি অন্ত্যজ যে জাতি ।
সবাই বলে আমরা সগরের নাতি ॥ ৩৭ ॥
অথবা আমাদের পূর্ব্ব-পিতা যজাতি ।
শূদ্রাচার-ব্যবহার, তবু ক্ষত্র-জাতি ॥ ৩৮ ॥
হাত ঘুরাইয়ে মুলো, কয় কথা সত্য ।
যুগ যুগান্ত-কাল, হয়ে আছ ব্রাত্য ॥ ৩৯ ॥
শাস্ত্র দেখ, হতে পাবে নাহি আজি ক্ষত্র ।
যে যা হয়ে আছ, পেয়ে, তুষ্ট থাক তত্র ॥ ৪০ ॥
তপ ও বীজ-প্রভাবে জাতির উৎকর্ষ ।
জাতি ধর্ম্ম-নাশে হয় তার অপকর্ষ ॥ ৪১ ॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে দ্বিজ, ক্রমে হত প্রোচ্চ ।
আজি বিপ্রও হয় নীচ, না হয় উচ্চ ॥ ৪২ ॥
দ্বিজ-শুশ্রূষণ-পর শূদ্রের শূদ্রত্ব ।
নষ্ট হয়, সত্ত্ব তায় পায় সে মহত্ব ॥ ৪৩ ॥
আর্য্য-সংস্রবে শূদ্রার গর্ভজ সন্তান ।
আর্য্যভাব ধরে, সপ্ত জন্মে জ্ঞানবান্ ॥ ৪৪ ॥
জন্ম-স্থানের উচ্চ নীচ দেখে না কর ।
নিজ নীচ উচ্চ কর্ম্ম দুষ্কর সুকর ॥ ৪৫ ॥
প্রভাব থাকিলে লোক সদ্য হয় বড় ।
তৈজস দহন-কার্য্যে লোকে দেখ দৃঢ় ॥ ৪৬ ॥
অগস্ত্য কুম্ভসম্ভব, সাগর-শোষক ।
দ্রোণ দ্রোণীজ ধনুকে জগতে ব্যাপক ॥ ৪৭ ॥

কাদ্রবেয়, কাশ্যপ সর্পজাতি, হিংসক।
দেবগণ-বৈমাত্রেয় ত্রিলোক-পালক ॥ ৪৮ ॥

স্কন্দপুরাণের রেণুকা-মাহাত্ম্য দেখ। বিদ্বৎকুলতিলক ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এল্, এল্, ডি, সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

বঙ্গজ কায়স্থের গুহ-বংশের পরিচয়

বিরাট্ দাশরথি শ্রীহর্ষের কিঙ্কর।
সুত নারায়ণ, দশরথ-পৌত্রবর ॥ ১ ॥
প্রপৌত্র ভরত, বৃদ্ধ ত নীলাম্বর।
সাগ্রি অতিবৃদ্ধ, তপন ভাণ্ড সোদর ॥ ২ ॥
তপন-পুত্র শঙ্কর, অংশুমান্ পৌত্র।
গজপতি প্রপৌত্র বৃদ্ধ যে ছকুমাত্র ॥ ৩ ॥
প্রবৃদ্ধ যে রাম, তার ভব, গুণ, শিব।
পিতার নামে চন্দ্র, পুত্রে আনন্দ দিব ॥ ৪ ॥
ভব-পুত্র বিক্রম, গুহ-সুত বসন্ত।
বিক্রমে প্রতাপাদিত্য, ভারতে সম্ভ্রান্ত ॥ ৫ ॥
পুত্র মুকুট উদয়, মুকুটে রামেশ।
গুহের যশোহরে রাজত্ব এই শেষ ॥ ৬ ॥
প্রতাপ, বসন্ত, কচু, মান্ত সর্ব্ববাদী।
বসন্তের সুত চাঁদ, আর রাঘবাদি ॥ ৭ ॥

ভাগু-সুত গুগু, নাতি উদয় একক।
পুত্র গোবিন্দ নরপতি, পৌত্র মেলক ॥ ৮ ॥
নরের পুত্র শ্রীনাথ, জিতামিত্র পৌত্র।
জিতের সৃষ্টি ঠাকুর * ফিরিঙ্গী অমিত্র ॥ ৯ ॥
এই বংশ নৃপ-অংশ মহা-মান্যমান।
বঙ্গজ-কায়স্থে সদা কৌলীন্য পান ॥১০॥

রত্নেশ্বর-কৃত কায়স্থ-বংশাবলী, যশোহরের চাঁচড়া-রাজের দিনাজপুরের মোক্তার রাজচন্দ্র খাসনবীশ (গুহ) প্রদত্ত।

কৌলীন্য-দোষ-সমীকরণ।

হড়-কন্যা বন্দ্য বাণ, গুড় সুতা মুখো পান,
চট্ট বাণে অন্যপূর্ব্বা-দান।
তিনে তিন গোড়ী, পৈষ্টী, আর মাধ্বী ধরে কুষ্ঠী,
হড় গুড়ে সুরার বাথান ॥ ১ ॥
ব্রাহ্মণ্য নাশ-কারণ, ম্লেচ্ছ যবন পরিজন,
কভু এ কথা না হয় সত্য।
নিন্দা, খলের খলতা শক্রয়ো আছে এ প্রথা,
জাতি পদার্থ নহে অনিত্য ॥ ২ ॥

---

* জয় করিয়াই দিব্যরূপী হইয়া স্বর্গে গমন করেন। প্রেত না হইয়া সদ্যাই ঠাকুরতা প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ ঠাকুরতা শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ঠকুর হইতে পৃথকত্ব দেখাইবার জন্য উপাধিতে ঠাকুরতা এই ভাবার্থে তা সংযোজিত করেন। বস্তুত ঠাকুরত্ব বা ঠাকুরতা উপাধি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিন জাতির মধ্যেও দেখা যায়।

পরের দোষের কথা, করে যে পর্ব্বতপানা,
নিজ তাল তিল, সিন্ধু বিন্দু।
নিন্দক-রসনা যত্র, কুৎসার গরল তত্র,
ক্রমে বৃদ্ধি যথা হয় ইন্দু ॥ ৩ ॥
আর এক কথা শুন, সিন্ন দুগ্ধ ধান্য পুনঃ,
পাকে শুদ্ধ বলে যেই জন।
সে হয় আচার ভ্রষ্ট, ম্লেচ্ছ তুল্য ধর্ম্ম নষ্ট,
যবনের দাসত্বে যবন ॥ ৪ ॥
যেই করে দাস্য-বৃত্তি, বা আচরে শূদ্র-ঋত্তি,
সে তদ্ভাবাপন্নে পরিচয়।
তাই কোন বিপ্রকুলে, যবনাদি ব্যঙ্গ চ্ছলে,
দোষ লেখে কত অনিশ্চয় ॥ ৫ ॥
যারা ছিল শুদ্ধসত্ত্ব, না ছিল পর-আয়ত্ত,
কহে প্রভু-অন্ন দাস-পেটে।
রূপা, সোনা দর্বির্থাস, বিপ্রই ছিল নির্যাস,
দাসত্ব-হেতু যবন রটে। ৬ ॥
শাস্ত্র দেখে তুলো কয়, কদাচারে ম্লেচ্ছ হয়,
ধৌত বস্ত্রে যেন মসী-বিন্দু।
সাধুর চরিত্র-পটে, অণুয়ো মহত্ত্ব ঘটে,
তিলে তাল, তালে গিরি, সিন্ধু ॥ ৭ ॥
মহতের দোষ কথা, ক্ষণে ব্যাপ্ত যথা তথা,
জলে তৈল বিন্দু সিন্ধু গ্রাসে।
ব্রহ্ম-নিষ্ঠ বিপ্র যত, ব্রহ্মাগ্নিতে প্রজ্বলিত,
দোষ ইন্ধন তুলবন্নাশে ॥ ৮ ॥

পরগৃহ-পরিভ্রমে, সবিতারো মান কমে,
তুলোত্তীর্ণেও বিছে দংশায়
ধনু-মকরাতিক্রমে, কুম্ভামৃত-সমাগমে,
মানী মধু মাধব-পূজায় ॥ ৯ ॥

রত্নাকর, শক্র, সোম, অগ্নি, রুদ্র, কৃষ্ণ, যম,
বশিষ্ঠ আর পাণ্ডু-তনয়।
ব্যাসাদি ত্রিলোকবাসী, এক এক জন গুণরাশি,
তবু দোষী বলে বিনির্ণয় ॥ ১০ ॥ *

গরুড় ক্ষুধার জ্বালায়, নিষাদীর জারে খায়,
গলা জ্বলে ব্রহ্মহত্যা-পাপে।
ব্রহ্ম-অগ্নি-হলাহল, পিতৃ-আজ্ঞা সুপ্রবল
ম্লেচ্ছী বিপ্রে উগরে ব্রহ্মশাপে ॥ ১১ ॥

পঞ্চানন মুলো কয়, তাই দেবী মহাশয়,
দোষে গুণে করে পরিচয়।
কত দুধে কত জল, বর্ণ † রাখি হয় তল,
কতি গুণে কতি দোষ সয় ॥ ১২ ॥

মুলো পঞ্চানন-কৃত গোষ্ঠীকথা।

---

* ৬৪৩ পৃষ্ঠে "ধ্যাতঃ শক্রো ভগাঙ্গ" ইত্যাদি শ্লোক দেখ।

† বর্ণ—জাতি ও রঙ।

সমাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব সময়ে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ ঈশ্বরের শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভাব।

গৌড়ে বিদ্যার পুনঃ-প্রকাশ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু না হলে উদয়।
বঙ্গেতে ব্রহ্ম-বংশের হত যে প্রলয়॥ ১॥
ভ্রষ্ট- আচার দ্বিজ, শূদ্রই ক্রিয়ান্বিত।
প্রায়শঃ শূদ্র রাজা, বিপ্র দাস্যে সম্মত॥ ২॥
কলির প্রভাবে বিত্তা, ঐশ্বর্য্যে নিরত।
এত ষড়ৈশ্বর্য্য নয়, গৌণার্থে চলিত॥ ৩॥
বিপ্র হলেও তাহে আজ্ঞা কি দুষ্কর।
কহে ধনমত্ত শূদ্র, সচিবো কিঙ্কর॥ ৪॥
অগ্রে তুচ্ছ করি, পরে প্রণমে অন্তরে।
হেতু তায়, কি জানি কি ঘটে শাপান্তরে॥ ৫॥
এইরূপে দ্বিজ শূদ্রে হল হেয় জ্ঞান।
পাদরজ লয়ে শিষ্ট শূদ্র রাখে মান॥ ৬॥
বলে, শূদ্র জুমর নন্দী ছিল যে তাঁতি।
শাস্ত্র-মূল ব্যাকরণ- তাতে তার ভাতি॥ ৭॥
বিক্রমের কালিদাস ছিল নবরত্ন।
কুলাল-শুশ্রূষায় ছিল তার যত্ন॥ ৮॥
চিত্রভানু তৈলিক, ভুলায় ভোজরাজে।
জ্যোতিষে তত্তুল্য ছিল না কেহ সমাজে॥ ৯॥
ত্রিভুবনে কায়স্থ লেখক সুপ্রধান।
চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন, বিচিত্রে প্রমাণ॥ ১০॥

ইত্যাদি স্পর্দ্ধার কথা শুনিল শ্রীগৌর।
সংসার ত্যজি, কৌপীন ধরি, হল ক্ষৌর॥ ১১॥

* * * *

আত্মবৎ মানি, আমি নাহি মানি জাতি।
দ্বিজের দ্বিজত্ব ক্ষমা, আজো দয়াবতী॥ ১২॥
এস, কে আছ কোথা, ত্যজ সংসার-সুখ।
উচ্চ নীচ জাতি ভেবে পাও কেন দুখ॥ ১৩॥
দেখ, ধর্ম্মের নিকট সবাই সমান।
জন্ম, মৃত্যু, স্থিতি, লোকে একই প্রমাণ॥ ১৪॥

* * * *

বিদ্যাহেতু যাতায়াত বিদ্যার নগর।
পারাপারে ধরে গঙ্গা, হৃদি ইন্দীবর॥ ১৫॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কি দিব উপমা।
ত্রৈলোক্যে কোথাও নাহি যার দয়া-সীমা॥ ১৬॥
ন্যায়, স্মৃতি, তন্ত্রে বেদে তার জ্যোতি।
তদবধি গৌড়ে দ্বিজে বিদ্যার উন্নতি॥ ১৭॥
পুঁতি কুলচন্দ্র ভণে, আবার কি দেখ্‌বে।
নিমু, রঘু, রঘু, কৃষ্ণ, * হৃদি রাখ্‌বে॥ ১৮॥

স্মার্ত্ত-চূড়ামণি নবদ্বীপ-বাসী
ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন-সংগৃহীত ও
প্রদত্ত।

---

* নিমু = নিমাই = শ্রীচৈতন্য। প্রথম রঘু = কাণা ভট্ট শিরোমণি, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। দ্বিতীয় রঘু = স্মার্ত্ত রঘুনন্দন। কৃষ্ণ = আগমবাগীশ, তন্ত্রসার-গ্রন্থকার।

কুলীনের ৩৬ মেলে যবনাদি অপবাদের হেতু।

যবনাদি পরীবাদ, কভু নহে নির্ব্বিবাদ,
হেতুত তার তৎসম ব্যবহার।
পঞ্চানন মুলো বলে, কেমন আচার চলে,
দেখ আপামর সাধারণ সবার॥
মদ্য মাংস বেশ্যাশক্তি, খাশী ভোগ'যে শাস্ত্রোক্তি,
কৃতক্রীব বিষ্ণুভোগে আছে প্রমাণ।
মহাকাল মহাকলী, বলি খান, যে, সকলি,
পুরাণ তন্ত্রাদিগ্রন্থে আছে বিধান॥
পিতৃ যজ্ঞে শুভকার্য্যে, বাদ্ধ্রীণসে নাহি বর্জ্জে,
ব্রাহ্মণে মহাকালোদ্দেশে যে খণ্ডায়।
মধুপর্কে পশু বধ, খাশীতে নাহিকো বাধ,
শশুদলে * না করে সে শাস্ত্রে প্রত্যয়,॥
তার যবনাদি গালি, শত্রু পক্ষে বলাবলি,
লোকে বলে যে নয় মুলা জন শ্রুতি।
লোকাচার কলিকালে, প্রবল সকলে বলে,
তাদেখি বেদী লেখে যবনের খ্যাতি॥

---

* কেবলং বেদমাশ্রিত্য কঃ করোতি বিনির্ণয়ং।
বলবান্ লৌকিকো বেদাৎ লোকাচারস্তকঃ ত্যজেৎ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত গণেশ খণ্ড ৩৭ অধ্যায়।

বীরাচারে নাহি দোষ, পশুভাবী করে রোষ,
পতি হীনার বিভা আছে বীরাচারে।
আচার ব্যবহার বড়, শাস্ত্রযুক্তি নাহি দঢ়,
সমাজ শক্তির সঙ্গে কি কেহ পারে॥

মুলোপঞ্চানন

নিম্নলিখিত বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের শ্লোক দুইটী মালদহ জিলার ঠাকুর পলসা নিবাসী মুক্তাগাছার রাজপরিবারবর্গের গুরুদেব শ্রীযুক্ত গঙ্গাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাশী হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

ত্রৈবার্ষিককৃতক্ষীণং শ্বেতং বৃদ্ধ মজাপতিং।
বাদ্ধ্রীণ সন্তু তং প্রাহুঃ মুনয়ো যজ্ঞ কর্ম্মণি॥ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ

রহিতস্তু মৎস্যস্য মাংসং বাদ্ধ্রীণসস্য চ
তৃপ্তি মাপ্নোতি বর্ষাণাং শতানি ত্রিণি মৎপিয়ে।
বাদ্ধ্রীণসস্য মাংসং তু মম বিষ্ণোরতি প্রিয়ং। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ

সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।
বাদ্ধ্রীণসস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশ বার্ষিকী॥

মনু ৩ অ ২৭১ শ্লোক

অন্যত্র { ত্রিপিবন্থিন্দ্রিয়ক্ষীণং শ্বেতং বৃদ্ধ মজাপতিং।
বাদ্ধ্রীণসন্তু তং প্রাহুঃ যাজ্ঞিকাঃ পিতৃ কর্ম্মণি॥ }

অর্জ্জুন মিশ্রের পরিচয়

কর্ম্মফল পরিহার, সর্ব্ব তীর্থে স্নান করি
শেষে উপনীত শ্রীর ক্ষেত্র।
যথা রাম, কৃষ্ণ, দুয়ে, অন্ন দেন মোট বয়ে,
যাঁর সর্ব্ব জীবে সৌভ্রাত্র ॥ ১ ॥

কি কব ক্ষেত্র-মহিমা, দ্বিজ শূদ্র এক-সীমা,
পাতক নাশে প্রসাদ অন্নে।
সস্ত্রীক মিশ্র অর্জ্জুন, উপবাসী তিন দিন,
বাত্যা বৃষ্টি তিন রাত্রি অহে ॥ ২ ॥

অনশনে নহে ক্লিষ্ট, সস্ত্রীকে ভাবেন ইষ্ট,
শিশুরূপী রাম-কৃষ্ণ কহে।
এই নে গো প্রসাদ মা, বাবা কেন মারে আমা,
দেখ রক্ত-ধারা অঙ্গে বহে ॥ ৩ ॥

পদ্মা পত্নী অর্জ্জুনের, আদ্যা শক্তি ঈশানের,
তাহে রাম-কৃষ্ণ নিবেদিল।
পদ্মা স্বয়ং ভগবতী, বাৎসল্যে মূর্ত্তিমতী,
কর-স্পর্শে খেদ মিটাইল ॥ ৪ ॥

মিশ্র আসি দেখে গৃহে, প্রভু স্বয়ং অন্ন বহে,
নিজ-সৃষ্ট জীবের কারণ।
পদ্মা কহে মার শিশু, আমার কাটে যে অসু,
ছিলে না ত নিঠুর এমন ॥ ৫ ॥

পঞ্চানন মুখো ভণে, দেবত্ব ছিল অৰ্জ্জুনে,
ছলে প্রত্যক্ষ শ্রীনারায়ণ।
মিশ্র-সঙ্গে মিলিবারে, রাম কৃষ্ণ আসে ঘরে,
যাঁর কটাক্ষে ভব-মোচন ॥ ৬ ॥
আরো কহে পঞ্চানন, ফলে যার অমনন,
সেই ঠাকুর, পুরুষোত্তম।
প্রভু তাঁরি অন্ন বহে, শিশু-স্তন্য মাতৃ-দেহে,
বহ, বহ, বহ, নরোত্তম ॥ ৭ ॥ *
ভাল খেলে ঠাকুরালী, রায়রেঁয়ে পীর আলা,
ফুলের মুখে বসে ঠাকুর।
দেখো যেন তোমাদেরে, লোভ-হেতু সন্তানেরে,
দাসত্বে নাহি করে কুকুর ॥ ৮ ॥

শিবনিবাস-বাসী রাজা গঙ্গেশ-চন্দ্রের সংগৃহীত, উলা-নিবাসী প্রসিদ্ধ গুণগ্রাহী ও বদান্য ভূম্যধিকারী বামনদাস মুখোপাধ্যায়-প্রদত্ত।

অৰ্জ্জুন মিশ্র, আর যে মুখো মনোহর।
চট্ট নাথু, শিবাচাৰ্য্য, বন্দ্য গঙ্গাবর ॥ ১ ॥
গাঙ্গ নীলকণ্ঠ, পরানন্দ পূতিতুণ্ড।
কার সাধ্য এ ছয়ের ক্রিয়া করে পণ্ড ॥ ২ ॥

---

* ভগবদ্গীতার "যোগক্ষেমং বহাম্যহং" এই অংশের টীকায় অৰ্জ্জুন মিশ্র প্রথমে 'বহামি' পদের 'বাহয়ামি' ব্যাখ্যা করেন, পরে যখন জগন্নাথ বলরাম প্রসাদ বহিয়া দিলেন, তখন টীকাতে 'বহামি বহামি, বহামি,' তিনবার লিখিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে।

মিশ্রার্জ্জুন সূর্য্য-তুল্য, দিবাকর-বংশ। (ছ্যাকর মুখো)
মনোহর ঐ কুলের নৃসিংহের অংশ ॥ ৩ ॥
দানে শ্রীনাথ চট্ট সর্ব্বেশ্বর-সনাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যে শিবাচার্য্য তুল্য ভগবান্ ॥ ৪ ॥
বন্দ্য গঙ্গাধর বেদ-গানে মহেশ্বর।
জাহ্লনেশ বামদেব, পূর্ব্ব-পিতৃ-বর ॥ ৫ ॥
বিদ্যা-দানে নীলকণ্ঠ কুলপতি-তুল্য।
পরমানন্দ গোর্দ্ধনের ধন অমূল্য ॥ ৬ ॥

মেলমালা, রাঢ় দেশী পুস্তক।

অর্জ্জুনাদির ব্রাহ্মণ্য, দেবত্ব প্রচুর।
তাই ফুলের মুখে বসিল যে ঠাকুর ॥ ১ ॥
অর্জ্জুন মিশ্র ছিল পণ্ডিত-শিরোমণি।
যাঁর ব্যাখ্যায় ভারত তত্ত্ব-জ্ঞান-খনি ॥ ২ ॥
শিবাচার্য্য তত্ত্ব-জ্ঞানে শঙ্কর সমান।
দেব কি মানব ইথে সবে সন্দিহান ॥ ৩ ॥
দানে নাথু, বহুরূপ, অরবিন্দ তুল্য।
জ্ঞানে শুচ, বঙ্গ, হলায়ুধ তুল্য-মূল্য ॥ ৪ ॥
কংসারি-তনয় পরম আনন্দ পূর্ত্তি।
ষড়ৈশ্বর্য্যে মহেশ-সম যার বিভূতি ॥ ৫ ॥
যাদের শিষ্য প্রশিষ্য ভাবে ভগবান্।
তারে কেহ করিতে পারে কি হেয়-জ্ঞান? ॥ ৬ ॥
পূজ্যপাদ শিরোধার্য্য সমস্তে ভাসুর।
কুলশ্রেষ্ঠ, ফুলের মুখে বসে ঠাকুর ॥ ৭ ॥

বিদ্যা অন্ন দানে ফুল-মুখে ঠাকুরালী।
দাসত্বে কাপর্ণ্যে দ্বিজ-নন্দনে পীরালী* ॥ ৮ ॥

মেলমালা, বঙ্গ-দেশী পুস্তক।
কলিকাতা হাই কোর্টের চীফ
ইণ্টারপ্রেটর ও ব্যবস্থা-দর্পণাদি
গ্রন্থ-প্রণেতা স্বয়ং সিদ্ধবিদ্য শ্যামা-
চরণ সরকার সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

নুলো পঞ্চাননের পরিচয়।

ইনি-চট্টবংশাবতংস, বল্লাল-পূজিত বাঙ্গাল-বংশের দিনকরের পৌত্র। ইহার নামই পঞ্চানন, উপাধি নহে। হঠাৎ বোধ হয়, যেন পঞ্চানন পদটী উপাধি স্বরূপ; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বিদ্যাবত্তাদিজ্ঞাপক কোন শব্দ না থাকলে উপাধি বুঝায় না। তাঁহার হস্তে শক্তির অল্পতা ছিল বলিয়াই প্রথম বয়সে 'নুলো' বলিয়া উপহসিত হইতেন; কিন্তু শেষ কালে উহাই গৌরবান্বিত উপাধি হইয়াছিল। ইনি দেবীবরের মেলবন্ধন-সময়ে নিতান্ত

---

* ভক্তি-হেতু পূজ্য জনে নাম নাহি ধরে।
শুভাদৃষ্টে পত্নী-সংজ্ঞা প্রকাশ না করে। ০১।
অভিশপ্ত মহাপাপী নাম নিতে মানা।
আর কৃপণের নামে, যাতে আছে ঘৃণা। ০২।
অনর্হ-প্রয়শ্চিত্তী দ্বিজ পীরালী কৃপণ।
তাই না ধরিল নাম কোন মহাজন। ০৩।
মিথ্যা বস্তু ব্রাহ্মণ্য লেশমাত্র থাকায়।
বিপ্রভাসে পৈতা রাখে, ঠাকুর বলায়। ০৪। মেলমালা।

তরুণবয়স্ক এবং বিষ্ণু ঠাকুরাদির সময়ে অতি প্রাচীন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে দেবীবর, ধ্রুবানন্দ, যোগেশ্বরের পিতা হরি মিশ্রাদির কুল-ব্যবস্থার পরিণাম-পরিদর্শনে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় নাই; এবং বিষ্ণু ঠাকুরাদির সময়ে কৌলীন্য-সমীকরণে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতার কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি দেখা যায় না। এই মহাপুরুষের বিষয়ে মিশ্র ধ্রুবানন্দ যাহা লেখেন, তাহা এই—

"যোগেশ্বরো দিনেশশ্চ হরির্বংশধরস্তথা।

পঞ্চাননো সুষেনশ্চ ষড়েতে চৈকমেলকাঃ॥" ধ্রুবানন্দ।

যোগেশ্বরাদির সঙ্গ, সুতরাং মেল খড়দহ। এখানে বংশধর শব্দে ভগীরথ বন্দ্যোকে বুঝায়। মেলমালা ও সারাবলী গ্রন্থ দেখ। এবং কৌলীন্য সমীকরণ দেখ।

এখন কথা এই. পঞ্চাননের নিবাস কোথায়, এবং ইহাঁর বংশধরগণই বা কে, তাহা জানিতে লোকের বড় ইচ্ছা হয়; কারণ যিনি সমাজ-বিপ্লবের সময় জন্মিয়া সমাজের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ও ধর্ম্মবিপ্লবের সময় সমাজে বিশেষ আধিপত্য করিয়াছেন এবং দেবীবরের কৃত কার্য্যের নির্ভয়ে সমালোচন করিয়াছেন, তাঁহাকে একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, বিদ্বান্, বাগ্মী, তেজস্বী নিরপেক্ষ ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা কালনার তিন ক্রোশ দক্ষিণাংশে স্থিত ইছাপুর বহরকুলীর চৈতল চট্টোপাধ্যায়েরা কহেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ মুলো পঞ্চানন। আরও কহেন, ঐ-গ্রাম-নিবাসী রামধন বৃহস্পতি কুলাচার্য্য পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ঊর্দ্ধতন

সন্ততিক্রমে ঘটকতায় মুলো পঞ্চাননের নাম চলিয়া আসিয়াছে। শান্তিপুরের চৈতলদিগের দিনকর-বংশের সন্ততিগণও তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষবলিয়া দখল করিতে যান। এবং নদিয়া জিলার ব্রাহ্মণ-পাড়ার চৈতলেরাও এ বিষয়ে অনধিকার দেখাইতে নিতান্ত অমনো-যোগী নহেন। প্রমাণ সুদৃঢ় ও সুসঙ্গত নহে। সারাবলী, বংশাবলী ও গোষ্ঠীকথা প্রভৃতি মূল পুস্তকে পঞ্চাননের বংশবর্ণন নাই; সুতরাং হয় বংশাভাব, না হয় ভঙ্গ-ভাব করিতে হইবে। যেহেতু এ উভয় স্থলেই কুলাচার্য্যগণ বংশ-লিখনে বৈমুখ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক ইতি দেন। এই হেতু-বশতঃ আমাদিগকে মৌনাবলম্বন করিতে হইল। ইনি শত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। নিম্নে ঘটক-বিশারদ কুলচন্দ্রের কারিকা দেখ।

বন্দ্যঘটীর শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-পুত্র যদুনাথ পাঠক চক্রবর্ত্তীর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সত্বেও তাঁহার অসদৃশ ব্যক্তিবর্গের সমিত ধূমপান এবং বহু-বিবাহ দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে গালি দিয়াছেন। যথা—

কুলের মধ্যেতে যদু যে চাঁদ, আকাশে পাতালে পেতেছে কাঁদ,*
ভাঙো ধুংরা আরো যে খান বলে।
উচিত বলিলে মারিতে ধায়, তাই পঞ্চানন মুলো যে কয়,
হায়! বৃথাই ধরেছ পৈতে গলে॥

যদুনাথ পাঠকের সহিত মুং ফুং শিবাচার্য্য, গোপাল, ভবানী, কানাই, জগদানন্দের পুত্র রামভদ্র এবং চৈতল উদয় কুলবরের

* চাঁদ বলায় ২৭ স্ত্রীর প্রিয় নায়ক, আকাশ পাতালে ফাঁদ পাতা বলায় অসংখ্য স্থলে বিবাহের লক্ষণা করা হইয়াছে।

পুত্র হরিদাস, শঙ্কর, শ্রীনিবাস ও কৃষ্ণদাসের সহিত পাল্‌টী-প্রকৃতি-ভাব।

ফুলো পঞ্চাননের সহিত পাঠক চক্রবর্ত্তীর জামাতৃত্ব-সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু কিরূপ, তাহার নির্ণয় নাই।

পাঠক চক্রবর্ত্তীর পরিচয়।—বন্দ্য-বংশের, বল্লালের নিকট যে ছয় মহাপুরুষ পূজিত হয়েন, তন্মধ্যে মকরন্দ অন্যতম (২৬৮ পৃষ্ঠে দেখ)। সেই মকরন্দের পুত্রের নাম দাসু। ইনি কাঁটাদিয়া গ্রামে বাস-নিবন্ধন কাঁটাদিয়া দাসু বাঁড়ুয্যে (১০) বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। ইহাঁর পুত্রের নাম বনমালী (১১) (৪৩৮ পৃষ্ঠে দেখ)। তৎসুত ভীম, ভব ও জীয়ো বা জীব (১২)। ভীম-সুত মাধব (১৩), তৎপুত্র আদিত্য (১৪), তৎপুত্র পীতাম্বর (১৫), তৎসুত চতুর্ভুজ (১৬)। ইহাঁরই পুত্র লোহাই ও শুভাই (১৭) (লবাই সবাই নামে বিশেষ পরিচিত), অপর ভ্রাতার নাম সুন্দর। লোহাই ও শুভাই মেলবন্ধনের কুলীন। লোহাই-সুত মাধব, শ্রীনাথ, বাণীনাথ, বাসু, জগদানন্দ ও হৃদয় (১৮)।

শ্রীনাথ বন্দ্যোর পুত্র প্রসিদ্ধ পাঠক চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ যদুনাথ পাঠক চক্রবর্ত্তী (১৮শ)। ইহাঁর পুত্রের নাম গোপাল, মুকুন্দ, মধু, গোপী ও গোবিন্দ (২০শ)। তৎসাময়িক বিকুম্বয়—রামনাথ সুত ও নীলকণ্ঠ-সুত।

তৎকালে ফুলো পঞ্চাননের মত অসাধারণ তেজস্বী কুলাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই সমাজবিপ্লব ঘটিতে পারে নাই। এবং সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা হয়।

ফুলো পঞ্চানন-সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠকুলাচার্য্য কুলচন্দ্র ঘটকের কারিকা পরপৃষ্ঠে দেওয়া গেল।

পূতিতুণ্ড-কুলাচার্য্য কুলচন্দ্র ভণে।
ফুলো পঞ্চাননের কথা যে একমনে ॥ ১ ॥
দেবীবর পুঁতিল, না করিল ছেদন।
বিষবৃক্ষ দেখি স্বয়ং করিল রোদন ॥ ২ ॥
পঞ্চানন সে বিষ খেয়ে শেষে যে ঢলিল।
তাই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে ডাকিল ॥ ৩ ॥
লোক-স্থিতি-রক্ষা-হেতু শ্রীবিষ্ণু কেশবে।
গোষ্ঠীকথায় শাসেন আর যত দেবে * ॥ ৪ ॥
গোষ্ঠীপতি † নেতা বটে, আর সিদ্ধ, সাধ্য।
গৌণকুল নহে আজি তেমন অবাধ্য ॥ ৫ ॥
পঞ্চাননের বিধি, ত্যজ্য অসচ্ছ্রোত্রিয়।
যার ছিল না সদ্বৃত্তি, আর যে, নিষ্ক্রিয় ॥ ৬ ॥
তাই ডিংসা, পিপ্লার দোষ গেল কেটে।
কেশর, হড়, গুড়ের দোষ আরো আঁটে ॥ ৭ ॥
কিন্তু আজি কালি এরা ভাবেতে যে গেল।
কুলীন নিকষ বটে, মূলে ছিদ্র র'ল ॥ ৮ ॥
হড়,গুড়ে সুরা যোগে (যোগেশ্বরে) গোষ্ঠীপতি গড় ‡।
পিপ্লা ঐ সঙ্গে, মহিন্তা সর্ব্বানন্দে পড় ॥ ৯ ॥
পোড়ারি গজেন্দ্র রায়, কৃষ্ণ যায় মূল।
সাগরে দুর্গারে ধরে রুদ্রে রাখে শূল § ॥ ১০ ॥

---

* বিষ্ণুঠাকুরদ্বয় ও কেশব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি দেব = কুলীন।

† গোষ্ঠীপতি—কুলীনাঃ শ্রোত্রিয়াঃ সর্ব্বে যস্যান্নং ভুঞ্জতে মুহুঃ।
কুলীনায় সুতাং দত্ত্বা স গোষ্ঠীপতিরুচ্যতে। সারাবলী।

‡ যোগেশ্বর গড়গড়ি-দৌহিত্র। § সাগরদিয়া রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তী।

চট্টবংশাবতংস দিনকরের পৌত্র।
চৈতলীর পঞ্চানন শ্রোত্রিয়-দৌহিত্র ॥ ১১ ॥
পঞ্চানন-গোষ্ঠীকথা সব জাতি লয়ে।
বেঁচে ছিল পরমায়ু শতবর্ষ হয়ে ॥ ১২ ॥

উলানিবাসী প্রসিদ্ধ বাদস্থ বিদ্বৎ-কুলতিলক মুং ফুং যাদবেন্দ্র-গোষ্ঠী-সম্ভূত বামনদাস বাবুর সভাসদ্ কেশর-গ্রামী চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার-সংগৃহীত, বগরকুলী-নিবাসী ব্রজনাথ ঘটক-প্রদত্ত।

আদিশূরের যজ্ঞকালে শ্রীহর্ষাদি কান্যকুব্জাগত পঞ্চ মহর্ষির বয়ঃক্রম।

(বন্দি-কৃত প্রাভাতিক স্তুতি।)

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজংস্ত্বং রাজতে দিবি ভাস্করঃ।
নক্তং কিং বাধতে স্বপ্নো যতো নিদ্রায়সে দিনে ॥ ১ ॥
ঋণত্রয়মপাকর্ত্তুং ক্ষাত্মনো মুক্তয়েঽনঘ।
শাধি রাজ্যং যথাশাস্ত্রং রাত্রিস্ত্রিবমতন্দ্রিতঃ ॥ ২ ॥
এহি যজ্ঞায় সন্ত্রীকো মুনয়স্ত্বামুপাসতে।
উষায়াং কৃতকৃত্যাস্তে ভবান্ স্বপিতি কেবলম্ ॥ ৩ ॥
পশ্য তেষাং মহোদেব্যাগং শারীরঞ্চ বলং শুভম্।
বৃদ্ধত্বেঽপি সদা যূনো লক্ষণং তেষু লক্ষ্যতে ॥ ৪ ॥
গাঙ্গেয়সদৃশো বৃদ্ধঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
সর্ব্বদা চিন্তয়েদ্বাণীং শ্রীকান্তঞ্চ সনাতনম্ ॥ ৫ ॥

আশীতিবর্ষদেশীয়ো ভট্টনারায়ণো মুনিঃ।
সপ্তর্ষিসমতাং প্রাপ্তো জাগর্ত্তি সোঽপ্যহর্নিশম্॥ ৬॥
পশ্য দক্ষং মহাপ্রাজ্ঞং বর্ষষষ্টিমুপাগতম্।
মনসা বপুষা চাপি ধত্তে স ব্রহ্মণো বলম্॥ ৭॥
তুরীয়ং নামতো বিদ্ধি বেদগর্ভং প্রজাপতিম্।
বশিষ্ঠসদৃশঃ সত্ত্বে শতার্দ্ধং ব্যতিজগ্মিবান্॥ ৮॥
পঞ্চমো নূতনো রাজংশ্ছান্দড়ো মুনিসত্তমঃ।
প্রাবীণো সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠো যুবাপি স জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৯॥
যদি প্রকুপ্যতে সোঽয়ং পৃথ্বী গচ্ছেদ্রসাতলম্।
তস্য মন্ত্রো মহামন্ত্রো মুনয়স্তৎপরায়ণাঃ॥ ১০॥
শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি ভবান্ বেত্তি সুনিশ্চিতম্।
প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রানৃক্কো বৃণোতু সত্বরম্॥ ১১॥

মহেশধৃত কুলপঞ্জিকার বচন। মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা। পঞ্চকোটের রাজার সভাসদ্ দুর্গাদাদ শিরোরত্ন প্রদত্ত। (বিক্রমপুর)

আদিশূরের যজ্ঞকালে শ্রীহর্ষাদির বয়ঃক্রম।
(ভাটের কাহিনী।)

মহারাজ দেখ এসে, দ্বিজ এল পত্তি-বেশে,
করিল সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়।
নাহি কর আর ঘৃণা, চরণ কর প্রার্থনা,
ক্ষমা আর ত্রিবর্গ অক্ষয়॥ ১॥

বুড়ার রূপের সীমা, কি দিব তার উপমা,
দুর্ব্বাসা বশিষ্ঠাদি তুলনা।
বাহিরে ক্রোধের জ্যোতি, অন্তরে সুধার ভাতি,
মাধবে রমা, বাণী ললনা ॥ ২ ॥
কত যে বয়স কব, কার্য্যে যুবা অভিনব,
তমো-নাশে অরুণ-সমান।
কৌতুকে জিজ্ঞাসে শিশু, কতদিন জন্মি অংশু,
এ অঙ্গ করে দীপ্যমান ॥ ৩ ॥
কেবা যে, কি নাম ধর, কি ভেল্কির বাজীকর,
স্বর্গভ্রষ্টে কি ভূ-পরিক্রম ?।
ভট্ট বলে শিশু শুন, নাম হর্ষ, হাসে পুনঃ,
বয়স শতের দশ কম ॥ ৪ ॥
আমি ছোট কিংবা বড়, দেখে মন কর দড়,
প্রায় অশীতি বয়স মম।
আমি কি বল্লে প্রত্যয়, হবে শিশু নিঃসংশয়,
আমরা ত মনে প্রাণে সম ॥ ৫ ॥
দক্ষ যে ষষ্ঠীর দাস, শিশু-সঙ্গে পরিহাস
ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমে গত।
চতুর্থ ত বেদগর্ভ, দেখ ঐ হিরণ্যগর্ভ,
শতের আধা উর্দ্ধ নিশ্চিত ॥ ৬ ॥
নবীন পঞ্চম দ্বিজ, ভেল্কি-কাজে মনসিজ,
বেদ-গানে ছান্দড় আখ্যান।
মোরা পঞ্চ কান্যকুব্জ, বুড়া চারি, নাহি কুব্জ,
শেষে আয়ু কর অনুমান ॥ ৭ ॥

এড়ু মিশ্রে হরি মিশ্রে, নমস্কারি যে সহস্রে,
তাই দেখে লেখে পূর্ব্ব শ্লোক।
রাজবল্লভের আজ্ঞা, পিতামহের অভিজ্ঞা,
ভণে ভট্ট মাধু, নাশে শোক ॥ ৮ ॥

মুর্সিদাবাদ-নিবাসী বৈদ্যরাজ-শিরোমণি গঙ্গাধর কবিরাজ কবিরত্ন-সংগৃহীত, প্রাতঃস্মরণীয়া পুঁটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরীর সভাসদ্ কবি-কণ্ঠাভরণ রাধারমণ সেন গুপ্ত প্রদত্ত।

মাধব সেনের রাজ্যসীমা ও মহেশ্বর মিশ্র কুলাচার্য্যের পরিচয়।

মুক্তি-হেতু বল্লাল আসিল গাঙ্গা-স্নান।
জহ্নুনগরোত্তরে করে যে বাসস্থান ॥ ১ ॥
নিজ সভাসদে দেন নবদ্বীপে (অন্তর্দ্বীপে) ঘর।
যে ইচ্ছিল গঙ্গাবাস, কিংবা দ্বিজেতর ॥ ২ ॥
ক্রমে নবদ্বীপ হ'ল বাণীর নিবাস।
পুণ্য-তীর্থ বলি হৃদি সবার বিশ্বাস ॥ ৩ ॥
তদবধি প্রাগ্জ্যোতিষ আদি দেশ হ'তে।
পণ্ডিত ভক্তিমান্ আসে জ্ঞান নিতে ॥ ৪ ॥
পূর্ব্ব ভূপ আদিশূর আনে পঞ্চজন।
দেন তিনি পঞ্চ গ্রাম, যার যাতে মন ॥ ৫ ॥

হরিকোটি, পঞ্চকোটি, কামকোটি, তিন।
কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম, সবে পায় ভিন ॥ ৬ ॥
হরিকোটি ছান্দড়ে, পঞ্চকোটি যে ভট্টে।
কামকোটি দক্ষে, কঙ্কগ্রাম হর্ষে আট্টে ॥ ৭ ॥
বেদগর্ভে বটগ্রাম রাজা দিল বাসে।
পুত্রে ছাপ্পান্ন গ্রাম রাজার অভিলাষে ॥ ৮ ॥
রাঢ়-দেশে ব্রাহ্মণ্য করিবারে প্রচার।
চুনি চুনি দেয় গ্রাম, যাহা হয় সার ॥ ৯ ॥
হরিকোটি (মেদিনীপুর), কংসাবতী-তীরে গোপ নিকটা।
ত্রিবেণী গঙ্গাবাস, ত্রিপথগা-সঙ্কট ॥ ১০ ॥
পঞ্চকোটি সীমা মল্ল, বরাহ, শিখর।
সিংহভূম আদি মালক্ষেত্রের নগর ॥ ১১ ॥
তীর্থাবাসে কালীঘাটে দেয় যে নিবাস।
কামকোটি বীরভূমি জানিবে নির্যাস ॥ ১২ ॥
গঙ্গাবাসে জাহ্নবী-নগর তর্ত্তীপুর (ছাপঘাটীর মহানা)।
রামায়ণে আছে নাম, প্রমাণ প্রচুর ॥ ১৩ ॥
কঙ্কগ্রাম (কাঁকিনা বিষ্ণুপুর) বাণকুণ্ডা, গঙ্গা হতে দূর।
গঙ্গাবাসে অগ্রদ্বীপ, নিকট গাঙ্গ-নীর ॥ ১৪ ॥
বটগ্রাম বর্দ্ধমানে গঙ্গা ত প্রদীপ।
গঙ্গাবাসে গুপ্তপল্লী অম্বিকা-সমীপ ॥ ১৫ ॥
পর-পারে থাকে শান্তিপণ মুনিবর।
সে তীর্থ-দর্শনে যাতায়াত নিরন্তর ॥ ১৬ ॥
মুনি-সুত ছাপ্পান্ন জুড়িল রাঢ়দেশ।
পুত্র-পৌত্রাদিতে সুখে প্রণয় বিশেষ ॥ ১৭ ॥

অনুগঙ্গ রাঢ়দেশ, সুখের আলয়।
ক্রমে অধস্তনে সুখে ব্রাহ্মণ্যের ক্ষয়॥ ১৮॥
ইহা দেখি স্থাপিল বল্লাল কৌলীন্য।
লয় রাঢ়ী বারেন্দ্রের ধন্য আর মান্য *॥ ১৯॥
ইহাই সর্ব্বদ্বারী বিবাহের বাধক।
কুলীনে কুলীনে বিভা ন ছিল সাধক॥ ২০
লক্ষ্মণ-রাজ্যে বিভায় উত্তর সাধক।
কুলীন মহেশ আদি হ'ল যে ঘটক॥ ২১॥
বন্দ্যঘটীর প্রবীণ বিজ্ঞ সুধীবর।
ভট্টের অধস্তন দশম মহেশ্বর॥ ২২॥
বহুরূপ আদি উনবিংশতি কুলীন।
বল্লাল সভায় হ'ল মান্য সমীচীন॥ ২৩॥
চট্টবংশে বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ।
হলায়ুধ, বাঙ্গাল, পাঁচেতে অভিনন্দ॥ ২৪॥
পুতি, গোবর্দ্ধন, শিরো, যে ঘোষাল।
কানু আর কুতুহল, দুই কাঞ্জিলাল॥ ২৫॥
গাঙ্গ-কুলে শিশু, কুন্দে একা রোষাকর।
দেবল বামন ঈশ, জাহ্নু, মহেশ্বর॥ ২৬॥

---

* পদ্মানদ্যাঃ পূর্ব্বতীরে ব্রহ্মপুত্রস্য দক্ষিণে।
বরেন্দ্রসংজ্ঞকো দেশো নানানদনদীযুতঃ॥
শতার্দ্ধযোজনৈর্যুক্তো দেশো দর্ভাদিসংযুতঃ।
উপবঙ্গসমীপে চ মলদস্য চ দক্ষিণে॥

দিগ্বিজয়-প্রকাশ, সপ্ত-জাঙ্গল-বর্ণন,
৭৫৫—৭৫৬ শ্লোক।

বন্দ্য-বংশে মকরন্দে ছয় কুলে তিন।
মুখোৎসাহ, গরুড়োনবিংশ কুলীন ॥ ২৭ ॥
মহেশের পিতা সুগণ, খ্যাতি শকুনি।
মহাদেব মহেশ্বর-পুত্র গুণমণি ॥ ২৮ ॥
মহাদেবের পুত্র তিকু, পূতি, দুর্ব্বলী।
দুর্ব্বলীর পাঁচ পুত্র, গুণী ত সকলি ॥ ২৯ ॥
ভাস্করানন্ত হরি, নারায়ণ, সঙ্কেত।
অনন্ত গয়ঘ , হরি সাগরে খ্যাত ॥ ৩০ ॥ *

মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা, কোচ-
বিহার রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগের ভূত-
পূর্ব্ব অধ্যক্ষ কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়
সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

---

* বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোঽভূন্মহাশয়ঃ।
জন্মগ্রহভয়াদ্দোষাৎ কলঙ্কোঽভূদনন্তরম্ ॥ ১ ॥
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা ব্রহ্মণেভ্যঃ প্রতিগ্রাহান্।
তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ ॥ ২ ॥
মতিকাপ্যকরোদ্দন্দ্বে যবনস্য ভয়াত্ততঃ।
ন শক্নুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং তদা পুনঃ ॥ ৩ ॥
প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজা মাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ ॥ ৪ ॥
এতৎসভায়াং বহব আগতা ব্রাহ্মণা নরাঃ।
নানাগুণসমাযুক্তা দ্বাবিংশতিকুলোদ্ভবাঃ ॥ ৫ ॥ হরি মিশ্র।

হরি মিশ্র কুলাচার্য্যের পরিচয়।

পঞ্চাননে বলে, কিবা দিব পরিচয়।
এড়ু, * হরি জানে কুল-কথা সমুদয়॥ ১॥
হরি মিশ্রের কিবা বংশের পরিচয়।
যোগ, কাম, দিগম্বর, ত্রিপুত্র অক্ষয়॥ ২॥
পিতা হৃহেশ্বর, পিতামহ যে কৃষ্ণ।
প্রপিতামহ পশুপ, ভব মুখো ইষ্ট (পিতা)॥ ৩॥
ভব-পিতা মহাদেব, আহিত তনয়।
আহিত-পিতা উৎসাহ, কৌলীন্য যে লয়॥ ৪॥
মুখো হরির পরিচয় জানে সবাই।
যার বংশের পাল্টী লোহাই বন্দ্য, শুভাই॥৫॥ গোষ্ঠীকথা।

এড়ু মিশ্রের পরিচয়।

কুন্দে রোষাকর, বেদগর্ভ-অপস্তন।
পর্য্যা কুলপতি-সম, বিদ্যায়ো তেমন॥ ১॥
কুন্দের আদিপুরুষ মদন সুকৃতী।
পুত্র রত্নগর্ভ, বেদগর্ভ-তুল্য যতী॥ ২॥
পৌত্র বিশো, হেরম্ব প্রপৌত্র ত জানে।
বৃদ্ধপ্রপৌত্র মঙ্গল, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-জ্ঞানে॥ ৩॥
তার পুত্র ব্রহ্মচারী, দিব্য-ব্রহ্মচারী।
তৎসুত রোষাকর, শ্রেষ্ঠ সভাকারী॥ ৪॥
তার বংশে গিরি-সুত এড়ু মিশ্র নাম।
আঁড়িয়াদহ গ্রামে যে করিল ধাম॥ ৫॥

---

* এঁড়েদহে বাসজন্য এড়ু মিশ্র। পূর্ব্বোত্তর মীমাংসে জানন্ মিশ্র উদাহৃত।

কুন্দলালে কুল ছিল নাহি বহুদিন।
তাই বংশ না লেখে কুলজ্ঞ প্রবীণ ॥ ৬ ॥
ভাটের কাহিনীতে আছে এক সূত্র।
এড়ু মিশ্র গিরি-সুত, রোষাকর-পৌত্র * ॥ ৭ ॥
এড়ু মিশ্র সুবিজ্ঞ লেখে সমাজ-কথা।
তার সময় যা ছিল চিরন্তন প্রথা ॥ ৮ ॥
তিনি বলেন, দনুজ মাধব যদা রাজা।
কামরূপ আদি কাশী পর্য্যন্ত যে প্রজা ॥ ৯ ॥
নিজের প্রিয়নিবাস, বল্লাল-নগর (অন্তর্দ্বীপ)।
দেখ, যার পূর্ব্ব তট নবদ্বীপোত্তর ॥ ১০ ॥
একদিন জিজ্ঞাসিল রাজা সভাসদে।
আমার রাজত্বে দেখ, কেবা থাকে খেদে ॥ ১১ ॥
সভার মধ্যে যারা ছিল কষ্ট শ্রোত্রিয়।
সবাই নিবেদিল ভূপে একচ্ছত্রায় † ॥ ১২ ॥
কহে মেদিনীপুর কিষ্কিন্ধ্যার নিকট।
উঠে যে সমুদ্র হতে জল, লোণা বিকট ॥ ১৩ ॥
সাগর হতে উত্থিত মেদিনীপুর নাম।
কৃষিকার্য্যে সুপ্রশস্ত কৈবর্ত্তের ধাম ॥ ১৪ ॥
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য বিনা আছি ম্রিয়মাণ।
পিতার কর্ত্তব্য, সুতে জ্ঞান-ধন-দান ॥ ১৫ ॥

---

* কুন্দলালে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।
গাঙ্গুলীয়ঃ শিশুর্নাম্না কুন্দো রোষাকরোঽপিচ ॥ ধ্রুবানন্দ।

† একচ্ছত্রায় অর্থাৎ সার্ব্বভৌম।

নবদ্বীপ শ্রীনিবাস, জ্ঞানের আলয়।
দেও গঙ্গাবাস, চতুর্ব্বর্গের আশ্রয়॥ ১৬॥
কেহ কহে বর্দ্ধমান, বৃদ্ধি-অংশ মাত্র।
সামান্য প্লাবনে ডোবে, সুখ নাহি কুত্র॥ ১৭॥
অপরে কহে শুন, যে করি নিবেদন।
জ্ঞান বিনা হয়ে আছি মৃত অচেতন॥ ১৮॥
থাকি বাণকুণ্ডা, অতি উচ্চ মালভূমি।
বিদ্যার অভাবে পুত্র আদি যেন কৃমি॥ ১৯॥
একে কহে, থাকি যে প্রদেশ পঞ্চকোটি।
তথায় বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে দ্বিজে অনেক ত্রুটি॥ ২০॥
অপরে বলে, নিবাস-স্থান বীরভূম।
শবর পুলিন্দ (সাঁওতাল) সঙ্গী, জ্ঞানেতে নির্ধূম॥ ২১॥
যদিও আমরা নামে হই গৌণকুল।
বংশ-মর্য্যাদায় কুলীনের একমূল॥ ২২॥
আমরা নহি যে সদাচারে পরিভ্রষ্ট।
তীর্থ-স্থলে বাস দিয়ে চির হও তুষ্ট॥ ২৩॥
কহেন রাজা, কাহার কোথা অভিলাষ।
নব নব দ্বীপপুঞ্জ নবদ্বীপে প্রকাশ॥ ২৪॥
সদাচার রাখিবারে কর তথা স্থিতি।
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যের হোক আদর্শের ক্ষিতি॥ ২৫॥
রাজা প্রীতমনে ত্রয়োদশ গৌণকুলে।
নবোৎপন্ন দ্বীপপুঞ্জে স্থাপে সমতুলে॥ ২৬॥ *

---

* গঙ্গাগর্ভোত্থিতো দ্বীপো দ্বীপপুঞ্জৈর্বহির্ধৃতঃ।
প্রতীচ্যাং যস্য দেশস্য গঙ্গা ভাতি নিরন্তরম্॥ ১॥

অন্দ্রদ্বীপোতে মহিন্তা শ্রীমাধব রায়।
গুড়ী শরণ যোগীন্দ্র সূর্য্যদ্বীপ পায় ॥ ২৭ ॥
সূর্য্যদ্বীপ, অন্দ্রদ্বীপ, বেত্রবতী-তীরে।
ভৈরব, করতোয়া, কপোতাক্ষ নহে দূরে॥ ২৮ ॥

রত্নাকরো মহাতীর্থো দক্ষিণস্যাং দিশি স্থিতঃ।
মুক্তবেণী-মধ্যদেশে পদ্মা যস্যোত্তরা সদা ॥ ২ ॥
বলেশ্বরঃ পূর্ব্বভাগে চন্দ্রদ্বীপসমন্বিতঃ।
দেশোঽয়ং পুণ্যতীর্থস্তু ব্রাহ্মণা ইতি কথ্যতে ॥ ৩ ॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ সর্ব্বাঃ প্রজা মমাজ্ঞয়া ॥ ৪ ॥
ততঃ সর্ব্বপ্রযত্নৈর্হি দেশোঽয়ং সেব্যতে বুধৈঃ।
যত্র যস্য রুচিরাস্তে তত্রৈব স সমাবিশেৎ ॥ ৫ ॥
সমাকর্ণ্য বচো রাজ্ঞো দদৌ মন্ত্রী স্থলেপনম্।
তে চ প্রাপুর্মুদং সদ্যঃ শুভাশিষং জগুঃ পুনঃ। ৬ ॥
ত্রয়োদশস্থ গৌণাস্তা দ্বীপেষু চ বিভাগতঃ।
প্রতিষ্ঠিতা মহাভাগা ধর্ম্মরক্ষণতৎপরাঃ ॥ ৭ ॥ এড়ু মিশ্র।
মহিন্তা মাধবাচার্য্যো গুড়ী শরণিকস্তথা।
পিপ্পলোঽপ্যতিরূপশ্চ চতুর্থো রুদ্রসংজ্ঞকঃ ॥ ৮ ॥
পারি চাকুঃ প্রসিদ্ধশ্চ চক্রপাণিস্তথা গড়ঃ।
রায়িগ্রামী ঠোটনামা ডিণ্ডী দ্বিজ-জনার্দ্দনঃ ॥ ৯ ॥
কেশরো ধর্ম্মনামা চ জগন্নামা হড়ঃ সুধীঃ।
ঘণ্টা নিশাপতিঃ খ্যাতঃ পীতমুণ্ডী মনোহরঃ ॥ ১০ ॥
কুলভিণ্ডির্হিনামা চ দীর্ঘমুণ্ডীকরস্তথা।
গৌণাস্ত্রয়োদশ হ্যেতে ক্ষিতিপালপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১১ ॥
এতে পূর্ব্বে মহাত্মানঃ সভায়াং লক্ষ্মণস্য চ।
রাজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখাঃ ॥ ১২ ॥ হরি মিশ্র।

ভৈরব যতদূর, ততদূর যে সীমা।
সূর্য্য অগ্রে, অন্তে, জয়ে করে পরিক্রমা॥ ২৯॥
সূর্য্যদ্বীপ জালিক সূর্য্যের পুরস্কার।
যারা লক্ষণে আনে অনুদিতে ভাস্কর॥ ৩০॥
সূর্য্যদ্বীপের কিছু হালিক-রাজ্যে খ্যাত।
অন্যাংশ লাট আর কঙ্কদ্বীপে বিধৃত॥ ৩১॥
রুদ্র, অতিরূপ পিপ্লা মধ্যদ্বীপাধিকারী।
শান্তিপণ মুনির সুখাশ্রম-বিহারী॥ ৩২॥
গড়গড়ি চক্রপাণি, উলা-গ্রামে আশ্রয়।
উহা ত মধ্যদ্বীপের অংশমাত্র হয়॥ ৩৩॥
পারিহাল চক্রপাণি, চাঁকু নামে খ্যাত।
জয়দ্বীপে নিল বাস, দুর্গাপুরে স্থিত॥ ৩৪॥
ঠোট যাম্নিগ্রামী, চক্রদ্বীপে যার বাস।
কাঞ্চনপল্লী কুমারহট্টেতে প্রকাশ॥ ৩৫॥
ডিণ্ডী জনার্দ্দন, শ্রীর নগরেতে ধাম।
উহাও চক্রদ্বীপের অন্তর্গত গ্রাম॥ ৩৬॥
ধর্ম্ম-নামে কেশরী, তিন দ্বীপের রাজা।
অগ্র, নব, চক্র, দ্বীপত্রয়ে যার প্রজা॥ ৩৭॥
জগ হড়, অতি সুধী, কুশদ্বীপ-নৃপ।
ইচ্ছা পুরে চতুর্ধুরী শান্তমতি ভূপ॥ ৩৮॥
ঘণ্টা নিশাপতি, প্রবাল-দ্বীপে ঈশ।
জয়নগর পলাবাড়ী দেশে ক্ষিতীশ॥ ৩৯॥
পীতমুণ্ডী মনোহর, এড়ুদ্বীপ (এঁড়েদহ) -শাস্তা।
গঙ্গাতীর আঁড়িদহ, যমুনা পূর্ব্বস্থা॥ ৪০॥

কুলভির গুহি নাম, চন্দ্রদ্বীপ-বাসী।
সে হলো এই সর্ব্বদ্বীপে জলবিলাসী ॥ ৪১ ॥
বৃদ্ধদ্বীপ-প্রদেশ, নামে খ্যাত বুঢ়ান।
দীর্ঘাঙ্গী মুণ্ডীকর মন যে জুড়ান ॥ ৪২ ॥ *
গঙ্গা, যমুনা, আর সরস্বতী মিলন।
আর যত নদ নদী সাগরে চলন ॥ ৪৩ ॥
তাদের সঙ্গমে হ'ল কত কত দ্বীপ।
ব্রাহ্মণ-সংস্থাপনে দ্বিজ রাখে সমীপ ॥ ৪৪ ॥
কোরক-দ্বীপ-(কোঁড়কদী) ধুলিয়াপুরের সীমায়।
যথায় কেশর-বংশীয় রাজত্ব পায় ॥ ৪৫ ॥
পঞ্চানন মুলো কয়, নব-রাষ্ট্র রাঢ়।
নবদ্বীপ-পূর্ব্বভাগ, অন্তে কহে ভড় ॥ ৪৬ ॥

মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা, দিগম্বর-পুর নিবাসী অধ্যাপক হরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার-সংগৃহীত ও প্রদত্ত। জিলা নদীয়া।

অন্ধ্রদ্বীপে মহিন্ত্যাকো মাধব ইতি কীর্ত্তিতঃ।
সূর্য্যদ্বীপে গুড়গ্রামী ভূদেবঃ শরণো মতঃ ॥ ১৩ ॥
অগ্রদ্বীপস্থ মধ্যাংশঃ কণ্টক ইতি কথ্যতে।
পূর্ব্বে গঙ্গা জয়ো দক্ষে ময়ূরনয়নোত্তরে ॥ ১৪ ॥
সূর্য্যদ্বীপস্ত্রিভির্ভাগৈঃ সরিদাদ্যা বিভজ্যতে।
তে লাটকঙ্কযোগীন্দ্রা ভৈরবেচ্ছাদিযোগতঃ ॥ ১৫ ॥
যোগীন্দ্রো ধীবরপ্রাপ্তো লাটো দাসস্থ রাজ্যকম্।
কঙ্কস্তু পূর্ব্বসীমায়াং চিত্রা যত্র বিরাজতে ॥ ১৬ ॥
শান্তিপণনুনের্ব্বাসে পিপ্পলী রূপরুদ্রকৌ।
দুর্গাপুরে জয়দ্বীপে পারি চাকুঃ প্রসিদ্ধকঃ ॥ ১৭ ॥

মধ্যদ্বীপে চতুষ্পাণিহড়ো হয়ে (উলাগ্রামে) সুকীর্ত্তিতঃ।
রায়িগ্রামী দ্বিজশ্চৌটশ্চক্রদ্বীপে সুসংস্থিতঃ॥ ১৮॥
চক্রদ্বীপস্ত্রিভির্ভাগৈর্নদ্যাংশেন বিভজ্যতে।
চক্রদ্বীপস্য যে ভাগাস্তে পূর্ব্বদক্ষিণোত্তরাঃ॥ ১৯॥
তস্য দ্বীপস্য মধ্যাংশঃ শ্রীনগরশ্চ বিদ্যতে।
দেবগ্রাম উদীচ্যস্তু কেশরী যস্য ভূপতিঃ॥ ২০॥
দক্ষিণাংশো মহাদীর্ঘঃ কুমারহট্ট ঈরিতঃ।
স্বর্ণপল্লীসমেতোঽয়ং রায়িদেশঃ প্রচক্ষ্যতে॥ ২১॥
শ্রীনগরস্য সংশাস্তা ভূপো ডিণ্ডী জনার্দ্দনঃ।
কুশদ্বীপে হড়গ্রামী নাম্না জগ ইতি স্মৃতঃ॥ ২২॥
সোঽপি দ্বীপো মহাদীর্ঘ ইচ্ছাপুরসমন্বিতঃ।
প্রবালদ্বীপসংজ্ঞায়াং ঘণ্টাগ্রামী নিপাশতিঃ॥ ২৩॥
দেশোঽয়ং কপিলাবাসঃ পলবাটীতি কথ্যতে।
রোষাকরস্য বংশানাম্ এড়দ্বীপঃ স্বকীয়কঃ॥ ২৪॥
যমুনা পূর্ব্বসীমায়াং গঙ্গা যস্য পুরঃস্থিতা।
তত্র শাস্তাঽধুনা পীতো মনোহরেতি সংজ্ঞিতঃ॥ ২৫॥
বৃদ্ধদ্বীপো বৃহৎকায়ো যস্য গর্ভে বলেশ্বরঃ।
দীর্ঘাঙ্গিকস্য মুণ্ডস্য মাধবেন বিনির্ণীতঃ॥ ২৬॥
চন্দ্রদ্বীপস্য সীমায়ং রত্নাকরো বিরাজতে।
চন্দ্রবৎ ক্ষীয়তে অস্য চন্দ্রবদ্বর্দ্ধতে বপুঃ॥ ২৭॥
তস্য তদ্‌গুণযোগেন চন্দ্রদ্বীপ ইতি স্মৃতঃ।
গুহক ইতি বিখ্যাতো নাম্না সর্ব্বজনৈরয়ম্॥ ২৮॥
অগ্রদীপো মহাতীর্থঃ কাশীসমো বিরাজতে।
উত্তরস্যাং স্থিতা পদ্মা ভাগীরথী-প্রসূতিকা॥ ২৯॥
দক্ষিণে ব্রাহ্মণীযুক্তা অম্বিকা-মঙ্গলান্বিতা।
এতৈর্দ্বীপৈঃ সমাযুক্তো নবদ্বীপ ইতীরিত॥ ৩০॥

গৌণ কুলীন-গণ-সম্বন্ধে এড়ু মিশ্র যে সকল কথা লেখেন, তদ্দ্বারা এই জানা যায় যে, লক্ষ্মণ সেনের সময় নবদ্বীপ রাজ্যের পূর্ব্বদিকের সীমায় বলেশ্বর নদী (বড়গঙ্গা), দক্ষিণ সীমায় মহা-সমুদ্র, উত্তর সীমায় পদ্মা, পশ্চিম সীমায় (গঙ্গা) ভাগীরথী খ্যাত; ইহা নানা-দ্বীপ-সমন্বিত; চন্দ্রদ্বীপ ইহার অন্তর্গত; অন্তর্দ্বীপ অর্থাৎ গঙ্গার গর্ভোত্থিত দ্বীপ পরম পবিত্র ও শিরঃস্থানীয়; এবং এই চতুঃসীমান্তর্গত স্থানস্থিত বিপ্রগণের সদাচারানুসারে সর্ব্বস্থানের মানবগণ চরিত্র শিক্ষা করিবেন, ইহাই মহারাজের ইচ্ছা।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মের পর বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তে প্রকৃত নবদ্বীপ-খণ্ড-মাত্রকে নয়টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে বেষ্টিত বলা হইতেছে। যথা—

১ম, অন্তর্দ্বীপ অর্থাৎ গঙ্গার গর্ভে স্থিত এবং সর্ব্বতোভাবে গঙ্গাবেষ্টিত স্থলভাগ—এখনকার মায়াপুর প্রভৃতি স্থান।

২য়, সীমন্ত দ্বীপ—এখনকার শরডাঙ্গা, কুকুমপুর, কাশিয়া-ডাঙ্গা, ধর্ম্মদহ, বহির্গাছী, বিল্বপুষ্করিণী প্রভৃতি স্থান।

৩য়, গোদ্রুম দ্বীপ—আধুনিক গাদীগাছা প্রভৃতি স্থান।

সর্ব্বেষাং দ্বীপপুঞ্জনামন্তর্দ্বীপো বিশিষ্যতে।
এতেষু দ্বীপপুঞ্জেষু দিগীশা হি ত্রয়োদশ॥ ৩১॥
অন্তর্দ্বীপস্য রাজা যঃ সর্ব্বেষাং স নিয়ামকঃ।
তস্যামাত্যাঃ সহায়াশ্চ সর্ব্বে গৌণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩২॥
গঙ্গাগর্ভোত্থিতো দ্বীপো গঙ্গাগর্ভে বিরাজতে।
ত্রিবেণী অন্তরে যস্য সোহন্তর্দ্বীপঃ প্রচক্ষতে॥ ৩৩॥
ধর্ম্মনামা নৃপস্তস্য কেশরী রাশিসংজ্ঞিতঃ।
অন্তর্দ্বীপস্য রাজা যশ্চন্দ্রাগ্রদ্বীপয়োশ্চ সঃ॥ ৩৪॥ এড়ু মিশ্র।

৪র্থ, মধ্যদ্বীপ—ভালুকা, পানশিলা, শান্তিপুর, উলা প্রভৃতি স্থান

৫ম, কোলদ্বীপ—সমুদ্রগড, নন্দনঘট্ট (নাদনঘট) রামেশ্বপুর ও অম্বিকা প্রভৃতি স্থান।

৬ষ্ঠ, রাহুতপুর, বিদ্যানগর প্রভৃতি স্থান।

৭ম, জহ্নুদ্বীপ—জাননগর প্রভৃতি স্থান।

৮ম, মোদদ্রুমদ্বীপ—মামগছী, একডালা, মাতাপুর প্রভৃতি।

৯ম, রুদ্রদ্বীপ—রুদ্রপুর, শঙ্করপুর, পূর্ব্বস্থলী, চূপী, কঙ্কশালী কাকশিন ও মেড়তলা প্রভৃতি স্থান।

একালে সর্ব্বদ্বারী বিবারের সমাজে অপ্রচলন।

(১) রত্নেশ্বরস্য নূান-মুখ-রামচরণঃ, তৎসুতাঃ ভুবন-নয়না-নন্দ-রমাকান্তাঃ। ভুবনস্য ব্রহ্মচারিণঃ কন্যাবিবাহঃ বারেন্দ্রঃ।

বন্দ্যঘটী-বর্ণনে নির্দ্দোষ-কুল-সারাবলী।

(২) "কৃষ্ণস্যোচিতাং রাঘবঃ পুনঃ পুনর্লভ্য-বন্দ্য-ষষ্টীদাস-গ্রহণাচ্চ, ততঃ পশ্চাৎ কন্যা পুত্র-রূপনারায়ণেন আত্মসাৎ কৃতা, অতএব লভ্য-চট্ট-নারায়ণ ইতি হেতোর্মহান্ বারেন্দ্র-বিষম দি-সম্পর্কঃ। তৎসুতাঃ রাধাকান্ত-রূপনারায়ণ-রামচন্দ্রাঃ।...রূপ-নারায়ণস্য পোড়াবী-বিবাহঃ, ততোঽস্য লভ্য-চট্ট-দুর্গারাম-বলাৎ-বিবাহঃ, চং দুর্গারামেণ গুরু-চক্রবর্ত্তিনঃ কন্যা বিবাহিতা ইতি হেতোর্বারেন্দ্র-রঘুরামোঽকৃতী হেতো রণ্ডঃ, পশ্চাৎ চট্ট-নারায়ণস্য কন্যা-বিবাহঃ" মুখৈটী-কুল-বর্ণনে ঐ।

(৩) "ঘনশ্যামস্য ক্ষেম্য-বারেন্দ্র-কন্যা-ত্রয়-প্রদানাৎ।"

ঐ ঐ।

ইত্যাদি বারেন্দ্র-কুলের কোন্ গোত্রে কোন্ কুলে ঘটিয়াছে

এবং কাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। এবং ১ম সংখ্যক স্থলে "ব্রাহ্মচারিণঃ" এই পাঠ থাকায় তিনি আশ্রমভ্রষ্ট, ইহা লক্ষিত হইতেছে। ২য় স্থলে বারেন্দ্র "আত্মসাৎ কৃতা" ও "বারেন্দ্র-বিষমাদি-সম্পর্কঃ" বলায় সামাজিকতা থাকিল না। ৩য় স্থলেও বারেন্দ্রের নামাদি নাই। সুতরাং ফুলো পঞ্চাননের বচন পরিশুদ্ধ (৬৩৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

দনুজ মাধব-সেনের সময়
রাঢ়-দেশ ও নবদ্বীপ-সীমা।

দনুজ মাধব-সেনের সময় কাশীর পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত বাঙ্গালার অধীন ছিল। তিনি নিজে প্রপিতামহের ন্যায় নবদ্বীপে অবস্থানপূর্ব্বক প্রপিতামহ-সংস্থাপিত বঙ্গদেশের কৌলীন্যের রক্ষণ-বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। তাহাতেই ক্রমশঃ বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যের উন্নতি হয়। নবদ্বীপ রাজধানী হওয়াতে তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকলে অতি সত্বর বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের অন্নতা ও বিশৃঙ্খলার হ্রাস এবং জ্ঞানের উপচয় হইতে আরম্ভ হইল। ইহাঁর সময়ে রাঢ়-দেশ শব্দে মেদিনীপুর, সিংহভুম, মানভুম, বীরভুম, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাবড়া সহ বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, খুলনা, যশোহর, মুর্সিদাবাদ, নবদ্বীপ ও চন্দ্রদ্বীপ সহ দ্বীপপুঞ্জকে বুঝাইত। *

---

* মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও নবদ্বীপের যে সীমা ছিল, তাহাও অল্প নহে। যথা—রাজ্যের উত্তর সীমা মুরসিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী-পার।
দক্ষিণের সীমা গঙ্গা-সাগরের ধার।
পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর, বড়গঙ্গা-পার॥
অন্নদামঙ্গল, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন।

বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে যে সঙ্কীর্ণ অল্পায়তনযুক্ত স্থানকে নবদ্বীপ শব্দে নির্দ্দেশ করে, কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে তাদৃশ অতি ক্ষুদ্রায়তন নবসংখ্যক-দ্বীপ-সংযুক্ত সামান্য ভূমিখণ্ড মাত্র নবদ্বীপ-সংজ্ঞায় অভিহিত হয় না, এবং নয়টী দ্বীপেও সম্বন্ধ নহে, নূতন নূতন দ্বীপপুঞ্জে সঙ্ঘটিত (৭১৪—২০ পৃষ্ঠের কারিকা দেখ)।

ত্রয়োদশ কষ্ট-শ্রোত্রিয় অর্থাৎ গৌণ কুলীন মর্য্যাদা লাভ করিবার জন্য দনুজ মাধব সেনের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রপিতামহের নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া ঐ ১৩ তের জন কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের মনস্তুষ্টির জন্য মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানাদি অপেক্ষাকৃত প্রচীন দেশ হইতে অভিনবোৎপন্ন অনুগঙ্গ-প্রদেশযুক্ত স্থান সমূহের কর্ত্তৃত্ব দিয়া সেই সকল তাৎকালিক সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে তুষ্ট করেন। ঘটকের কারিকাতেই সমুদায় লিখিত আছে, দেখিলে সমুদায় বুঝিতে পারা যায়; তথাপি পাঠকের বুভুৎসা-চরিতার্থ সামান্য কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল।

১ম, অগ্রদ্বীপ—উত্তরে মুর্সিদাবাদ প্রদেশ, দক্ষিণে সর্ব্বমঙ্গলা নদী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল অর্থাৎ অম্বিকা পরগণা (রাণীহাটী পরগণা) পর্যন্ত ইহার অন্তর্গত।

২য়, নবদ্বীপ—ব্রাহ্মণী ও খড়ী নদীর পূর্ব্বসীমা এবং ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশমাত্র নবদ্বীপ বা অন্তর্দ্বীপ নামে অভিহিত হয়। পরগণা কুবাজপুর।

৩য়, মধ্যদ্বীপ—গঙ্গার পূর্ব্বাংশ, জলঙ্গী (খড়ে), ইচ্ছামতী ও অঞ্জনা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহ।

৪র্থ, চক্রদ্বীপ—মাতাভাঙ্গার (এক্ষণকার চূর্ণী) দক্ষিণ, গঙ্গার

পূর্ব্ব এবং যমুনা নদীর উত্তরাংশ ভূমিভাগ চক্রদ্বীপের অন্তর্গত, আধুনিক চাকদা।

৫ম, এড়ুদ্বীপ (এঁড়েদহ)—যমুনার দক্ষিণ-পশ্চিম গঙ্গার পূর্ব্বাংশ ও কলিকাতার উত্তরাংশ এড়ুদ্বীপের অন্তর্গত।

৬ষ্ঠ, প্রবালদ্বীপ—কলিকাতা হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত প্রদেশ, জয়নগর পলাবাড়ী ইহার প্রধান নগর।

৭ম, বৃদ্ধদ্বীপ—বুঢ়ান, ধুলেপুর ২৪ পরগণা পূর্ব্ব দক্ষিণাংশ ও সেনহাটী প্রভৃতি বৃদ্ধদ্বীপের অধিকৃত ভূমি।

৮ম, কুশদ্বীপ—চক্রদ্বীপের পূর্ব্ব, এড়ুদ্বীপের উত্তর ও বৃদ্ধদ্বীপের পূর্ব্বভাগ, অর্থাৎ গোবরডাঙ্গা ইছাপুর অঞ্চল কুশদ্বীপের শাসনাধীন স্থান। বসীরহাট ও সাতক্ষীরারকিয়দংশ।

৯ম, অন্ধ্রদ্বীপ—চক্রদ্বীপের উত্তর, মধ্যদ্বীপের পূর্ব্ব, কুশদ্বীপের পশ্চিম এবং করতোয়া এবং বেত্রবতী নদীর দক্ষিণাংশে অন্ধ্রদ্বীপের অধীন বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহা বনগ্রাম সবডিবিজনের উত্তরাংশের পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগ। যাদবপুর ধাঁধার-কোটা এখনও বিদ্যমান আছে; এখানকার মহিষাগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। কেশবপুর গদখালি ও সারসা থানা।

১০ম, সূর্য্যদ্বীপ—ভৈরব নদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ, ইচ্ছামতীর পূর্ব্বোত্তরাংশ, করতোয়ার উত্তরাংশ, কপোতাক্ষ নদ ও বড়-গঙ্গার পূর্ব্বাংশ-স্থিত প্রদেশ-সমূহ সূর্য্যদ্বীপ বা যোগীন্দ্র-দ্বীপের সীমা। যশোহরের জয়পুর, লক্ষ্মীপাশা প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রধান নগর মহেশপুর, বৈষ্ণব তীর্থ সুন্দরা নন্দের পাঠ (দ্বাদশ পাঠের এক পাঠ)। বলেশ্বর নদী (বড়গঙ্গা) ইহার পূর্ব্বসীমা। ভৈরব-নদীর-তীরে লাটদ্বীপ—আধুনিক

লাটুদহ অঞ্চল ও কক্ষদ্বীপ—যশোহরের কাঁকদী পরগণা ও চিত্রা নদীর তটস্থ প্রদেশ অর্থাৎ চেঁউটে পরগণা। মহেশপুরের পশ্চিমাংশে জেলে রাজার বাটী ছিল। দুইটী পুষ্করিণীর চিহ্ন অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে; একের নাম যোগিনীদহ, অপরের নাম যোগেন্দ্র। রাজধানীর সীমা অদ্যাপি সূর্য্যের মাঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সূর্য্য মাঝীর নামে প্রসিদ্ধ।

১১শ, জয়দ্বীপ—ভৈরব নদের উত্তর নবগঙ্গা, চিত্রা, মধুমতী, গৌরী (গড়ুই) প্রভৃতি নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহ। ইহার পূর্ব্বাংশ বলেশ্বর (বড়গঙ্গা), উত্তর সীমা পদ্মা নদী, পশ্চিম সীমা ইচ্ছামতী। নদিয়া জিলার পূর্ব্বাংশ যশোহরের পশ্চিমাংশ।

১২শ, চন্দ্রদ্বীপ—যে প্রদেশগুলি কখনও সমুদ্রের জলে মগ্ন হইত, কখন বা উত্থিত হইত, তাহার নাম চন্দ্রদ্বীপ। উহাও নবদ্বীপের অন্তর্গত। পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের যে সকল প্রধান সমাজ আছে, চন্দ্রদ্বীপ তাহার একতম। ইহা চন্দ্রদ্বীপ বাকলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। নবদ্বীপের অন্তর্গত।

বিক্রমপুর পূর্ব্ব রাজধানীর অন্তর্গত, সুতরাং রাঢ়ীয়গণ প্রাচ্য বিক্রমপুর হইতে প্রতীচ্য পঞ্চকোট, উদীচ্য গঙ্গার ধার ও দাক্ষিণ্য সুবর্ণরেখা নদী পর্য্যন্ত সীমার মধ্যে শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়াছেন। এই হেতু বশতঃ এই সমস্ত ভূখণ্ড রাঢ় দেশের অন্তর্গত বলা হয়। বস্তুতঃ নবদ্বীপ রাজ্যের পূর্ব্বাংশ পূর্ব্ব-বঙ্গ বা ভড় বলিয়া কথিত, অপরাংশ প্রকৃত রাঢ়। বরেন্দ্র-ভূমি-কারিকা দেখিলেই ইহার প্রতীতি হইবে।

মহারাজ আদিশূর পঞ্চ মহর্ষির জীবিকা ও বাস জন্য পঞ্চকোটি প্রভৃতি পাঁচখানি গ্রাম ও সন্তানগণের জন্য ৫৬ বা ৫৯

খানি গ্রাম প্রদান করেন, এবং ঐ পঞ্চ ঋষি দ্বারা বেদ ও বিদ্যা-প্রচার এবং গঙ্গা-বাস জন্য গঙ্গার উভয় তীরে চতুষ্পাঠীর উপযুক্ত স্থানও দিয়াছিলেন। তাহাতেই ভাগীরথীর তটস্থ গ্রাম ও নগর সমূহে বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্য অপেক্ষাকৃত দূরত প্রদেশ হইতে বিশেষ লক্ষিত হইত। অদ্যাপি বর্দ্ধমান বিভাগের গ্রাম-সমূহের মধ্যে রাজ-দত্ত ৫৯ গ্রামের অনেক নাম-সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। এবং স্থানে স্থানে তত্তদ্গ্রামীও বিদ্যমান আছেন। ক্রোড়্ পত্র দেখ।

বাঁকুড়া জিলার কুন্দী ছাতনা ও কুন্দী পড়াশী গ্রামে অনেক কুন্দের বসতি আছে। ইহাঁরাও রোষাকরের অধস্তন সুদেবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন ঐ দুই গ্রাম বিষ্ণুপুরের অন্তঃপাতী। হড়গ্রাম, (হোড়োগাঁ) পলশা, মূলগ্রাম, আমরুলী (আমূল ও শিমলায়ী বর্দ্ধমানের অন্তর্গত। হুগলী জিলার বালীতে বালী শ্রোত্রিয় ছিল। মেদিনীপুর জিলার নন্দিগ্রামে অনেক নন্দিগ্রামীর বাস আছে। বীরভূমে রায়গ্রামের রায়ী শ্রোত্রিয় বর্ত্তমান্ আছেন। ইত্যাদি অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পরিচয়।

ইনি হরি মিশ্রের পৌত্র ও বিষ্ণু মিশ্রের পুত্র। ইহাঁর প্রপিতামহ দুর্ব্বলী ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ প্রসিদ্ধ মহেশ্বর বন্দ্যো, যিনি মহারাজাধিরাজ বল্লালের নিকট বন্দ্যবংশের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হয়েন (৪৩১ পৃষ্ঠ দেখ)। মহেশ্বরর কুলাচার্য্যরূপেই পরিচয় দিয়াছেন। ধ্রুবানন্দের পূর্ব্ব পুরুষ হইতেই কুলের পরিচয় লিখিতেছেন। তদনুসারে তিনিও মেলবন্ধনের সময় হইতে রাঢ়ীয় কৌলীন্য ব্যবস্থা লিখিয়াছেন। তাঁহার সময় হইতে

কুলীনদিগের পরিবর্ত্ত-প্রবর্ত্তন-ব্যবহার বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছে। সেই কারণেই তিনি নিজ প্রতিজ্ঞায় কহিয়াছেন, "বন্দ্যঘটীয়দিগের শিরঃ-স্বরূপ অর্থাৎ সকল কুলের প্রকৃতি-স্বরূপ মুখোপাধ্যায়দিগের বংশ-বর্ণনানুসারে সমুদয় বংশের (বন্দ্য, চট্ট ও গাঙ্গুলির) সহিত মুখোপাধ্যায়দিগের পাল্‌টী-প্রকৃতি-বর্ণনের সহিত সকল কুলের পাল্‌টী (পরিবর্ত্ত-প্রবর্ত্তন) বিশেষরূপে বর্ণন করিলেন। ইহাতেই সমুদয় নিকষ কুলীনের বংশ বর্ণিত হইবে; আনুসঙ্গিক শ্রোত্রিয়দির কথাও বিবেচিত হইবে।" তাঁহার গ্রন্থ ও প্রতিজ্ঞার আদ্য শ্লোক এই—

"নত্বা তাং কুলদেবতাং খলু সদা সন্মানসে হংসতাং
জাতাং ভক্তিবিশেষতঃ কুলসভামধ্যে সদা মোদিতাম্।
শ্রীমদ্বন্দ্যঘটীয়কাদিকমহাবংশাবলীং ব্যক্ততো
বক্ষ্যে তৎপরিবর্ত্তবর্ত্তনবিধিং মিশ্রো ধ্রুব নন্দকঃ॥"

এই শ্লোকের মধ্যে যে "বন্দ্যঘটীয়ক" পদ আছে, সেই পদের 'ক' অর্থে শিরঃ। বন্দ্যাদি পঞ্চ (বন্দ্য, মুখ, চট্ট, গাঙ্গুলি ও ঘোষাল) কুলের প্রকৃতি অর্থাৎ শিরঃস্থানীয় বলিয়া ধ্রুবানন্দ মুখোপাধ্যায়-বংশের পরিচয় অগ্রে দিয়াছেন; বন্দ্যঘটীয়-দিগকে তাহার পরে বসাইয়াছেন।

হরি মিশ্র ও ধ্রুবানন্দ'দির পরিচয়।

মুখ হরি মহাদেব-বংশ, যোগেশের পিতা।
দিগম্বর, কাম, যোগের সোদর-ভ্রাতা॥ ১॥

হরি-পিতা মহেশ্বর, হর্ষের উনবিংশ।
বন্দ্য হরি, কুলীনের প্রথমের বংশ ॥ ২ ॥
পিতামহ মহাদেব, দুর্ব্বলী জনক।
মহেশ্বর বৃদ্ধপ্রপিতামহ খ্যাতক ॥ ৩ ॥
পিতৃব্য ভিকু, পূতি, ভট্ট হতে দ্বাদশ।
হরির বৃদ্ধপ্রপৌত্র ভগীরথে যশ ॥ ৪ ॥
সহোদর অনন্ত, ভাস্কর, নারায়ণ।
আর সঙ্কেত, সবাই সত্যপরায়ণ ॥ ৫ ॥
হরি সাগরদিয়া, জানে ত সর্ব্বলোক।
পুত্র বিষ্ণু, পৃথ্বী, ধ্রুব, খ্যাত তিন লোক (থাক) ॥ ৬ ॥
সে ধ্রুবানন্দ, পিতৃ-পিতামহাদি-ক্রমে।
লেখে কুলে কথা, অনৃত নহে ভ্রমে ॥ ৭ ॥
বন্দ্য-হরি-মিশ্র-বাক্য-পূর্ব্ব-দেশে ধৃত।
মুখ-মিশ্র-হরি-গাথা গঙ্গা-তীরে গীত ॥ ৮ ॥
তাই মুলো কয়, বন্দ্য-বংশে ধ্রুবানন্দ।
পৈতৃক প্রথায় লেখে স্বভাব সানন্দ ॥ ৯ ॥

*　　*　　*　　*

পাটুলী অগ্রদ্বীপে, চৈতলী শান্তিপথে।
ধনো মনো পাণ্ডুবাস-রাজ্যে নিজ-মনে ॥ ২০ ॥
অবসথী তপস্যায় সরস্বতী-তীরে।
হরিপাশে গঙ্গানন্দ আসে ধীরে ধীরে ॥ ২১ ॥
খনিয়া, বেতড়া, ক্রমে বালী আদি স্থান।
ভাগীরথীর দুকূল দিয়ে দীপ্যমান ॥ ২২ ॥

পঙ্ককোটি, কাসকোটি, হরিকোটি আদি।
কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম, পৈত্র আবাদী॥ ২৩॥
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য-প্রচ র-জন্য গঙ্গা বাসে।
রাজা দেন পাচ স্থান, দ্বিজ-অভিলাষে॥ ১৪॥
তাদের সন্তানো ক্রমে বসে গঙ্গাতীর।
দোষাল [illegible] ত্রিবাস পাবত্র গঙ্গানীর॥ ২৫॥

* * * *

গুণাকর পাটুলী-পুত্র, অর্ক-পুত্র কৃষ্ণ।
বল, শিব, দেহা, থালকুলে নিবিষ্ট॥ ৩৬॥
শিরো ঘোষাল, চক্রবর্ত্তী উধ অধস্তন।
কর্ম্ম-দোষে আড়িয়াদহে সর্ব্বানন্দে রন॥ ৩৭॥
পূর্তি, কাঞ্চী, পাণ্ডুরাজ্য-সীমা সরস্বতী।
সাতগাঁ ত্রিবেণী, যত্র ত্রিধারা মূর্ত্তিমতী॥ ৩৮॥
নাথাই চট্টের বাটী দীর্ঘবাটী গ্রামে।
গুপ্তপল্লী-সমীপ, ধাঁধা খাল বামে॥ ৩৯॥
বিনায়ক বন্দ্যো হয় নবপল্লী-বাসী।
বল্লভাচার্য্য বল্লভী কাশীপুর, চৌরাশী॥ ৪০॥
হুণ্ড বল্লভী-প্রকৃতি, শান্তিপুরে স্থিতি।
সর্ব্বানন্দ সর্ব্বানন্দী, তারও তদ্গোত্র॥ ৪১॥
কুশ ভঙ্গ এড়ে, ভৃগে, ক্রমে গোকর্ণে বাস।
সুমেরু ও দেবে নিন্দ্য, ফেলে যে নিশ্বাস॥ ৪২
যোগেশ্বর, কামদেব, দিগম্বর, তিন।
সৌহার্দ্দ্যে তৃণদ্বীপে গৃহস্থে নহে ভিন॥ ৪৩॥

ভৃগুদ্বীপে নিত্যানন্দ করে এক মঠ।
যথা সুধী দেয় পাঁতি, লয় তৈলবট॥ ৪৪॥
বিবাহ-দোষে মুখো পার্ব্বতী আসে তথা।
তথাপি বীর-বংশে আছে নানা কুপ্রথা॥ ৪৫॥
মুলো বলে, কিবা দিব তার পরিচয়।
মূলে দোষ থাকিলে সব যে হয় ক্ষয়॥ ৪৬॥*

গোষ্ঠী কথা, কোঁচবিহার রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী। গুড়গ্রামী দ্বিজ শিবপ্রসাদ বক্সী-সংগৃহীত, নবদ্বীপাধিপতির প্রধান অমাত্য কার্ত্তিকেয় রায় প্রশস্ত।

কুলীনগণের গঙ্গাবাস।

নবদ্বীপে যখন রাজা করিল বাস।
তদা গঙ্গাবাসে বসে দ্বিজ আশ পাশ॥ ১॥

---

১ খড়দা ফুলে পবিত্র, উভে দেখি সম।
তবে কেন লোকে বলে ফুলে নিরুপম?॥
তাহার কারণ শুন গোষ্ঠীপতি নর।
কুশ পুষ্প সম গন্ধ, কে বা মনোহর?॥ রাঢ়দেশী পুস্তক।
(পুষ্প কুশ সম গন্ধে, কার সমাদর?॥ বঙ্গদেশী পুস্তক।)
তাই গোষ্ঠীপতি দ্বিজ, উভয়ের মানে।
গন্ধমাল্য দেন উভে, ত্যজে নারায়ণে॥
পঞ্চানন মুলো কয়, যদা যায় সভা।
কিবা পুষ্প, কিবা কুশ, দেখ তার প্রভা॥
মুলো আরো বলে, বটে কুশ অগ্রগণ্য।
কিন্তু কাশ কোথা হয় পুষ্প-তুল্য মান্য?॥ গোষ্ঠীকথা।

বন্দ্য-বংশে দুই দ্বীপ, সাগর, কণ্টক।
সাগর পূর্ব্বদিকে, সূর্য্যদ্বীপ আটক ॥ ২ ॥
কণ্টকদ্বীপ (কাঁটোয়া) অগ্রদ্বীপে, গঙ্গা-ব্যাপক।
গঙ্গা-অজয়-সন্ধি অশ্বমেধ-সাধক ॥ ৩ ॥
বন্দ্যের নপাড়া হয়, ফুলিয়া-সমীপ।
নববল্লী-খ্যাত, ভুক্ত হয় মধ্যদ্বীপ ॥ ৪ ॥
দুই দ্বীপের অন্তর্গত আর দুই গ্রাম।
বাবলা (অদ্বৈতপাঠ), গয়ঘড়ী প্রসিদ্ধ আছে নাম ॥ ৫ ॥
বন্দ্যো বঙ্গ, বাস—পার্শ্ব বাঙ্গালার আলী।
অধস্তনে কুল হল বঙ্গপাশী মেলী ॥ ৬ ॥
বন্দ্যো আর এক গ্রাম কুলেতে উন্দুরা।
মহেশ লেখে, কুলে সপ্তি – খর—মন্দুরা ॥ ৭ ॥
চট্ট-বংশে বহুরূপ-অংশে কুল পাঁচ।
. খনেহবসথী, নাদো, পাটুলী, দেহা, ছাঁচ ॥ ৮ ॥
অরবিন্দ-বংশে ধনো, মনো, পভো, বিভো।
অপভ্রষ্টে সাঙ্কেতিক প্রভু হন পভো ॥ ৯ ॥
অপভ্রষ্ট নাম কিছু শুন পরিচয়ে।
শিরো, পভো, কীতো, পজো গোবর্দ্ধনে শুয়ে ॥ ১০ ॥
তদ্রূপ যে, দাশো পশো, সম্বোধন-পদ।
জ্ঞানশূন্য দ্বিজ বলে, পশো কর্ত্তৃ-পদ ॥ ১১ ॥
জগাই, মাধাই, আর নোহাই, শুভাই।
নাথাই, পিথাই, আনাই, তথা লথাই ॥ ১২ ॥
সঙ্কর্ষণ-বিকর্ষণে মূল হয় লুপ্ত।
উপাধি বিশেষণে নাম না থাকে গুপ্ত ॥ ১৩ ॥

গঙ্গা-সম্মুখে গ্রাম দ্যো-তুল্য, নাম ফুলে।
পল্লী বিল্বগড়, মুখো ত্রিবিক্রমের বলে॥ ১৪॥
পার্শ্বে কপিলা (কুমিল্লা), বদরিকা (বয়রা) তীর্থদ্বয়।
পাতিপণ-জন্য যত্র আসে মুনিচয়॥ ১৫॥
রাম, নর্সিং বাস ফুলে, ছোট আর বড়।
রামে ক্ষুদ্রাংশ, স্বল্প ফুলে মর্য্যাদা জড়॥ ১৬॥
দ্যাকরের নিজস্ব গ্রাম কাঞ্চনপল্লী।
অপভ্রংশে কাচনা, কুমার-হট্ট চুল্লী॥ ১৭॥
মুখো বিকর্ত্তন থাকে বিবাহ-সূত্রে।
আঁড়িয়াদহে, তাই মুং আঁড়িয়া পুত্রে॥ ১৮॥
গাঙ্গে আমাটে, শিবের ছিল নিজ-বাস।
রাঘবাদির ঊর্দ্ধতনে আমাটে চাস॥ ১৯॥
আমাটে অজয়-গঙ্গা-সঙ্গম-উত্তর।
দেবীর দেবীবরের ছাটা বংশজ, পায় দেবোত্তর॥ ২০॥
বিক্রমপুরে বেগে শ্রোত্রিয় বটব্যাল।
রাঘবে কন্যা-দানে, তায় করে দিক্‌পাল॥ ২১॥
তার পুত্র চারি হয় গাঙ্গ-বংশে শ্রেষ্ঠ।
ধনো-যোগে খড়দহ মেলেতে গরিষ্ঠ॥ ২২॥
কুন্দ রোষাকর, বসে যে আঁড়িয়াদহে।
অধস্তনে শোভাহীন, যায় খড়দহে॥ ২৩॥
খড়দহ তৃণদ্বীপ, এড়ুদ্বীপ-অংশ।
কুন্দ ক্ষীণকায়, জ্যোতিহীন, কুল-ধ্বংস॥ ২৪॥
চট্ট-বংশে পূর্ব্বাপর ছিল বিদ্যা-জ্যোতি।
কালবশে সঙ্গ-দোষে দেখি তার ক্ষতি॥ ২৫॥

তবু চৈতলী, অবসথী, আর পাটুলী।
ধনো, মনো, খনিয়ার দেখি গুণাবলী ॥ ২৬ ॥
ব্রাহ্মণে অর্থ ই অনর্থের হেতু মূল।
দুই হরি মিশ্রে লিখে, মন্দে দিল শূল ॥ ২৭ ॥
বন্দ্যো হরি, মুখো হরি, উভয়ে পণ্ডিত।
কুলতন্ত্রী, রাজমন্ত্রী, ধর্ম্ম-বিভূষিত ॥ ২৮ ॥
উভয়ে লেখে শুদ্ধমূল-কুল-কাহিনী।
দুয়ের শাসন-বাণী লোক-হিতৈষিণী ॥ ২৯ ॥

গোষ্ঠীকথা মেদিনীপুর নিবাসী ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত; বালী নিবাসী চন্দ্রশেখর সন্তান ভূপতিচট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত।

মেলাধিপতি।

মুখবংশে মেলাধিপ জান আছে বার।
বন্দ্যো দশ, চট্টে আট, এই ত্রিশ ধর ॥ ১ ॥
বাকী ছয়ে, পূতি দুই, তেমনি ঘোষাল।
গাঙ্গ, কাঞ্জী এক এক, কুন্দে নাহি মেল ॥ ২ ॥
ফুলে গঙ্গা (১), খড়ে যোগ (২), পণ্ডিতে দৈবকী (৩)।
প্রমোদে জিতামিত্র (৪), গোপাল স্বঘটকী (৫) ॥ ৩ ॥
সুরে সর্ব্বানন্দ (৬), চন্দ্রে পতি-সংজ্ঞা (৭) জানি।
আর ঘটকে দশরথ (৮), মালাধরে খানি (৯) ॥ ৪ ॥
সদানন্দে খানি (১০), আচম্বিতা চক্রপাণি (১১)।
শ্রীবর্দ্ধনে শ্রীবর্দ্ধিনী (১২), এই ত বার জানি ॥ ৫ ॥

নপাড়ী বল্লভী বন্দ্য মকর-সন্ততি (১)।
সর্ব্বে সর্ব্বানন্দী (২), সুভক্ষণে রাজে-স্থিতি (৩) ॥ ৬ ॥
মহেশ্বর-বংশে সাত আছে ত লিখন।
বাঙ্গলে হিরণ্য (৪), আচার্য্যকে ত্রিলোচন (৫) ॥ ৭ ॥
বিজয় পণ্ডিত হয় সাগর বিজয় (৬)।
চাঁদাই (৭), মাধাই (৮), বন্দে স্বীয় নামে রয় ॥ ৮ ॥
ভৈরবে ভৈরব-ঘটকী (৯), নিত্যানন্দে ছাঁয়া (১০)।
নয়েন্দ্র-যোগে বন্দ্যো দশ গণ রে ভায়া ॥ ৯ ॥
পূতি গোবর্দ্ধনের সুরাই (১), শ্রীরঙ্গভট্ট (২)।
দুজনেই পাণ্টী সঙ্গে সদা হাসে অট্ট ॥ ১০ ॥
চট্ট-কুলে সর্ব্বশুদ্ধ মেল হল আট।
রাঘবে রাঘবী (১), মজুন্দারে হরির নাট (২) ॥ ১১ ॥
চট্ট অরবিন্দ-বংশে দুই মেলপতি।
বহুরূপে পঞ্চ, বাঙ্গালে এক শুদ্ধমতি ॥ ১২ ॥
বিদ্যাধরে বিদ্যাধরী (৩), কেশবে বালী (৪)।
দেহাটা শ্রীপতি (৫), ছৈ ছৈ (৬), রাঘু পারিহালী (৭) ॥১৩॥
বাঙ্গাল-বংশে কাকুৎস্থে (৮), কাকুৎস্থের মিশ্র।
চট্টের অষ্টে অন্ন-বিদ্যায় দান অজস্র ॥ ১৪ ॥
গাঙ্গে শিশু-বংশে কুলপতি-সম এক।
নড়িয়া গঙ্গাধর (১), স্বগ্রামে লয় থাক ॥ ১৫ ॥
কাঞ্জিলাল কানু-বংশে এক কুলপতি।
শুদ্ধসত্ত্ব, অন্নদাতা, শতানন্দ কৃতী (১৬) ॥ ১৬ ॥
ঘোষাল-বংশে দুই, শিরো কুলের রসাল।
ডুমুরিয়া ধরাধরী (১), রাঘবী বিশাল (১) ॥ ১৭ ॥

ছত্রিশ মেলের এই গুণবন্ত নায়ক।
অন্নদাতা, বিদ্যাদাতা, সমাজ-নিয়ামক॥ ১৮॥
গুণে মগ্ন হয় দোষ, আতিশর্য্য-হেতু।
চন্দ্র দোষী, তবু শিব-ভালে তিনি কেতু॥ ১৯॥
নবদ্বীপ-অধিকারে, শান্তাডাঙ্গা গ্রাম-বরে,
সূর্য্যদ্বীপের মধ্যগত।
ন্যায়ালঙ্কারের দ্বিজ, কালীচরণ-অঙ্গজ,
ভণে রামহরি হর্ষতঃ॥ ২০॥ মেলচন্দ্রিকা

পঞ্চ কান্যকুব্জ-সন্তানের
বৈদ্যের পৌরোহিত্য-পরিত্যাগ-হেতু।

এক দিন রাজা জিজ্ঞাসিল পঞ্চ-গোত্রীয়ে।
মহাবংশ কুলীন, আর সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে॥ ১॥
কহ, সভাসদ আছ যতেক পণ্ডিত।
কি হেতু ত্যজিলে বৈদ্যে, ছিলে পুরোহিত॥ ১॥ প্র,
উত্তরিল মহেশাদি যতেক সুকৃতী।
নিত্য-যাজ্যে রত নহি, নৈমিত্তিকে ব্রতী॥ ৩॥ উ,
অজ্ঞ হল দশকর্ম্মা, শ্রাদ্ধে পিণ্ডভোজী।
দ্বিজের স্থণ্ডিলে ঋত্বিক্, নহি শূদ্রযাজী॥ ৪॥
আদিশূর রাজা বৈদ্য, বৈদ্যে তার জাতি।
একছত্রী রাজা ছিল, ক্ষত্রবৎ ভাতি॥ ৫॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা, জগন্নাথে কীর্ত্তি।
মায়াবাদী, তবু বলায় ক্ষত্রিয়-বৃত্তি॥ ৬॥

রাজা হলে রাজন্য, সে না ভাবে অন্যথা।
পতিত কাম্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা ॥ ৭ ॥
ভূপাল, অনঙ্গপাল, আর মহীপাল।
জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্র, নহে রাজন্য প্রবল (গোত্র, প্রবর) ॥ ৮ ॥
তারাও বিভা করিত তিন-জাতি-মেয়ে।
ব্রাহ্মণ-পুরোধা সাতশতী, দেখ চেয়ে॥ ৯ ॥
তাই তারা ক্রিয়াকাণ্ডে বেদ-জ্ঞান হীন।
যাজক-পিণ্ড-ভোজী, প্রথা ত অপ্রাচীন ॥ ১০ ॥
বল্লাল লয় যদা পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে, দ্বিজে এ প্রথা ত দেখি না ॥ ১১ ॥
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি সুতে।
লক্ষ্মণ ত্যজে পৈতা, বৈদ্যকুল রক্ষিতে ॥ ১২ ॥
ইথে উভয় পক্ষের বৈশ্য পতিত ব্রাত্য।
ক্রমশঃ বৃষলে গণ্য অত্রত্য তত্রত্য ॥ ১৩ ॥
তাই কান্যকুব্জ বৈদ্য-যাজন না করে।
পূর্ব্বেও ত অগ্ন্যাধানে স্বধামাত্র ধরে ॥ ১৪ ॥
পুরোধা যজ্ঞ-যাজক, পিণ্ডভোজী নয়।
আধুনিক অজ্ঞ দ্বিজ ভোজ্যমাত্র লয় ॥ ১৫ ॥
শ্রাদ্ধে সঙ্কল্প, মৃতের স্বর্গোদ্দেশে দান।
নিমন্ত্রিত বিপ্রে দেয়, পুরোধা না খান ॥ ১৬ ॥
এ উদ্দেশ্য না থাকিলে, যাজক পূজক।
ক্রিয়াকাণ্ডে লোভী, হত, সর্ব্বভক্ষক ॥ ১৭ ॥
যজমানো স্বয়মাত্র দক্ষিণা যে দিয়া।
উৎসৃষ্ট ভোজ্য ঋত্বিকে দিত পুছিয়া ॥ ১৮ ॥

অসৎপ্রতিগ্রহে দ্বিজ পতিত অগ্রদানী।
তাহা দেখি বৈদ্যে ত্যজ্যে, জ্ঞানী দ্বিজ মানী ॥ ১৯ ॥
পৈত্র-কার্য্যে পিণ্ডভোজী পৌরোহিত্যে দোষ।
দৈবে, আর্ষে, পৈত্রে স্বধা—কর যে প্রতোষ ॥ ২০ ॥
সবন্ধু বল্লাল পতিত, বৃষলে যে গণ্য।
বৈদ্যকুল পৈতা ত্যজি শূদ্রবৎ অধন্য ॥ ২১ ॥
সৎ শ্রোত্রিয়, আর যে কুলীন-তনয়ে।
যাজন ত্যজে রাজার, শূদ্র বলে ভয়ে ॥ ২২ ॥
যদবধি বৈদ্যকুল দ্বিজত্ব-বিহীন।
তদা পবিত্র দ্বিজ বৈদ্যে ত্যজে প্রবীণ ॥ ২৩ ॥
কন্দুপক্ক, পয়ঃপক্ক, আর ঘৃতপক্ক।
দ্বিজগ্রাহ্য শূদ্র-পাকে, এইমাত্র সম্পর্ক ॥ ২৪ ॥
শূদ্রের আমার শ্রাদ্ধে পক্ক বলি গণ্য।
বৈদ্য ও বৃষল-শ্রাদ্ধে আমমাত্র মান্য ॥ ২৫ ॥
নিবেদিল রাজা, মম পূর্ব্ব-পিতামহে। পুঃ প্র,
বৈদ্য হলেও রাজন্য-আচরণ রহে ॥ ২৬ ॥
মহানন্দীর পর হতে সব ক্ষত্রিয়। পুঃ উ,
বৃষলে গণ্য, কিবা চন্দ্র সৌর-বংশীয় ॥ ২৭ ॥
কেমনে করিল যজ্ঞ, পঞ্চ ঋষি এসে ? (প্রশ্ন)।
তারা পঞ্চ মহাভূত, দোষ হবে কিসে ? (উত্তর) ॥ ২৮
যাদের ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি, স্থিতি, লয়।
তৎকার্য্যে আর সর্ব্বভুকে দোষ কি রয় ? ॥ ২৯ ॥
তাঁরা সাগ্নিক দ্বিজ, চন্দন বিষ্ঠা সম।
আর ষড়ৈশ্বর্য্যে ধনী, ইন্দ্রিয়-সংযম ॥ ৩০ ॥

তাঁদের সাধ্য ছিল দোষের পরিপাকে।
জগৎকুটুম্বী, আত্মবৎ ভাবে যাকে তাকে ॥ ৩১ ॥
যাদের কথায় দ্বিজ-মুখে শূদ্র অন্ন।
দেয় পুরুষোত্তমে, নাহি ভাবে সে ভিন্ন ॥ ৩২ ॥
দেখ ভস্ম তুচ্ছ বস্তু, ভূষা কেবা বলে।
কাশীর শ্মশান-ভস্ম মাখে সর্ব্বকালে ॥ ৩৩ ॥
হুতশেষ যজ্ঞ-ভস্ম স্বস্তি-হেতু ফোঁটা।
ছায়কপালে বলে কে দিতে পারে খোঁটা ? ॥ ৩৪ ॥
স্থান ও কাল-মাহাত্ম্যে সব শোভা পায়।
আমরা অকৃতী সব, দোষ পড়ে গায় ॥ ৩৫ ॥
ভূমিপ হলে সবারি ইচ্ছা হয় ক্ষত্র।
গৌরব-হেতু রাজন্য বলায় যত্র তত্র ॥ ৩৬ ॥
সর্ব্বজীবেরি আছে দুগ্ধ, গব্যই পবিত্র।
মাহিষ্য গব্যতুল্য পূত বলে কি কুত্র ? ॥ ৩৭ ॥
আজ, খার, পূত নহে, ঔষধে যে খাদ্য।
ঘৃত দধি ক্ষীরে ম্লেচ্ছো না ধরে যে অদ্য ॥ ৩৮ ॥
বড়বা মহিষীসম দুগ্ধে নহে তুল্য।
গাভী-দুগ্ধে পঞ্চামৃত, সে সুধা অমূল্য ॥ ৩৯ ॥
তেমনি বিপ্র, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র, ত চতুর্থ।
ক্রমে মাহাত্ম্য অল্প জান, নহে ত ব্যর্থ ॥ ৪০ ॥
সবারি অভিলাষ, সে উচ্চ হয় নিজে।
দেবত্ব পেলেও ইচ্ছা ব্রহ্মত্বে বিরাজে ॥ ৪১ ॥
কাশী-মৃত্যু জীবের শিবত্ব-নিদান।
তাই কি সে পায় গৌরীর শয্যায় স্থান ? ॥ ৪২ ॥

সারূপ্য পেলেও কভু ব্রহ্মসম হয়।
স্বর্গে (বৈকুণ্ঠে) নয় চতুর্ভুজ, লক্ষ্মী ত না পায় ॥ ৪৩ ॥
ঘট-ভঙ্গে মহাকাশে যে শূন্য মিশায়।
সেই ঘটাকাশে কি ত্রৈলোক্য দেখা যায়? ॥ ৪৪।
বিশ্বামিত্রের ইচ্ছা, সদ্য লভে ব্রাহ্মণ্য।
তেমনি বৈশ্য ভাবে, সে হয় রাজন্য ॥ ৪৫ ॥
শূদ্রের প্রার্থনা হয়, সে বৈশ্যত্বে গণ্য।
তপোবীর্য্যে, বিপ্র সপ্ত জন্মে, থাকে পুণ্য ॥ ৪৬ ॥
বৈশ্য রাজা অদিশূর ক্ষত্রিয়-আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ, কার্য্যে মাতৃ-ব্যবহার ॥ ৪৭ ॥
রাজপুত ক্ষত্র বল্‌তে বদ্ধপরিকর।
আজি শুদ্ধ ক্ষত্র নাই, বর্ণের সঙ্কর ॥ ৪৮ ॥
আদিশূর বৈশ্য বটে, ক্ষত্র-কন্যা পত্নী।
শূদ্র-কন্যা ব্রহ্ম-জায়া, না লাগে অরত্নি (কুশণ্ডিকা) ॥ ৪৯ ॥
তেজে, শাপে, স্বয়ংবরে জাতি কোথা থাকে?।
দেবযানী শুক্র-কন্যা, বরে যযাতিকে ॥ ৫০ ॥
তৎসন্ততি পেয়েছে কি ব্রাহ্মণের জাতি?।
উচ্চ মাতা, নীচ পিতা অপকৃষ্টে ভাতি ॥ ৫১ ॥
কলির ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র, সব সমান।
বিশেষতঃ রাজা হ'লে নাহি থাকে জ্ঞান ॥ ৫২ ॥
রাজায় রাজায় বিভা, সবাই ক্ষত্রিয়।
পিতৃ মাতৃ একপক্ষ, রাজন্য-গোত্রীয় ॥ ৫৩ ॥
রাজায় প্রজায় কন্যা দেখে সদাচার।
আর রাজার কন্যা দেখে যে আকর ॥ ৫৪ ॥

ভূপের ক্ষত্রত্ব হয় শৌর্য্যের প্রকাশ।
নৃপমাত্র ক্ষত্রাচার, কলিতে সহাস ॥ ৫৫ ॥
নিঃক্ষত্রে, সঙ্কুচিত, আর পলায়িত, (পলেজাতি) কোঁচ।
জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্র চাণ্ডাল, রাজবংশী—খেঁ চ ॥ ৫৬ ॥
হাত ঘুরাইয়ে মুলো কয়, সবাই ত উচ্চ হতে চায়,
দেখি কার আছে কত পুণ্য শক্তি।
ভাগ্যে কোন হয় ব্রহ্মে, গণ্য ক্রব্যাদ অগ্নি নিন্দ্য অধন্য,
উৎকট পাপ পুণ্যে আছে এ যুক্তি ॥ ৫৭ ॥

গে ষ্ঠীকথা, চুপী-কক্ষশালী-নিবাসী হুগলী জিলার ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল বদান্য ও চিরস্মরণীয় শিবনাথ রায়-সংগৃহীত, পূর্ব্বস্থালীর প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তচূড়ামণি দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত।

আধুনিক-রাজবংশের ক্ষত্রিয়ত্ব-নাশ।

আদিশূর ও বল্লালসেনকে যিনি যে প্রমাণে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলুন না কেন, ক্ষত্রিয়তা নাই। বল্লাল নিজকৃত দান-সাগরে আপনাকে ক্ষত্রিয় বলাইতে সাহসী হয়েন নাই। "ক্ষত্র-চারিত্রচর্য্যা" এইরূপ পাঠ প্রকটিত করিয়াছেন। চর্য্যা শব্দের অর্থ আচরণ, সুতরাং "ক্ষত্র চারিত্র-চর্য্যা" শব্দে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানু-সারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী। রাজা হইলে অনেক বিষয়ে স্বতঃ রাজন্যের আচরণ অনায়াসলভ্য হয়।

মাহিষ্য-জাতিরা পরাক্রান্ত হইয়া উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা

সংস্থাপন করেন। মাহিষ্য জাতি অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি ও ছত্রপতি. এই চারি ভাগে বিভক্ত। মাহিষ্যের জনক ক্ষত্রিয়, জননী বৈশ্য হইলেও মাহিষ্যেরা পিতৃকুল স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পণ্ডিতগণ দ্বারা বর্ণন করাইয়াছেন। কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিতে সমর্থ হয়েন নাই। ৺ জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির-নির্ম্মাতা মহারাজ অনঙ্গ ভীমদেব আপনাকে "ক্ষত্রিয়-কুল-ধর্ম্ম-কেতু" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ৺জগন্নাথদেবের বর্ত্তমান সেবাকারী খুর্দারাজ গজপতি বংশীয় মাহিষ্য। যখন তাঁহাদিগের মুদ্রা প্রচলিত ছিল, সেই মুদ্রায় অনঙ্গভীমের নাম উৎকীর্ণ হইত। তাহাতে এই রূপ লেখা আছে। "বীর শ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাটোৎপলবর্গেশ্বরাবিরাট ভুত ভৈরব সাধু শাসনোৎকরণ রাবতরাই অতুলবলপরাক্রম সংগ্রামসহস্রবাহু ক্ষত্রিয়কুলধর্ম্মকেতুঃ।"

শকাব্দে রন্ধ্রশুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে।
প্রাসাদং কারয়ামাসানঙ্গভীমেন ধীমতা॥

বিবিধার্থসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, ৫৮ পৃঃ।

গৌড়নগরের প্রস্তরফলকে লেখা আছে, আদিশূরের বংশে প্রদ্যুম্নেশ্বর নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি যে হরিহরমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন, ঐ মূর্ত্তি প্রাদ্যুম্নেশ্বর নামে বিখ্যাত। বিজয়সেন উহার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তিনি "ক্ষত্রিয়কুলধর্ম্মকেতু"।

দিনাজপুর জিলা গঙ্গারামপুরের তপনদীঘীর তাম্রশাসনেও গৌড়েশ্বরদিগকে ওষধিনাথ-বংশ-সম্ভূত বলা হইয়াছে। যথা—

সেবাবিনম্রনৃপকোটিকিরীটরোচি-
রম্ভুল্লসৎপদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ।
তেজোবিষজ্বরমুখো দ্বিবতামভূবন্
ভূমীভুজঃ স্ফুটমপৌষধিনাথবংশে॥

বল্লালসেন নিজকৃত দানসাগরে আপনাকে "ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা-মর্য্যাদারক্ষণ" কহিয়াছেন। যথা—

ছন্দোভিশ্চৈকবন্দ্যঃ শ্রুতিনিয়মগুরুক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা-
মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ কলিচকিতসদাচারসঞ্চারসীমা।
সদ্বৃত্তস্বচ্ছবর্ম্মোজ্জ্বলপুরুষগুণাচ্ছিন্নসন্তানধারা-
বন্দ্যোমুক্তাময়শ্রীনিরগমদবনেভূর্ষণং সেনবংশঃ॥

ইহাই সত্য। প্রস্তরফলক ও তাম্রফলকের রচনাগুলি পণ্ডিতগণের সমারচিত অত্যুক্তি ও স্তুতিমাত্র। প্রকৃত হইলেও ক্ষত্রিয়ত্ব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

আধুনিক ক্ষত্রিয়াদির বিবরণ।

মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা। ততঃপ্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি। বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ২৪ অধ্যায়।

ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো দেবর্ষিসৎকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ২১ অধ্যায় ভাগবত, ৯ স্কন্ধ, ২২ অধ্যায়।

চট্টরাজ ও রায় উপাধির বিবরণ।

কৃষ্ণের সন্তান পাটুলিয়া চট্টোপাধ্যায় কুলে পশ্চিম রাঢ়ের বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ায় মানভুম ও বীরভূমের অনেক স্থলে চট্টরাজ ও চট্টোপাধ্যায় উপাধি বিশিষ্ট দুই বিভাগ দেখা যায়। যাহারা কেশর ভাবাপন্ন চাটুতি তাহারাই চট্টরাজ নামে খ্যাত। সুতরাং চট্টরাজের সহিত চট্টোপাধ্যায়দিগের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে কুলাচার্য্যের কারিকার দোহায় ও সামাজিক ব্যবহারের রীত্যনুসরণ ব্যতীত অন্য উপায় দেখা যায় না। সামাজিক ব্যবস্থায় ভবানন্দ মজুমদারের জ্ঞাতি বংশীয় দিগের কন্যা গ্রহণকারী পাটুলিয়া চট্টোপাধ্যায়গণই চট্টরাজ উপধিতে সুনির্ণীত ও অঙ্কিত হইয়াছেন। মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতে তদীয় ভাগিনেয় এবং দৌহিত্রকুলে ধনবত্তার নিদানস্বরূপ রায় উপাধি সংক্রমিত হইয়াছে। ঐ দৌহিত্রকুলে এখন আর চট্টোপাধ্যায় অথবা মুখোপাধ্যায় লেখা হয় না। তবে কার্য্যত চট্টোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় বলা হয়। চট্টরাজ উপাধির কারিকা যথা—

কন্দর্পের দর্পচূর্ণ গতির মেয়ে বিয়ে।
আগেদেন হরিনাম পাছে দেন মেয়ে॥
আচার্য্য শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা।
ভবানন্দ কেশরীর বংশীয় দুহিতা॥
আনীত হল সভায় পিতৃআজ্ঞা হেতু।
পাটুলীর চাটুতি কন্দর্প হন কেতু॥
পুত্র পৌত্রে হলবদ্ধ সংজ্ঞা চট্টরাজে।
নিকষকুলীন বটে কেশরী ব্যাজে॥

কন্দর্পপুত্র মাধব পতিকন্যা পতি।
পৌত্র রাঘব কলত্র হেমলতা সতী॥
অপত্যগণে প্রাপ্ত চট্টরাজের খ্যাতি।
কেশরায় পুত্র দৌহিত্রে নাহি ভিন্নরীতি॥
পশ্চিমরাঢ়ে দেখ চট্টরাজ কতক।
কেশরী অসংসৃষ্ট চট্টোপাধি খাতক॥ কুলার্ণব।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভাগিণেয় অথবা দৌহিত্রাদির দৌহিত্র বংশে রায় উপাধি সংক্রমিত হয় নাই। যথা—৫৭৭পৃঃ দেখ। জ্যোতি প্রসাদ রায় তদীয় ভাগিণেয় শ্রীসুখেন্দু মোহন প্রভৃতির উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায় সুখেন্দু মোহনের জ্যেষ্ঠের নাম প্রমথ নাথ (তৎপুত্র উৎপলানন ও অনাথ নাথ) কণিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের নাম। শৈলেন্দ্র, ননিলাল ইহাদিগের পিতার নাম কালিদাস বন্দোপাধ্যায় ইনি পূর্ণপ্রসাদ রায়ের দ্বিতীয় কন্যাকে বিবাহ করেন। নাম শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী। কালিদাসের পিতার নাম উমাচরণ ২৯। পিতামহ শিবনাথ ২৮। প্রপিতামহ গোবিন্দ প্রসাদ ২৭০; বৃদ্ধ-প্রপিতামহ রাম চন্দ্র ২৬। অতিবৃদ্ধ রামানন্দ ২৫। বৃদ্ধাতি-বৃদ্ধ কেশব রাম চক্রবর্ত্তী (২৪)। কালিদাসের সহোদরের নাম গণেশ ও দুর্গাদাস ইনি বাঁকুড়ায় ময়নাপুর নিবাসী শ্যামলানন্দের কন্যা বিবাহ। ক্রোড় পত্র ৭২ পৃঃ কেশবরাম চক্র বর্ত্তীর ধারা দেখ।

উপসংহার-বাক্য।

শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজ গোত্রে নিরক্ষরের ভাগ অতি অল্প। প্রাচীন সময়ের কথা পরিশিষ্টে লিখিত হইল। নব্যদিগের কথা বলাই উপসংহারের উদ্দেশ্য। তদনুসারে অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নাম নির্দ্দেশ করাই উচিত। সুতরাং প্রথমে দেবীবর ঘটক,

দ্বিতীয়ে ধ্রুবানন্দ মিশ্র, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, আখণ্ডলাদির নামোল্লেখে পূর্ব্ব-চরিত-কথা বর্ণন করিতে হয়, তাহা করিতে গেলে মূল পুস্তকের কলেবরে স্থান সমাবেশ হয় না। সুতরাং প্রকৃত নব্য দুই একটীর নামনির্দ্দেশপূর্ব্বক গ্রন্থ সমাপ্ত করিলাম।

মহাকবি ভারতচন্দ্র।

ইনি ফুলিয়ার মুখুটী, ভঙ্গ। হুগলী জিলার পাণ্ডুবাসের (পাণ্ডুয়ার) অন্তর্গত ভুরসুট (ভূরিসৃষ্টি) গ্রামে ইঁহার পৈতৃক বসতি। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ মুরারি ওঝা, তিনি ফুলের মুখুটী নৃসিংহের পুত্র। নৃসিংহের সহোদর, রাম ও দ্যাকর। মুরারির পুত্রগণের মধ্যে বনমালীর পুত্র প্রসিদ্ধ কবিবর কৃত্তিবাস (৩০৯ পৃষ্ঠা দেখ)। বনমালীর সহোদর মদন-বংশে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর জন্মপরিগ্রহ করেন। মদন ভঙ্গ, তদ্ধেতুক মদন হইতে "কুলপরিচায়ক গ্রন্থে" মদনের সন্ততিবর্গের নামোল্লেখ নাই। সেই জন্যই ভারতচন্দ্র নিজের উর্দ্ধতন পরিচয় দানে ক্ষান্ত হইয়া কেবল ভূপতি রায়ের বংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মদন-পুত্র রাঘব, পৌত্র দেবানন্দ, প্রপৌত্র প্রয়াগ, বৃদ্ধপ্রপৌত্র জগদীশ, অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র গোপাল, বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র রামনারায়ণ, তৎপুত্র রামকান্ত রায়, ইনি ভারতচন্দ্রের পিতামহ। পিতার নাম রাজা নরেন্দ্র রায়। রায় (প্রশ্নবত্তা চিহ্ন) পিতামহ রামকান্ত ভূমিপাল হইয়া 'ভূপতি' এই উপাধি ধারণ করেন। তন্নিবন্ধন 'ভূপতি রায়েব বংশ' বলিয়াছেন। রামকান্ত ভূপতি নামেই প্রসিদ্ধ। ভারতচন্দ্র হইতে মূলাজোড়ে বাস। রায় গুণাকরের পুত্রগণ-মধ্যে ভগবতী-চরণ ও রামতনু প্রসিদ্ধ। ভগবতী নিঃসন্তান. রামতনুর পুত্র

তারক। তৎসুত অমরনাথ, তৎপুত্র পূর্ণচন্দ্র ও গোবিন্দ; ভাবতচন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। ভাবতচন্দ্রের আত্ম-পরিচয় যথা—

রায় ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ,
উপাধি সদা ভাবে হত কংস, ভুরসুটে (ভুবিস্থষ্টে) বসতি।
ধনবত্তা নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতী-যুত,
জ্ঞাপক ফুলের মুখুটী খ্যাত, দ্বিজ-পদে সুমতি॥ অন্নদামঙ্গল।

রাজা রামমোহন রায়।

মহামান্য রাজা রামমোহন রায় বন্দ্যঘটীয় বঙ্গপাশী—সুরাই মেল ও ভঙ্গ। শাণ্ডিল্য ক্ষিতীশ হইতে বন্দ্য দুর্ব্বলী অধস্তনত্রয়োদশ পুরুষ। **দুর্ব্বলীর পুত্র অনন্ত** হইতে গয়ঘড়ীর সৃষ্টি। হরি হইতে সাগরদিয়ার উৎপত্তি। **সঙ্কেত** বাঙ্গালপাশীর মূল। **নারায়ণ** স্বল্প ফুলিয়া বলিয়া গণ্য। **ভাস্কর উন্দুরাখ্য** কুল। ইহাঁরা ১৪শ। বাঙ্গাল-সুত উৎসাহ ১৫শ। উৎসাহ-সুত আনো, কন্দ, রঘু, গুণ, শ্রীরঙ্গ, সারঙ্গ, মার্কণ্ডেয়, বাসু, বিষ্ণু ও ভীম (১৬শ)। আনো-সুত পিথাই ও লথাই (১৭শ)। লথাই-সুত সর্ব্বানন্দ, শতানন্দ, গোবিন্দ, পরমব্রহ্ম ও কনক (১৮শ)। সর্ব্বানন্দের পুত্র প্রসিদ্ধ **দেবীবর ঘটক** (১৯শ), গুরু **শোভাকর চট্টের** অভিসম্পাতে নির্ব্বংশ।

(১৮শ) গোবিন্দ-সুত কমল ১৯শ। রামনাথ ২০শ। সুন্দর ২১শ। পরশুরাম ২২শ। শ্রীবল্লভ ২৩শ। কৃষ্ণচন্দ্র ২৪শ। ব্রজবিনোদ ২৫শ। রামকিশোর ও রামকান্ত ২৬শ। রাম-কিশোর-সুত নবকিশোর ২৭শ। শ্রীনাথ ২৮শ। গোপীনাথ ২৯শ। মহেন্দ্রনাথ ৩০শ।

(২৬) রামকান্তসুত **রাজা রামমোহন রায়** ২৭শ।

জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ (সর্ব্বপ্রধান উকীল) ২৮শ। পৌত্র হরিমোহন ও প্যারীমোহন ২৯শ। (কনিষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ ২৮শ) দুর্ব্বলীয় বংশে দীর্ঘজীবন ও বিদ্যা ছিল। বন্দ্যঘটীয় নারায়ণ বাচস্পতিকে আমরা দীর্ঘজীবী দেখিতে পাই। তিনি প্রসিদ্ধ স্মৃতি-সংগ্রহ-কারক ছিলেন। তাঁহার মত খানাকুল-কৃষ্ণনগরাঞ্চলে বিশেষমান্য ও প্রচলিত ছিল। নারায়ণ বাচস্পতির সংগ্রহানুসারে সময়ে সময়ে ঐ অঞ্চলে নবদ্বীপ সমাজের মত উপেক্ষিত হইত। রাজা রামমোহন রায় এই ব্যাপার দেখিয়া তৎকালে মনে মনে স্থির করিলেন যে, সমধিক বিদ্যা বুদ্ধি থাকিলে শাস্ত্রের মর্ম্ম প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তদনুসারে তিনি আগম, নিগম, পুরাণ ও তন্ত্রাদি আলোচনা করিয়া বৈদিক মতের নিগূঢ়ার্থ নিষ্কর্ষ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। আধুনিক ব্রাহ্মগণের অনেকেই সে পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নববিধানের মতাবলম্বী হইয়াছেন।

দেবীবর, ধ্রুবানন্দ, রঘুনন্দন ও নারায়ণাদির সমাজ-সংস্করণ দেখিয়াই বোধ হয় রাজা রামমোহন রায়ের হৃদয়ে ধর্ম্ম-সংস্কার করণের প্রবৃত্তি দৃঢ় হইয়াছিল। **রঘুনন্দন** ও

ধ্রুবানন্দ সাগরদিয়া ফুলিয়া মেল।

ভট্টনারায়ণ হইতে সাগরদিয়া হরি অধস্তন ১৩শ। তাঁহার পুত্র মাধব ১৪শ। তৎসুত পিথাই ও ধ্রুবানন্দাদি ১৫শ। পিথাই-সুত গঙ্গাধর ১৬শ। গঙ্গাধর-সুত ভগীরথ ও হরিহরাদি ১৭শ। হরিহরসুত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য **রঘুনন্দন** ১৮শ (১ম পরিশিষ্ট দেখ)।

সমাপ্ত।

ভ্রান্তি নিরাস।

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৬	৫	কালিদাস	কাশীনাথ
১৭৪	১১	বিশ্বাসকুলীন	কিন্তু সকল বিশ্বাসই কুলীন নহেন।
ঐ	১২	কোঙার কুলীন	কোঙার মধ্যে অনেকের উপাধি রায় দেখা যায় কিন্তু সকল রায়ই পশ্চিম কুলের কুলীন নহেন।
১৮৬	নিম্ন ৩।৪।৫	মন্দিরঃ শুভ্রাঃ সঃখ্যা	মন্দিরং, পূর্ণ, শুভ্রাং, সংখ্যা
২৬৬	৫	করণ	নিষাদ।
	নিম্ন ৯	নিষাদ	করণ।
২৩২	৫।১১	দুর্জয়সেন	দুর্জয়দাস।
২৮৯	৫	——	কুকুটিয়া গ্রামের সপ্তশতীগণ হারীত।গোত্র নালসী গাঞি বেগের গাঙ্গুলী রামগঙ্গার দ্বারা উত্থাপিত, রত্নেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ও তদীয় পাণ্টাপ্রকৃতি দ্বারা মার্জিত গ্রামমৈনাট, পং, দোহার, ঢাকা জিলা।

৩৯৪ নিম্ন ৫।৭।৮ বিনোদ, সন্তোষ, বিনোদরাম। শুদ্ধি বিধানে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, প্রদত্ত তালিকায় সন্তোষ আত্মারামের ভ্রাতা, পুত্র নহেন। বিনোদরাম রমাকান্তের পুত্র। রঘুনন্দন নামক পুত্র হরিরামের বর্জ্জিত। কৃষ্ণচন্দ্র রমাকান্ত পুত্র। কিন্তু পাঁচ গাঙ্গুলীর মধ্যে গণ্য নহেন।

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪০১	৩	এলাই	ডুলাই
৪১১	নিম্ন ৪	হুগ্লিজিলার	গুপ্তিপাড়াও
৪৯২	৮	ফণীন্দ্র	মণীন্দ্র
৫০৮	নিম্ন ১১	মহেন্দ্র	মহেন্দ্র কেশর ডাবাপন্ন
৫৪১	২।৪	নলিনী	শৈলেন্দ্রবালা
৫৫৮	নিম্ন ৩	বৈকুণ্ঠনাথ	বৈকুণ্ঠচন্দ্র
৫৫৯	১	——	Temple Scholarship
৫৫৯	৮	খাশনিশান ডঙ্কা	——
৫৬৮	১১	রামদেব	রতিদেব
৫৭৬	৫	ভাগিনেয়	দৌহিত্র ও ভাগিনেয়
৫৮৩	৭	Inspector of Police	Executive Engineer
৫৭৭	নিম্ন ৯	পুত্র ভূপেন্দ্র	দৌহিত্র ভূপেন্দ্র
	১০	দৌহিত্র	জামাতা
৫৭৮	১—৭	পর্য্যন্ত	শ্রীধরঠাকুর সন্তান

রামকানাই পুত্র কমলাকান্ত রাজা ভৈরবচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যার স্বামী (মুলুক চাঁদের ধারা) কমলসুত শ্যামামদ, লক্ষ্মীকান্ত ও তারিণীপ্রসাদ—শ্যামামদ সুত পীতাম্বর রায়। তদীয় দত্তক জ্যোতির্ভূষণ রায়। লক্ষ্মীকান্তের দৌহিত্র—বন্দ্য-গয়ঘড় শিবকৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ প্রভৃতি। পীতাম্বরের দৌহিত্র শরৎ গোপাল বন্দ্য।

৬০৫	৫—১১	গঙ্গাধর	গদাধর

৬০৬ ২,৩ নবীনসুত পঞ্চানন। ৫ হারাধনের অন্য পুত্রের নাম অন্নদাপ্রসাদ (৬)। ৬ পূর্ণচন্দ্রের অপর পুত্রের নাম আনন্দগোপাল, রামগোপাল ও শ্রীগোপাল, সুরেন্দ্রের কণিষ্ঠ।

৭৩১	নিম্ন ৮	(অশুদ্ধ চারি)	(শুদ্ধ পঞ্চ)

বর্ণমালানুযায়ি-সূচীপত্র।

REMARK COPIED FROM THE INDIAN NATION,
Dated 24th September, 1900.

'Sambandha Nirnaya' by Pundit Lalmohon Vidyanidhi is a work which exhibits great research. It purports to be a social history of the principal Hindu castes in Bengal and is no mere compilation but is founded upon original and authoritative works. The objects mainly kept in view are accuracy, method and condensation. The book is marked by the sobriety and the severity of history and not by the tawdry display of rhetoric so common in books of a certain class. It should be highly prized not only by students of history and antiquities and those given to the discussion of social questions, but by all members of the castes here dealt with who are interested in knowing their origin and history. The reformer also should know something of the history of the institution he seeks destroy and should not trade in mere abstract rinciples. This is a book that he may safely consult. It is a work of rare merit in Bengali terature and deserves to be patronised. If society vill not encourage the author, Government ought come to his aid. We have before us a copy f the second edition of his work, and a volume of upplement as big as the work itself.

সম্বন্ধনির্ণয়ের ৫৫২ পৃষ্ঠার ক্রোড় পত্র।
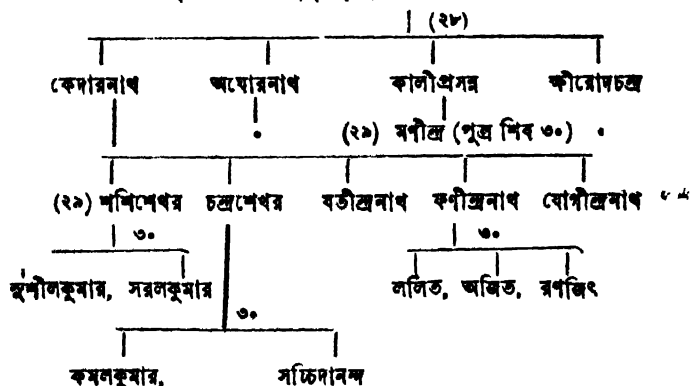
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রদত্ত তালিকা। ৮নং জেলেটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সম্বন্ধনির্ণয়ের ৩৩৪ এবং ৬৪৬ পৃষ্ঠের ক্রোড়পত্র।

কুলজীর কারিকার শাণ্ডিল্য ক্ষিতীশের অধস্তন ত্রয়োদশপুরুষে জয়সাগর। ইনি প্রসিদ্ধ কবি। ইহার দুই একটী কবিতা লোকমুখে শুনা যায়। গ্রন্থ দেখা যায় না। ইহার পুত্রত্রয় হইতে নন্দনাবাসী, চম্পটী লাহিড়ী এবং বাকৃচী বংশের উৎপত্তি হয়। সাধু ও রুদ্র বাকৃচী গ্রামী। লোকনাথ লাহিড়ী গ্রামবাসী। এই সময়ে বল্লালী মর্য্যাদা প্রদত্ত হয়। তদনুসারে সাধু, রুদ্র ও লোকনাথ কুলীন। স্বর্ণরেখ সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। বাকৃচী বংশে খেঁরীবাকৃচীর তুল্য সামাজিক ক্ষমতায় তৎকালে কেহ বারেন্দ্র কুলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না।

চ্যুতওঝার পুত্র বল্লভাচার্য্য ইহাঁর সময় বারেন্দ্রের করণের সৃষ্টি হয়। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর কন্যার সহ করণ। অর্থাৎ

বল্লভাচার্য্যের বিবাহ হয়। উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলী প্রণেতা উদয়নাচার্য্যের সমকক্ষ বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

ধেঁয়ীবাক্‌চীর সহোদর সোমাচার্য্য হইতে পুটিয়ার রাজবংশের উৎপত্তি। ঐ বংশের মূল পুরুষ রামচন্দ্র ঠাকুর। তাহা হইতে পাঁচুড়িয়া দোষ মার্জিত হয়। এই বংশের কৃপায় নাটোরের রাজগোষ্ঠীর শুভাদৃষ্ট ও রাজ্য প্রাপ্তি। প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া শরৎসুন্দরীদেবী এই বংশের এবং বঙ্গদেশীয়া সচ্চরিত্র মহিলাগণের মুখোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সীতা ও সাবিত্রীর তুল্য রূপে লোক সমাজে পূজিত।

যে প্রসঙ্গে লাহিড়ী বংশের গুণ কীর্ত্তিত হইল সে বংশের একজন মহামান্য মনস্বীর বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। কৃষ্ণনগরের লাহিড়ী কুল সম্ভূত রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর দ্বিতীয় পুত্র রামতনু লাহিড়ী। ইহাঁর চরিত্র দেখিলে দেব চরিত্রের আদর্শ পুরুষ বলিয়াই বোধ হইত। ইহাঁর ব্যবহারে আত্মীয়পর কেহ ছিল না। তিনি কাহারও স্তুতি নিন্দায় আনন্দিত বা দুঃখিত হইতেন না। ক্ষতি বৃদ্ধিতে ও দৃক্‌পাত ছিল না। তিনি ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু কদাচ পাণ্ডিত্যের অভিমান করিতেন না। তাঁহার চরিত্র আদর্শ করিলে জানা যায় যে তেমন মানুষ এখন আর দেখা যাইবে কিনা সন্দেহস্থল। নিজে ভাগ্যবন্ত বংশের পুত্র, নিজে কৃতী (Head Master, Zilla School) ও উপার্জ্জক কিন্তু সৎকার্য্যে দান হেতু কিছু সংস্থান করিয়া যান নাই। তিনি যখন বালক তখনই তিনি লোক সমাজে সত্য নিষ্ঠার আদর্শ স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েন; যৌবনে জনগুণে বিখ্যাত হইয়াছেন।

তজ্জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার একটী চিত্রময় প্রতিকৃতি Oil Painting সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়ে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। উহা বেথুন সাহেবের প্রতিকৃতির সম্মুখে ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যকালে যাহারা সংস্কৃত কালেজে ছাত্ররূপে প্রথম প্রবিষ্ট হইত তিনি যদি তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধি দেখিতেন তবে তাহাদিগকে তিনটী প্রতিমূর্ত্তি দেখাইতেন। ১ হেয়ার সাহেবের ২ বেথুন সাহেবের ও ৩য় রামতনু লাহিড়ীর।

হেয়ার সাহেবের প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি সংস্কৃত কালেজ মন্দির মধ্যেই ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কহিতেন দেখ সত্যনিষ্ঠা সদ্ব্যবহার সচ্চরিত্রতার আদর্শ পুরুষ দেখাইবার নিমিত্ত রামতনু বাবুর প্রতিমূর্ত্তি তোমাদিগকে দেখাইলাম। সর্ব্বদা মনে করিবে।

বেথুন সাহেব বঙ্গীয় স্ত্রীজাতির মূর্খতা দূর করিবার জন্য ভদ্রমহিলা বর্গের জন্য বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা কি উপকার হইতেছে পরে বুঝিতে পারিবে।

ডেভিড হেয়ার সাহেবের অন্তঃকরণে দয়া এত ছিল যে তিনি কখন কোন দুঃখী বালকের দুঃখ শুনিলে স্থির থাকিতে পারিতেন না। শুনিবামাত্র আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া রাত্রি কি দিবার ভেদ জ্ঞান রহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাহার দুঃখ শান্তি করিতেন। পরিশেষে নিজের সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া নিজ নামে অবৈতনিক হেয়ারস্কুল সংস্থাপন করেন।

এইরূপ মহাত্মাবর্গের বিষয় স্মরণ করিলে তোমাদিগের প্রকৃত শিক্ষার পথ হইবে।

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত রামতনু লাহিড়ীর
জীবন চরিত দেখ